ॐ

বেদান্তদর্শন

শাঙ্করভাষ্য, তাহার বঙ্গানুবাদ; বৈয়াসিকন্যায়মালা,
তাহার বঙ্গানুবাদ ও ভাবদীপিকা ব্যাখ্যা সহিত

৩য় খণ্ড: ১অ. ৩পা. ৯ম অধিকরণ পর্য্যন্ত

অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতা
স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

সংশোধক ও সম্পাদক
স্বামী চিদ্ঘনানন্দ পুরী
এবং
বেদান্তবাগীশ শ্রীআনন্দ ঝা, ন্যায়াচার্য্য।

অদ্বৈত আশ্রম
৫, ডিহি এণ্টালি রোড,
কলিকাতা-১৪।

প্রকাশক
স্বামী গম্ভীরানন্দ
অধ্যক্ষ
অদ্বৈত আশ্রম
মায়াবতী, আলমোড়া, হিমালয়।

প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১
MC

মুদ্রাকর—
পরেশ নাথ ঘোষ,
সরলা প্রেস, বাঁশফাটক, বারাণসী-১।

মূল্য ৪৲ টাকা

শাঙ্করভাষ্যম্

অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতকার্য্যকরণোপাধিনিমিত্তঃ অয়ং শারীরান্তর্য্যামিণোঃ ভেদব্যপদেশঃ, ন পারমার্থিকঃ।১৪ একঃ হি প্রত্যগাত্মা ভবতি, ন দ্বৌ প্রত্যগাত্মানৌ সম্ভবতঃ।১৫ একস্যৈব তু ভেদব্যবহারঃ উপাধিকৃতঃ, যথা ঘটাকাশং মহাকাশং ইতি।১৬ ততশ্চ জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদিভেদশ্রুতয়ঃ প্রত্যক্ষাদীনি চ প্রমাণানি সংসারানুভবঃ বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রং চ ইতি সর্ব্বম্ এতৎ উপপদ্যতে।১৭ তথাচ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—পারমার্থিক দৃষ্টিতে মহাকাশস্থানীয় একই প্রত্যগাত্মার ব্যবহারিক দৃষ্টিতে নিয়ম্য-নিয়ামকভাব প্রতিপাদন। ঈশ্বরই অন্তর্যামী।]

সিদ্ধান্ত—এইবিষয়ে বলা হইতেছে, অবিদ্যাকর্ত্তৃক প্রত্যুপস্থাপিত যে শরীর ও ইন্দ্রিয়রূপ উপাধি, সেই উপাধিরূপ নিমিত্তবশতঃ জীব এবং অন্তর্যামীর এই ভেদ ['যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্" ইত্যাদি শ্রুতিতে] কথিত হইতেছে, ইহা পারমার্থিক নহে।১৪ [কিন্তু জীব ও অন্তর্যামীর এই ভেদই পারমার্থিক কেন নহে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু প্রত্যগাত্মা হয় একটীই, দুইটী প্রত্যগাত্মা সম্ভব নহে (১৪)।১৫ কিন্তু একেরই যে ভেদব্যবহার তাহা হয় উপাধিকৃত যথা ঘটাকাশ ও মহাকাশ, ইত্যাদি।১৬ আর তাহা হইলেই (—উপাধিকৃত কল্পিত ভেদ স্বীকার করিলেই) জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপে ভেদ প্রতিপাদক ["যঃ বেদ নিহিতং গুহায়াম্" (তৈঃ ২।১), "আত্মানং পশ্যেৎ ইত্যাদি] শ্রুতিবাক্যসকল, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসকল, সংসারের অনুভব (—সংসারে যে জীব, জগৎ ও পরমাত্মার ভেদ অনুভূত হয়, তাহা) এবং বিধি এবং প্রতিষেধশাস্ত্র, ইত্যাদি এইসকল হয় সঙ্গত।১৭ [আবিদ্যক

ভাবদীপিকা

বাক্যে জীব হইতে ভিন্ন দ্রষ্টা প্রতিপাদিত হইয়াছেন ইহা স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত নহে। সেইহেতু উভয় শ্রুতিবাক্যের একবাক্যতার জন্য "যঃ আত্মনি তিষ্ঠন" এই বাক্যকে জীববোধকরূপেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে যথা—"যিনি (—যে জীব) আত্মাতে (—শরীরে) অবস্থানকরতঃ" ইত্যাদি। অতএব "যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্" ইত্যাদি বাক্যবলে জীবেরই শরীরাদির নিয়ন্তৃত্ব সিদ্ধ হয় বলিয়া, একই দেহে দুইটী দ্রষ্টা থাকিতে পারে না বলিয়া এবং "ন অন্যঃ অতঃ অস্তি দ্রষ্টা" (বৃঃ ৩।৭।২৩) ইত্যাদি বচনবলে অন্তর্যামী হইতে ভিন্ন কোন দ্রষ্টা প্রভৃতি থাকিতে পারে না বলিয়া দ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মযুক্ত যে জীব, তাহাই হইবে অন্তর্যামী, ইহাই সঙ্গত। সুতরাং তোমাদের সূত্রকার যে জীবের অন্তর্যামিত্ব নিরাকরণের প্রয়াস করিতেছেন তাহা সঙ্গত নহে।

(১৪) দেহেন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা এবং দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন যে অহম্' এই বুদ্ধিগোচর সর্ব্বানুভবসিদ্ধ শুদ্ধ আত্মা, তাহাই প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ সাক্ষিচৈতন্য। [বিদ্যাবস্থাতে "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইপ্রকার অনুভব হয়। সুতরাং প্রত্যগাত্মশব্দে ব্রহ্মবস্তুও এখানে গৃহীত হইতেছেন, বুঝিতে হইবে। সিদ্ধান্তে সাক্ষিচৈতন্য ও ব্রহ্মবস্তু যে অভিন্ন, অন্তঃকরণ অথবা অবিদ্যারূপ

শাঙ্করভাষ্যম্

শ্রুতিঃ—"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তৎ ইতরঃ ইতরং পশ্যতি" (বৃঃ ৪।৫।১৫) ইতি অবিদ্যাবিষয়ে সর্ব্বং ব্যবহারং দর্শয়তি।১৮ "যত্র তু অস্য সর্ব্বম্ আত্মা এব অভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" (ঐ) ইতি বিদ্যা-বিষয়ে সর্ব্বং ব্যবহারং বারয়তি।১৯॥১।২।২০॥ ইতি পঞ্চমম্ অন্তর্যাম্যধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

ভেদের দ্বারাই যে লোকব্যবহার সিদ্ধ হয়, তাহা শ্রুতিবাক্যপ্রদর্শনদ্বারা অন্বয় ও ব্যাতরেকমুখে প্রতিপাদন করিতেছেন—] আর এইবিষয়ে শ্রুতিও আছে, যথা—"যেহেতু যখন দ্বৈতের ন্যায় হয়, তখন একে অপরকে দর্শন করে", এইপ্রকারে [শ্রুতি] অবিদ্যাবিষয়ে (—অবিদ্যাবস্থাতে) সকলপ্রকার ব্যবহার প্রদর্শন করিতে-ছেন।১৮ আর "কিন্তু যখন সমস্তই ইঁহার আত্মস্বরূপ হইয়া গেল, তখন [কে] কোন করণদ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে", এইপ্রকারে [শ্রুতি] বিদ্যাবিষয়ে (—ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের অবস্থাতে) সকলপ্রকার ব্যবহারের নিষেধ করিতেছেন (১৫)। ১৯॥১।২।২০॥ অন্তর্যাম্যধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

উপাধিদৃষ্টিতে ব্রহ্মচৈতন্যকেই সাক্ষিচৈতন্য বলা হয়, ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। পরে ১৬ সংখ্যক বাক্য হইতে ভগবান্ ভাষ্যকার ইহা স্বয়ংই বলিবেন]। একই দেহে দুইজন 'অহম্' এই বুদ্ধির বিষয় আত্মা থাকিতে পারে না। তাহা অনুভবসিদ্ধও নহে এবং গৌরব-দোষভয়ে তৎস্বীকারের আবশ্যকতাও নাই। সুতরাং যাহা অহংধীগম্য, তাহাই প্রত্যগাত্মরূপে স্বীকার্য্য। আর তাহা হইতে যাহা ভিন্ন, সেই সকল ঘটাদির ন্যায় অনাত্মা। অতএব প্রত্যগাত্মা দুইটী হইতে পারে না, ইহাই ভাব। আচ্ছা, প্রত্যগাত্মা যদি একটীই হয় "আত্মনি তিষ্ঠন্" ইত্যাদি বাক্যে প্রত্যগাত্মা হইতে অন্তর্যামীর ভেদের কথন কেন হইতেছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—একস্য এব—'কিন্তু একেরই' (১৬ বাক্য), ইত্যাদি।

(১৫) অত্রস্থ সিদ্ধান্তভাষ্যের সার মর্ম্ম এই—"ন অন্যঃ অতঃ অস্তি দ্রষ্টা" (বৃঃ ৩।৭।২৩) ইত্যাদি বাক্যে একই প্রত্যগাত্মার মহাকাশস্থানীয় নিরুপাধিকস্বরূপকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। একরস আত্মবস্তু ব্যতিরেকে দ্রষ্টা প্রভৃতি কিছুই নাই, ইহাই উক্ত বাক্যটীর তাৎপর্য্য। পূর্ব্ববাদী যে মনে করিতেছেন 'উক্ত শ্রুতিতে জীবভিন্ন অন্য কাহারও দ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি নিষিদ্ধ হইতেছে, তাহা নহে। আর ঐ একই প্রত্যগাত্মা যখন ঘটাকাশের ন্যায় দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধি-পরিচ্ছিন্নরূপে অহংধীগম্য হন, তখন তিনি হন 'জীবপদবাচ্য'। এই ঘটাকাশস্থানীয় জীব, মহাকাশস্থানীয় নিরুপাধিক প্রত্যগাত্মরূপ অন্তর্যামিকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, ইহাই "যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্" (বৃঃ মাধ্যঃ ৩।৭।৩০) ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য্য। কল্পিত ভেদপক্ষকে অবলম্বন করিয়া "আত্মনি তিষ্ঠন্" ইত্যাদি শ্রুতির প্রবৃত্তি হইয়াছে। আর পারমার্থিক দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া "ন অন্যঃ অতঃ অস্তি দ্রষ্টা" ইত্যাদি শ্রুতির প্রবৃত্তি হইয়াছে। অতএব পূর্ব্ববাদী যে মনে করিতেছেন উক্ত মাধ্যন্দিন শ্রুতিস্থ 'আত্ম'শব্দের অর্থ শরীর এবং "ন অন্যঃ" (বৃঃ ৩।৭।২৩)

৬। অদৃশ্যত্বাদ্যধিকরণম্। [২১—২৩ সূত্র]

[অদৃশ্যত্বাদিগুণকাধিকরণম্। অদৃশ্যত্বাধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—পরমেশ্বরই ভূতযোনি, প্রধান বা জীব নহে।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে দ্রষ্টৃত্বাদি চেতনধর্ম্মসকলের সত্তা প্রযুক্ত প্রধানের অন্তর্যামিত্ব নিরাকৃত হইয়াছে। প্রস্তাবিত অধিকরণে কিন্তু সেইপ্রকার হইবে না, কারণ এখানে চেতনের ধর্ম্মসকল শ্রুত হয় নাই। সেইহেতু এখানে প্রধানই ভূতযোনিরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

ভূতযোনিঃ প্রধানং বা জীবো বা যদিবেশ্বরঃ।
আদ্যৌ পক্ষাবুপাদাননিমিত্তত্বাভিধানতঃ॥
ঈশ্বরো ভূতযোনিঃ স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকীর্ত্তনাৎ।
দিব্যাদ্যুক্তের্ন জীবঃ স্যান্ন প্রধানং ভিদোক্তিতঃ॥

অন্বয়—ভূতযোনিঃ প্রধানং বা, জীবঃ বা, যদি বা ঈশ্বরঃ? উপাদাননিমিত্তত্বাভিধানতঃ আদ্যৌ পক্ষৌ। সর্ব্বজ্ঞত্বাদি-কীর্ত্তনাৎ ঈশ্বরঃ ভূতযোনিঃ স্যাৎ; দিব্যাদ্যুক্তেঃ জীবঃ ন স্যাৎ; ভিদোক্তিতঃ প্রধানং ন।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[মুণ্ডকোপনিষদি শ্রূয়তে—"যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যম্…তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" (মুঃ ১।১।৬) ইতি। তত্র অদ্রেশ্যত্বাদিগুণানাং ব্রহ্মপ্রধানসাধারণত্বাৎ অয়ং সংশয়ঃ ভবতি—] ভূতযোনিঃ প্রধানং বা [স্যাৎ], জীবঃ বা [স্যাৎ], যদি বা ঈশ্বরঃ [স্যাৎ]?

পূর্ব্বপক্ষ—[বিশ্বাকারেণ পরিণমমানস্য প্রধানস্য উপাদানত্বাৎ, জীবস্য চ ধর্ম্মাধর্ম্মদ্বারেণ নিমিত্তত্বাৎ, যোনিশব্দস্য চ উপাদাননিমিত্তলক্ষণার্থদ্বয়বাচিত্বাৎ অত্র ভূতযোনিশব্দেন জগতঃ] উপাদাননিমিত্তত্বাভিধানতঃ আদ্যৌ পক্ষৌ [স্যাতাম্]

সিদ্ধান্ত—["যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" (মুঃ ১।১।৯) ইত্যাদি শ্রুতৌ ব্রহ্মলিঙ্গ-] সর্ব্বজ্ঞত্বাদি-কীর্ত্তনাৎ ঈশ্বরঃ ভূতযোনিঃ স্যাৎ। [ন চ জীবস্য ভূতযোনিত্বং যুক্তম্। "দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ" (মুঃ ২।১।২) ইতি দিব্যাদ্যুক্তেঃ জীবঃ [ভূতযোনিঃ] ন স্যাৎ। ["অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" (মুঃ ২।১।২) ইত্যাদি শ্রুতৌ চ অক্ষরশব্দবাচ্যাৎ প্রধানাৎ ভূতযোনেঃ] ভিদোক্তিতঃ প্রধানং ন [ভূতযোনিঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—[মুণ্ডকোপনিষদে পঠিত হইতেছে—"সেই যে অদৃশ্য ও অগ্রাহ্য…ধীমান্ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অব্যয় ভূতযোনিরূপে দর্শন করেন", ইত্যাদি। সেইস্থলে 'অদ্রেশ্যত্ব' (—অদৃশ্যত্ব) প্রভৃতি

ভাবদীপিকা

ইত্যাদি শ্রুতিবলে জীবভিন্ন অন্য কেহ দ্রষ্টা না থাকায়, জীবই হইবে অন্তর্যামী, তাহা সঙ্গত নহে। পরন্তু ঘটাকাশস্থানীয় সোপাধিক প্রত্যগাত্মা (—জীব) হয় নিয়ম্য এবং মহাকাশস্থানীয় নিরুপাধিক প্রত্যগাত্মা (—পরমেশ্বর) হন নিয়ামক (—অন্তর্যামী). ইহাই সিদ্ধ হয়। অতএব ভগবান্ সূত্রকারের জীবের অন্তর্যামিত্ব নিরাকরণপ্রয়াস অসঙ্গত নহে। অন্তর্যাম্যধিকরণ সমাপ্ত।

গুণসকল ব্রহ্ম এবং প্রধান, উভয়েই সাধারণ হয় বলিয়া এইপ্রকার সংশয় হয়—] ভূতযোনি (—স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্রাণিসমূহের কারণ) কি প্রধান, অথবা জীব, অথবা ঈশ্বর ?

পূর্ব্বপক্ষ—[বিশ্বাকারে পরিণামপ্রাপ্ত হয় যে প্রধান, তাহা উপাদানকারণ হয় বলিয়া, ধর্ম্মাধর্ম্মদ্বারা জীব বিশ্বের নিমিত্তকারণ হয় বলিয়া এবং যোনিশব্দটী উপাদান ও নিমিত্তকারণরূপ অর্থদ্বয়ের বাচক হয় বলিয়া এখানে ভূতযোনি শব্দটীর দ্বারা জগতের] উপাদান ও নিমিত্তকারণের কথা বলা হইয়াছে, সেইহেতু প্রথম পক্ষদ্বয় (—প্রধান ও জীব, ভূতযোনি] হইবে।

সিদ্ধান্ত—["যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ", ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মলিঙ্গভূত] সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতির বর্ণনা হইয়াছে বলিয়া ঈশ্বর হন ভূতযোনি (—জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণ)। [আর জীব ভূতসমূহের কারণ হইবে, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। "জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিহীন পুরুষ", এইপ্রকারে] জ্যোতির্ম্ময়ত্ব প্রভৃতি কথিত হইয়াছে বলিয়া জীব ভূতযোনি নহে। [আবার "অব্যাকৃতাখ্য শ্রেষ্ঠ অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি শ্রুতিতে অক্ষরশব্দের বাচ্য প্রধান হইতে ভূতযোনির] ভেদ কথিত হইয়াছে বলিয়া প্রধানও ভূতযোনি নহে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, প্রধানের অথবা জীবের উপাসনা। সিদ্ধান্তে—নির্গুণব্রহ্মাত্মজ্ঞান।

অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ ॥১।২।২১॥

পদচ্ছেদ—অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ, ধর্ম্মোক্তেঃ।

সূত্রার্থ—[মুণ্ডকে শ্রূয়তে—"যত্তদদ্রেশ্যম্ অগ্রাহ্যম্...ভূতযোনিম্" (মুঃ ১।১।৬) ইত্যাদি। অত্র কিম্ অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ ভূতযোনিঃ প্রধানম্, উত শারীরঃ, কিম্বা পরমাত্মা ইতি সন্দেহে, প্রধানশারীরৌ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। তত্রায়ং সিদ্ধান্তঃ—] **অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ**—অদৃশ্যত্বাদয়ঃ গুণাঃ যস্য, সঃ অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ ভূতযোনিঃ [পরমাত্মা এব। কুতঃ ?] **ধর্ম্মোক্তেঃ**—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" (মুঃ ১।১।৯) ইত্যাদি শ্রূয়মাণসর্ব্বজ্ঞত্বাদেঃ পরমেশ্বরধর্ম্মস্য ভূতযোনৌ 'উক্তেঃ'—অভিধানাৎ।

অনুবাদ—[মুণ্ডকোপনিষদে পঠিত হইতেছে—"সেই যে অদৃশ্য ও অগ্রাহ্য...ভূতযোনিকে" ইত্যাদি। সেইস্থলে অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত যে ভূতযোনি (—ভূতসকলের কারণ), তাহা কি প্রধান, অথবা জীব, অথবা পরমাত্মা— এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, 'প্রধান এবং জীব', এই দুইটী হয় পূর্ব্বপক্ষ। সেইস্থলে সিদ্ধান্ত এই—] **অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ**—অদৃশ্যত্ব প্রভৃতি গুণসকল যাঁহার, তিনি অদৃশ্যত্বাদিগুণক, সেই অদৃশ্যত্বাদিগুণবিশিষ্ট ভূতযোনি [পরমাত্মাই। তাহাতে হেতু কি ?] **ধর্ম্মোক্তেঃ**—যেহেতু "যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদিরূপে শ্রুত হয় যে সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি পরমেশ্বরের ধর্ম্ম, ভূতযোনিবিষয়ে তাহার কথন হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

"অথ পরা— যয়া তদক্ষরম্ অধিগম্যতে" (মুঃ ১।১।৫), "যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্। নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" ॥ (মুঃ ১।১।৬) ইতি শ্রূয়তে ॥ অত্র সংশয়ঃ—কিম্ অয়ম্ অদ্রেশ্যত্বাদিগুণকঃ ভূতযোনিঃ প্রধানং স্যাৎ, উত শারীরঃ, আহোস্বিৎ পরমেশ্বরঃ

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি ।২ তত্র প্রধানম্ অচেতনং ভূতযোনিঃ ইতি যুক্তম্, অচেতনানাম্ এব তদ্দৃষ্টান্তত্বেন উপাদানাৎ, "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ, যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি, তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্" ॥ (মুঃ ১।১।৭) ইতি ।৩ ননু উর্ণনাভিঃ পুরুষশ্চ চেতনৌ ইহ দৃষ্টান্তত্বেন উপাত্তৌ ।৪ ন ইতি

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয়বাক্য। অদৃষ্টত্বাদি সাধারণ ধর্ম্মযুক্ততাবশতঃ ভূতযোনিবিষয়ে সংশয়।]

"আর তাহা পরা বিদ্যা, যাহার দ্বারা সেই অক্ষরকে অবগত হওয়া যায়," [সেই 'অক্ষর' কি, তাহা বলিতেছেন—] "সেই যে অদ্রেশ্য (—অদৃশ্য, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয়), অগ্রাহ্য (—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়), অগোত্র (—মূলরহিত), অবর্ণ (—রূপবিহীন অথবা জাতিবিহীন), এবং চক্ষু ও শ্রোত্রবিহীনকে; সেই যে হস্ত ও পদবিহীন, (—কর্ম্মেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত), নিত্য বিভু সর্ব্বগত এবং অতিশয় সূক্ষ্মকে; সেই অব্যয় যে ভূতযোনিকে (—স্থাবরজঙ্গমাত্মকপ্রাণিবর্গের কারণকে) ধীমান্ ব্যক্তিগণ দর্শন করেন, 'তাহাই অক্ষর,' শ্রুতিতে এইপ্রকার পঠিত হইতেছে।১ সেইস্থলে সংশয় হয়—অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত যে ভূতসকলের কারণ, তাহা কি [সাংখ্যাভিমত] প্রধান, অথবা জীব, অথবা পরমাত্মা ?২

[পূঃ—অচেতনদৃষ্টান্তানুগৃহীত সর্ব্বজগৎকারণত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলে প্রধানই ভূতযোনি।]

পূর্ব্বপক্ষ—সেইস্থলে অচেতন প্রধানই ভূতযোনি, ইহাই সঙ্গত; যেহেতু তাহার (—ভূতযোনিত্বের) দৃষ্টান্তরূপে অচেতন পদার্থসকলের গ্রহণ হইয়াছে, যথা—"যেমন উর্ণনাভি (—লূতাকীট, মাকড়সা, অন্য কোন কারণকে অপেক্ষা না করিয়া তন্তুসকলকে] সৃষ্টি করে এবং [পুনরায় নিজের মধ্যে] গ্রহণ করে, যেমন পৃথিবীতে [ধান্য ও যবাদি] ওষধিসকল উৎপন্ন হয়, যেমন জীবিত পুরুষ [শরীর] হইতে কেশ ও লোমসমূহ উৎপন্ন হয়, এইরূপে অক্ষর হইতে এখানে (—সৃষ্টিকালে) বিশ্ব (—সমগ্র জগৎ) উৎপন্ন হয় (১), ইত্যাদি ।৩

পূর্ব্বপক্ষে শঙ্কা—যদি বলা হয়, উর্ণনাভি ও পুরুষরূপ চেতন পদার্থদ্বয় এখানে (—অক্ষর হইতে পদার্থসকলের উৎপত্তিতে) দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হইয়াছে, [অচেতন পদার্থ গৃহীত হয় নাই], ইত্যাদি ।৪

ভাবদীপিকা

(১) এইস্থলে "সর্ব্বজগৎকারণত্বরূপ" লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল। প্রস্তাবিতস্থলে দৃষ্টান্ত যে উর্ণনাভিশরীর ও পৃথিবী প্রভৃতি, তাহারা হয় অচেতন। সুতরাং দার্ষ্টান্তিক যে ভূতযোনি, তাহাও হইবে অচেতন—এইপ্রকার যুক্তিও এইস্থলে প্রদর্শিত হইল। পূর্ব্বপক্ষী এইরূপে অচেতনদৃষ্টান্তানুগৃহীত "সর্ব্বজগৎকারণত্বরূপ" লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শনদ্বারা অচেতন প্রধানের ভূতযোনিত্ব প্রতিপাদন করিলেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

ভ্রমঃ, নহি কেবলস্য চেতনস্য তত্র সূত্রযোনিত্বং কেশলোমযোনিত্বং চ অস্তি।৫। চেতনাধিষ্ঠিতং হি অচেতনম্ উর্ণনাভিশরীরং সূত্রস্য যোনিঃ, পুরুষশরীরং চ কেশলোম্নাম্ ইতি প্রসিদ্ধম্।৬ অপিচ পূর্ব্বত্র অদৃষ্টত্বাদ্যভিলাপসম্ভবেঽপি দ্রষ্টৃত্বাদ্যভিলাপাসম্ভবাৎ ন প্রধানম্ অভ্যুপগতম্।৭ ইহ তু অদৃশ্যত্বাদয়ঃ ধর্ম্মাঃ প্রধানে সম্ভবন্তি।৮ ন চ অত্র বিরুধ্যমানঃ ধর্ম্মঃ। কশ্চিৎ অভিলপ্যতে।৯ ননু "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" (মুঃ ১।১।৯) ইতি অয়ং বাক্যশেষঃ অচেতনে প্রধানে ন সম্ভবতি, কথং প্রধানং ভূতযোনিঃ প্রতিজ্ঞায়তে ইতি?১০ অত্র উচ্যতে—"যয়া তদক্ষরম্ অধিগম্যতে" "যত্তৎ অদ্রেশ্যম্" ইতি অক্ষর-

ভাষ্যানুবাদ

পূর্ব্বপক্ষীর সমাধান—তদুত্তরে আমরা বলিব, না, তাহা নহে, যেহেতু সেইস্থলে (—উক্ত দৃষ্টান্তসকলে) কেবল চেতনের সূত্রযোনিত্ব এবং কেশলোমযোনিত্ব নাই (—শুদ্ধ চেতন উর্ণাতন্তুর ও কেশলোমাদির কারণ নহে)।৫ যেহেতু চেতনকর্তৃক অধিষ্ঠিত (—প্রেরিত) যে উর্ণার (—মাকড়সার) অচেতন শরীর, তাহাই হয় তন্তুর কারণ এবং [চেতন] পুরুষের [অচেতন] শরীর হয় কেশ ও লোমসকলের কারণ, ইহা প্রসিদ্ধ।৬ [সুতরাং অচেতন দৃষ্টান্তবলে দার্ষ্টান্তিক অচেতন প্রধানকে ভূতযোনি বলিলে কোন অসঙ্গতি হয় না]।

[অধিকরণের আরম্ভবিষয়ে শঙ্কা ও পূর্ব্বপক্ষিকর্তৃক তাহার সমাধান। অদৃশ্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রধানে সম্ভব হওয়ায় এই অধিকরণে পুনঃ তাহা বিচারিত হইতেছে।]

[আচ্ছা পূর্ব্বে ১।১।৫ ঈক্ষত্যধিকরণ প্রভৃতিতে প্রধান বহুবার নিরাকৃত হইয়াছে। পুনরায় এখানে তাহার প্রসঙ্গ কেন উত্থাপিত হইতেছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর দেখ, পূর্ব্বে (—পূর্ব্বাধিকরণে ১।২।১৯ সূঃ ১০ বাক্যে) অদৃষ্টত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের কথন সম্ভব হইলেও দ্রষ্টৃত্বাদি ধর্ম্মের কথন সম্ভব না হওয়ায় প্রধানকে [অন্তর্যামি-রূপে] স্বীকার করা হয় নাই।৭ এখানে (—প্রস্তাবিত ভূতযোনিবাক্যে) কিন্তু অদৃশ্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকল প্রধানে সম্ভব হইতেছে।৮ আর এখানে (—মুঃ ১।১।৬ এই ভূত-যোনিবাক্যে) কোন বিরোধী ধর্ম্মও কথিত হইতেছে না।৯ [সেইহেতু পুনরায় প্রধানবিষয়ে আশঙ্কা হওয়ায় তদ্বিষয়ক প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতেছে]।

[পূঃ—পঞ্চমীবিভক্তিরূপ বিনিযোক্ত্রীশ্রুতিপ্রত্যভিজ্ঞাবলে প্রধানের ভূতযোনিত্ব এবং কথঞ্চিৎ সম্ভাবনামাত্রদ্বারা জীবের ভূতযোনিত্ব প্রদর্শন।]

পূর্ব্বপক্ষে শঙ্কা—কিন্তু "যিনি সর্ব্বজ্ঞ (—সামান্যভাবে সকল বিষয়কে জানেন) এবং সর্ব্ববিদ্ (—বিশেষভাবে সকল বিষয়কে জানেন") ইত্যাদি এই বাক্যশেষ অচেতন প্রধানে সম্ভব হয় না, [তথাপি] প্রধানকে কিপ্রকারে ভূতসকলের কারণরূপে প্রতিজ্ঞা করা হইতেছে?১০

শাঙ্করভাষ্যম্

শব্দেন অদৃশ্যত্বাদিগুণকং ভূতযোনিং শ্রাবয়িত্বা, পুনঃ অন্তে শ্রাবয়িষ্যতি—"অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" (মুঃ ২।১।২) ইতি ।১১ তত্র যঃ পরঃ অক্ষরাৎ শ্রুতঃ, সঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ সম্ভবিষ্যতি ।১২ প্রধানম্ এব তু অক্ষরশব্দনির্দ্দিষ্টং ভূতযোনিঃ ।১৩ যদা তু যোনিশব্দঃ নিমিত্তবাচী, তদা শারীরঃ অপি ভূতযোনিঃ স্যাৎ ; ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং ভূতজাতস্য

ভাষ্যানুবাদ

পূর্ব্বপক্ষীর সমাধান—এইবিষয়ে বলা হইতেছে, "যে বিদ্যার দ্বারা সেই অক্ষরকে অবগত হওয়া যায়", "সেই যে অদৃশ্য" ইত্যাদিস্থলে 'অক্ষর' এই শব্দের দ্বারা অদৃশ্যত্ব প্রভৃতি গুণযুক্ত (মুঃ ১।১।৬) যে ভূতসকলের কারণ, তাহাকে শ্রবণ করাইয়া পুনরায় শেষভাগে শ্রবণ করাইবেন—"পর যে অক্ষর (—স্বীয় কার্য্যসমূহ হইতে শ্রেষ্ঠ যে নামরূপের বীজভূত অব্যাকৃতাখ্য অক্ষর), তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ," ইত্যাদি।১১ সেইস্থলে (—মুঃ ২।১।২ শ্রুতিতে) যিনি অক্ষর হইতে শ্রেষ্ঠরূপে শ্রুত হইতেছেন, তিনি হইবেন সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ববিদ্, ইহা সম্ভব।১২ কিন্তু 'অক্ষর' এই শব্দের (২) দ্বারা নির্দ্দিষ্ট যে প্রধান, তাহাই হইতেছে ভূতযোনি।১৩ [কথঞ্চিৎ সম্ভাবনামাত্র দ্বারা পক্ষান্তর গ্রহণ করিতেছেন—] পরন্তু যদি যোনিশব্দটী নিমিত্ত-কারণের বাচক হয়, তাহা হইলে জীবও হইবে ভূতযোনি, যেহেতু [জীব স্বোপার্জ্জিত] ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের দ্বারা ভূতসকলকে উপার্জ্জন করে (—জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মবশতঃই তাহার ভোগ সম্পাদনের জন্য ভূতসকলের সৃষ্টি হয়) ইত্যাদি।১৪

ভাবদীপিকা

(২) পূর্ব্বপক্ষী এখানে মুঃ ১।১।৭ শ্রুত্যুক্ত 'অক্ষরাৎ' এই পঞ্চম্যন্ত অক্ষরশ্রুতির দ্বারা মুঃ ১।১।৬ শ্রুত্যুক্ত 'ভূতযোনির' প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে বলিয়া, সেই শ্রুতিপ্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা মুঃ ১।১।৭ শ্রুত্যুক্ত অক্ষরের ভূতযোনিত্ব নিরূপণ করিলেন। [এখানে 'পঞ্চম্যন্ত অক্ষরশ্রুতি' বলিতে অক্ষর-শব্দে যে পঞ্চমী বিভক্তি হইয়াছে, সেই পঞ্চমীবিভক্তিরূপ বিনিযোক্ত্রী শ্রুতিপ্রমাণের কথা বলা হইতেছে, বুঝিতে হইবে]। আচ্ছা, মুঃ ১।১।৭ শ্রুত্যুক্ত পঞ্চম্যন্ত অক্ষর পদটীর দ্বারা কিপ্রকারে ভূতযোনির প্রত্যভিজ্ঞা হয়? বলিতেছি—"জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ (পাঃ সূঃ ১।৪।৩০) এই সূত্রানুসারে অবগত হওয়া যায় যে—'উৎপত্তির প্রতি যাহা প্রকৃতি (—উপাদানকারণ), তাহাতে পঞ্চমী বিভক্তি হয়'। প্রস্তাবিতস্থলে অক্ষরশব্দে পঞ্চমী বিভক্তি পরিদৃষ্ট হইতেছে ; সুতরাং তাহাই যে ভূতসকলের উপাদানকারণ, ইহা অবগত হওয়া যায়। আর মুঃ ১।১।৬ শ্রুত্যুক্ত 'ভূতযোনি' শব্দের অর্থও—'ভূতসকলের উপাদানকারণ'। সুতরাং মুঃ ১।১।৭ শ্রুত্যুক্ত এই পঞ্চম্যন্ত অক্ষরশ্রুতির দ্বারা এই ভূতযোনিই সেই ভূতযোনি—এইপ্রকারে মুঃ ১।১।৬ শ্রুত্যুক্ত ভূতযোনির প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে। অস্মৎসম্মত যে প্রধান, তাহাই হয়—মুঃ ১।১।৬ শ্রুত্যুক্ত অদৃশ্য-ত্বাদিগুণযুক্ত। সুতরাং অক্ষরশব্দে উক্ত প্রধানই সমর্পিত হইতেছে, বুঝিতে হইবে। আর "অশ্নুতে ব্যাপ্নোতি, স্ববিকারান্ ইতি অক্ষরঃ", অথবা "ন ক্ষরতি—নশ্যতি ইতি অক্ষরঃ', এই-

শাঙ্করভাষ্যম্

উপার্জ্জনাৎ ইতি।১৪ এবং প্রাপ্তে অভিধীয়তে—যঃ অয়ম্ অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ ভূতযোনিঃ, সঃ পরমেশ্বরঃ এব স্যাৎ, ন অন্যঃ ইতি।১৫ কথম্ এতৎ অবগম্যতে?১৬ "ধর্ম্মোক্তেঃ", পরমেশ্বরস্য হি ধর্ম্মঃ ইহ উচ্যমানঃ দৃশ্যতে—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" (মুঃ ১।১।৯) ইতি।১৭ নহি প্রধানস্য অচেতনস্য, শারীরস্য বা উপাধিপরিচ্ছিন্নদৃষ্টেঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্ববিত্ত্বং বা সম্ভবতি।১৮ ননু অক্ষরশব্দনির্দ্দিষ্টাৎ ভূতযোনেঃ পরস্য এব তৎ সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্ববিত্ত্বং চ, ন ভূতযোনিবিষয়ম্ ইতি উক্তম্।১৯ অত্র

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—"সন্দিগ্ধে তু বাক্যশেষাৎ" এই ন্যায়পুষ্ট সর্ব্বজ্ঞত্বাদি লিঙ্গপ্রমাণবলে অক্ষরশব্দবাচ্য ব্রহ্মই ভূতযোনি।]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে, বলা হইতেছে—এই যে অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত ভূতযোনি, তিনি পরমেশ্বরই, অন্য কিছু [ভূতযোনি] নহে।১৫ কিপ্রকারে ইহা অবগত হওয়া যায়?১৬ [তাহা বলিতেছেন—] 'ধর্ম্মোক্তেঃ'—যেহেতু এখানে পরমেশ্বরের ধর্ম্ম বর্ণিত হইতে দেখা যাইতেছে, যথা—"যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ" (৩) ইত্যাদি।১৭ অচেতন প্রধানের অথবা উপাধিপরিচ্ছিন্নদৃষ্টি (—অল্পজ্ঞ) জীবের সর্ব্বজ্ঞত্ব অথবা সর্ব্ববিত্ত্ব নিশ্চয়ই সম্ভব নহে।১৮

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়, 'অক্ষর এই শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট যে ভূতযোনি, তাহা হইতেও যিনি শ্রেষ্ঠ, [মুঃ ২।১।২ শ্রুত্যুক্ত] তাঁহারই সেই সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্ববিত্ত্ব

ভাবদীপিকা

প্রকার ব্যুৎপত্তিদ্বারা অক্ষরশব্দের অর্থ হয় 'প্রধান'। অতএব অচেতন প্রধানই এইস্থলে ভূতযোনিরূপে সমর্পিত হইতেছে, ইহাই সিদ্ধ হয়। অচেতন দৃষ্টান্তানুগৃহীত সর্ব্বজগৎকারণত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণও (১ ভাবদীঃ) এই পক্ষের সমর্থকরূপে আছে।

(৩) সিদ্ধান্তী এখানে স্বপক্ষে 'সর্ব্বজ্ঞত্ব' 'সর্ব্ববিত্ত্ব' এবং ["তস্মাৎ এতৎ ব্রহ্ম নামরূপমন্নঞ্চ জায়তে" (মুঃ ১।১।৯) এইরূপে পঠিত] 'জগৎপ্রকৃতিত্ব'রূপ লিঙ্গপ্রমাণত্রয় প্রদর্শন করিলেন। "সন্দিগ্ধে তু বাক্যশেষাৎ"—'সন্দিগ্ধ উপক্রমস্থলে অসন্দিগ্ধ উপসংহার হইতে অর্থ নির্ণীত হয়', এই ন্যায়বলে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—উপক্রমে "অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্" (মুঃ ১।১।৭) এইস্থলে অক্ষরশব্দের প্রতিপাদ্য কি, তাহা নির্ণয় করা যাইতেছে না। সেইহেতু বাক্যশেষস্থ "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" (মুঃ ১।১।৯) ইত্যাদি বাক্য হইতে তাহা নিরূপণ করিতে হইবে। সেই উপসংহারবাক্যে (—বাক্যশেষে) ব্রহ্মবোধক লিঙ্গ প্রমাণ পরিদৃষ্ট হইতেছে, কারণ অচেতন প্রধানে সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্ববিত্ত্ব লিঙ্গ সম্ভব হয় না। অতএব "সন্দিগ্ধে তু বাক্যশেষাৎ" এই ন্যায়ানুগৃহীত সর্ব্বজ্ঞত্বাদি লিঙ্গপ্রমাণবলে ব্রহ্মই যে উপক্রমস্থ অক্ষরশব্দের অর্থ, ইহাই নির্ণীত হয়। এই প্রকারে জগৎপ্রকৃতিত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণের দ্বারা মুঃ ১।১।৯ শ্রুত্যুক্ত যে 'সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদ্ জগৎকারণ', তিনিই মুঃ ১।১।৭ শ্রুত্যুক্ত 'অক্ষরশব্দসমর্পিত ভূতযোনি (—জগৎকারণ'), এইপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞার উদয় হয় বলিয়া এই সর্ব্বজ্ঞত্বাদি লিঙ্গপ্রত্যভিজ্ঞাবলে' মুঃ ১।১।৭ শ্রুত্যুক্ত ভূতযোনি অক্ষরই যে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণবিশিষ্ট, ইহাও নির্ণীত হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

উচ্যতে—নৈবং সম্ভবতি, যৎকারণং "অক্ষরাৎ সম্ভবতি ইহ বিশ্বম্" (মুঃ ১।১।৭) ইতি প্রকৃতং ভূতযোনিম্ ইহ জায়মানপ্রকৃতিত্বেন নির্দ্দিশ্য অনন্তরমপি জায়মানপ্রকৃতিত্বেনৈব সর্ব্বজ্ঞং নির্দ্দিশতি—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেতৎ ব্রহ্ম নামরূপমন্নং চ জায়তে," (মুঃ ১।১।৯) ইতি।২০ তস্মাৎ নির্দ্দেশসাম্যেন প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ প্রকৃতস্যৈব অক্ষরস্য ভূতযোনেঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্ববিত্ত্বং চ

ভাষ্যানুবাদ

সম্ভব, [উক্ত সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি কিন্তু] ভূতযোনিকে (—ভূতসকলের কারণভূত মুঃ ১।১।৭ শ্রুত্যুক্ত অক্ষরকে) বিষয় করে না (৪), ইহা বলা হইয়াছে (১২ বাক্য)।১৯

সিদ্ধান্তীর সমাধান—এই বিষয়ে বলা হইতেছে, এইপ্রকার সম্ভব নহে, যেহেতু "এই সংসারমণ্ডলে অক্ষর হইতে যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়," এইপ্রকারে এখানে (—মুঃ ১।১।৭ শ্রুতিতে) প্রস্তাবিত ভূতযোনিকে জায়মানের প্রকৃতিরূপে (— উৎপদ্যমান পদার্থসকলের উপাদানরূপে) নির্দ্দেশ করিয়া, তদনন্তরও উৎপদ্যমান পদার্থসকলের প্রকৃতিরূপেই [শ্রুতি] সর্ব্বজ্ঞকে নির্দ্দেশ করিতেছেন, যথা—"যিনি সামান্যভাবে সকলকে জানেন, বিশেষভাবে সকলকে জানেন, যাঁহার তপস্যা জ্ঞানময় (—সত্ত্বপ্রধানা মায়ার সৃজ্যমানসর্ব্বপদার্থবিষয়ক জ্ঞানরূপ যে পরিণাম, তাহাকে উপাধিরূপে গ্রহণ করা, বা তাহাতে প্রতিবিম্বিত হওয়া, ইহাই যাঁহার তপস্যা), তাঁহা হইতেই এই ব্রহ্ম (—হিরণ্যগর্ভসংজ্ঞক কার্য্যব্রহ্ম) নাম, রূপ এবং [ব্রীহি যবাদি] অন্ন উৎপন্ন হয়," ইত্যাদি।২০ সেইহেতু (—পূর্ব্বে "সম্ভবতীহ বিশ্বম্" (মুঃ ১।১।৭) এইপ্রকারে যে বিশ্বের উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে, মুঃ ১।১।৮ এবং ৯ শ্রুতিতে সেই বিশ্বই বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া, জায়মান পদার্থসকলের প্রকৃতিরূপে] নির্দ্দেশের সমানতাদ্বারা প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হওয়ায় (—মুঃ ১।১।৭ শ্রুতিতে যে

ভাবদীপিকা

(৪) এই স্থলে পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই—তুমি যে "সন্দিগ্ধে তু বাক্যশেষাৎ" এই ন্যায়ানুগৃহীত সর্ব্বজ্ঞত্বাদি লিঙ্গপ্রমাণবলে মুঃ ১।১।৭ শ্রুত্যুক্ত অক্ষরকে ব্রহ্মরূপে নিরূপণ করিতেছ, তাহা সম্ভব নহে, কারণ উক্ত বাক্যশেষে মুঃ ১।১।৬ শ্রুত্যুক্ত যে ভূতযোনি, তদ্বিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞার উৎপাদক কিছুই নাই। আমরা তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি (১২ বাক্য) যে মুঃ ২।১।২ শ্রুত্যুক্ত যে "দিব্য অমূর্ত্ত পুরুষ", তিনিই মুঃ ১।১।৯ শ্রুত্যুক্ত সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, কিন্তু মুঃ ১।১।৫ এবং ১।১।৭ শ্রুত্যুক্ত অক্ষর তাহা নহে। আর এক কথা—আমরা শ্রুতিপ্রত্যভিজ্ঞাবলে অক্ষরশব্দসমর্পিত ভূতযোনিকে অচেতন প্রধানরূপে নিরূপণ করিয়াছি (২ ভাবদীঃ), তুমি লিঙ্গপ্রত্যভিজ্ঞাবলে সেই অক্ষরকে সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণযুক্ত ব্রহ্মরূপে নিরূপণ করিতেছ (৩ ভাবদীঃ)। তাহা কিন্তু সম্ভব নহে, কারণ শ্রুতিপ্রত্যভিজ্ঞা হইতে লিঙ্গপ্রত্যভিজ্ঞা দুর্ব্বল, ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

ধর্ম্মঃ উচ্যতে ইতি গম্যতে ।২১ "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" (মুঃ ২।১।২) ইতি অত্রাপি ন প্রকৃতাৎ ভূতযোনেঃ অক্ষরাৎ পরঃ কশ্চিৎ অভি-

ভাষ্যানুবাদ

অক্ষর বিশ্বের প্রকৃতিরূপে উপন্যস্ত হইয়াছেন, তিনিই মুঃ ১।১।৯ শ্রুত্যুক্ত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ জগৎযোনি, এইরূপে প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হওয়ায়, মুঃ ১।১।৭ শ্রুতিতে] প্রস্তাবিত ভূতযোনিরূপ যে অক্ষর, তাঁহারই সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং সর্ব্ববিত্ত্বরূপ ধর্ম্ম কথিত হইতেছে, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে (৫)।২১

[মুঃ ২।১।২ শ্রুত্যুক্ত অব্যাকৃতাখ্য অক্ষর হইতে ভিন্ন মুঃ ১।১।৭ ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত অক্ষরের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন ।]

[আর যে বলা হইয়াছে—অক্ষর হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, ব্রহ্ম, অক্ষর শব্দটীর দ্বারা কিন্তু শ্রুত্যুক্ত প্রধানেরই ভূতযোনিরূপে উপস্থিতি হয় (১২-১৩ বাক্য) ইত্যাদি। তদুত্তরে বলিতেছেন—] "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইত্যাদিস্থলেও প্রস্তাবিত ভূতযোনিরূপ অক্ষর হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ অভিহিত হইতেছেন না (—সেই ভূতযোনিরূপ অক্ষরই অভিহিত হইতেছেন)।২২ কি

ভাবদীপিকা

(৫) এই স্থলে সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—পূর্ব্বপক্ষী তুমি বলিতেছ, মুঃ ১।১।৯ শ্রুতিরূপ বাক্য-শেষে মুঃ ১।১।৬ শ্রুত্যুক্ত ভূতযোনিবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞার উৎপাদক কিছুই নাই (৪ ভাবদীঃ), তাহা সঙ্গত নহে। বাক্যশেষস্থ "তস্মাৎ" এই সর্ব্বনামপদটীর দ্বারা সেই ভূতযোনির প্রত্যভিজ্ঞা হয়। কিপ্রকারে ? বলিতেছি—"জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ" (পাঃ সূঃ ১।৪।৩০) ইত্যাদি স্মৃতিবলে তুমি মুঃ ১।১।৭ শ্রুত্যুক্ত অক্ষরের ভূতযোনিত্ব সিদ্ধ করিয়াছ, (২ ভাবদীঃ), তাহা আমরা স্বীকার করিতেছি। তদুপরি আমরা আরও বলিতেছি—মুঃ ১।১।৭ শ্রুতিতে উৎপদ্যমান পদার্থসকলের উপাদানরূপে যে অক্ষর বর্ণিত হইয়াছেন, মুঃ ১।১।৯ শ্রুতিতে তিনিই সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণযুক্ত জগৎ-কারণরূপে বর্ণিত হইয়াছেন (৩ ভাবদীঃ)। মুঃ ১।১।৯ শ্রুতিস্থ "তস্মাৎ" এই সর্ব্বনামপদটীর দ্বারা সন্নিকৃষ্ট যে "সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদ্" ভূতযোনি, তিনি সমর্পিত হওয়ায় এবং মুঃ ১।১।৯ শ্রুতিস্থ সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ ভূতযোনিই "অক্ষরাৎ সম্ভবতি ইহ বিশ্বম্", (মুঃ ১।১।৭) এই বাক্যে পঠিত অক্ষর-পদবাচ্য ভূতযোনি হওয়ায় উক্ত "তস্মাৎ" এই সর্ব্বনাম পদটীর দ্বারা মুঃ ১।১।৬ এবং মুঃ ১।১।৭ শ্রুত্যুক্ত সেই ভূতযোনি অক্ষরেরই প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে, কারণ "তস্মাৎ" এই সর্ব্বনামপদটী পদার্থসকলের যাহা প্রকৃতি (—উপাদান), তাহারই সমর্পক। এইরূপে "তস্মাৎ" এই পদটীর দ্বারা মুঃ ১।১।৭ শ্রুত্যুক্ত অক্ষরেরই প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে বলিয়া **সন্দিগ্ধে তু বাক্যশেষাৎ** এই ন্যায়বলে মুঃ ১।১।৭ শ্রুত্যুক্ত অক্ষরই যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ ভূতযোনি, ইহাই নির্ণীত হইল। পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছিলেন মুঃ ১।১।৬ শ্রুত্যুক্ত ভূতযোনির প্রত্যভিজ্ঞাপক কেহ নাই (৪ ভাবদীঃ), এইরূপে তাহা নিরাকৃত হইল। লক্ষ্য করিতে হইবে—এইরূপে সিদ্ধান্তপক্ষেও "তস্মাৎ এই পদে যে পঞ্চমীবিভক্তিরূপ শ্রুতিপ্রমাণ, তাহার দ্বারা মুঃ ১।১।৬-৭ শ্রুত্যুক্ত ভূতযোনি অক্ষরের প্রত্যভিজ্ঞা হওয়ায় একটী শ্রুতিপ্রত্যভিজ্ঞা প্রদর্শিত হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

ধীয়তে।২২ কথম্ এতৎ অবগম্যতে?২৩ "যেন অক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতঃ ব্রহ্মবিদ্যাম্" (মুঃ ১।২।১৩) ইতি প্রকৃত্য, তস্যৈব অক্ষরস্য ভূতযোনেঃ অদৃশ্যত্বাদিগুণকস্য বক্তব্যত্বেন প্রতিজ্ঞাতত্বাৎ।২৪ কথং তর্হি "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" (মুঃ ২।১।২) ইতি ব্যপদিশ্যতে ইতি?২৫ উত্তরসূত্রে তদ্ বক্ষ্যামঃ।২৬ অপিচ অত্র

ভাষ্যানুবাদ

প্রকারে ইহা অবগত হওয়া যায়?২৩ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু "যাহার (—যে বিদ্যার) দ্বারা সত্যস্বরূপ পুরুষশব্দবাচ্য অক্ষরকে জানা যায়, সেই ব্রহ্ম-বিদ্যাকে (৬) তত্ত্বতঃ উপদেশ করিবেন", এইরূপে প্রস্তাব করিয়া অদৃশ্যত্ব প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট যে ভূতযোনিরূপ অক্ষর (মুঃ ১।১।৬-৭), তিনিই বক্তব্যরূপে প্রতিজ্ঞাত হইতেছেন (৭)।২৪ আচ্ছা, তাহা হইলে "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" এইপ্রকার কেন বলা হইতেছে (—এই পঞ্চম্যন্ত 'অক্ষর' শব্দটীর অর্থ তাহা হইলে কি)?২৫ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] আমরা তাহা পরবর্ত্তী সূত্রে বলিব।২৬

ভাবদীপিকা

(৬) সিদ্ধান্তী এইস্থলে অক্ষরশব্দের দ্বারা ব্রহ্মই সমর্পিত হইতেছেন, এই বিষয়ে 'ব্রহ্মবিদ্যাবেদ্যত্ব-রূপ' একটী লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। যাহা ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা বেদ্য, তাহা আর অব্রহ্ম হইতে পারে না। এইস্থলে সিদ্ধান্তপক্ষে অন্য একটী শ্রুতিপ্রত্যভিজ্ঞাও প্রদর্শিত হইল। ইহার প্রক্রিয়া পরবর্ত্তী ভাবদীপিকার শেষাংশে দ্রষ্টব্য।

(৭) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—"অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" (মুঃ ২।১।২) ইত্যাদি শ্রুতিতে পঠিত যে 'অক্ষর', তাহা হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ ব্রহ্ম, ইহা আমরাও স্বীকার করিতেছি। কিন্তু তাহা হইলেও তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না, কারণ "অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্" (মুঃ ১।১।৭) এইস্থলে পঠিত যে অক্ষর, তাহা তোমার অভিপ্রেত মুঃ ২।১।২ শ্রুত্যুক্ত অক্ষর নহে ; অর্থাৎ "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" (মুঃ ২।১।২) এইস্থলে পঠিত যে 'অক্ষর' তাহা হইতে মুঃ ১।১।৭ শ্রুত্যুক্ত পঞ্চম্যন্ত অক্ষর-পদসমর্পিত 'অক্ষর' ভিন্ন পদার্থ। কিপ্রকারে ইহা অবগত হওয়া যায়? বলিতেছি—উপক্রমে "পরা যয়া তদক্ষরম্ অধিগম্যতে" (মুঃ ১।১।৫) এইস্থলে পরাবিদ্যাবেদ্যরূপে যে অক্ষর প্রস্তাবিত হইয়াছেন, উপসংহারে "যেন অক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যম্···ব্রহ্মবিদ্যাম্" (মুঃ ১।২।১৩) ইত্যাদি শ্রুতিতে সেই অক্ষরকেই ব্রহ্মবিদ্যারূপ পরাবিদ্যাবেদ্য বলা হইয়াছে। যে অক্ষর ব্রহ্মবিদ্যার বেদ্য, তাঁহাকে অবশ্যই ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতা (—একার্থপ্রতিপাদকতা) বশতঃ অক্ষরশব্দ যে ব্রহ্মেরই সমর্পক, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে। আর মধ্যে "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম" (মুঃ ১।১।৮) ইত্যাদিস্থলে জগৎকারণে স্পষ্টভাবে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। সুতরাং এই ব্রহ্মশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণবলেও জগৎকারণ অক্ষর যে ব্রহ্মবস্তু, ইহাই নির্ণীত হইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" (মু ২।১।২) এই শ্রুতির প্রবৃত্তির পূর্ব্বেই 'অক্ষর' শব্দের অর্থ যে ব্রহ্ম, ইহা নির্ণীত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং "অক্ষরাৎ পরতঃ

শাঙ্করভাষ্যম্

দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে উক্তে—"পরা চৈব অপরা চ" (মুঃ ১।১।৪) ইতি ।২৭ তত্র অপরাম্ ঋগ্বেদাদিলক্ষণাং বিদ্যাম্ উক্ত্বা ব্রবীতি—"অথ পরা যয়া তৎ অক্ষরম্ অধিগম্যতে" (মুঃ ১।১।৫) ইত্যাদি ।২৮ তত্র পরস্যাঃ বিদ্যায়াঃ বিষয়ত্বেন অক্ষরং শ্রুতম্ ।২৯ যদি পুনঃ পরমেশ্বরাৎ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—'পরাবিদ্যা', এই সমাখ্যাপ্রমাণবলেও ভূতযোনি অক্ষরের ব্রহ্মত্ব সিদ্ধি।]

আবার দেখ, এখানে জ্ঞাতব্যরূপে দুইটী বিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে—"পরা এবং অপরা" ।২৭ তন্মধ্যে ঋগ্বেদাদিরূপ অপরা বিদ্যার কথা বলিয়া [শ্রুতি] বলিতেছেন—"আর তাহাই পরা বিদ্যা (৮), যাহার দ্বারা সেই অক্ষরকে অবগত হওয়া যায়", ইত্যাদি ।২৮ সেইস্থলে (—সেই শ্রুতিতে) পরা বিদ্যার বিষয়রূপে অক্ষর পঠিত হইয়াছেন ।২৯ কিন্তু যদি অদৃশ্যত্ব প্রভৃতি গুণযুক্ত অক্ষরকে পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন-রূপে কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে এই বিদ্যা আর পরা বিদ্যা হইবে না ।৩০ [যদি বলা হয়—প্রধান জগৎকারণ হওয়ায় তদ্বিষয়ক বিদ্যাও পরা বিদ্যা। তদুত্তরে

ভাবদীপিকা

পরঃ" এইস্থলে যিনি অক্ষর হইতে শ্রেষ্ঠরূপে বর্ণিত হইতেছেন, তিনিই হইতেছেন—"সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ জ্ঞানময় তপস্যাযুক্ত" (মুঃ ১।১।৯), ব্রহ্মবিদ্যাবেদ্য (মুঃ ১।২।১৩), "বিশ্বের প্রকৃতিভূত (মুঃ ১।১।৭), অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত অব্যয় ভূতযোনি (মুঃ ১।১।৬), অক্ষরশব্দ-সমর্পিত ব্রহ্মবস্তু (মুঃ ১।১৮)। বিভিন্নার্থক দুইটী অক্ষরশব্দ শ্রুতিতে একই প্রকরণে পঠিত হওয়ায় পূর্ব্বপক্ষী তোমার ভ্রম হইতেছে। "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" (মুঃ ২।১।২) এই শ্রুতিস্থ অক্ষর শব্দের অর্থ কি, তাহা পরবর্ত্তী সূত্রে বর্ণিত হইবে।

৪ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছিলেন—অচেতন দৃষ্টান্তানুগৃহীত সর্ব্বজগৎ-কারণত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণপুষ্ট শ্রুতিপ্রত্যভিজ্ঞার (২ ভাবদীঃ) বলে অক্ষরশব্দের অর্থ হইবে—অচেতন প্রধান, লিঙ্গপ্রত্যভিজ্ঞাবলে অক্ষরকে ব্রহ্মরূপে নিরূপণ করা যায় না, কারণ শ্রুতিপ্রত্যভিজ্ঞা হইতে লিঙ্গপ্রত্যভিজ্ঞা দুর্ব্বল, ইত্যাদি। তাহাও নিরাকৃত হইল, যেহেতু একটী লিঙ্গপ্রমাণপুষ্ট শ্রুতি প্রত্যভিজ্ঞা হইতে সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্ববিত্ত্ব (৩ ভাবদীঃ) ব্রহ্মবিদ্যাবেদ্যত্ব (৬ ভাবদীঃ) প্রভৃতি ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ, ব্রহ্মশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণ এবং পঞ্চম্যন্ত 'তস্মাৎ' এই পদসমর্পিত যে শ্রুতিপ্রত্যভিজ্ঞা (৫ ভাবদীঃ), এই সকলের দ্বারা পুষ্ট লিঙ্গপ্রতভিজ্ঞা হয় বলবান্। উপরন্তু অন্য একটী শ্রুতিপ্রত্য-ভিজ্ঞাও এই প্রকরণে পরিদৃষ্ট হইতেছে, যথা—"যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ" (মুঃ ১।২।১৩) এইস্থলে যে দ্বিতীয়ান্ত অক্ষরশ্রুতি (—দ্বিতীয়াবিভক্তিরূপা বিনিযোক্ত্রী শ্রুতি), তাহার দ্বারা "যয়া তদক্ষরম্ অধিগম্যতে" (মুঃ ১।১।৫), এই উপক্রমে প্রস্তাবিত অক্ষরের, 'এই ব্রহ্মবিদ্যাবেদ্য অক্ষরই সেই পরাবিদ্যাবেদ্য অক্ষর', এই প্রকারে প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে। অতএব এতগুলি প্রমাণ ও দুইটী শ্রুতি-প্রত্যভিজ্ঞাপুষ্ট লিঙ্গপ্রত্যভিজ্ঞার নিকট তোমার একটী লিঙ্গপ্রমাণপুষ্ট একটী শ্রুতিপ্রত্যভিজ্ঞা (২ ভাবদীঃ) অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িল।

(৮) সিদ্ধান্তী এখানে "পরা বিদ্যা" এই সংজ্ঞারূপ সমাখ্যাপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

অন্যৎ অদৃশ্যত্বাদিগুণকম্ অক্ষরং পরিকল্প্যেত, ন ইয়ং পরা বিদ্যা স্যাৎ।৩০ পরাপরবিভাগঃ হি অয়ং বিদ্যয়োঃ অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সফলতয়া পরিকল্প্যতে।৩১ ন চ প্রধানবিদ্যা নিঃশ্রেয়সফলা কেনচিৎ অভ্যুপগম্যতে।৩২ ত্রিস্রশ্চ বিদ্যাঃ প্রতিজ্ঞায়েরন্, ত্বৎপক্ষে অক্ষরাৎ ভূতযোনেঃ পরস্য পরমাত্মনঃ প্রতিপাদ্যমানত্বাৎ।৩৩ দ্বে এব তু বিদ্যে বেদিতব্যে ইহ নির্দ্দিষ্টে।৩৪ "কস্মিন্ নু ভগবঃ বিজ্ঞাতে সর্ব্বম্ ইদং বিজ্ঞাতং ভবতি" (মুঃ ১।১।৩) ইতি চ একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানাপেক্ষণং সর্ব্বাত্মকে ব্রহ্মণি বিবক্ষ্যমাণে অবকল্প্যতে; ন অচেতনমাত্রৈকায়তনে প্রধানে, ভোগ্যব্যতিরিক্তে বা

ভাষ্যানুবাদ

বলিতেছেন—] বিদ্যাদ্বয়ের এই যে পরা এবং অপরারূপ বিভাগ, তাহা অভ্যুদয় (—স্বর্গাদিলোকপ্রাপ্তি) এবং মোক্ষরূপ ফলের প্রাপ্তির জন্য পরিকল্পিত হইতেছে।৩১ কিন্তু প্রধানবিষয়িণী বিদ্যা যে মোক্ষরূপ ফলপ্রদা, ইহা কেহ স্বীকার করেন না। [সুতরাং প্রধানবিষয়িণী বিদ্যাকে পরা বিদ্যা বলা যায় না।৩২ যদি বলা হয়—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" (মুঃ ১।১।৯) ইত্যাদিস্থলে পরা বিদ্যার যাহা বিষয়, তাহা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে "যত্তদ্ অদ্রেশ্যম্" (মুঃ ১।১।৬) ইত্যাদিস্থলে প্রধানবিষয়িণী বিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহা হইলে, প্রধানবিদ্যা, পরাবিদ্যা এবং অপরাবিদ্যা, এই] তিন প্রকার বিদ্যার প্রতিজ্ঞা করা উচিত হইত, কারণ তোমার পক্ষে ["অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ (মুঃ ২।১।২) এইস্থলে] ভূতযোনিরূপ অক্ষর হইতে পর (—শ্রেষ্ঠ, সুতরাং তাহা হইতে ভিন্ন) যে পরমাত্মা, তিনি প্রতিপাদিত হইতেছেন।৩৩ [পূঃ—হাঁ, তাহা হইতেছেন। সিঃ—] কিন্তু দুইটী মাত্র বিদ্যা এখানে (—মুঃ ১।১।৪ উপক্রমবাক্যে) জ্ঞাতব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।৩৪ [সুতরাং পরমাত্মবিষয়িণী পরা বিদ্যা ও অভ্যুদয়ফলক অপরা বিদ্যা ব্যতিরেকে প্রধানবিষয়িণী কোন বিদ্যাকে এখানে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না বলিয়া পরা বিদ্যার দ্বারা বেদ্য যে পরমাত্মা, তিনিই এখানে ভূতযোনিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, স্বীকার করিতে হইবে]।

[সিঃ—'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানরূপ' লিঙ্গপ্রমাণবলে ঈশ্বরের ভূতযোনিত্ব সিদ্ধি।]

আর "হে ভগবন্, কোন বস্তুকে জানিলে এই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়", এইপ্রকারে যে একবিজ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞানের অপেক্ষা (—একটী বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা সকল বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের ইচ্ছা), তাহা সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্ম বিবক্ষিত হইলেই হয় সঙ্গত, কিন্তু মাত্র অচেতন বস্তুসমূহের একায়তন (—উপাদানরূপ একমাত্র আশ্রয়) যে প্রধান, তাহা অথবা ভোগ্যবস্তুসমূহ হইতে ভিন্ন যে ভোক্তা (—জীব),

শাঙ্করভাষ্যম্

ভোক্তরি।৩৫ অপিচ "সঃ ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম্ অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ" (মুঃ ১।১।১) ইতি ব্রহ্মবিদ্যাং প্রাধান্যেন উপক্রম্য পরাপরবিভাগেন পরাং বিদ্যাম্ অক্ষরাধিগমনীং দর্শয়ন্ তস্যাঃ ব্রহ্ম-বিদ্যাত্বং দর্শয়তি।৩৬ সা চ ব্রহ্মবিদ্যাসমাখ্যা, তদধিগম্যস্য অক্ষরস্য অব্রহ্মত্বে বাধিতা স্যাৎ।৩৭ অপরা ঋগ্বেদাদিলক্ষণা কর্ম্মবিদ্যা ব্রহ্ম-বিদ্যোপক্রমে উপন্যস্যতে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রশংসার্থৈ।৩৮ "প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়ো

ভাষ্যানুবাদ

তাহা বিবক্ষিত হইলে সঙ্গত হয় না (৯)।৩৫ [অতএব চেতন ও অচেতন সকলের কারণভূত ব্রহ্মই ভূতযোনি, প্রধান বা জীব নহে, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে]।

[সিঃ—"ব্রহ্মবিদ্যা" এই সমাখ্যাপ্রমাণবলে অক্ষরশব্দবাচ্যের ব্রহ্মত্বসিদ্ধি।]

আর দেখ, "তিনি (—প্রথম শরীরী ব্রহ্মা) জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বাকে সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠাভূত (—ব্যঞ্জকরূপে আশ্রয়ভূত, অথবা পরিসমাপ্তিস্থানভূত) ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন", এইপ্রকারে প্রধানভাবে ব্রহ্মবিদ্যার উপক্রম (—বর্ণনারম্ভ) করিয়া পরা এবং অপরারূপ বিভাগের দ্বারা পরা বিদ্যাকে অক্ষরবিষয়ক জ্ঞানোৎপাদন-কারিণীরূপে প্রদর্শনকরতঃ [শ্রুতি] তাহার ব্রহ্মবিদ্যাত্ব প্রদর্শন করিতেছেন (—পরা-বিদ্যাই যে ব্রহ্মবিদ্যা, ইহা বলিতেছেন)।৩৬ [আচ্ছা তাহা না হয় হইল, কিন্তু তাহার দ্বারা অক্ষরপদবাচ্যের ব্রহ্মতা কি প্রকারে সিদ্ধ হইল? তাহা বলিতেছে—] আর সেই ব্রহ্মবিদ্যারূপ সমাখ্যা, তাহার দ্বারা জ্ঞাতব্য অক্ষর ব্রহ্ম না হইলে বাধিত হইয়া পড়িবে।৩৭ অতএব "ব্রহ্মবিদ্যা" (মুঃ ১।১১) এই সমাখ্যার (—সংজ্ঞার) বলেও অক্ষরপদবাচ্যের ব্রহ্মতা সিদ্ধ হয়]।

ভাবদীপিকা

(৯) সঙ্গত না হইবার হেতু—জড় প্রধান ত্বন্মতে জগতের উপাদানকারণ হওয়ায় প্রধান-বিষয়ক জ্ঞান হইলে তৎকার্য্যভূত যাবতীয় জড় পদার্থের জ্ঞান সম্ভব হইলেও, প্রধানের কার্য্য নহে যে পুরুষসকল (—আত্মাসকল), তাহারা অজ্ঞাতই থাকিয়া যায়, ফলে "একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান" সিদ্ধ হয় না। আবার জীববিষয়ক (—পুরুষবিষয়ক) জ্ঞান হইলেও, ভোগ্য জড় জগৎ তাহার কার্য্য না হওয়ায়, অর্থাৎ সেই জীবরূপ উপাদানকারণ হইতে উৎপন্ন না হওয়ায় সেই ভোগ্য জড় পদার্থসকল অজ্ঞাত থাকিয়া যায়; ফলে এই পক্ষেও "একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয় না"। ব্রহ্মবস্তু কিন্তু জড়চেতনাত্মক এই সমগ্র জীবজগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণ হওয়ায়, তদ্বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয়, কোন কিছুই বাদ পড়ে না। সেইহেতু "একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান" হইল একটী ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ। মুণ্ডকে "কস্মিন্ নু ভগবঃ বিজ্ঞাতে" (মুঃ ১।১।৩) ইত্যাদি প্রকারে 'একবিজ্ঞান সর্ব্ববিজ্ঞানে' প্রস্তাবিত হওয়ায়, সেই লিঙ্গপ্রমাণবলে ব্রহ্মই যে এইস্থলে প্রতিপাদ্য ইহাই নির্ণীত হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি" ॥ (মুঃ ১।২।৭) ইতি এবমাদিনিন্দাবচনাৎ।৩৯ নিন্দিত্বা চ অপরাং বিদ্যাং ততঃ বিরক্তস্য পরাবিদ্যাধিকারং দর্শয়তি—"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্ম-চিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" (মুঃ ১।১।১২)

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতির দ্বারা তাহাতে প্রবৃত্তি সম্পাদনের জন্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণে অপরা বিদ্যার উল্লেখ। পারিশেষ্যাৎ অক্ষরবিদ্যাই ব্রহ্মবিদ্যা।]

[আচ্ছা, ব্রহ্মবিদ্যারূপ পরা বিদ্যার প্রকরণে অপরা বিদ্যা কেন বর্ণিত হইতেছে ? আমরা বলিব—উপক্রমে ব্রহ্মবিদ্যার প্রস্তাব থাকিলেও পরে যেমন অপরা বিদ্যারূপ অব্রহ্মবিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে, তদ্রূপ এই অক্ষরবিদ্যাও ব্রহ্মবিদ্যা নহে, পরন্তু অব্রহ্ম-বিদ্যাই। তদুত্তরে বলিতেছেন—] ঋগ্বেদাদিরূপা যে কর্ম্মবিষয়িনী অপরাবিদ্যা, তাহা ব্রহ্মবিদ্যার প্রারম্ভে ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসার জন্য উল্লিখিত হইতেছে।৩৮ [কি প্রকারে ইহা অবগত হওয়ায় যায় ? তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু [ষোল জন ঋত্বিক্, যজমান ও তৎপত্নী এই] "যে অষ্টাদশ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া অবর কর্ম্ম (—জ্ঞান-বর্জ্জিত কর্ম্ম, শাস্ত্রে] উক্ত হইয়াছে, সেই যজ্ঞরূপ (—যজ্ঞসম্পাদক) অষ্টাদশব্যক্তি বিনাশী, কারণ তাহারা অদৃঢ় (—অনিত্য) ; যে মূঢ় ব্যক্তিগণ ইহাকে (—কর্ম্মকে) শ্রেয়োলাভের উপায়রূপে সমাদর করে, তাহারা [কিছুকাল স্বর্গভোগান্তে] পুনরায় জরা ও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়," ইত্যাদি এইপ্রকার নিন্দাবোধক বাক্য আছে।৩৯ আবার অপরা বিদ্যাকে নিন্দা করিয়া তাহা হইতে বিরক্ত ব্যক্তির যে পরা বিদ্যাতে অধিকার হয়, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—"অকৃত কৃতের দ্বারা সম্পাদিত হয় না (—মোক্ষরূপ নিত্য বস্তু অনিত্য কর্ম্মের দ্বারা লভ্য নহে), এইপ্রকারে কর্ম্মের দ্বারা সম্পাদিত লোকসকলকে পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে (—কর্ম্মের দ্বারা অপ্রাপ্য ব্রহ্মবস্তুকে) অবগত হইবার জন্য তিনি যজ্ঞকাষ্ঠ হস্তে লইয়া শ্রোত্রিয় (১০) এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকটই গমন করিবেন," ইত্যাদি (১১)।৪০

ভাবদীপিকা

(১০) শ্রোত্রিয় কাহাকে বলে ? বলিতেছি—"একশাখাং সকলাং বা ষড়্ভিরঙ্গৈরধীত্যচ। ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ" ॥ (দানকমলাকর) ॥

(১১) পূর্ব্বপক্ষীর আক্ষেপের উত্তরে সিদ্ধান্তী যাহা বলিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এই—এইভাবে অপরাবিদ্যারূপ অব্রহ্মবিদ্যার নিন্দাপূর্ব্বক অপরাবিদ্যাতে বিরক্ত ব্যক্তিরই পরাবিদ্যাতে অধিকার প্রদর্শিত হওয়ায় ব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণে অপরা বিদ্যা বর্ণনার সার্থকতা সম্পাদিত হয়। আর মুণ্ডকে প্রধানভাবে বর্ণিত যে অক্ষরবিদ্যা, তাহাকে অব্রহ্মবিদ্যাও বলা যায় না। যেহেতু মুণ্ডকে উপক্রমে ব্রহ্মবিদ্যার প্রস্তাব করিয়া (মুঃ ১।১।১) ঋগ্বেদাদিকে অপরা বিদ্যা বলা হইয়াছে (মুঃ ১।১।৫)।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি।৪০ যত্তু উক্তম্—অচেতনানাং পৃথিব্যাদীনাং দৃষ্টান্তত্বেন উপাদানাৎ, দার্ষ্টান্তিকেন অপি অচেতনেন ভূতযোনিনা ভবিতব্যম্ ইতি।৪১ তৎ অযুক্তম্, নহি দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ অত্যন্তসাম্যেন ভবিতব্যম্ ইতি নিয়মঃ অস্তি।৪২ অপিচ স্থূলাঃ পৃথিব্যাদয়ঃ দৃষ্টান্তত্বেন উপাত্তা, ইতি ন স্থূলঃ এব দার্ষ্টান্তিকঃ ভূতযোনিঃ অভ্যুপগম্যতে।৪৩ তস্মাৎ অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ ভূতযোনিঃ পরমেশ্বরঃ এব। ৪৪ ॥১।২।২১॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—পূর্ব্বপক্ষীর "অচেতন দৃষ্টান্ত" নিরাকরণ। কার্য্য ও কারণের অভিন্নতাই এইস্থলে দৃষ্টান্তপ্রদর্শনের তাৎপর্য্য।]

আর যে বলা হইয়াছে—দৃষ্টান্তরূপে অচেতন পৃথিবী প্রভৃতির গ্রহণ হইয়াছে বলিয়া দার্ষ্টান্তিক (—যাহাকে বোধগম্য করিবার জন্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই) ভূতযোনিও অচেতন হইবে, ইহাই উচিত ইত্যাদি (৩ বাক্য)।৪১ তাহা সঙ্গত নহে, কারণ দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের অত্যন্ত শমতা হওয়া উচিত, এইপ্রকার কোন নিয়ম নাই।৪২ [কার্য্য বস্তু উপাদান হইতে অভিন্ন হইয়া থাকে, এই অংশেই উক্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। ইহা স্বীকার না করিলে তোমার পক্ষেও দোষ হইয়া পড়িবে। তাহাই বলিতেছেন—] আর দেখ, স্থূল পৃথিবী প্রভৃতি দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হইয়াছে (মুঃ ১।১।৭), এইহেতু দার্ষ্টান্তিক ভূতযোনি অবশ্যই স্থূল হইবে [ত্বৎকর্ত্তৃক] ইহা স্বীকৃত হয় না।৪৩ সেইহেতু (—কার্য্য উপাদানকারণ হইতে অভিন্নই হয়, এই অংশেই দৃষ্টান্তের সমতা বিবক্ষিত হওয়ায়) অদৃশ্যত্ব প্রভৃতি গুণযুক্ত যে ভূতযোনি, তিনি পরমেশ্বরই।৪৪॥১।২।২১॥

বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাং চ নেতরৌ ॥১।২।২২॥

পদচ্ছেদ—বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাং, চ, ন, ইতরৌ।

সূত্রার্থ—[ভূতযোনেঃ পরমাত্মত্বে হেত্বন্তরম্ আহ—] **চ**—অপিচ, [অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ ভূতযোনিঃ পরমাত্মা এব]; **ন ইতরৌ**—ন প্রধানজীবৌ। [কুতঃ ?] **বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাম্**—বিশেষণং চ ভেদব্যপদেশশ্চ—বিশেষণভেদব্যপদেশৌ, তাভ্যাম্। [তথাচ—"দিব্যঃ হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ" (মুঃ ২।১।২) ইতি দিব্যত্বাদিবিশেষণব্যপদেশাৎ ন জীবঃ ভূতযোনিঃ;

ভাবদীপিকা

অতঃপর "পরা—যয়া তদক্ষরম্ অধিগম্যতে" (ঐ) এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া এই অক্ষরবিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া আর কিছুই বর্ণিত হয় নাই। সুতরাং এই অক্ষরবিদ্যাও যদি ব্রহ্মবিদ্যা না হয়, তাহা হইলে উপক্রম বাধিত হইয়া পড়িবে, তাহা সঙ্গত নহে। সেইহেতু পরা ও অপরা নামে প্রস্তাবিত দুইটী বিদ্যার মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা নামক অন্য আর কোন বিদ্যা বর্ণিত না হওয়ায় পরিশেষবশতঃ পরাবিদ্যাকেই অক্ষরবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যারূপে স্বীকার করিতে হইবে। অতএব অক্ষরবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাই, অব্রহ্মবিদ্যা নহে, ইহাই সিদ্ধ হইল।

"অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" (ঐ) ইতি অক্ষরস্য অব্যাকৃতস্য পরমাত্মনশ্চ ভেদেন ব্যপদেশাৎ ন প্রধানং ভূতযোনিঃ। অপিতু পরমাত্মা এব ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[ভূতযোনির পরমাত্মত্ববিষয়ে অন্য হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—] **চ**—আর, [অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত যে ভূতযোনি, তিনি পরমাত্মাই]। **ন ইতরৌ**—জীব বা প্রধান নহে। [তাহাতে হেতু কি ? তাহা বলিতেছেন—] **বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাম্**—যেহেতু বিশেষণ এবং ভেদের কথন আছে। [তাহা এই প্রকার—"জ্যোতির্ম্ময় অমূর্ত্ত পুরুষ" এইরূপে জ্যোতির্ম্ময়ত্ব প্রভৃতি বিশেষণের কথন আছে বলিয়া জীব ভূতযোনি নহে; "অব্যাকৃতাখ্য শ্রেষ্ঠ অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ" এইপ্রকারে অব্যাকৃতরূপ অক্ষরের ও পরমেশ্বরের বিভিন্নভাবে বর্ণনা হইয়াছে বলিয়া প্রধান ভূতযোনি নহে। কিন্তু পরমাত্মাই ভূতযোনি (—ভূতসকলের অভিন্ননিমিত্তো-পাদান কারণ), ইহাই তাৎপর্য্য]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ পরমেশ্বরঃ এব ভূতযোনিঃ, ন ইতরৌ শারীরঃ প্রধানং বা।১ কস্মাৎ ?২ বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাম্।৩ বিশিনষ্টি হি প্রকৃতং ভূতযোনিং শারীরাৎ বিলক্ষণত্বেন—"দিব্যঃ হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ, অপ্রাণঃ হ্যমনাঃ শুভ্রঃ" (মুঃ ২।১।২) ইতি।৪ নহি এতৎ দিব্যত্বাদিবিশেষণম অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতনামরূপপরিচ্ছে-দাভিমানিনঃ তদ্ধর্ম্মান্ স্বাত্মনি কল্পয়তঃ শারীরস্য উপপদ্যতে।৫ তস্মাৎ সাক্ষাৎ ঔপনিষদঃ পুরুষঃ ইহ উচ্যতে।৬ তথা প্রধানাৎ অপি প্রকৃতং ভূতযোনিং ভেদেন ব্যপদিশতি—"অক্ষরাৎ পরতঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—মুঃ ২।১।২ শ্রুত্যুক্ত পঞ্চমান্ত অক্ষরশব্দটীর অর্থ 'অব্যাকৃত' ; তাহা ঈশ্বরশক্তি, সাংখ্যোক্ত স্বতন্ত্র প্রধান নহে।]

আর এইহেতুবশতঃও পরমেশ্বরই ভূতযোনি, কিন্তু অপর দুইটী অর্থাৎ জীব বা প্রধান নহে।১ তাহাতে হেতু কি ?২ [তাহা বলিতেছেন—] "যেহেতু বিশেষণের এবং ভেদের কথন আছে"।৩ [প্রথমোক্ত 'বিশেষণ' পক্ষের ব্যাখ্যা করিতেছেন—শ্রুতি] প্রস্তাবিত ভূতযোনিকে জীব হইতে ভিন্নরূপেই বিশেষিত করিতেছেন, যথা—"যেহেতু দিব্য (—জ্যোতির্ম্ময়) এবং সকলপ্রকার মূর্ত্তিবিবর্জ্জিত পুরুষ অন্তরে এবং বাহিরে বর্ত্তমান আছেন, সেইহেতু তিনি জন্মরহিত ; যেহেতু তিনি প্রাণশূন্য ও মনোবিহীন, সেইহেতু তিনি শুদ্ধ", ইত্যাদি।৪ এই 'দিব্যত্ব' প্রভৃতি যে বিশেষণ, তাহা অবিদ্যাকর্ত্তৃক উপস্থাপিত নাম ও রূপের দ্বারা নিজেকে যে পরিচ্ছিন্ন (—সসীম) অভিমান করে এবং সেই নামরূপের [জাড্য ও মূর্ত্তত্ব প্রভৃতি] ধর্ম্মসকলকে নিজেতে কল্পনা করে, এইপ্রকার যে জীব, তাহার পক্ষে নিশ্চয়ই সঙ্গত হয় না।৫ সেইহেতু সাক্ষাৎ উপনিষৎপ্রতিপাদ্য পুরুষ এখানে কথিত হইতেছেন।৬ [এক্ষণে 'ভেদের কথন' এই দ্বিতীয় পক্ষের ব্যাখ্যা করিতেছেন—] এইরূপে প্রস্তাবিত ভূতযোনিকে প্রধান হইতেও ভিন্নভাবে [শ্রুতি] বলিতেছেন,

শাঙ্করভাষ্যম্

পরঃ (মুঃ ২।১।২) ইতি।৭ অক্ষরম্ অব্যাকৃতং নামরূপবীজশক্তিরূপং ভূতসূক্ষ্মং ঈশ্বরাশ্রয়ং, তস্য এব উপাধিভূতং, সর্ব্বস্মাৎ বিকারাৎ পরঃ যঃ অবিকারঃ, তস্মাৎ পরতঃ পরঃ ইতি ভেদেন ব্যপদেশাৎ পরমাত্মানম্ ইহ বিবক্ষিতং দর্শয়তি।৮ ন অত্র প্রধানং নাম কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রং তত্ত্বম্ অভ্যুপগম্য তস্মাৎ ভেদব্যপদেশঃ উচ্যতে।৯ কিং তর্হি?১০ যদি প্রধানম্ অপি কল্প্যমানং শ্রুত্যবিরোধেন অব্যাকৃতাদিশব্দবাচ্যং ভূতসূক্ষ্মং পরিকল্প্যেত, পরিকল্প্যতাম্।১১ তস্মাৎ ভেদব্যপদেশাৎ পরমেশ্বরঃ ভূতযোনিঃ ইতি এতৎ ইহ প্রতিপাদ্যতে।১২॥১।২।২২॥

ভাষ্যানুবাদ

যথা—"স্বীয় বিকারসমূহ হইতে যাহা শ্রেষ্ঠ, সেই নামরূপের বীজভূত অক্ষর হইতে যাহা শ্রেষ্ঠ," [তাহাই দিব্য অমূর্ত্ত পুরুষ] ইত্যাদি।৭ [উক্ত ভাষ্য-বাক্যে প্রধানশব্দ ও অক্ষরশব্দ পর্য্যায়শব্দরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় পূর্ব্ববাদী বলিতেছেন—"অক্ষরশব্দে" প্রধান গৃহীত হইলে "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" (১।১।৫) এইস্থলে প্রধানের যে অশ্রৌতত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা ব্যাহত হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] অক্ষরশব্দের অর্থ অব্যাকৃত, তাহা নাম ও রূপের বীজভূত যে পরমেশ্বর, তাঁহার শক্তিস্বরূপ, ভূতসূক্ষ্মাত্মক (—প্রাণিগণের সূক্ষ্মসংস্কারসকল তাহাতে অবস্থান করে, অথবা তাহা স্থূলভূতসকলের সূক্ষ্ম-কারণাবস্থাস্বরূপ), ঈশ্বরাশ্রিত, তাঁহারই উপাধিস্বরূপ, এবং সকলপ্রকার কার্য্যবস্তু হইতে শ্রেষ্ঠ যে অবিকার (—অকার্য্যভূত বস্তু, অব্যাকৃত), সেই শ্রেষ্ঠ [অব্যাকৃত] হইতেও যাহা (—যে দিব্য অমূর্ত্ত পুরুষ) শ্রেষ্ঠ, এইপ্রকারে [অত্রস্থ পঞ্চমীবিভক্তিযুক্ত অক্ষরশব্দটীর অর্থ যে অব্যাকৃত, ঈশ্বর তাহা হইতে] ভিন্নভাবে অভিহিত হইতেছেন বলিয়া এখানে (—"অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" এই বাক্যে, শ্রুতি] পরমাত্মাকেই বিবক্ষিতরূপে প্রদর্শন করিতেছেন।৮ এইস্থলে (—মুঃ ২।১।২ শ্রুতিতে) প্রধান নামক কোন স্বতন্ত্র (—ঈশ্বরের অনধীন) তত্ত্ব স্বীকার করিয়া তাহা হইতে [পরমেশ্বরের] 'ভেদ ব্যপদেশ' [উপরোক্ত ৮ সংখ্যক বাক্যে] কথিত হইতেছেনা।৯ তবে কি কথিত হইতেছে?১০ [ইহাই কথিত হইতেছে যে—"যাহা কার্য্যরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহা প্রধান"—এইপ্রকার ব্যুৎপত্তিবলে প্রধান হয় অজ্ঞানই, এইপ্রকারে] কল্প্যমান যে প্রধান, তাহাও যদি শ্রুতির অবিরোধিভাবে অব্যাকৃতাদিশব্দের বাচ্য ও ভূতসূক্ষ্মরূপে কল্পিত হয়, তবে তাহা কল্পনা করা হউক। [তাহাতে কোন বিরোধ হয় না, কিন্তু তদতিরিক্ত ঈশ্বরের অনধীন স্বতন্ত্র কোন তত্ত্ব কল্পনা করিলে শ্রুতি ও সূত্রের বিরোধ হইবে, ইহাই ভাব]।১১ [মুঃ ২।১।২

ভাষ্যানুবাদ

শ্রুতিতে] তাহা হইতে (—ভূতসকলের সূক্ষ্মকারণভূত সেই অব্যাকৃতাখ্য অজ্ঞান হইতে) ভেদের কথা বলা হইয়াছে বলিয়া পরমেশ্বর হন ভূতযোনি, [অজ্ঞান তাহা নহে], ইত্যাদি ইহাই এখানে (—এই শ্রুতিতে ও সূত্রে) প্রতিপাদিত হইতেছে।১২ [ঈশ্বরাশ্রিত যে অজ্ঞান, তাহাই যখন ভূতযোনি হইতে পারিল না, তখন সাংখ্যপরিকল্পিত স্বতন্ত্র 'প্রধান' যে ভূতযোনি হইতে পারে না, ইহা কৈমুতিক-ন্যায়ে অর্থতঃ বলা হইল, বুঝিতে হইবে।] ॥১।২।২২॥

শাঙ্করভাষ্যম্—কুতশ্চ পরমেশ্বরঃ ভূতযোনিঃ ?

ভাষ্যানুবাদ—আর কোন হেতু বশতঃ পরমেশ্বর ভূতসকলের কারণ ? [তদুত্তরে বলিতেছেন—]।

রূপোপন্যাসাচ্চ ॥২।২।২৩॥

পদচ্ছেদ—রূপোপন্যাসাৎ, চ।

সূত্রার্থ—রূপোপন্যাসাৎ—"অগ্নিঃ মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ" (মুঃ ২।১।৪) ইতি সর্ব্বকার্য্যাত্মকরূপস্য উপন্যাসাৎ [পরমাত্মা এব ভূতযোনিঃ। ইতি বৃত্তিকারমতম্]। "পুরুষঃ এব ইদং বিশ্বং কর্ম্ম" (মুঃ ২।১।১০) ইতি সর্ব্বাত্মকরূপোপন্যাসাৎ [পরমাত্মা এব ভূতযোনিঃ। ইতি ভগবৎপাদীয়মতম্। উভয়ত্র] চ—কারঃ—অন্যস্য তাদৃগ্রূপবত্ত্বাসম্ভবদ্যোতনার্থঃ।

অনুবাদ—রূপোপন্যাসাৎ—"অগ্নি (—দ্যুলোক) ইঁহার মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য ইঁহার চক্ষুর্দ্বয়" এইপ্রকারে সর্ব্বকার্য্যাত্মক রূপের উল্লেখ হইতেছে বলিয়া [পরমাত্মাই ভূতযোনি। ইহা বৃত্তিকারের মত]। "পুরুষই এই সমস্ত, কর্ম্ম প্রভৃতি", এইপ্রকারে সর্ব্বাত্মকরূপের উল্লেখ হইতেছে বলিয়া [পরমাত্মাই ভূতযোনি। ইহা ভগবৎপাদীয় মত (—ভগবান্ ভাষ্যকারের মত)। উভয়-স্থলেই] চকারটী—অন্যের পক্ষে তাদৃশ রূপবিশিষ্ট হওয়া সম্ভব নহে, ইহা সূচিত করিবার জন্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপিচ "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" (মুঃ ২।১।২) ইতি অস্য অনন্তরম্ "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ" (মুঃ ২।১।৩) ইতি প্রাণপ্রভৃতীনাং পৃথিবী-পর্য্যন্তানাং তত্ত্বানাং সর্গম্ উক্ত্বা তস্যৈব ভূতযোনেঃ সর্ব্ববিকারা-ত্মকং রূপম্ উপন্যস্যমানং পশ্যামঃ—"অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ ; দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য,

ভাষ্যানুবাদ

[বৃত্তিকারমত —দ্যুমূর্ধত্ব সর্ব্বভূতান্তরাত্মত্ব ইত্যাদি লিঙ্গপ্রমাণ ও প্রকরণপ্রমাণবলে ঈশ্বরই ভূতযোনি।]

[ভূতযোনি যে ঈশ্বর, এই বিষয়ে অন্য হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—] আর দেখ, "শ্রেষ্ঠ [অব্যাকৃতাখ্য] অক্ষর হইতে শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি ইহার অব্যবহিত পরে "ইহা হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়" এইপ্রকারে প্রাণ প্রভৃতি হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত তত্ত্ব-সকলের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া সেই ভূতযোনিরই সর্ব্ববিকারাত্মক (—কার্য্যভূত বস্তুসকলের দ্বারা সংগঠিত) রূপ উল্লিখিত হইতেছে, ইহা দেখিতেছি, যথা—"অগ্নি

শাঙ্করভাষ্যম্

পদ্ভ্যাং পৃথিবীহ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" ॥ (মুঃ ২।১।৪) ইতি ।১ তচ্চ পরমেশ্বরস্য এব উচিতং, সর্ব্ববিকারকারণত্বাৎ ।২ ন শারীরস্য তনুমহিম্নঃ ।৩ নাপি প্রধানস্য অয়ং রূপোপন্যাসঃ সম্ভবতি, সর্ব্বভূতান্তরাত্মত্বাসম্ভবাৎ ।৪ তস্মাৎ পরমেশ্বরঃ এব ভূতযোনিঃ, ন ইতরৌ ইতি গম্যতে ।৫ কথং পুনঃ ভূতযোনেঃ অয়ং রূপোপন্যাসঃ ইতি গম্যতে ?৬ প্রকরণাৎ, "এষঃ" ইতি চ প্রকৃতানুকর্ষণাৎ ।৭ ভূতযোনিং হি প্রকৃত্য "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ" (মুঃ ২।১।৩), "এষঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" (মুঃ ২।১।৪) ইতি বচনং ভূতযোনিবিষয়ম্ এব ভবতি ।৮ যথা উপাধ্যায়ং প্রকৃত্য এতস্মাৎ অধীষ্ব, এষঃ বেদবেদাঙ্গ-

ভাষ্যানুবাদ

(—দ্যুলোক) ইহার মস্তক (১২) চন্দ্র ও সূর্য্য ইহার চক্ষুর্দ্বয়, দিক্‌সকল ইহার কর্ণদ্বয়, প্রকটিত বেদসকলই ইহার বাণী, বায়ু ইহার প্রাণ, বিশ্ব (—সমগ্র জগৎ) ইহার অন্তঃকরণ, ইহার পদদ্বয় হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে, ইনিই সকলভূতের অন্তরাত্মা (—স্থূলপঞ্চভূতশরীরী বিরাট্") ইত্যাদি ।১ আর তাহা (—তাদৃশ রূপ) পরমেশ্বরেরই হওয়া উচিত, যেহেতু তিনি সকলপ্রকার কার্য্যের কারণস্বরূপ ।২ অল্প শক্তিবিশিষ্ট জীবের [তাদৃশ রূপ] সম্ভব নহে ।৩ আর প্রধানেরও এইপ্রকার রূপের উল্লেখ সম্ভব নহে, যেহেতু [জড় হওয়ায় তাহার পক্ষে] সকল ভূতের অন্তরাত্মা হওয়া সম্ভব হয় না ।৪ সেইহেতু (—এইপ্রকার রূপ অন্য কাহারও সম্ভব না হওয়ায়) পরমেশ্বরই ভূতযোনি, অপর দুইটী (—প্রধান বা জীব) নহে, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে ।৫ আচ্ছা, এই রূপের উল্লেখ যে ভূতযোনির, ইহা কিপ্রকারে অবগত হওয়া যায় ?৬ [তদুত্তরে বলিতেছেন—) যেহেতু প্রকরণ আছে (—এই প্রকরণে যেহেতু ভূতযোনিই বর্ণিত হইতেছেন) এবং যেহেতু ["এষঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" (মুঃ ২।১।৪) এইস্থলে] "এষঃ" এইপ্রকারে প্রস্তাবিতের অনুকর্ষণ হইয়াছে (—পূর্ব্বে যে ভূতযোনি বর্ণিত হইয়াছেন, "এষঃ" এই পদের দ্বারা তাঁহাকেই টানিয়া আনা হইয়াছে, তাঁহারই প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে ।৭ ইহাই পরিস্ফুট করিতেছেন—] যেহেতু [মুঃ ১।১।৬ শ্রুতিতে] ভূতযোনির প্রস্তাব করিয়া "ইহা হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়", "ইনি সকল ভূতের অন্তরাত্মা" ইত্যাদি বাক্য ভূতযোনিকেই বিষয় করে ।৮ যেমন অধ্যাপকের প্রস্তাব করিয়া 'ইহার নিকট হইতে পাঠ গ্রহণ কর (—অধ্যয়ন কর), ইনি বেদ ও বেদাঙ্গে পারদর্শী'—এইপ্রকার বাক্য অধ্যাপককে বিষয় করে, তদ্রূপ ।৯ আচ্ছা, অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত যে ভূতযোনি,

ভাবদীপিকা

(১২) এইস্থলে 'দ্যুমূর্দ্ধত্ব' প্রভৃতি পরমেশ্বরবোধক লিঙ্গপ্রমাণসকল প্রদর্শিত হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

পারগঃ ইতি বচনং উপাধ্যায়বিষয়ং ভবতি, তদ্বৎ।৯ কথং পুনঃ অদৃশ্যত্বাদিগুণকস্য ভূতযোনেঃ বিগ্রহবদ্রূপং সম্ভবতি?১০ সর্ব্বাত্মত্ববিবক্ষয়া ইদম্ উচ্যতে, নতু বিগ্রহবত্ত্ববিবক্ষয়া ইতি অদোষঃ; "অহম্ অন্নম্, অহম্ অন্নাদঃ" (তৈঃ ৩।১০।৬) ইত্যাদিবৎ।১১ অন্যে পুনঃ মন্যন্তে—ন অয়ং ভূতযোনেঃ রূপোপন্যাসঃ, জায়মানত্বেন উপন্যাসাৎ।১২ "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী"॥ (মুঃ ২।১।৩) ইতি হি পূর্ব্বত্র প্রাণাদিপৃথিব্যন্তং তত্ত্বজাতং জায়মানত্বেন নিরদিক্ষৎ।১৩ উত্তরত্রাপি চ "তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ" (মুঃ ২।১।৫) ইতি এবমাদি "অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ো রসশ্চ" (মুঃ ২।১।৯) ইতি এবমন্তং জায়-

ভাষ্যানুবাদ

তাঁহার বিগ্রহবিশিষ্টরূপ (—হস্তপদাদিযুক্ত মূর্ত্তি) কিপ্রকারে সম্ভব হইবে?১০ [তদুত্তরে বলিতেছেন—"এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধির জন্য" ভূতযোনি পরমেশ্বরের] সর্ব্বস্বরূপত্ব বলিবার ইচ্ছায় ইহা বলা হইতেছে, কিন্তু তিনি যে বিগ্রহবান্, ইহা বলিবার ইচ্ছায় বলা হইতেছে না, এইহেতু কোন দোষ হয় না; যেমন "আমিই অন্ন, আমিই অন্নভোক্তা," ইত্যাদিস্থলে হয় (—ব্রহ্মাত্মবিৎ পুরুষ সত্যই যেমন নিজের অন্নত্ব ও অন্নভোক্তৃত্ব বলিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু নিজের সর্ব্বস্বরূপত্ব বলিতে ইচ্ছা করেন, প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে।১১ অতএব প্রকরণপ্রমাণ এবং দ্যুমূর্দ্ধত্বাদি পরমেশ্বরবোধক লিঙ্গপ্রমাণ থাকায় পরমেশ্বরই ভূতযোনি। ইহা ভগবান্ বৃত্তিকারের মত]।

[ভাষ্যকারমত—উক্ত দ্যুমূর্দ্ধত্ব প্রভৃতি লিঙ্গ ও প্রকরণ হিরণ্যগর্ভবোধক। সর্ব্বাত্মকত্বলিঙ্গবলে পরমেশ্বরই ভূতযোনি।

[বৃত্তিকারের ব্যাখ্যাতে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—] অপরে কিন্তু মনে করেন, এই রূপের উল্লেখ ভূতযোনির নহে, কারণ [ত্বৎ কথিত এই সর্ব্বভূতান্তরাত্মাও সেই ভূতযোনি হইতে] জায়মানরূপে (—উৎপন্ন হন, এইরূপে) উপন্যস্ত হইয়াছেন।১২ [কি প্রকারে ইহা অবগত হওয়া যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু [শ্রুতি] "ইহা হইতে প্রাণ মন ইন্দ্রিয়সকল আকাশ বায়ু তেজঃ জল এবং সকলের আধারভূতা পৃথিবী উৎপন্ন হয়", এইপ্রকারে পূর্ব্বে প্রাণ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত পদার্থসকলকে জায়মানরূপে (—তাহারা ভূতযোনি হইতে উৎপন্ন হয়, এইরূপে) নির্দ্দেশ করিয়াছেন।১৩ আর পরেও "তাঁহা হইতে অগ্নি (—দ্যুলোক) উৎপন্ন হয়, সূর্য্য যাহার ইন্ধনস্বরূপ" ইত্যাদি ইহা হইতে আরম্ভ করিয়া "ইহা হইতে [ব্রীহি যবাদি] ওষধিসকল এবং [মধুরাদি] রস উৎপন্ন হয়" ইত্যাদি এই পর্য্যন্ত পদার্থসকলকে জায়মানরূপে (—ইহা হইতে উৎপন্ন হয়, এইরূপে) বলিবেন।১৪

শাঙ্করভাষ্যম্

মানত্বেনৈব নির্দ্দেক্ষ্যতি।১৪ ইহৈব কথম্ অকস্মাৎ অন্তরালে ভূতযোনেঃ রূপম্ উপন্যসেৎ ?১৫ সর্ব্বাত্মত্বম্ অপি সৃষ্টিং পরিসমাপ্য উপদেক্ষ্যতি—"পুরুষঃ এব ইদং বিশ্বং কর্ম্ম" (মুঃ ২।১।১০) ইত্যাদিনা।১৬ শ্রুতিস্মৃত্যোশ্চ ত্রৈলোক্যশরীরস্য প্রজাপতেঃ জন্মাদি নির্দ্দিশ্যমানম্ উপলভামহে—"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম" ॥ (ঋক্‌সং ১০।১২১।১) ইতি।১৭ 'সমবর্ত্তত' ইতি 'অজায়ত' ইত্যর্থঃ।১৮ তথা "স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ

ভাষ্যানুবাদ

[সুতরাং শ্রুতি "অগ্নিঃ মূর্ধা" (মুঃ ২।১।৪) ইত্যাদি] অন্তরালবর্ত্তী এই স্থলেই কিপ্রকারে হটাৎ ভূতযোনির রূপকে উপন্যাস (—সংস্থাপন, উল্লেখ) করিবেন ? (—(১৩) তাহা করিতে পারেন না, কারণ তাহা হইলে প্রসঙ্গভঙ্গবশতঃ বাক্যভেদদোষ হইয়া পড়িবে।১৫ আর বৃত্তিকারপক্ষ যে বলিয়াছেন—"অগ্নি মূর্ধা" ইত্যাদিস্থলে "একবিজ্ঞানেসর্ব্ববিজ্ঞান" সিদ্ধির জন্য ভূতযোনির সর্ব্বস্বরূপতা বিবক্ষিত হইয়াছে (১১ বাক্য), ইত্যাদি। তদুত্তরে বলিতেছেন—] সর্ব্বস্বরূপত্বও সৃষ্টির বর্ণনা পরিসমাপ্ত করিয়া "পুরুষই এই বিশ্ব (—সমস্ত বস্তু), অগ্নিহোত্রাদি] কর্ম্ম", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা [শ্রুতি] উপদেশ করিবেন।১৬ [যদি বলা হয়, পরবর্ত্তিস্থলে ভূতযোনি পরমেশ্বরের সর্ব্বস্বরূপতা বর্ণিত হইলেও, "অগ্নি মূর্ধা" ইত্যাদি বাক্যেও তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] শ্রুতি এবং স্মৃতিতে, ত্রৈলোক্যশরীরী প্রজাপতির জন্ম প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, ইহা আমরা দেখিতেছি, যথা—"হিরণ্যগর্ভ প্রথমে উৎপন্ন হইয়া ভূতসকলের একমাত্র পতি হইলেন। তিনি এই পৃথিবীকে এবং দ্যুলোককে ধারণ করিয়াছিলেন, "ক-স্বরূপ (—হিরণ্যগর্ভস্বরূপ) সেই একমাত্র দেবতাকে হবিঃর দ্বারা সেবা করিতেছি", ইত্যাদি।১৭ 'সমবর্ত্তত' এই শব্দটীর অর্থ—জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।১৮ আর এইরূপেই "তিনিই প্রথম দেহধারী জীব, তাঁহাকেই পুরুষ বলা হয়, ভূতসকলের আদিকর্ত্তা সেই ব্রহ্মা প্রথমে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন" ইত্যাদি 'স্মৃতিবাক্যেও আমরা তাহা নির্দ্দিষ্ট হইতে

ভাবদীপিকা

(১৩) বৃত্তিকারপক্ষ স্বপক্ষের সমর্থনে ৭ সংখ্যক ভাষ্যবাক্যে ভূতযোনি পরমেশ্বরের বোধক প্রকরণপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ভগবান্ ভাষ্যকার এখানে 'আদিতে ও অন্তে যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, মধ্যবর্ত্তিস্থলেও তাহাই প্রতিপাদিত হওয়া উচিত'—এইপ্রকারে সন্দংশন্যায়বলে সেই প্রকরণপ্রমাণ যে ভূতযোনির বোধক নহে, পরন্তু ভূতযোনি হইতে উৎপন্ন ত্রৈলোক্যশরীরী বিরাটের বোধক, ইহা প্রদর্শন করিলেন। ইহা স্বীকার না করিলে প্রসঙ্গভঙ্গবশতঃ বাক্যভেদ হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

উচ্যতে।· আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত"॥ ইতি চ।১৯ বিকারপুরুষস্যাপি সর্ব্বভূতান্তরাত্মত্বং সম্ভবতি, প্রাণাত্মনা সর্ব্বভূতানাম্ অধ্যাত্মম্ অবস্থানাৎ।২০ অস্মিন্ পক্ষে "পুরুষঃ এব ইদং বিশ্বং কর্ম্ম" (মুঃ ২।১।১০) ইত্যাদি সর্ব্বরূপোপন্যাসঃ পরমেশ্বর-প্রতিপত্তিহেতুঃ ইতি ব্যাখ্যেয়ম্।২১॥১।২।২৩॥ ইতি ষষ্ঠং অদৃশ্যত্বাদ্যধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

দেখিতেছি।১৯ [সুতরাং যাঁহার জন্ম হয়, অবশ্য মরণশীল তিনি কদাপি সর্ব্বস্বরূপ হইতে পারেন না। সেইহেতু "অগ্নিঃ মূর্ধা" ইত্যাদি বাক্যে প্রজাপতির জন্ম বর্ণিত হওয়ায় উক্ত বাক্যে ভূতযোনির সর্ব্বস্বরূপতা বর্ণিত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করা যায় না। আচ্ছা, উক্ত ২।১।৪ মুণ্ডকবাক্যে যদি শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধ প্রজাপতির জন্মই বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত শ্রুতিতে "এষঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" এই-প্রকারে যে সর্ব্বভূতান্তরাত্মত্ব বর্ণিত হইয়াছে, তাহা জন্মমরণশীল প্রজাপতিতে কি প্রকারে সঙ্গত হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] বিকার পুরুষেরও (—প্রজাপতি-রূপ যে পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারও) সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা হওয়া সম্ভব হয়, যেহেতু প্রাণরূপে সমস্ত প্রাণীর শরীরের মধ্যে তিনি অবস্থান করেন (১৪)।২০ এই পক্ষে "পুরুষই এই বিশ্ব (—সমস্ত বস্তু), কর্ম্ম," ইত্যাদি প্রকারে যে সর্ব্ব-রূপোপন্যাস (—পরমেশ্বরের সর্ব্বাত্মকরূপের উপস্থাপন), তাহা পরমেশ্বরবিষয়ক জ্ঞানের হেতু, এইপ্রকার ব্যাখ্যা করিতে হইবে (১৫)।২১॥১।২।২৩॥ অদৃশ্যত্বাদ্য-ধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(১৪) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—পূর্ব্বকল্পে প্রকৃষ্ট উপাসনা (—অশ্বমেধবিদ্যা (বৃঃ ১।২।৭) ও কর্ম্মের (—অশ্বমেধযজ্ঞের, বৃঃ ৩।৩।১ ভাষ্য) সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠানের ফলে যে পুরুষ পরকল্পে হিরণ্যগর্ভের অধিকার প্রাপ্ত হন, তিনি জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মুখ্যপ্রাণাত্মক সমষ্টিলিঙ্গশরীরে অভিমানিরূপে পরকল্পীয় সৃষ্টির আদিতেই জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই প্রথম জীব। এই পুরুষকেই ক', প্রাণ, সূত্রাত্মা, হিরণ্যগর্ভ, প্রজাপতি, ব্রহ্মা ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। ইনি সমষ্টিলিঙ্গশরীরে অভিমানী হওয়ায় প্রত্যেক প্রাণীর ব্যষ্টিলিঙ্গশরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করেন, সেইহেতু সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরাত্মা হওয়া তাঁহার পক্ষে হয় সম্ভব। আচ্ছা, তাহা হইলে তোমার মতে ভূতযোনির রূপটী কি? "রূপোপন্যাসাচ্চ" এই সূত্রোক্ত 'রূপ' কোন শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে, যাহাকে গ্রহণ করিয়া উক্ত সূত্রের অর্থাবধারণ সম্ভব হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন **অস্মিন্ পক্ষে**—'এইপক্ষে' ইত্যাদি।

(১৫) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—অপঞ্চীকৃত ভূতাত্ম সমষ্টিলিঙ্গশরীরে অভিমানী যে হিরণ্যগর্ভ, তিনিও কার্য্যবস্তুর অন্তর্গত হওয়ায় তদ্বিজ্ঞানে 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান' সিদ্ধ হয় না। কিন্তু তাঁহারও যিনি কারণ, তদ্বিজ্ঞানেই "একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান" সিদ্ধ হয়। "পুরুষঃ এব ইদং বিশ্বং কর্ম্ম" (মুঃ ২।১।১০) ইত্যাদি শ্রুতিতে সেই সর্ব্বকারণ ভূতযোনি ব্রহ্মবস্তুর সর্ব্বাত্মক রূপ উপন্যস্ত

৭। বৈশ্বানরাধিকরণম্। [২৪-৩২ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—বৈশ্বানরবিদ্যাতে ঈশ্বরই বৈশ্বানরশব্দবাচ্য।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে বাক্যশেষস্থ সর্ব্বজ্ঞত্বাদি লিঙ্গপ্রমাণ ও সমাখ্যাপ্রমাণের দ্বারা যেমন উপক্রমস্থ অদৃশ্যত্বাদি সাধারণ ধর্ম্মসকল ব্রহ্মধর্ম্মরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, প্রস্তাবিত অধিকরণেও তদ্রূপ উপক্রমস্থ যে সাধারণ বৈশ্বানরশব্দ, তাহা বাক্যশেষস্থ হোমাধারত্বরূপ লিঙ্গ-প্রমাণের দ্বারা জাঠরাগ্নিরূপে ব্যাখ্যাত হইবে। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

বৈশ্বানরঃ কৌক্ষভূতদেবজীবেশ্বরেষু কঃ।
বৈশ্বানরাত্মশব্দাভ্যামীশ্বরান্যেষু কশ্চন ॥
দ্যুমূর্দ্ধত্বাদিতো ব্রহ্মশব্দাচ্চেশ্বর ইষ্যতে।
বৈশ্বানরাত্মশব্দৌ তাবীশ্বরস্যাপি বাচকৌ ॥

অন্বয়—কৌক্ষভূতদেবজীবেশ্বরেষু বৈশ্বানরঃ কঃ? বৈশ্বানরাত্মশব্দাভ্যাং ঈশরান্যেষু কশ্চন। দ্যুমূর্দ্ধত্বাদিতঃ ব্রহ্মশব্দাৎ চ ঈশ্বরঃ ইষ্যতে। তৌ বৈশ্বানরাত্মশব্দৌ ঈশ্বরস্য অপি বাচকৌ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[ছান্দোগ্যে বৈশ্বানরবিদ্যায়াম্ আম্নায়তে—"আত্মানং বৈশ্বানরম্ উপাস্তে" (ছাঃ ৫।১৮।১) ইতি। তত্র 'বৈশ্বানরঃ' ইতি জাঠরভূতাগ্নিদেবতাবাচকসাধারণশব্দপ্রয়োগাৎ, 'আত্মা' ইতি চ শারীরপরমেশ্বরবাচকসাধারণশব্দপ্রয়োগাৎ সংশয়ঃ ভবতি—] কৌক্ষভূতদেব-জীবেশ্বরেষু বৈশ্বানরঃ কঃ?

পূর্ব্বপক্ষ—["অয়ম্ অগ্নিঃ বৈশ্বানরঃ যঃ অয়ম্ অন্তঃ পুরুষে" (বৃঃ ৫।৯।১) ইতি শ্রুতৌ বৈশ্বানরশব্দঃ জাঠরাগ্নৌ প্রযুক্তঃ, "ভুবনায় দেবাঃ বৈশ্বানরম্" (ঋক্ সং ১০।৮৮।১২) ইতি বাহ্যে অগ্নৌ প্রযুক্তঃ, "বৈশ্বানরস্য সুমতৌ স্যাম্" (ঋক্ সং ১।১৮।১) ইতি দেবতায়াং প্রযুক্তঃ, আত্ম-শব্দশ্চ জীবে রূঢ়ঃ। অতঃ] বৈশ্বানরাত্মশব্দাভ্যাং [অত্র] ঈশ্বরান্যেষু কশ্চন [বৈশ্বানরশব্দবাচ্যঃ ভবতি। নতু ঈশ্বরঃ, তদ্গমকাভাবাৎ]।

সিদ্ধান্ত—["বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধা এব সুতেজাঃ" (ছাঃ ৫।১৮।২) ইতি] দ্যুমূর্দ্ধত্বাদিতঃ [বৈশ্বানরঃ ব্রহ্ম ভবিতুম্ অর্হতি ; নহি এতৎ ঈশ্বরাৎ অন্যত্র সম্ভবতি। কিন্তু "কঃ নঃ আত্মা কিং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৫।১১।১) ইতি] ব্রহ্মশব্দাৎ চ ঈশ্বরঃ [অত্র বৈশ্বানরশব্দেন] ইষ্যতে, [যতঃ ব্রহ্মশব্দঃ

ভাবদীপিকা

হইয়াছে। এই সর্ব্বাত্মকত্বই হইল ভূতযোনি পরমেশ্বরের বোধক লিঙ্গ। পরন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে—মুণ্ডকের এই প্রকরণে উপাস্য ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হন নাই। সিদ্ধান্তে ব্রহ্মপরিণামবাদ নহে, কিন্তু 'ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদই স্বীকৃত হয়, ইহা ২।১।৩ 'নবিলক্ষণত্বাধিকরণ' প্রভৃতিস্থলে প্রতিপাদিত হইবে। নির্ব্বিশেষ নিরবয়ব পরমেশ্বর জগৎবিবর্ত্তের অধিষ্ঠানরূপেই হন সর্ব্বাত্মক, সেইহেতু মুণ্ডকের এই প্রকরণে ভূতযোনিরূপে জ্ঞেয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন, বুঝিতে হইবে। "পরমেশ্বরপ্রতিপত্তিহেতুঃ" (২১ বাক্য) ইত্যাদি ভাষ্যে ভগবান্ ভাষ্যকার ইহাই ইঙ্গিত করিলেন।

অদৃশ্যত্বাদ্যধিকরণ সমাপ্ত।

ঈশ্বরে মুখ্যঃ। কিন্তু 'বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চ ইতি বিশ্বানরঃ' সর্ব্বাত্মকপুরুষঃ ইত্যর্থঃ ; 'বিশ্বানরঃ এব বৈশ্বানরঃ' ইতি এবম্প্রকারেণ বৈশ্বানরশব্দঃ যোগবৃত্ত্যা ব্রহ্মণি বর্ত্ততে। আত্মশব্দশ্চ জীববৎ ব্রহ্মণি অপি বর্ত্ততে। তস্মাৎ] তৌ বৈশ্বানরাত্মশব্দৌ ঈশ্বরস্য অপি বাচকৌ [ভবতঃ। অতঃ সাধারণশব্দপ্রয়োগেঽপি ন ক্ষতিঃ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—[ছান্দোগ্যে বৈশ্বানরবিদ্যাতে এইপ্রকার পঠিত হইতেছে—"বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা করেন," ইত্যাদি। সেইস্থলে 'বৈশ্বানর' এই জাঠরাগ্নি, ভূতাগ্নি ও দেবতাবাচক সাধারণশব্দের প্রয়োগ এবং 'আত্মা' এই জীব ও পরমেশ্বরবাচক সাধারণশব্দের প্রয়োগবশতঃ সংশয় হয়—] জাঠরাগ্নি, ভূতাগ্নি, দেবতা জীব ও ঈশ্বর—এই সকলের মধ্যে বৈশ্বানর কে ?

পূর্ব্বপক্ষ—["এই অগ্নিই বৈশ্বানর, এই যিনি পুরুষের দেহমধ্যে," ইত্যাদি শ্রুতিতে বৈশ্বানরশব্দটী জাঠরাগ্নিতে প্রযুক্ত হইয়াছে, "দেবগণ ভুবনের জন্য বৈশ্বানর অগ্নিকে," এইস্থলে বাহ্য ভূতাগ্নিতে প্রযুক্ত হইয়াছে, "আমরা বৈশ্বানরের সুমতিতে অবস্থান করি," এইস্থলে দেবতাতে (—আদিত্যে) প্রযুক্ত হইয়াছে, আর আত্মশব্দটী জীবে রূঢ়। সেইহেতু] বৈশ্বানরশব্দ এবং আত্মশব্দের প্রয়োগবশতঃ এখানে ঈশ্বর ভিন্ন কেহ [বৈশ্বানরশব্দবাচ্য] হইবেন। [কিন্তু ঈশ্বর তাহা হইবেনা, যেহেতু তদ্বোধক কিছুই নাই]।

সিদ্ধান্ত—["সুতেজাই (—দ্যুলোকই) বৈশ্বানরের মস্তক"—এই প্রকারে] দ্যুলোক তাঁহার মস্তকরূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া [বৈশ্বানর ব্রহ্মই হইবেন, ইহা সঙ্গত ; যেহেতু ইহা (—দ্যুমূর্দ্ধত্ব) ঈশ্বর হইতে অন্যত্র সম্ভব হয় না। আর "আমাদের আত্মা কে, ব্রহ্ম কি"? এই প্রকারে] ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ থাকায় ঈশ্বরই [এখানে বৈশ্বানরশব্দের দ্বারা] বিবক্ষিত হইতেছেন, [যেহেতু, ঈশ্বরে ব্রহ্মশব্দটী মুখ্যবৃত্তিতে (—শক্তিবৃত্তিতে) প্রযুক্ত হয়। আবার দেখ, 'যিনি বিশ্ব, তিনিই নর'—এইপ্রকারে কর্ম্মধারয়সমাস দ্বারা যে বিশ্বানরশব্দটী নিষ্পন্ন হয়, তাহার অর্থ—'সর্ব্বাত্মক পুরুষ' ; সেই বিশ্বানরই বৈশ্বানর (স্থিতার্থে ষ্ণ), এইপ্রকারে বৈশ্বানরশব্দটী যৌগিকবৃত্তিতে ব্রহ্মকে বোধ করায়। আবার আত্মশব্দটী জীবের ন্যায় ব্রহ্মেও বর্ত্তমান থাকে (—ব্রহ্মকেও বোধ করায়)। সেইহেতু] বৈশ্বানরশব্দ এবং আত্মশব্দ, এই শব্দদ্বয় হইতেছে ঈশ্বরেরও বাচক। [অতএব সাধারণশব্দের প্রয়োগ থাকিলেও কোন ক্ষতি হয় না]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, জাঠরাগ্নি প্রভৃতির উপাসনা। সিদ্ধান্তে—ব্রহ্মোপাসনা।

বৈশ্বানরঃসাধারণশব্দবিশেষাৎ ॥১।২।২৪॥

পদচ্ছেদ—বৈশ্বানরঃ, সাধারণশব্দবিশেষাৎ।

সূত্রার্থ—[ছান্দোগ্যে বৈশ্বানরবিদ্যায়াম্ "আত্মানং বৈশ্বানরম্ উপাস্তে" (ছাঃ ৫।১৮।১) ইতি আম্নায়তে। তত্র কিং বৈশ্বানরঃ জাঠরাগ্নিঃ, উত ভূতাগ্নিঃ, উত আদিত্যদেবতা, আহো শারীরঃ, আহোস্বিৎ পরমেশ্বরঃ ইতি বিশয়ে, জাঠরাদিঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—অত্র শ্রুতঃ] **বৈশ্বানরঃ** পরমাত্মা এব। [কুতঃ ?] **সাধারণশব্দবিশেষাৎ** সাধারণশব্দয়োঃ বিশেষাৎ, তস্মাৎ ইত্যর্থঃ। [তথাচ—জাঠরভূতাগ্ন্যাদিত্যদেবতাসু বৈশ্বানরশব্দঃ সাধারণঃ, জীবপরমাত্মনোশ্চ আত্মশব্দঃ সাধারণঃ। তয়োঃ বৈশ্বানরাত্মশব্দয়োঃ উভয়ত্র সাধারণয়োঃ অপি সতোঃ, পরমাত্মপরত্বে এব বিশেষঃ

অবগম্যতে, "মূর্ধৈব সুতেজাঃ" ইতি বিশেষণস্য সর্ব্বাত্মকে পরমাত্মনি এব উপপন্নতরত্বাৎ]।

অনুবাদ—[ছান্দোগ্য উপনিষদে বৈশ্বানরবিদ্যাতে "বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা করেন", এইপ্রকার পঠিত হইতেছে। সেইস্থলে বৈশ্বানর কি জাঠরাগ্নি, অথবা ভূতাগ্নি, অথবা আদিত্য-দেবতা, অথবা জীব, অথবা পরমেশ্বর—এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, জাঠরাগ্নি ইত্যাদি ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—এখানে শ্রুত যে] **বৈশ্বানরঃ**—বৈশ্বানর, তিনি পরমাত্মাই। [তাহাতে হেতু কি? তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু [বৈশ্বানর ও আত্মা, এই] সাধারণ শব্দদ্বয়ের বিশেষ আছে। [তাহা এইপ্রকার—জাঠরাগ্নি, ভূতাগ্নি এবং আদিত্যদেবতা, এইসকলস্থলে বৈশ্বানর শব্দটী সাধারণভাবে প্রযুক্ত হয়, আর জীব ও পরমাত্মাতে আত্মশব্দটী সাধারণভাবে প্রযুক্ত হয়। সেই বৈশ্বানরশব্দ ও আত্মশব্দ উভয়স্থলে সাধারণভাবে প্রযুক্ত হইলেও তাহাদের পরমাত্মপ্রতিপাদকতাবিষয়ে বিশেষ অবগত হওয়া যায়, যেহেতু "সুতেজা (—দ্যুলোক) তাঁহার মস্তক", (ছাঃ৫।১৮।২) এই যে বিশেষণ,তাহা পরমাত্মাতেই হয় অধিকতর সঙ্গত]।

শাঙ্করভাষ্যম্

"কঃ নঃ আত্মা, কিং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৫।১১।১) ইতি, "আত্মানম্ এব ইমং বৈশ্বানরং সম্প্রতি অধ্যেষি, তমেব নঃ ব্রূহি" (ছাঃ ৫।১১।৬) ইতি চ উপক্রম্য দ্যুসূর্য্যবায্বাকাশবারিপৃথিবীনাং সুতেজস্ত্বাদিগুণযোগম্ একৈকোপাসননিন্দয়া চ বৈশ্বানরং প্রতি এষাং মূর্ধাদিভাবম্ উপদিশ্য আম্নায়তে—"যঃ তু এতম্ এবং প্রাদেশমাত্রম্ অভিবিমানম্ আত্মানং বৈশ্বানরম্ উপাস্তে, সঃ সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয়বাক্য, আত্মা ও বৈশ্বানর—এই সাধারণশব্দের প্রয়োগবশতঃ সংশয়।]

"আমাদের আত্মা কে, ব্রহ্ম কি" এবং "আপনি এই বৈশ্বানর আত্মাকে সম্যগ্‌রূপে অবগত আছেন, তাহাই আমাদিগকে বলুন", এইরূপে আরম্ভ করিয়া দ্যুলোক সূর্য্য বায়ু আকাশ জল এবং পৃথিবী, এইসকলের সুতেজস্ত্ব প্রভৃতি (—সুতেজস্ত্ব ছাঃ ৫।১২।১, বিশ্বরূপত্ব ছাঃ ৫।১৩।১, পৃথগবর্ত্মাত্মত্ব ছাঃ ৫।১৪।১, বহুলত্ব ছাঃ ৫।১৫।১ এবং রয়িত্ব ছাঃ ৫।১৬।১, এইসকল) গুণের সম্বন্ধকে এবং এক একটী উপাসনার নিন্দাদ্বারা বৈশ্বানরের প্রতি ইহাদের মূর্ধাদিভাবকে (—এই সুতেজা প্রভৃতি যে বৈশ্বানর আত্মার মস্তকাদিরূপে কল্পিত হয়, ইহাকে) উপদেশ করিয়া [শ্রুতিতে] পঠিত হইতেছে—"কিন্তু যিনি এই প্রাদেশমাত্র (১) এবং অভিবিমান (—যিনি প্রত্যগাত্মরূপে অভিবিমীত, অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপে বিজ্ঞাত হন, সেই) বৈশ্বানর আত্মাকে

ভাবদীপিকা

(১) **প্রাদেশমাত্র**—বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনী বিস্তার করিলে যতটা দৈর্ঘ্য হয়, তাহাকে বলে 'প্রাদেশ'। সুতরাং 'প্রাদেশমাত্র' বলিতে 'প্রাদেশপরিমাণবিশিষ্ট' অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নপরিমাণযুক্ত এইপ্রকার অর্থ বুঝিতে হইবে। ইহা আপাততঃ অর্থ। ইহার সিদ্ধান্তসম্মত পারিভাষিক অর্থ পরে ১।২।৩১ ইত্যাদি সূত্রে বিস্তৃতভাবে বিচারিত হইবে। অত্রস্থ উপনিষদ্ভাষ্যও দ্রষ্টব্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

সর্ব্বেষু আত্মসু অন্নম্ অত্তি" (ছাঃ ৫।১৮।১): "তস্য হ বৈ এতস্য আত্মনঃ বৈশ্বানরস্য মূর্ধা এব সুতেজাঃ, চক্ষুঃ বিশ্বরূপঃ, প্রাণঃ পৃথগ্‌বর্ত্মাত্মা, সন্দেহঃ বহুলঃ, বস্তিঃ এব রয়িঃ, পৃথিবী এব পাদৌ, উরঃ এব বেদিঃ, লোমানি বর্হিঃ, হৃদয়ং গার্হপত্যঃ, মনঃ অন্বাহার্য্যপচনঃ, আস্যম্ আহবনীয়ঃ" (ছাঃ ৫।১৮।২) ইত্যাদি। ১ তত্র সংশয়ঃ—কিং বৈশ্বানর-শব্দেন জাঠরঃ অগ্নিঃ উপদিশ্যতে, উত ভূতাগ্নিঃ, অথ তদভিমানিনী দেবতা, অথবা শারীরঃ, আহোস্বিৎ পরমেশ্বরঃ ইতি? ২ কিং পুনঃ অত্র সংশয়কারণম্? ৩ বৈশ্বানরঃ ইতি জাঠরভূতাগ্নিদেবতানাং সাধারণশব্দপ্রয়োগাৎ, "আত্মা" ইতি চ শারীরপরমেশ্বরয়োঃ। ৪ তত্র কস্য উপাদানং ন্যায্যং, কস্য বা হানম্ ইতি ভবতি সংশয়ঃ। ৫ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্? ৬ জাঠরঃ অগ্নিঃ ইতি। ৭ কুতঃ? ৮ তত্র হি

ভাষ্যানুবাদ

এইপ্রকারে উপাসনা করেন, তিনি [ভূরাদি] সকল লোকে, সকল প্রাণীতে এবং সকল আত্মাতে (—আত্মরূপে কল্পিত শরীর মন ও বুদ্ধিসকলে, অবস্থিত হইয়া] অন্ন ভক্ষণ করেন"; "সুতেজা (—শোভন তেজোবিশিষ্ট দ্যুলোক) সেই এই বৈশ্বানর আত্মার মস্তক, বিশ্বরূপ (—সকলপ্রকার রূপের সমষ্টিভূত আদিত্য) ইঁহার চক্ষু, পৃথগ্-বর্ত্মাত্মা (—পৃথক বর্ত্মে, পথে গমনই যাঁহার আত্মা (—স্বরূপ) সেই বিভিন্ন দিগ্‌গামী আবহ উদ্বহ ইত্যাদি ভেদবিশিষ্ট বায়ু) ইঁহার প্রাণ, বহুল (—সর্ব্বব্যাপী আকাশ) ইহাঁর দেহের মধ্যভাগ, রয়ি (—জল) ইঁহার মূত্রাশয় এবং পৃথিবী ইঁহার পদদ্বয়, [উপা-সকের] বক্ষঃস্থল হয় বেদি, [বক্ষঃস্থ] লোমসকল হয় কুশ, হৃদয় হয় গার্হপত্য অগ্নি, মন হয় দক্ষিণাগ্নি এবং মুখ হয় আহবনীয় অগ্নি", ইত্যাদি। ১ সেইস্থলে সংশয় হয় —বৈশ্বানরশব্দের দ্বারা কি জাঠরাগ্নি উপদিষ্ট হইতেছে, কিম্বা ভৌতিক অগ্নি উপদিষ্ট হইতেছে, অথবা তাহাতে (—ভূতাগ্নিতে) অভিমানিনী দেবতা (—অগ্নিদেবতা) উপদিষ্ট হইতেছেন, কিম্বা জীব উপদিষ্ট হইতেছে, অথবা পরমেশ্বর উপদিষ্ট হইতেছেন? ২ আচ্ছা, এখানে সংশয়ের কারণটী কি? ৩ [তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু জাঠরাগ্নি, ভৌতিকাগ্নি এবং দেবতা, ইহাদের বাচক 'বৈশ্বানর' এই সাধারণশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে এবং যেহেতু জীব ও পরমেশ্বরের বাচক 'আত্মা' এই সাধারণশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ৪ সেইসকলের মধ্যে কাহার গ্রহণ ন্যায্য এবং কাহার ত্যাগ ন্যায্য, এই বিষয়ে সংশয় হইতেছে। ৫ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল? ৬

[পুঃ—বৈশ্বানরশব্দরূপ সাধারণ শ্রুতিপ্রমাণ এবং তত্তৎ লিঙ্গপ্রমাণসকলের বলে বৈশ্বানরশব্দে—ভূতাগ্নি, দেবতাগ্নি বা জাঠরাগ্নি গ্রহণীয়। অথবা আত্মশব্দশ্রুতি ও প্রাদেশমাত্রতা লিঙ্গবলে জীবই গ্রহণীয়।]

পূর্ব্বপক্ষ—জাঠর অগ্নি, ইহাই 'প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে'। ৭ তাহাতে হেতু কি? ৮ [তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু তাহাতে (—জাঠরাগ্নিতে) কোন. কোন স্থলে [বৈশ্বা-

শাঙ্করভাষ্যম্

বিশেষেণ ক্বচিৎ প্রয়োগঃ দৃশ্যতে—"অয়ম্ অগ্নিঃ বৈশ্বানরঃ, যঃ অয়ম্ অন্তঃ পুরুষে, যেন ইদম্ অন্নং পচ্যতে, যৎ ইদম্ অদ্যতে" (বৃঃ ৫।৯।১) ইত্যাদৌ। ৯ অগ্নিমাত্রং বা স্যাৎ, সামান্যেন অপি প্রয়োগদর্শনাৎ—বিশ্বস্মৈ অগ্নিং ভুবনায় দেবাঃ বৈশ্বানরং কেতুম্ অহ্নাম্ অকৃণ্বন্" (ঋক্‌সং ১০।৮৮।১২) ইত্যাদৌ। ১০ অগ্নিশরীরা বা দেবতা স্যাৎ, তস্যাম্ অপি প্রয়োগদর্শনাৎ। ১১ "বৈশ্বানরস্য সুমতৌ স্যাম, রাজা হি কং ভুবনানাম্ অভিশ্রীঃ" (ঋক্ সং ১।৯৮।১) ইতি এবমাদ্যায়াঃ শ্রুতেঃ দেবতায়াম্ ঐশ্বর্য্যাদ্যুপেতায়াং সম্ভবাৎ। ১২ অথ আত্মশব্দসামানাধিকরণ্যাৎ উপক্রমে চ "কঃ নঃ আত্মা, কিং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৫।১১।১) ইতি কেবলাত্মশব্দপ্রয়োগাৎ আত্মশব্দবশেন চ বৈশ্বানরশব্দঃ পরিণেয়ঃ ইতি

ভাষ্যানুবাদ

নরশব্দের] বিশেষভাবে প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হইতেছে, যথা—"এই অগ্নিই বৈশ্বানর (২), এই যিনি পুরুষের মধ্যে অবস্থিত, এই যাহা ভক্ষিত হয়, যৎকর্তৃক ইহা পাচিত হয়"(৩) ইত্যাদি। ৯ অথবা [এই বৈশ্বানর] অগ্নিমাত্র (—ভৌতিক অগ্নি) হইবে, যেহেতু "দেবতাগণ বিশ্বভুবনের জন্য বৈশ্বানর অগ্নিকে দিবসের [সূর্য্যরূপ] কেতু (—চিহ্ন, ৪) করিয়াছেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে সাধারণভাবেও [ভৌতিকাগ্নিতে বৈশ্বানরশব্দের] প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হইতেছে। ১০ অথবা অগ্নি যাঁহার শরীর [বৈশ্বানর] সেই দেবতাই হইবেন, যেহেতু তাঁহাতেও [বৈশ্বানরশব্দের] প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হইতেছে। ১১ [অগ্নিশরীরা দেবতাই যে বৈশ্বানরশব্দবাচ্য, সেই বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] যেহেতু "আমরা বৈশ্বানরের সুমতিতে অবস্থান করি (—আমাদিগের প্রতি বৈশ্বানরদেবতার শুভবুদ্ধি হউক), কারণ তিনি সকল ভুবনের কং (—সুখের হেতুভূত) রাজা এবং অভিশ্রী (—সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর" (৫), ইত্যাদি এইসকল শ্রুতি থাকায় ঐশ্বর্য্যাদিযুক্ত দেবতাতে [বৈশ্বানরশব্দের প্রয়োগ] সম্ভব। ১২ আর যদি বল—["আত্মানং বৈশ্বানরম্", ছাঃ ৫।১১।৬ এই] আত্মশব্দের সহিত সমানবিভক্তিযুক্ততা

ভাবদীপিকা

(২) পূর্ব্বপক্ষী মনে করেন—বৈশ্বানর ও অগ্নি এই শব্দদ্বয় জাঠরাগ্নি, ভৌতিক অগ্নি এবং অগ্নিদেবতা, এই অর্থত্রয়েই রূঢ়। সেইহেতু তাঁহার মতে বৈশ্বানর ও অগ্নিশব্দ উক্ত জাঠরাগ্নি প্রভৃতির বোধক অভিধাত্রী শ্রুতিপ্রমাণ।

(৩) 'পুরুষের মধ্যে অবস্থিতি' এবং 'অন্নপাচন', ইহারা জাঠরাগ্নিবোধক লিঙ্গপ্রমাণ।

(৪) এইস্থলে দিবসকেতুত্বরূপ (—দিবসের চিহ্ন হওয়ারূপ) ভূতাগ্নিবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল। উক্ত শ্রুতিতে 'অগ্নিকে দিবসের সূর্য্যরূপ কেতু (—চিহ্ন) করিয়াছেন', ইহার অর্থ—'সূর্য্য উদিত হইলে সেই কাল দিবস নামে অভিহিত হয়।

(৫) এইস্থলে অগ্নিদেবতাবোধক 'সুখদাতৃত্ব' ও 'ঐশ্বর্য্যবত্বরূপ' লিঙ্গপ্রমাণদ্বয় প্রদর্শিত হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

উচ্যতে, তথাপি শারীরঃ আত্মা স্যাৎ, তস্য ভোক্তৃত্বেন বৈশ্বানর-সন্নিকর্ষাৎ ।১৩ "প্রাদেশমাত্রম্" (ছাঃ ৫।১৮।১) ইতি চ বিশেষণস্য তস্মিন্ উপাধিপরিচ্ছিন্নে সম্ভবাৎ।১৪ তস্মাৎ ন ঈশ্বরঃ বৈশ্বানরঃ ইতি ।১৫ এবং প্রাপ্তে ততঃ ইদম্ উচ্যতে—বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা ভবি-

ভাষ্যানুবাদ

বশতঃ এবং উপক্রমে "আমাদের আত্মা (৬, কে, ব্রহ্ম কি ?" এইপ্রকারে কেবল (—শুদ্ধ অর্থাৎ বৈশ্বানরশব্দবিহীন) আত্মশব্দের প্রয়োগবশতঃ আত্মশব্দের বলে বৈশ্বা-নরশব্দকে পরিণত করিতে হইবে (—বৈশ্বানরশব্দে আত্মাকেই গ্রহণ করিতে হইবে তাহা হইলেও জীবাত্মা [হইবে 'বৈশ্বানর'], কারণ ভোক্তা হওয়ায় তাহা হয় বৈশ্বা-নরের সমীপবর্ত্তী (—ভুক্তান্নের পাচনদ্বারা জাঠরবৈশ্বানরের যে সহায়তা, তাহার বলেই জীবের ভোক্তৃত্ব হয় সম্ভব, সেইহেতু বৈশ্বানরশব্দের লক্ষণাবৃত্তিতে ভোক্তা জীবাত্মাকেই গ্রহণ করিতে হইবে)। ১৩ [এই বিষয়েই অন্যহেতু প্রদর্শন করিতেছেন—] আর যেহেতু 'প্রাদেশমাত্র'(৭) এই যে বিশেষণ, তাহা উপাধিপরিচ্ছিন্ন তাহাতে (—জীবা-ত্মাতে) হয় সম্ভব। ১৪ সেইহেতু (—এইপ্রকারে বিশেষভাবে জাঠরাগ্নির (৮) এবং ভূতাগ্নি প্রভৃতিরও প্রতীতি হইতেছে বলিয়া) বৈশ্বানর ঈশ্বর নহে।১৫

[সিঃ—উপক্রমগত অসাধারণ শ্রুতিপ্রমাণ এবং অসাধারণ লিঙ্গপ্রমাণসকলের বলে পরমাত্মাই বৈশ্বানরশব্দবাচ্য।]

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে, তদুত্তরে ইহা বলা হইতেছে—

ভাবদীপিকা

(৬) পূর্ব্বপক্ষীর মতে এই আত্মশব্দটী জীবাত্মবোধক অভিধাত্রী শ্রুতিপ্রমাণ।

(৭) এই 'প্রাদেশমাত্রতা' অর্থাৎ 'পরিচ্ছিন্নপরিমাণবিশিষ্টতা' হইল জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ।

(৮) লক্ষ্য করিতে হইবে—বৈশ্বানরশব্দের অর্থ কি, তাহার দ্বারা বেদে কি বিবক্ষিত হইতেছে, ইহা নিরূপণের জন্য এই অধিকরণটী আরব্ধ হইয়াছে। এইস্থলে ভূতাগ্নি, অগ্নিদেবতা এবং জীবরূপ যে পক্ষত্রয় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহারা যুক্তিসহ নহে, কারণ "মূর্দ্ধা এব সুতেজাঃ" (ছাঃ ৫।১৮।২) ইত্যাদিরূপে বর্ণিত দ্যুমূর্দ্ধত্ব (—দ্যুলোকরূপ মস্তকবিশিষ্টতা) প্রভৃতি এবং 'বেদিঃ লোমানি···আস্যম্ আহবনীয়ঃ" (ঐ) ইত্যাদিরূপে বর্ণিত প্রাণাহুতির (ছাঃ ৫।১৯।১) আধার হওয়া উক্ত ভূতাগ্নি প্রভৃতি কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় না। বৈশ্বানরশব্দের অর্থরূপে জাঠরাগ্নিকে প্রতিপাদন করাই পূর্ব্বপক্ষীর মুখ্য অভিপ্রায়। যেহেতু "প্রাণাগ্নিহোত্রের আধার হওয়ারূপ লিঙ্গপ্রমাণ, তাহাকেই সমর্পণ করে। অর্থাৎ "তৎ যৎ ভক্তং প্রথমম্ আগচ্ছেৎ" (ছাঃ ৫।১৯।১) ইত্যাদিস্থলে যে প্রাণাগ্নিহোত্রের বর্ণনা হইয়াছে, তাহা মুখমধ্যেও অনুস্যূত জাঠরাগ্নিতেই সম্ভব। সর্ব্বশরীরব্যাপী হওয়ায় সেই জাঠর বৈশ্বানরে আত্মশব্দের প্রয়োগও হইতে পারে। আর শ্রুতিবচনবলে উপাসনার জন্য দ্যুলোক প্রভৃতিকে (ছাঃ ৫।১৮।২) জাঠরাগ্নির মস্তকাদিরূপে কল্পনাদ্বারা তাহার বৃহত্ত্ব সম্পাদিত হয় বলিয়া তাহাতে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগও হয় সঙ্গত। আর "হৃদয়ং গার্হপত্যঃ" (ছাঃ ৫।১৮।২) ইত্যাদিস্থলে উপাসকের দেহাবয়বভূত হৃদয় প্রভৃতিকে যে গার্হপত্যাদি অগ্নিরূপে (১।২।৩ অধিঃ ১ ভাবদীঃ) কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাও উপাসকের সর্ব্বশরীরব্যাপী, সুতরাং নিকটবর্ত্তী জাঠরাগ্নির পক্ষেই হয় সঙ্গত।

শাঙ্করভাষ্যম্

তুম্ অর্হতি ইতি।১৬ কুতঃ?১৭ 'সাধারণশব্দবিশেষাৎ"।১৮ সাধারণশব্দয়োঃ বিশেষঃ সাধারণশব্দবিশেষঃ। ১৯ যদ্যপি এতৌ উভৌ অপি আত্মবৈশ্বানরশব্দৌ সাধারণশব্দৌ, বৈশ্বানরশব্দস্তু ত্রয়স্য সাধারণঃ, আত্মশব্দশ্চ দ্বয়স্য, তথাপি বিশেষঃ দৃশ্যতে, যেন পরমেশ্বরপরত্বং তয়োঃ অভ্যুপগম্যতে—"তস্য হ বৈ এতস্য আত্মনঃ বৈশ্বানরস্য মূর্ধা এব সুতেজাঃ (ছাঃ ৫।১৮।২) ইত্যাদিঃ।২০ অত্র হি পরমেশ্বরঃ এব দ্যুমূর্ধত্বাদিবিশিষ্টঃ অবস্থান্তরগতঃ প্রত্যগাত্মত্বেন উপন্যস্তঃ আধ্যানায় ইতি গম্যতে, কারণত্বাৎ।২১ কারণস্য হি সর্ব্বাভিঃ কার্য্যগতাভিঃ

ভাষ্যানুবাদ

বৈশ্বানর পরমাত্মা, ইহাই সঙ্গত।১৬ তাহাতে হেতু কি? ১৭ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] 'সাধারণশব্দবিশেষাৎ' (—যেহেতু বৈশ্বানর এবং আত্মা, এই সাধারণশব্দদ্বয়ের পরমাত্মপ্রতিপাদকতারূপ বিশেষ আছে)।১৮ সাধারণ শব্দদ্বয়ের যে বিশেষ, তাহাই সাধারণশব্দবিশেষ [এই প্রকার ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস বুঝিতে হইবে]।১৯ [আচ্ছা, সেই সাধারণশব্দ দুইটী কি এবং তাহাদের বিশেষই বা কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—] যদিও আত্মা এবং বৈশ্বানর এই শব্দ দুইটীও সাধারণশব্দ, বৈশ্বানরশব্দটী কিন্তু [জাঠরাগ্নি, ভূতাগ্নি ও অগ্নিদেবতা, এই] তিনটীর সাধারণ (—তিনটীকেই বুঝায়), আর আত্মশব্দটী [জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এই] দুইটীর সাধারণ, তথাপি "সেই এই বৈশ্বানর আত্মার সুতেজাই (—শোভনতেজোবিশিষ্ট দ্যুলোকই) মস্তক" (৯), ইত্যাদিপ্রকার বিশেষ পরিদৃষ্ট হইতেছে, যে কারণবশতঃ সেই দুইটীর (—বৈশ্বানরশব্দ ও আত্মশব্দের) পরমেশ্বরপ্রতিপাদকতা স্বীকার করা হইতেছে।২০ [কিন্তু নির্ব্বিশেষ পরমাত্মার দ্যুমূর্ধত্ব প্রভৃতি বিশেষ কিপ্রকারে সঙ্গত হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] এইস্থলে পরমেশ্বরই দ্যুমূর্ধত্বাদিবিশিষ্ট এবং অবস্থান্তরগত হইয়া (—দ্যুলোক যাঁহার মস্তক, সেই ত্রৈলোক্যশরীরী বিরাট্-রূপ অবস্থাপন্ন হইয়া) ধ্যানের জন্য প্রত্যগাত্মরূপে (১০) উপন্যস্ত হইয়াছেন, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে; [কিন্তু পরমেশ্বর অবস্থান্তরগত হইবেন কিপ্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু তিনি কারণ-

ভাবদীপিকা

(৯) সিদ্ধান্তী এইস্থলে স্বপক্ষে দ্যুমূর্ধত্বরূপ অর্থাৎ 'ত্রৈলোক্যশরীরিত্বরূপ' পরমেশ্বরবোধক অসাধারণ লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন।

(১০) 'প্রত্যগাত্মা' শব্দের অর্থ শুদ্ধ ত্বম্‌পদার্থ, জীবসাক্ষী, ইহা নানাভাবে পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যিনি দ্যুমূর্দ্ধত্বাদিবিশিষ্ট পরমেশ্বর, তিনিই "আমি" (—শুদ্ধ আমি), এইপ্রকার অহংগ্রহ ধ্যানের কথা এখানে বলা হইতেছে বুঝিতে হইবে। ৩।৩।২৩ ব্যতিহারাধিকরণ প্রভৃতিতে ইহা আরও পরিস্ফুট হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

অবস্থাভিঃ অবস্থাবত্ত্বাৎ দ্যুলোকাদ্যবয়বত্ত্বম্ উপপদ্যতে। ২২ "সঃ সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষু আত্মসু অন্নম্ অত্তি" (৫।১৮।১) ইতি চ সর্ব্বলোকাদ্যাশ্রয়ং ফলং শ্রূয়মাণং পরমকারণপরিগ্রহে সম্ভবতি। ২৩ "এবং হ অস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" (৫।২৪।৩) ইতি চ তদ্বিদঃ সর্ব্বপাপ্মপ্রদাহশ্রবণম্। ২৪ "কঃ নঃ আত্মা কিং ব্রহ্ম"

ভাষ্যানুবাদ

স্বরূপ। ২১ [ইহাই পরিস্ফুট করিতেছেন—] কারণই কার্য্যগত সকলপ্রকার অবস্থার দ্বারা অবস্থাবান্ হয় বলিয়া (—কারণই তত্তৎ কর্য্যের আকারে অবস্থান করে বলিয়া, তাহার] দ্যুলোকাদি অবয়বতা হয় সঙ্গত (—দ্যুলোকাদি সেই পরমেশ্বররূপ সর্ব্বকারণের অবয়ব হইবে, ইহা সঙ্গত (১১)। ২২ "তিনি ভূরাদি সকল লোকে, সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে এবং সকল আত্মাতে (—শরীর ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিতে, অভিমানী হইয়া] অন্নভক্ষণ করেন", এইপ্রকারে যে সর্ব্বলোকাদিতে আশ্রিত [অন্নভোক্তৃত্বরূপ] ফল (১২) শ্রুত হইতেছে, তাহা পরমকারণ [পরমেশ্বর] গৃহীত হইলে সম্ভব হয়। ২৩ আর "এইরূপে ইঁহার সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া যায়" (১৩), এইরূপে তদ্বিদের (—বৈশ্বানররূপী পরমাত্মাকে যিনি আত্মরূপে জানেন, তাঁহার) সকল পাপের প্রদাহ শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে। ২৪ আর "আমাদের আত্মা কে, ব্রহ্ম কি" (১৪)

ভাবদীপিকা

(১১) পূর্ব্বপক্ষী যে জাঠরাগ্নির দ্যুমূর্দ্ধত্বাদি কল্পনা ধ্যানের জন্য করিয়াছিলেন (৮ ভাবদী:), এইরূপে তাহা প্রত্যুক্ত হইল। যাহা পরিচ্ছিন্ন বস্তু, দ্যুলোকাদির কারণ নহে, দ্যুলোক প্রভৃতিকে তাহার মস্তকাদিরূপে কল্পনা করিলে তাহা অসৎ কল্পনা হইবে। অত্রস্থ বৈশ্বানর যে পরমাত্মাই, এই বিষয়ে অন্য লিঙ্গপ্রমাণসকল প্রদর্শন করিতেছেন—"স সর্ব্বেষু"—'তিনি ভূরাদি', ইত্যাদি।

(১২) সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক এখানে 'সর্ব্বলোকাদ্যাশ্রিতফলভোক্তৃত্বরূপ' ব্রহ্মবোধক অসাধারণ লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল।

(১৩) এইস্থলে সিদ্ধান্তী 'সর্ব্বপাপনাশকত্বরূপ' ব্রহ্মবোধক অসাধারণ লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। এইসকলস্থলে 'অসাধারণ' এই বিশেষণটীর দ্বারা ইহাই বলা হইতেছে যে, এতাদৃশ লিঙ্গসকল জীব, জাঠরাগ্নি, ভূতাগ্নি, অথবা অগ্নিদেবতাতে সম্ভব হয় না। পূর্ব্বপক্ষী জাঠরাগ্নি ও জীবাত্মবোধকরূপে যে লিঙ্গপ্রমাণসকল প্রদর্শন করিয়াছেন (৩,৭ ভাবদী:) তাহারা সাধারণ লিঙ্গপ্রমাণ, কারণ তাহারা তত্তৎ পদার্থকেও বুঝায় এবং সর্ব্বকারণ পরমেশ্বরকেও বুঝায়। জাঠরাগ্নিবোধক লিঙ্গসকলের সাধারণতা ১।২।২৬ সূত্রভাষ্যে প্রদর্শিত হইবে। জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণের সাধারণতা ১।২।২৯ হইতে ৩২ পর্য্যন্ত সূত্রের ব্যাখ্যাতে প্রদর্শিত হইবে। অগ্নিদেবতা ও ভূতাগ্নিবোধক লিঙ্গপ্রমাণসকলের সাধারণতা ১।২।২৭ সূত্রের ব্যাখ্যাতে প্রদর্শিত হইবে। এইরূপে তত্তৎস্থলে তাহারা নিরাকৃত হইবে।

(১৪) সিদ্ধান্তী এইস্থলে উপক্রমগত আত্মশব্দ ও ব্রহ্মশব্দরূপ অসাধারণ শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন, কারণ আত্মশব্দ ও ব্রহ্মশব্দ মুখ্যভাবে পরমাত্মাতেই রূঢ়। আর এক যুক্তি এই যে—

শাঙ্করভাষ্যম্

(ছাঃ ৫।১১।১) ইতি চ আত্মব্রহ্মশব্দাভ্যাং উপক্রম্য ইতি।২৫ এবম্ এতানি লিঙ্গানি পরমেশ্বরম্ এব অবগময়ন্তি। ২৬ তস্মাৎ পরমেশ্বরঃ এব বৈশ্বানরঃ। ২৭॥১।২।২৪॥

ভাষ্যানুবাদ

এইরূপে যে আত্মশব্দ ও ব্রহ্মশব্দের দ্বারা উপক্রম (—বর্ণনারম্ভ) ইত্যাদি, 'ইহাও পরমেশ্বর গৃহীত হইলেই উপপন্ন হয়'।২৫ এইপ্রকারে এই লিঙ্গপ্রমাণসকল পরমাত্মাকেই বোধ করাইতেছে। ২৬ সেইহেতু (—শ্রুতি ও লিঙ্গপ্রমাণ পরমাত্মারই সমর্পক হওয়ায়) পরমেশ্বরই বৈশ্বানর। ২৭॥১।২।২৪॥

স্মর্য্যমাণমনুমানং স্যাদিতি ॥১।২।২৫॥

পদচ্ছেদ—স্মর্য্যমাণম্, অনুমানম্, স্যাৎ, ইতি।

সূত্রার্থ—[স্মৃত্যাচ শ্রুত্যর্থঃ নির্ণেতুং শক্যঃ ইতি আহ—] **স্মর্য্যমাণম্**—"যস্য অগ্নিঃ আস্যং দ্যৌঃ মূর্দ্ধা" (মহাভাঃ শাঃ ৪৭।৬৮) ইত্যাদি স্মৃত্যুক্তং ত্রৈলোক্যাত্মকং রূপম্; [বৈশ্বানরশব্দস্য পরমেশ্বরপরত্বে] **অনুমানম্**—অনুমাপকং লিঙ্গম্, **স্যাৎ**—ভবেৎ, **ইতি**—হেতোঃ [বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা এব। এবং চ স্মৃতৌ পরমেশ্বরস্যৈব উক্তত্বাৎ তন্মূলভূতশ্রুতৌ বিদ্যমানবৈশ্বানরশব্দঃ পরমাত্মপরঃ এব ইতি তাৎপর্য্যম্]।

অনুবাদ—[স্মৃতিবচনের দ্বারা শ্রুতির অর্থ নিরূপণ করিতে পারা যায়, ইহা বলিতেছেন—] **স্মর্য্যমাণম্**—"অগ্নি যাঁহার মুখ, দ্যুলোক যাঁহার মস্তক", ইত্যাদি স্মৃতিতে বর্ণিত যে ত্রৈলোক্যাত্মক রূপ; তাহা [বৈশ্বানরশব্দের পরমেশ্বর প্রতিপাদনের প্রতি] **অনুমানম্**—অনুমাপক লিঙ্গ, **স্যাৎ**—হইবে। **ইতি**—এইহেতুবশতঃ [বৈশ্বানর পরমাত্মাই। এইপ্রকারে স্মৃতিতে পরমেশ্বরই বর্ণিত হইয়াছেন বলিয়া তাহার মূলভূতা শ্রুতিতে বিদ্যমান যে বৈশ্বানরশব্দ, তাহা পরমাত্মাকেই প্রতিপাদন করে, ইহাই তাৎপর্য্য]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ পরমেশ্বরঃ এব বৈশ্বানরঃ, যস্মাৎ পরমেশ্বরস্য এব অগ্নিঃ আস্যং দ্যৌর্মূর্দ্ধা ইতি ঈদৃশং ত্রৈলোক্যাত্মকং রূপং স্মর্য্যতে—"যস্যাগ্নিরাস্যং দৌর্মূর্দ্ধা খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ। সূর্য্যশ্চক্ষুর্দিশঃ শ্রোত্রং তস্মৈ লোকাত্মনে নমঃ"॥ (মহাভাঃ শাঃ ৪৭।৬৮) ইতি।১ এতৎ স্মর্য্যমাণং রূপং মূলভূতাং শ্রুতিম্ অনুমাপয়ৎ অস্য বৈশ্বানর-

ভাবদীপিকা

উপক্রমে পঠিত হওয়ায় উপক্রমের প্রাবল্যবশতঃ এই অভিধাত্রী শ্রুতিদ্বয়ের অন্যপ্রকার অর্থ হইতে পারে না। অন্যপ্রকার অর্থ কল্পনা করিলে, তাহা হইবে গৌণার্থ, যেমন জাঠরাগ্নিকে আত্মা বা ব্রহ্মশব্দে অভিহিত করা গৌণভাবেই সম্ভব। সুতরাং ইহারা হইল ব্রহ্মবোধক অসাধারণ শ্রুতি-প্রমাণ। পূর্ব্বপক্ষী যে 'আত্ম'শব্দকে জীবাত্মবোধক শ্রুতিপ্রমাণ বলিয়াছিলেন (৬ ভাবদীঃ), তাহা এইরূপে নিরাকৃত হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

শব্দস্য পরমেশ্বরপরত্বে অনুমানং লিঙ্গং গমকং স্যাৎ ইত্যর্থঃ।২ ইতিশব্দঃ হেত্বর্থঃ, যস্মাৎ ইদং গমকং তস্মাৎ অপি বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা এব ইত্যর্থঃ। ৩ যদ্যপি স্তুতিঃ ইয়ং "ত্রৈলোক্য লোকাত্মনে নমঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—স্মৃতিবলে শ্রুতির অর্থনিরূপণ। পরমেশ্বরই বৈশ্বানরশব্দবাচ্য।]

আর এইহেতুবশতঃ পরমেশ্বরই বৈশ্বানর, যেহেতু পরমেশ্বরেরই 'অগ্নিরূপ মুখ,' 'দ্যুলোকরূপ মস্তক' ইত্যাদি এইপ্রকার ত্রৈলোক্যাত্মক রূপ স্মৃতিতে বর্ণিত হইতেছে, যথা— "অগ্নি যাঁহার মুখ, দ্যুলোক যাঁহার মস্তক, আকাশ যাঁহার নাভি, পৃথিবী যাঁহার পদদ্বয়, সূর্য্য যাঁহার চক্ষু, দিক্‌সকল যাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয়, সেই লোকাত্মককে (—ত্রৈলোক্যশরীরীকে) নমস্কার করি," ইত্যাদি।১ এই যে রূপটী স্মৃতিতে বর্ণিত হইতেছে, তাহা মূলভূতা শ্রুতিকে অনুমান করাইয়া দেয় বলিয়া এই বৈশ্বানরশব্দের পরমেশ্বরপ্রতিপাদকতাতে অনুমান অর্থাৎ লিঙ্গ, অর্থাৎ গমক (—জ্ঞাপক) হয়, ইহাই তাৎপর্য্য (১৫)।২ [সূত্রস্থ] 'ইতি শব্দটীর অর্থ 'হেতু,' [তাহাতে অর্থ হয় এই প্রকার—] যেহেতু ইহা গমক (—যেহেতু স্মৃতিতে পরমেশ্বরবোধক প্রকরণে পঠিত এই স্মৃতিবাক্য তাহার মূলভূত শ্রুতিবচনের অনুমাপক), সেইহেতু বৈশ্বানর নিশ্চয়ই পরমাত্মা, ইহাই তাৎপর্য্য।৩ [কিন্তু অসৎপদার্থের আরোপদ্বারাও তো স্তুতি সম্ভব, তাহা যে মূলভূতা শ্রুতিকে অপেক্ষা করে, ইহা বলা যায় না। তদুত্তরে

ভাবদীপিকা

(১৫) এইস্থলে সংশয় হয়—১।২।২৩ সূত্রভাষ্যে বৃত্তিকারের ব্যাখ্যাতে দ্যুমূর্দ্ধত্বাদিবিশিষ্টরূপে যিনি বর্ণিত হইয়াছেন, উক্তস্থলেই ভাষ্যকারীয় ব্যাখ্যানে তিনি ত্রৈলোক্যশরীরী হিরণ্যগর্ভরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছেন (১।২।২৩ সূঃ ভাষ্য, ১৭ বাক্য)। এখানে সেই ত্রৈলোক্যশরীরীকে পরমেশ্বররূপে গ্রহণ করা হইতেছে কেন? তদুত্তরে বলা হইতেছে—১।২।৬ অদৃশ্যত্বাদ্যধিকরণে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ভূতযোনিরূপে প্রতিপাদ্য হওয়ায় (১।২।৬ অধিঃ ১৫ ভাবদীঃ) সেইস্থলে হিরণ্যগর্ভকে ভূতযোনি পরমেশ্বররূপে গ্রহণ করা হয় নাই। কিন্তু হিরণ্যগর্ভকে শাস্ত্রে বহুস্থলেই ঈশ্বররূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই বিষয়ে "হিরণ্যগর্ভস্য উপাধিশুদ্ধ্যতিশয়াপেক্ষয়া প্রায়শঃ পরঃ এব ইতি শ্রুতিস্মৃতিবাদাঃ প্রবৃত্তাঃ," ইত্যাদি বৃঃ ১।৪।৬ ভাষ্য দ্রষ্টব্য। "শ্রুতিও ইঁহার ব্রহ্মস্বরূপতাকে লক্ষ্য করিয়া "এষঃ উ হেব সর্ব্বে দেবাঃ" (বৃঃ ১।৪।৬)—'ইনিই সকল দেবতাস্বরূপ', এইপ্রকার বলিয়াছেন" (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ)। প্রস্তাবিতস্থলে "কারণই কার্য্যগত সকলপ্রকার অবস্থার দ্বারা অবস্থাবান্ হন" (১।২।২৪ সূঃ ভাষ্য ২২ বাক্য), এই যুক্তিবলে পরমেশ্বরই হিরণ্যগর্ভোপাধিদ্বারে উপদিষ্ট হইতেছেন, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে, কারণ "সকলের নিরঙ্কুশ নিয়ন্তা ও সর্ব্বোপাদানভূত পরমেশ্বরের গ্রহণ সম্ভব হইলে, অবান্তর নিয়ন্তার (—অবান্তর প্রকৃতিভূত হিরণ্যগর্ভের) গ্রহণ সঙ্গত নহে" (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ)। অতএব এখানে ত্রৈলোক্যশরীরীকে তদুপাধিক পরমেশ্বররূপে গ্রহণ করায় কোন বিরোধ হয় না। [উক্ত মূলসকল অবলম্বনে এই ব্যাখ্যা আমাদের]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি, স্তুতিত্বম্ অপি ন অসতি মূলভূতে বেদবাক্যে সম্যক্ ঈদৃশেন রূপেণ সম্ভবতি। ৪ "দ্যাং মূর্দ্ধানং যস্য বিপ্রা বদন্তি, খং বৈ নাভিং চন্দ্রসূর্য্যৌ চ নেত্রে। দিশঃ শ্রোত্রে বিদ্ধি পাদৌ ক্ষিতিং চ, সোঽচিন্ত্যাত্মা সর্ব্বভূতপ্রণেতা"॥ ইতি এবংজাতীয়কা চ স্মৃতিঃ ইহ উদাহর্ত্তব্যা।৫॥১।২।২৫

ভাষ্যানুবাদ

বলিতেছেন—] যদিও "তস্মৈ লোকাত্মনে নমঃ," ইহা স্তুতিমাত্র (—যদিও স্তুতির দ্বারা বস্তুর স্বরূপ নির্ণীত হয় না, তথাপি] মূলভূত বেদবাক্য না থাকিলে এইপ্রকার [দ্যুমূর্দ্ধত্বাদি] রূপাবলম্বনে স্তুতি সম্যগ্ভাবে সম্ভব নহে (১৬)।৪ [যে স্মৃতিবচন স্তুতির জন্য পঠিত হয় নাই, তাহাও প্রদর্শন করিতেছেন—] "বিপ্রগণ দ্যুলোককে যাঁহার মস্তক বলেন, আকাশকে নাভি বলেন, সূর্য্যকে নেত্রদ্বয় বলেন, দিক্‌সকলকে শ্রোত্ররূপে জানেন এবং পৃথিবীকে পদদ্বয়রূপে অবগত হন, সেই চিন্তার অগোচর আত্মা ভূতসকলের সৃষ্টিকর্ত্তা." ইত্যাদি এই জাতীয় স্মৃতিবচনকে এখানে (—ত্রৈলোক্যশরীরী বৈশ্বানর যে পরমেশ্বর, এই বিষয়ে) উদাহরণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে]।৫॥১।২।২৫॥

শব্দাদিভ্যোঽন্তঃ প্রতিষ্ঠানাচ্চ নেতিচেন্ন তথাদৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমাপি চৈনমধীয়তে॥১।২।২৬॥

পদচ্ছেদ—শব্দাদিভ্যঃ, অন্তঃপ্রতিষ্ঠানাৎ, চ, ন, ইতি, চেৎ, ন, তথাদৃষ্ট্যুপদেশাৎ, অসম্ভবাৎ, পুরুষম্, অপি, চ, এনম্, অধীয়তে।

সূত্রার্থ—[বিধান্তরেণ সিদ্ধান্তম্ আক্ষিপ্য সমাধাতুম্ আহ—] **শব্দাদিভ্যঃ**—শব্দঃ—বৈশ্বানরশব্দঃ, আদিশব্দেন—"হৃদয়ং গার্হপত্য" (ছাঃ ৫।১৮।২) ইতি অগ্নিত্রেতাকল্পনম্, "তৎ যৎ ভক্তং প্রথমম্ আগচ্ছেৎ তৎ হোমীয়ম্" (ছাঃ ৫।১৯।১) ইতি প্রাণাহুত্যাধারতাসঙ্কীর্ত্তনং চ গৃহ্যতে, এতেভ্যঃ হেতুভ্যঃ; চ—কিঞ্চ, **অন্তঃপ্রতিষ্ঠানাৎ**—"পুরুষে অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৬।১।১১) ইতি বৈশ্বানরস্য শরীরান্তঃস্থিতিশ্রবণাৎ [জাঠরঃ এব বৈশ্বানরঃ], **ন**—ন পরমাত্মা, **ইতি চেৎ**। **ন**, [কুতঃ?] **তথাদৃষ্ট্যুপদেশাৎ**—তথা—জাঠররূপেণ, পরমেশ্বরস্য, দৃষ্টেঃ—উপাসনায়াঃ উপদেশাৎ। [ননু জাঠরঃ এব বৈশ্বানরঃ মুখ্যঃ অস্তু ইতি চেৎ?

ভাবদীপিকা

(১৬) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—শ্রুতি ব্যতিরেকে অল্পজ্ঞ ও সীমাবদ্ধদৃষ্টি মনুষ্য কদাপি এই প্রকার স্তুতি করিতে পারে না, কারণ দ্যুলোক প্রভৃতি মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। আর যাঁহার যে প্রকার রূপ, তাঁহার সেইপ্রকারেই স্তুতি করা সম্ভব হইলে কল্পিত বচনবিন্যাসদ্বারা স্বীয় ইষ্টদেবতার স্তুতি করা সঙ্গত নহে, কারণ তাহা ব্যাজস্তুতি মাত্র হইবে; ফলে যাঁহার উদ্দেশ্যে স্তুতি, তাঁহার প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ হইবে না। অতএব "দ্যুলোক তাঁহার মস্তক", ইত্যাদি এতাদৃশ যে স্তুতি, তাহা শ্রুতিমূল না থাকিলে সম্ভব হয় না বলিয়া স্মৃতিতে পঠিত উক্ত স্তুতিকে বেদমূলকই বলিতে হইবে।

অত্র আহ—] অসম্ভবাৎ—"মূর্দ্ধা এব সুতেজাঃ" (ছাঃ ৫।১৮।২) ইত্যাদেঃ জাঠরে অসম্ভবাৎ ইত্যর্থঃ। চ—কিঞ্চ, এনম্—বৈশ্বানরং [বাজসনেয়িনঃ "এবঃ অগ্নিঃ বৈশ্বানরঃ যৎ পুরুষঃ" (শতঃ ব্রাঃ ঐ) ইত্যাদি শ্রুতৌ] পুরুষম্ অপি—পুরুষরূপেণ অপি, অধীয়তে—পঠন্তি। [অতঃ পরমেশ্বরস্য সর্ব্বাত্মকতয়া পুরুষবিধত্বাদ্যুপপত্তেঃ বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা এব ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[সিদ্ধান্তকে অন্যপ্রকারে আক্ষেপ করিয়া সমাধানের জন্য বলিতেছেন—] শব্দাদিভ্যঃ—শব্দঃ—বৈশ্বানরশব্দ, 'আদি' এই শব্দটীর দ্বারা "হৃদয় গার্হপত্য অগ্নি", এইরূপে যে তিনপ্রকার অগ্নি কল্পনা এবং "যে অন্ন প্রথম উপস্থিত হইবে, তাহা আহুতিরূপে অর্পণীয়", এইরূপে যে প্রাণাহুতির আধার কল্পনা, তাহা গৃহীত হইতেছে, [এইরূপে 'শব্দাদিভ্যঃ' ইহার অর্থ হয়—এই শব্দ প্রভৃতি হেতুসকল আছে বলিয়া] ; চ—এবং, অন্তঃপ্রতিষ্ঠানাৎ—"পুরুষের শরীরমধ্যে প্রতিষ্ঠিতকে যিনি জানেন", এইরূপে শরীরের মধ্যে বৈশ্বানরের অবস্থিতি শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে বলিয়া [জাঠরাগ্নিই বৈশ্বানর], ন—পরমাত্মা বৈশ্বানর নহেন ; ইতি চেৎ—এইপ্রকার যদি বলা হয়। [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] ন—না, তাহা বলা যায় না, [কেন বলা যায় না ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] তথাদৃষ্ট্যুপদেশাৎ—যেহেতু 'তথা'—জাঠরাগ্নিরূপে, 'দৃষ্টেঃ'—পরমেশ্বরের উপাসনার, 'উপদেশাৎ'—উপদেশ হইয়াছে। [যদি বলা হয়—জাঠরাগ্নিই মুখ্য বৈশ্বানর হউক্। তদুত্তরে বলিতেছেন—] অসম্ভবাৎ—যেহেতু "সুতেজাই (—দ্যুলোকই) মস্তক" এইপ্রকার কথন জাঠরাগ্নিতে সম্ভব হয় না। চ—আবার, এনম্—এই বৈশ্বানরকে [বাজসনেয়শাখাধ্যায়িগণ "এই অগ্নিই বৈশ্বানর, যিনি এই পুরুষ" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৬।১।১১) ইত্যাদি শ্রুতিতে] পুরুষম অপি—পুরুষরূপেও, অধীয়তে—পাঠ করেন। [অতএব পরমেশ্বর সর্ব্বাত্মক হওয়ায় পুরুষের আকারবিশিষ্ট হওয়া প্রভৃতি সঙ্গত হয় বলিয়া বৈশ্বানর যে পরমাত্মা, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অত্র আহ—ন পরমেশ্বরঃ বৈশ্বানরঃ ভবিতুম্ অর্হতি।১ কুতঃ ?২ "শব্দাদিভ্যঃ অন্তঃপ্রতিষ্ঠানাৎ চ"।৩ শব্দঃ তাবৎ বৈশ্বানরশব্দঃ ন

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—বৈশ্বানরশব্দ ও অগ্নিশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণ এবং হোমাধারত্বপ্রভৃতি লিঙ্গপ্রমাণসকলের বলে জাঠরাগ্নিই বৈশ্বানরশব্দবাচ্য।]

পূর্ব্বপক্ষ—এইবিষয়ে (—এইপ্রকার সিদ্ধান্তবিষয়ে, তাহা অঙ্গীকার না করিয়া পূর্ব্বপক্ষী] বলেন (১৭)—পরমেশ্বর বৈশ্বানর হইতে পারেন না।১ কেন পারেন না ? ২ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] "শব্দাদিভ্যঃ অন্তঃপ্রতিষ্ঠানাৎ চ"—'শব্দ প্রভৃতি হইতে এবং অন্তরে অবস্থিতি হইতে' ইহা অবগত হওয়া যায়।৩ [শব্দের ব্যাখ্যা

ভাবদীপিকা

(১৭) এইস্থলে এইপ্রকার সংশয় হয়—পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রদ্বয়ে নানা প্রমাণবলে নির্ণীত হইয়াছে যে পরমাত্মাই বৈশ্বানরশব্দবাচ্য। তথাপি "শব্দাদিভ্যঃ অন্তঃপ্রতিষ্ঠানাৎ চ" ইত্যাদিরূপে পুনরায় পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইতেছে কেন ? তদুত্তরে বলা যায়—পূর্ব্বে সিদ্ধান্তী প্রধানতঃ উপক্রমের প্রাবল্যকে আশ্রয় করতঃ (১৪ ভাবদীঃ) আত্ম ও ব্রহ্মশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণবলে স্বপক্ষস্থাপন

শাঙ্করভাষ্যম্

পরমেশ্বরে সম্ভবতি, অর্থান্তরে রূঢ়ত্বাৎ ।৪ তথা অগ্নিশব্দঃ "স এষঃ অগ্নিঃ বৈশ্বানরঃ" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৬।১।১১) ইতি ।৫ আদিশব্দাৎ 'হৃদয়ং গার্হপত্যঃ" (ছাঃ ৫।১৮।২) ইত্যাদি অগ্নিত্রেতাপ্রকল্পনম্ ।৬ "তৎ যৎ ভক্তং প্রথমম্ আগচ্ছেৎ তৎ হোমীয়ম্" (ছাঃ ৫।১৯।১) ইত্যাদিনা চ প্রাণাহুত্যধিকরণতাসঙ্কীর্ত্তনম্ ।৭ এতেভ্যঃ হেতুভ্যঃ জাঠরঃ বৈশ্বানরঃ প্রত্যেতব্যঃ ।৮ তথা অন্তঃপ্রতিষ্ঠানম্ অপি শ্রূয়তে—"পুরুষে

ভাষ্যানুবাদ

করিতেছেন—] শব্দ বলিতে বৈশ্বানরশব্দকে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা পরমেশ্বরে সম্ভব নহে, যেহেতু তাহা অন্য অর্থে রূঢ় (—ভৌতিক অগ্নি, জাঠরাগ্নি ইত্যাদির বাচক) ।৪ এইপ্রকারে "সেই এই অগ্নিই বৈশ্বানর," এইরূপে শ্রুত অগ্নিশব্দ (১৮) 'পরমেশ্বরে সম্ভব হয় না' ।৫ [সূত্রস্থ] 'আদিশব্দ হইতে "হৃদয়ই গার্হপত্যনামক অগ্নি" ইত্যাদিরূপে বর্ণিত তিনপ্রকার অগ্নির কল্পনাকে গ্রহণ করিতে হইবে (১৯)।৬ আর "সেইহেতু যে ভক্ত [—অন্ন, ভোজনকালে] প্রথমে উপস্থিত হইবে, তাহাকে হোম করিতে হইবে (—তাহার দ্বারা প্রাণাগ্নিহোত্র সম্পাদন করিতে হইবে") ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা প্রাণাহুতির অধিকরণতা (২০) (—জাঠরাগ্নি যে প্রাণাহুতির অধিকরণ, ইহা) বর্ণিত হইয়াছে ।৭ এই সকল হেতুবশতঃ (—এই সকল শ্রুতি ও লিঙ্গপ্রমাণ থাকায়) জাঠর অগ্নিকেই [বৈশ্বানরশব্দে] অবগত হওয়া উচিত ।৮ এইরূপে অন্তঃপ্রতিষ্ঠানও (—দেহের মধ্যে অবস্থিতিও) শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে, যথা—"পুরুষের দেহমধ্যে প্রতিষ্ঠিতকে (—জাঠর অগ্নিকে (২১)

ভাবদীপিকা

করিয়াছেন। লিঙ্গপ্রমাণ উভয় পক্ষেই ছিল। সেই শ্রুতিপ্রমাণদ্বয়কে নিরাকরণ করিবার জন্যই পূর্ব্বপক্ষী প্রয়াস করিতেছেন। তিনি বলেন—উপক্রমের প্রাবল্যবশতঃ অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায় না। বৈশ্বানরশব্দ ও অগ্নিশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণকে কিছুতেই পরমাত্মপররূপে ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রাদেশপরিমাণতা (৭ ভাবদীঃ) 'অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্ব (৩ ও ২১ ভাবদীঃ) প্রভৃতি লিঙ্গপ্রমাণসকলও সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরে সম্ভব নহে। আর 'প্রাণাহুত্যধিকরণতা (২০ ভাবদীঃ) তো জাঠরাগ্নি ব্যতীত অন্যত্র সম্ভবই হয় না। সেইহেতু উপক্রমগত হইলেও আত্ম ও ব্রহ্মশব্দকে অন্যপ্রকারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, ইত্যাদি। এইপ্রকার অভিসন্ধিবশতঃই পুনরায় সূত্ররচনার দ্বারা বিচার উত্থাপিত হইতেছে।

(১৮) বৈশ্বানরশব্দ ও অগ্নিশব্দ পরমাত্মবোধক শ্রুতিপ্রমাণ নহে, পরন্তু তাহারা ভৌতিক অগ্নি বা জাঠরঅগ্নির বাচক ; সুতরাং তদ্বোধক শ্রুতিপ্রমাণ। উপক্রমের প্রাবল্যযুক্ত (১৪ ভাবদীঃ) আত্ম ও ব্রহ্মশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণবলে এই শ্রুতিপ্রমাণদ্বয়ের অন্যথা করা যায় না, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়।

(১৯) এইস্থলে 'হোমাধারত্বরূপ', (২০) এইস্থলে 'প্রাণাহুত্যধিকরণতা' এবং (২১) এইস্থলে 'অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্বরূপ' জাঠরাগ্নিবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

অন্তঃ প্রতিষ্ঠিতং বেদ" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৬।১।১১) ইতি।৯ তৎ চ জাঠরে সম্ভবতি।১০ যদপি উক্তং "মূর্ধা এব সুতেজাঃ" (ছাঃ ৫।১৮।২) ইত্যাদেঃ বিশেষাৎ কারণাৎ পরমাত্মা বৈশ্বানরঃ ইতি।১১ অত্র ব্রূমঃ—কুতঃ হি এষঃ নির্ণয়ঃ, যৎ উভয়থাপি বিশেষপ্রতিভানে সতি পরমেশ্বর-বিষয়ঃ এব বিশেষঃ আশ্রয়নীয়ঃ, ন জাঠরবিষয়ঃ ইতি?১২ অথবা ভূতাগ্নেঃ অন্তর্ব্বহিশ্চ অবতিষ্ঠমানস্য এষঃ নির্দ্দেশঃ ভবিষ্যতি, তস্যাপি হি দ্যুলোকাদিসম্বন্ধঃ মন্ত্রবর্ণাৎ অবগম্যতে—"যঃ ভানুনা পৃথিবীং দ্যাম্ উত ইমাম্ আততান রোদসী অন্তরিক্ষম্" (ঋক্‌সং ১০।৮৮।৩)

ভাষ্যানুবাদ

যিনি জানেন" ইত্যাদি।৯ আর তাহা (—পুরুষের অভ্যন্তরে অবস্থান) জাঠর অগ্নিতেই সম্ভব।১০

[পূঃ—অথবা বিনিগমনার অভাবপ্রযুক্ত বৈশ্বানরশব্দ ও অগ্নিশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমানদ্বয় এবং তত্তৎ লিঙ্গপ্রমাণসকলের বলে ভূতাগ্নি বা অগ্নিদেবতাই বৈশ্বানরশব্দবাচ্য।]

আর যে বলা হইয়াছে "সুতেজা (—শোভন তেজোবিশিষ্ট দ্যুলোক) ইঁহার মস্তক," ইত্যাদি এইপ্রকার বিশেষ কারণ থাকায় পরমাত্মাই বৈশ্বানরশব্দবাচ্য ইত্যাদি (১।২।২৪সূঃ ২০ বাক্য)।১১ এই বিষয়ে আমরা বলিতেছি—উভয় প্রকার বিশেষের প্রতিভান হইলে (—হোমাধারত্ব ও অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্ব প্রভৃতি লিঙ্গপ্রমাণ বলে জাঠরাগ্নির এবং দ্যুমূর্ধত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলে পরমেশ্বরের বোধ হইলে) পরমেশ্বরবিষয়ক বিশেষই গ্রহণযোগ্য হইবে, কিন্তু জাঠরাগ্নিবিষয়ক বিশেষ গ্রহণ-যোগ্য হইবে না, এইপ্রকার নির্ণয় কিপ্রকারে হইবে (—এই বিষয়ে একদেশপক্ষ-পাতিনী যুক্তিরূপ বিনিগমনা কি (২২)? ১২ জাঠরাগ্নিতে মুখ্যভাবে দ্যুমূর্ধত্ব সম্ভব নহে বলিয়া পূর্ব্বপক্ষী পক্ষান্তর গ্রহণ করিতেছেন—] অথবা অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত যে ভূতাগ্নি, [দ্যুমূর্ধত্বাদির] এই নির্দ্দেশ তাহারই হইবে, যেহেতু "যিনি (—যে ভূতাগ্নি) সূর্য্যরূপে এই দ্যুলোক ও পৃথিবীকে (২৩) এবং [তাহাদের মধ্যবর্ত্তী] অন্তরিক্ষকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা ধ্যান করি", ইত্যাদিস্থলে তাহারও (—ভূতাগ্নিরও, ঈশ্বরের ন্যায়] দ্যুলোকাদির সহিত সম্বন্ধ (—দ্যুমূর্ধত্ব)

ভাবদীপিকা

(২২) অনন্যথাসিদ্ধ বৈশ্বানর ও অগ্নিশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণদ্বয় (১৮ ভাবদীঃ) এবং হোমাধারত্ব প্রভৃতি (১৯-২১ ভাবদীঃ) লিঙ্গপ্রমাণসকলের বলে দ্যুমূর্ধত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণটীকে অন্যপ্রকারে অর্থাৎ জাঠরাগ্নিবোধকরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর এখানে অভিপ্রায়।

(২৩) 'রোদসী' এই শব্দটীর অর্থ দ্যুলোক ও পৃথিবীকে। ইহা ক্লীবলিঙ্গ রোদস্ শব্দের দ্বিতীয়ার দ্বিবচন। বৈশ্বানরশব্দ ও অগ্নিশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণদ্বয় এবং অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্ব ও দ্যুমূর্ধত্ব এই লিঙ্গদ্বয়বলে ভূতাগ্নিই গ্রহণীয়। ইহাই এই ১৩ সংখ্যক বাক্যে পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইত্যাদৌ।১৩ অথবা তচ্ছরীরায়াঃ দেবতায়াঃ ঐশ্বর্য্যযোগাৎ দ্যুলোকাদ্যবয়বত্বং ভবিষ্যতি।১৪ তস্মাৎ ন পরমেশ্বরঃ বৈশ্বানরঃ ইতি।১৫ অত্র উচ্যতে—"ন তথাদৃষ্ট্যুপদেশাৎ" ইতি।১৬ ন শব্দাদিভ্যঃ কারণেভ্যঃ পরমেশ্বরস্য প্রত্যাখ্যানং যুক্তম্।১৭ কুতঃ?১৮ তথা জাঠরাপরিত্যাগেন দৃষ্ট্যুপদেশাৎ।১৯ পরমেশ্বরদৃষ্টিঃ হি জাঠরে বৈশ্বানরে ইহ উপদিশ্যতে, "মনঃ ব্রহ্ম ইতি উপাসীত" (ছাঃ ৩।১৮।১) ইত্যাদিবৎ।২০ অথবা জাঠরবৈশ্বানরোপাধিঃ পরমেশ্বরঃ

ভাষ্যানুবাদ

মন্ত্রবর্ণ হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে।১৩ [কিন্তু দ্যুলোক পরিচ্ছিন্ন ভূতাগ্নির অবয়ব হইতে পারে না এবং জড় তাহা ধ্যেয়ও হইতে পারে না বলিয়া পূর্ব্বপক্ষী অন্য পক্ষ গ্রহণ করিতেছেন—] অথবা তাহা (—সেই ভূতাগ্নি) যাঁহার শরীর, সেই দেবতারই দ্যুলোকাদি অবয়বতা হইবে (—দ্যুলোকাদি তাঁহারই অবয়ব হইবে), যেহেতু [দেবতা হওয়ায় তাঁহার তাদৃশ] ঐশ্বর্য্যের সহিত সম্বন্ধ আছে।১৪ সেইহেতু (—এইপ্রকারে সিদ্ধান্তীর দ্যুমূর্দ্ধস্বরূপ পরমেশ্বরবোধক লিঙ্গপ্রমাণটী (৯ ভাবদীঃ) অন্যথাসিদ্ধ হইয়া পড়ে বলিয়া) পরমেশ্বর বৈশ্বানরশব্দবাচ্য নহেন (২৪)।১৫

[সিঃ—অগ্নি ও বৈশ্বানরশব্দের অজহল্লক্ষণাবৃত্তিতে জাঠরাগ্নিপ্রতীক অথবা জাঠরাগ্নি উপাধিক ব্রহ্মোপাসনা এখানে বিবক্ষিত। পরমেশ্বরই বৈশ্বানরশব্দবাচ্য।]

সিদ্ধান্ত—এইবিষয়ে বলা হইতেছে, "ন তথা দৃষ্ট্যুপদেশাৎ"—'না, তাহা বলিতে পার না, যেহেতু সেইরূপ দৃষ্টির (—জাঠরাগ্নিতে পরমেশ্বর দৃষ্টিকরতঃ উপাসনার) উপদেশ হইয়াছে'।১৬ [সূত্রস্থ 'ন'কারটীর ব্যাখ্যা করিতেছেন—বৈশ্বানর ও অগ্নি] শব্দ প্রভৃতি কারণসকলবশতঃ পরমেশ্বরের প্রত্যাখ্যান সঙ্গত নহে।১৭ কেন সঙ্গত নহে? ১৮ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু 'তথা' (—সেইরূপে) অর্থাৎ জাঠরাগ্নিকে পরিত্যাগ না করিয়া দৃষ্টির (—উপাসনার) উপদেশ হইয়াছে।১৯ [ইহাই দৃষ্টান্ত প্রদর্শনদ্বারা পরিস্ফুত করিতেছেন—] যেহেতু এখানে (বৈশ্বানরবিদ্যাতে) "মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে", ইত্যাদির ন্যায় জাঠরাগ্নিতে পরমেশ্বর-

ভাবদীপিকা

(২৪) এইরূপে পূর্ব্বপক্ষী ইহাই বলিলেন যে—উপক্রমগত প্রমাণ তখনই বলবান্ হয়, যখন উপসংহারগত প্রমাণসকল তাহাকে বাধাদান না করে। প্রস্তাবিতস্থলে চরমে (—উপসংহারে) শ্রুত অগ্নি ও বৈশ্বানরশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণ এবং অন্যান্য লিঙ্গপ্রমাণসকল পরমেশ্বরভিন্ন জাঠরাগ্নি ভূতাগ্নি অথবা অগ্নিদেবতার উপস্থাপক হইয়া প্রথমশ্রুত (—উপক্রমগত) পরমেশ্বরবোধক আত্ম ও ব্রহ্মশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণকে বাধাদান করিতেছে। সুতরাং চরমশ্রুত ও পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন বস্তুর উপস্থাপকরূপে অনন্যথাসিদ্ধ মৎপ্রদর্শিত প্রমাণসকলের বলে প্রথমশ্রুত আত্ম ও ব্রহ্মশব্দকে পরমেশ্বরভিন্ন অন্য বস্তুর উপস্থাপকরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অতএব পরমেশ্বর বৈশ্বানরশব্দবাচ্য নহেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইহ দ্রষ্টব্যত্বেন উপদিশ্যতে, "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ ভারূপঃ (ছাঃ ৩।১৪।২) ইত্যাদিবৎ ।২১ যদি চ ইহ পরমেশ্বরঃ ন বিবক্ষ্যেত, কেবলঃ

ভাষ্যানুবাদ

দৃষ্টি উপদিষ্ট হইতেছে (২৫)।২০ [জাঠরাগ্নিকে ব্রহ্মের প্রতীকরূপে ব্যাখ্যা করিয়া পুন: উপাধিরূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন—] অথবা "তিনি মনোময় (—মনের বৃত্তি-সকলের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির দ্বারা তিনিও যেন প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হন), প্রাণ তাঁহার শরীর (—জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিসমন্বিত লিঙ্গশরীর তাঁহার উপাধি), ভারূপ (—তিনি নিত্য চৈতন্যস্বরূপ") ইত্যাদিস্থলে যে প্রকার হয়, সেইরূপে জাঠরাগ্নি যাঁহার উপাধি, সেই পরমেশ্বরই এখানে দ্রষ্টব্যরূপে (—উপাস্যরূপে) উপদিষ্ট হইতেছেন (২৬)।২১ [লক্ষণার বীজভূত 'অসম্ভবাৎ', এই সূত্রাংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন—] আর এখানে যদি

ভাবদীপিকা

(২৫) "জাঠরাগ্নিকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহাতে পরমেশ্বর দৃষ্টি" ইত্যাদি বাক্যে সিদ্ধান্তী ইহাই বলিলেন যে – বিচার্য্য শ্রুতিবাক্যে জাঠরাগ্নির উপাসনা বিহিত হয় নাই, পরন্তু জাঠরাগ্নিরূপ প্রতীকালম্বনে পরমেশ্বরের সম্পদ্ বা অধ্যাসোপাসনা (১৬২ পৃঃ) বিহিত হইয়াছে। কিন্তু জাঠরাগ্নি-বোধক বৈশ্বানরশব্দ ও অগ্নিশব্দ (বৃঃ ৫।৯।১) পঠিত হওয়ায় বিচার্য্য শ্রুতিবাক্যের (ছাঃ ৫।১১।১,৬ ইত্যাদি) এইপ্রকার অর্থ কি প্রকারে সম্ভব হইবে ? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—উক্ত অগ্নিশব্দ ও বৈশ্বানরশব্দের অজহল্লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা "জাঠরাগ্নিপ্রতীক পরমেশ্বর" বা "জাঠরবৈশ্বানরপ্রতীক পরমেশ্বর" এইপ্রকার অর্থ লব্ধ হয়। এইপ্রকারে অগ্নি ও বৈশ্বানরশব্দের দ্বারা জাঠরাগ্নি ও পরমেশ্বর উভয়কেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে বলিয়া পূর্ব্বপক্ষী কর্তৃক প্রদর্শিত বৈশ্বানর ও অগ্নিশব্দরূপ অব্রহ্মবোধক শ্রুতি-প্রমাণদ্বয় (২ এবং ১৮ ভাবদীঃ) উভয় সাধারণ শ্রুতিপ্রমাণ হইয়া পড়িতেছে, তাহারা আর ব্রহ্মভিন্ন পদার্থের বোধক অনন্যথাসিদ্ধ অসাধারণ শ্রুতিপ্রমাণ হইতে পারিতেছে না। ফলে তাহারা পরমেশ্বর-বোধক আত্ম ও ব্রহ্মশব্দরূপ অনন্যথাসিদ্ধ শ্রুতিপ্রমাণদ্বয়কে (১৪ এবং ২৪ ভাবদীঃ) এবং দ্যুমূর্দ্ধত্বাদি-রূপ লিঙ্গপ্রমাণকে (৯ এবং ২২ ভাবদীঃ) বাধাদান করিতে সমর্থ হইতেছে না। কারণ যাহা সম্প্রতিপন্ন (—সর্ব্বজনস্বীকৃত), তাহা বিপ্রতিপন্ন (—যে বিষয়ে নানাপ্রকার সংশয় আছে, তাহা) হইতে হয় বলবান্। উপরন্তু "জাঠরাগ্নিপ্রতীক পরমেশ্বরই" উপাস্য হওয়ায় হোমাধারত্ব (১৯ ভাবদীঃ), প্রাণাহুত্যাধারতা (২০ ভাবদীঃ) এবং 'অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্ব' (২১ ভাবদীঃ) প্রভৃতি লিঙ্গপ্রমাণসকলও সিদ্ধান্তীর অনুকূল হইয়া পড়িতেছে, কারণ প্রতীকদৃষ্টিতে বৈশ্বানরের ধর্ম্ম হোমাধারতা প্রভৃতিকে এবং আরোপ্য উপাস্য দৃষ্টিতে দ্যুমূর্দ্ধত্বাদি ব্রহ্মধর্ম্মযুক্ত পরমেশ্বরকে, এই উভয়কেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। অতএব পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছিলেন চরমশ্রুত প্রমাণ-সকলের বলে প্রথমশ্রুত আত্ম ও ব্রহ্মশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণ অন্যথা ব্যাখ্যাত হইবে (৩৪ ভাবদীঃ) ইত্যাদি, তাহা নিরাকৃত হইল।

(২৬) এইস্থলেও অগ্নিশব্দ ও বৈশ্বানরশব্দের অজহল্লক্ষণাবৃত্তিতে "জাঠরাগ্নি বা জাঠরবৈশ্বানর যাঁহার উপাধি, সেই পরমেশ্বর", এইপ্রকার অর্থ লব্ধ হইতেছে। প্রথমোক্ত প্রতীকোপাসনাপক্ষ

শাঙ্করভাষ্যম্

এব জাঠরঃ অগ্নিঃ বিবক্ষ্যেত, ততঃ "মূর্ধা এব সুতেজাঃ" ইত্যাদেঃ বিশেষস্য অসম্ভবঃ এব স্যাৎ।২২ যথা তু দেবতাভূতাগ্নিব্যপাশ্রয়েণ অপি অয়ং বিশেষঃ উপপাদয়িতুং ন শক্যতে, তথা উত্তরসূত্রে বক্ষ্যামঃ।২৩ যদি চ কেবলঃ এব জাঠরঃ বিবক্ষ্যেত, পুরুষে অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্বং কেবলং তস্য স্যাৎ, ন তু পুরুষত্বম্।২৪ পুরুষম্ অপি চ এনম্ অধীয়তে বাজসনেয়িনঃ—"সঃ এষঃ অগ্নিঃ বৈশ্বানরঃ যৎ পুরুষঃ,

ভাষ্যানুবাদ

পরমেশ্বর বিবক্ষিত না হইতেন, [পরন্তু] যদি কেবলমাত্র জাঠরাগ্নি বিবক্ষিত হইত, তাহা হইলে "শোভনতেজোযুক্ত দ্যুলোকই তাঁহার মস্তক" ইত্যাদিরূপ যে বিশেষ তাহা অসম্ভবই হইত। [অতএব জাঠরাগ্নি প্রভৃতি অব্রহ্ম বস্তুতে দ্যুমূর্ধত্ব সম্ভব নহে বলিয়াই বৈশ্বানর ও অগ্নিশব্দের অজহল্লক্ষণাবৃত্তিবলে তদুপহিত পরমেশ্বরকেই গ্রহণ করিতে হইবে।২২ যদি বলা হয়—উক্ত দ্যুমূর্ধত্ব অগ্নিদেবতারই হউক। তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু দেবতা ও ভূতাগ্নিকে গ্রহণ করিলেও যে প্রকারে এই [দ্যুমূর্ধত্বাদি] বিশেষকে উপপাদন করিতে পারা যায় না, তাহা আমরা পরবর্তী সূত্রে বলিব।২৩

ভাবদীপিকা

হইতে এই সোপাধিক উপাসনার প্রভেদ ইহাই যে—প্রতীকোপাসনাতে পরমেশ্বর হন গৌণভাবে উপাস্য, কারণ সাধকের চিত্ত প্রতীকের দিকেও নিবদ্ধ থাকে। আর এই সোপাধিক উপাসনাতে উপাস্য পরমেশ্বরই হন মুখ্য, কারণ 'যাহা বর্তমান থাকিয়া ধর্ম্মীর পরিচয় প্রদান করে, কিন্তু ধর্ম্মীর সহিত অন্বিত হয় না, তাহাই উপাধি'। সুতরাং উপাধির সহিত উপাস্য পরমেশ্বরের কোনপ্রকার সম্বন্ধই না থাকায় সাধকের চিত্ত অন্য বিষয়ে নিবদ্ধ হয় না, পরন্তু পরমেশ্বরই মুখ্যভাবে উপাসিত হন। [লক্ষ্য করিতে হইবে—এইপ্রকারে প্রতীক ও উপাধিভেদে উপাসনার ফলও বিভিন্ন হইয়া পড়ে। প্রতীকালম্বনকারী উপাসকের ব্রহ্মলোকে গতি হয় না (৪।৩।৬ অপ্রতীকালম্বনাধিকরণ)। উপাধি অবলম্বনকারী উপাসকের কিন্তু ব্রহ্মলোকে গতি হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে; কারণ পরমেশ্বরই হন সেইস্থলে মুখ্যভাবে উপাস্য। এইপক্ষে অন্য যুক্তি এই—প্রস্তাবিতস্থলে ২১ সংখ্যক ভাষ্যবাক্যে সোপাধিক উপাসনার দৃষ্টান্তরূপে "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ" (ছাঃ ৩।১৪।২) ইত্যাদিরূপে শাণ্ডিল্যবিদ্যা উদাহৃত হইয়াছে। ৩।৩।১৮ অনিয়মাধিকরণের প্রারম্ভে দেবযানমার্গে গতিবিচারপ্রসঙ্গে সেই শাণ্ডিল্যবিদ্যার সহিত একই বাক্যে ভগবান্ ভাষ্যকারকর্তৃক এই বৈশ্বানরবিদ্যাও গৃহীত হইয়াছে। তাহাতে ইহাই নির্ণীত হয় যে—৪।৩।৬ অপ্রতীকালম্বনাধিকরণন্যায় বাধক হওয়ায় জাঠরাগ্নিপ্রতীক যে উপাসনা, তাহা ব্রহ্মলোকপ্রাপক বৈশ্বানরবিদ্যা নহে; পরন্তু জাঠরাগ্নি-উপাধিক যে উপাসনা, তাহাই ব্রহ্মলোকপ্রাপক বৈশ্বানরবিদ্যা। জাঠরাগ্নিকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করিলে এই বিদ্যা "মনঃ ব্রহ্ম ইতি উপাসীত" (ছাঃ ৩।১৮।১) ইত্যাদি প্রকারে বিহিত প্রতীকোপাসনার ন্যায় একপ্রকার প্রতীকোপাসনাই হইয়া পড়িবে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

সঃ যঃ হ এতম্ অগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষবিধং পুরুষে অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৬।১।১১) ইতি।২৫ পরমেশ্বরস্য তু সর্ব্বাত্মত্বাৎ পুরুষত্বং, পুরুষে অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্বং চ উভয়ম্ উপপদ্যতে।২৬ যে তু "পুরুষবিধম্ অপি চ এনম্ অধীয়তে" ইতি সূত্রাবয়বং পঠন্তি,

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—পুরুষশব্দের প্রয়োগরূপ অসাধারণলিঙ্গপ্রমাণ এবং অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্বরূপ সাধারণলিঙ্গপ্রমাণবলে পরমেশ্বরই বৈশ্বানরশব্দবাচ্য, জাঠরাগ্নি নহে।]

["পুরুষম্ অপি" ইত্যাদি সূত্রাংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন—] আর [ব্রহ্মের উপাধি অথবা প্রতীকরূপে বিবক্ষিত না হইয়া] যদি কেবলমাত্র জাঠরাগ্নিই বিবক্ষিত হইত, [তাহা হইলে] তাহার কেবল পুরুষে অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্বই (—পুরুষের শরীরের মধ্যে অবস্থিতিই) সম্ভব হইত, কিন্তু পুরুষত্ব (—পুরুষরূপে অভিহিত হওয়া) সম্ভব হইত না ।২৪ বাজসনেয়শাখাধ্যায়িগণ কিন্তু ইঁহাকে (—এই বৈশ্বানরশব্দবাচ্যকে) পুরুষরূপেও পাঠ করেন, যথা—"তিনিই এই বৈশ্বানরসংজ্ঞক অগ্নি, যিনি পুরুষ (—পূর্ণস্বরূপ (২৭) ; যিনি এই বৈশ্বানরসংজ্ঞক অগ্নিকে এইপ্রকার পুরুষসদৃশরূপে (—পুরুষের শরীরের ন্যায় আকারবিশিষ্টরূপে) এবং পুরুষের দেহমধ্যে অবস্থিতরূপে জানেন (—উপাসনা করেন"), 'তিনি সর্ব্বলোকাদিতে আশ্রিত ফলের ভোক্তা হন', ইত্যাদি। [অতএব পুরুষরূপে অভিহিত হইতেছেন বলিয়া বৈশ্বানরশব্দে শুদ্ধ জাঠরাগ্নি বিবক্ষিত নহে ; কিন্তু তদুপাধিক পরমেশ্বরই বিবক্ষিত।২৫ আচ্ছা, পরমেশ্বরে পুরুষশব্দের প্রয়োগ না হয় সম্ভব হইল, কিন্তু সর্ব্বব্যাপী তাঁহাতে পুরুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া (—অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্ব) কিপ্রকারে সম্ভব হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু সর্ব্বস্বরূপ হন বলিয়া পরমেশ্বরের পুরুষত্ব (—পূর্ণত্ব) এবং পুরুষে অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্ব (২৮) এই উভয়ই হয় সঙ্গত।২৬

ভাবদীপিকা

(২৭) এই পুরুষত্ব অর্থাৎ পূর্ণত্ব অচেতন জাঠরাগ্নির পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় ইহা হইল পরমেশ্বরবোধক অসাধারণ লিঙ্গপ্রমাণ।

(২৮) এইরূপে 'অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্ব' (—পুরুষের দেহমধ্যে অবস্থিতি) এই জাঠরাগ্নিবোধক লিঙ্গপ্রমাণটীকে (২১ ভাবদীঃ) জাঠরাগ্নি ও পরমেশ্বর এই উভয়সাধারণ লিঙ্গপ্রমাণরূপে প্রদর্শন করা হইল। হোমাধারত্ব (১৯ ভাবদীঃ) এবং 'প্রাণাহুত্যাধারত্বরূপ' (২০ ভাবদীঃ) লিঙ্গপ্রমাণও এইরূপে উভয়সাধারণ লিঙ্গ হইয়া পড়িতেছে, বুঝিতে হইবে। অতএব পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছিলেন—এইসকল লিঙ্গপ্রমাণের বলে দ্যুমূর্দ্ধত্বলিঙ্গকে অন্যপ্রকারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে (২২ ভাবদীঃ), তাহা নিরাকৃত হইয়া পড়িল।

শাঙ্করভাষ্যম্.

তেষাম্ এষঃ অর্থঃ—কেবলজাঠরপরিগ্রহে পুরুষে অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্বং কেবলং স্যাৎ, ন পুরুষবিধত্বম্।২৭ পুরুষবিধম্ অপি চ এনম্, অধীয়তে বাজসনেয়িনঃ—"পুরুষবিধং পুরুষে অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ" (ঐ) ইতি।২৮ পুরুষবিধত্বং চ প্রকরণাৎ যৎ অধিদৈবতং দ্যুমূর্ধত্বাদি পৃথিবীপ্রতিষ্ঠিতত্বান্তং, যৎ চ অধ্যাত্মং প্রসিদ্ধং মূর্ধত্বাদি চুবুক-প্রতিষ্ঠিতত্বান্তং তৎ পরিগৃহ্যতে।২৯ ॥১।২।২৬॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—প্রকরণপ্রমাণবলে 'দ্যুমূর্ধত্বাদি পৃথিবীপাদত্বপর্য্যন্ত' বিরাডাত্মক পুরুষবিধত্ব পরমেশ্বরেই সম্ভব হওয়ায় পরমেশ্বরই বৈশ্বানরশব্দবাচ্য, জাঠরাগ্নি নহে।]

কিন্তু যাঁহারা সূত্রের এই অবয়বটীকে (—অংশটীকে) "পুরুষবিধম্ অপি চ এনম্ অধীয়তে" এইপ্রকারে পাঠ করেন, তাঁহাদের পক্ষে অর্থ হইবে এইপ্রকার—কেবলমাত্র জাঠরাগ্নিকে গ্রহণ করিলে [তাহার] কেবল পুরুষের দেহাভ্যন্তরে অবস্থিতিই সম্ভব হইবে, কিন্তু পুরুষবিধতা (—পুরুষশরীরের ন্যায় আকারবান্ হওয়া) সম্ভব হইবে না।২৭ বাজসনেয়শাখাধ্যায়িগণ কিন্তু ইঁহাকে পুরুষবিধ-রূপেও পাঠ করেন, যথা—"পুরুষশরীরের ন্যায় আকারবান্-রূপে এবং পুরুষের দেহাভ্যন্তরে অবস্থিতরূপে জানেন (—উপাসনা করেন"), ইত্যাদি। [সুতরাং বেদবাক্যের প্রামাণ্যবলে 'পুরুষবিধতাও' পরমেশ্বরে উপপন্ন হয়।২৮ যদি বলা হয়—উষ্ণতাদ্বারা জাঠরাগ্নি সর্ব্বদেহব্যাপিয়া থাকে বলিয়া 'পুরুষবিধত্ব' তাহার পক্ষেই তো সম্ভব, পরমেশ্বর 'পুরুষবিধ' হইবেন কিপ্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] প্রকরণপ্রমাণবলে (—ইহা ব্রহ্মোপাসনার প্রকরণ বলিয়া) 'পুরুষবিধতা' বলিতে 'দ্যুমূর্ধত্ব হইতে পৃথিবীপাদত্বপর্য্যন্ত' (ছাঃ ৫।১৮।২) যে [বিরাডাত্মক] অধিদৈবত-স্বরূপ, তাহা পরিগৃহীত হইবে; আর [উপাসকের] 'প্রসিদ্ধ মস্তক হইতে চুবুকরূপ প্রতিষ্ঠা (—পাদ) পর্য্যন্ত' যে অধ্যাত্মস্বরূপ (২৯), তাহা পরিগৃহীত হইবে (—শ্রুতিবচনবলে উপাসনার জন্য পরমেশ্বরের এতাদৃশ পুরুষবিধতা কল্পিত হয়, উপাসক পুরুষের শরীরের ন্যায় আকারবান্ হওয়া অথবা আপাদমস্তকব্যাপিতা, এখানে পুরুষবিধতারূপে বিবক্ষিত নহে)।২৯॥১।২।২৬॥

অতএব ন দেবতাভূতং চ ॥১।২।২৭॥

সূত্রার্থ—[দ্যুমূর্ধত্বাদিবিশেষস্য জাঠরবিষয়ত্বং সংদূষ্য দেবতাদিবিষয়ত্বং দূষয়তি—] **অতএব**—দ্যুমূর্ধত্বাদিধর্ম্মাণাং অসম্ভবাৎ, **দেবতাভূতম্**—[দেবতা চ ভূতং চ দেবতাভূতম্, একবদ্ভাবঃ। তথা চ—] দেবতা—অগ্ন্যভিমানিনী দেবতা; ভূতম্—

ভাবদীপিকা

(২৯) ১।২।৩১ সূত্রভাষ্যে ইহা পরিস্ফুট হইবে। তত্রস্থ ভাবদীপিকাও দ্রষ্টব্য।

ভূতাগ্নিঃ, এতদুভয়ম্ অপি, ন—বৈশ্বানরশব্দবাচ্যং ন ভবতি। চকারঃ—ব্রহ্মশব্দাযোগস্য সর্ব্বপাপ্মদাহাদ্যযোগস্য চ সমুচ্চয়ার্থঃ।

অনুবাদ—['দ্যুলোক তাঁহার মস্তক' এইপ্রকার যে বিশেষ, তাহার জাঠরাগ্নি-বিষয়তাতে দোষ প্রদর্শন করিয়া, তাহার দেবতাবিষয়তাকে দূষিত করিতেছেন—] **অতএব**—দ্যুমূর্দ্ধত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকল সম্ভব হয় না বলিয়া, **দেবতাভূতম্**—[দেবতা ও ভূত—দেবতাভূত, এইপ্রকারে একবদ্ভাব (—একবচনান্ত পদপ্রয়োগ) হইয়াছে। তাহাতে অর্থ হয়—] দেবতা—অগ্ন্যভিমানিনী দেবতা, [এবং] ভূতম্—ভূতাগ্নি, এই দুইটীও, ন—বৈশ্বানর-শব্দবাচ্য নহে। চকারটী—[ভূতাগ্নি ও তদভিমানিনী দেবতাতে] ব্রহ্মশব্দপ্রয়োগের অযোগ্যতা এবং 'সর্ব্বপাপনাশ' প্রভৃতি বিষয়ক অযোগ্যতার সমুচ্চয়ের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

যৎ পুনঃ উক্তং—ভূতাগ্নেঃ অপি মন্ত্রবর্ণে দ্যুলোকাদি সম্বন্ধ-দর্শনাৎ "মূর্দ্ধা এব সুতেজাঃ" ইত্যাদি অবয়বকল্পনং তস্য এব ভবিষ্যতি ইতি।১ তচ্ছরীরায়াঃ দেবতায়াঃ বা, ঐশ্বর্য্যযোগাৎ ইতি।২ তৎ পরিহর্ত্তব্যম্।৩ অত্র উচ্যতে—"অতএব" উক্তেভ্যঃ হেতুভ্যঃ ন দেবতা বৈশ্বানরঃ।৪ তথা ভূতাগ্নিঃ অপি ন বৈশ্বানরঃ।৫ নহি ভূতাগ্নেঃ ঔষ্ণ্যপ্রকাশমাত্রাত্মকস্য দ্যুমূর্দ্ধত্বাদি-কল্পনা উপপদ্যতে, বিকারস্য বিকারান্তরাত্মত্বাসম্ভবাৎ।৬ তথা দেবতায়াঃ সত্যপি ঐশ্বর্য্যযোগে ন দ্যুমূর্দ্ধত্বাদিকল্পনা সম্ভবতি,

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—দ্যুমূর্দ্ধত্বাদি যথোক্ত লিঙ্গসকল সম্ভব না হওয়ায় অগ্নিদেবতা ও ভূতাগ্নি বৈশ্বানরশব্দবাচ্য নহে।]

আর যে বলা হইয়াছে—বেদমন্ত্রে ভূতাগ্নিরও দ্যুলোকাদির সহিত সম্বন্ধ দেখা যায় বলিয়া 'শোভন তেজোবিশিষ্ট দ্যুলোক তাঁহার মস্তক', এইপ্রকার যে অবয়ব-কল্পনা, তাহা তাহারই (—ভূতাগ্নিরই) ইত্যাদি।১ অথবা ঐশ্বর্য্যের সহিত সম্বন্ধ থাকায় তাহা (—সেই ভূতাগ্নি) যাহার শরীর, সেই দেবতারই তাহা (—দ্যুমূর্দ্ধত্বাদি) হইবে (১।২।২৬ সূঃ ১৩-১৪ বাক্য) ইত্যাদি।২ তাহাকে পরিহার করিতে হইবে।৩ এই বিষয়ে বলা হইতেছে—"অতএব" অর্থাৎ উক্ত হেতুসকলবশতঃ (—দ্যুমূর্দ্ধত্ব, (৯ ভাবদীঃ), সর্ব্বলোকাদ্যাশ্রিতফলভোক্তৃত্ব (১২ ভাবদীঃ), সর্ব্ব-পাপনাশকত্ব (১৩ ভাবদীঃ) ইত্যাদি ব্রহ্মবোধক অসাধারণলিঙ্গপ্রমাণসকল এবং উপক্রমানুগৃহীত আত্ম ও ব্রহ্মশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণদ্বয়বশতঃ (১৪ ভাবদীঃ) দেবতা বৈশ্বানরশব্দবাচ্য নহেন।৪ তদ্রূপ ভূতাগ্নিও বৈশ্বানরশব্দবাচ্য নহে।৫ যেহেতু উষ্ণতা ও প্রকাশমাত্রতা যাহার স্বরূপ, সেই ভূতাগ্নির দ্যুমূর্দ্ধত্বাদিকল্পনা সঙ্গত নহে, কারণ যাহা বিকার (—জড় কার্য্যবস্তু), তাহা অপর কার্য্যবস্তুর আত্মা (—চেতন অবয়বী) হইবে, ইহা সম্ভব নহে।৬ এইরূপে ঐশ্বর্য্যের সহিত সম্বন্ধ থাকিলেও

শাঙ্করভাষ্যম্

অকারণত্বাৎ পরমেশ্বরাধীনৈশ্বর্য্যত্বাৎ চ।৭ আত্মশব্দাসম্ভবশ্চ সর্ব্বেষু এব পক্ষেষু স্থিতঃ এব।৮॥১।২।২৭॥

ভাষ্যানুবাদ

দেবতার দ্যুমূর্দ্ধত্বাদিকল্পনা সম্ভব হয় না (৩০), যেহেতু [দেবতা দ্যুলোকাদির] কারণ নহেন (১।২।২৪ সূঃ ২১ বাক্য) এবং যেহেতু তাঁহার যে ঐশ্বর্য্য, তাহা পরমেশ্বরের অধীন (৩১)।৭ আর আত্মশব্দের অসম্ভাবনা এই সকল পক্ষে অবশ্যই নিশ্চিত হয় (—দেবতা ভূতাগ্নি ও জঠরাগ্নিতে আত্মশব্দপ্রয়োগ সম্ভব হয় না (৩২)।৮ [অতএব ভূতাগ্নি ও অগ্নিদেবতা বৈশ্বানরশব্দবাচ্য নহে] ॥১।২।২৭॥

সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ ॥১।২।২৮॥

পদচ্ছেদ—সাক্ষাৎ, অপি, অবিরোধম্, জৈমিনিঃ।

সূত্রার্থ—[পূর্ব্বম্ অগ্ন্যাদিশব্দস্য জাঠরার্থকত্বম্ অভ্যুপেত্য জাঠরোপাধিকং জাঠরপ্রতীকং বা ব্রহ্ম উপাস্যম্ ইতি উক্তম্। ইদানীং বিনাপি উপাধিকল্পনাং সাক্ষাদেব পরমাত্মোপাসনা-

ভাবদীপিকা

(৩০) পূর্ব্বপক্ষী যে সিদ্ধান্তীর পরমেশ্বরবোধক দ্যুমূর্দ্ধত্ব লিঙ্গটাকে অন্যথাসিদ্ধ করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন (১।২।২৬ সূঃ ১৫ বাক্য), এইরূপে তাহা নিরাকৃত হইল।

(৩১) দেবতার ঐশ্বর্য্য পরমেশ্বরাধীন হওয়ায় সুখদাতৃত্ব ও ঐশ্বর্য্যবত্ত্ব লিঙ্গদ্বয়ও (৫ ভাবদীঃ) অগ্নিদেবতার সমর্পক হইতে পারিল না। যেহেতু মুখ্য নিত্যসিদ্ধ ঐশ্বর্য্যবানের গ্রহণ সম্ভব হইলে তদধীন ঐশ্বর্য্যবানের গ্রহণ ন্যায্য নহে, কারণ তাহাতে কল্পনাগৌরব হইয়া পড়ে (১।২।৫ অধিঃ ৫ ভাবদীঃ)।

(৩২) পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছিলেন—আত্ম ও ব্রহ্মশব্দকে অন্যপ্রকারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে (২৪ ভাবদীঃ), এইরূপে তাহা নিরাকৃত হইল। সুতরাং উক্ত শব্দদ্বয় যে পরমেশ্বরবোধক শ্রুতিপ্রমাণ, ইহা নির্ণীত হইল। সেইহেতু উপসংহারে শ্রুত অগ্নি ও বৈশ্বানরশব্দ আর উপক্রমগত আত্ম ও ব্রহ্মশব্দকে বাধাদান করিতে পারিল না। অগ্নি ও বৈশ্বানরশব্দ যে জাঠরাগ্নি, ভূতাগ্নি ও অগ্নিদেবতাবোধক অসাধারণ শ্রুতিপ্রমাণ নহে, পরন্তু সাধারণ প্রমাণ, তাহা ২৫ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্তস্থলেই অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্ব প্রভৃতি লিঙ্গেরও সাধারণতা প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং তাহার বলেও অব্যভিচরিতভাবে ভূতাগ্নি বা জাঠরাগ্নি প্রভৃতিকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পূর্ব্বপক্ষী "যো ভানুনা" (ঋক্ সং ১০।৮৮।৩) ইত্যাদি মন্ত্রবর্ণবলে যে ভূতাগ্নির দ্যুলোকাদির সহিত সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছিলেন (২।২।২৬সূঃ ১৩ বাক্য), উক্ত মন্ত্রবর্ণে শুদ্ধ ভূতাগ্নি প্রতিপাদিত হয় নাই, পরন্তু উক্তস্থলে ভূতাগ্নিতে ঈশ্বরদৃষ্টি অবলম্বনে স্তুতি মাত্র বিবক্ষিত, যথা—"যিনি (—যে পরমেশ্বর, স্বীয় কার্য্যভূত] সূর্য্যরূপে এই দ্যুলোক ও পৃথিবীকে এবং তাহাদের মধ্যবর্ত্তী অন্তঃরিক্ষকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা ধ্যান করি", ইত্যাদি। এইভাবে ২৩ ও ২৪ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে প্রদর্শিত পূর্ব্বপক্ষীর সমস্ত প্রমাণগুলি নিরাকৃত হইল।

পরিগ্রহে বিরোধাভাবং দর্শয়তি—] **সাক্ষাৎ অপি**—জাঠরাগ্ন্যুপাধ্যাদিকল্পনাং বিনৈব [সর্ব্বাত্মকস্য বৈশ্বানরস্য ঈশ্বরস্য উপাসনাপরিগ্রহে] **অবিরোধম্**—বিরোধাভাবং, **জৈমিনিঃ**—আচার্য্যঃ জৈমিনিঃ [মন্যতে]।

অনুবাদ—[পূর্ব্বে অগ্নি প্রভৃতি শব্দের জাঠরাগ্নিরূপ অর্থ স্বীকার করিয়া লইয়া জাঠরবৈশ্বানরোপাধিক ব্রহ্ম, অথবা জাঠরাগ্নিপ্রতীক ব্রহ্ম উপাস্য, ইহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে উপাধিকল্পনা ব্যতিরেকেও সাক্ষাদ্ভাবেই পরমাত্মার উপাসনা গৃহীত হইলে বিরোধ হয় না, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—] **সাক্ষাৎ অপি**—জাঠরাগ্নিরূপ উপাধি প্রভৃতির কল্পনা ব্যতিরেকেই [সর্ব্বাত্মক বৈশ্বানররূপী ঈশ্বরের উপাসনা অঙ্গীকার করিলে] **অবিরোধম্**—বিরোধ হয় না, [ইহা] **জৈমিনিঃ**—আচার্য্য জৈমিনি মনে করেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

পূর্ব্বং জাঠরাগ্নিপ্রতীকঃ জাঠরাগ্ন্যুপাধিকঃ বা পরমেশ্বরঃ উপাস্যঃ ইতি উক্তম্, অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্বাদ্যনুরোধেন।১ ইদানীং তু বিনৈব প্রতীকোপাধিকল্পনাভ্যাং সাক্ষাৎ অপি পরমেশ্বরোপাসনপরিগ্রহে ন কশ্চিৎ বিরোধঃ ইতি জৈমিনিঃ আচার্য্যঃ মন্যতে।২ ননু জাঠরাগ্ন্যপরিগ্রহে অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্ববচনং শব্দাদীনি চ কারণানি বিরুধ্যেরন্ ইতি।৩ অত্র উচ্যতে—অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্ববচনং তাবৎ ন বিরুধ্যতে।৪ নহি ইহ "পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ"

ভাষ্যানুবাদ

[আচার্য্য জৈমিনির মতে—পরমেশ্বর পুরুষশরীরে সম্পাদিত হন বলিয়া 'অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্ব' লিঙ্গপ্রমাণটী পরমেশ্বরেরই সমর্পক।]

পূর্ব্বে (—১।২।২৬ সূত্রে) 'শরীরাভ্যন্তরে অবস্থিতি' প্রভৃতির অনুরোধে জাঠরাগ্নি যাঁহার প্রতীক, অথবা জাঠরাগ্নি যাঁহার উপাধি, সেই পরমেশ্বর [বৈশ্বানরবিদ্যাতে] উপাস্য, ইহা বলা হইয়াছে।১ এক্ষণে কিন্তু ইহা বলা হইতেছে—প্রতীক অথবা উপাধিকল্পনা ব্যতিরেকে সাক্ষাদ্ভাবেই পরমেশ্বরের উপাসনা পরিগৃহীত হইলে কোনপ্রকার বিরোধ হয় না, ইহা আচার্য্য জৈমিনী মনে করেন।২

জৈমিনি মতে আশঙ্কা—যদি বলা হয়, জাঠরাগ্নি গৃহীত না হইলে শরীরাভ্যন্তরে অবস্থিতিবোধক [১০।৬।১।১১ শতপথ] বাক্য এবং শব্দপ্রভৃতি (—অগ্নিশব্দ বৃঃ ৫।৯; ও বৈশ্বানরশব্দ ছাঃ ৫।১১।৬) কারণসকল (—জাঠরাগ্নিবোধক প্রমাণসকল) বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে, ইত্যাদি।৩

জৈমিনিমতে সমাধান—এইবিষয়ে বলা হইতেছে, শরীরাভ্যন্তরে অবস্থিতি-বোধক বাক্যটি বিরুদ্ধ হয় না।৪ যেহেতু এখানে (—এই শতপথব্রাহ্মণবাক্যে) "পুরুষসদৃশরূপে এবং পুরুষের দেহাভ্যন্তরে অবস্থিতরূপে জানেন", ইত্যাদি ইহা (—এই অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্ব) জাঠরাগ্নিবোধনের অভিপ্রায়ে কথিত হইতেছে না, যেহেতু তাহা প্রস্তাবিত হয় নাই (—ইহা জাঠরাগ্নির প্রকরণ নহে) এবং যেহেতু

শাঙ্করভাষ্যম্

(শতঃ ব্রাঃ ১০।৬।১।১১) ইতি জাঠরাগ্ন্যভিপ্রায়েণ ইদম্ উচ্যতে, তস্য অপ্রকৃতত্বাৎ অসংশব্দিতত্বাৎ চ।৫ কথং তর্হি?৬ যৎ প্রকৃতং মূর্ধাদিচুবুকান্তেষু পুরুষাবয়বেষু পুরুষবিধত্বং কল্পিতং, তদভিপ্রায়েণ ইদম্ উচ্যতে—"পুরুষবিধং পুরুষে অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ" ইতি।৭ যথা 'বৃক্ষে শাখাং প্রতিষ্ঠিতাং পশ্যতি' ইতি, তদ্বৎ।৮ অথবা যঃ প্রকৃতঃ পরমাত্মা অধ্যাত্মম্ অধিদৈবতং চ পুরুষবিধত্বোপাধিঃ, তস্য যৎ কেবলং সাক্ষিরূপং, তদভিপ্রায়েণ ইদম্ উচ্যতে—"পুরুষে অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ" ইতি।৯ নিশ্চিতে চ পূর্ব্বাপরালোচনবশেন পরমাত্মপরিগ্রহে তদ্বিষয়ঃ এব বৈশ্বানরশব্দঃ কেনচিৎ যোগেন

ভাষ্যানুবাদ

তাহা অসংশব্দিতও বটে (—অগ্নি ও বৈশ্বানরশব্দ ঈশ্বরেরই বাচক হওয়ায় এখানে জাঠরাগ্নির কথা বলাই হয় নাই)।৫ আচ্ছা, তাহা হইলে কি বলা হইতেছে?৬ [তাহা বলিতেছেন—] মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া চুবুক পর্য্যন্ত [উপাসক] পুরুষের অবয়বসকলে প্রস্তাবিত যে পুরুষবিধতা (—ত্রৈলোক্যশরীরী বিরাট্ পুরুষের সাদৃশ্য, তাঁহার আকারের ন্যায় আকারবিশিষ্টতা) কল্পিত (—সম্পাদিত) হইয়াছে, তাহাকে অভিপ্রায় করিয়াই ইহা পঠিত হইতেছে—"পুরুষবিধং পুরুষে অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ", ইত্যাদি।৭ যেমন 'বৃক্ষে শাখাকে প্রতিষ্ঠিতরূপে দেখিতেছে', তদ্রূপ (৩৩)।৮

ভাবদীপিকা

(৩৩) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—শতপথব্রাহ্মণ ১০।৬।১।১০-১১ ইত্যাদি বাক্যে বর্ণিত এবং পরবর্ত্তী ১।২।৩১ সূত্রভাষ্যে বর্ণিতপ্রকারে উপাসকপুরুষের মস্তক হইতে চুবুক (—দাড়ি) পর্য্যন্ত অবয়বসকলে ঈশ্বর ত্রৈলোক্যশরীরী বিরাট্পুরুষরূপে সম্পাদিত হইয়াছেন। উপাসক পুরুষের অঙ্গে সম্পাদিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে পুরুষের শরীরাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত বলা হইতেছে। যেমন শাখা কাণ্ড পত্র স্কন্ধ ও মূল—এই সমুদায়াত্মক যে বৃক্ষ, শাখা সেই বৃক্ষে অন্তর্নিবিষ্ট; তদ্রূপ নখ হইতে শিখা পর্য্যন্ত অবয়বসমুদায়াত্মক যে উপাসকপুরুষের শরীর, তাহাতে তাহার "মস্তক হইতে চুবুক পর্য্যন্ত" অঙ্গসকল হয় অন্তর্নিবিষ্ট। বৃক্ষে অন্তর্নিবিষ্ট শাখাতে উপবিষ্ট পক্ষীকে যেমন বৃক্ষের অভ্যন্তরে অবস্থিত বলা হয়; তদ্রূপ অবয়বসমুদায়াত্মক উপাসকশরীরে অন্তর্নিবিষ্ট যে "মস্তক হইতে চুবুকান্ত অঙ্গসকল", তাহাতে সম্পাদিত যে ত্রৈলোক্যশরীরী বিরাট্পুরুষ বৈশ্বানর, তাঁহাকেও পুরুষের অন্তঃপ্রতিষ্ঠিত (—শরীরাভ্যন্তরে অবস্থিত) বলা হয়। আর এইরূপে উপাসক পুরুষের মস্তকাদি চিবুকান্ত নানা অঙ্গে, নানা অঙ্গযুক্ত অঙ্গিরূপে সম্পাদিত হইয়াছেন বলিয়া সেই বিরাট্পুরুষকে 'পুরুষবিধও' (—পুরুষসদৃশ, পুরুষের ন্যায় আকারবিশিষ্টও) বলা হয়। এইরূপে 'অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্বরূপ' জাঠরাগ্নিবোধক লিঙ্গপ্রমাণটী (২১ ভাবদীঃ) ত্রৈলোক্যশরীরী বিরাট্পুরুষরূপে সম্পাদিত পরমেশ্বরকেই সমর্পণ করিল [ধ্যানের দ্বারা স্বরূপ নিষ্পত্তিকে সম্পত্তি বা সম্পাদন বলে। ইহা পরে পরিস্কৃত হইবে

শাঙ্করভাষ্যম্

বর্ত্তিষ্যতে ।১০ 'বিশ্বশ্চায়ং নরশ্চেতি', 'বিশ্বেষাং বা অয়ং নরঃ', 'বিশ্বে বা নরা অস্য' ইতি বিশ্বানরঃ পরমাত্মা, সর্ব্বাত্মত্বাৎ ।১১

ভাষ্যানুবাদ

[আচার্য্য জৈমিনির মতে পক্ষান্তর—সাক্ষিচৈতন্যই 'অন্তঃপ্রতিষ্ঠিত'রূপে গ্রহণীয়।]

অথবা প্রকৃত (—প্রস্তাবিত) যে পরমাত্মা, অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত পুরুষবিধত্ব (৩৪) যাঁহার উপাধি, তাঁহার যে কেবল (—সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্ত) সাক্ষিস্বরূপতা, তাহা প্রতিপাদনের অভিপ্রায়েই "পুরুষের দেহাভ্যন্তরে অবস্থিতরূপে জানেন (—উপাসনা করেন"), ইত্যাদি ইহা কথিত হইতেছে (৩৫) ।৯

[জৈমিনি মতে—বৈশ্বানর ও অগ্নিশব্দের যৌগিকার্থ পরমাত্মা।]

[এইরূপে 'অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্ব' উক্তির অবিরোধ প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে বৈশ্বানর ও অগ্নিশব্দের অবিরোধ প্রদর্শন করিতেছেন—] পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনার বলে পরমাত্মা নিশ্চিতরূপে গৃহীত হইলে বৈশ্বানরশব্দটী কোনপ্রকার যৌগিকবৃত্তিদ্বারা তদ্বিষয়করূপেই বর্ত্তমান থাকিবে (-পরমাত্মাকেই স্বীয় অর্থরূপে সমর্পণ করিবে) ।১০ [সেই যৌগিকবৃত্তি প্রদর্শন করিতেছেন—] 'ইনি বিশ্ব (—সমগ্র) এবং নর (—জীব, অর্থাৎ সর্ব্বাত্মক হওয়ায় ইনি সর্ব্বজীবাত্মক'), অথবা বিশ্বের (—যাবতীয় কার্য্যবস্তুর) ইনি নর (—কর্ত্তা), অথবা 'বিশ্ব (—যাবতীয়) নরগণ (—জীবগণ) ইহার নিয়ম্যরূপে বর্ত্তমান', এইপ্রকার ব্যুৎপত্তিবলে যে বিশ্বানরশব্দ নিষ্পন্ন হয়, তাহার অর্থ—পরমাত্মা, যেহেতু তিনি সর্ব্বাত্মক (—যথাক্রমে সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বকারণ এবং সর্ব্বেশ্বর) ।১১ বিশ্বানরই বৈশ্বানর, এইস্থলে 'রাক্ষস ও বায়সাদিরন্যায়' (৩৬)

ভাবদীপিকা

(৩৪) **অধ্যাত্মপুরুষবিধত্ব** বলিতে—১।২।৩১ সূত্রভাষ্যে উদ্ধৃত "মূর্ধানম্ উপদিশৎ উবাচ এষঃ বৈ অতিষ্ঠা বৈশ্বানরঃ" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৬।১।১০,১১) ইত্যাদি শ্রুতিতে যে উপাসকের তত্তৎ অঙ্গে, ত্রৈলোক্যশরীরী বিরাট্-উপাধিক পরমাত্মার (১।২।২৪ সূঃ ২১-২২ বাক্য) তত্তৎ অঙ্গের সম্পাদন উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে বুঝিতে হইবে। আর **অধিদৈবতপুরুষবিধত্ব** বলিতে "বৈশ্বানরস্য মূর্ধা এব সুতেজাঃ" (ছাঃ ৫।১৮।২) ইত্যাদি শ্রুতিতে বিরাট্-রূপী পরমেশ্বরের যে অবয়ব বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকে বুঝিতে হইবে। বলা বাহুল্য শতপথব্রাহ্মণের উক্তস্থলে এবং ছান্দোগ্যের এইস্থলে এক বৈশ্বানরবিদ্যাই বর্ণিত হইয়াছে, ইহাদের গুণোপসংহার (—সর্ব্বশাখাতে পঠিত উপাসনাঙ্গসকলের একত্র সমাহার) ৩।৩।৩২ ভূমজ্যায়স্ত্বাধিকরণে আলোচিত হইবে।

(৩৫) এইস্থলে 'অন্তঃপ্রতিষ্ঠিত' এই শব্দের লাক্ষণিক অর্থ করা হইল—অভ্যন্তরে অবস্থিত 'সাক্ষিচৈতন্য'। যেহেতু পরমেশ্বর পুরুষের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিতরূপে, অর্থাৎ হৃদয়াভ্যন্তরে উদাসীন সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন, সেইহেতু 'অন্তঃপ্রতিষ্ঠিত'শব্দের অজহল্লক্ষণাবৃত্তিতে অর্থ হইবে—'অন্তঃপ্রতিষ্ঠিত সাক্ষিচৈতন্য'। জাঠরাগ্নির কোন প্রসঙ্গই এখানে নাই, ইহাই ভাব।

(৩৬) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—'বিশ্বানর' এই শব্দের উত্তর স্বার্থে 'ষ্ণ' প্রত্যয় হইয়া বৈশ্বানর

শাঙ্করভাষ্যম্

বিশ্বানরঃ এব বৈশ্বানরঃ, তদ্ধিতঃ অনন্যার্থঃ, রাক্ষসবায়সাদিবৎ ।১২ অগ্নিশব্দঃ অপি অগ্রণীত্বাদিযোগাশ্রয়ণেন পরমাত্মবিষয়ঃ এব ভবিষ্যতি ।১৩ গার্হপত্যাদিকল্পনং প্রাণাহুত্যধিকরণত্বং চ পরমাত্মনঃ অপি সর্ব্বাত্মত্বাৎ উপপদ্যতে ।১৪॥১।২।২৮॥

ভাষ্যানুবাদ

অনন্যার্থে (—স্বার্থে) তদ্ধিত হইয়াছে ।১২ [অগ্নিশব্দ কিপ্রকারে পরমেশ্বরকে সমর্পণ করে, তাহা বলিতেছেন—] অগ্নিশব্দটীও অগ্রণীত্ব ইত্যাদি যৌগিকবৃত্তিকে আশ্রয়দ্বারা পরমাত্মবিষয়কই হইবে (৩৭) ।১৩ [হোমাধারতা ও প্রাণাহুত্যধিকরণতা-রূপ যে জাঠরাগ্নিবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করা হইয়াছে (১৯ এবং ২০ ভাবদীঃ) তাহা স্বানুকূল করিতেছেন—বৈশ্বানরোপাসকের হৃদয় প্রভৃতিতে] গার্হপত্যাদি অগ্নির কল্পনা (ছাঃ ৫।১৮।২) এবং প্রাণাহুতির অধিকরণ হওয়া (ছাঃ ৫।১৯।১) পরমাত্মার পক্ষেও হয় সঙ্গত, যেহেতু তিনি সর্ব্বাত্মক (—সর্ব্বস্বরূপ পরমাত্মা গার্হ-পত্যাগ্নি প্রভৃতিরও স্বরূপ, অগ্নির ধর্ম্ম সর্ব্বাত্মক পরমাত্মাতেও বর্ত্তমান আছে, ইহাই ভাব) ।১৪॥১।২।২৮॥

ভাবদীপিকা

শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে ; স্বার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় জন্য তাহার অর্থ বৈলক্ষণ্য হয় না। যেমন 'বয়ঃ এব বায়সঃ' এইস্থলে স্বার্থে 'ষ্ণ' প্রত্যয় হইলেও এবং 'রক্ষঃ এব রাক্ষসঃ' এইস্থলে রক্ষঃ শব্দের উত্তর স্বার্থে 'অণ্' এই তদ্ধিত প্রত্যয় হইলেও, তাহাদের অর্থের কোন বৈলক্ষণ্য হয় না, তদ্রূপ।

(৩৭) এইস্থলে এইভাবে বুঝিতে হইবে—গতিবোধক 'অগি' এই ধাতুর উত্তর 'নি' প্রত্যয় করিলে 'অগ্নি' শব্দটী নিষ্পন্ন হয়। অগ্নিই যজ্ঞাদিজন্য কর্ম্মফলপ্রাপ্তির হেতু, অথবা পরম্পরাসম্বন্ধে কর্ম্মফলভোগের জন্য প্রাণিগণের জন্মের হেতু। সেইহেতু 'অগ্রকে' অর্থাৎ কর্ম্মফলকে 'অঙ্গয়তি' অর্থাৎ প্রাপ্ত করায়, এইপ্রকার ব্যুৎপত্তিদ্বারা অগ্নিকে বলা হয়—'অগ্রণী'। পরমাত্মাও হন জগতের জন্মের হেতু এবং কর্ম্মফলদাতা, সেইহেতু তাঁহাকেও বলা হয় 'অগ্রণী'। এইপ্রকারে বাজসনেয়-শাখাতে (—বৃহদারণ্যক ৫।৯, এবং শতঃ ব্রাঃ ১০।৬।১।১১) পঠিত 'অগ্নিশব্দটীর যৌগিকার্থ হয় পরমাত্মা। ছান্দোগ্যে পঠিত বৈশ্বানরশব্দের অর্থও যে পরমাত্মা, ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং পরমেশ্বরই যে বৈশ্বানরবিদ্যাতে উপাস্য, ইহাই সিদ্ধ হয়। কিন্তু "রূঢ়িঃ যোগম্ অপহরতি" (—শক্তিবৃত্তিলভ্য অর্থ যৌগিকার্থকে অপহরণ করে, অর্থাৎ তদপেক্ষা বলবান্ হয়), এই সর্ব্বস্বীকৃত নিয়মবলে পরমেশ্বররূপ যৌগিকার্থ হইতে জাঠরাগ্নিরূপ রূঢ় অর্থ প্রবল হইলেও প্রস্তাবিতস্থলে তাহা সম্ভব হইতেছে না; কারণ অন্য প্রমাণসকলের বলে অগ্নি ও বৈশ্বানর-শব্দের জাঠরাগ্নি ও ভূতাগ্নি প্রভৃতি অর্থ বাধিত হইয়া পড়িতেছে। সেইহেতু এখানে বৈশ্বানর ও অগ্নিশব্দের পরমেশ্বররূপ যৌগিকার্থই গ্রহণীয়, ইহা সিদ্ধ হইতেছে। [এখানে একটী বিষয় অবগত হইতে হইবে, যৌগিকার্থ হইতে রূঢ় অর্থ বলবান্ কেন ? তাহা বলা হইতেছে—শব্দের রূঢ়ার্থ ঝটিতি বুদ্ধিতে আরোহণ করে। কিন্তু পদের প্রকৃতি ও

শাঙ্করভাষ্যম্

শাঙ্করভাষ্যম্—কথং পুনঃ পরমেশ্বরপরিগ্রহে প্রাদেশমাত্রশ্রুতিঃ উপপদ্যতে ইতি? তাং ব্যাখ্যাতুম্ আরভতে—

ভাষ্যানুবাদ—আচ্ছা, [বৈশ্বানরশব্দে] পরমেশ্বর গৃহীত হইলে প্রাদেশমাত্র শ্রুতি (—বৈশ্বানরের প্রাদেশপরিমাণতাবোধক ছাঃ ৫।১৮।১ শ্রুতিবাক্য) কিপ্রকারে সঙ্গত হইবে ? [তদুত্তরে বলিতেছেন—ভগবান সূত্রকার] তাহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইতেছেন—

অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ ॥১।২।২৯॥

পদচ্ছেদ—অভিব্যক্তেঃ, ইতি, আশ্মরথ্যঃ।

সূত্রার্থ—[অনবচ্ছিন্নস্য অপি পরমাত্মনঃ প্রাদেশমাত্রত্বম্ উপপদ্যতে। কুতঃ ?] **অভিব্যক্তেঃ**—উপাসকানাম্ অনুগ্রহায় পরমেশ্বরঃ হৃদয়াদিস্থানেষু প্রাদেশপরিমাণঃ অভিব্যজ্যতে, **ইতি**শব্দঃ—প্রকারবচনঃ, **আশ্মরথ্যঃ**—আচার্য্যঃ আশ্মরথ্য [মন্যতে]।

অনুবাদ—[পরিচ্ছেদরহিত হইলেও পরমাত্মার প্রাদেশমাত্রতা হয় সঙ্গত। কিপ্রকারে ? তাহা বলিতেছেন—] **অভিব্যক্তেঃ**—যেহেতু উপাসকগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য পরমেশ্বর হৃদয়াদিস্থানসকলে প্রাদেশপরিমাণবিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হন, **ইতি**—এইপ্রকার, **আশ্মরথ্যঃ**—আচার্য্য আশ্মরথ্য মনে করেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

অতিমাত্রস্যাপি পরমেশ্বরস্য প্রাদেশমাত্রত্বম্ অভিব্যক্তি-নিমিত্তং স্যাৎ ।১ অভিব্যজ্যতে কিল প্রাদেশমাত্রপরিমাণঃ পরমেশ্বরঃ উপাসকানাং কৃতে ।২ প্রদেশেষু বা হৃদয়াদিষু উপলব্ধিস্থানেষু বিশেষেণ অভিব্যজ্যতে ।৩ অতঃ পরমেশ্বরে

ভাষ্যানুবাদ

[আচার্য্য আশ্মরথ্যের মতে—উপাসকের পরিচ্ছিন্ন হৃদয়দেশে অপরিচ্ছিন্ন পরমেশ্বরের অভিব্যক্তিবশতঃ প্রাদেশমাত্রতার উপপত্তি।]

অতিমাত্র (—অসীম, বিভু) হইলেও পরমেশ্বরের যে প্রাদেশমাত্রতা (—১ ভাবদীঃ, পরিচ্ছিন্নপরিমাণযুক্ততা), তাহা অভিব্যক্তিরূপ নিমিত্তবশতঃ হইবে।১ [ইহাই ব্যাখ্যা করিতেছেন—] উপাসকগণের জন্য (—তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য) পরমেশ্বর প্রাদেশমাত্রপরিমাণযুক্তরূপে অভিব্যক্ত হন।২ [কিন্তু তিনি যে নিয়মতঃ প্রাদেশমাত্ররূপেই অভিব্যক্ত হন, এই বিষয়ে কোন নিশ্চায়ক হেতু পরিদৃষ্ট হইতেছে না, সেইহেতু এই ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। এইপ্রকার আশঙ্কা বশতঃ দ্বিতীয় ব্যাখ্যা করিতেছেন—] অথবা হৃদয় প্রভৃতি উপলব্ধিস্থানভূত

ভাবদীপিকা

প্রত্যয়াদির আলোচনাদ্বারে যৌগিকার্থের উপস্থিতি হয় বলিয়া তাহা রূঢ়ার্থাপেক্ষা বিলম্বে বুদ্ধিতে আরূঢ় হয়। সেইহেতু যৌগিকার্থ হইতে রূঢ়ার্থ হয় প্রবল। ইহাই 'রূঢ়িঃ যোগম্ অপহরতি', এই বিষয়ে যুক্তি]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপি প্রাদেশমাত্রশ্রুতিঃ অভিব্যক্তেঃ উপপদ্যতে ইতি আশ্মরথ্যঃ আচার্য্যঃ মন্যতে ।৪।।১।২।২৯।।

ভাষ্যানুবাদ

প্রদেশসকলে [পরমেশ্বর] বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হন।৩ অতএব [পরিচ্ছিন্ন-দেশে] অভিব্যক্ত হন বলিয়া পরমেশ্বরেও প্রাদেশমাত্র (—পরিচ্ছিন্নপরিমাণতা-বোধিকা) শ্রুতি সঙ্গত, ইহা আচার্য্য আশ্মরথ্য মনে করেন (৩৮) ।।৪।১।২।২৯।।

অনুস্মৃতের্বাদরিঃ ।।১।২।৩০।।

পদচ্ছেদ—অনুস্মৃতেঃ, বাদরিঃ।

সূত্রার্থ—[প্রাদেশমাত্রহৃদয়পুণ্ডরীকস্থেন মনসা] **অনুস্মৃতেঃ**—ধ্যানাৎ [পরমেশ্বরঃ প্রাদেশমাত্রঃ ইতি উপচর্য্যতে, ইতি] **বাদরিঃ**—আচার্য্যঃ বাদরিঃ [মন্যতে]।

অনুবাদ—[প্রাদেশমাত্রপরিমাণযুক্ত যে হৃদয়কমল, তৎস্থিত মনের দ্বারা] **অনুস্মৃতেঃ**—ধ্যান করা হয় বলিয়া [পরমেশ্বরকে গৌণভাবে প্রাদেশমাত্র বলা হয়, ইহা] **বাদরিঃ**—আচার্য্য বাদরি মনে করেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রাদেশমাত্রহৃদয়প্রতিষ্ঠেন বা অয়ং মনসা অনুস্মর্য্যতে, তেন প্রাদেশমাত্রঃ ইতি উচ্যতে ।১ যথা প্রস্থমিতাঃ যবাঃ প্রস্থাঃ ইতি উচ্যন্তে, তদ্বৎ ।২ যদ্যপি চ যবেষু স্বগতম্ এব পরিমাণং প্রস্থসম্বন্ধাৎ ব্যজ্যতে, ন চ ইহ পরমেশ্বরগতং কিঞ্চিৎ পরিমাণম্

ভাষ্যানুবাদ

[আচার্য্য বাদরির মতে—প্রাদেশমাত্রপরিমাণযুক্ত হৃদয়ে অবস্থিত যে প্রাদেশমাত্র মন, তাহার দ্বারা পরমেশ্বর স্মৃত হন বলিয়া তাঁহাতে প্রাদেশমাত্রতার উপপত্তি ; অথবা শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্যবলে তাহার উপপত্তি।]

অথবা ইনি (—পরমেশ্বর) প্রাদেশমাত্রপরিমাণযুক্ত যে হৃদয়, তাহাতে অবস্থিত [প্রাদেশমাত্র] মনের দ্বারা অনুস্মৃত (—উপাসিত) হন, সেইহেতু তাঁহাকে 'প্রাদেশমাত্র', এইপ্রকার বলা হয়।১ [অভিব্যঞ্জকের পরিমাণ যে অভিব্যঙ্গ্যে প্রতিভাত হয়, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন প্রস্থের (৩৯) দ্বারা পরিমিত যবসকলকে প্রস্থসকল বলা হয়, তদ্রূপ।২ আর যদিও যবসকলে [তাহাদের] স্বগত পরিমাণই প্রস্থের সহিত সম্বন্ধবশতঃ অভিব্যক্ত হয়, এখানে

ভাবদীপিকা

(৩৮) ১।২।২৯ সূত্র হইতে ১।২।৩২ সূত্র পর্য্যন্ত ভাষ্যে জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণরূপে উপন্যস্ত 'প্রাদেশমাত্রত্ব'রূপ জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণের (৭ ভাবদীঃ) ব্রহ্মবোধকতা প্রদর্শিত হওয়ায় প্রাদেশমাত্রশ্রুতি যে অসাধারণভাবে জীববোধক নহে, পরন্তু ব্রহ্ম ও জীববোধক সাধারণ প্রমাণ, ইহা প্রদর্শিত হইতেছে।

(৩৯) 'প্রস্থ' একপ্রকার পরিমাণ, অর্থাৎ মাপ। তাহা এইপ্রকার—৪ ধানে ১ রতি, ৫ রতিতে ১ পল, ৪ পলে ১ প্রকুঞ্চক, ৪ প্রকুঞ্চকে ১ মুষ্টি, ৪ মুষ্টিতে ১ কুড়ব, ৪ কুড়বে ১ প্রস্থ।

শাঙ্করভাষ্যম্

অস্তি, যৎ হৃদয়সম্বন্ধাৎ ব্যজ্যতে ।৩ তথাপি প্রযুক্তায়াঃ প্রাদেশমাত্রশ্রুতেঃ সম্ভবতি যথাকথঞ্চিৎ অনুস্মরণম্ 'আলম্বনম্ ইতি উচ্যতে ।৪ প্রাদেশমাত্রত্বেন বা অয়ম্ অপ্রাদেশমাত্রঃ অপি অনুস্মরণীয়ঃ, প্রাদেশমাত্রশ্রুত্যর্থবত্তায়ৈ ।৫ এবম্ অনুস্মৃতিনিমিত্তা পরমেশ্বরে প্রাদেশমাত্রশ্রুতিঃ ইতি বাদরিঃ আচার্য্যঃ মন্যতে ।৬॥১।২।৩০॥

ভাষ্যানুবাদ

কিন্তু পরমেশ্বরগত কোনপ্রকার পরিমাণ নাই, যাহা হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধবশতঃ অভিব্যক্ত হইবে ।৩ তথাপি [উপাসনাতে] প্রযুক্ত প্রাদেশমাত্র শ্রুতি (—প্রাদেশমাত্রপরিমাণবোধক শ্রুতিবাক্য) থাকায় [তাহার বলে] অনুস্মরণকে অবলম্বন (—প্রস্থের ন্যায় পরিমাণবোধনের উপায়) বলা হইতেছে, ইহা যথাকথঞ্চিৎ (—কোনপ্রকারে) সম্ভব (৪০) ।৪ অথবা ইনি (—পরমেশ্বর) প্রাদেশমাত্রপরিমাণযুক্ত না হইলেও প্রাদেশমাত্রশ্রুতির সার্থকতার জন্য প্রাদেশমাত্ররূপে উপাসনার যোগ্য (—শ্রুতিবাক্যবলে এইপ্রকারেই তাঁহাকে উপাসনা করিতে হইবে) ।৫ এইপ্রকারে প্রাদেশমাত্রপরিমাণবোধিকা শ্রুতি পরমেশ্বরে অনুস্মৃতির হেতু হইয়া থাকে, ইহা আচার্য্য বাদরি মনে করেন (৪১) ।৬॥১।২।৩০॥

সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি ॥১।২।৩১॥

পদচ্ছেদ—সম্পত্তেঃ, ইতি, জৈমিনিঃ, তথা, হি, দর্শয়তি।

সূত্রার্থ—[সম্প্রতি শ্রুত্যুক্তাং প্রাদেশমাত্রশ্রুতেঃ গতিমাহ—] **সম্পত্তেঃ**—মূর্ধপ্রভৃতি

ভাবদীপিকা

(৪০) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—প্রাদেশমাত্র পরিমাণবিশিষ্ট যে হৃদয়, তৎস্থিত প্রাদেশমাত্রপরিমাণযুক্ত মনের দ্বারা পরমেশ্বর স্মৃত অর্থাৎ উপাসিত হন বলিয়া হৃদয়ের প্রাদেশমাত্রতা মন ও স্মৃতিকে দ্বার করিয়া পরম্পরাসম্বন্ধে স্মর্য্যমান্ পরমেশ্বরে আরোপিত হইতেছে। এইহেতু ভাষ্যমধ্যে 'যথাকথঞ্চিৎ' এইপ্রকার পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। পরমেশ্বরের প্রাদেশমাত্রতাবোধিকা শ্রুতির ইহাই আলম্বন, অর্থাৎ এইপ্রকার পরম্পরাসম্বন্ধে পরমেশ্বরের প্রাদেশমাত্রতা বোধনেই শ্রুতির তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। যদি বলা হয়—হৃদয়গত পরিমাণ মনঃদ্বারে স্মৃতিতে আগমন করে, স্মৃতিদ্বারে তাহা পরমেশ্বরে আরোপিত হয়। পরমেশ্বর হন সেই স্মৃতির বিষয়। সুতরাং স্মৃতি হয় বিষয়ী। এইরূপে স্মৃতি ও পরমেশ্বরের মধ্যে বিষয়-বিষয়িরূপ ভেদ থাকায় স্মৃতিনিষ্ঠ প্রাদেশপরিমাণতা কিপ্রকারে পরমেশ্বরে আরোপিত হইবে? এইপ্রকার আশঙ্কা হয় বলিয়া ব্যাখ্যান্তর প্রদর্শন করিতেছেন—**প্রাদেশমাত্রত্বেন**—'অথবা' ইত্যাদি।

(৪১) ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলেন—১।২।২৯-৩০ সূত্রদ্বয়ে প্রাদেশমাত্রশ্রুতির মুখ্যার্থ লব্ধ না হওয়ায় এবং তাদৃশ ব্যাখ্যা অন্য শ্রুতিবাক্যের অনুকূল না হওয়ায় এই পক্ষদ্বয় সিদ্ধান্তসম্মত নহে। প্রকটার্থকার ও ন্যায়নির্ণয়কার বলিয়াছেন—"ইহা যথাকথঞ্চিৎ ব্যাখ্যা", সাক্ষাৎশ্রুত্যুক্তব্যাখ্যা পরবর্ত্তী সূত্রে প্রদর্শিত হইতেছে।

চুবুকান্তে প্রাদেশমাত্রে বৈশ্বানরস্য উপাস্যত্বপ্রতিপাদনাৎ [পরমেশ্বরস্য প্রাদেশমাত্রত্বং সম্পন্নম্। ততশ্চ প্রাদেশমাত্রত্বসম্পত্তেঃ প্রাদেশমাত্রশ্রুতিঃ উপপদ্যতে], **ইতি, জৈমিনিঃ**—আচার্য্যঃ জৈমিনিঃ [মন্যতে]। **হি**—যস্মাৎ, **তথা**—বৈশ্বানরস্য প্রাদেশমাত্রসম্পত্তিঃ, **দর্শয়তি**—"প্রাদেশমাত্রম্ ইব হ বৈ দেবাঃ" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৬।১।১০-১১) ইত্যাদি শ্রুতিঃ দর্শয়তি।

অনুবাদ—[এক্ষণে প্রাদেশমাত্রশ্রুতির শ্রুতিপ্রতিপাদিত ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিতেছেন—] **সম্পত্তেঃ**—মস্তক হইতে চিবুক পর্য্যন্ত প্রাদেশমাত্রস্থানে বৈশ্বানরের উপাস্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া [পরমেশ্বরের প্রাদেশমাত্রতা সম্পাদিত হয়। আর সেই প্রাদেশমাত্রতা সম্পাদিত হওয়ায় প্রাদেশমাত্রপরিগাণবোধিকা শ্রুতি হয় উপপন্ন], **ইতি**—ইহা, **জৈমিনিঃ**—আচার্য্য জৈমিনি [মনে করেন]। **হি**—যেহেতু, **তথা**—বৈশ্বানরের প্রাদেশমাত্রতাসম্পাদন, **দর্শয়তি**—"পূর্ব্বকালে দেবতাগণ প্রাদেশমাত্ররূপে" ইত্যাদি শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

সম্পত্তিনিমিত্তা বা স্যাৎ প্রাদেশমাত্রশ্রুতিঃ।১ কুত?২ তথাহি সমানপ্রকরণং বাজসনেয়িব্রাহ্মণং দ্যুপ্রভৃতীন্ পৃথিবীপর্য্যন্তান্ ত্রৈলোক্যাত্মনঃ বৈশ্বানরস্য অবয়বান্, অধ্যাত্মমূর্ধাপ্রভৃতিষু চুবুকপর্য্যন্তেষু দেহাবয়বেষু সম্পাদয়ৎ প্রাদেশমাত্রসম্পত্তিং পরমেশ্বরস্য দর্শয়তি—"প্রাদেশমাত্রম্ ইব হ বৈ দেবাঃ সুবি-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—আচার্য্য জৈমিনির মতে—প্রাদেশমাত্রশ্রুতির (ছাঃ ৫।১৮।১) শ্রুতিসম্মত তাৎপর্য্য—উপাসকের মস্তক হইতে চিবুক পর্য্যন্ত স্থানে বৈশ্বানর আত্মার সম্পাদন।]

[এক্ষণে শ্রুতিবর্ণিত প্রাদেশমাত্রতার শ্রুতিসম্মত তাৎপর্য্য কি, তাহা বর্ণনা করিতেছেন—] অথবা প্রাদেশমাত্রপরিমাণবোধিকা শ্রুতি সম্পত্তিরূপ (৪২) নিমিত্ত-বশতঃ হইবে (—সম্পাদন প্রতিপাদন করাই প্রাদেশমাত্রপরিমাণবোধক শ্রুতি-বাক্যের তাৎপর্য্য)।১ কিপ্রকারে ইহা অবগত হওয়া যায়?২ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেমন দেখ, সমানপ্রকরণবিশিষ্ট (—একই বৈশ্বানরবিদ্যাপ্রতিপাদক) বাজসনেয়ক ব্রাহ্মণ দ্যুলোক হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবী পর্য্যন্ত যে ত্রৈলোক্যশরীরী বৈশ্বানরের অবয়বসকল, তাহাদিগকে অধ্যাত্ম (—উপাসকের শরীরসম্বন্ধী) মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া চিবুক পর্য্যন্ত দেহাবয়বসকলে সম্পাদন করতঃ

ভাবদীপিকা

(৪২) ধ্যানের দ্বারা স্বরূপনিষ্পত্তিকে **সম্পাদন** বা **সম্পত্তি** বলে। অর্থাৎ স্বভাবতঃ অল্পপরিমাণবিশিষ্ট বা নিকৃষ্ট কোন বস্তুকে যথাক্রমে মহদ্বস্তুরূপে বা উৎকৃষ্টবস্তুরূপে কল্পনা করিয়া ধ্যান করাকে সম্পত্তি বা সম্পাদন বলা হয়। যেমন প্রস্তাবিতস্থলে পরমেশ্বর নিরবয়ব ও অপরিচ্ছিন্ন হইলেও উপাসকের মস্তক হইতে চিবুক পর্য্যন্ত এই প্রাদেশমাত্র (১ ভাবদীঃ) স্থানে পরমেশ্বরের বিভিন্ন কল্পিত অবয়বসকলের ধ্যানদ্বারা নিজেকেই পরমেশ্বররূপে চিন্তা (—ধ্যান) করা, ইহাই সম্পত্তি।

শাঙ্করভাষ্যম্

দিতাঃ অভিসম্পন্নাঃ, তথা নু বঃ এতান্ বক্ষ্যামি, যথা প্রাদেশ-মাত্রম্ এব অভিসম্পাদয়িষ্যামি ইতি সঃ হ উবাচ।৩ মূর্ধানম্ উপদিশন্ উবাচ—এষঃ বৈ অতিষ্ঠা বৈশ্বানরঃ ইতি।৪ চক্ষুষী উপদিশন্ উবাচ -এষঃ বৈ সুতেজাঃ বৈশ্বানরঃ ইতি।৫ নাসিকে উপদিশন্ উবাচ—এষঃ বৈ পৃথগ্‌বর্ত্মাত্মা বৈশ্বানরঃ ইতি।৬ মুখ্যম্ আকাশম্ উপদিশন্ উবাচ এষঃ বৈ বহুলঃ বৈশ্বানরঃ ইতি।৭ মুখ্যা অপঃ উপদিশন্ উবাচ-এষঃ বৈ রয়িঃ বৈশ্বানরঃ ইতি।৮ চুবুকম্ উপদিশন্ উবাচ এষঃ বৈ প্রতিষ্ঠা বৈশ্বানরঃ", (শতঃ ব্রাঃ

ভাষ্যানুবাদ

পরমেশ্বরের প্রাদেশমাত্রতাসম্পত্তি প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—"পূর্ব্বকালে দেবতাগণ [অপরিচ্ছিন্ন পরমেশ্বরকে] সম্পত্তিদ্বারা প্রাদেশমাত্ররূপে সম্যগ্‌ভাবে বিদিত হইয়াছিলেন, [অর্থাৎ] অভিসম্পন্ন হইয়াছিলেন (—সেই পরমেশ্বরকে প্রত্যগাত্ম-রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন), তোমাদিগের নিকট সেইপ্রকারে ইহাদিগকে (—দ্যুলোক প্রভৃতি অবয়বসকলকে) বর্ণনা করিব, যেপ্রকারে আমি [বৈশ্বানর আত্মাকে] প্রাদেশমাত্ররূপেই [মস্তকাদি অবয়বসকলে] সম্পাদন করাইব, এইপ্রকার তিনি (—রাজা অশ্বপতি) বলিলেন।৩ [নিজের] মস্তককে উপদেশ করিয়া (—হস্তের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া, রাজা অশ্বপতি] বলিলেন—'ইহা অতিষ্ঠা বৈশ্বানর (—ভূরাদি-লোকসকলের উর্দ্ধে অবস্থিত যে দ্যুলোক, তাহা বৈশ্বানর আত্মার মস্তক' (৪৩)।৪ চক্ষুর্দ্বয়কে উপদেশ কারয়া বলিলেন—'ইহা সুতেজা বৈশ্বানর (—শোভন তেজো-বিশিষ্ট সূর্য্য বৈশ্বানরের চক্ষু)।৫ নাসারন্ধ্রদ্বয়কে উপদেশ করিয়া বলিলেন—'ইহা পৃথগ্‌বর্ত্মাত্মা বৈশ্বানর (—নাসিকাস্থিত প্রাণবায়ুই বৈশ্বানর আত্মার প্রাণ)।৬ মুখমধ্যস্থ আকাশকে উপদেশ করিয়া বলিলেন—ইহা বহুল বৈশ্বানর (—ইহা বৈশ্বানর আত্মার শরীরমধ্যভাগ)।৭ মুখমধ্যস্থ জলকে (—লালাকে) উপদেশ করিয়া বলিলেন—'ইহা রয়ি বৈশ্বানর (—বৈশ্বানর আত্মার বস্তিদেশস্থ জল অর্থাৎ মূত্র')।৮ চিবুককে উপদেশ করিয়া বলিলেন—'ইহা প্রতিষ্ঠা বৈশ্বানর (—বৈশ্বানর আত্মার পদরূপা পৃথিবী) ইত্যাদি।৯ চুবুক বলিতে [মুখমণ্ডলের] নিম্নভাগস্থ

ভাবদীপিকা

(৪৩) এখানে উপাসনার প্রণালী এই—উপাসকের নিজের যে মস্তক, তাহাকে বৈশ্বানর আত্মার মস্তক যে দ্যুলোক, তদ্রূপে ধ্যান করিতে হইবে। চক্ষু প্রভৃতি সকলস্থলেই এইপ্রকার বুঝিতে হইবে। এইপ্রকার গভীর ধ্যানের ফলে উপাসকের তত্তৎ অবয়ব বৈশ্বানর আত্মার তত্তৎ অবয়বরূপে সম্পাদিত হওয়ায় চৈতন্যস্বরূপ যে উপাসক, তিনিও চৈতন্যস্বরূপ বৈশ্বানরাত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া পড়েন, ইহাই রহস্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

১০।৬।১।১০-১১) ইতি ।৯ চুবুকম্ ইতি অধরং মুখফলকম্ উচ্যতে ।১০ যদ্যপি বাজসনেয়কে দ্যৌঃ অতিষ্ঠাত্বগুণা সমাম্নায়তে, আদিত্যশ্চ সুতেজস্ত্বগুণঃ; ছান্দোগ্যে পুনঃ দ্যৌঃ সুতেজস্ত্বগুণা সমাম্নায়তে, আদিত্যশ্চ বিশ্বরূপত্বগুণঃ; তথাপি ন এতাবতা বিশেষেণ কিঞ্চিৎ হীয়তে, প্রাদেশমাত্রশ্রুতেঃ অবিশেষাৎ সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়ত্বাৎ চ ।১১ সম্পত্তিনিমিত্তাং প্রাদেশমাত্রশ্রুতিং যুক্ততরাং জৈমিনিঃ আচার্য্যঃ মন্যতে ।১২।।১।২।৩১।।

ভাষ্যানুবাদ

মুখফলক (—দাড়ি, থুতনী) কথিত হইতেছে ।১০ [যদি বলা হয়—গুণের (—উপাসনাঙ্গের) বিভিন্নতাবশতঃ শতপথের অগ্নিরহস্যে পঠিত বৈশ্বানরবিদ্যা হইতে ছান্দোগ্যে পঠিত বৈশ্বানরবিদ্যা ভিন্ন হইয়া পড়ে। সুতরাং শতপথবাক্যানুসারে ছান্দোগ্যপঠিত প্রাদেশমাত্রশ্রুতির (ছাঃ ৫।১৮।১) ব্যাখ্যা কিপ্রকারে সঙ্গত হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] যদিও বাজসনেয়কে (—শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণে) দ্যুলোক অতিষ্ঠাত্বগুণবিশিষ্টরূপে (—ভূরাদিলোকসকলের উর্দ্ধবর্ত্তিরূপে) পঠিত হইতেছে এবং আদিত্য সুতেজস্ত্বগুণবিশিষ্টরূপে পঠিত হইতেছে; আর ছান্দোগ্যে দ্যুলোক সুতেজস্ত্বগুণবিশিষ্টরূপে পঠিত হইতেছে এবং আদিত্য বিশ্বরূপত্বগুণযুক্তরূপে (—সর্ব্বরূপাত্মকত্বগুণযুক্তরূপে) পঠিত হইতেছে; তাহা হইলেও এইটুকুমাত্র বিশেষের (—প্রভেদের) দ্বারা কোনপ্রকার ক্ষতি হয় না, যেহেতু প্রাদেশমাত্রপরিমাণবোধিকা শ্রুতির কোন ভেদ নাই (—উভয়ত্রই তাহা সমান) এবং যেহেতু সকল শাখাতে [এই এক বৈশ্বানরবিদ্যারই] জ্ঞান (—(৪৪) প্রত্যভিজ্ঞা) হয় ।১১ [এইহেতু] সম্পত্তিই যাহার প্রয়োজন, সেই প্রাদেশমাত্রপরিমাণবোধিকা শ্রুতিকে আচার্য্য জৈমিনি ["অভিব্যক্তি" (১।২।২৯) এবং "অনুস্মৃতি" (১।২।৩০), এই পক্ষদ্বয় হইতে] অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে করেন ।১২।।১।২।৩১।।

ভাবদীপিকা

(৪৪) উক্ত আশঙ্কার উত্তরে যাহা বলা হইল, তাহার তাৎপর্য্য এই—তৃতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়পাদে "সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণ" (৩।৩।১ অধিঃ) এবং "সর্ব্বাভেদাধিকরণ" (৩।৩।৫ অধিঃ) প্রভৃতিস্থলে নির্ণীত ন্যায়সকলের বলে ইহা অবগত হওয়া যায় যে—শুক্লযজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ক শাখাতে এবং সামবেদীয় ছন্দোগশাখাতে পঠিত এই বৈশ্বানরবিদ্যা অভিন্ন বিদ্যা। আর বিদ্যা অভিন্ন হইলে তাহাতে সকল শাখাতে পঠিত গুণসকলের উপসংহার (—একত্র সমাবেশ) হইবে, ইহাও গুণোপসংহারপ্রসঙ্গে উক্তপাদে তত্তৎস্থলে নির্ণীত হইয়াছে। প্রস্তাবিতস্থলে বাজসনেয়কে (—শতপথব্রাহ্মণে) বৈশ্বানরের মস্তকরূপ যে দ্যুলোক, তাহা অতিষ্ঠাত্বগুণযুক্তরূপে পঠিত হইয়াছে, ছান্দোগ্যে তাহা পঠিত হইয়াছে—সুতেজস্ত্বগুণযুক্তরূপে। সেইহেতু

আমনন্তি চৈনমস্মিন্ ॥১।২।৩২॥

পদচ্ছেদ—আমনন্তি, চ, এনম্, অস্মিন্।

সূত্রার্থ—[প্রাদেশমাত্রশ্রুতিঃ সম্পত্তিনিমিত্তা ইত্যত্র শ্রুত্যন্তরম্ আহ—] **অস্মিন্**—প্রাদেশপরিমাণে মূর্ধচুবুকান্তরালে, **এনম্**—পরমেশ্বম্, [জাবালাঃ] **আমনন্তি**—"যঃ এষঃ অনন্তঃ অব্যক্তঃ আত্মা সঃ অবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিতঃ" (জাবা ২) ইত্যাদিনা পঠন্তি। চকারঃ—অত্র স্বল্পপরিমিতস্থানে সর্ব্বগতস্য ব্রহ্মণঃ অত্যন্তাসত্ত্বস্য শঙ্কায়াঃ অনুদয়ম্ আহ। [অতঃ প্রাদেশমাত্রশ্রুতিঃ উপপন্না। তস্মাৎ পরমেশ্বরোপাস্তিপরং বৈশ্বানরবাক্যম্ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[প্রাদেশমাত্রশ্রুতি যে সম্পত্তিরূপ প্রয়োজন সম্পাদন করে, এই বিষয়ে অন্য শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন—] **অস্মিন্**—মস্তক ও চিবুকের মধ্যবর্ত্তী প্রাদেশপরিমিত স্থানে, **এনম্**—পরমেশ্বরকে [জাবালশাখাধ্যায়িগণ] **আমনন্তি**—"এই যে অনন্ত এবং অব্যক্ত আত্মা, তিনি অবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিত", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা পাঠ করেন। চকারটী—এই অত্যন্ত অল্পপরিমিতস্থানে সর্ব্বগত ব্রহ্ম কিছুতেই থাকিতে (—সম্পাদিত হইতে) পারেন না, এইপ্রকার আশঙ্কার উদয় হইতে পারে না, ইহা বলিতেছে। [অতএব প্রাদেশমাত্র-পরিমাণবোধক শ্রুতিবাক্য উপপন্ন হইল। সেইহেতু বৈশ্বানরসম্বন্ধি বাক্য যে পরমেশ্বরের উপাসনাপ্রতিপাদক, ইহা সিদ্ধ হইল (৪৫)]।

ভাবদীপিকা

উক্ত গুণোপসংহারন্যায়বলে ছন্দোগশাখাধ্যায়িগণ স্বশাখাতে পঠিত সুতেজস্ত্বগুণের সহিত অতিষ্ঠাত্বগুণকেও গ্রহণ করিবেন এবং বাজসনেয়শাখাধ্যায়িগণ স্বশাখাতে পঠিত অতিষ্ঠাত্ব-গুণের সহিত সুতেজস্ত্বগুণকেও গ্রহণ করিবেন। ফলে উপাসনাপ্রয়োগে উভয়শাখাধ্যায়ীকেই স্বীয় মস্তককে অতিষ্ঠাত্ব এবং সুতেজস্ত্বগুণবিশিষ্ট দ্যুলোকরূপে ধ্যান করিতে হইবে। এইরূপে বাজসনেয়কে বৈশ্বানর আত্মার চক্ষুরূপ যে সূর্য্য তাহা সুতেজস্ত্বগুণযুক্তরূপে পঠিত হওয়ায় এবং ছান্দোগ্যে তাহা বিশ্বরূপত্বগুণযুক্তরূপে পঠিত হওয়ায়, উভয় শাখাধ্যায়িগণকেই উপাসনা-প্রয়োগে স্বীয় চক্ষুকে সুতেজস্ত্ব ও বিশ্বরূপত্বগুণযুক্ত আদিত্যরূপে ধ্যান করিতে হইবে। এইপ্রকারে উভয় শাখাতেই সকলগুণের সমাবেশ হওয়ায় গুণের বিভিন্নতাবশতঃ বিদ্যার বিভিন্নতা সিদ্ধ হয় না। সেইহেতু শতপথে বৈশ্বানরবিদ্যাতে পঠিত বাক্যসকলের অনুযায়িভাবে ছান্দোগ্যপঠিত প্রাদেশমাত্রশ্রুতির ব্যাখ্যা করিলে কোনপ্রকার অসঙ্গতি হয় না। রত্নপ্রভাকার বলিয়াছেন—"যদ্বা শাখাভেদেন গুণব্যবস্থা অস্তু, ন বিদ্যাভেদঃ"—'অথবা শাখাভেদে গুণের ব্যবস্থা হউক, বিদ্যা বিভিন্ন হইবে না"। ইহা কিপ্রকারে সঙ্গত হইবে, তাহা চিন্তনীয়; কারণ "ব্যবস্থা"শব্দের অর্থ—'যে শাখাতে যে গুণ পঠিত হইয়াছে, সেই শাখাধ্যায়িগণ তদ্‌গুণযোগেই উপাসনা করিবেন, শাখান্তর হইতে গুণান্তরের উপসংহার করিবেন না'। এই ব্যবস্থাকে সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিলে ৩।৩ গুণোপসংহারপাদে প্রদর্শিত ন্যায়সকল ব্যর্থ হইয়া পড়িবে।

(৪৫) লক্ষ্য করিতে হইবে—১।২।২৮ এবং ৩১ সূত্রে প্রদর্শিত আচার্য্য জৈমিনির প্রাদেশমাত্রশ্রুতিবিষয়ক ব্যাখ্যার অনুকূলে সূত্ররচনাদ্বারা আচার্য্য বাদরায়ণ স্বশিষ্য জৈমিনির অভিমত গ্রহণ করিলেন। ১।২।২৬ সূঃ ২৮-২৯ ভাষ্য বাক্য দ্রঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

আমনন্তি চ 'এনং' পরমেশ্বরম্ অস্মিন্ মূর্ধচুবুকান্তরালে জাবালাঃ—"যঃ এষঃ অনন্তঃ অব্যক্তঃ আত্মা সঃ অবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি ?১ সঃ অবিমুক্তঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি ?২ বরণায়াং নাস্যাং চ মধ্যে প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি।৩ কা বৈ বরণা কা চ নাসী ইতি" (জাবাঃ ২)।৪ তত্র চ ইমাম্ এব নাসিকাং বরণা নাসী ইতি নিরুচ্য-যা "সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়কৃতানি পাপানি বারয়তি ইতি সা বরণা, সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়কৃতানি পাপানি নাশয়তি ইতি সা নাসী" ইতি।৫ পুনঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—'প্রাদেশমাত্রশ্রুতি' যে 'সম্পত্তির' বোধক এই বিষয়ে শ্রুত্যন্তরসম্মতি প্রদর্শন।]

আর জাবালশাখাধ্যায়িগণ 'ইহাকে' অর্থাৎ পরমেশ্বরকে মস্তক ও চিবুকের এই মধ্যবর্ত্তিস্থলে [অবস্থিতরূপে] পাঠ করেন, যথা—"এই যে অনন্ত এবং অব্যক্ত (—দুর্ব্বিজ্ঞেয়) আত্মা (—পরমেশ্বর) তিনি অবিমুক্তে (—অবিদ্যা ও কামাদির দ্বারা বদ্ধ জীবে) প্রতিষ্ঠিত আছেন (৪৬)।১ সেই অবিমুক্ত (—বদ্ধ জীব) কোথায় প্রতিষ্ঠিত ?২ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] তিনি বরণা (—ভ্রূ) এবং নাসীর (—নাসিকার) মধ্যে প্রতিষ্ঠিত।৩ আচ্ছা, বরণাই বা কি এবং নাসীই বা কি" ? ইত্যাদি।৪ আর সেইস্থলে (—উক্ত শ্রুতিবাক্যে, ভ্রূসহ] এই নাসিকাকেই বরণা এবং নাসীরূপে নির্ব্বচন করিয়া [শ্রুতি বলিতেছেন—] যাহা "ইন্দ্রিয়কৃত পাপসমূহকে বারণ করে, তাহাই 'বরণা' (—ভ্রূ") এবং যাহা "ইন্দ্রিয়কৃত সমস্ত পাপকে নাশ করে, তাহাই নাসী (—নাসিকা, অর্থাৎ ঈশ্বর জীবরূপ আধার অবলম্বনে তথায় অবস্থান করেন, এইপ্রকার ধ্যানের ফলে পাপ নিবারিত হয়"),

ভাবদীপিকা

(৪৬) "পরমাত্মা জীবে প্রতিষ্ঠিত", ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই—ব্রহ্মই অবিদ্যাপ্রভাবে জীবরূপে প্রতিভাত হন, "অনেন জীবেন আত্মনা" (ছাঃ ৬।৩।২) ইত্যাদি শ্রুতি তাহাই বলেন। ব্যবহারদশাতে সেই অবিদ্যাকল্পিত ভেদকে আশ্রয় করিয়াই জীব ও ব্রহ্মের আধার-আধেয়ভাব উপাসনার জন্য কল্পিত হইতেছে।

অনুবাদমধ্যে "যঃ এষঃ অনন্তঃ অব্যক্তঃ" ইত্যাদি জাবালশ্রুতির যে অনুবাদ প্রদর্শিত হইল, তাহা ভামতী, রত্নপ্রভা ন্যায়নির্ণয় এবং ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার প্রভৃতির সম্মত। ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলিয়াছেন—"অবিমুক্তপদের দ্বারা কথিত জীবকে এবং তাহারও অভ্যন্তরে পরমাত্মাকে উপাসনা করিতে হইবে, ইহাই এখানে প্রতিপাদিত হইতেছে"। প্রকটার্থকার বলেন—'অবিমুক্ত'শব্দের অর্থ—'সদামুক্ত পরমাত্মা'। সুতরাং তাঁহার মতে—"বিম্বভূত সদামুক্ত পরমাত্মাতে প্রতিবিম্বভূত জীব অবস্থিত আছে", এইপ্রকার অর্থ পর্য্যবসিত হওয়ায় উপাসনার বিষয়ও ভিন্ন হইয়া পড়ে। জাবালোপনিষদের দীপিকাকার শ্রীমৎ শঙ্করানন্দের মতে, 'অবিমুক্ত'শব্দের অর্থ—'বিবিধ শক্তিযুক্ত সোপাধিক ঈশ্বর'। সুতরাং ইঁহার মতে উপাসনার বিষয় হয় অন্য আর একপ্রকার।

শাঙ্করভাষ্যম্

আমনন্তি—“কতমৎ চ অস্য স্থানং ভবতি ইতি।৬ ভ্রুবোর্ঘ্রাণস্য চ যঃ সন্ধিঃ সঃ এষঃ দ্যুলোকস্য পরস্য চ সন্ধিঃ ভবতি” (জাবাঃ ১) ইতি।৭ তস্মাৎ উপপন্না পরমেশ্বরে প্রাদেশমাত্রশ্রুতিঃ।৮ অভিবিমানশ্রুতিঃ প্রত্যগাত্মত্বাভিপ্রায়া।৯ প্রত্যগাত্মতয়া সর্ব্বৈঃ প্রাণিভিঃ অভিবিমীয়তে ইতি অভিবিমানঃ।১০ অভিগতঃ বা অয়ং প্রত্যগাত্মত্বাৎ, বিমানশ্চ মানবিয়োগাৎ ইতি অভিবিমানঃ।১১ অভি

ভাষ্যানুবাদ

ইত্যাদি।৫ [জাবালশাখাধ্যায়িগণ] পুনরায় পাঠ করিতেছেন—[“ভ্রূ এবং নাসিকা—এই দুইটীর মধ্যে] কোনটী ইহার (—অবিমুক্তের) স্থান ?৬ [উত্তর—] “ভ্রূযুগল এবং নাসিকার যাহা সন্ধিস্থল, তাহাই দ্যুলোকের (—স্বর্গের) এবং পরের (—ব্রহ্মলোকের) সন্ধিস্থল (৪৭)।৭ সেইহেতু (—শ্রুত্যন্তরেও এইপ্রকারে সম্পত্তি বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া) পরমেশ্বরে প্রাদেশমাত্রপরিমাণবোধিকা শ্রুতি [সম্পত্তি-দ্বারাই] উপপন্ন (—যুক্তিসঙ্গত) হয় (৪৮)।৮

[সিঃ—‘অভিবিমান’ শব্দটীর অর্থ নিরূপণ।]

[“যস্তু এতম্ এবং প্রাদেশমাত্রম্ অভিবিমানম্ আত্মানম্” (ছাঃ ৫।১৮।১) ইত্যাদি বিচার্য্য শ্রুতিবাক্যে পঠিত প্রাদেশমাত্র শ্রুতির ব্যাখ্যা শেষ করিয়া এক্ষণে ‘অভিবিমান’ শ্রুতিটীর ব্যাখ্যা করিতেছেন—] ‘অভিবিমান’ শ্রুতিটী প্রত্যগাত্মাকে বুঝাইবার অভিপ্রায়ে পঠিত হইয়াছে।৯ [কিপ্রকারে তাহা প্রত্যাগাত্মাকে বোধ করায় তাহা নির্ব্বচন করিতেছেন—] সকল প্রাণিগণকর্ত্তৃক প্রত্যগাত্মরূপে অভি-বিমীত (—‘আমি ব্রহ্ম’, এইরূপে বিজ্ঞাত) হন বলিয়া [সেই বৈশ্বানর হন] অভিবিমান (—অভিবিমানশব্দবাচ্য)।১০ অথবা ইনি (—বৈশ্বনর আত্মা) অভিগত (—সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বস্বরূপ), যেহেতু তিনি প্রত্যগাত্মা (—পরিচ্ছেদের হেতুভূত যে সর্ব্বোপাধি, তাহা হইতে বিনির্ম্মুক্ত শুদ্ধ আত্মা) এবং পরিমাণের বিয়োগ বশতঃ (—পরিমাণবিহীন হওয়ায়, তিনি হন] ‘বিমান’, এইরূপে (—এই

ভাবদীপিকা

(৪৭) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—ভ্রূযুগল এবং নাসিকার যে সন্ধিস্থল, তাহাই অবিমুক্তের স্থান, অবিমুক্ত সেইস্থলেই ধ্যেয়। আর সেই স্থানটীকেই স্বর্গ এবং ব্রহ্মলোকের [শঙ্করানন্দের মতে—স্বর্গ ও ভূর্লোকের] সন্ধিস্থলরূপে ধ্যান করিতে হইবে, ইহা প্রতিপাদনই এই বাক্যটীর তাৎপর্য্য। কিন্তু এই যে স্বর্গ ও ব্রহ্মলোকের সন্ধিস্থলরূপে ধ্যান, ইহা ‘সম্পাদন’ ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না, কারণ স্বর্গাদি বস্তুবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞান না থাকায় তাহাদের মুখ্যভাবে ধ্যান সম্ভব নহে।

(৪৮) পূর্ব্বপক্ষী যে ‘প্রাদেশমাত্রতাকে’ জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ মনে করিতেছিলেন (৭ ভাবদীঃ) এইরূপে তাহা নিরাকৃত হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিমিমীতে বা সর্ব্বং, জগৎকারণত্বাৎ ইতি অভিবিমানঃ ।১২ তস্মাৎ পরমেশ্বরঃ বৈশ্বানরঃ ইতি সিদ্ধম্ ।১৩॥১।২।৩২॥ ইতি সপ্তমং বৈশ্বানরাধিকরণম্ ।

ইতি শ্রীমদ্‌গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎ-পূজ্যপাদকৃতৌ শারীরকমীমাংসাভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্য [প্রায়েণ উপাস্যব্রহ্মবোধকঃ] অস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গশ্রুতিসমন্বয়াখ্যঃ দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ।

ভাষ্যানুবাদ

প্রকার ব্যুৎপত্তির দ্বারা, বৈশ্বানর হন] অভিবিমানশব্দবাচ্য ।১১ অথবা সকলকে অভিবিমীত (—নির্ম্মিত) করেন, যেহেতু তিনি জগৎকারণ, এইরূপে (—এই প্রকার ব্যুৎপত্তিবলে, বৈশ্বনর হন] অভিবিমানপদবাচ্য ।১২ সেইহেতু (—পরমেশ্বর-প্রতিপাদক হেতুসকল থাকায় এবং জাঠরাগ্নি প্রভৃতির প্রতিপাদক হেতুসকল না থাকায়) পরমেশ্বরই বৈশ্বানর, ইহা সিদ্ধ হইল ।১৩॥১।২।৩২॥ বৈশ্বানরাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।

বৈশ্বানরাধিকরণ সমাপ্ত ।

শারীরকমীমাংসাভাষ্যে প্রথমাধ্যায়ের [প্রায়শঃ উপাস্যব্রহ্মবোধক] অস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গ-শ্রুতিসমন্বয় নামক দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত ।

প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ

পাদপ্রতিপাদ্য—প্রধানভাবে নির্ব্বিশেষ জ্ঞেয় ব্রহ্মবোধক যৌগিকপদবহুল অস্পষ্ট-ব্রহ্মলিঙ্গশ্রুতিবাক্যসকলের সমন্বয়।

অবান্তরপাদসঙ্গতি—দ্বিতীয় পাদের আদিতে দ্রষ্টব্য।

১। দ্যুভ্বাদ্যধিকরণম্। [১-৭ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই জগতের অধিষ্ঠান।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে যেমন উপক্রমস্থ বৈশ্বানরাদি সাধারণশব্দ, বাক্য-শেষগত দ্যুমূর্দ্ধত্বাদিরূপ অসাধারণলিঙ্গপ্রমাণের বলে ব্রহ্মবোধকরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রস্তাবিত অধিকরণেও তদ্রূপ উপক্রমে সাধারণভাবে শ্রুত যে আয়তনতা (—দ্যুলোকাদির আয়তন অর্থাৎ আশ্রয় হওয়া), তাহা বাক্যশেষগত "অমৃতস্য এষঃ সেতুঃ" এইবাক্যে পঠিত যে সেতুশব্দ, তৎসূচিত 'সেতু হওয়া রূপ' লিঙ্গপ্রমাণবলে পরিচ্ছিন্ন প্রধানাদিরূপে ব্যাখ্যাত হইবে। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

সূত্রং প্রধানং ভোক্তেশো দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ভবেৎ।
শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধিভ্যাং ভোক্তৃত্বাচ্চেশ্বরেতরঃ॥
নাদ্যৌ পক্ষাবাত্মশব্দান্ন ভোক্তা মুক্তগম্যতঃ।
ব্র হ্ম প্র ক র ণা দী শঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিতস্তথা॥

অন্বয়—দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ভবেৎ, সূত্রং প্রধানং ভোক্তা ঈশঃ [বা]? শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধিভ্যাং ভোক্তৃত্বাৎ চ ঈশ্বরেতরঃ। আত্মশব্দাৎ আদ্যৌ পক্ষৌ ন, মুক্তগম্যতঃ ভোক্তা ন, ব্রহ্মপ্রকরণাৎ তথা সর্ব্বজ্ঞত্বাদিতঃ ঈশঃ।

সংশয়ঃ—[মুণ্ডকোপনিষদি শ্রূয়তে—"যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষম্ ওতং মনঃ সহ প্রাণৈঃ" (মুঃ ২।২।৫) ইত্যাদি। তত্র দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বস্য প্রধানাদিসাধারণত্বাৎ সংশয়ঃ ভবতি—কঃ] দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ভবেৎ, সূত্রং প্রধানং ভোক্তা ঈশঃ [বা]?

পূর্ব্বপক্ষ—["বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণ অয়ং চ লোকঃ...সন্দৃব্ধানি ভবন্তি" (বৃঃ ৩।৭।২) ইতি সূত্রাত্মনঃ দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বম্ অবগম্যতে। সাংখ্যস্মৃতিপ্রসিদ্ধ্যা সর্ব্বাধারত্বাবগমাৎ প্রধানম্ অপি দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্যাৎ। "তম্ এব একং জানথ আত্মানম্" (মুঃ ২।২।৫) ইতি অস্মিন্ এব দ্যুভ্বাদ্যায়তনে আত্মশব্দপ্রয়োগাৎ ভোক্তরি অপি দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বং সম্ভবতি। অতঃ] শ্রুতি-স্মৃতিপ্রসিদ্ধিভ্যাং ভোক্তৃত্বাৎ চ ঈশ্বরেতরঃ [কশ্চিৎ দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ভবতি]।

সিদ্ধান্ত—আত্মশব্দাৎ আদ্যৌ পক্ষৌ ন [দ্যুভ্বাদ্যায়তনে ভবতঃ। "যদা পশ্যঃ পশ্যতে··· পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্···নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যম্ উপৈতি" (মুঃ ৩।১।৩) ইতি শ্রুতস্য দ্যুভ্বাদ্যায়তনস্য] মুক্তগম্যতঃ ভোক্তা ন [দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ভবতি। "কস্মিন্ নু ভগবঃ বিজ্ঞাতে সর্ব্বম্ ইদং বিজ্ঞাতং ভবতি" (মুঃ ১।১।৩) ইতি একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানম্ উপক্রান্তং, "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুঃ ৩।২।৯) ইতি চ উপসংহৃতম্। অতঃ] ব্রহ্মপ্রকরণাৎ, তথা ["যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" (মুঃ ১।১।৯) ইতি শ্রুতিবর্ণিত-] সর্ব্বজ্ঞত্বাদিতঃ ঈশঃ [দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ভবতি]।

অনুবাদ

সংশয়—[মুণ্ডকোপনিষদে পঠিত হইতেছে—"যাঁহাতে দ্যুলোক পৃথিবী অন্তরিক্ষ এবং ইন্দ্রিয়বর্গসহ মন সমর্পিত আছে", ইত্যাদি। সেইস্থলে দ্যুলোক এবং ভূর্লোক প্রভৃতির আশ্রয় হওয়া প্রধান প্রভৃতির পক্ষেও সাধারণ হওয়ায় সংশয় হয়—] দ্যুলোক এবং ভূর্লোকাদির আশ্রয় কে হইবে? সূত্রাত্মা (—হিরণ্যগর্ভ), প্রধান, ভোক্তা (—জীব) অথবা ঈশ্বর?

পূর্ব্বপক্ষ—["হে গৌতম, বায়ুরূপ সূত্রের দ্বারাই এই লোক·· বিধৃত হইয়া আছে", এইপ্রকারে সূত্রাত্মা যে দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির আশ্রয়, ইহা অবগত হওয়া যায়। সাংখ্যস্মৃতির প্রসিদ্ধিবলে সর্ব্বাধারতা অবগত হওয়া যায় বলিয়া প্রধানও দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির আশ্রয় হইতে পারে। "সেই অদ্বিতীয় আত্মাকেই অবগত হইবে" এইপ্রকারে দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির আশ্রয়ভূত বস্তুতে আত্মশব্দের প্রয়োগ হওয়ায় ভোক্তা জীবাত্মাতেও দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির আশ্রয় হওয়া হয় সম্ভব। সেইহেতু] শ্রুতি ও স্মৃতিতে প্রসিদ্ধিবশতঃ এবং ভোক্তা হওয়ায় ঈশ্বর হইতে ভিন্ন কেহ দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির আশ্রয় হইবে।

সিদ্ধান্ত—আত্মশব্দের প্রয়োগ থাকায় প্রথম পক্ষদ্বয় (—সূত্রাত্মা ও প্রধান) দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির আশ্রয় নহে। ["দ্রষ্টা যখন···ব্রহ্মযোনিরূপ পুরুষকে (—জগৎকারণ ব্রহ্মকে) দর্শন করেন···তখন নির্লেপ হইয়া নিরতিশয় সমতা প্রাপ্ত হন", এইপ্রকারে শ্রুতিতে বর্ণিত যে দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির আশ্রয়, তিনিই] মুক্তপুরুষের প্রাপ্য হওয়ায় ভোক্তা জীব দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির আশ্রয় নহে। ["হে ভগবন্, কোন বস্তুটী বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্তই বিজ্ঞাত হয়", এইপ্রকারে উপক্রমে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, আর "যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান", এইপ্রকারে উপসংহৃত হইয়াছে, এইহেতু (—তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গের সদ্ভাববশতঃ, ইহা] ব্রহ্মবিষয়ক প্রকরণ হওয়ায় এবং ["যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিদ্", এই শ্রুতিতে বর্ণিত] সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি বশতঃ ঈশ্বর হন দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির আশ্রয়।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, প্রধানাদির উপাসনা। সিদ্ধান্তে—ব্রহ্মজ্ঞান।

দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ ॥১।৩।১॥

সূত্রার্থ—[মুণ্ডকে শ্রূয়তে—"যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষম্" (মুঃ ২।২।৫) ইত্যাদি। তত্র দ্যুভ্বাদীনাম্ ওতত্বশ্রবণাৎ কিঞ্চিৎ আয়তনং প্রতীয়তে। তৎ কিং প্রধানম্, উত জীবঃ, আহোস্বিৎ ব্রহ্ম ইতি সংশয়ে; প্রধানাদিঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **দ্যুভ্বাদ্যায়তনম্**—দ্যৌশ্চ ভূশ্চ দ্যুভ্বৌ, দ্যুভ্বৌ আদী যস্য দ্যৌঃপৃথিব্যন্তরিক্ষমিত্যেবমাত্মকস্য জগতঃ, তদ্দ্যুভ্বাদি, তস্য আয়তনম্— অধিষ্ঠানম্ [ব্রহ্ম এব। কুতঃ?] **স্বশব্দাৎ**—"তম্ এব একং জানথ আত্মানম্" (মুঃ ২।২।৫), ইতি স্বস্য—পরব্রহ্মণঃ বাচকঃ যঃ আত্মশব্দঃ, তস্য শ্রবণাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[মুণ্ডকে পঠিত হইতেছে—"যাঁহাতে দ্যুলোক পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ সমর্পিত আছে", ইত্যাদি। সেইস্থলে দ্যুলোক ও ভূর্লোক প্রভৃতি কোন কিছুতে সমর্পিত আছে', এই প্রকার শ্রুত হইতেছে বলিয়া কোন অধিষ্ঠানের প্রতীতি হইতেছে। তাহা (—সেই অধিষ্ঠান) কি প্রধান, অথবা জীব, কিম্বা ব্রহ্ম — এইপ্রকার সংশয় হইলে; 'প্রধান প্রভৃতি', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **দ্যুভ্বাদ্যায়তনম্**—দ্যুলোক এবং ভূর্লোক—দ্যুলোকভূর্লোক

(দ্বন্দ্বসমাস), সেই দ্যুলোকভূর্লোক হয় আদি (—প্রথমে পঠিত) যাহার অর্থাৎ যে দ্যুলোক পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ প্রভৃতিরূপ জগতের, তাহাই দ্যুলোকভূর্লোকাদি [বহুব্রীহি], তাহার আয়তন—অধিষ্ঠান (ষষ্ঠীতৎপুং) হন ব্রহ্মই। [তাহাতে প্রমাণ কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **স্বশব্দাৎ**—যেহেতু "অদ্বিতীয় সেই আত্মাকেই অবগত হইবে", এইপ্রকারে নিজের—পরব্রহ্মের বাচক যে আত্মশব্দ, তাহা শ্রুত হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইদং শ্রূয়তে—"যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ। তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ" ॥ (মুঃ ২।২।৫) ইতি।১ অত্র যদ্ এতৎ দ্যুপ্রভৃতীনাম্ ওতত্ববচনাৎ আয়তনং কিঞ্চিৎ অবগম্যতে, তৎ কিং পরং ব্রহ্ম স্যাৎ, আহোস্বিৎ অর্থান্তরম্ ইতি সন্দিহ্যতে।২ তত্র অর্থান্তরং কিমপি আয়তনং স্যাৎ ইতি প্রাপ্তম্।৩ কস্মাৎ ?৪ "অমৃতস্য এষঃ

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয়বাক্য। দ্যুলোকাদির আশ্রয় হওয়ারূপ সাধারণ ধর্ম্ম দর্শনে সংশয়।]

শ্রুতিতে ইহা পঠিত হইতেছে—"যাঁহাতে দ্যুলোক পৃথিবী অন্তরিক্ষ এবং ইন্দ্রিয়সকলের সহিত মন ওত (—সমর্পিত) আছে, সেই অদ্বিতীয় আত্মাকেই অবগত হও, অন্য বাক্যসকল পরিত্যাগ কর, [যেহেতু] ইহা অমৃতত্বের সেতু (—মোক্ষলাভের উপায়"), ইত্যাদি।১ এখানে দ্যুলোক প্রভৃতির ওতত্ববচন (—তাহারা কোথাও আশ্রিত আছে, এইপ্রকার কথন), হইতে এই যে কোন আয়তনকে (—অধিষ্ঠানকে) অবগত হওয়া যাইতেছে, তাহা কি পরব্রহ্ম, অথবা অন্য কোন বস্তু, এইপ্রকার সন্দেহ করা হইতেছে।২

[পূঃ—সেতুত্বরূপ সাধারণ লিঙ্গপ্রমাণবলে প্রধানাদির জগদধিষ্ঠানতা।]

পূর্ব্বপক্ষ—সেইস্থলে কোন অর্থান্তর (—ব্রহ্মভিন্ন প্রধানাদি কোন পদার্থ, দ্যুলোকাদির] আশ্রয় হইবে, ইহা প্রাপ্ত হওয়া গেল।৩ তাহাতে হেতু কি ?৪ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু "ইহা অমৃতত্বের সেতু" (১), এইপ্রকার শ্রুতি আছে।৫ যাহা পারবান্ (—পরতীরসম্বন্ধ, সুতরাং সসীম), তাহাই লোকমধ্যে

ভাবদীপিকা

(১) পূর্ব্বপক্ষী এইস্থলে স্বপক্ষে 'সেতুত্ব' অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নত্বরূপ অব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন, যেহেতু সেতু (—বাঁধ) পরিচ্ছিন্নই হইয়া থাকে। সিদ্ধান্তে ব্রহ্মভিন্ন প্রধান ও সূত্রাত্মা প্রভৃতি সকল পদার্থই পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় এই লিঙ্গপ্রমাণটীকে সাধারণলিঙ্গপ্রমাণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। প্রস্তাবিতস্থলে "অমৃতস্য সেতুঃ" এইপ্রকারে সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে বলিয়া এবং দুইটী বিভিন্ন বস্তুর মধ্যেই সম্বন্ধ সম্ভব বলিয়া, 'অমৃতস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তৎসম্বন্ধী সেতু', এইপ্রকার অর্থ লব্ধ হয়। সেইহেতু যাহা সেতুপদবাচ্য, তাহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কিছু হইবে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়।

শাঙ্করভাষ্যম্

সেতুঃ” ইতি শ্রবণাৎ।৫ পারবান্ হি লোকে সেতুঃ প্রখ্যাতঃ।৬ ন চ পরস্য ব্রহ্মণঃ পারবত্ত্বং শক্যম্ অভ্যুপগন্তুম্, “অনন্তম্ অপারম্” (বৃঃ ২।৪।১২) ইতি শ্রবণাৎ।৭ অর্থান্তরে চ আয়তনে পরিগৃহ্যমাণে স্মৃতিপ্রসিদ্ধং প্রধানং পরিগ্রহীতব্যং, তস্য কারণত্বাৎ আয়তনত্বোপপত্তেঃ।৮ শ্রুতিপ্রসিদ্ধঃ বা বায়ুঃ স্যাৎ, “বায়ুর্ব্বৈ গৌতম তৎ সূত্রং, বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণ অয়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সন্দৃব্ধানি ভবন্তি” (বৃঃ ৩।৭।২) ইতি বায়োঃ অপি বিধারণত্বশ্রবণাৎ।৯ শারীরঃ বা স্যাৎ, তস্য অপি ভোক্তৃত্বাৎ ভোগ্যং প্রপঞ্চং প্রতি আয়তনত্বোপপত্তেঃ ইতি।১০ এবং প্রাপ্তে ইদম্ আহ—‘দ্যুভ্বাদ্যায়তনম্’ ইতি।১১ দ্যৌশ্চ ভূশ্চ দ্যুভুবৌ, দ্যুভুবৌ

ভাষ্যানুবাদ

সেতু নামে প্রসিদ্ধ।৬ পরব্রহ্মের কিন্তু পারবত্ত্ব (—সসীমত্ব, পরিছিন্নত্ব) স্বীকার করিতে পারা যায় না, যেহেতু “এই মহৎ-ভূত অনন্ত ও অপার (—কালতঃ এবং দেশতঃ পরিচ্ছেদশূন্য”), এইপ্রকার শ্রুতি আছে। [সুতরাং ব্রহ্মভিন্ন কোন সসীম বস্তুকেই দ্যুলোক ও পৃথিব্যাদির অধিষ্ঠানরূপে গ্রহণ করিতে হইবে]।৭ আর ব্রহ্মভিন্ন] অন্য বস্তু অধিষ্ঠানরূপে পরিগৃহীত হইলে [সাংখ্য-] স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ প্রধানকে গ্রহণ করা উচিত, যেহেতু [যাবতীয় কার্য্যবস্তুর] কারণ হওয়ায় তাহার [পৃথিব্যাদি কার্য্যবস্তুর] অধিষ্ঠান (—আশ্রয়) হওয়া হয় সঙ্গত।৮ [কিন্তু শ্রুতিতে বর্ণিত অধিষ্ঠানতা কোন শ্রৌত বস্তুরই হওয়া সঙ্গত, অশ্রৌত প্রধানের নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] অথবা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ বায়ু (—সমষ্টিলিঙ্গশরীরাভিমানী সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ, জগতের অধিষ্ঠান] হইবেন, যেহেতু “হে গৌতম, বায়ুই সেই সূত্র, হে গৌতম, [সূত্রের দ্বারা গ্রথিত মণিসকলের ন্যায়] বায়ুরূপ সূত্রের দ্বারা এই লোক, পরলোক এবং সমস্ত ভূতবর্গ সন্দৃব্ধ (—গ্রথিত, বিধৃত) আছে”, এইপ্রকারে বায়ুরও (—সূত্রাত্মারও) ধারণকর্তৃত্ব শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে।৯ [কিন্তু যাহা জগতের বিধারণকর্ত্তা, “জানথ আত্মানম্”, এইপ্রকারে তাহাতে আত্মশব্দের প্রয়োগ থাকায় অনাত্মা বায়ুর পক্ষে বিধারকত্ব উপপন্ন হয় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] অথবা জীবই (—জীবাত্মাই, জগতের অধিষ্ঠান] হইবে, যেহেতু ভোক্তা হওয়ায় ভোগ্যপ্রপঞ্চের প্রতি আয়তনতা (—তাহার অধিষ্ঠান হওয়া) তাহারও হয় সঙ্গত, ইত্যাদি।১০

[সিঃ—আত্মশব্দশ্রুতি এবং প্রকরণপ্রমাণবলে ব্রহ্মই জগদাধার।]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে [ভগবান্ সূত্রকার] বলিতেছেন —‘দ্যুভ্বাদ্যায়তনম্’ ইত্যাদি।১১ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] দ্যৌঃ এবং ভূ

শাঙ্করভাষ্যম্

আদী যস্য তদ্ ইদং দ্যুভ্বাদি।১২ যদ্ এতদ্ অস্মিন্ বাক্যে দ্যৌঃ পৃথিবী অন্তরিক্ষং মনঃ প্রাণাঃ ইতি এবমাত্মকং জগৎ ওতত্বেন নির্দ্দিষ্টং, তস্য আয়তনং পরং ব্রহ্ম ভবিতুম্ অর্হতি।১৩ কুতঃ?১৪ 'স্বশব্দাৎ' আত্মশব্দাৎ ইত্যর্থঃ।১৫ আত্মশব্দঃ হি ইহ ভবতি—"তম্ এব একং জানথ আত্মানম্" (মুঃ ২।২।৫) ইতি।১৬ আত্মশব্দশ্চ পরমাত্মপরিগ্রহে সম্যগ্ অবকল্পতে, ন অর্থান্তরপরিগ্রহে।১৭ ক্বচিৎ চ স্বশব্দেনৈব ব্রহ্মণঃ আয়তনত্বং শ্রূয়তে—"সন্মূলাঃ সোম্য ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ (ছাঃ ৬।৮।৪) ইতি।১৮

ভাষ্যানুবাদ

(—দ্যুলোক এবং ভূর্লোক) এইপ্রকারে [দ্বন্দ্বসমাসদ্বারা] 'দ্যুভূবৌ' এই পদ নিষ্পন্ন হয়, সেই দ্যু এবং ভূঃ হয় আদি যাহার, তাহা এই দ্যুভ্বাদি [বহুব্রীহি]।১২ [সেই দ্যুভ্বাদি কি, তাহা বলিতেছেন—] এই বাক্যে এই যাহা দ্যুলোক পৃথিবী অন্তরিক্ষ মন এবং প্রাণসকল (—ইন্দ্রিয়সকল) ইত্যাদি এইপ্রকার স্বরূপবিশিষ্ট জগৎ ওতত্বরূপে (—সূত্রাশ্রিত বস্ত্রের ন্যায় পরব্রহ্মে আশ্রিতরূপে) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, [তাহাই দ্যুভ্বাদি], তাহার আয়তন (—আশ্রয়, অধিষ্ঠান) হন পরব্রহ্ম, ইহাই সঙ্গত।১৩ কোন হেতু বলে ইহা বলিতেছ? [কারণ জগদাধারত্ব তো অন্যত্রও সম্ভব।১৪ তদুত্তরে বলিতেছেন—] 'স্বশব্দাৎ' অর্থাৎ যেহেতু আত্মশব্দের প্রয়োগ আছে, ইহাই ভাব।১৫ [ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—] যেহেতু "সেই অদ্বিতীয় আত্মাকে (২) অবগত হও" ইত্যাদি এইস্থলে আত্মশব্দের প্রয়োগ আছে।১৬ [কিন্তু আত্মশব্দ তো জীবেও প্রযুক্ত হয়। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর পরমাত্মা পরিগৃহীত হইলে আত্মশব্দ সম্যগ্ভাবে সঙ্গত হয়, কিন্তু অন্য পদার্থ গৃহীত হইলে তাহা হয় না (৩, ১।৩।৪ সুঃ ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।১৭ ['স্বশব্দাৎ' ইহার ব্রহ্মরূপ অন্য অর্থ প্রদর্শন করিতেছেন—] আবার কোন কোন স্থলে স্বশব্দের (—ব্রহ্মবোধকশব্দের) দ্বারাই ব্রহ্মের আয়তনতা (—জগদাধারতা) শ্রুতিতে

ভাবদীপিকা

(২) সিদ্ধান্তী এখানে স্বপক্ষে ব্রহ্মবোধক আত্মশব্দরূপ অভিধাত্রী শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। উপক্রমে শ্রুত এই শ্রুতিপ্রমাণবলেই পূর্ব্বপক্ষীর সেতুত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণ নিরাকৃত হইলেও ইহার সমর্থক অন্যান্য প্রমাণ পরে প্রদর্শিত হইতেছে।

(৩) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—যাঁহার সত্তাতেই সকল বস্তু সত্তাবান্ অর্থাৎ আত্মবান্ হয়, সেই পরমাত্মাতেই আত্মশব্দটী মুখ্য (১।২।৫ অন্তর্য্যাম্যধিকরণে ৬ সংখ্যক ভাবদীঃ দ্রষ্টব্য) উপাধিপরিচ্ছিন্ন জীবকে অবলম্বন করিয়া সকল বস্তু আত্মবান্ হইবে, ইহা সম্ভব নহে; আর তাদৃশ জীব যে সকলের অভ্যন্তরবর্ত্তী হইবে, ইহাও সম্ভব নহে।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্বশব্দেনৈব চ ইহ পুরস্তাৎ উপরিষ্টাৎ চ ব্রহ্ম সঙ্কীর্ত্ত্যতে—"পুরুষঃ এব ইদং বিশ্বং কর্ম্ম তপঃ ব্রহ্ম পরামৃতম্" (মুঃ ২।১।১০) ইতি, "ব্রহ্ম এব ইদম্ অমৃতং পুরস্তাৎ, ব্রহ্ম পশ্চাৎ, ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চ উত্তরেণ" (মুঃ ২।২।১১) ইতি চ।১৯ তত্র তু আয়তনায়তনবদ্ভাবশ্রবণাৎ 'সর্ব্বং ব্রহ্ম' ইতি চ সামানাধিকরণ্যাৎ, যথা অনেকাত্মকঃ বৃক্ষঃ শাখা

ভাষ্যানুবাদ

বর্ণিত হইতেছে, যথা—"হে সোম্য, এইসকল প্রজা (—স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই জগৎ) সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, [স্থিতিকালে] সৎস্বরূপ ব্রহ্মে আশ্রিত থাকে এবং [প্রলয়কালে] সৎস্বরূপ ব্রহ্মেই বিলীন হয়", ইত্যাদি।১৮ ['স্বশব্দাৎ' ইহার, অন্য অর্থে অপ্রযুক্ত কিন্তু অব্যভিচরিতভাবে ব্রহ্মরূপ অর্থেই প্রযুক্ত, পুরুষ, পরামৃত ইত্যাদি অন্য অর্থসকল প্রদর্শন করিতেছেন—] আবার স্বশব্দের (—ব্রহ্ম-বোধক শব্দের) দ্বারাই এখানে (—মুণ্ডকের এই শ্লোকে), পূর্ব্বে এবং পরে (৪) ব্রহ্ম বর্ণিত হইতেছেন, যথা—"পুরুষই এই [অগ্নিহোত্রাদি] কর্ম্ম ও জ্ঞানাত্মক বিশ্ব, পরম অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম", ইত্যাদি এবং "এই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মই পুরোভাগে, ব্রহ্মই পশ্চাদ্‌ভাগে, ব্রহ্মই দক্ষিণভাগে এবং উত্তরভাগে প্রকাশিত হইতেছেন", ইত্যাদি।১৯ [সুতরাং প্রকরণবলে ব্রহ্মই যে জগদাধার, ইহাই নির্ণীত হইতেছে]।

[সিঃ—নির্ব্বিশেষ নিগুর্ণ ব্রহ্মই বিজ্ঞেয়, তিনিই জগতের অধিষ্ঠান; সবিশেষ প্রধানাদি নহে।]

[উদাহৃত "যস্মিন্ দ্যৌঃ" (মুঃ ২।২।৫) ইত্যাদি বাক্যে সবিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন, এইপ্রকার আশঙ্কা হয় বলিয়া তাহা নিরাকরণ করিতেছেন-] আর সেইস্থলে (—"যস্মিন্ দ্যৌঃ" ইত্যাদি বিষয়বাক্যে) আধার-আধেয়ভাব শ্রুত হইতেছে বলিয়া এবং [১৯ সংখ্যক বাক্যে উদাহৃত মুঃ ২।১।১০ এবং ২।২।১১ ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের সর্ব্বস্বরূপতা বর্ণিত হওয়ায়] 'সকল পদার্থ ব্রহ্মস্বরূপ' এইপ্রকার সামাণাধিকরণ্য (—"সর্ব্বং ব্রহ্ম" এইপ্রকার সমানবিভক্তিযুক্ততা) প্রতীত হইতেছে বলিয়া, যেমন শাখা স্কন্ধ (-গুঁড়ি) এবং মূল ইত্যাদি ভেদে বৃক্ষ হয় অনেকাত্মক, এইরূপে আত্মাও নানারস ও বিচিত্র হইবেন (—সবিশেষ সুতরাং

ভাবদীপিকা

(৪) এখানে সন্দংশন্যায়দ্বারা সিদ্ধান্তীর স্বপক্ষে অবান্তরপ্রকরণপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল [১।৩।২ ভূমাধিকরণ ভাবদীঃ দ্রষ্টব্য]। তাহা এইপ্রকার—পূর্ব্বে "পুরুষঃ এব ইদং" (মুঃ ২।১।১০) এই শ্রুতিতে এবং পরে "ব্রহ্ম এব ইদম্" (মুঃ ২।২।১১) এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছেন বলিয়া মধ্য-স্থলে এই "যস্মিন্ দ্যৌঃ" (মুঃ ২।২।৫) ইত্যাদি শ্রুতিতেও ব্রহ্মই বর্ণিত হইয়াছেন, বুঝিতে হইবে। কারণ "আদি, মধ্য ও অবসানে একই অর্থ প্রতিপাদিত হইলে একবাক্যতা" (—একার্থপ্রতিপাদ-কতা) সিদ্ধ হয়"। সুতরাং ইহা যে ব্রহ্মবোধক প্রকরণ, ইহাই নির্ণীত হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্কন্ধঃ মূলং চ ইতি, এবং নানারসঃ বিচিত্রঃ আত্মা ইতি আশঙ্কা সম্ভবতি; তাং নিবর্ত্তয়িতুং সাবধারণম্ আহ—"তম্ এব একং জানথ আত্মানম্" (মুঃ ২।২।৫) ইতি।২০ এতদুক্তং ভবতি—ন কার্য্যপ্রপঞ্চ-বিশিষ্টঃ বিচিত্রঃ আত্মা বিজ্ঞেয়ঃ।২১ কিং তর্হি?২২ অবিদ্যাকৃতং কার্য্যপ্রপঞ্চং বিদ্যয়া প্রবিলাপয়ন্তঃ তম্ এব একম্ আয়তনভূতম্ আত্মানং জানথ একরসম্ ইতি।২৩ যথা 'যস্মিন আস্তে দেবদত্তঃ তদ্ আনয়' ইতি উক্তে আসনম্ এব আনয়তি, ন দেবদত্তম্; তদ্বৎ আয়তনভূতস্য এব একরসস্য আত্মনঃ বিজ্ঞেয়ত্বম্ উপদিশ্যতে।২৪ বিকারানৃতাভিসন্ধস্য চ অপবাদঃ শ্রূয়তে—"মৃত্যোঃ সঃ মৃত্যুম্ আপ্নোতি যঃ ইহ নানা ইব পশ্যতি" (কঠঃ ২।১।১১) ইতি।২৫ 'সর্ব্বং ব্রহ্ম' ইতি তু সামানাধিকরণ্যং প্রপঞ্চপ্রবিলাপনার্থং, ন অনেক-

ভাষ্যানুবাদ

স্বগতাদিভেদবিশিষ্ট হইবেন), এইপ্রকার আশঙ্কা হওয়া সম্ভব; তাহাকে নিরাকরণ করিবার জন্য [শ্রুতি] নিশ্চয়পূর্ব্বক বলিতেছেন—"সেই অদ্বিতীয় আত্মাকে অবগত হইবে",ইত্যাদি।২০ [কিন্তু ব্রহ্ম জগতের আশ্রয় হইলে একরস (—স্বগতাদি-ভেদবিহীন) কিপ্রকারে হইবেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] এখানে ইহাই বলা হইতেছে—কার্য্যপ্রপঞ্চবিশিষ্ট বিচিত্র আত্মা (—সবিশেষ ব্রহ্ম) বিজ্ঞেয় নহেন।২১ তবে কীদৃশ ব্রহ্ম বিজ্ঞেয়?২২ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] অবিদ্যাকৃত কার্য্যপ্রপঞ্চকে বিদ্যার (—ব্রহ্মজ্ঞানের) দ্বারা বিলোপকরতঃ সেই অধিষ্ঠানভূত অদ্বিতীয় একরস আত্মাকে অবগত হইবে।২৩ যেমন 'দেবদত্ত যাহাতে উপবিষ্ট আছে, তাহা আনয়ন কর', এইরূপ বলিলে [লোকে] আসনই আনয়ন করে, দেবদত্তকে নহে; তদ্রূপ [মুঃ ২।২।৫ বাক্যে দ্যুলোকাদি জগতের] অধিষ্ঠানভূত যে একরস আত্মা, তাঁহারই বিজ্ঞেয়তা উপদিষ্ট হইতেছে, [কিন্তু দ্যুলোকাদিবিশিষ্ট সবিশেষ আত্মার নহে]।২৪ ["তমেব একম্ জানথ" (মুঃ ২।২।৫) অত্রস্থ 'এব'কার এবং 'একম্' এই শব্দদ্বয়ের বলে নির্ব্বিশেষ কূটস্থ ব্রহ্মই জ্ঞেয়, ইহা বলিয়া পুনরায় সেই বিষয়ে অন্য হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—] আর কার্য্যভূত মিথ্যাবস্তুতে যাঁহার অভিসন্ধি (—অভিমান) থাকে, শ্রুতিতে তাঁহার অপবাদ (—নিন্দা) বর্ণিত হইতেছে যথা—"যিনি ইহাতে (—একরস ব্রহ্মে, তাঁহাতে 'নানা' না থাকিলেও] নানার ন্যায় দর্শন করেন (—স্বল্পমাত্রও ভেদ দর্শন করেন), তিনি মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি।২৫ [আচ্ছা, তাহা হইলে মুঃ ২।১।১০ এবং ২।২।১১ ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের সর্ব্বস্বরূপতা বর্ণিত হইতেছে কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] 'সকল পদার্থ ই ব্রহ্মস্বরূপ', এইপ্রকার যে সামানাধিকরণ্য, তাহা প্রপঞ্চকে বিলোপ করিবার জন্য, কিন্তু [ব্রহ্মের] অনেক-

শাঙ্করভাষ্যম্

রসতাপ্রতিপাদনার্থম্, "সঃ যথা সৈন্ধবঘনঃ অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ রসঘনঃ এব, এবং বা অরে অয়ম্ আত্মা অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনঃ এব" (বৃঃ ৪।৫।১৩) ইতি একরসতাশ্রবণাৎ।২৬ তস্মাৎ দ্যুভ্বাদ্যায়তনং পরং ব্রহ্ম।২৭ যত্তু উক্তং, সেতুশ্রুতেঃ সেতোশ্চ পারবত্ত্বোপপত্তেঃ ব্রহ্মণঃ অর্থান্তরেণ দ্যুভ্বাদ্যায়তনেন ভবিতব্যম্ ইতি।২৮ অত্র উচ্যতে—বিধারণত্বমাত্রম্ অত্র সেতুশ্রুত্যা বিবক্ষ্যতে, ন পারবত্ত্বাদি।২৯ নহি মৃদ্দারুময়ঃ লোকে সেতুঃ দৃষ্টঃ ইতি অত্রাপি

ভাষ্যানুবাদ

রসতা প্রতিপাদন করিবার জন্য নহে (৫); যেহেতু "সেই লবণপিণ্ড যেমন অন্তর-রহিত বাহ্যরহিত (—অন্তরে ও বাহিরে একইপ্রকার রসযুক্ত) এবং সমগ্রভাবে রসঘনই (—সর্ব্বাত্মকভাবে লবণৈকরসস্বরূপ), হে মৈত্রেয়ি, এইপ্রকারে এই আত্মা অন্তর-রহিত বাহ্যরহিত এবং সমগ্রভাবে প্রজ্ঞানঘনই (—সর্ব্বাত্মকভাবে চৈতন্যৈকরসস্বরূপ"), এইপ্রকারে শ্রুতিতে [ব্রহ্মের] একরসতা (—স্বগতাদিভেদরাহিত্য) বর্ণিত হইতেছে।২৬ সেইহেতু (—নির্ব্বিশেষ কূটস্থ ব্রহ্মই বিচার্য্য শ্রুতির প্রতিপাদ্য হওয়ায় নির্ব্বিশেষ] পরব্রহ্মই দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির অধিষ্ঠান [সবিশেষ প্রধানাদি নহে]।২৭

[সিঃ—পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত সেতুশব্দসূচিত পরিচ্ছিন্নত্বরূপ অব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণের নিরাকরণ। সেতুশব্দের যৌগিকার্থ 'ধারণকর্ত্তৃত্ব'।]

আর যে বলা হইয়াছে—সেতুবাচক শ্রুতি থাকায় এবং সেতুর সসীমত্ব সঙ্গত হওয়ায় দ্যুলোক ও ভূর্লোক প্রভৃতির আশ্রয় ব্রহ্মভিন্ন অন্য কোন বস্তুরই হওয়া সঙ্গত (৩-৭ বাক্য), ইত্যাদি।২৮ এই বিষয়ে বলা হইতেছে—এখানে (—"অমৃতস্য এষঃ সেতুঃ", এই বাক্যে) বিধারণত্বমাত্র (-ধারণকর্ত্তৃত্বমাত্র) সেতুশ্রুতির দ্বারা বলিবার ইচ্ছা করা হইতেছে, কিন্তু সসীমত্ব প্রভৃতি নহে।২৯ [কেন নহে ?

ভাবদীপিকা

(৫) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—"সর্ব্বং ব্রহ্ম", এইপ্রকারে সকল পদার্থর সহিত ব্রহ্মপদার্থের যে সামানাধিকরণ্যের (—সহবৃত্তিত্বের, সমানবিভক্তিযুক্ততার) কথা বলা হইতেছে, তাহা 'বাধসামানাধিকরণ্য'। 'যঃ চৌরঃ সঃ স্থাণুঃ' অর্থাৎ 'যাহাকে চোর মনে করিতেছ, তাহা স্থাণুমাত্র', এই প্রকার বাক্যপ্রয়োগ করিলে যেমন চোরত্ব বাধিত হইয়া মাত্র স্থাণুত্বের প্রতীতি হয়। তদ্রূপ 'এই যে সকল পদার্থ, তাহা ব্রহ্মস্বরূপ', এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে কল্পিত পদার্থগত সর্ব্বত্ব বাধিত হইয়া ব্রহ্মবস্তুমাত্রের প্রতীতি হয়। এইপ্রকারে লোকপ্রসিদ্ধ অথচ মিথ্যা সর্ব্ব প্রপঞ্চকে বাধিত করিবার জন্যই 'ব্রহ্মের সর্ব্বস্বরূপতা' শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে। কিন্তু "ব্রহ্ম সর্ব্বং" অর্থাৎ "যাহা ব্রহ্ম বস্তু, তাহাই সর্ব্বপদার্থ" এই প্রকার উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাব শ্রুতির বিবক্ষিত নহে, কারণ তাহা হইলে 'বাচারম্ভণ শ্রুতির' (ছাঃ ৬।১।৪) বিরোধ হইয়া পড়িবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

মৃদ্দারুময়ঃ এব সেতুঃ অভ্যুপগম্যতে।৩০ সেতুশব্দার্থঃ অপি বিধারণত্বমাত্রম্ এব, ন পারবত্ত্বাদি, ষিঞঃ বন্ধনকর্ম্মণঃ সেতুশব্দ-ব্যুৎপত্তেঃ।৩১ অপরঃ আহ—"তম্ এব একং জানথ আত্মানম"

ভাষ্যানুবাদ

তদুত্তরে বলিতেছেন-] যেহেতু লোকমধ্যে মৃত্তিকা ও কাষ্ঠময় সেতু (—বাঁধ) দেখা যায় বলিয়া এখানেও মৃত্তিকা ও কাষ্ঠময় সেতুই স্বীকার করা যায় না।৩০ [যদি বলা হয়-সসীমত্ব প্রভৃতি সেতুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কিন্তু বিধারণত্ব আগন্তুক ধর্ম্ম; সেইহেতু সেতুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম যে সসীমত্ব, তাহারই গ্রহণ হওয়া উচিত। তদুত্তরে বলিতেছেন-] সেতুশব্দের অর্থও বিধারণত্বমাত্রই হইবে, কিন্তু সসীমত্ব প্রভৃতি নহে (৬), কারণ বন্ধনরূপ ক্রিয়ার বাচক 'ষিঞ্' এই ধাতু হইতে সেতুশব্দের ব্যুৎপত্তি হয় (৭)।৩১

ভাবদীপিকা

(৬) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—যদিও পারবত্ত্ব (—সসীমত্ব) সাবয়বত্ব ইত্যাদি গুণসকল (—ধর্ম্মসকল) সেতুপদার্থনিষ্ঠ অব্যভিচারী স্বাভাবিক গুণ, কারণ সেতু থাকিলেই তন্নিষ্ঠরূপে তাহারাও অবশ্যই থাকে। বিধারণত্ব (—জলাদির ধারণ কর্তৃত্ব) গুণটী কিন্তু সেতুর ব্যভিচারী আগন্তুক গুণ, যেহেতু জলাদির ধারণকর্তৃত্ব কাষ্ঠখণ্ডাদিরও থাকে এবং যেহেতু ধার্য্য জলাদি না থাকিলে সেতু থাকিলেও তাহার বিধারণত্ব থাকে না। তাহা হইলেও এই 'বিধারণত্ব' গুণটী সেতুপদার্থ-নিষ্ঠ একটী বিশেষ গুণ, কারণ জলস্রোতকে বন্ধন পূর্ব্বক তাহার ধারণের জন্যই লোকমধ্যে সেতু (—বাঁধ) নির্ম্মিত হয়। যদি বলা হয়—'পারবত্ত্ব' শব্দের অর্থ সসীমত্ব নহে, কিন্তু 'পরতীর-সম্বদ্ধত্ব', যেহেতু নদী প্রভৃতির পরতীরে গমনের জন্যও সেতু নির্ম্মিত হয়, যেমন 'শ্রীরামচন্দ্রের সেতু'। সুতরাং এই 'পরতীরসম্বদ্ধত্বও' সেতুপদার্থনিষ্ঠ একটী বিশেষ গুণ। তদুত্তরে বলিব—ইহা স্বীকার করিলে সিদ্ধান্ত যাহা হইবে, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। এক্ষণে 'বিধারণত্ব' এই বিশেষ গুণাবলম্বনে বলিতেছি—যেমন 'সিংহঃ মানবকঃ' এইস্থলে সিংহাশ্রিত শৌর্য্য ক্রৌর্য্য, কেশরাদিমত্ত্ব বিলক্ষণাবয়বত্ব ইত্যাদি গুণসকলের মধ্যে মাত্র শৌর্য্যরূপ বিশেষ গুণকে অবলম্বন করিয়া মানবকে সিংহশব্দের গৌণ প্রয়োগ হয়, প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ পারবত্ত্ব, সাবয়বত্ব ও বিধারণত্ব ইত্যাদি সেত্বাশ্রিত গুণসকলের মধ্যে মাত্র বিধারণত্বরূপ বিশেষ গুণটীকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মে সেতুশব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়াছে। তাহাতে এখানে সেতুশব্দের অর্থ হইল বিধারণত্ব (—ধারণকর্তৃত্ব), কিন্তু সসীমত্ব প্রভৃতি নহে। আচ্ছা, সেতুশব্দের এই 'ধারণকর্তৃত্ব' অর্থ স্বীকৃত হইলে প্রস্তাবিত শ্রুতিবাক্যের অর্থ কি হইবে? বলিতেছি—"অমৃতস্য এষঃ সেতুঃ" এই বাক্যটীর এইপ্রকারে অর্থ হইবে—"ইনি (—দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির অধিষ্ঠানভূত যে পরমাত্মা, তিনি) অমৃতের (—অমৃতত্বের) ধারণকর্তা, অর্থাৎ অমৃতস্বরূপ"। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেই অমৃতত্ব লাভ হয়, ইহাই ভাব। যদি বলা হয়—এইপ্রকার ব্যাখ্যাতে সেতুশব্দের অর্থ বস্তুতঃ ব্রহ্মই হইল। তাহাতে "অমৃতস্য সেতুঃ" এইপ্রকার যে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে (১ ভাবদীঃ), তাহার গতি কি হইবে? বলিতেছি—'পুরুষস্য চৈতন্যম্'

শাঙ্করভাষ্যম্

(মুঃ ২।২।৫) ইতি যদ্ এতৎ সঙ্কীর্ত্তিতম্, আত্মজ্ঞানং, যচ্চ এতৎ "অন্যা বাচঃ বিমুঞ্চথ" (ঐ) ইতি বাগ্‌বিমোচনং, তদ্ অত্র অমৃতত্ত্বসাধনত্বাৎ "অমৃতস্য এষঃ সেতুঃ" (ঐ) ইতি সেতুশ্রুত্যা সঙ্কীর্ত্ত্যতে, নতু দ্যুভ্‌বাদ্যায়তনম্।৩২ তত্র যদুক্তং সেতুশ্রুতেঃ ব্রহ্মণঃ অর্থান্তরেণ দ্যুভ্‌বাদ্যায়তনেন ভাব্যম্ ইতি, এতদ্ অযুক্তম্।৩৩।১।৩।১॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—সেতুশব্দের যৌগিকার্থ "ব্রহ্মাত্মজ্ঞানরূপ উপায়" হওয়ায় তাহার বলে ব্রহ্মভিন্নবস্তুর জগদাধারতা সিদ্ধ হয় না।]

[সেতুশব্দের অর্থ বস্তুতঃ 'ব্রহ্ম', ইহা স্বীকার করিয়া ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে, এক্ষনে 'আত্মজ্ঞানরূপ উপায়' এই অন্য অর্থ প্রদর্শন করিতেছেন—] অপরে বলেন— "সেই অদ্বিতীয় আত্মাকে অবগত হইবে", এইরূপে এই যে আত্মজ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে এবং "অন্য বাক্যসকল পরিত্যাগ কর", এইরূপে এই যে বাক্যত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে, অমৃতত্বের সাধন হওয়ায় তাহা এখানে "অমৃতত্বের ইহা সেতু (—এই আত্মজ্ঞান ও অন্য বাক্য পরিত্যাগ মোক্ষলাভের উপায়"), এইরূপে সেতুশ্রুতির দ্বারা বর্ণিত হইতেছে, কিন্তু দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির আশ্রয় (—ব্রহ্মবস্তু) সেতু শ্রুতির দ্বারা বর্ণিত হয় নাই।৩২ তাহাতে (—'বাক্যত্যাগপূর্ব্বক আত্মজ্ঞানরূপ উপায়ই' সেতুশব্দের অর্থ হইলে) পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক যে কথিত হইয়াছে—"সেতুশ্রুতি থাকায় দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির আশ্রয় ব্রহ্মভিন্ন কোন পদার্থই হইবে" (৩ বাক্য) ইত্যাদি, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে (৮)।৩৩।১।৩।১॥

ভাবদীপিকা

'অমৃতস্য নাভি' ইত্যাদি স্থলের ন্যায় এখানেও ঔপচারিক ভেদ কল্পনাদ্বারা সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে, তাহার বলে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কোন বস্তু সিদ্ধ হয় না।

(৭) 'ষি' ধাতু কর্ত্তৃবাচ্যে অথবা করণবাচ্যে 'তুন্' প্রত্যয় করতঃ সেতুশব্দটী নিষ্পন্ন হয়। তাহাতে অর্থ হয়—"যাহা 'সিনোতি' (—বন্ধন করে), তাহা সেতু" (কর্ত্তৃবাঃ)। অথবা "যাহা বন্ধনের প্রতি করণ হয়, তাহা সেতু" (করণবাঃ)।১। সেতুশব্দের অর্থরূপে যদি 'পরতীরের সহিত সম্বদ্ধ বস্তু বিশেষ' (—পুল, bridge) গৃহীত হয়, তাহা হইলে সেতুশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইবে—যাহা নদীর এক তীরের সহিত অপর তীরকে বন্ধন করে (কর্ত্তৃবাঃ), অথবা তাদৃশ বন্ধনের প্রতি করণ হয় (করণবাচ্য), তাহা সেতু। ২। আর সেতুশব্দের অর্থরূপে যদি 'ধারণকর্ত্তৃ বস্তু বিশেষ' (—বাঁধ) গৃহীত হয়, তাহা হইলে সেতুশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইবে—যাহা [জল প্রভৃতি বস্তুকে] বন্ধন করে অর্থাৎ [ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে] গতিনিবৃত্তি পূর্ব্বক ধারণ করে (কর্ত্তৃবাচ্য), অথবা তাদৃশ ধারণের প্রতি করণ হয় (করণবাচ্য), তাহা সেতু। প্রস্তাবিতস্থলে দ্বিতীয় কোটিতে বর্ণিত কর্ত্তৃবাচ্যের অর্থ পরিগৃহীত হইতেছে। এইরূপে পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত সেতুশব্দ সূচিত পরিচ্ছিন্নত্বরূপ অব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ (১ ভাবদীঃ) নিরাকৃত হইল।

(৮) "অপরঃ আহ", ইত্যাদিরূপে আরব্ধ এই ব্যাখ্যাও সিদ্ধান্তসম্মত, কারণ ২।২।৫ মুণ্ডক-

মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ ॥১।৩।২॥

সূত্রার্থ - [দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ব্রহ্ম ইত্যত্র হেত্বন্তরম্ আহ—"তথা বিদ্বান্ নামরূপাৎ বিমুক্তঃ (মুঃ ৩।২।৮) ইত্যাদি শ্রুতৌ] মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ—মুক্তৈঃ উপসৃপ্যং প্রাপ্যং যৎ ব্রহ্ম, তস্য ব্যপদেশাৎ—বিশেষেণ উপদেশাৎ [ব্রহ্ম এব দ্যুভ্বাদ্যায়তনং, ন প্রধানাদি ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[দ্যুলোক ও ভূর্লোক প্রভৃতির আশ্রয় ব্রহ্ম, এই বিষয়ে অন্য হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—"এইরূপে বিদ্বান্ নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া" ইত্যাদি শ্রুতিতে] মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ—মুক্তপুরুষগণ কর্ত্তৃক উপসৃপ্য—প্রাপ্তব্য যে ব্রহ্ম, তাঁহার ব্যপদেশাৎ -বিশেষভাবে উপদেশ হইয়াছে বলিয়া [ব্রহ্মই দ্যুলোক এবং ভূর্লোকাদির অধিষ্ঠান, প্রধান প্রভৃতি নহে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ পরম্ এব ব্রহ্ম দ্যুভ্বাদ্যায়তনম্, যস্মাৎ মুক্তোপসৃপ্যতা অস্য ব্যপদিশ্যমানা দৃশ্যতে।১ মুক্তৈঃ উপসৃপ্যং মুক্তোপসৃপ্যম্।২ দেহাদিষু অনাত্মসু 'অহম্ অস্মি' ইতি আত্মবুদ্ধিঃ অবিদ্যা, ততঃ তৎপূজনাদৌ রাগঃ, তৎপরিভবাদৌ দ্বেষঃ, তদুচ্ছেদদর্শনাৎ ভয়ং মোহশ্চ ইতি এবম্ অয়ম্ অনন্তভেদোঽনর্থব্রাতঃ সন্ততঃ সর্ব্বেষাং

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—মুক্তোপসৃপ্যতারূপ অসাধারণ লিঙ্গপ্রমাণবলে ব্রহ্মের জগদধিষ্ঠানতা।]

আর এইহেতুবশতঃও পরব্রহ্মই দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির আশ্রয়, যেহেতু মুক্তোপসৃপ্যতা (—ইনি মুক্তপুরুষগণের প্রাপ্য, ইহা) উপদিষ্ট হইতে দেখা যাইতেছে।১ মুক্তপুরুষগণকর্ত্তৃক যিনি উপসৃপ্য (—প্রাপ্য), তিনিই মুক্তোপসৃপ্য।২ [বন্ধনের বিনাশই মুক্তিশব্দের অর্থ হওয়ায় সেই বন্ধন কি, তাহা বলিতেছেন—] দেহাদি অনাত্মবস্তুসকলে 'আমি' এইপ্রকার যে বুদ্ধি, তাহাই অবিদ্যা, সেইহেতু (—দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিই অবিদ্যা হওয়ায়) তাহার (—দেহাদির) পূজনাদিতে (—সুখ বা সম্মানপ্রাপ্তি প্রভৃতিতে) অনুরাগ উৎপন্ন হয়, তাহার পরিভব (—অপমান) প্রভৃতিতে দ্বেষ উৎপন্ন হয়, তাহার নাশ দর্শন হওয়ায় ভয় ও মোহ উৎপন্ন হয়,

ভাবদীপিকা

শ্রুতির ব্যাখ্যাতে ভগবান্ ভাষ্যকার এই পক্ষই গ্রহণ করিয়াছেন। যাহাহউক, এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাতে সেতুপদার্থনিষ্ঠ 'পারবত্ত্ব' ধর্ম্মের 'পরতীর সম্বন্ধত্ব' এই অর্থকে গ্রহণ করা হইল, বুঝিতে হইবে। কারণ 'যাহা মৃত্যুরূপ সংসারসাগরের তীরের সহিত অমৃতত্বরূপ অপর তীরকে বন্ধন করে, বা তাহার প্রতি করণ হয়', সেই ব্রহ্মাত্মজ্ঞান হইল পারবত্ত্বরূপ ধর্ম্মযুক্ত সেতু। যেহেতু সেই সেতুর দ্বারাই জীব মৃত্যুতীর হইতে অমৃতত্বরূপ অপর তীরে গমন করে। [এইরূপে ৭ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে প্রদর্শিত প্রথম কোটির করণবাচ্যের অর্থ গৃহীত হইল]। যাহাহউক এইরূপে ইহা নির্ণীত হইল যে—বিচার্য্য শ্রুতিবাক্যে সেতুশব্দের প্রয়োগবশতঃ কোন প্রকারেই ব্রহ্মভিন্ন বস্তুর জগদাধারতা উপপন্ন হয় না॥

শাঙ্করভাষ্যম্

নঃ প্রত্যক্ষঃ ।৩ তদ্বিপর্য্যয়েণ অবিদ্যারাগদ্বেষাদিদোষমুক্তৈঃ উপসৃপ্যং গম্যম্ এতৎ ইতি দ্যুভ্বাদ্যায়তনং প্রকৃত্য ব্যপদেশঃ ভবতি ।৪ কথম্ ?৫ "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" (মুঃ ২।২।৮) ইতি উক্ত্বা ব্রবীতি—"তথা বিদ্বান্ নামরূপাৎ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষম্ উপৈতি দিব্যম্" (মুঃ ৩।২।৮) ইতি ।৬ ব্রহ্মণশ্চ মুক্তোপসৃপ্যত্বং প্রসিদ্ধং শাস্ত্রে—"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ। অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে"? (বৃঃ ৪।৪।৭) ইতি এবমাদৌ ।৭ প্রধানাদীনাং তু ন ক্বচিৎ মুক্তোপসৃপ্যত্বম্ অস্তি প্রসিদ্ধম্ ।৮ অপি চ "তম্ এব একং জানথ আত্মানম্, অন্যা বাচঃ বিমুঞ্চথ, অমৃতস্য এষঃ সেতুঃ" (মুঃ ২।২।৫) ইতি বাগ্বিমোকপূর্ব্বকং

ভাষ্যানুবাদ

ইত্যাদি এইপ্রকারে এই অনন্তপ্রকার ভেদবিবিষ্ট অনর্থসমুদায় অবিচ্ছিন্নভাবে আমাদের সকলের প্রত্যক্ষ হইতেছে ।৩ তাহার বিপরীতভাবে (-দেহাদিতে আত্মবুদ্ধির বিপরীত যে সেইসকলে অনাত্মবুদ্ধি, তদবলম্বনে) অবিদ্যা, রাগ ও দ্বেষাদি দোষ হইতে মুক্ত পুরুষগণকর্ত্তৃক ইনি (-ব্রহ্ম) হন উপসৃপ্য অর্থাৎ গম্য (-প্রাপ্য), এইপ্রকারে দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির অধিষ্ঠানকে প্রস্তাব করিয়া বিশেষভাবে উপদেশ আছে ।৪ সেই উপদেশ কি প্রকার ?৫ [তাহা প্রদর্শন করিতেছেন-] "সেই পরাবর (—কারণরূপে শ্রেষ্ঠ এবং কার্য্যরূপে নিকৃষ্ট সেই পরমাত্মা) দৃষ্ট হইলে [কামাদি] হৃদয়গ্রন্থিসকল বিনষ্ট হয়, সংশয়সকল ছিন্ন হয় এবং ইহার (—বিচ্ছিন্নসংশয় পুরুষের) কর্ম্মসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়", এইপ্রকার বলিয়া শ্রুতি বলিতেছেন-"সেইরূপে বিদ্বান্ নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর (—অব্যাকৃত হইতে শ্রেষ্ঠ) স্বপ্রকাশ পুরুষকে প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি ।৬ [কিন্তু প্রধান বা সূত্রাত্মা প্রভৃতি অন্য কিছুও তো মুক্তপুরুষের প্রাপ্য হইতে পারেন। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর ব্রহ্ম যে মুক্তপুরুগণের প্রাপ্য, ইহা "ইহার (-মুমুক্ষু পুরুষের) হৃদয়ে আশ্রিত কামনাসকল যখন সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন মরণধর্ম্মা পুরুষও অমৃত হইয়া যান্, এবং এখানে (—এই শরীরেই) ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন" (৯), ইত্যাদি এইসকল শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে ।৭ কিন্তু প্রধান প্রভৃতি যে মুক্তপুরুষগণের প্রাপ্য, ইহা কোথাও (—শ্রুতি, স্মৃতি বা লোকমধ্যে) প্রসিদ্ধ নাই ।৮

ভাবদীপকা

(৯) এখানে সিদ্ধান্তী স্বপক্ষে 'মুক্তোপসৃপ্যতারূপ' ব্রহ্মবোধক অসাধারণ লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিজ্ঞেয়ত্বম্ ইহ দ্যুভ্বাদ্যায়তনস্য উচ্যতে।৯ তচ্চ শ্রুত্যন্তরে ব্রহ্মণঃ দৃষ্টম্—"তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ। নানুধ্যায়াদ্বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ"॥ (বৃঃ ৫।৪।২১) ইতি।১০ তস্মাদপি দ্যুভ্বাদ্যায়তনং পরং ব্রহ্ম।১১॥১।৩।২॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—'বাগ্বিমোকপূর্ব্বক বিজ্ঞেয়ত্ব'রূপ অসাধারণ লিঙ্গপ্রমাণবলে ব্রহ্মই জগদধিষ্ঠান।]

আরও দেখ, "সেই অদ্বিতীয় আত্মাকে অবগত হও, অন্য বাক্যসকল (—অপরা-বিদ্যারূপা (মুঃ ১।১।৫) বাক্যসকল এবং তৎপ্রকাশ্য কর্ম্মসকল) পরিত্যাগ কর, [যেহেতু] ইহা (—এই আত্মজ্ঞান) অমৃতত্বের সেতু (– মোক্ষলাভের উপায়")—এইপ্রকারে বাক্যত্যাগপূর্ব্বক যে বিজ্ঞেয়তা, তাহা এখানে দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির যাহা অধিষ্ঠান, তাহার বিষয়েই কথিত হইতেছে।৯ [কিন্তু বাক্যত্যাগপূর্ব্বক দ্যুলোকাদির অধিষ্ঠান বিজ্ঞেয় হইলে, ব্রহ্মই যে দ্যুলোকাদি জগতের অধিষ্ঠান, ইহা কিপ্রকারে সিদ্ধ করিতেছ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর তাহা (—বাক্য-পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজ্ঞেয়তা) অন্য শ্রুতিতে ব্রহ্মেরই দেখা গিয়াছে, যথা—"ধীমান্ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে [শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ হইতে] বিশেষরূপে অবগত হইয়া প্রজ্ঞা করিবে (—শমদমাদিসাধনসম্পন্ন হইয়া 'তত্ত্বমসি' বাক্যের অর্থজ্ঞান সম্পাদন পূর্ব্বক ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পরিসমাপ্তি করিবে), অনেক শব্দের (—বিবিধ শাস্ত্রের) চিন্তন করিবে না, যেহেতু তাহা বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানিকর (—(১০) শ্রমোৎপাদক"), ইত্যাদি ।১০ সেইহেতুবশতঃও (—বাক্যপরিত্যাগপূর্ব্বক দ্যুলোকাদির যে অধিষ্ঠান বিজ্ঞেয়, তিনিই ব্রহ্ম হওয়ায়) পরব্রহ্মই দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির অধিষ্ঠান ।১১॥১।৩।২॥

নানুমানমতচ্ছব্দাৎ ॥১।৩।৩॥

পদচ্ছেদ—ন, অনুমানম্, অতৎ-শব্দাৎ।

সূত্রার্থ—[সিদ্ধান্তম্ অভিধায় প্রধানপক্ষং নিষেধতি—] **অনুমানম্**—অনুমীয়তে ইতি অনুমানম্, সাংখ্যপরিকল্পিতং প্রধানম্, **ন**—দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ন ভবতি। [কস্মাৎ?] **অতচ্ছব্দাৎ**—তস্য অচেতনস্য প্রধানস্য প্রতিপাদকঃ শব্দঃ—তচ্ছব্দঃ, ন তচ্ছব্দঃ—অতচ্ছব্দঃ, তস্মাৎ; প্রধানপ্রতিপাদকশব্দস্য ইহ অশ্রবণাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[সিদ্ধান্ত বর্ণনা করিয়া [সাংখ্যসম্মত] প্রধানরূপপক্ষকে নিরাকরণ করিতেছেন—] **অনুমানম্**—যাহাকে অনুমান করা হয়, তাহা অনুমান, অর্থাৎ সাংখ্যমতাবলম্বিগণ

ভাবদীপিকা

(১০) জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ, তালু, বক্ষঃস্থল, কণ্ঠ এবং মস্তক—এই আটটীকে শাস্ত্রে বাগিন্দ্রিয়ের স্থান বলা হয়। বাগিন্দ্রিয়ের শ্রমোৎপাদক বলিতে এই স্থানসকলের শ্রমোৎপাদনকে বুঝিতে হইবে।

কর্ত্তৃক পরিকল্পিত প্রধান, ন—দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির আশ্রয় নহে। [কোন হেতুবলে ইহা বলিতেছ ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] অতচ্ছব্দাৎ—সেই অচেতন প্রধানের প্রতিপাদক যে শব্দ, তাহা তচ্ছব্দ, যাহা তচ্ছব্দ নহে (—প্রধান প্রতিপাদক নহে), তাহা অতচ্ছব্দ, সেইহেতু; অর্থাৎ যেহেতু এখানে (—শ্রুতিতে) প্রধান প্রতিপাদক শব্দ পঠিত হয় নাই।

শাঙ্করভাষ্যম্

যথা ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদকঃ বৈশেষিকঃ হেতুঃ উক্তঃ, ন এবম্ অর্থা-ন্তরস্য বৈশেষিকঃ হেতুঃ প্রতিপাদকঃ অস্তি ইতি আহ—ন আনুমা-নিকং সাংখ্যস্মৃতিপরিকল্পিতং প্রধানম্ ইহ দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বেন প্রতিপত্তব্যম্ ।১ কস্মাৎ ?২ অতচ্ছব্দাৎ, তস্য অচেতনস্য প্রধা-নস্য প্রতিপাদকঃ শব্দঃ তচ্ছব্দঃ, ন তচ্ছব্দঃ অতচ্ছব্দঃ, নহি অত্র অচেতনস্য প্রধানস্য প্রতিপাদকঃ কশ্চিৎ শব্দঃ অস্তি, যেন অচেতনং প্রধানং কারণত্বেন আয়তনত্বেন বা অবগম্যেত ।৩ তদ্বিপরীতস্য চেতনস্য প্রতিপাদকশব্দঃ অত্র অস্তি—“যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ” (মুঃ ১।১।৯) ইত্যাদিঃ ।৪ অতএব ন বায়ুঃ অপি ইহ দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বেন আশ্রীয়তে। ৫ ॥১।৩।৩॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—তৎপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যের অভাবপ্রযুক্ত প্রধান বা সূত্রাত্মা জগদাধার নহে।]

যেমন ব্রহ্মের প্রতিপাদক বৈশেষিক হেতু (—আত্মশব্দরূপ অসাধারণ শ্রুতি-প্রমাণ, মুক্তোপসৃপ্যতারূপ অসাধারণ লিঙ্গপ্রমাণ ইত্যাদি) কথিত হইয়াছে, এই প্রকারে অর্থান্তরের (—প্রধানাদি অন্য পদার্থের) প্রতিপাদক অসাধারণ হেতু নাই, ইহাই [ভগবান্ সূত্রকার] বলিতেছেন—সাংখ্যস্মৃতিতে পরিকল্পিত যে অনুমানগম্য প্রধান, তাহাকে এখানে দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির অধিষ্ঠানরূপে অবগত হওয়া উচিত নহে ।১ কেন নহে ?২ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] 'অতচ্ছব্দাৎ', অর্থাৎ সেই অচেতন প্রধানের প্রতিপাদক যে শব্দ, তাহাই তৎ শব্দ, যাহা তৎ-শব্দ নহে (—প্রধানাদির প্রতিপাদক নহে), তাহা অতৎ-শব্দ ; [তাহাতে অর্থ হয়—] যেহেতু এখানে (—শ্রুতিতে) অচেতন প্রধানের প্রতিপাদক কোন শব্দ নাই, যাহার বলে অচেতন প্রধানকে [দ্যুলোকাদির] কারণরূপে অথবা অধিষ্ঠানরূপে অবগত হওয়া যাইবে ।৩ [“অতচ্ছব্দ” ইহার অন্যপ্রকার অর্থ প্রদর্শন করিতেছেন —] তাহার (—অচেতনের) বিপরীত যে চেতন, তাহার প্রতিপাদক শব্দ এখানে আছে, যথা— “যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ” ইত্যাদি । [সেইহেতু অচেতন প্রধান দ্যুলোকাদির অধিষ্ঠান নহে] ।৪ এইহেতুবশতঃই (—জগদাধাররূপে বায়ুর প্রতিপাদক কোন শ্রুতিবাক্য নাই বলিয়াই) এখানে (—প্রস্তাবিত বিচার্য্য শ্রুতিবাক্যে) বায়ুও (—সূত্রাত্মাও) দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির আশ্রয়রূপে গৃহীত হইতেছে না ।৫॥১।৩।৩॥

প্রাণভৃচ্চ ॥১।৩।৪॥

পদচ্ছেদ—প্রাণভৃৎ, চ।

সূত্রার্থ—[অস্তু তর্হি শারীরঃ দ্যুভ্বাদ্যায়তনং, তস্মিন্ আত্মত্বাদিযোগাৎ ইতি আশঙ্ক্য আহ—] চকারঃ—পূর্ব্বসূত্রস্থনঞঃ অনুষঙ্গার্থঃ। **প্রাণভৃৎ**—প্রাণান্ বিভর্ত্তি ইতি প্রাণভৃৎ—জীবঃ, [ন দ্যুভ্বাদ্যায়তনম্ : অতচ্ছব্দাৎ এব। যদ্যপি আত্মশব্দঃ জীবপরমাত্মনোঃ সাধারণঃ, তথাপি জীবস্য সর্ব্বজ্ঞত্বং দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বং চ ন আঞ্জস্যেন সম্ভবতি। অতঃ আত্মশব্দঃ অতচ্ছব্দঃ এব ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[আচ্ছা, তাহা হইলে জীব দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির আশ্রয় হউক, যেহেতু, তাহাতে আত্মত্ব প্রভৃতির যোগ আছে, এইপ্রকার আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—] চকারটী—পূর্ব্বসূত্রস্থ "ন"কারটীর সম্বন্ধবোধনের জন্য। **প্রাণভৃৎ**—যিনি প্রাণসকলকে ধারণ করেন, তিনি প্রাণভৃৎ অর্থাৎ জীব [দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির আশ্রয় নহে ; যেহেতু তৎপ্রতিপাদক শ্রুতি-বাক্য নাই। যদিও আত্মশব্দ জীব ও পরমাত্মার বোধক সাধারণশব্দ, তাহা হইলেও জীবের সর্ব্বজ্ঞতা এবং দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির আশ্রয় হওয়া সম্যগ্ভাবে সম্ভব হয় না। সেইহেতু আত্ম-শব্দটী অতৎ-শব্দই হইল (—জীববোধক হইল না) ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যদ্যপি প্রাণভৃতঃ বিজ্ঞানাত্মনঃ আত্মত্বং চেতনত্বং চ সম্ভবতি, তথাপি উপাধিপরিচ্ছিন্নজ্ঞানস্য সর্ব্বজ্ঞত্বাদ্যসম্ভবে সতি অস্মাৎ এব অতচ্ছব্দাৎ প্রাণভৃদপি ন দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বেন আশ্রয়িতব্যঃ।১ ন চ উপাধিপরিচ্ছিন্নস্য অবিভোঃ প্রাণভৃতঃ দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বম্ অপি সম্যক্ সম্ভবতি।২ পৃথক্ যোগকরণম্ উত্তরার্থম্। ৩॥ ১।৩।৪॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—উপাধিপরিচ্ছিন্ন জীব সর্ব্বজ্ঞ ও বিভু না হওয়ায় জগদাধার হইতে পারে না।]

যদিও প্রাণসকলের ধারণকর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মার (—জীবের) আত্মত্ব ও চেতনত্ব সম্ভব, তাহা হইলেও উপধিদ্বারা যাহার জ্ঞান সীমাবদ্ধ, তাহার সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি সম্ভব না হওয়ায় সেই অতৎ-শব্দবশতঃই (—শ্রুতিতে জীবের জগদাধারতা প্রতিপাদক কোন শব্দ নাই বলিয়াই) জীবও দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির অধিষ্ঠানরূপে গ্রহণীয় নহে।১ [কিন্তু ইহা তো বলা হইয়াছে—জীব ভোক্তা হওয়ায় ভোগ্যপ্রপঞ্চের আশ্রয় হইতে পারে (১।৩।১সূঃ, ১০ বাক্য), ইত্যাদি। তদুত্তরে বলিতেছেন—জীব স্বীয় অদৃষ্টদ্বারা দ্যুলোকাদি ভোগ্যবস্তুর সৃষ্টিতে নিমিত্তকারণ হইলেও, অন্তঃকরণরূপ] উপাধির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, সুতরাং অবিভু (—অব্যাপক) জীবের দ্যুলোক ও ভূর্লো-কাদির আশ্রয় হওয়া সম্যগ্রূপে সম্ভব হয় না।২ [যদি বলা হয়—প্রধান ও জীবের নিরাকরণের জন্য "নানুমানপ্রাণভৃতাবতচ্ছব্দাৎ" এইপ্রকার একটী সূত্র রচনা করিলেই চলিত, কারণ 'অতৎ-শব্দরূপ' নিরাকরণহেতু উভয়ত্রই সমান। তাহা না করিয়া "প্রাণভৃচ্চ" এই পৃথক্ সূত্র কেন রচিত হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন—] পৃথগ্ভাবে যোগকরণ (—সূত্ররচনা) পরবর্ত্তী সূত্রের জন্য (১১)।৩ ॥১।৩।৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্—কুতশ্চ ন প্রাণভৃৎ দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বেন আশ্রয়িতব্যঃ?

ভাষ্যানুবাদ—আর কোন হেতুবশতঃ জীব দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির আশ্রয়রূপে গ্রহণীয় নহে (১২)? [তদুত্তরে বলিতেছেন—]

ভেদব্যপদেশাৎ ॥১।৩।৫॥

সূত্রার্থ—["তম্ এব একং জানথ আত্মানম্" (মুঃ ২।২।৫) ইতি জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভাবেন জীবপরয়োঃ] ভেদব্যপদেশাৎ—ভেদকথনাৎ [ন প্রাণভৃৎ দ্যুভ্বাদ্যায়তনম্]।

অনুবাদ—["সেই অদ্বিতীয় আত্মাকেই অবগত হও", এইপ্রকারে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়রূপে জীব এবং পরমাত্মার মধ্যে] ভেদব্যপদেশাৎ—ভেদের কথন হইয়াছে বলিয়া [জীব দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির আশ্রয় নহে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ভেদব্যপদেশশ্চ ইহ ভবতি—তম্ এব একং জানথ আত্মানম্" (মুঃ ২।২।৫) ইতি জ্ঞেয়জ্ঞাতৃভাবেন।১ তত্র প্রাণভৃৎ তাবৎ মুমুক্ষুত্বাৎ জ্ঞাতা, পরিশেষাৎ আত্মশব্দবাচ্যং ব্রহ্ম জ্ঞেয়ং দ্যুভ্বাদ্যায়তনম্ ইতি গম্যতে, ন প্রাণভৃৎ।২ ॥১।৩।৫॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—জ্ঞেয় সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগতের অধিষ্ঠান, জ্ঞাতা অসর্ব্বজ্ঞ জীব নহে।]

আর এখানে (—বিচার্য্য শ্রুতিবাক্যে) "সেই অদ্বিতীয় আত্মাকেই অবগত হও", এইপ্রকারে জ্ঞেয়রূপে এবং জ্ঞাতৃরূপে [পরমাত্মা ও জীবের মধ্যে] ভেদের কথন আছে।১ তাহাদের মধ্যে মুমুক্ষু হওয়ায় জীব হয় জ্ঞাতা, [আর] অবশিষ্ট থাকেন বলিয়া আত্মশব্দের বাচ্য যে ব্রহ্ম, তিনি হন জ্ঞেয়, [সুতরাং তিনিই] দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির আশ্রয় ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে, জীব [কিন্তু জ্ঞেয়ও নহে, দ্যুলোকাদির আশ্রয়ও] নহে (১৩)।২ ॥১।৩।৫॥

ভাবদীপিকা

(১১) এইস্থলে বক্তব্য এই—পরবর্ত্তী সূত্রসকলে জীবই নিরাকৃত হইতেছে (—জীব যে দ্যুলোকাদির অধিষ্ঠান নহে, ইহা প্রতিপাদিত হইতেছে), প্রধান নহে। প্রধানের নিরাসক 'নানুমানম্" ইত্যাদি সূত্রের সহিত "প্রাণভৃচ্চ,, এই সূত্রটীকে একীকৃত করিলে কোন সূত্রে প্রধান নিরাকৃত হইয়াছে এবং কোন সূত্রসকলে জীব নিরাকৃত হইয়াছে, তাহা দুর্জ্ঞেয় হইয়া পড়িত। তাহা না হউক, সেইহেতু বোধসৌকর্য্যের জন্য উত্তরবর্ত্তী জীবনিরাকরণপর সূত্রগুলিকে পৃথগ্‌ভাবে প্রদর্শন করিবার জন্য পৃথক সূত্র রচিত হইয়াছে।

(১২) শঙ্কাকর্ত্তার অভিপ্রায় এই—সিদ্ধান্তে জীব তো ব্রহ্মই, আর তাহার অসর্ব্বজ্ঞতার হেতু যে অন্তঃকরণরূপ উপাধি, তাহা তো মিথ্যা। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞত্ব ও বিভুত্ব পরমার্থতঃ জীবেও সম্ভব হওয়ায়, তাহাই জগদাধার হইবে না কেন?

(১৩) এইস্থলে সিদ্ধান্তির অভিপ্রায় এই—জীবের অন্তকরণাদিরূপ উপাধি পরমার্থতঃ মিথ্যা হইলেও অবিদ্যাবস্থাতে তাহার মিথ্যাত্ব প্রতিভাত হয় না। সেইহেতু অবিদ্যাবান্ মুমুক্ষু জীব হয়

শাঙ্করভাষ্যম্-কুতশ্চ ন প্রাণভৃৎ দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বেন আশ্রয়িতব্যঃ?

ভাষ্যানুবাদ—আর কোন হেতুবশতঃ জীব দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির আশ্রয়রূপে গ্রহণীয় নহে (১৪)? [তদুত্তরে বলিতেছেন—]

প্রকরণাৎ ॥১।৩।৬॥

সূত্রার্থ—["কস্মিন্ নু ভগবঃ বিজ্ঞাতে সর্ব্বম্ ইদং বিজ্ঞাতং ভবতি" (মুঃ ১।১।৩) ইতি উপক্রমাৎ ব্রহ্মণঃ এব ইদং প্রকরণম্। নহি শারীরজ্ঞানাৎ সর্ব্ববিজ্ঞানং সম্ভবতি। তস্মাৎ] প্রকরণাৎ—ব্রহ্মপ্রকরণাৎ [ন জীবঃ দ্যুভ্বাদ্যাশ্রয়ঃ]।

অনুবাদ—["হে ভগবন্, কোন্ বস্তুটী বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্তই বিজ্ঞাত হয়" এইরূপে আরব্ধ হইয়াছে বলিয়া ইহা ব্রহ্মেরই প্রকরণ। কারণ জীববিষয়ক জ্ঞান হইতে সর্ব্ববিজ্ঞান সম্ভব নহে। সেইহেতু] প্রকরণাৎ—ইহা ব্রহ্মবিষয়ক প্রকরণ হওয়ায় [জীব দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির আশ্রয় নহে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রকরণং চ ইদং পরমাত্মনঃ।১ "কস্মিন্নু ভগবঃ বিজ্ঞাতে সর্ব্বম্ ইদং বিজ্ঞাতং ভবতি" (মুঃ ১।১।৩) ইতি একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানাপেক্ষণাৎ।২ পরমাত্মনি হি সর্ব্বাত্মকে বিজ্ঞাতে সর্ব্বম্ ইদং বিজ্ঞাতং স্যাৎ, ন কেবলে প্রাণভৃতি।৩ ॥১।৩।৬॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—জীববিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয় না বলিয়া জীব জ্ঞেয় নহে, সুতরাং জগদাধারও নহে।]

আর ইহা পরমাত্মার প্রকরণ।১ যেহেতু "হে ভগবন্, কোন বস্তুটী বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্তই বিজ্ঞাত হয়", এইপ্রকারে একের জ্ঞানের দ্বারা সকল পদার্থের জ্ঞান অপেক্ষিত হইয়াছে।২ সর্ব্বস্বরূপ পরমাত্মা বিজ্ঞাত হইলেই এই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়, কিন্তু কেবল জীব বিজ্ঞাত হইলে তাহা হয় না।৩ [সুতরাং শঙ্কাকর্ত্তা কর্তৃক 'নিজের আত্মরূপে' উপস্থাপিত জীব জ্ঞেয়ও নহে, জগদাধারও নহে] ॥১।৩।৬॥

ভাবদীপিকা

জ্ঞাতা এবং পরমাত্মা হন জ্ঞেয়। এইভাবে অবিদ্যাবস্থাতে জ্ঞাতৃজ্ঞেয়রূপে জীব ও পরমাত্মার মধ্যে বিভিন্নতা হইয়া পড়ে বলিয়া তাদৃশ মুমুক্ষু জীবকে উদ্দেশ করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন—"অদ্বিতীয় আত্মাকেই অবগত হও"। এইপ্রকারে পরমাত্মাকে জানিবার জন্য যাহার প্রতি উপদেশ করা হইতেছে, সেই অসর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং উপাধিপরিচ্ছিন্ন অবিদ্যাবান্ বদ্ধ জীব দ্যুলোকাদির আশ্রয় হইতে পারে না, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। তবে মুক্ত জীব দ্যুলোকাদির আশ্রয় হউক? হাঁ, তাহাই তো সিদ্ধান্ত; কারণ "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুঃ ৩।২।৯)। সুতরাং জীবত্বের হেতুভূত যে উপাধি, সেই উপাধিবিশিষ্টরূপে জীবের যে দ্যুলোকাদির প্রতি আশ্রয়তা, তাহাই নিরাকৃত হইতেছে, কিন্তু শুদ্ধস্বরূপে তাহা নিরাকৃত হইতেছে না, ইহাই বুঝিতে হইবে।

(১৪) আশঙ্কাকর্ত্তার অভিপ্রায় এই—"তম্ এব একং জানথ আত্মানম্" (মুঃ ২।২।৫) এই বাক্যে "আত্মানম্" অর্থাৎ "নিজেকেই" জানিবার জন্য শ্রুতি উপদেশ করিতেছেন। সুতরাং

শাঙ্করভাষ্যম্-কুতশ্চ ন প্রাণভৃদ্ দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বেন আশ্রয়িতব্যঃ?

ভাষ্যানুবাদ—আর কোন হেতুবশতঃ জীব দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির আশ্রয়রূপে গ্রহণীয় নহে (১৫) [তদুত্তরে বলিতেছেন—]

স্থিত্যদনাভ্যাংচ ॥১।৩।৭॥

সূত্রার্থ—স্থিত্যদনাভ্যাম্—স্থিতিশ্চ অদনং চ—স্থিত্যদনে, তাভ্যাং—স্থিত্যদনাভ্যাং ইতি পঞ্চমীদ্বিবচনম্। "অনশ্নন্ অন্যঃ অভিচাকশীতি" (মুঃ ৩।১।১) ইতি শ্রুতৌ যৎ অনশনম্—ঔদাসীন্যেন অবস্থানং, তৎ স্থিতিঃ, "পিপ্পলং স্বাদু অত্তি" (ঐ) ইতি শ্রুতৌ যৎ ভক্ষণং কর্ম্মফল-ভোগঃ, তদ্ অদনম্। তাভ্যাং স্থিত্যদনাভ্যাম্ ঈশ্বরঃ জীবাৎ অন্যঃ সিদ্ধঃ। ন চ ঈশ্বরাৎ অন্যত্র জগৎকারণত্বম্ ইতি চকারার্থঃ। অতঃ স্থিত্যদনাভ্যাং ন কর্ম্মফলভোক্তা প্রাণভৃৎ দ্যুভ্বাদ্যায়তনম্, অপিতু উদাসীনং পরব্রহ্ম এব ইতি সিদ্ধম্।

অনুবাদ—স্থিত্যদনাভ্যাম্—স্থিতি এবং অদন—স্থিত্যদন (দ্বন্দ্বসঃ), সেই দুইটী হইতে, এইপ্রকারে পঞ্চমীর দ্বিবচনে "স্থিত্যদনাভ্যাম্" এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। "একজন ভক্ষণ না করিয়া দর্শন করে", এই শ্রুতিতে বর্ণিত যে 'ভক্ষণ না করা' অর্থাৎ কর্ম্মফলভোগ না করিয়া উদাসীনভাবে অবস্থিতি, তাহাই স্থিতিশব্দের অর্থ। "আস্বাদযুক্ত পিপ্পল ভক্ষণ করে", এই শ্রুতিতে বর্ণিত যে কর্ম্মফলভোগ, তাহাই অদনশব্দের অর্থ। সেই স্থিতি এবং অদন, এই দুইটী হেতুবশতঃ ঈশ্বর জীব হইতে ভিন্ন, ইহা সিদ্ধ হয়। আর ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কিছু জগৎকারণ নহে, ইহা চকারটীর অর্থ। অতএব স্থিতি এবং অদন, এই দুইটী হেতুবশতঃ ইহা সিদ্ধ হইল যে কর্ম্মফলভোক্তা জীব দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির আশ্রয় নহে, কিন্তু উদাসীন পরব্রহ্মই সেই আশ্রয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

দ্যুভ্বাদ্যায়তনং চ প্রকৃত্য "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" (মুঃ ৩.১।১) ইতি অত্র স্থিত্যদনে নির্দ্দিশ্যেতে।১ "তয়োঃ অন্যঃ পিপ্পলং স্বাদু অত্তি" (ঐ) ইতি কর্ম্মফলাশনং, "অনশ্নন্ অন্যঃ অভিচাকশীতি" (ঐ)

ভাবদীপিকা

স্বভিন্ন যে ব্রহ্ম, তাঁহার জ্ঞেয়তা নিরাকৃত হইয়া 'নিজের আত্মাকেই' জানিবার উপদেশরূপে উক্ত বাক্যটী পর্য্যবসিত হইয়া পড়িতেছে বলিয়া সেই জ্ঞেয় 'নিজের আত্মাই' অর্থাৎ জীবই জগদাধার হইবে না কেন? কোন্ হেতুবলে তুমি ইহা স্বীকার করিতেছ না?

(১৫) এইস্থলে শঙ্কাকর্ত্তার অভিপ্রায় এই—সিদ্ধান্তী তুমি বলিতেছ, ইহা ব্রহ্মের প্রকরণ হওয়ায় তিনিই জ্ঞেয় এবং তিনিই মুঃ ২।২।৫ শ্রুতিতে বর্ণিত জগদাধার। কিন্তু ইহা ব্রহ্মের প্রকরণ হইলেও "দ্বা সুপর্ণা" (মুঃ ৩।১।১) মন্ত্রে যেমন অপ্রাকরণিক জীব প্রতিপাদিত হইয়াছে, তদ্রূপ মুঃ ২।২।৫ শ্রুতিতেও জগদাধাররূপে অপ্রাকরণিক জীবই প্রতিপাদিত হইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে। তবে উপাধিপরিচ্ছিন্ন হইলে অসর্ব্বজ্ঞ হইয়া পড়িবে বলিয়া এখানে মিথ্যা উপাধির সহিত জীবের ঐক্য (—জীবের সোপাধিকত্ব) বিবক্ষিত নহে, বুঝিতে হইবে। সুতরাং তাদৃশ নিরুপাধিক জীবের জ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞানসিদ্ধি এবং তাহারই জগদাধারতা স্বীকার করা সঙ্গত। কোন্ হেতুবলে তুমি তাহা স্বীকার করিতেছ না?

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি ঔদাসীন্যেন অবস্থানং চ।২ তাভ্যাং চ স্থিত্যদনাভ্যাম্ ঈশ্বর-ক্ষেত্রজ্ঞৌ তত্র গৃহ্যেতে।৩ যদি চ ঈশ্বরঃ দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বেন বিবক্ষিতঃ, ততঃ তস্য প্রকৃতস্য ঈশ্বরস্য ক্ষেত্রজ্ঞাৎ পৃথগ্বচনম্ অবকল্পতে।৪ অন্যথা হি অপ্রকৃতবচনম্ আকস্মিকম্ অসম্বদ্ধং স্যাৎ।৫ ননু তবাপি ক্ষেত্রজ্ঞস্য ঈশ্বরাৎ পৃথগ্বচনম্ আকস্মিকম্ এব প্রস-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—"দ্বা সুপর্ণা" শ্রুতিতে জীবেশ্বরের ভেদবর্ণন অন্যথা অনুপপন্ন হওয়ায় ঈশ্বরই জগদাধার, জীব নহে।]

দ্যুলোক এবং ভূর্লোকাদির যাহা অধিষ্ঠান, [মুঃ ২।২।৫ শ্রুতিতে] তাহার প্রস্তাব করিয়া "সর্ব্বদা সম্মিলিত এবং সমান নামধারী দুইটী পক্ষী", ইত্যাদি এই-স্থলে স্থিতি এবং অদন (—কর্ম্মফলভোগ না করিয়া উদাসীনভাবে অবস্থান এবং কর্ম্মফলভোগ) নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।১ [কোথায় নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] "সেই [পক্ষী] দুইটীর মধ্যে একটী স্বাদু ফল ভক্ষণ করে", এই-প্রকারে কর্ম্মফলভোগ এবং "অপরটী ভক্ষণ না করিয়া দর্শন করে", এইপ্রকরে উদাসীনভাবে অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।২ সেই স্থিতি এবং অদনের দ্বারা ঈশ্বর ও ক্ষেত্রজ্ঞ (—জীব) সেইস্থলে গৃহীত হইতেছে।৩ [আচ্ছা, "দ্বা সুপর্ণা" (মুঃ ৩।১।১) বাক্যে জীব ও ঈশ্বর না হয় বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু মুঃ ২।২।৫ দ্যুলোকাদির আয়তন-বোধকবাক্যে ঈশ্বরকে জগদাধাররূপে কেন গ্রহণ করিতে হইবে? তদুত্তরে বলিতে-ছেন—সেইস্থলে] যদি ঈশ্বর দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির আশ্রয়রূপে বিবক্ষিত হন, তাহা হইলে ["দ্বা সুপর্ণা" শ্রুতিতে] প্রস্তাবিত সেই ঈশ্বরের, জীব হইতে পৃথগ্-ভাবে বর্ণনা হয় সঙ্গত।৪ যেহেতু অন্যথা (—মুঃ ২।২।৫ শ্রুতিতে ঈশ্বর যদি দ্যুলো-কাদির অধিষ্ঠানরূপে বিবক্ষিত না হন, তাহা হইলে "দ্বা সুপর্ণা (মুঃ ৩।১।১) শ্রুতিতে জীব হইতে ঈশ্বরের পৃথগ্ভাবে বর্ণনা] অপ্রকৃতবচন (—অপ্রাসঙ্গিক কথন), আক-স্মিক (—অকারণক) এবং অসম্বদ্ধ হইয়া পড়িবে (১৬)।৫

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়, তোমার পক্ষেও (—জীব জগদাধার না হইয়া ঈশ্বরই মুঃ ২।২।৫ শ্রুতিতে জগদাধাররূপে প্রতিপাদিত হইলে, মুঃ ৩।১।১ বাক্যে] ঈশ্বর হইতে জীবের পৃথগ্ভাবে বর্ণনা আকস্মিকই হইয়া পড়িবে।৬

ভাবদীপিকা

(১৬) এইস্থলে সিদ্ধান্তীর তাৎপর্য্য এই—"যস্মিন্ দ্যৌঃ" (মুঃ ২।২।৫) ইত্যাদি শ্রুতিতে ঈশ্বর দ্যুলোকাদির অধিষ্ঠানরূপে বিবক্ষিত না হইয়া জীবই যদি তদ্রূপে বিবক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহাই এই প্রকরণের প্রধান প্রতিপাদ্য হইবে। আর তাহা হইলে "দ্বা সুপর্ণা" (মুঃ ৩।১।১) মন্ত্রে কর্ম্মফলভোগ ও উদাসীনভাবে অবস্থিতির বর্ণনাদ্বারা জীব হইতে ভিন্নভাবে ঈশ্বরের উপদেশ অপ্রাসঙ্গিক সুতরাং বিফল হইয়া পড়িবে। তাহা না হউক, সেইহেতু "যস্মিন্ দ্যৌঃ" ইত্যাদি প্রথমপঠিত বাক্যে ঈশ্বরই জগদাধাররূপে প্রতিপাদিত হইয়াছেন, ইহা স্বীকার করা সঙ্গত।

শাঙ্করভাষ্যম্

জ্যেত ।৬ ন, তস্য অবিবক্ষিতত্বাৎ ।৭ ক্ষেত্রজ্ঞঃ হি কর্ত্তৃত্বেন ভোক্তৃত্বেন চ প্রতিশরীরং বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিসম্বদ্ধঃ লোকতঃ এব প্রসিদ্ধঃ, ন অসৌ শ্রুত্যা তাৎপর্য্যেণ বিবক্ষ্যতে ।৮ ঈশ্বরস্তু লোকতঃ অপ্রসিদ্ধত্বাৎ শ্রুত্যা তাৎপর্য্যেণ বিবক্ষ্যতে ইতি ন তস্য আকস্মিকং বচনং যুক্তম্ ।৯ "গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি" (১।২।১১) ইতি অত্র অপি এতৎ দর্শিতম্—"দ্বা সুপর্ণা" ইতি অস্যাম্ ঋচি ঈশ্বরক্ষেত্রজ্ঞৌ উচ্যেতে ইতি ।১০ যদাপি পৈঙ্গ্যুপনিষৎকৃতেন ব্যাখ্যা-

ভাষ্যানুবাদ

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তদুত্তরে বলিব, না, তাহা বলিতে পার না, কারণ তাহা (—জীব) বিবক্ষিত নহে ।৭ [কেন নহে? তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু প্রত্যেক শরীরে জীব কর্ত্তৃরূপে ও ভোক্তৃরূপে বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির সহিত সম্বদ্ধ, ইহা লোকমধ্যে প্রসিদ্ধই আছে, [সুতারং অজ্ঞাত বস্তু না হওয়ায়] শ্রুতিকর্ত্তৃক তাৎপর্য্যযুক্তরূপে তাহা বিবক্ষিত নহে (—লোকপ্রসিদ্ধ জীব প্রতিপাদনে শ্রুতির তাৎপর্য্য নাই) ।৮ ঈশ্বর কিন্তু লোকমধ্যে অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় শ্রুতি কর্ত্তৃক তাৎপর্য্যযুক্তরূপে বিবক্ষিত হইতেছেন, এইহেতু তাঁহার বচন (—মুঃ ৩।১।১ শ্রুতিতে বর্ণনা) আকস্মিক (—অহেতুক) হওয়া সঙ্গত নহে। [সুতরাং অপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞাপন করিবার জন্য, পূর্ব্বে মুঃ ২।২।৫ শ্রুতিতে প্রস্তাবিত না হইলেও লোকপ্রসিদ্ধ জীবের মুঃ ৩।১।১ বাক্যে অকস্মাৎ অনুবাদ অসঙ্গত নহে (১৭) ।৯ কিন্তু পৈঙ্গীরহস্য ব্রাহ্মণের মতে তো "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি শ্রুতিতে বুদ্ধি ও জীব প্রতিপাদিত হইয়াছে, (১।২।১২ সূঃ ১২ বাক্য), প্রস্তাবিত সূত্রটী জীব ও ঈশ্বর প্রতিপাদনের জন্য কেন রচিত হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন—] "গুহাং প্রবিষ্টৌ অত্মানৌ হি" ইত্যাদি এইস্থলে (—এইরূপে আরব্ধ ১।২।৩ অধিকরণে) ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে—"দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি ঋগ্‌মন্ত্রটীতে ঈশ্বর ও জীব বর্ণিত হইতেছেন, ইত্যাদি [১।২।১২ সূঃ ৮ বাক্য] ।১০

[সিঃ—"দ্বাসুপর্ণা" (মুঃ ৩।১।১) শ্রুতির পৈঙ্গিরহস্য ব্রাহ্মণানুযায়ী ব্যাখ্যাতে উপাধিবিনির্ম্মুক্ত সুতরাং ব্রহ্মাভিন্ন জীবই জগতের অধিষ্ঠান।]

আর যদি পৈঙ্গীউপনিষৎকৃত ব্যাখ্যার দ্বারা এই ["দ্বা সুপর্ণা"] মন্ত্রটীতে বুদ্ধি ও জীব বর্ণিত হয়, তাহা হইলেও কোনপ্রকার বিরোধ হয় না।১১ কি প্রকারে

ভাবদীপিকা

(১৭) শঙ্কাকর্ত্তা মনে করিতেছিলেন—"দ্বা সুপর্ণা (মুঃ ৩।১।১) শ্রুতিতে অপ্রাকরণিক (—যাহা প্রকরণের প্রতিপাদ্য নহে এতাদৃশ) জীব প্রতিপাদিত হওয়ায় "যস্মিন্ দ্যৌঃ (মু ২।২।৫) ইত্যাদি শ্রুতিতেও অপ্রাকরণিক হইলেও তাহাকেই জগদাধাররূপে স্বীকার করিতে হইবে (১৫ ভাবদীঃ), এইরূপে তাহা নিরাকৃত হইল। কারণ অপ্রাকরণিক হইলেও ব্রহ্মবোধনের জন্য লোক প্রসিদ্ধ জীবের অনুবাদ সঙ্গত।

শাঙ্করভাষ্যম্

নেন অস্যাম্ ঋচি সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞৌ উচ্যেতে, তদাপি ন বিরোধঃ কশ্চিৎ।১১ কথম্?১২ প্রাণভৃৎ হি ইহ ঘটাদিচ্ছিদ্রবৎ সত্ত্বাদ্যুপাধ্যভিমানিত্বেন প্রতিশরীরং গৃহ্যমাণঃ দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ন ভবতি ইতি নিষিধ্যতে।১৩ যস্তু সর্ব্বশরীরেষু উপাধিভিঃ বিনা উপলক্ষ্যতে, পরমাত্মা এব সঃ ভবতি।১৪ যথা ঘটাদিচ্ছিদ্রাণি ঘটাদিভিঃ উপাধিভিঃ বিনা উপলক্ষ্যমাণানি মহাকাশঃ এব ভবন্তি, তদ্বৎ প্রাণভৃতঃ পরস্মাৎ অন্যত্বানুপপত্তেঃ প্রতিষেধঃ ন উপপদ্যতে।১৫ তস্মাৎ সত্ত্বাদ্যুপাধ্যভিমানিনঃ এব দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বপ্রতিষেধঃ।১৬ তস্মাৎ পরম্ এব ব্রহ্ম দ্যুভ্বাদ্যায়তনম্।১৭ তদেতৎ "অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ"

ভাষ্যানুবাদ

তাহা সম্ভব হইবে (—পরমেশ্বর গৃহীত না হইয়া বুদ্ধি ও জীব গৃহীত হইলে পরমেশ্বরের জগদাধারতা কি প্রকারে সম্ভব হইবে)?১২ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যে প্রসিদ্ধ প্রাণভৃৎ (—জীব) ঘটাদিচ্ছিদ্রের ন্যায় (—ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশের ন্যায়) বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিতে অভিমানিরূপে প্রত্যেক শরীরে গৃহীত হইতেছে, তাহা দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির আশ্রয় নহে, ইহাই নিষিদ্ধ হইতেছে।১৩ [আচ্ছা বুদ্ধ্যাদি উপাধিযুক্ত জীব না হয় জগদাধার হইল না, কিন্তু উক্ত শ্রুতিতে ঈশ্বর প্রতিপাদিত না হওয়ায় তোমার ব্রহ্মের জগদাধারতার কি হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু সকল শরীরে উপাধিব্যতিরেকে যিনি উপলক্ষিত হন, তিনিই পরমাত্মা।১৪ যেমন ঘটাদিচ্ছিদ্রসকল (—ঘটাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন আকাশসকল) ঘট প্রভৃতিরূপ উপাধি ব্যতিরেকে উপলক্ষিত হইলে মহাকাশই হইয়া থাকে, তদ্রূপ [মহাকাশস্থানীয়] পরব্রহ্ম হইতে [বুদ্ধ্যাদি উপাধিবিনির্ম্মুক্ত] জীবের ভিন্নতা যুক্তিসিদ্ধ নহে বলিয়া [তাদৃশ উপাধিবিনির্ম্মুক্ত সুতরাং ব্রহ্মাভিন্ন জীবের জগদাধাররূপে] প্রতিষেধ যুক্তি সঙ্গত নহে (১৮)।১৫ সেইহেতু (—উপাধিবিনির্ম্মুক্ত তাদৃশ ব্রহ্মাভিন্ন জীবের জগদাধারতা অভীষ্ট হওয়ায়) যিনি বুদ্ধিপ্রভৃতি উপাধিতে অভিমানযুক্ত তাঁহারই দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির আশ্রয় হওয়া প্রতিষিদ্ধ হইতেছে।১৬ সেইহেতু (—এইভাবে লোকপ্রসিদ্ধ বুদ্ধ্যাদি উপাধিযুক্ত জীব নিরাকৃত হইয়া পড়ে বলিয়া) পরব্রহ্মই দ্যুলোক ও ভূর্লোকাদির অধিষ্ঠান।১৭ [জ্ঞেয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই জগতের অধিষ্ঠান, এইবিষয়ে অন্য যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—] সেই ইহা (—পরব্রহ্মই জগতের অধিষ্ঠান, ইহা) "অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ" ইত্যাদি

ভাবদীপিকা

(১৮) এইরূপে ১৫ সংখ্যক ভাবদীপিকার শেষাংশে বিবৃত শঙ্কাকর্ত্তার অভিপ্রেত নিরুপাধিক জীবের জগদাধারতা স্বীকার করিয়া লইয়া সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইল, ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

(১।২।২১) ইতি অনেনৈব সিদ্ধম্।১৮ তস্যৈব হি ভূতযোনিবাক্যস্য মধ্যে ইদং পঠিতম্—"যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবীচান্তরিক্ষম্" (মুঃ ২।২।৫) ইতি।১৯ প্রপঞ্চার্থং তু পুনরুপন্যস্তম্।২০॥১।৩।৭॥ ইতি প্রথমং দ্যুভ্বাদ্যধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

ইহার দ্বারাই (—এইরূপে আরব্ধ ১।২।৬ অদৃশ্যত্বাদ্যধিকরণে) সিদ্ধ হইয়াছে।১৮ যেহেতু সেই ভূতযোনি প্রতিপাদক বাক্যের মধ্যেই (—ব্রহ্মবোধক সেই প্রকরণ-মধ্যেই) ইহা পঠিত হইয়াছে, যথা—"যাঁহাতে দ্যুলোক পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ সমর্পিত আছে" ইত্যাদি।১৯ [কিন্তু তাহা হইলে তো এই অধিকরণ "অদৃশ্যত্বাদ্যধিকরণে" গতার্থ হওয়ায় পুনরুক্ত, সুতরাং অনর্থক হইয়া পড়িতেছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই জগতের অধিষ্ঠান, 'সেতু'শব্দের ব্যাখ্যানের দ্বারা তাহারই] বিস্তৃতির জন্য (—বিশদভাবে বর্ণনার জন্য) কিন্তু পুনরায় উপন্যস্ত (—বিচার্য্য বিষয়রূপে পরিগৃহীত) হইয়াছে।২০ [সেইহেতু পুনরুক্তিদোষ হয় না]॥১।৩।৭॥

দ্যুভ্বাদ্যধিকরণ সমাপ্ত

২। ভূমাধিকরণম্। [৮-৯ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ভূমবিদ্যাতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই ভূমশব্দবাচ্য

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে "জানথ আত্মানম্" (মুঃ ২।২।৫) এইরূপে আত্মশব্দের প্রয়োগবশতঃ দ্যুলোকাদির অধিষ্ঠানকে ব্রহ্মরূপে নিশ্চয় করা হইয়াছে। তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে, কারণ "তরতি শোকম্ আত্মবিৎ" (ছাঃ ৭।১।৩) এইরূপে উপক্রম করিয়া প্রাণেই প্রশ্ন-প্রতিবচনপ্রবাহের পরিসমাপ্তিদ্বারা বিবক্ষিত বিষয়ের পরিসমাপ্তি হওয়ায় অব্রহ্মভূত প্রাণেও আত্মশব্দের প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হইতেছে, এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **আক্ষেপসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

ভূমা প্রাণঃ পরেশো বা প্রশ্নপ্রত্যুক্তিবর্জ্জনাৎ।
অনুবর্ত্যাতিবাদিত্বং ভূমোক্তেশ্চাসুরেব সঃ॥
বিচ্ছিদ্যৈষ ত্বিতি প্রাণং সত্যস্যোপক্রমাত্তথা।
মহোপক্রম আত্মোক্তেরীশোঽয়ং দ্বৈতবারণাৎ॥

অন্বয়—ভূমা প্রাণঃ পরেশঃ বা ? প্রশ্নপ্রত্যুক্তিবর্জ্জনাৎ অতিবাদিত্বং অনুবর্ত্য ভূমোক্তেঃ চ সঃ অসুঃ এব। "এষঃ তু" ইতি প্রাণং বিচ্ছিদ্য সত্যস্য উপক্রমাৎ, তথা মহোপক্রমে আত্মোক্তেঃ, দ্বৈতবারণাৎ অয়ং ঈশঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[ছান্দোগ্যে সপ্তমাধ্যায়ে "তরতি শোকম্ আত্মবিৎ" (ছাঃ ৭।১।৩) ইতি নারদোক্ত্যনন্তরং নারদং প্রতি সনৎকুমারঃ নামাদীনি উত্তরোত্তরভূয়াংসি বহূনি তত্ত্বানি উপদিশ্য অন্তে

নিরতিশয়ং ভূমানম্ উপদিশতি—"যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যৎ শৃণোতি...সঃ ভূমা" (ছাঃ ৭।২৪।১) ইতি। তত্র অবান্তরপ্রকরণ-মহাপ্রকরণাভ্যাং ভূমশব্দবাচ্যে দ্বিধা সংশয়ঃ ভবতি—] ভূমা প্রাণঃ [স্যাৎ], পরেশঃ বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—[পূর্ব্বেষু নামাদিতত্ত্বেষু "অস্তি ভগবো ভূয়ঃ" (ছাঃ ৭।১।৫ ইত্যাদি) ইতি নারদঃ পদে পদে পৃচ্ছতি, সনৎকুমারশ্চ "অস্তি" ইতি প্রতিবক্তি। এবং চ প্রশ্নপ্রতিবচনপূর্ব্বকতয়া "প্রাণঃ হি এব এতানি সর্ব্বাণি" (ছাঃ ৭।১৫।৪) ইতি প্রাণান্তানি তত্ত্বানি উপদিশ্য নারদ-সনৎকুমারয়োর্ম্মধ্যে] প্রশ্নপ্রত্যুক্তিবর্জ্জনাৎ, [কিঞ্চ প্রাণতত্ত্বম্ উপদিশ্য প্রাণোপাসকস্য "অতিবাদী অসি" (ছাঃ ৭।১৫।৪) ইত্যাদিনা অতিবাদিত্বনামকং উৎকর্ষম্ অভিধায় প্রকরণবিচ্ছেদশঙ্কা-নিবৃত্তয়ে "এষঃ তু বা অতিবদতি" (ছাঃ ৭।১৬।১) ইতি তদেব] অতিবাদিত্বং অনুবর্ত্য [সত্যাদিপরম্পরয়া] ভূমোক্তেঃ চ [প্রাণভূম্নোঃ অভেদঃ প্রতীয়তে। তস্মাৎ] সঃ [ভূমা] অসুঃ এব [ভবতি]।

সিদ্ধান্ত—"এষঃ তু" (ছাঃ ৭।১৬।১) ইতি [তুশব্দেন] প্রাণং বিচ্ছিদ্য ["যঃ সত্যেন অতিবদতি" (ছাঃ ৭।১৬।১) ইতি পৃথক্‌তয়া মুখ্যাতিবাদিত্বহেতোঃ ব্রহ্মণঃ] সত্যস্য উপক্রমাৎ, তথা ["তরতি শোকম্ আত্মবিৎ" ইতি] মহোপক্রমে [বেদ্যতয়া] আত্মোক্তেঃ, ["ন অন্যৎ পশ্যতি" (ছাঃ ৭।২৪।১) ইতি] দ্বৈতবারণাৎ [চ] অয়ং [ভূমা] ঈশঃ [এব ভবতি]।

অনুবাদ

সংশয়—[ছান্দোগ্য উপনিষদে সপ্তমাধ্যায়ে "আত্মবিৎ শোককে অতিক্রম করেন", এইপ্রকার নারদের উক্তির অনন্তর সনৎকুমার নারদের প্রতি নাম প্রভৃতি উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ বহু-তত্ত্বকে উপদেশ করিয়া শেষভাগে নিরতিশয় ভূমাকে উপদেশ করিতেছেন, যথা—"যাহাতে অপর কিছু দর্শন করে না, অপর কিছু শ্রবণ করে না···তাহা ভূমা" ইত্যাদি। সেইস্থলে অবান্তরপ্রকরণ এবং মহাপ্রকরণ (১) প্রমাণবশতঃ দুইপ্রকার সংশয় হয়—] ভূমশব্দে কি প্রাণকে গ্রহণ করিতে হইবে, অথবা পরমেশ্বরকে ?

ভাবদীপিকা [মহাপ্রকরণ ও অবান্তরপ্রকরণ]

(১) ১।১।৫ ঈক্ষত্যধিকরণ এবং ১।১।৬ আনন্দময়াধিকরণের অন্তরালে "শ্রুতিলিঙ্গাদিপ্রমাণের পরিচয়" শীর্ষক ভাবদীপিকাতে প্রকরণপ্রমাণ সম্বন্ধে সামান্যভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে সেই বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইতেছে। সেই প্রকরণপ্রমাণ দুইপ্রকার—১। মহাপ্রকরণ এবং ২। অবান্তরপ্রকরণ। তন্মধ্যে ১।**মহাপ্রকরণ** পূর্ব্বেই উক্তস্থলে আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে দুইপ্রকার প্রকরণপ্রমাণের মধ্যে প্রভেদ কি, তাহা বোধনের জন্য পুনরায় একটু অন্যভাবে তাহা আলোচিত হইতেছে—"মুখ্যভাবনাসম্বন্ধিপ্রকরণং মহাপ্রকরণম্"—'মুখ্যভাবনাসম্বন্ধী যে পরস্পরাকাঙ্ক্ষা, তাহাই মহাপ্রকরণ'। 'মুখ্যভাবনা' বলিতে 'ফলভাবনাকে' অর্থাৎ আর্থীভাবনাকে বুঝিতে হইবে, কারণ 'ফল' শব্দের অর্থ প্রয়োজন। আর প্রয়োজনেচ্ছা-জনিত যে যাগাদিক্রিয়াসম্পাদনবিষয়ক আন্তর ব্যাপার, তাহাই আর্থীভাবনা। [১।১।১ জিজ্ঞাসা-ধিকরণ, ৭ বাক্যের ভাবদীঃ দ্রষ্টব্য]। যেমন দর্শপৌর্ণমাসযজ্ঞের উৎপত্তিবিধিবাক্য ও অধিকার বিধিবাক্য [১।১।৫ ঈক্ষত্যধিকরণশেষে 'প্রমাণসকলের পরিচয়ে' প্রকরণপ্রমাণের পাদটীকা দ্রষ্টব্য]

পূর্ব্বপক্ষ—[পূর্ব্ববর্ত্তী নামাদি তত্ত্বসকলে "ভগবন্, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কিছু আছে কি ?। এইপ্রকারে নারদ পদে পদে জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং সনৎকুমার "আছে" এইপ্রকার প্রত্যুত্তর দিতেছেন। এইপ্রকারে প্রশ্ন ও প্রতিবচন পূর্ব্বক "প্রাণই এই সমস্ত" এইপ্রকারে প্রাণ পর্য্যন্ত তত্ত্বসকলকে উপদেশ করিয়া নারদ ও সনৎকুমারের মধ্যে] প্রশ্ন এবং প্রত্যুত্তর বর্জ্জিত হওয়া এবং [প্রণতত্ত্বের উপদেশ করিয়া "আপনি অতিবাদী" ইত্যাদি প্রকারে প্রাণোপাসকের অতিবাদিত্বনামক উৎকৃষ্টতা বর্ণনা করিয়া প্রকরণের বিচ্ছেদাশঙ্কাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য "ইনিই কিন্তু অতিবাদী" এইপ্রকারে সেই] অতিবাদিত্বকেই অনুকর্ষণ করতঃ [সত্যাদি পরম্পরাতে] ভূমা বর্ণিত হওয়ায় [প্রাণ এবং ভূমার মধ্যে অভিন্নতা প্রতীত হইতেছে। সেইহেতু] সেই ভূমা প্রাণই।

সিদ্ধান্ত—"ইনিই কিন্তু" এইপ্রকারে ['কিন্তু'শব্দের দ্বারা] প্রাণবর্ণনাপ্রসঙ্গের বিচ্ছেদ করিয়া ["যিনি সত্যের দ্বারা অতিবাদী হন", এইপ্রকারে পৃথগ্ ভাবে মুখ্য অতিবাদিত্বের হেতুভূত ব্রহ্মস্বরূপ] সত্যের বিষয় বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে বলিয়া, আর ["আত্মবিৎ শোককে অতিক্রম করেন", এইপ্রকারে মহোপক্রমে (—সকলের প্রথমে) বেদ্যরূপে] আত্মা বর্ণিত হইয়াছেন বলিয়া, [এবং "অন্য কিছু দর্শন করে না", এইপ্রকারে] দ্বৈতের নিষেধ করা হইয়াছে বলিয়া এই ভূমা অবশ্যই পরমেশ্বর।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে—প্রাণোপাসনা। সিদ্ধান্তে—নির্গুণ ব্রহ্মাত্মজ্ঞান।

ভাবদীপিকা [মহাপ্রকরণ ও অবান্তরপ্রকরণ]

শ্রবণ করতঃ সেই বিষয়ে পুরুষের মনে যে 'স্বর্গভাব্যক ইতিকর্ত্তব্যতাঙ্গক-যাগকরণিকা ভাবনার'—'স্বর্গ যাহার উৎপদ্যমান ফল, প্রযাজাদি ইতিকর্ত্তব্যতাসকল যাহার অঙ্গ এবং দর্শপূর্ণমাসাদি যজ্ঞ যাহার করণ, এতাদৃশ অংশত্রয়বর্তী যে আর্থীভাবনার' উদয় হয়, তাহাই মুখ্যভাবনাশব্দে বিবক্ষিত। তৎসম্বন্ধী যে পরস্পরাকাঙ্ক্ষা তাহাই মহাপ্রকরণ। ব্যাপারটী এইপ্রকারে বুঝিতে হইবে—উৎপত্তি ও অধিকারবিধিবাক্য শ্রবণানন্তর যখন অধিকারী পুরুষের মনে "স্বর্গরূপ ফললাভের জন্য আমার দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞ সম্পাদন করা উচিত", এইপ্রকার আর্থীভাবনার উদয় হয়, তখন সেই পুরুষ চিন্তা করে—'স্বর্গরূপ অলৌকিক ফললাভ করিতে হইলে অঙ্গকলাপের সহিত দর্শপূর্ণমাসের অনুষ্ঠান আবশ্যক'। কিন্তু এই যজ্ঞের অঙ্গ কি ? কি প্রকারে, কোন কোন অঙ্গ সহযোগে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে ? এইপ্রকারে প্রধান যে দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞ, তাহার অঙ্গের প্রতি আকাঙ্ক্ষা হয়। আর তৎপ্রকরণে "সমিধো যজতি" ইত্যাদি প্রকারে পঠিত প্রযাজপঞ্চকের নিজস্ব অলৌকিক ফল শ্রুত না হওয়ায় জানিবার আকাঙ্ক্ষা হয়—'ইহাদের দ্বারা কি সম্পাদিত হইবে' ? তাহার ফলে একই প্রকরণে পঠিত এই উভয়প্রকার সাকাঙ্ক্ষ যজ্ঞের আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য উক্ত উভয়প্রকার যজ্ঞ অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ হয়। এইপ্রকারে এই যে আর্থীভাবনাপুরস্কারে তৎসম্বদ্ধরূপে প্রযাজসকল ও দর্শপূর্ণমাসের মধ্যে উদিত পরস্পর আকাঙ্ক্ষা, ইহাই **মহাপ্রকরণ**। এতাদৃশ পরস্পরাকাঙ্ক্ষাবশতঃ দর্শপূর্ণমাস ও প্রযাজসকলের মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গিভাবের বোধ হয়, তাহা মহাপ্রকরণপ্রমাণবলেই হইয়া থাকে। এইপ্রকারে পর্য্যবসিত অর্থ হইল—যে পরস্পরাকাঙ্ক্ষারূপ প্রকরণপ্রমাণের বলে প্রধান যজ্ঞের অঙ্গকলাপের সহিত সেই প্রধান যজ্ঞের অঙ্গাঙ্গিভাবের বোধ হয়, তাহাই "**মহাপ্রকরণ**"।

ভাবদীপিকা [মহাপ্রকরণ ও অবান্তরপ্রকরণ]

২। **অবান্তরপ্রকরণ**—"ফলভাবনায়াঃ অন্তরালে যদঙ্গভাবনাসম্বন্ধিপ্রকরণং তদবান্তরপ্রকরণম্"—'ফলভাবনার মধ্যেই যে অঙ্গভাবনাসম্বন্ধী পরস্পরাকাঙ্ক্ষা, তাহাই অবান্তর প্রকরণ-প্রমাণ'। 'ফলভাবনা'শব্দে আর্থীভাবনাকে বুঝায়, ইহা উপরে বলা হইয়াছে এবং প্রযাজসকল দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের অঙ্গ, ইহা মহাপ্রকরণবলে অবগত হওয়া গিয়াছে। সেই অঙ্গসকলকেও সাঙ্গ অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তবেই তাহা হইতে অবান্তরাপূর্ব্বের * উৎপত্তি সম্ভব। সেইহেতু সেই প্রযাজসকল অবলম্বনে এইপ্রকার ভাবনার উদয় হয়—"প্রযাজসকলের সাঙ্গ অনুষ্ঠান হইতে উৎপন্ন অবান্তরাপূর্ব্বের দ্বারা প্রধান যজ্ঞের (—দর্শপূর্ণমাসের) উপকার (—তৎকর্ত্তৃক পরমাপূর্ব্ব উৎপাদনে সহায়তা) করিতে হইবে"। এই যে ভাবনা, ইহাকে বলা হয় অঙ্গভাবনা (—অঙ্গবিধি-বোধিত ভাবনা)। যাহাহউক, উক্তপ্রকার অঙ্গভাবনা উদিত হইলে পুরুষ চিন্তা করে—প্রযাজাদি অঙ্গসকলও সাঙ্গ অনুষ্ঠেয়। কিন্তু কি সেই অঙ্গ, কিপ্রকারে কোন কোন অঙ্গসহযোগে উক্ত অঙ্গযজ্ঞসকল অনুষ্ঠিত হইবে ? এইপ্রকারে অঙ্গযজ্ঞ যে প্রযাজাদি, তাহাদের স্বীয় অঙ্গের প্রতি আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। অপর পক্ষে প্রযাজের অনুবাদ (—নামোল্লেখ) করিয়া এবং তাহা না করিয়া আজ্যগ্রহণ, অভিক্রমণ (—মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে আহবনীয় অগ্নির নিকট গমন), অভিঘারণ (—আজ্যসম্পাত) প্রভৃতি কতকগুলি যজ্ঞাঙ্গ বিহিত হইয়াছে। প্রযাজের অনুবাদ করিয়া যে যজ্ঞাঙ্গগুলি পঠিত হইয়াছে, তাহারা অন্যান্য প্রমাণবলে প্রযাজের অঙ্গরূপে গৃহীত হয়। কিন্তু প্রযাজের অনুবাদ না করিয়া অভিক্রমণাদি যে অঙ্গসকল পঠিত হইয়াছে, সেই সকলকে অবলম্বন করিয়া আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়—'ইহারা কাহার অঙ্গ, ইহাদের সম্পাদ্য কি' ? তাহার ফলে এই উভয়প্রকার সাকাঙ্ক্ষ ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য উক্ত প্রযাজযজ্ঞ এবং অভিক্রমণাদিরূপ এই ক্রিয়াসকল পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ হয়। এইপ্রকারে অঙ্গভাবনার কথম্ভাবাকাঙ্ক্ষার (—কি প্রকারে সম্পাদন করিতে হইবে, এইপ্রকার আকাঙ্ক্ষার) চরিতার্থতার জন্য সেই অঙ্গ-ভাবনাসম্বদ্ধরূপে প্রযাজ ও তদঙ্গসকলের মধ্যে উদিত এই যে পরস্পরাকাঙ্ক্ষা, ইহাই **অবান্তর-প্রকরণ**। এতাদৃশ পরস্পরাকাঙ্ক্ষা বশতঃ প্রযাজরূপ অঙ্গযজ্ঞ এবং তাহার অভিক্রমণাদি অঙ্গের মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গিভাবের বোধ হয়, তাহা অবান্তরপ্রকরণপ্রমাণবলেই হয়। যাহাহউক, এইপ্রকারে প্রযাজাদি অঙ্গযজ্ঞ এবং তাহার অঙ্গসকলবিষয়ে জ্ঞান সম্পূর্ণ হইলেই 'অঙ্গভাবনা' চরিতার্থ হইয়া উপশান্ত হইয়া যায়। আর এইভাবে দর্শপূর্ণমাসরূপ প্রধান যজ্ঞ এবং প্রযাজাদিরূপ তাহার অঙ্গযজ্ঞসকলের ইতিকর্ত্তব্যতাবিষয়ক জ্ঞান [যে অঙ্গসকল সহযোগে যে প্রকারে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকলকে বলে—**ইতিকর্ত্তব্যতা**।] সম্পূর্ণ হইলেই অংশত্রয়বতী আর্থীভাবনার অংশত্রয়ের পূরণ হয়, তাহার পূর্ব্বপর্য্যন্ত তাহার ইতিকর্ত্তব্যতাংশ অপূর্ণ থাকিয়া যায়। এইভাবে অঙ্গভাবনার চরিতার্থতার সময় পর্য্যন্ত মুখ্যভাবনা (—ফলভাবনা, আর্থীভাবনা) বিদ্যমান থাকে বলিয়া অবান্তরপ্রকরণের লক্ষণে "ফলভাবনায়াঃ অন্তরালে", এই প্রকার বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। উক্তপ্রকারে অঙ্গভাবনা চরিতার্থ হইয়া উপশান্ত হইলে, এই মুখ্যভাবনাও

---

* প্রযাজাদি অঙ্গযজ্ঞ হইতে উৎপন্ন অপূর্ব্বকে বলে অবান্তরাপূর্ব্ব। দর্শাদি প্রধান যজ্ঞজনিত অপূর্ব্বকে বলে প্রধানাপূর্ব্ব। এই উভয়ের মিলিতাবস্থাকে বলে মহাপূর্ব্ব, অথবা পরমাপূর্ব্ব। ইহাই কালান্তরভাবি স্বর্গাদি ফলের জনক। ইহা কর্ম্মমীমাংসকগণের পরিভাষা।

ভাবদীপিকা [মহাপ্রকরণ ও অবান্তরপ্রকরণ]

চরিতার্থ হইয়া উপশান্ত হইয়া যায়। যাহাহউক এইপ্রকরে এতাবৎপর্য্যন্ত পর্য্যবসিত অর্থ হইল—যে উভয়াকাঙ্ক্ষারূপ প্রকরণপ্রমাণের বলে অঙ্গযজ্ঞের কোন কোন অঙ্গের সহিত সেই অঙ্গযজ্ঞের অঙ্গাঙ্গিভাবের জ্ঞান হয়, তাহাই অবান্তরপ্রকরণ।

এই অবান্তরপ্রকরণবিষয়ে বিশেষ এই যে—উক্তপ্রকার উভয়াকাঙ্ক্ষা থাকিলেও **সন্দংশের** দ্বারা সেই আকাঙ্ক্ষা নিয়মিত হয়। "অঙ্গয়োঃ অন্তরালবিহিতত্বং সন্দংশঃ"—অঙ্গবোধক বাক্যদ্বয়ের মধ্যস্থলে পঠিত হওয়াকেই বলে—'সন্দংশ'। যথা—শ্রুতিতে "প্রযাজানুযাজেভ্যস্তৎ" (—তাহা প্রযাজ ও অনুযাজের জন্য) এই প্রকারে প্রযাজের অনুবাদ করিয়া প্রথমে 'আজ্যগ্রহণ' নামক প্রযাজাঙ্গ বিহিত হইয়াছে। তদনন্তর প্রযাজের অনুবাদ (—উল্লেখ) না করিয়াই 'অভিক্রমণ' (—আবহনীয় অগ্নির নিকট গমন) বিহিত হইয়াছে। আবার তদনন্তর প্রযাজের অনুবাদ করিয়া 'অভিঘারণ' (—পুরোডাশাদি হবনীয় দ্রব্যের উপর ঘৃতধারা দান, অর্থাৎ আজ্যসম্পাত) নামক প্রযাজাঙ্গ বিহিত হইয়াছে। এইরূপে প্রযাজের অঙ্গদ্বয়ের মধ্যে পঠিত হইয়াছে বলিয়া সন্দংশবলে 'অভিক্রমণ' প্রযাজের অঙ্গ, ইহা অবগত হওয়া যায়। 'সন্দংশ' এইপ্রকারে 'প্রযাজ' ও 'অভিক্রমণ' ইহাদের পরস্পরাকাঙ্ক্ষাকে নিয়মিত না করিলে 'অভিক্রমণ' প্রযাজের অঙ্গ না হইয়া প্রধান যজ্ঞ যে প্রকৃতিভূত দর্শপূর্ণমাস, মহাপ্রকরণপ্রমাণবলে তাহারই অঙ্গ হইয়া যাইত, কারণ ইহা তাহারই প্রকরণে পঠিত। যাহাহউক, এইরূপে ইহা নির্ণীত হইল—"সন্দংশনিয়মিত যে উভয়াকাঙ্ক্ষাবলে অঙ্গযজ্ঞের কোন কোন অঙ্গের সহিত সেই অঙ্গযজ্ঞের অঙ্গাঙ্গিভাবের জ্ঞান হয়, তাহাই **অবান্তর প্রকরণপ্রমাণ**। এইপ্রকারে মহাপ্রকরণ ও অবান্তরপ্রকরণ কি, তাহা বলা হইল।

উত্তরমীমাংসার প্রস্তাবিত স্থলে **একপক্ষ** মনে করিতেছেন—উপক্রমে "তরতি শোকম্ আত্মবিৎ" (ছাঃ ৭।১।৩) এইপ্রকারে আত্মশব্দের প্রয়োগ আছে এবং উপসংহারে ভূমা (ছাঃ ৭।২৩।১) বর্ণিত হইয়াছে। ভূমন্ শব্দটী ভাবার্থক 'ইমনিচ্' প্রত্যয়ান্ত হওয়ায় অর্থ হয়—'বহুত্ব'। সেই 'বহুত্ব' ধর্ম্ম নিজের আশ্রয়রূপে কোন ধর্ম্মীকে আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। অপরদিকে বাক্যোপক্রমে পঠিত আত্মরূপ ধর্ম্মী নিজের প্রতিপাদনের অপেক্ষা করিতেছে; কোন কিছু ধর্ম্মসহযোগেই ধর্ম্মীর প্রতিপাদন সম্ভব। সুতরাং উপক্রমে পঠিত আত্মরূপ ধর্ম্মী, ধর্ম্মকে আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। এইরূপে উভয়াকাঙ্ক্ষারূপ **মহাপ্রকরণবলে** ধর্ম্মী আত্মা ও ধর্ম্ম বহুত্ব, অর্থাৎ ভূমা [দর্শপূর্ণমাস ও প্রযাজের ন্যায়] পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। ফলে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর তাদাত্ম্যবশতঃ 'ভূমা' শব্দের অর্থ আত্মা, অর্থাৎ পরমেশ্বর, ইহাই নিশ্চিত হয়; কারণ পরমেশ্বরই 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বহু' অর্থাৎ নিরতিশয় মহান্। তদ্ব্যতিরিক্ত যাহা কিছু সমস্তই সাতিশয়যুক্ত, সুতরাং অল্প। এইপক্ষ মনে করেন মধ্যে যে নাম (৭।১।৩-৪) মন (ছাঃ ৭।৩।১), অন্ন (ছাঃ ৭।৯।১) প্রাণ (ছাঃ ৭।১৫।১) ইত্যাদির উপাসনাসকল বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনদ্বারা হয় আত্মজ্ঞানের সাধন। [১৬ ভাবদীঃ "আর এক কথা" এইরূপে আরব্ধ শেষাংশ দ্রষ্টব্য।]

অপরপক্ষ মনে করেন—'ভূমা' বর্ণিত হইয়াছে ছাঃ ৭।২৩ খণ্ডে এবং প্রাণ বর্ণিত হইয়াছে ছাঃ ৭।১৫ খণ্ডে, আত্মা কিন্তু বর্ণিত হইয়াছেন ছাঃ ৭।১ খণ্ডে। দূরবর্ত্তী আত্মবস্তুর গ্রহণাপেক্ষা সন্নিহিত প্রাণরূপ বস্তুরই গ্রহণ ন্যায্য। ভূমার সন্নিহিত যে প্রাণরূপ ধর্ম্মী, তাহারও স্বপ্রতিপাদনের অপেক্ষা থাকায় উক্তপ্রকারে ধর্ম্মকে আকাঙ্ক্ষা করে। ফলে উভয়াকাঙ্ক্ষারূপ

ভূমা সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ ॥১।৩।৮॥

পদচ্ছেদ—ভূমা, সম্প্রসাদাৎ-অধি-উপদেশাৎ।

সূত্রার্থ—[ছান্দোগ্যে শ্রূয়তে—"ভূমানং ভগবঃ বিজিজ্ঞাসে ইতি" (ছাঃ ৭।২৩।১), "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" (ছাঃ ৭।২৪।১) ইত্যাদি। তত্র কিং প্রাণঃ ভূমা, উত পরমাত্মা ইতি সন্দেহে, প্রাণঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। অত্রায়ং সিদ্ধান্তঃ—] **ভূমা** পরমাত্মা এব। [কুতঃ ?] **সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ**—সম্যক্ প্রসীদতি অস্মিন্ জীবঃ ইতি সম্প্রসাদঃ—সুষুপ্ত্যবস্থা, তস্যাং প্রাণঃ জাগর্ত্তি ইতি সম্প্রসাদশব্দেন প্রাণঃ লক্ষ্যতে ; 'তস্মাৎ সম্প্রসাদাৎ অধি'—প্রাণাৎ অধি, প্রাণোপদেশানন্তরম্ ইত্যর্থঃ ; উপদেশাৎ—ভূম্নঃ এব উপদেশাৎ।

অনুবাদ—[ছান্দোগ্যোপনিষদে এইপ্রকার পঠিত হইতেছে—"হে ভগবন্, আমি ভূমাকে জানিতে ইচ্ছা করি" এবং "যেখানে অন্য কিছু দর্শন করে না", ইত্যাদি। সেইস্থলে ভূমা বলিতে কি প্রাণ (—পঞ্চবৃত্তিযুক্ত মুখ্যপ্রাণ) গৃহীত হইবে, অথবা পরমাত্মা, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, 'প্রাণ গৃহীত হইবে'—ইহা পূর্ব্বপক্ষ। এইস্থলে সিদ্ধান্ত এই—] **ভূমা** পরমাত্মাই। [তাহাতে হেতু কি ? তাহা বলিতেছেন—] **সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ**—ইহাতে জীব সম্যগ্‌রূপে প্রসন্নতা লাভ করে, এইহেতু সম্প্রসাদশব্দে সুষুপ্তি অবস্থাকে গ্রহণ করিতে হইবে। সেই সুষুপ্তি অবস্থাতে প্রাণ জাগরিত থাকে, এইহেতু সম্প্রসাদশব্দের দ্বারা প্রাণ লক্ষিত হইতেছে। 'সেই

ভাবদীপিকা [মহাপ্রকরণ ও অবান্তরপ্রকরণ]

অবান্তরপ্রকরণবলে [প্রযাজ ও অভিক্রমণের ন্যায়] ধর্ম্মী প্রাণ ও তৎসন্নিহিত ধর্ম্ম ভূমা পরস্পর তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহার ফলে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর অভিন্নতাবশতঃ ভূমশব্দের অর্থ—'প্রাণ', ইহাই নিশ্চিত হয়, কারণ সমষ্টি প্রাণ ব্যাপক পদার্থ। আর এখানে ভূমার প্রাণাভিন্নতা জ্ঞাপক যে অবান্তরপ্রকরণ, তদ্‌বোধক সন্দংশও আছে, যথা—"সঃ এব অধস্তাৎ" (ছাঃ ৭।২৫।১) এই বাক্যটী সন্দংশের উত্তরাংশ, [পূর্ব্বপক্ষীর মতে অত্রস্থ "সঃ" এই পদটীর অর্থ 'প্রাণ']। "প্রাণঃ বা আশায়াঃ ভূয়ান্" (ছাঃ ৭।১৫।১) এই বাক্যটী সন্দংশের পূর্ব্বাংশ। "ভূমানং ভগবঃ বিজিজ্ঞাসে" (ছাঃ ৭।২৩।১) এই বাক্যটী উক্ত পূর্ব্বোত্তর বাক্যদ্বয়ের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী বাক্যে প্রযাজাঙ্গ বিহিত হওয়ায় মধ্যবর্ত্তী বাক্যে পঠিত 'অভিক্রমণের' প্রযাজাঙ্গতার ন্যায়, প্রস্তাবিতস্থলেও পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী বাক্যে প্রাণ প্রতিপাদিত হওয়ায় মধ্যবর্ত্তী বাক্যে পঠিত 'ভূমাও' হইবে প্রাণ, সন্দংশবলে ইহাই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এই পক্ষগ্রাহীর মতে "সঃ এব অধস্তাৎ" (ছাঃ ৭।২৫।১) এই বাক্যস্থ 'সঃ' এই পদটীর অর্থ পরমাত্মা হইতে পারে না ; কারণ তাহা হইলে "আত্মা এব অধস্তাৎ" (ছাঃ ৭।২৫।২) এই বাক্যে তাহা পুনরুক্ত হইয়া পড়িবে। লক্ষ্য করিতে হইবে—এই প্রাণোপাসনা যে আত্মজ্ঞানের সাধন (—অঙ্গ) , ইহা অঙ্গীকার করিতে এই পক্ষাবলম্বীরও কোন প্রকার অসম্মতি নাই। সেইহেতু অবান্তর প্রকরণপ্রমাণের লক্ষণে যে বলা হইয়াছে—'অঙ্গযজ্ঞের অঙ্গাঙ্গিভাবের জ্ঞান হয়', ইত্যাদি ; তাহার কোন বিরোধ হইল না ; কারণ প্রাণোপাসনারূপ যে ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন (—অঙ্গ), 'ভূমা' হইতেছে তাহারও অঙ্গ। সুতরাং লক্ষণের সমন্বয় হইল। [এইপ্রকারে অন্যান্যস্থলেও লক্ষণের সমন্বয় বুঝিয়া লইতে হইবে]।

সম্প্রসাদ হইতে পরে'—প্রাণের পরে অর্থাৎ প্রাণোপদেশের অনন্তর, উপদেশাৎ—যেহেতু ভূমারই উপদেশ হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইদং সমামনন্তি—“ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ইতি, ভূমানং ভগবঃ বিজিজ্ঞাসে ইতি” (ছাঃ ৭।২৩।১); “যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যৎ শৃণোতি, নান্যৎ বিজানাতি, সঃ ভূমা; অথ যত্র অন্যৎ পশ্যতি, অন্যৎ শৃণোতি, অন্যৎ বিজানাতি, তদ্ অল্পম্” (ছাঃ ৭।২৪।১) ইত্যাদি।১ তত্র সংশয়ঃ—কিং প্রাণঃ ভূমা স্যাৎ, আহোস্বিৎ পরমাত্মা ইতি?২ কুতঃ সংশয়ঃ?৩ 'ভূমা' ইতি তাবৎ বহুত্বম্ অভিধীয়তে, “বহোর্লোপো ভূ চ বহোঃ” (পাঃ সূঃ ৬।৪।১৫৮) ইতি ভূমশব্দস্য ভাবপ্রত্যয়ান্ততাস্মরণাৎ।৪ কিমাত্মকং পুনঃ তৎ বহুত্বম্ ইতি বিশেষাকাঙ্ক্ষায়াং, “প্রাণঃ বা আশায়াঃ ভূয়ান্” (ছাঃ ৭।১৫।১) ইতি সন্নিধা-

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয়বাক্য। মহাপ্রকরণ ও অবান্তরপ্রকরণবশতঃ ভূমশব্দের প্রতিপাদ্য বিষয়ে সংশয়।]

ইহা স্পষ্টভাবে পঠিত হইতেছে—[সনৎকুমার বলিলেন—] ভূমাকে (—যাহা সর্ব্বাপেক্ষা মহান্, তাহাকে) বিশেষভাবে জানিবার ইচ্ছা করা উচিত”, [নারদ বলিলেন—] “হে ভগবন্, আমি ভূমাকে জানিবার জন্য ইচ্ছা করি”, [সনৎকুমার বলিলেন-] “যাঁহাতে অন্য কিছু দর্শন করে না, অন্য কিছু শ্রবণ করে না, অন্য কিছু অবগত হয় না, তিনিই ভূমা; আর যাহাতে অন্য কিছু দর্শন করে, অন্য কিছু শ্রবণ করে, অন্য কিছু অবগত হয়, তাহা অল্প”, ইত্যাদি।১ সেইস্থলে সংশয় হয়—[পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক] প্রাণ ভূমা, অথবা পরমাত্মা ভূমা?২ আচ্ছা, সংশয় হইতেছে কেন?৩ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] 'ভূমা' এই শব্দটী বহুত্বের বাচক, যেহেতু “বহু' এই শব্দের লোপ হয় এবং 'বহু', ইহার স্থানে 'ভূ' এই আদেশ হয়”, এইপ্রকারে ভূমশব্দের ভাবপ্রত্যয়তা (—ভূমন্ শব্দটী যে ভাবার্থক ইমনিচ্ প্রত্যয়ান্ত, ইহা ব্যাকরণশাস্ত্রে) স্মৃত হইয়াছে (২)।৪ সেই বহুত্বটী কি প্রকার (—এই ধর্ম্মের ধর্ম্মী কে) এইপ্রকার বিশেষের আকাঙ্ক্ষা হইলে “প্রাণ আশা হইতে শ্রেষ্ঠ”, এইপ্রকারে [প্রাণ ও ভূমার মধ্যে] সন্নিধানবশতঃ (—(৩) ভূমবাক্যের নিকটে

ভাবদীপিকা

(২) বহু+ভাবার্থে 'ইমনিচ্' প্রত্যয় হইলে, ইমনিচের আদ্য 'ই'কারের লোপ হয় এবং 'বহু' এই শব্দের স্থলে 'ভূ' আদেশ হয়। এইরূপে যে 'ভূমন্' শব্দটী নিষ্পন্ন হয়, তাহার অর্থ—বহুত্ব, বৈপুল্য।

(৩) এইস্থলে অবান্তরপ্রকরণপ্রমাণের কথা বলা হইল। ইহার প্রক্রিয়া আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি (১ ভাবদীঃ, শেষাংশ)। 'বার্ত্তিক' নামক টীকার রচয়িতা কিন্তু বলেন—এখানে সন্নিধিপাঠরূপ স্থানপ্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে। কিন্তু দুর্ব্বল স্থানপ্রমাণ ও বলবান্ প্রকরণ-

শাঙ্করভাষ্যম্

নাৎ প্রাণঃ ভূমা ইতি প্রতিভাতি।৫ তথা শ্রুতং হি এব মে ভগবদ্দৃশেভ্যঃ তরতি শোকম্ আত্মবিৎ ইতি, স অহং ভগবঃ শোচামি, তং মা ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়তু" (ছাঃ ৭।১।৩) ইতি প্রকরণোত্থানাৎ পরমাত্মা ভূমা ইতি অপি প্রতিভাতি।৬ তত্র কস্য উপাদানং ন্যায্যং, কস্য বা হানম্ ইতি ভবতি সংশয়ঃ।৭ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ।৮ প্রাণঃ ভূমা ইতি।৯ কস্মাৎ?১০ ভূয়ঃপ্রশ্নপ্রতিবচনপরম্পরাদর্শনাৎ।১১ যথাহি—"অস্তি ভগবঃ নাম্নঃ ভূয়ঃ" (ছাঃ ৭।১।৫) ইতি, "বাগ্ বাব নাম্নঃ ভূয়সী" (ছাঃ ৭।২।১) ইতি।১২ তথা "অস্তি ভগবঃ বাচঃ ভূয়ঃ" (ছাঃ ৭।২।২) ইতি, "মনঃ বাব বাচঃ ভূয়ঃ" (ঐ ৭।৩।১) ইতি চ নামাদিভ্যঃ হি আপ্রাণাৎ ভূয়ঃ প্রশ্নপ্রতিবচনপ্রবাহঃ প্রবৃত্তঃ।১৩

ভাষ্যানুবাদ

প্রাণ পঠিত হইয়াছে বলিয়া) প্রাণই ভূমা, ইহা প্রতিভাত হয়।৫ এইরূপে (—সন্নিধিবশতঃ প্রাণের প্রতীতির ন্যায়) "আমি আপনার সদৃশ জ্ঞানিগণের নিকট শ্রবণ করিয়াছি আত্মবিৎ শোককে অতিক্রম করেন, হে ভগবন্, সেইপ্রকার [অনাত্মজ্ঞ] আমি শোকগ্রস্ত, তাদৃশ আমাকে শোকের পারে লইয়া চলুন", এইপ্রকারে [আত্মজ্ঞানবিষয়ক] প্রকরণের (৪) উত্থান (—আরম্ভ) হইয়াছে বলিয়া [ধর্ম্ম ভূমত্ব ও ধর্ম্মী আত্মার অভিন্নতাবশতঃ] পরমাত্মাই ভূমা, ইহাও প্রতিভাত হইতেছে।৬ তন্মধ্যে (—প্রাণ ও পরমাত্মার মধ্যে) কাহার গ্রহণ ন্যায্য এবং কাহার পরিত্যাগ ন্যায্য, এইপ্রকার সংশয় হয়।৭ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল?৮

[পুঃ—ভূয়ঃ প্রশ্নপ্রতিবচনরাহিত্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণপুষ্ট অবান্তরপ্রকরণপ্রমাণবলে প্রাণই ভূমা।]

পূর্ব্বপক্ষ—প্রাণই ভূমা।৯ তাহাতে হেতু কি?১০ [তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন ও প্রতিবচনের পরম্পরা পরিদৃষ্ট হইতেছে।১১ যেমন দেখ—হে ভগবন্, নাম হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি"? [উত্তর—] "বাগিন্দ্রিয় অবশ্যই নাম হইতে শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি।১২ এইরূপেই "হে ভগবন্, বাগিন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি? [উত্তর—] মন অবশ্যই বাগিন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ", ইত্যাদি এইপ্রকারে নাম

ভাবদীপিকা

প্রমাণের মধ্যে বাধ্য-বাধকভাবপ্রযুক্ত সংশয়ের উত্থান সম্ভব হয় না। এইপ্রকার আক্ষেপের উত্তরে বার্ত্তিক টীকাকার বলেন—আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতার ন্যায় সন্নিধিও বাক্যার্থজ্ঞানের প্রতি হেতু। প্রস্তাবিতস্থলে ভূমবাক্যের সন্নিধানে পঠিত প্রাণের দ্বারাই ভূমত্বধর্ম্মের আশ্রয়াকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হওয়া সত্ত্বেও যদি তাহা গৃহীত না হয়, তাহা হইলে সন্নিধিপাঠ ব্যর্থ হইয়া যাইবে, ইত্যাদি। এই বিষয়ের সমর্থনে তিনি দীর্ঘ বিচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে সন্নিধিপাঠ ও প্রকরণপ্রমাণবলেই এখানে সংশয় হয়। আমরা প্রকটার্থবিবরণ, ন্যায়নির্ণয় ও রত্নপ্রভা প্রভৃতিকে অনুসরণ করিতেছি।

(৪) এইস্থলে মহাপ্রকরণপ্রমাণের কথা বলা হইল। ইহার প্রক্রিয়াও পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি।

শাঙ্করভাষ্যম্

নৈবং প্রাণাৎ পরং ভূয়ঃপ্রশ্নপ্রতিবচনং দৃশ্যতে—অস্তি ভগবঃ প্রাণাৎ ভূয়ঃ ইতি, অদঃ বা প্রাণাৎ ভূয়ঃ ইতি।১৪ প্রাণম্ এব তু নামাদিভ্যঃ আশান্তেভ্যঃ ভূয়াংসং "প্রাণঃ বা আশায়াঃ ভূয়ান্" (ছাঃ ৭।১৫।১) ইত্যাদিনা সপ্রপঞ্চম্ উক্ত্বা প্রাণদর্শিনশ্চ অতিবাদিত্বম্—"অতিবাদী অসি ইতি, অতিবাদী অস্মি ইতি ব্রূয়াৎ, ন অপহ্নুবীত" (ছাঃ ৭।১৫।৪) ইতি অভ্যনুজ্ঞায়, "এষঃ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেন অতিবদতি" (ছাঃ ৭।১৬।১) ইতি প্রাণব্রতম্ অতিবাদিত্বম্ অনুকৃষ্য, অপরিত্যজ্য এব প্রাণং সত্যাদিপরম্পরয়া ভূমানম্ অবতারয়ন্

ভাষ্যানুবাদ

হইতে প্রাণ পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন ও প্রতিবচনের প্রবাহ প্রবৃত্ত হইয়াছে।১৩ প্রাণের পরে পুনরায় এইপ্রকার প্রশ্ন প্রতিবচন পরিদৃষ্ট হইতেছে না (৫)—হে ভগবন্, প্রাণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি? [সম্ভাব্য উত্তর—] অমুক বস্তুটী প্রাণ হইতে শ্রেষ্ঠ', ইত্যাদি।১৪ নাম প্রভৃতি হইতে আশা পর্য্যন্ত বস্তুসকল হইতে শ্রেষ্ঠ যে প্রাণ, তাহাকে "প্রাণ নিশ্চয়ই আশা হইতে শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া এবং "তুমি অতিবাদী (—প্রাণের এবং প্রাণাত্মবিদ্‌রূপে নিজের শ্রেষ্ঠতাখ্যাপনকারী), এইরূপ বলিলে তিনি (—প্রাণাত্মবিদ্) বলিবেন—হাঁ আমি অতিবাদী (৬), তাহা অস্বীকার করিবেন না", এইপ্রকারে প্রাণদর্শীর অতিবাদিত্ব অঙ্গীকার করিয়া, "কিন্তু যিনি সত্যের দ্বারা (—সত্যকে

ভাবদীপিকা

(৫) পূর্ব্বপক্ষী এইস্থলে মহাপ্রকরণ হইতে অবান্তরপ্রকরণের প্রাবল্য প্রদর্শণের জন্য তাহার সমর্থকরূপে 'ভূয়ঃপ্রশ্নপ্রতিবচনরাহিত্যরূপ' ভূমার প্রাণতাজ্ঞাপক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। এই অধ্যায়ে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন এবং উত্তরে পুনঃ পুনঃ নব নব পদার্থ বিজ্ঞাপিত হইতেছে। প্রাণের পরে আর কোনপ্রকার প্রশ্নব্যতিরেকেই 'ভূমা' বর্ণিত হইতেছে। সেইহেতু ভূমা যে প্রাণ হইতে অভিন্ন, ইহাই অবগত হওয়া যায়। তাহা যদি প্রাণ হইতে ভিন্ন হইত, তাহা হইলে পুনরায় কোন প্রশ্নের অনন্তর তাহা বর্ণিত হইত, যেমন পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্থলে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের বর্ণনাকালে হইয়াছে। তাহা কিন্তু হয় নাই। সুতরাং 'ভূয়ঃপ্রশ্নপ্রতিবচনরাহিত্য' হইল ভূমার প্রাণাভিন্নতাজ্ঞাপক লিঙ্গপ্রমাণ, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়। সিদ্ধান্তী যদি বলেন—"এষঃ তু বা অতিবদতি" (ছাঃ ৭।১৬) এইস্থলে পঠিত 'তু' শব্দটীর দ্বারা প্রাণপ্রকরণের বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে, কারণ এইস্থলে প্রাণবিদের অতিবাদিত্বকে নিরাকরণ করিয়া সত্যের দ্বারা অতিবদনকে উপস্থাপন করা হইয়াছে। সুতরাং 'পুনরায় প্রশ্নপ্রতিবচনরাহিত্য' ভূমার প্রাণতাজ্ঞাপক লিঙ্গ হইতে পারে না। তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—**প্রাণম্ এব তু**—'নাম প্রভৃতি হইতে', ইত্যাদি।

(৬) পূর্ব্বপক্ষী এখানে অতিবাদিত্বরূপ প্রাণজ্ঞাপক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন, যেহেতু শ্রুতি প্রাণাত্মবিদেরই অতিবাদিত্ব অঙ্গীকার করিতেছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রাণম্ এব ভূমানং মন্যতে ইতি গম্যতে।১৫ কথং পুনঃ প্রাণে ভূমনি ব্যাখ্যায়মানে "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" (ছাঃ ৭।২৪।১) ইতি এতৎ ভূম্নঃ লক্ষণপরং বচনং ব্যাখ্যায়েত ইতি?১৬ উচ্যতে—সুষুপ্ত্যবস্থায়াং প্রাণগ্রস্তেষু করণেষু দর্শনাদিব্যবহারনিবৃত্তিদর্শনাৎ সম্ভবতি প্রাণস্যাপি "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" ইতি এতৎ লক্ষণম্।১৭ তথাচ শ্রুতিঃ—"ন শৃণোতি, ন পশ্যতি" (প্রঃ ৪।২) ইত্যাদিনা সর্ব্বকরণব্যাপারপ্রত্যস্তময়রূপাং সুষুপ্ত্যবস্থাম্ উক্ত্বা "প্রাণাগ্নয়ঃ এব এতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি" (প্রাঃ ৪।৩) ইতি তস্যাম্ এব অবস্থায়াং

ভাষ্যানুবাদ

অবলম্বন করতঃ) অতিবাদ (৭) করেন, ইনিই (—এই প্রাণাত্মবিদই, যথার্থ] অতিবাদ করেন (—ইনিই যথার্থ অতিবাদী"), এইপ্রকারে প্রাণব্রতসম্বন্ধি অতিবাদিত্বকে আকর্ষণ করতঃ প্রাণকে পরিত্যাগ না করিয়াই সত্যাদি পরম্পরাক্রমে ভূমাকে অবতারণ (—তদ্বিষয়ে বর্ণনারম্ভ) করা হইয়াছে বলিয়া [ভগবান্ সনৎকুমার] প্রাণকেই ভূমা মনে করিতেছেন, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে। [সুতরাং 'তু'শব্দটীর দ্বারা নামাদি অবলম্বনে অতিবাদিত্ব নিরাকৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তাহার দ্বারা প্রাণপ্রকরণের বিচ্ছেদ না হওয়ায় 'ভূয়ঃ প্রশ্নপ্রতিবচনরাহিত্য' অবশ্যই ভূমার প্রাণত্বজ্ঞাপক লিঙ্গপ্রমাণ]।১৫

[পুঃ—"যত্র নান্যৎ পশ্যতি" (ছাঃ ৭।২৪।১) শ্রুতিবাক্যের প্রাণবোধকরূপে ব্যাখ্যা।]

পূর্ব্বপক্ষে শঙ্কা—আচ্ছা, প্রাণ ভূমরূপে ব্যাখ্যাত হইলে "যেখানে অন্য কিছু দর্শন করে না," ইত্যাদি এই যে ভূমার লক্ষণবোধক বাক্য, তাহা কিপ্রকারে ব্যাখ্যাত হইবে?১৬

পূর্ব্বপক্ষীর সমাধান—এই বিষয়ে বলা হইতেছে, সুষুপ্তি অবস্থাতে ইন্দ্রিয়সকল প্রাণে বিলীন হইলে দর্শনাদি ব্যবহারের নিবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া "যেখানে অন্য কিছু দর্শন করে না" ইত্যাদি এই লক্ষণ প্রাণের পক্ষেও সম্ভব।১৭ [শ্রুতির দ্বারা বিষয়টা স্পষ্ট করিতেছেন—] দেখ, শ্রুতি "শ্রবণ করে না, দর্শন করে না", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলের ব্যাপার যাহাতে অস্তমিত হয়, সেই সুষুপ্তি অবস্থার কথা বলিয়া "প্রাণাগ্নিসকল (—প্রাণাপানাদি বায়ুসকল) এই শরীরে জাগ্রত থাকে" এইপ্রকারে সেই [সুষুপ্ত] অবস্থাতে পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক

ভাবদীপিকা

(৭) পূর্ব্বপক্ষী এখানে প্রাণজ্ঞাপক লিঙ্গপ্রত্যভিজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন, কারণ এই অতিবাদিত্বলিঙ্গের দ্বারা 'এই অতিবাদিত্বই সেই অতিবাদিত্ব' এইপ্রকারে প্রাণত্ববিদের যে অতিবাদিত্বলিঙ্গ, তাহারই প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে। ফলে প্রাণপ্রকরণের বিচ্ছেদ হয় নাই, ইহাই প্রদর্শিত হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

পঞ্চবৃত্তেঃ প্রাণস্য জাগরণং ব্রুবতী প্রাণপ্রধানাং সুষুপ্ত্যবস্থাং দর্শয়তি।১৮ যচ্চ এতৎ ভূম্নঃ সুখত্বং শ্রুতম্—"যঃ বৈ ভূমা তৎ সুখম্" (ছাঃ ৭।২৩) ইতি, তদপি অবিরুদ্ধম্; "অত্র এষঃ দেবঃ স্বপ্নান্ ন পশ্যতি, অথ যৎ এতস্মিন্ শরীরে সুখং ভবতি" (প্রঃ ৪।৬) ইতি সুষুপ্ত্যবস্থায়াম্ এব সুখশ্রবণাৎ।১৯ যচ্চ "যঃ বৈ ভূমা তদ্ অমৃতম্" (ছাঃ ৭।২৪।১) ইতি তদপি প্রাণস্য অবিরুদ্ধং, "প্রাণঃ বৈ অমৃতম্" (কৌঃ ৩।২) ইতি শ্রুতেঃ।২০ কথং পুনঃ প্রাণং ভূমানং মন্যমানস্য "তরতি শোকম্ আত্মবিৎ" (ছাঃ ৭।১।৩) ইতি আত্মবিবিদিষয়া প্রকরণস্য উত্থানম্ উপপদ্যতে?২১ প্রাণঃ এব ইহ আত্মা বিবক্ষিতঃ ইতি ব্রূমঃ।২২ তথাহি—"প্রাণঃ হ পিতা প্রাণঃ মাতা প্রাণঃ ভ্রাতা

ভাষ্যানুবাদ

প্রাণের জাগরণ বর্ণনাকরতঃ প্রাণ যাহাতে প্রধানভাবে অবস্থিত সেই সুষুপ্তি অবস্থাকে প্রদর্শন করিতেছেন।১৮ [সুতরাং "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" এই শ্রুতিটীর অর্থ হইবে—'সুষুপ্তিকালে যে প্রাণ জাগরিত থাকিলে অন্য কিছুর দর্শনাদি হয় না, সেই প্রাণই ভূমা'। অতএব কোনপ্রকার অসঙ্গতি হয় না]।

[পূঃ—প্রাণের সুখস্বরূপতা ও অমৃতত্বরূপতা প্রদর্শন।]

[আচ্ছা, শ্রুতিতে যে ভূমার সুখস্বরূপতা বর্ণিত হইতেছে, তাহা কিপ্রকারে উপপন্ন হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর এই যে ভূমার সুখরূপতা শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—"যাহাই ভূমা, তাহাই সুখ" ইত্যাদি, তাহাও অবিরুদ্ধ; যেহেতু "এই সময়ে এই দেবতা (—মনোপাধিক জীব) স্বপ্নসকল দর্শন করেন না, তখন এই শরীরে যে সুখ হয় (—স্বরূপভূত সুখ প্রকাশিত হয়"), এইপ্রকারে সুষুপ্তি অবস্থাতেই সুখ শ্রুত হইয়াছে। [সেইহেতু সুষুপ্তি অবস্থাতে জাগ্রত থাকে যে প্রাণ, তাহার সুখরূপতা অবিরুদ্ধ।১৯ [কিন্তু শ্রুতিতে ভূমাকে অমৃতস্বরূপ বলা হইয়াছে, সসীম ও বিনশ্বর প্রাণে তাহা কিপ্রকারে সঙ্গত হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর "যাহাই ভূমা, তাহাই অমৃত" ইত্যাদি যে বাক্য, তাহাও প্রাণের পক্ষে অবিরুদ্ধ, যেহেতু "প্রাণই অমৃতস্বরূপ" এইপ্রকার শ্রুতি আছে।২০

[প্রাণেও মুখ্যভাবে আত্মশব্দের প্রয়োগ হওয়ায় আত্মবিষয়ক প্রকরণের উপপত্তি।]

পূর্ব্বপক্ষে শঙ্কা—আচ্ছা, প্রাণকে যিনি ভূমা বলিয়া মনে করিতেছেন, তাঁহার পক্ষে "আত্মবিৎ শোককে অতিক্রম করেন", এইপ্রকারে যে আত্মাকে জানিবার ইচ্ছায় প্রকরণের উত্থান (—আরম্ভ), তাহা কি প্রকারে উপপন্ন হইতেছে? ২১

পূর্ব্বপক্ষীর সমাধান—তদুত্তরে আমরা বলিতেছি—প্রাণই এখানে (—শোকনিবৃত্তিবাক্যে) আত্মরূপে বিবক্ষিত হইয়াছে।২২ যেহেতু দেখ, "প্রাণই পিতা,

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রাণঃ স্বসা প্রাণঃ আচার্য্যঃ প্রাণঃ ব্রাহ্মণঃ" (ছাঃ ৭।১৫।১) ইতি প্রাণম্ এব সর্ব্বাত্মানং করোতি।২৩ "যথা বা অরাঃ নাভৌ সমর্পিতাঃ এবম্ অস্মিন্ প্রাণে সর্ব্বং সমর্পিতম্" (ছাঃ ৭।১৫।১) ইতি চ সর্ব্বাত্মত্বারনাভিনিদর্শনাভ্যাং চ সম্ভবতি বৈপুল্যাত্মিকা ভূমরূপতা প্রাণস্য।২৪ তস্মাৎ প্রাণঃ ভূমা ইতি এবং প্রাপ্তম্।২৫ ততঃ ইদম্ উচ্যতে—পরমাত্মা এব ইহ ভূমা ভবিতুম্ অর্হতি, ন প্রাণঃ।২৬ কস্মাৎ?২৭ "সম্প্রসাদাৎ অধি-উপদেশাৎ"।২৮ সম্প্রসাদঃ ইতি সুষুপ্তং স্থানম্ উচ্যতে, সম্যক্ প্রসীদতি অস্মিন্ ইতি নির্ব্বচনাৎ, বৃহদারণ্যকে চ স্বপ্নজাগরিতস্থানাভ্যাং সহ পাঠাৎ।২৯ তস্যাং চ সম্প্রসাদাবস্থায়াং প্রাণঃ জাগর্ত্তি ইতি প্রাণঃ অত্র সম্প্রসাদঃ অভি-

ভাষ্যানুবাদ

প্রাণ মাতা, প্রাণ ভ্রাতা, প্রাণ ভগিনী, প্রাণ আচার্য্য এবং প্রাণ ব্রাহ্মণ" ইত্যাদি শ্রুতি প্রাণকেই সর্ব্বাত্মা (—সকলের আত্মরূপে বর্ণনা) করিতেছেন। [সুতরাং প্রাণেও মুখ্যভাবে আত্মশব্দের প্রয়োগ হয়।২৩ আর সকলপ্রকার কল্পনার অধিষ্ঠান হওয়ায় প্রাণের মুখ্যাত্মতা সম্ভব, ইহা বলিতেছেন—] আর "চক্রের শলাকাসকল যেমন নাভিতে (—চক্রমধ্যস্থ স্থূল কাষ্ঠপিণ্ডে) সম্যগ্‌রূপে প্রোথিত থাকে, এই-প্রকারে এই প্রাণে সমস্ত বস্তু অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে", এইপ্রকারে সর্ব্বাত্মত্ব এবং অরা ও নাভির দৃষ্টান্ত, এই দুইটী হেতুবশতঃ বিপুলতা যাহার স্বরূপ, সেই ভূম-রূপতা প্রাণের পক্ষেও সম্ভব। [সুতরাং ইহা যে প্রাণবিষয়ক প্রকরণ, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে]।২৪ সেইহেতু প্রাণই ভূমা, ইহা এইপ্রকারে প্রাপ্ত হওয়া গেল।২৫

[সিঃ—সম্প্রসাদশব্দের লাক্ষণিক অর্থ—'প্রাণ'। প্রাণের অনন্তর উপদিষ্ট হওয়ায় ভূমা প্রাণ নহে, কিন্তু পরমাত্মা।]

সিদ্ধান্ত—সেইহেতু (—এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষের প্রাপ্তি হয় বলিয়া) ইহা কথিত হইতেছে—পরমাত্মাই এখানে ভূমশব্দবাচ্য হইবার যোগ্য, প্রাণ নহে।২৬ তাহাতে হেতু কি?২৭ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] "যেহেতু সুষুপ্তিশব্দের দ্বারা লক্ষিত যে প্রাণ, সেই প্রাণোপদেশের অনন্তর ভূমা উপদিষ্ট হইতেছেন"।২৮ ["এষঃ সম্প্রসাদঃ" (ছাঃ ৮।১২।৩) ইত্যাদিস্থলে সম্প্রসাদশব্দে 'জীব' গৃহীত হইয়াছে। এখানে সেই শব্দের প্রাণরূপ লাক্ষণিকার্থ কেন গৃহীত হইতেছে, তাহা বিবৃত করিবার জন্য উক্ত শব্দের মুখ্যার্থ প্রদর্শন করিতেছেন-] সুষুপ্তিস্থানকে 'সম্প্রসাদ' এইপ্রকার বলা হয় (—সুষুপ্তি অবস্থাই সম্প্রসাদশব্দের মুখ্য অর্থ), যেহেতু 'এখানে সম্যগ্‌রূপে প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়'—এইপ্রকারে [সম্প্রসাদশব্দটীর] নির্ব্বচন হয়, এবং যেহেতু বৃহদারণ্যকে স্বপ্ন এবং জাগ্রত, এই স্থানদ্বয়ের সহিত [সম্প্রসাদশব্দের, বৃঃ ৪।৩।১৫] পাঠ আছে।২৯ আর সেই সম্প্রসাদাবস্থাতে (—সুষুপ্তি অবস্থাতে)

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রেয়তে, প্রাণাৎ ঊর্ধ্বং ভূম্নঃ উপদিশ্যমানত্বাৎ ইত্যর্থঃ।৩০ প্রাণঃ এব চেৎ ভূমা স্যাৎ, সঃ এব তস্মাৎ ঊর্ধ্বম্ উপদিশ্যেত ইতি অশ্লিষ্টম্ এব এতৎ স্যাৎ।৩১ নহি নাম এব 'নাম্নঃ ভূয়ঃ' ইতি নাম্নঃ ঊর্ধ্বম্ উপদিষ্টম্।৩২ কিং তর্হি?৩৩ নাম্নঃ অন্যৎ অর্থান্তরম্ উপদিষ্টং বাগাখ্যম্—"বাগ্ বাব নাম্নঃ ভূয়সী" (ছাঃ ৭।২।১) ইতি।৩৪ তথা বাগাদিভ্যঃ অপি আপ্রাণাৎ অর্থান্তরম্ এব তত্র তত্র ঊর্ধ্বম্ উপদিষ্টম্।৩৫ তদ্বৎ প্রাণাৎ ঊর্ধ্বম্ উপদিশ্যমানঃ ভূমা প্রাণাৎ অর্থান্তরভূতঃ ভবিতুম্ অর্হতি।৩৬ ননু ইহ নাস্তি প্রশ্নঃ 'অস্তি ভগবঃ প্রাণাৎ ভূয়ঃ' ইতি, নাপি প্রতিচনম্ অস্তি—'প্রাণাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি' ইতি; কথং

ভাষ্যানুবাদ

প্রাণ জাগরিত থাকে (প্রঃ ৪।২।৩), এইহেতু প্রাণই এখানে (—এই সূত্রে) সম্প্রসাদরূপে অভিপ্রেত (—সম্প্রসাদশব্দের লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা লব্ধ) হইতেছে, যেহেতু প্রাণের পরে (—ছাঃ ৭।১৫ খণ্ডে প্রাণোপাসনার উপদেশের অনন্তর, ছাঃ ৭।২৩ খণ্ডে] ভূমার উপদেশ হইতেছে, ইহাই অর্থ (৮)।৩০ [দৃষ্টান্তদ্বারা ইহাই পরিষ্কার করিতেছেন—] প্রাণই যদি ভূমা হয়, তাহা হইলে তাহাই তাহার অনন্তর উপদিষ্ট হইবে, এইরূপে ইহা অসম্বদ্ধ বাক্য হইয়া পড়িবে।৩১ দেখ, 'নাম হইতে শ্রেষ্ঠ'—এইপ্রকারে নামের অনন্তর নামই নিশ্চয় উপদিষ্ট হয় নাই।৩২ তবে কি উপদিষ্ট হইয়াছে?৩৩ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] নাম হইতে ভিন্ন যে বাগিন্দ্রিয় নামক বস্তু, তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে, যথা—"বাগিন্দ্রিয়ই নাম হইতে শ্রেষ্ঠতর", ইত্যাদি।৩৪ এইরূপে বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতি হইতেও প্রাণ পর্য্যন্ত বিভিন্ন পদার্থই সেই সেই স্থলে পরে (—একটীর পর অন্যটী, এইপ্রকারে) উপদিষ্ট হইয়াছে।৩৫ তদ্রূপ প্রাণের অনন্তর যাহার উপদেশ হইতেছে, সেই ভূমা যে প্রাণ হইতে ভিন্ন পদার্থ হইবে, ইহাই সঙ্গত।৩৬ [সুতরাং প্রাণের জ্ঞাপক অবান্তরপ্রকরণ এখানে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে]।

[পূঃ—পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক ভূমার প্রাণতাজ্ঞাপক অবান্তরপ্রকরণকে সমর্থন।]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়, 'হে ভগবন্, প্রাণ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি?' এইপ্রকার প্রশ্ন এখানে নাই, আর 'প্রাণ হইতে শ্রেষ্ঠ অবশ্যই আছে', এই-প্রকার প্রতিবচনও নাই; [সুতরাং] প্রাণের অনন্তর ভূমা উপদিষ্ট হইতেছেন

ভাবদীপিকা

(৮) সিদ্ধান্তী এইস্থলে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শন করিলেন—'এই অধ্যায়ে ভূমা প্রাণ হইতে ভিন্নরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে, যেহেতু ভূমা প্রাণের অনন্তর উপদিষ্ট হইয়াছে, যেমন নাম প্রভৃতির (ছাঃ ৭।১।৪) অনন্তর উপদিষ্ট বাক্ প্রভৃতি (ছাঃ ৭।২।১) নাম প্রভৃতি হইতে ভিন্ন।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রাণাৎ অধি ভূমা উপদিশ্যতে ইতি উচ্যতে?৩৭ প্রাণবিষয়ম্ এব চ অতিবাদিত্বম্ উত্তরত্র অনুকৃষ্যমাণং পশ্যামঃ—"এষঃ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেন অতিবদতি" (ছাঃ ৭।১৬) ইতি।৩৮ তস্মাৎ নাস্তি প্রাণাৎ অধি-উপদেশঃ ইতি।৩৯ অত্র উচ্যতে—ন তাবৎ প্রাণবিষয়স্য এব অতিবাদিত্বস্য এতৎ অনুকর্ষণম্ ইতি শক্যং বক্তুং, বিশেষবাদাৎ "যঃ সত্যেন অতিবদতি" ইতি।৪০ ননু বিশেষবাদঃ অপি অয়ং প্রাণবিষয়ঃ এব ভবিষ্যতি।৪১ কথম্?৪২ যথা 'এষঃ অগ্নিহোত্রী যঃ সত্যং বদতি' ইতি উক্তে ন সত্যবদনেন অগ্নিহোত্রিত্বম্।৪৩ কেন তর্হি?৪৪ অগ্নিহোত্রেণ এব।৪৫ সত্যবদনং তু অগ্নিহোত্রিণঃ বিশেষঃ উচ্যতে।৪৬ তথা "এষঃ তু বা অতিবদতি" যঃ সত্যেন অতিবদতি" ইতি উক্তে ন সত্যবদনেন অতিবাদিত্বম্।৪৭

ভাষ্যানুবাদ

(—প্রাণজ্ঞাপক অবান্তরপ্রকরণের বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে' ইহা) কিপ্রকারে বলা হইতেছে?৩৭ [ভূমা প্রাণের অনন্তর উপদিষ্ট হইতেছে না, উহা প্রাণবোধক অবান্তরপ্রকরণেরই অন্তর্গত ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন—] আমরা কিন্তু প্রাণবিষয়ক যে অতিবাদিত্ব তাহাকেই পরবর্ত্তিস্থলেও আকৃষ্ট হইতে দেখিতেছি, যথা—"ইনিই কিন্তু যথার্থ অতিবাদ করেন, যিনি সত্যের দ্বারা অতিবাদ করেন", ইত্যাদি।৩৮ সেইহেতু (—প্রাণবিষয়ক অতিবাদিত্বই পরবর্ত্তিস্থলেও আকর্ষিত হইতেছে বলিয়া) প্রাণের পরে [ভূমার] উপদেশ হয় নাই। [প্রাণপ্রকরণের মধ্যেই তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহাই ভাব]।৩৯

[সিঃ—এই অতিবাদিত্ব প্রাণাত্মবিদের নহে, পরন্তু সত্যস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তদ্বিদের। সুতরাং অবান্তরপ্রকরণের বিচ্ছেদ স্বীকার্য্য।]

সিদ্ধান্তীর সমাধান—এই বিষয়ে বলা হইতেছে, এই অনুকর্ষণ (—ছাঃ ৭।১৬ খণ্ডে অতিবাদিত্বের পুনরায় বর্ণন) যে প্রাণবিষয়ক অতিবাদিত্বের, ইহা বলিতে পারা যায় না, যেহেতু "যিনি সত্যের দ্বারা অতিবাদ করেন", এইপ্রকার বিশেষবাদ (—বিশেষভাবে 'সত্য' পদার্থের শ্রেষ্ঠতাখ্যাপনরূপ অতিবাদ) আছে।৪০ [সুতরাং প্রাণজ্ঞাপক অবান্তরপ্রকরণের বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে, ইহাই স্বীকরণীয়]।

[পূঃ—'প্রাণবিৎ সত্যকথা বলিবেন', এইপ্রকারে প্রাণোপাসকের বিশেষ ধর্ম্ম বিহিত হওয়ায় ইহা প্রাণের প্রকরণ।]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়, এই যে বিশেষবাদ (—সত্যস্বরূপ পদার্থকে অবলম্বন করিয়া অতিবাদিত্ব), তাহা প্রাণবিষয়কই হইবে।৪১ কি প্রকারে?৪২ [তাহা বলিতেছেন—] যেমন 'ইনি অগ্নিহোত্রী যিনি সত্য বলেন', এইপ্রকার কথিত হইলে [মাত্র] সত্যকথনের দ্বারা [সেই ব্যক্তির] অগ্নিহোত্রিত্ব সিদ্ধ হয় না।৪৩ তবে কাহার দ্বারা সিদ্ধ হয়?৪৪ [উত্তর—] অগ্নিহোত্রের দ্বারাই সিদ্ধ

শাঙ্করভাষ্যম্

কেন তর্হি ?৪৮ প্রকৃতেন প্রাণবিজ্ঞানেন এব ।৪৯ সত্যবদনং তু প্রাণবিদঃ বিশেষঃ বিবক্ষ্যতে ইতি ।৫০ নেতি ব্রূমঃ, শ্রুত্যর্থপরিত্যাগপ্রসঙ্গাৎ ।৫১ শ্রুত্যা হি অত্র সত্যবদনেন অতিবাদিত্বং প্রতীয়তে—'যঃ সত্যেন অতিবদতি সঃ অতিবদতি' ইতি ।৫২ নাত্র প্রাণবিজ্ঞানস্য

ভাষ্যানুবাদ

হয় ।৪৫ সত্যকথন কিন্তু অগ্নিহোত্রীর বিশেষধর্ম্মরূপে কথিত হইতেছে ।৪৬ তদ্রূপ "ইনিই কিন্তু যথার্থ অতিবাদ করেন, যিনি সত্যের দ্বারা অতিবাদ করেন", এইপ্রকার কথিত হইলে [মাত্র] সত্যকথনের দ্বারা অতিবাদিত্ব সিদ্ধ হয় না ।৪৭ তবে কাহার দ্বারা সিদ্ধ হয় ?৪৮ [উত্তর—] প্রস্তাবিত প্রাণবিজ্ঞানের (—প্রাণোপাসনার), দ্বারাই সিদ্ধ হয় ।৪৯ সত্যকথন কিন্তু প্রাণবিদের (—প্রাণোপাসকের) বিশেষ ধর্ম্মরূপে বিবক্ষিত (—বিহিত) হইতেছে ।৫০ [সেইহেতু এখানে প্রাণবোধক অবান্তরপ্রকরণের বিচ্ছেদ হয় নাই, ইহাই স্বীকার্য্য]।

[সিঃ—লিঙ্গপ্রত্যভিজ্ঞার নিরাকরণ, 'সত্যেন' এই তৃতীয়াশ্রুতিবলে প্রাণজ্ঞাপক অবান্তর প্রকরণের বাধ।]

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তদুত্তরে আমরা বলিতেছি—এই প্রকার বলা যায় না, যেহেতু তাহা হইলে শ্রুতির অর্থ পরিত্যক্ত হইয়া পড়িবে (৯) ।৫১ [শ্রুতির অর্থ পরিস্ফুট করিতেছেন—] শ্রুতিপ্রমাণের (১০) দ্বারা এখানে (—"যঃ সত্যেন

ভাবদীপিকা

(৯) এইস্থলে সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—সত্যশব্দটী অবাধিত পদার্থে রূঢ়, অর্থাৎ উক্তশব্দের শক্তিবৃত্তিলভ্য অর্থ—'অবাধিতত্ব'। পারমার্থিক অবাধিতত্ব ধর্ম্ম একমাত্র ব্রহ্মবস্তুতেই সম্ভব। আর সিদ্ধান্তে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী অভিন্ন পদার্থ (২।২।১৭ সূঃ ১৪ বাক্য)। সুতরাং সত্যশব্দটী হইতেছে ব্রহ্মবস্তুরই বাচক, তাহাতেই রূঢ়। সেই সত্যভিন্ন যাহা কিছু, সেই সমস্তই মিথ্যা। সত্যকথনের সহিত আপেক্ষিক অবাধিতবিষয়ের সম্বন্ধ থাকায় সত্যকথনে সত্যশব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ লোকমধ্যে হইয়া থাকে। এতাদৃশ লাক্ষণিক লৌকিক অর্থে শ্রৌতবিধি অঙ্গীকার করিলে শ্রুতির অর্থ পরিত্যক্ত হইয়া পড়িবে। সেইহেতু পূর্ব্বপক্ষী যে "সত্যেন অতিবদতি" এই বাক্যে পঠিত সত্যপদার্থকে প্রাণোপাসনার অঙ্গরূপে ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করিতেছিলেন (৪৬ বাক্য), তাহা নিরাকৃত হইল।

(১০) সিদ্ধান্তী উক্ত ছাঃ ৭।১৬ বাক্যে পঠিত 'সত্যেন' এইস্থলে যে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে, সেই তৃতীয়াবিভক্তিরূপ বিনিযোক্ত্রী শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। এই তৃতীয়াশ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মরূপ সত্যবস্তুকে অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ সেই সত্যবস্তুর জ্ঞান দ্বারা যে অন্যপ্রকার অতিবাদিত্ব সিদ্ধ হয়, তাহাই শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে। পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রেত অবান্তরপ্রকরণ সেই তৃতীয়াশ্রুতির দ্বারা বাধিত হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং এই অতিবাদিত্ব প্রাণোপাসকের অতিবাদিত্ব নহে। পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন, ইহা তো বলা হইয়াছে—লিঙ্গপ্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা (৭ ভাবদীঃ) প্রাণেরই উপস্থিতি হয় বলিয়া প্রাণপ্রকরণের বিচ্ছেদ হয় নাই। কারণ লিঙ্গপ্রমাণপুষ্ট অবান্তরপ্রকরণকে একমাত্র শ্রুতিপ্রমাণ বাধিত করিতে পারে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—'নাত্র প্রাণবিজ্ঞানস্য'—'এখানে (—যঃ সত্যেন', ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

সঙ্কীর্ত্তনম্ অস্তি।৫৩ প্রকরণাৎ তু প্রাণবিজ্ঞানং সম্বধ্যেত।৫৪ তত্র প্রকরণানুরোধেন শ্রুতিঃ পরিত্যক্তা স্যাৎ।৫৫ প্রকৃতব্যাবৃত্ত্যর্থশ্চ তুশব্দঃ ন সঙ্গচ্ছতে, "এষঃ তু বা অতিবদতি" (ছাঃ ৭।১৬) ইতি।৫৬ "সত্যং তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্" (ঐ) ইতি চ প্রযত্নান্তরকরণম্

ভাষ্যানুবাদ

অতিবদতি", ছাঃ ৭।১৬ এই বাক্যে) সত্যকথনের দ্বারা অতিবাদিত্ব প্রতীত হইতেছে, যথা—'যিনি সত্যের দ্বারা (—পরমার্থ সত্যবস্তু ব্রহ্মকে অবগত হইয়া) অতিবাদ করেন, তিনিই অতিবাদ করেন', ইত্যাদি।৫২ এখানে (—"যঃ সত্যেন অতিবদতি", এই বাক্যে) প্রাণবিজ্ঞানের (—প্রাণোপাসনার) বর্ণনা হইতেছে না, [সুতরাং প্রাণজ্ঞাপক লিঙ্গপ্রত্যভিজ্ঞার বা প্রত্যভিজ্ঞাত লিঙ্গের কোনপ্রকার অবসরই এখানে নাই]।৫৩ [আচ্ছা, তাহা হইলে সিদ্ধান্তী তুমি কি বলিতে চাও—এইস্থলে প্রাণোপাসনা বর্ণিত হয় নাই? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—অবান্তর-] প্রকরণপ্রমাণবলে কিন্তু প্রাণবিজ্ঞান সম্বদ্ধ হইবে (—তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে)।৫৪ [আচ্ছা, সেই প্রকরণপ্রমাণও তো প্রমাণ, তাহার বলে এই অতিবাদিত্বকে প্রাণের সহিত সম্বদ্ধ করিতেছ না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] তাহাতে (—তাহা স্বীকার করিলে) প্রকরণপ্রমাণের অনুরোধে শ্রুতি (—তৃতীয়াবিভক্তিরূপ শ্রুতিপ্রমাণ) পরিত্যক্ত (—বাধিত) হইয়া পড়িবে। [তাহা হইতে পারে না, কারণ প্রকরণপ্রমাণ শ্রুতিপ্রমাণাপেক্ষা দুর্ব্বল।৫৫ অতএব প্রাণবোধক অবান্তরপ্রকরণ তৃতীয়াবিভক্তিরূপ শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারা বাধিত হইয়া পড়ে বলিয়া সত্যবাক্যে পঠিত যে 'অতিবাদিত্ব', তাহা প্রাণজ্ঞাপক অতিবাদিত্ব নহে।]

[সিঃ—প্রাণপ্রকরণের ব্যবচ্ছেদক অন্যান্য যুক্তি। শ্রুতি ও লিঙ্গপ্রমাণবলে অবান্তরপ্রকরণের বাধ।]

[তৃতীয়াশ্রুতির ন্যায় তু শব্দটীর দ্বারাও যে অবান্তরপ্রকরণ বাধিত হয়, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] আর [অবান্তরপ্রকরণবলে এখানে 'প্রাণ' গৃহীত হইলে] "ইনিই কিন্তু যথার্থ অতিবাদ করেন", এইপ্রকারে প্রস্তাবিত বিষয়ের ব্যাবৃত্তি (—যে বিষয়ের আলোচনা চলিতেছিল, তাহার নিবৃত্তি) যাহার অর্থ, সেই 'তু' শব্দটী সঙ্গত হয় না। [অতএব উক্ত 'তু'শব্দের সার্থকতার জন্যও প্রস্তাবিতস্থলে প্রাণবোধক অবান্তরপ্রকরণের অভাব স্বীকার করিতে হইবে]।৫৬ আবার "সত্যকেই কিন্তু বিশেষভাবে জানিবার ইচ্ছা করা (১১) উচিত", এইপ্রকারে যে অন্যপ্রকার প্রযত্নের

ভাবদীপিকা

(১১) এখানে বর্ণিত বিষয়ের বিভিন্নতার সূচক 'বিজিজ্ঞাস্যত্বরূপ' লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্বস্থলে "তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি?" এইপ্রকার প্রশ্নের এবং "অমুক বস্তু

শাঙ্করভাষ্যম্

অর্থান্তরবিবক্ষাং সূচয়তি।৫৭ তস্মাৎ যথা একবেদপ্রশংসায়াং প্রকৃতায়াং 'এষঃ তু মহাব্রাহ্মণঃ যঃ চতুরঃ বেদান্ অধীতে' ইতি একবেদেভ্যঃ অর্থান্তরভূতঃ চতুর্ব্বেদঃ প্রশস্যতে, তাদৃক্ এতৎ দ্রষ্টব্যম্।৫৮ নচ প্রশ্নপ্রতিবচনরূপয়া এব অর্থান্তরবিবক্ষয়া ভবিতব্যম্ ইতি নিয়মঃ অস্তি, প্রকৃতসম্বন্ধাসম্ভবকারিতত্বাৎ অর্থান্তরবিব-

ভাষ্যানুবাদ

উপদেশ, তাহা [প্রাণভিন্ন] অন্য বিষয়ের বিবক্ষাকে সূচনা করিতেছে।৫৭ সেইহেতু (—বিষয়ান্তরবোধক তৃতীয়াশ্রুতি এবং 'বিজিজ্ঞাস্যত্ব' লিঙ্গপ্রমাণবলে প্রাণবোধক অবান্তরপ্রকরণ বাধিত হইয়া পড়ে বলিয়া) যেমন একবেদের (—এক বেদাধ্যায়ীর) প্রশংসা প্রস্তাবিত হইলে (—সেই প্রসঙ্গে চতুর্ব্বেদীর প্রশংসা অভিপ্রেত হইলে, বলা হয়—] 'ইনি কিন্তু মহাব্রাহ্মণ যিনি চারিটী বেদ অধ্যয়ন করেন', এইপ্রকারে একবেদাধ্যায়িগণ হইতে বিষয়ান্তরভূত (—ভিন্ন ব্যক্তি) যে চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী, তিনি প্রশংসিত হন; ইহাকে (—এষ তু বা অতিবদতি ইত্যাদি বাক্যকে) সেইপ্রকারে বুঝিতে হইবে (১২)।৫৮

[সিঃ—'ভূয়ঃপ্রশ্নপ্রতিবচনরাহিত্য'রূপ প্রাণজ্ঞাপক লিঙ্গপ্রমাণের নিরাকরণ। সত্যশব্দের অর্থ—পরব্রহ্ম।]

[পূর্ব্বপক্ষী যে 'ভূয়ঃপ্রশ্নপ্রতিবচনরাহিত্যরূপ' ভূমার প্রাণতাজ্ঞাপক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন (৫ ভাবদীঃ), তাহা নিরাকরণ করিতেছেন—] আর অন্য পদার্থের বিবক্ষাকে যে প্রশ্ন ও প্রতিবচনরূপাই হইতে হইবে (—পূর্ব্ববৎ প্রশ্ন ও উত্তররূপেই বর্ণিত হইতে হইবে), এইপ্রকার কোন নিয়ম নাই, কারণ অন্য পদার্থের যে বিবক্ষা, তাহা প্রকৃত সম্বন্ধের অসম্ভবকারী (—প্রস্তাবিত পদার্থের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলেই পদার্থান্তরের যে প্রতিপাদনেচ্ছা, তাহা সিদ্ধ হয়, তজ্জন্য আর

ভাবদীপকা

তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ", এইপ্রকার প্রতিবচনের প্রবাহ চলিতেছিল। প্রস্তাবিতস্থলে "জানিবার ইচ্ছা করা উচিত", এইপ্রকার বাক্য প্রযুক্ত হওয়ায়, পূর্ব্বে যাহা বর্ণিত হইতেছিল, ইহা তদপেক্ষা ভিন্ন বস্তু, ইহাই সূচিত হয়। সেইহেতু এই "বিজিজ্ঞাস্যত্বরূপ" লিঙ্গপ্রমাণবলে পূর্ব্বে যাহার বর্ণনা চলিতেছিল, তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এবং নূতন বিষয় আরব্ধ হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। সেইহেতু এই লিঙ্গপ্রমাণ এবং পূর্ব্বোক্ত তৃতীয়াশ্রুতিপ্রমাণের বলে প্রাণবোধক অবান্তরপ্রকরণ বাধিত হইল বুঝিতে হইবে। অতএব উক্ত লিঙ্গ ও উক্ত শ্রুতিপ্রমাণকর্ত্তৃক সমর্পিত যে 'সত্য'পদার্থ, তাহা প্রাণ হইতে ভিন্ন, ইহাও সিদ্ধ হইল। [শারীরকন্যায়সংগ্রহকার এবং বার্ত্তিকটীকাকার বলেন—"এষঃ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেন অতিবদতি" (ছাঃ ৭।১৬) ইহা সত্যবিজ্ঞানসম্বন্ধি অতিবাদিত্বের সমর্পক একটী বাক্যপ্রমাণ"। সুতরাং এই বাক্যপ্রমাণও উক্ত শ্রুতি ও লিঙ্গপ্রমাণের সহকারিরূপে আছে, বুঝিতে হইবে।]

(১২) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—একবেদীর প্রশংসার জন্য প্রবৃত্ত বাক্যের, সন্নিধানেই

শাঙ্করভাষ্যম্

ক্ষায়াঃ।৫৯ তত্র প্রাণান্তম্ অনুশাসনং শ্রুত্বা তূষ্ণীম্ভূতং নারদং স্বয়ম্ এব সনৎকুমারঃ ব্যুৎপাদয়তি—যৎ প্রাণবিজ্ঞানেন বিকারানৃতবিষয়েণ অতিবাদিত্বম্ অনতিবাদিত্বম্ এব তৎ; "এষঃ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেন অতিবদতি" (ছাঃ ৭।১৬) ইতি।৬০ তত্র 'সত্যম্' ইতি পরং ব্রহ্ম উচ্যতে, পরমার্থরূপত্বাৎ।৬১ "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ ২।১) ইতি চ শ্রুত্যন্তরাৎ।৬২ তথা ব্যুৎপাদিতায়

ভাষ্যানুবাদ

নূতন প্রশ্নের আবশ্যকতা থাকে না।৫৯ কিন্তু তাহা হইলে "নাপৃষ্টঃ কস্যচিৎ ব্রূয়াৎ" (বৃহস্পতি)—'জিজ্ঞাসিত না হইলে কাহাকেও বলিবে না', এই স্মৃতিবিধানের গতি কি হইবে? তদুত্তরে প্রশ্ন না করিলেও জিজ্ঞাসু শিষ্যকে উপদেশ করিতে হয়, এই শ্রৌত শিষ্টাচার প্রদর্শন দ্বারা সিদ্ধান্ত বর্ণনা করিতেছেন—] সেইস্থলে (—ছান্দোগ্যের উক্ত স্থলে, ভগবান্ সনৎকুমারের নারদকে উপদেশ করিবার ইচ্ছা হইলে] প্রাণপর্য্যন্ত উপদেশ শ্রবণ করিয়া নির্ব্বাগ্ভাবে অবস্থিত নারদকে সনৎকুমার স্বয়ংই বুঝাইতেছেন— বিকার ও অনৃতবিষয়ক যে প্রাণবিজ্ঞান (—প্রাণরূপ কার্য্যভূত মিথ্যাবস্তুকে বিষয় করে যে বিজ্ঞান), তাহার দ্বারা যে অতিবাদিত্ব, তাহা অতিবাদিত্বই নহে; কিন্তু ইনিই যথার্থ অতিবাদী, যিনি সত্যের দ্বারা অতিবাদী, ইত্যাদি।৬০ [সুতরাং "ভূয়ঃপ্রশ্নপ্রতিবচনরাহিত্য প্রাণজ্ঞাপক লিঙ্গপ্রমাণই' নহে। কিন্তু সত্যশব্দের অর্থই তো প্রাণ, তদুত্তরে বলিতেছেন—] সেইস্থলে (—ছাঃ ৭।১৬ বাক্যে) সত্যশব্দে পরব্রহ্ম কথিত হইতেছেন, যেহেতু [তিনিই] পরমার্থস্বরূপ (—অবাধিত নিত্যবস্তু)।৬১ আর যেহেতু "ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ" এইপ্রকার অন্য শ্রুতি আছে।৬২ [কিন্তু সেই সত্যই ভূমা, মধ্যে

ভাবদীপিকা

সেই একবেদী হইতে ভিন্ন যে চতুর্ব্বেদী, তাহার প্রশংসা যেমন সম্ভব; তদ্রূপ প্রাণবিজ্ঞানবোধক বাক্যের সন্নিধানেই তাহা হইতে ভিন্ন পদার্থ যে সত্যবিজ্ঞান, তাহার প্রশংসাবোধক "এষঃ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেন অতিবদতি" (ছা, ৭।১৬) এই বাক্যের প্রবৃত্তিও সম্ভব। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষী যে মনে করিতেছিলেন এই 'সত্যবদন' প্রাণোপাসনার অঙ্গ (৪৬ বাক্য), তাহা নিরাকৃত হইল; কারণ এখানে একবেদিস্থানীয় প্রাণবিজ্ঞানের সন্নিধানে, তাহা হইতে চতুর্ব্বেদিস্থানীয় সত্যাত্মক ভিন্ন পদার্থই শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে ইহাই নির্ণীত হয়। এইরূপে ভিন্ন পদার্থ বোধিত হওয়ায় প্রাণবোধক প্রকরণের এখানে বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে, ইহা সিদ্ধ হইল এবং "এবং বিজানন্ অতিবাদী ভবতি" (ছাঃ ৭।১৫।৪) ইত্যাদি বাক্যে পঠিত যে প্রাণবিজ্ঞানসম্বন্ধি অতিবাদিত্ব, তাহা হইতে "এষঃ তু বা অতিবদতি" (ছাঃ ৭।১৬) এই বাক্যে পঠিত সত্যবিজ্ঞানসম্বন্ধি অতিবাদিত্ব যে ভিন্ন পদার্থ, তাহা প্রাণজ্ঞাপক লিঙ্গপ্রমাণ নহে, ইহাও সিদ্ধ হইল। তাহার ফলে পূর্ব্বপক্ষী কর্তৃক প্রদর্শিত লিঙ্গপ্রত্যভিজ্ঞা (৭ ভাবদীঃ) প্রাণজ্ঞাপক লিঙ্গপ্রত্যভিজ্ঞা নহে, ইহাও প্রদর্শিত হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

নারদায় "সঃ অহং ভগবঃ সত্যেন অতিবদানি" (ছাঃ ৭।১৬) ইতি এবং-প্রবৃত্তায় বিজ্ঞানাদিসাধনপরম্পরয়া ভূমানম্ উপদিশতি ।৬৩ তত্র যৎ প্রাণাৎ অধি সত্যং বক্তব্যং প্রতিজ্ঞাতং তদেব ইহ ভূমা ইতি উচ্যতে ইতি গম্যতে ।৬৪ তস্মাৎ অস্তি প্রাণাৎ অধি ভূম্নঃ উপদেশঃ ইতি অতঃ প্রাণাৎ অন্যঃ পরমাত্মা ভূমা ভবিতুম্ অর্হতি ।৬৫ এবং

ভাষ্যানুবাদ

পঠিত বিজ্ঞান (ছাঃ ৭।১৭) ও শ্রদ্ধা (ছাঃ ৭।১৯) ইত্যাদি ভূমা নহে, এইবিষয়ে নির্ণায়ক কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] সেইপ্রকারে ব্যুৎপাদিত যে নারদ, যিনি "হে ভগবন্ আমি যেন সত্যের দ্বারা অতিবাদী হইতে পারি", ইত্যাদি এইপ্রকারে [পুনরায় প্রার্থনা করিতে] প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে [ভগবান্ সনৎকুমার] বিজ্ঞানাদি সাধনপরম্পরাদ্বারা (১৩) ভূমার উপদেশ করিতেছেন ।৬৩ তাহাতে (—এইপ্রকারে ব্রহ্মবিজ্ঞানের সাধনসকলের উপদেশের অনন্তর ভূমা উপদিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া) প্রাণের অনন্তর যে সত্য বক্তব্যরূপে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই এখানে (—ছাঃ ৭।২৩ শ্রুতিতে) 'ভূমা' এইরূপে কথিত হইতেছেন, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে ।৬৪ সেইহেতু (—এইপ্রকারে মুখ্য অতিবাদিত্বের হেতুরূপে ভূমাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া) 'প্রাণের অনন্তর ভূমার উপদেশ আছে' [সূত্রোক্ত] এই হেতুবশতঃ প্রাণ হইতে ভিন্ন যে [সত্যপদ দ্বারা সমর্পিত] পরমাত্মা, তিনিই ভূমা হইবেন, ইহা সঙ্গত ।৬৫

ভাবদীপিকা

(১৩) সিদ্ধান্তী এইস্থলে "যদা বৈ বিজানাতি" (ছাঃ ৭।১৭) ইত্যাদিস্থলে বর্ণিত বিজ্ঞান-শব্দবোধ্য নিদিধ্যাসনকে গ্রহণ করিয়া 'ব্রহ্মজ্ঞানসাধনত্বরূপ' ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন, ইহা বেদান্তশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। 'আদি' শব্দে 'মনন' (ছাঃ ৭।১৮), শ্রদ্ধা (ঐ ৭।১৯), নিষ্ঠা (—গুরুসেবাদি, ছাঃ ৭।২০), কৃতি (—ইন্দ্রিয়সংযমাদিবিষয়ক প্রযত্ন, ছাঃ ৭।২১) এবং অনন্তসুখলাভেচ্ছা (ছাঃ ৭।২২) ইত্যাদি ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনসকলকে বুঝিতে হইবে। এই সাধনসকলের মধ্যে উত্তরোত্তর সাধনসকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধনসকলের কারণ। যেমন ভাবী অনন্ত সুখলাভেচ্ছাই ইন্দ্রিয়সংযমরূপ আপাতঃ দুঃখবহুল প্রযত্নের কারণ। আবার ইন্দ্রিয়সকল যাঁহার সংযত, তাদৃশ শমদমাদিসাধনসম্পন্ন পুরুষের পক্ষেই অনন্যচিত্তে গুরুসেবাদিতে নিষ্ঠা সম্ভব। গুরুসেবার দ্বারা শাস্ত্রে ও গুরুবাক্যে বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। শ্রদ্ধা থাকিলেই গুরূপদিষ্ট বিষয়ের মনন সম্ভব। আবার সম্যগ্ রূপে মননের অনন্তরই হয় নিদিধ্যাসনের প্রবৃত্তি। তদনন্তরই তাহাদের বলে নিবৃত্তপ্রতিবন্ধ পুরুষের হয় সত্যস্বরূপ (ছাঃ ৭।১৬) ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উৎপত্তি। এইরূপে ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের সাধনসকল ছান্দোগ্যের এইস্থলে বর্ণিত হওয়ায় সেই সাধনরূপ লিঙ্গসকলের বলে প্রস্তাবিত সত্য (ছাঃ ৭।১৬) যে ব্রহ্ম এবং তিনিই যে ভূমা, ইহা নির্ণীত হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

চ ইহ আত্মবিবিদিষয়া প্রকরণস্য উত্থানম্ উপপন্নং ভবিষ্যতি।৬৬ প্রাণঃ এব ইহ আত্মা বিবক্ষিতঃ ইতি, এতদপি ন উপপদ্যতে।৬৭ নহি প্রাণস্য মুখ্যয়া বৃত্ত্যা আত্মত্বম্ অস্তি।৬৮ ন চ অন্যত্র পরমাত্মজ্ঞানাৎ শোকনিবৃত্তিঃ অস্তি, "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" (শ্বেঃ ৬।১৫) ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ।৬৯ "তং মা ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়তু" (ছাঃ ৭।১।৩) ইতি চ উপক্রম্য উপসংহরতি—"তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ" (ছাঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—একবাক্যতাপুষ্ট মহাপ্রকরণ ও লিঙ্গপ্রমাণের বলে পরমাত্মার ভূমরূপতা প্রতিপাদন।]

[পরমাত্মাই ভূমা, এইবিষয়ে মহাপ্রকরণপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর এইপ্রকারে (—প্রাণ হইতে ভিন্ন বস্তু যে পরমাত্মা, তিনিই ভূমপদবাচ্য হইলে) আত্মাকে জানিবার ইচ্ছাবশতঃ এখানে প্রকরণের (১৪) আরম্ভ হইয়াছে, ইহা যুক্তিসঙ্গত হইবে।৬৬ [পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছেন—] 'প্রাণই এখানে (ছাঃ ৭।১।৩ বাক্যে) আত্মরূপে বিবক্ষিত হইয়াছে' (২২ বাক্য) ইত্যাদি, ইহাও সঙ্গত নহে।৬৭ যেহেতু মুখ্যবৃত্তিবলে (—শক্তিবৃত্তিবলে) প্রাণের আত্মতা সম্ভব হয় না, [লক্ষণাবৃত্তিবলেই তাহা সম্ভব, কিন্তু 'শক্তিবৃত্তির গ্রহণ সম্ভব হইলে লক্ষণা স্বীকার ন্যায্য নহে']।৬৮ আর পরমাত্মজ্ঞানব্যতিরেকে শোকের নিবৃত্তি হয় না, যেহেতু "অয়নায় (—পরমপদপ্রাপ্তির জন্য) অন্য কোন উপায় নাই" এইপ্রকার অন্য শ্রুতি আছে। [সুতরাং প্রাণ শোকনিবৃত্তিবোধক ছাঃ ৭।১।৩ বাক্যের প্রতিপাদ্য আত্মা নহে।৬৯ যদি বলা হয়—এখানে মুখ্যশোকতরণ বিবক্ষিত নহে, কিন্তু প্রাণবিজ্ঞানদ্বারা আপেক্ষিক তাহাই বিবক্ষিত। তদুত্তরে উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতা প্রদর্শন দ্বারা অজ্ঞানধ্বংসরূপ মুখ্যশোকতরনই বিবক্ষিত, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—] আবার "হে ভগবন্, সেই আমাকে শোকের পারে উত্তীর্ণ করুন্", এইপ্রকারে উপক্রম (—আরম্ভ) করিয়া উপসংহার করিতেছেন—"মৃদিতকষায় (—রাগাদিদোষরহিত) তাঁহাকে (—নারদকে) ভগবান্ সনৎকুমার অজ্ঞানান্ধকারের পার প্রদর্শন করিলেন" (১৫) ইত্যাদি।৭০ 'তমঃ' এই

ভাবদীপিকা

(১৪) সিদ্ধান্তী এইস্থলে—স্বপক্ষে 'মহাপ্রকরণপ্রমাণ' প্রদর্শন করিলেন। ১ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে—"প্রস্তাবিতস্থলে একপক্ষ মনে করিতেছেন" (৫৬৮ পৃঃ), ইত্যাদিরূপে আরম্ভ করিয়া ইহার প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ১৬ সংখ্যক ভাবদীপিকার শেষাংশও দ্রষ্টব্য।

(১৫) এইস্থলে সিদ্ধান্তী 'অজ্ঞাননিবর্ত্তকজ্ঞানগম্যত্ব'রূপ ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। তাহার বলে প্রাণ আত্মা নহে, পরন্তু ব্রহ্মই আত্মা, ইহাই সিদ্ধ হইল ; কারণ ব্রহ্মজ্ঞানই

শাঙ্করভাষ্যম্

৭।২৬।২) ইতি ।৭০ "তমঃ" ইতি শোকাদিকারণম্ অবিদ্যা উচ্যতে ।৭১ প্রাণান্তে চ অনুশাসনে ন প্রাণস্য অন্যায়ত্ততা উচ্যেত—"আত্মতঃ প্রাণঃ" (ছাঃ ৭।২৬।১) ইতি চ ব্রাহ্মণম্ ।৭২ প্রকরণান্তে পরমাত্মবিবক্ষা ভবিষ্যতি, ভূমা তু প্রাণঃ এব ইতি চেৎ ।৭৩ ন, "সঃ ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি স্বে মহিম্নি" (ছাঃ ৭।২৪।১) ইত্যাদিনা ভূম্নঃ

ভাষ্যানুবাদ

[৫৮৬ পৃঃ]

শব্দে শোকাদির কারণভূতা অবিদ্যা (—অজ্ঞান) কথিত হইতেছে ।৭১ [প্রাণ যাঁহার অধীন, সেই পরমাত্মাই এইপ্রকরণের প্রতিপাদ্য, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—] আর অনুশাসন প্রাণান্ত হইলে (—ভগবান্ সনৎকুমারের উপদেশ প্রাণপ্রতিপাদনেই পরিসমাপ্ত হইলে) প্রাণ যে অন্যের আয়ত্ত (—অধীন), ইহা কথিত হইত না, কিন্তু "আত্মা হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়", এই ব্রাহ্মণবাক্য 'প্রাণ আত্মার অধীন, ইহা বলিতেছে' ।৭২ [সুতরাং পরমাত্মাই এই প্রকরণের প্রধান প্রতিপাদ্য, প্রাণ নহে] ।

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়, পরমাত্মবিষয়ক বিবক্ষা (—তদ্বিষয়ক বর্ণনার ইচ্ছা) প্রকরণের শেষভাগে ["আত্মতঃ প্রাণঃ" ইত্যাদি ছাঃ ৭।২৬ খণ্ডে] হইবে, [তাহার পূর্ব্বে ছাঃ ৭।২৩-২৪ খণ্ডে বর্ণিত] ভূমা কিন্তু প্রাণই, ইত্যাদি ।৭৩

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তদুত্তরে বলিব—না, তাহা বলা যায় না, কারণ, "হে ভগবন্, তিনি (—সেই ভূমা (১৬) কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? স্বমহিমাতে প্রতিষ্ঠিত",

ভাবদীপিকা

শোকাত্মক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক, ইহা সর্ব্ব শ্রুতিস্মৃতিতে প্রসিদ্ধ এবং এখানে "তরতি শোকম্ আত্মবিৎ", এইপ্রকারে আত্মজ্ঞানের দ্বারাই সেই শোকাখ্য অজ্ঞানের নিবৃত্তি বর্ণিত হইতেছে।

(১৬) সিদ্ধান্তীর তাৎপর্য্য এই—যে ভূমার স্বরূপ "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" (ছাঃ ৭।২৪।১) ইত্যাদিরূপে বর্ণিত হইয়াছে, "সঃ ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ" ? (ঐ) ইত্যাদি বাক্যে "সঃ" এইরূপে তৎ-শব্দের প্রয়োগ দ্বারা সেই ভূমাই আকর্ষিত হইয়াছেন। আর সেই প্রশ্নের যাহা উত্তর, তাহা এই প্রকরণের শেষ পর্য্যন্ত সমগ্রস্থলেই প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং ভূমা পরমাত্মাই, প্রাণ নহে, ইহাই নির্ণীত হইল। এক্ষণে অবান্তরপ্রকরনের বিঘটন প্রদর্শিত হইতেছে—

লক্ষ্য করিতে হইবে—"সঃ ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ (ছাঃ ৭।২৪।১) এইস্থল হইতে প্রকরণের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত ভূমাই বর্ণিত হওয়ায় "সঃ এব অধস্তাৎ" (ছাঃ ৭।২৫।১) ইত্যাদি বাক্যস্থ তৎ-শব্দের অর্থও হয় ভূমা, প্রাণ নহে। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত অবান্তরপ্রকরণজ্ঞাপক সন্দংশের উত্তরাংশ বিঘটিত হইয়া পড়িল, ফলে প্রাণের সমর্পক অবান্তরপ্রকরণই বিঘটিত হইয়া পড়িল। পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছেন—"সঃ এব অধস্তাৎ" (ছাঃ ৭।২৫।১) এইস্থলে তৎ-শব্দে প্রাণকে গ্রহণ করিতে হইবে, অন্যথা অর্থাৎ সেইস্থলে পরমাত্মা গৃহীত হইলে "আত্মা এব অধস্তাৎ" (ছাঃ ৭।২৫।২) এই বাক্যে তাহা পুনরুক্ত হইয়া পড়িবে (১ ভাবদীঃ শেষাংশে "অপরপক্ষ মনে

ভাবদীপিকা

করেন", (৫৬৮ পৃঃ) ইত্যাদি এইরূপে আরব্ধস্থলে দ্রষ্টব্য) ইত্যাদি। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন-"সঃ এব অধস্তাৎ", এই বাক্যে পঠিত তচ্ছব্দের দ্বারা যে ভূমা আকর্ষিত হইয়াছেন, "সঃ এব অধঃস্তাৎ, সঃ উপরিষ্টাৎ" ইত্যাদি সেই বাক্যসকলে সেই ভূমার সর্ব্বাত্মকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অনন্তর সেই ভূমা যে জীব হইতে অভিন্ন, তাহা হইতে বাহ্য পরোক্ষ কোন বস্তু নহেন, ইহা বোধনের জন্য গুরু সনৎকুমার বলিতেছেন—"অহমেব অধস্তাৎ" (ছাঃ ৭।২৫।১) ইত্যাদি। কিন্তু তাহার ফলে বোধনীয় অবিবেকী শিষ্যের মনে হইতে পারে—তিনি লোকপ্রসিদ্ধ দেহ ও অন্তঃকরণাদিযুক্ত জীবের ব্রহ্মস্বরূপতা বর্ণনা করিতেছেন। তাদৃশ বুদ্ধি শিষ্যের না হউক, সেইহেতু লোকসিদ্ধ জীবের যে শুদ্ধ প্রত্যক্ স্বরূপ, তাহাই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন; শরীরেন্দ্রিয়াদিযুক্ত লোকসিদ্ধ জীব তাহা নহে, ইহা জ্ঞাপন করিবার জন্য বলিতেছেন—"আত্মা এব অধঃস্তাৎ" (ছাঃ ৭।২৫।২) ইত্যাদি। সুতরাং "আত্মা এব অধস্তাৎ" ইত্যাদিস্থলে পুনরুক্তির কোনপ্রকার আশঙ্কাই নাই। অতএব পূর্ব্ববাদীর সন্দংশ বিঘটিত হওয়ায় অবান্তরপ্রকরণ অবশ্যই নিরাকৃত হইয়া পড়িল।

[প্রকারান্তরে মহাপ্রকরণপ্রমাণ প্রদর্শন। একবাক্যতাদ্বারা তাহার পুষ্টি সম্পাদন।]

আর এক কথা—অবান্তরপ্রকরণপ্রমাণপ্রতিপাদ্য যে প্রাণ, প্রাণবিষয়ক অতিবাদিত্বের কথনদ্বারা (ছাঃ ৭।১৫।৪) তাহা নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। নারদের মনে তদ্বিষয়ক আর কোন জিজ্ঞাসার উদয় হয় নাই বলিয়াই ভগবান্ সনৎকুমার "এষঃ তু বৈ অতিবদতি যঃ সত্যেন অতিবদতি" (ছাঃ ৭।১৬) ইত্যাদিপ্রকারে পুনরায় তাঁহার মনে জিজ্ঞাসার উদয় যাহাতে হয়, সেইপ্রকার প্রচেষ্টা করিতেছেন। উপক্রমগত "তরতি শোকম্ আত্মবিৎ" (ছাঃ ৭।১।৩), এই শ্রুতিপ্রতিপাদ্য যে শোকতরণোপায়ভূত আত্মজ্ঞান, তাহা সাকাঙ্ক্ষ থাকিয়া গিয়াছে। কারণ আত্মা কি, কিপ্রকারে তদ্বিষয়ক জ্ঞান হয়, ইত্যাদিপ্রকার আকাঙ্ক্ষা জিজ্ঞাসু নারদের হওয়া স্বাভাবিক। ভগবান্ সনৎকুমার কর্ত্তৃক তাঁহার জিজ্ঞাসা পুনরায় উদ্দীপিত হইয়াছিল, "সত্যং ভগবো বিজিজ্ঞাসে" (ছাঃ ৭।১৬) ইত্যাদি বাক্যপরম্পরাই সেই বিষয়ে প্রমাণ। সেইহেতু "তরতি শোকম্ আত্মবিৎ" এই উপক্রমবাক্য, উপসংহারগত ভূমবাক্যকে (ছাঃ ৭।২৩) আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। আবার "সন্নিহিতাৎ অপি ব্যবহিতং সাকাঙ্ক্ষং বলীয়ঃ"—"নিরাকাঙ্ক্ষ নিকটবর্ত্তী পদার্থাপেক্ষা দূরবর্ত্তী সাকাঙ্ক্ষ পদার্থ বলবান্", এই ন্যায়বলে ভূমবাক্য নিজের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য নিকটবর্ত্তী নিরাকাঙ্ক্ষ প্রাণকে আকাঙ্ক্ষা না করিয়া দূরবর্ত্তী বাক্যে পঠিত যে আত্মা, তাহাকেই আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। এইপ্রকারে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আকাঙ্ক্ষাবলে (—মহাপ্রকরণবলে) বাক্যোপক্রমে দূরবর্ত্তিস্থলে পঠিত যে আত্মা, তাহা স্বপ্রতিপাদনের জন্য ভূমবাক্যে পঠিত ভূমাকে আকাঙ্ক্ষা করতঃ তাহার সহিতই সম্বদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। আর এইপ্রকারে উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতাও (—একার্থপ্রতিপাদকতাও) সিদ্ধ হইতেছে। তাহার ফলে উপক্রমগত ও উপসংহারগত উক্ত বাক্যদ্বয়ের পরস্পরাকাঙ্ক্ষারূপ যে মহাপ্রকরণপ্রমাণ, তাহা একবাক্যতাপুষ্ট হওয়ায় অবান্তর-প্রকরণাপেক্ষা বলবান্ হইয়া পড়িল। পূর্ব্বপক্ষীর অবান্তরপ্রকরণ সিদ্ধই হয় না, ইহা সন্দংশ বিঘটন দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে (৫৮৪ পৃঃ)। এক্ষণে স্বীকার করিয়া লইয়াও, সেই অবান্তরপ্রকরণকে নিরাকরণ করা হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

[৫৮৪ পৃঃ]

এব আপ্রকরণসমাপ্তেঃ অনুকর্ষণাৎ ।৭৪ বৈপুল্যাত্মিকা চ ভূমরূপতা সর্ব্বকারণত্বাৎ পরমাত্মনঃ সুতরাম্ উপপদ্যতে ।৭৫॥১।৩।৮॥

ভাষ্যানুবাদ

ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ভূমাই প্রকরণের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত আকর্ষিত হইয়াছেন ।৭৪ আর [স্বীয় কার্য্যাপেক্ষা মহান্ হওয়া প্রাণের পক্ষে সম্ভব হইলেও] বিপুলতা (—"অনন্ততা" তৈঃ ২।১) যাঁহার স্বরূপ, এতাদৃশ যে ভূমরূপতা (১৭) তাহা পরমাত্মার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত, যেহেতু তিনি সকল পদার্থের কারণস্বরূপ ।৭৫॥১।৩।৮॥

ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥১।৩।৯॥

পদচ্ছেদ—ধর্ম্মোপপত্তেঃ, চ ।

সূত্রার্থ—[পরমাত্মা ভূমা ইত্যত্র যুক্ত্যন্তরম্ আহ—] **ধর্ম্মোপপত্তেঃ**—"যত্র নান্যৎ পশ্যতি" (ছাঃ ৭।২৪) ইত্যাদিনা উক্তানাং সর্ব্বব্যবহারাভাবোপলক্ষিতধর্ম্মাণাং পরমাত্মনি এব উপপত্তেঃ [পরমাত্মা এব ভূমা]। চকারঃ—তেষাং ধর্ম্মাণাং প্রাণে অনুপপত্তিম্ আহ ।

অনুবাদ—[পরমাত্মাই ভূমা, এই বিষয়ে অন্য যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—] **ধর্ম্মোপপত্তেঃ**—"যাঁহাতে অন্য কিছু দর্শন করে না" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বর্ণিত সকলপ্রকার ব্যবহারের অভাবদ্বারা উপলক্ষিত যে ধর্ম্মসকল, তাহারা পরমাত্মাতেই সঙ্গত হওয়ায় [পরমাত্মাই ভূমা]। চকারটী—সেই ধর্ম্মসকল প্রাণে সঙ্গত হয় না, ইহা বলিতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপিচ যে ভূম্নি শ্রূয়ন্তে ধর্ম্মাঃ তে পরমাত্মনি উপপদ্যন্তে ।১ "যত্র ন অন্যৎ পশ্যতি, ন অন্যৎ শৃণোতি, ন অন্যৎ বিজানাতি সঃ ভূমা" (ছাঃ ৭।২৪।১) ইতি দর্শনাদিব্যবহারাভাবং ভূমনি অবগ-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বহু লিঙ্গপ্রমাণের বলে ভূমার পরমাত্মতা প্রতিপাদন।]

[ভূমা যে ব্রহ্ম, এই বিষয়ে অন্য লিঙ্গপ্রমাণসকল প্রদর্শন করিতেছেন—] আবার দেখ, ভূমাতে যে [সত্যত্ব, স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্ব, অমৃতত্ব, সুখত্ব প্রভৃতি] ধর্ম্মসকল শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে, তাহারা পরমাত্মাতেই সঙ্গত ।১ "যাঁহাতে অন্য কিছু দর্শন করে না, অন্য কিছু শ্রবণ করে না, অন্য কিছু জানিতে পারে না,

ভাবদীপিকা

(১৭) সিদ্ধান্তী এইস্থলে "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ ২।১) এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত অনন্ততাকে লক্ষ্য করিয়া 'সর্ব্বাতিশায়িভূমরূপতারূপ' পরমাত্মজ্ঞাপক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। এইরূপে সিদ্ধান্তী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত শ্রুতি, [বাক্য], একাধিকলিঙ্গ, ও মহাপ্রকরণ প্রমাণ, পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত অবান্তরপ্রকরণ ও লিঙ্গপ্রমাণাপেক্ষা বলবান্ হইয়া পড়িল। পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত প্রমাণসকল যে বিঘটিত হইয়া পড়ে, ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহারা যদি সিদ্ধও হইত, তাহা হইলেও সিদ্ধান্তীর প্রমাণসকলই বলবান্, ইহাই তাৎপর্য্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

মন্নতি ।২ পরমাত্মনি চ অয়ং দর্শনাদিব্যবহারাভাবঃ অবগতঃ, "যত্র তু অস্য সর্ব্বম্ আত্মা এব অভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" (বৃঃ ৪।৫।১৫) ইত্যাদি শ্রুত্যন্তরাৎ ।৩ যঃ অপি অসৌ সুষুপ্তাবস্থায়াং দর্শনাদিব্যবহারাভাবঃ উক্তঃ, সঃ অপি আত্মনঃ এব অসঙ্গত্ব-বিবক্ষয়া উক্তঃ, ন প্রাণস্বভাববিবক্ষয়া, পরমাত্মপ্রকরণাৎ ।৪ যদপি তস্যাম্ অবস্থায়াং সুখম্ উক্তং, তদপি আত্মনঃ এব সুখরূপত্ববিবক্ষয়া উক্তম্; যতঃ আহ—"এষঃ অস্য পরমঃ আনন্দঃ, এতস্য এব অনন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রাম্ উপজীবন্তি" (বৃঃ ৪।৩।২২) ইতি ।৫ ইহাপি "যঃ বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখম্ অস্তি, ভূমা

ভাষ্যানুবাদ

তিনি ভূমা" ইত্যাদি শ্রুতি ভূমাতে দর্শনাদি ব্যবহারের অভাব (১৮) বোধ করাইতেছেন ।২ [কিন্তু 'দর্শনাদিব্যবহারাযোগ্যতা'রূপ ধর্ম্মের দ্বারা পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান কিপ্রকারে স্বীকার করা যায় ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর পরমাত্মাতেই এই দর্শনাদিব্যবহারের অভাব অবগত হওয়া যায়, যেহেতু "কিন্তু যখন সমস্ত ইঁহার আত্মাই হইয়া গেল, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে" ? ইত্যাদি অন্য শ্রুতি আছে ।৩ [কিন্তু প্রাণেও তো এইপ্রকার দর্শনাদিব্যবহারের অভাব, সুখরূপতা, অমৃতত্ব প্রভৃতি সম্ভব । তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর সুষুপ্তি অবস্থাতে যে এই দর্শনাদিব্যবহারের অভাব কথিত হইয়াছে (১।৩।৮সূঃ; ১৭ বাক্য), তাহাও আত্মারই অসঙ্গতা বর্ণনা করিবার ইচ্ছায় বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু প্রাণের স্বভাব বর্ণনার অভিপ্রায়ে নহে, যেহেতু তাহা পরমাত্মবোধক প্রকরণ (—পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক উদ্ধৃত "ন শৃণোতি ন পশ্যতি" (প্রঃ ৪।২) ইত্যাদি বাক্যসকল (১।৩।৮সূঃ, ১৮ বাক্য) পরমাত্মবোধক প্রকরণে পঠিত হওয়ায় পরমাত্মবোধনের প্রক্রিয়ারূপে (১৯) পঠিত হইয়াছে, প্রাণবোধনের জন্য নহে) ।৪ আর যে সেই [সুষুপ্তি] অবস্থাতে সুখ বর্ণিত হইয়াছে (১।৩।৮সূঃ, ১৯ বাক্য), তাহাও আত্মার সুখস্বরূপতা বর্ণনা করিবার ইচ্ছায় বর্ণিত হইয়াছে, যেহেতু [শ্রুতি] বলিতেছেন—"ইহা ইঁহার পরমানন্দ, অন্য জীবগণ এই আনন্দেরই মাত্রাকে (—অংশকে) অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকে", ইত্যাদি ।৫ প্রস্তাবিতস্থলেও "যাহা ভূমা, তাহাই সুখ, অল্পে (—সসীম

ভাবদীপিকা

(১৮) এইস্থলে 'দর্শনাদিব্যবহারাযোগ্যত্বরূপ' পরব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল।

(১৯) সেইস্থলে পরমাত্মবোধনপ্রক্রিয়া এইরূপ—জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থাতে অন্তঃকরণরূপ উপাধি যখন বিদ্যমান থাকে তখনই আত্মার দ্রষ্টৃত্ব, শ্রোতৃত্ব প্রভৃতি সম্ভব। সুষুপ্তিকালে অন্তঃকরণ যখন অবিদ্যাতে বিলীন হইয়া যায়, তখন আত্মা বর্ত্তমান থাকিলেও দ্রষ্টৃত্ব শ্রোতৃত্ব

শাঙ্করভাষ্যম.

এব সুখম্." (ছাঃ ৭।২৩) ইতি সাময়সুখনিরাকরণেন ব্রহ্মৈব সুখং ভূমানং দর্শয়তি।৬ "যঃ বৈ ভূমা তদ্ অমৃতম্," (ছাঃ ৭।২৪।১) ইতি অমৃতত্বম্ অপি ইহ শ্রূয়মাণং পরমকারণং গময়তি, বিকারাণাম্ অমৃতত্বস্য আপেক্ষিকত্বাৎ; "অতঃ অন্যৎ আর্ত্তম্" (বৃঃ ৩।৪।২) ইতি চ শ্রুত্যন্তরাৎ।৭ তথাচ সত্যত্বং স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্বং সর্ব্বগতত্বং সর্ব্বাত্মত্বম্ ইতি চ এতে ধর্ম্মাঃ শ্রূয়মাণাঃ পরমাত্মনি এব উপপদ্যন্তে, ন অন্যত্র।৮ তস্মাৎ ভূমা পরমাত্মা ইতি সিদ্ধম্।৯॥১।৩।৯॥

ইতি দ্বিতীয়ং ভূমাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

বস্তুতে) সুখ নাই, ভূমাই সুখ", এইপ্রকারে সাময় (—নাশাদিদোষবিশিষ্ট) সুখের নিরাকরণদ্বারা ব্রহ্মই সুখস্বরূপ ভূমা, ইহা [শ্রুতি] প্রদর্শন করিতেছেন।৬ আর "যিনি ভূমা তিনি অমৃতস্বরূপ" এইপ্রকারে যে অমৃতত্ব শ্রুত হইতেছে, তাহা পরমকারণকে (—সর্ব্বকারণভূত ব্রহ্মবস্তুকে) বোধ করাইতেছে, যেহেতু [প্রাণাদি] কার্য্যবস্তুসকলের যে অমৃতত্ব, তাহা আপেক্ষিক; আর যেহেতু "ইঁহা (—আত্মা) হইতে যাহা ভিন্ন, তাহা বিনশ্বর" এইপ্রকার অন্য শ্রুতি আছে। [এইরূপে ১।৩।৮সূঃ ২০ বাক্যে প্রদর্শিত পূর্ব্বপক্ষীর অভিমত নিরাকৃত হইল]।৭ এইপ্রকারে সত্যত্ব (ছাঃ ৭।১৬), স্বমহিমাতে প্রতিষ্ঠিতত্ব (ছাঃ ৭।২৪।১), সর্ব্বগতত্ব (ছাঃ ৭।২৫।১) এবং সর্ব্বাত্মত্ব (ছাঃ ৭।২৫।২) ইত্যাদি এই যে ধর্ম্মসকল (২০) শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে, তাহারা পরমাত্মাতেই সঙ্গত, [প্রাণাদি] অন্যত্র নহে।৮ সেইহেতু (—এইপ্রকারে তৃতীয়াবিভক্তিরূপা শ্রুতি (১০ ভাবদীঃ), মহাপ্রকরণ এবং বহু লিঙ্গপ্রমাণ সমর্থকরূপে থাকায়) ভূমা যে পরমাত্মা, ইহা সিদ্ধ হইল।৯॥১।৩।৯॥

ভূমাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥

ভাবদীপিকা

প্রভৃতি সম্ভব হয় না। স্বপ্ন ও জাগ্রৎকালে সেই অন্তঃকরণের পুনরাবির্ভাব হইলে, পুনরায় আত্মার দ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি সম্ভব হয়। সুতরাং অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা 'যাহা থাকিলে দ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি সম্ভব হয়; যাহা না থাকিলে হয় না', দ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি সেই অন্তঃকরণেরই ধর্ম্ম, আত্মা কিন্তু অসঙ্গ, দ্রষ্টৃত্বাদি সকলপ্রকার ধর্ম্মবর্জ্জিত, ইহাই সিদ্ধ হয়।

(২০) এই 'সত্যত্ব' হইতে 'সর্ব্বাত্মত্ব' প্রভৃতি সকলগুলিই পরমাত্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ।

ভূমাধিকরণ সমাপ্ত।

৩। অক্ষরাধিকরণম্। [১০-১২ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—বৃহদারণ্যক ৩।৮ অক্ষরব্রাহ্মণে পঠিত অক্ষরশব্দে নির্গুণ ব্রহ্মই গ্রহণীয়, প্রণব নহে।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে সত্যশব্দটী ব্রহ্মে রূঢ় হওয়ায় ব্রহ্মই ভূমশব্দবাচ্য, ইহা বলা হইয়াছে। প্রস্তাবিত অধিকরণেও তদ্রূপ অক্ষরশব্দটী বর্ণে রূঢ় হওয়ায় ওঁকাররূপ বর্ণই হইবে অক্ষরশব্দের বাচ্য। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

অক্ষরং প্রণবঃ কিম্বা ব্রহ্ম লোকেঽক্ষরাভিধা।
বর্ণে প্রসিদ্ধা তেনাত্র প্রণবঃ স্যাদুপাস্তয়ে ॥
অব্যাকৃতাধারতোক্তেঃ সর্ব্বধর্ম্মনিষেধতঃ।
শাসনাদ্ দ্রষ্টৃতাদেশ্চ ব্রহ্মৈবাক্ষরমুচ্যতে ॥

অন্বয়—অক্ষরং প্রণবঃ কিম্বা ব্রহ্ম ? লোকে অক্ষরাভিধা বর্ণে প্রসিদ্ধা, তেন উপাস্তয়ে অত্র প্রণবঃ স্যাৎ। অব্যাকৃতাধারতোক্তেঃ, সর্ব্বধর্ম্মনিষেধতঃ, শাসনাৎ, দ্রষ্টৃতাদেঃ চ ব্রহ্ম এব অক্ষরং উচ্যতে।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[বৃহদারণ্যকে গার্গীং প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ আহ—"এতদ্ বৈ তদ্ অক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণাঃ অভিবদন্তি অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্" (বৃঃ ৩।৮।৮) ইত্যাদি। অক্ষরশব্দস্য ব্রহ্মণি বর্ণে চ প্রয়োগদর্শনাৎ তত্র সংশয়ঃ ভবতি—] অক্ষরং প্রণবঃ [স্যাৎ], কিম্বা ব্রহ্ম ?

পূর্ব্বপক্ষ—লোকে ["যেন অক্ষরসমাম্নায়ম্ অধিগম্য" ইত্যাদৌ] অক্ষরাভিধা বর্ণে প্রসিদ্ধা, তেন উপাস্তয়ে [অক্ষরশব্দেন] অত্র প্রণবঃ [গৃহীতঃ] স্যাৎ।

সিদ্ধান্ত—["এতস্মিন্ উ খলু অক্ষরে গার্গি আকাশঃ ওতশ্চ প্রোতশ্চ" (বৃঃ ৩।৮।১১) ইতি অক্ষরস্য], অব্যাকৃতাধারতোক্তেঃ, [অস্থূলম্ অনণু" (বৃঃ ৩।৮।৮) ইতি] সর্ব্বধর্ম্মনিষেধতঃ, ["অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি" ইতি] শাসনাৎ, ["অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ" (বৃঃ ৩।৮।৯, ১১) ইতি] দ্রষ্টৃত্বাদেঃ চ [কীর্ত্তনাৎ] ব্রহ্ম এব অক্ষরম্ উচ্যতে [এতৎ সর্ব্বং ন প্রণবপক্ষে অবকল্পতে, ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ

সংশয়—[বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বলিতেছেন—"হে গার্গি, ব্রাহ্মণগণ ইঁহাকে সেই অক্ষর বলিয়া জানেন, ইনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন", ইত্যাদি। ব্রহ্মে এবং বর্ণে অক্ষরশব্দের প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হওয়ায় সেইস্থলে সংশয় হয়—] অক্ষর কি প্রণব, অথবা ব্রহ্ম ?

পূর্ব্বপক্ষ—লোকমধ্যে ["যাহার দ্বারা অক্ষরের পাঠ অবগত হইয়া" ইত্যাদিস্থলে] অক্ষরশব্দের অভিধাবৃত্তি (—শক্তিবৃত্তি) বর্ণে প্রসিদ্ধ (—অক্ষরশব্দের বাচ্যার্থ 'বর্ণ'), সেইহেতু উপাসনার জন্য [অক্ষরশব্দের দ্বারা] এখানে প্রণব গৃহীত হইবে।

সিদ্ধান্ত—["গার্গি, এই অক্ষরেই আকাশ (—অব্যাকৃত) ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত", এইপ্রকারে] অক্ষর অব্যাকৃতের আধার, ইহা কথিত হইয়াছে বলিয়া, ["স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন" এইপ্রকারে] সকলপ্রকার ধর্ম্মের নিষেধ হইয়াছে বলিয়া, ["হে গার্গি, এই অক্ষরের প্রশাসনে", এইপ্রকারে] শাসন বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া এবং ["অদৃষ্ট হইলেও দ্রষ্টা", এই-

প্রকারে] দ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতির বর্ণনা হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্মই অক্ষরশব্দের দ্বারা কথিত হইতেছেন। [এইসকল (—দ্রষ্টৃত্ব, অব্যাকৃতের আধার হওয়া, ইত্যাদি) প্রণবপক্ষে সঙ্গত হয় না, ইহাই ভাব]

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, ওঁকাররূপ বর্ণের উপাসনা। সিদ্ধান্তে—নির্গুণ ব্রহ্মাত্মজ্ঞান।

অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ ॥১।৩।১০॥

পদচ্ছেদ—অক্ষরম্, অম্বরান্তধৃতেঃ।

সূত্রার্থ—[বৃহদারণ্যকে গার্গীং প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ আহ—"এতদ বৈ তদক্ষরম্" (বৃঃ ৩।৮।৮) ইত্যাদি। তত্র কিম্ অক্ষরশব্দেন বর্ণঃ উচ্যতে, উত ব্রহ্ম ইতি সন্দেহে, বর্ণঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। তত্র অয়ং সিদ্ধান্তঃ—] **অক্ষরম্**—'ন ক্ষরতি' ইতি অক্ষরম্ [ব্রহ্ম এব। কুত ?] **অম্বরান্তধৃতেঃ**—পৃথিব্যাদেঃ অব্যাকৃতাখ্যস্য আকাশান্তস্য বিকারজাতস্য ধারণাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বলিতেছেন—"ইনিই সেই অক্ষর" ইত্যাদি। সেইস্থলে অক্ষরশব্দে কি 'বর্ণ' কথিত হইতেছে, অথবা 'ব্রহ্ম' কথিত হইতেছেন, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে. 'বর্ণ'—ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সেইস্থলে সিদ্ধান্ত এই—] **অক্ষরম্**—যাহার ক্ষরণ (—নাশ) হয় না, তাহাই অক্ষর, [সেই অক্ষর ব্রহ্মই তাহাতে হেতু কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **অম্বরান্তধৃতেঃ**—যেহেতু তিনি পৃথিবী হইতে অব্যাকৃতসংজ্ঞক আকাশ পর্য্যন্ত কার্য্যবস্তুসকলকে ধারণ করেন, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

কস্মিন্ নু খলু আকাশঃ ওতশ্চ প্রোতশ্চ ইতি (বৃঃ ৩।৮।৭), "সঃ হ উবাচ—এতদ্ বৈ তদ্ অক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণাঃ অভিবদন্তি অস্থূলম্ অনণু" (বৃঃ ৩।৮।৮) ইত্যাদি শ্রূয়তে ।১ তত্র সংশয়ঃ—কিম্ অক্ষরশব্দেন বর্ণঃ উচ্যতে, কিংবা পরমেশ্বরঃ ইতি ।২ তত্র

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয়বাক্য। বর্ণরূপ রূঢ় অর্থে এবং পরমেশ্বররূপ যৌগিকার্থে অক্ষরশব্দের প্রয়োগবশতঃ সংশয়।]

[গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন—] "আকাশ আবার কাহাতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত ?" "তিনি (—যাজ্ঞবল্ক্য) বলিলেন—হে গার্গি, ব্রাহ্মণগণ ইঁহাকেই সেই অক্ষর বলিয়া থাকেন, ইনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন" ইত্যাদি, শ্রুতিতে এইরূপ পঠিত হইতেছে।১ সেইস্থলে সংশয় হয়—অক্ষরশব্দটীর দ্বারা কি বর্ণ কথিত হইতেছে, অথবা পরমেশ্বর ?২

পূঃ—"যোগাৎ রূঢ়িঃ বলীয়সী" এই ন্যায়ানুসারে অক্ষরশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণ এবং সর্ব্বাত্মকত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলে ওঁকাররূপ বর্ণই অক্ষরশব্দবাচ্য।]

পূর্ব্বপক্ষ—'অক্ষরসমাম্নায়' (—অক্ষরের পাঠ) ইত্যাদিস্থলে অক্ষরশব্দের (১)

ভাবদীপিকা

(১) পূর্ব্বপক্ষী এইস্থলে ওঁকাররূপ বর্ণের (—শব্দের) বোধক অক্ষরশব্দরূপ অভিধাত্রী শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। রূঢ়শব্দসকলও অভিধাত্রী শ্রুতিপ্রমাণ, ইহা শ্রুতিপ্রমাণের পরিচয়ে বর্ণিত হইয়াছে (২৫৬ পৃঃ)। শ্রুতিপ্রমাণ হওয়ায় রূঢ়শব্দসকল যৌগিকশব্দরূপ সমাখ্যাপ্রমাণ হইতে বলবান্।

শাঙ্করভাষ্যম্

"অক্ষরসমাম্নায়" ইত্যাদৌ অক্ষরশব্দস্য বর্ণে প্রসিদ্ধত্বাৎ, প্রসিদ্ধ্যতিক্রমস্য চ অযুক্তত্বাৎ, "ওঁকারঃ এব ইদং সর্ব্বম্" (বৃঃ ২।২৩।৩) ইত্যাদৌ চ শ্রুত্যন্তরে বর্ণস্যাপি উপাস্যত্বেন সর্ব্বাত্মকত্বাবধারণাৎ বর্ণঃ এব অক্ষরশব্দঃ ইতি।৩ এবং প্রাপ্তে উচ্যতে—পরঃ এব আত্মা অক্ষরশব্দবাচ্যঃ।৪ কস্মাৎ?৫ "অম্বরান্তধৃতেঃ"—পৃথিব্যাদেঃ আকাশান্তস্য বিকারজাতস্য ধারণাৎ।৬ তত্র হি পৃথিব্যাদেঃ সমস্তবিকারজাতস্য কালত্রয়বিভক্তস্য "আকাশে এব তৎ ওতং চ প্রোতং চ" (বৃঃ ৩।৮।৭) ইতি আকাশে প্রতিষ্ঠিতত্বম্ উক্ত্বা "কস্মিন্

ভাষ্যানুবাদ

বর্ণে প্রসিদ্ধি আছে বলিয়া, আর যাহা প্রসিদ্ধ, তাহাকে ত্যাগ করা যুক্তিসঙ্গত নহে বলিয়া এবং "এই সমস্তই (২) ওঁকার" ইত্যাদি অন্য শ্রুতিতে উপাস্যরূপে [ওঁকাররূপ] বর্ণেরও সর্ব্বাত্মকতা নিশ্চয় করা হইয়াছে বলিয়া সেইস্থলে [ওঁকাররূপ] বর্ণই অক্ষরশব্দবাচ্য।৩

[সিঃ—তাৎপর্য্যবান্ 'আকাশান্তজগদাধারতা'রূপ লিঙ্গপ্রমাণপুষ্ট সমাখ্যাপ্রমাণবলে ব্রহ্মই অক্ষরশব্দবাচ্য।]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে বলা হইতেছে—পরমাত্মাই অক্ষরশব্দবাচ্য।৪ তাহাতে হেতু কি?৫ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] 'অম্বরান্তধৃতেঃ'—যেহেতু পৃথিবী হইতে আকাশ (—অব্যাকৃত (৩) পর্য্যন্ত কার্য্যবস্তুসকলকে [তিনি] ধারণ করেন।৬ [কিন্তু "কস্মিন্ নু খলু আকাশঃ ওতশ্চপ্রোতশ্চ" (বৃঃ ৩।৮।৭) ইত্যাদি গার্গীর এই প্রশ্নে আকাশের অধিকরণ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, তুমি পৃথিবী প্রভৃতির অধিকরণতার কথা বলিতেছ কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] সেইস্থলে (—বৃঃ ৩।৮।৭ বাক্যে) পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া কালত্রয়ে বিভক্ত (—অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকালীন) যে কার্য্যবস্তুসকল, তাহারা আকাশে (—অব্যাকৃতে) প্রতিষ্ঠিত, ইহা "আকাশেই (—অব্যাকৃতেই) তাহা (—যাবতীয় কার্য্যবস্তু) ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত", এইরূপে বর্ণনা করিয়া, "আকাশ আবার কাহাতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত"?—এই প্রশ্নের দ্বারা অক্ষর অবতারিত হইয়াছেন (—উক্ত

ভাবদীপিকা

(২) এইস্থলে ব্রহ্মবোধক লিঙ্গ যে সর্ব্বাত্মকতা, তাহার ওঁকারে সমন্বয় প্রদর্শিত হইল।

(৩) এইস্থলে 'আকাশ' শব্দের অর্থ 'অব্যাকৃত', কিন্তু 'ভূতাকাশ' নহে, ইহা বৃঃ ৩।৮।৩ ইত্যাদি ভাষ্যালোচনা হইতে অবগত হওয়া যায়; তত্রস্থ এবং অত্রস্থ টীকাকারগণ এই প্রকার ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। সূত্রাত্মা যাহাতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত, তাহা ভূতাকাশ হইতে পারে না। জগৎপ্রপঞ্চের যে সূক্ষ্ম বীজাবস্থা, সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভেরও যাহা কারণস্বরূপ, যাহাকে সমষ্টি আনন্দময়কোশ ও সমষ্টিকারণশরীররূপ ঈশ্বরোপাধি বলা হয়, তাহাই অব্যাকৃত। ইহাই সমষ্টি অজ্ঞান। কিন্তু অত্রস্থ ভাষ্যে ইহাকে 'কার্য্যবস্তু' বলা হইতেছে কেন? ইহা

শাঙ্করভাষ্যম্

নু খলু আকাশঃ ওতশ্চ প্রোতশ্চ" (বৃঃ ৩৮।৭) ইতি অনেন প্রশ্নেন ইদম্ অক্ষরম্ অবতারিতম্।৭ তথাচ উপসংহৃতম্—"এতস্মিন্ উ খলু অক্ষরে গার্গি আকাশঃ ওতশ্চ প্রোতশ্চ" (বৃঃ ৩৮।১১)

ভাষ্যানুবাদ

প্রশ্নের উত্তরে অক্ষরের কথা বলা হইয়াছে; সেইহেতু অক্ষরে আশ্রিতরূপে পৃথিব্যাদির গ্রহণ অসঙ্গত হয় নাই]।৭ আর সেইপ্রকারে উপসংহারও করা হইয়াছে, যথা—"হে গার্গি, এই প্রসিদ্ধ অক্ষরে আকাশ ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত" (৪), ইত্যাদি।৮

ভাবদীপিকা

জ্ঞাননাশ্য, সুতরাং সান্ত হইলেও অনাদি পদার্থ, সেইহেতু কাহারও 'কার্য্য', অর্থাৎ অন্য কিছু হইতে উৎপন্ন নহে। সেইহেতু অব্যাকৃতকে কার্য্যপদার্থ বলা চলে না। যদি বলা হয়—উপনিষদ্ভাষ্যাদিতে যাহাই বলা হউক, এখানে কিন্তু "অম্বরান্তধৃতেঃ" এই হেতুর অন্তর্গত অম্বর-শব্দের অর্থরূপে ভূতাকাশ গৃহীত হইয়াছে। তদুত্তরে বলা যায়—তাহা হইলে উক্ত হেতুটী 'ভাগাসিদ্ধি' দোষগ্রস্ত হইয়া পড়িবে, কারণ অক্ষর (—পরমাত্মা) যে কেবলমাত্র পৃথিব্যাদি ভূতাকাশান্ত কার্য্যবস্তুরই আশ্রয়, তাহা নহে; তাহাদের বীজভূত যে অব্যাকৃতাখ্য আকাশ, তাহারও আশ্রয় (—অধিষ্ঠান)। সেইহেতু হেতুমধ্যস্থ অম্বরশব্দে অব্যাকৃতাখ্য আকাশকে গ্রহণ না করিয়া মাত্র ভূতাকাশান্ত কার্য্যবস্তুকে গ্রহণ করিলে, তাহারও যাহা কারণ, সেই 'অব্যাকৃত' বাদ পড়িয়া যাইবে। ফলে হেতুর একদেশমাত্র পক্ষ অক্ষরে থাকিবে। আর তাহার ফলে উক্ত হেত্বাভাসরূপ দোষ হইয়া পড়িবে। তাহা না হউক, সেইহেতু এখানে অম্বরশব্দে অব্যাকৃতাখ্য আকাশকেই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা গৃহীত হইলে তাহার পরিণামভূত ভূতাকাশান্ত যাবতায় কার্য্যবস্তু তদন্তর্গতরূপে স্বতঃই গৃহীত হইয়া যাইবে, ফলে উক্ত দোষ আর হইবে না। কিন্তু তাহাকে কার্য্যবস্তু বলা হইতেছে কেন? বলিতেছি—অকার্য্যভূত অব্যাকৃতা-কাশকে যে কার্য্যপদার্থ বলা হইতেছে, তাহার হেতু, তাহা সমস্ত কার্য্যপদার্থের বীজস্বরূপ। যেমন অনুপনীত ব্রাহ্মণ বালকের ভাবী দ্বিজত্বকে অপেক্ষা করিয়া তাহাকে 'দ্বিজবালক' বলা হয়, তদ্রূপ অব্যাকৃত স্বয়ং কার্য্যপদার্থ না হইলেও ভাবী কার্য্যের বীজস্বরূপ হওয়ায় তাহাকে কার্য্যপদার্থ বলা হইতেছে, বুঝিতে হইবে। আর পৃথিব্যাদি কার্য্যবস্তুর সহিত একত্র পঠিত হওয়াও তাহার অপর হেতু। যেমন গোযূথমধ্যস্থ গবয় গো নামে অভিহিত হয়, তদ্রূপ।

(৪) সিদ্ধান্তী এইস্থলে অম্বরান্তধৃতি অর্থাৎ 'আকাশান্তজগদাধারতারূপ' ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। আরও লক্ষ্য করিতে হইবে—উপক্রমে "কস্মিন্ নু খলু আকাশঃ ওতশ্চ প্রোতশ্চ" (বৃঃ ৩৮।৭) এইপ্রকার প্রশ্নের দ্বারা যে অক্ষরের অবতারণা করা হইয়াছে, উপসংহারে "এতস্মিন্ উ খলু অক্ষরে গার্গি আকাশঃ ওতশ্চ প্রোতশ্চ ইতি" (বৃঃ ৩৮।১১) এইপ্রকারে সেই প্রসঙ্গের উপসংহার করা হইয়াছে। ফলে উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতা সিদ্ধ হইতেছে। আবার "কস্মিন্ নু খলু ব্রহ্মলোকাঃ ওতাশ্চ প্রোতাশ্চ ইতি" (বৃঃ ৩।৬।১) ইত্যাদিস্থলেও গার্গী এই অক্ষরবিষয়ক প্রশ্নকেই অবতারণ করিবার উদ্যম করিয়াছিলেন, পরেও

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি ।৮ নচ ইয়ম্ অম্বরান্তধৃতিঃ ব্রহ্মণঃ অন্যত্র সম্ভবতি ।৯ যদপি "ওঁকারঃ এব ইদং সর্ব্বম্" ইতি, তদপি ব্রহ্মপ্রতিপত্তি-সাধনত্বাৎ স্তুত্যর্থং দ্রষ্টব্যম্ ।১০ তস্মাৎ 'ন ক্ষরতি অশ্নুতে চ' ইতি নিত্যত্বব্যাপিত্বাভ্যাম্ অক্ষরং পরমেব ব্রহ্ম ।১১॥১।৩।১০॥

ভাষ্যানুবাদ

[কিন্তু এই লিঙ্গপ্রমাণবলে অক্ষরশব্দে প্রধানকে গ্রহণ করিলেও তো চলিতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর [অব্যাকৃতাখ্য] আকাশ পর্য্যন্ত সকলের এই যে ধারণ, তাহা ব্রহ্মভিন্ন অন্যত্র সম্ভব নহে । [কারণ প্রধান স্বয়ংই অব্যাকৃতস্বরূপ অর্থাৎ জগতের সূক্ষ্মবীজাবস্থাস্বরূপ, তাহা আর নিজেই নিজের ধারক হইতে পারে না] ।৯ আর [ওঁকারের সর্ব্বাত্মকতা সিদ্ধির জন্য] যে "এই সমস্তই ওঁকার", এইরূপ বলা হইয়াছে, তাহাও [ওঁকার] ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন হওয়ায় [তাহার] স্তুতির জন্য (৫) বুঝিতে হইবে ।১০ সেইহেতু (—এইপ্রকারে আকাশান্তজগদাধারতা-লিঙ্গবলে ব্রহ্মবস্তুকেই প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া)। 'যাঁহার ক্ষয় নাই এবং যিনি সমস্ত ব্যাপিয়া বর্ত্তমান আছেন', এইপ্রকারে (—এইপ্রকার ব্যুৎপত্তিবলে) নিত্যতা এবং ব্যাপিতার দ্বারা (—সেই ধর্ম্মসকলের বলে) অক্ষর হন পরব্রহ্মই (৬) ।১১।১।৩।১০॥

ভাবদীপিকা

"সা হ উবাচ যদূর্দ্ধ্বম্" (বৃঃ ৩।৮।৩,৬) ইত্যাদিস্থলে পুনঃ পুনঃ সেই অক্ষরবিষয়ক প্রশ্নই করিয়াছেন এবং যাজ্ঞবল্ক্যও "সঃ হ উবাচ যদূর্দ্ধ্বং গার্গি" (বৃঃ ৩।৮।৪, ৭) এবং "স হ উবাচ এতদ্ বৈ তদক্ষরং গার্গি" (বৃঃ ৩।৮।৮) এইপ্রকারে পুনঃ পুনঃ সেই প্রশ্নসকলের উত্তর প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং একই বিষয়ে পুনঃ পুনঃ প্রশ্নপ্রতিবচনাত্মক 'অভ্যাস' নামক তাৎপর্য্য-গ্রাহক লিঙ্গও এইস্থলে আছে বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত একবাক্যতাসাধক উপক্রম এবং উপসংহারও যে তাৎপর্য্যগ্রাহক লিঙ্গ, ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। এইরূপে তাৎপর্য্যগ্রাহক-লিঙ্গসকল থাকায় উক্ত 'আকাশান্তজগদাধারতারূপ' অক্ষরের ব্রহ্মতাবোধক লিঙ্গপ্রমাণটী তাৎপর্য্যবান্ হইয়া পড়িল ।

(৫) পূর্ব্বপক্ষী যে সর্ব্বাত্মকতারূপ ব্রহ্মবোধক লিঙ্গকে ওঁকারে সমন্বয় করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন (২ ভাবদীঃ), স্তুতির জন্য হওয়ায় তাহা অন্যথাসিদ্ধ হইয়া পড়িল, ওঁকাররূপ অক্ষরকে সমর্পণরূপ স্বকার্য্যসাধন করিতে পারিল না। ওঁকার হইতেছে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায়, ব্রহ্ম হইতেছেন উপেয়, এই উপায় ও উপেয়ের স্বরূপের বিভিন্নতা ; তাহাদের প্রতীক হওয়ারূপ এবং অবিদ্যানাশকরারূপ প্রয়োজনের বিভিন্নতা এবং ওঁকারশব্দ ও ব্রহ্মরূপ তাহার অর্থ, এইপ্রকারে শব্দ ও অর্থের বিভিন্নতা, এইসকল হেতুবশতঃ ওঁকারশব্দ ব্রহ্ম নহে, সেইহেতু উক্ত সর্ব্বাত্মকত্বলিঙ্গ তাহাকে সমর্পণ করে না, ইহাই ভাব।

(৬) যৌগিকশব্দকে 'সমাখ্যাপ্রমাণ' বলে, (২৬০ পৃঃ)। সিদ্ধান্তী এখানে 'ন ক্ষরতি' ইত্যাদি প্রকাশে অক্ষরশব্দের যৌগিকার্থপ্রদর্শনদ্বারা তাহা যে সমাখ্যাপ্রমাণ, ইহা প্রদর্শন করিলেন।

শাঙ্করভাষ্যম্—স্যাদেতৎ, কার্য্যস্য চেৎ কারণাধীনত্বম্ অম্বরান্তধৃতিঃ অভ্যুপগম্যতে, প্রধানকারণবাদিনঃ অপি ইয়ম্ উপপদ্যতে।১ কথম্ অম্বরান্তধৃতেঃ ব্রহ্মত্বপ্রতিপত্তিঃ ?২ অতঃ উত্তরং পঠতি—

ভাষ্যানুবাদ—সিদ্ধান্তে শঙ্কা—আচ্ছা, কার্য্যের কারণাধীনতাই (—কারণ যে অন্তরে বাহিরে কার্য্যকে ব্যাপিয়া অবস্থান করে, তাহাই) যদি অম্বরান্তধৃতিরূপে (—পৃথিব্যাদি আকাশান্ত ভূতের ধারণরূপে) স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে প্রধানকারণবাদীর পক্ষেও ইহা (—এই অম্বরান্তধৃতি) উপপন্ন হয়।১ [সুতরাং] অম্বরান্তধৃতি হইতে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান কিপ্রকারে হইবে ? [সিদ্ধান্তীর সমাধান—] এইহেতু (—এইপ্রকার আশঙ্কা হয় বলিয়া, ভগবান্ সূত্রকার] উত্তর দিতেছেন—

সা চ প্রশাসনাৎ ॥১।৩।১১॥

সূত্রার্থ—**সা**—অম্বরান্তধৃতিঃ [পরমেশ্বরস্য এব কর্ম্ম, ন অন্যস্য অচেতনস্য। কুতঃ ?] **প্রশাসনাৎ**—"এতস্য অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি" (বৃঃ ৩।৮।৯) ইত্যাদি শ্রুতৌ প্রশাসন-শ্রবণনাৎ ; [তচ্চ ন অচেতনস্য প্রধানস্য সম্ভবতি ইত্যর্থঃ]। **চকারঃ**—আকাশস্য ভূতত্বনিরাসার্থঃ।

অনুবাদ—**সা**—সেই আকাশান্ত জগতের ধারণ [পরমেশ্বরেরই কর্ম্ম, অন্য কোন অচেতনের নহে। তাহাতে হেতু কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **প্রশাসনাৎ**—যেহেতু "হে গার্গি, এই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনে", ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রকৃষ্টরূপে শাসন শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে ; [আর তাহা (—শাসন করা) অচেতন প্রধানের পক্ষে সম্ভব নহে, ইহাই ভাব]। **চকারটী**—আকাশের ভূতত্ব নিরাকরণের জন্য (—অত্রস্থ আকাশশব্দের অর্থ ভূতাকাশ নহে, ইহা প্রদর্শনের জন্য। [ভূতাকাশগ্রহণে দোষ ৩ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে দ্রষ্টব্য]

শাঙ্করভাষ্যম্

সা চ অম্বরান্তধৃতিঃ পরমেশ্বরস্য এব কর্ম্ম।১ কস্মাৎ ?২ প্রশাসনাৎ।৩ প্রশাসনং হি ইহ শ্রূয়তে—"এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" (বৃঃ ৩।৮।৯)

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—প্রশাসনরূপ লিঙ্গপ্রমাণসহকৃত অম্বরান্তধৃতিরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলে পরমেশ্বরই অক্ষরশব্দবাচ্য, প্রধান নহে।]

আর সেই 'আকাশান্তজগদাধারতা' পরমেশ্বরেরই কর্ম্ম।১ কোন হেতুবলে ইহা বলিতেছ ?২ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু প্রকৃষ্টরূপে শাসনের কথা আছে।৩ [ইহাই পরিষ্কার করিতেছেন—] যেহেতু এখানে (—প্রস্তাবিত প্রকরণে) শ্রুতিতে প্রশাসন (—প্রকৃষ্টরূপে শাসন) বর্ণিত হইতেছে, যথা—"গার্গি, এই

ভাবদীপিকা

পূর্ব্বপক্ষী "যোগাৎ রূঢ়িঃ বলীয়সী" এই ন্যায়পুষ্ট অক্ষরশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণ এবং সর্ব্বাত্মকত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলে (১ ও ২ ভাবদীঃ) ওঁকাররূপ বর্ণকে অক্ষরশব্দের প্রতিপাদ্যরূপে নির্ণয় করিয়াছিলেন ; সিদ্ধান্তিকর্তৃক আকাশান্তজগদাধারতারূপ তাৎপর্য্যবান্ লিঙ্গপ্রমাণপুষ্ট এই সমাখ্যা-প্রমাণবলে তাহা নিরাকৃত হইল ; কারণ তাৎপর্য্যহীন প্রমাণাপেক্ষা তাৎপর্য্যবান্ প্রমাণ বলবান্।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইত্যাদি।৪ প্রশাসনং চ পারমেশ্বরং কর্ম্ম।৫ ন অচেতনস্য প্রধানস্য প্রশাসনং ভবতি।৬ নহি অচেতনানাং ঘটাদিকারণানাং মৃদাদীনাং ঘটাদিবিষয়ং প্রশাসনম্ অস্তি।৭॥১।৩।১১॥

ভাষ্যানুবাদ

অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনে (৭) সূর্য্য এবং চন্দ্রমা বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন", ইত্যাদি।৪ [কিন্তু অক্ষর সূর্য্যাদির শাসকরূপে শ্রুতিতে বর্ণিত হইলেও, সেই অক্ষর যে পরমেশ্বর, প্রধান নহে, এই বিষয়ে নির্ণায়ক কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর প্রশাসন হয় পরমেশ্বরসম্বন্ধি কর্ম্ম।৫ অচেতন প্রধানের পক্ষে প্রশাসন (—কাহাকেও শাসন করা, নিয়মিত করা) সম্ভব নহে।৬ [কিন্তু অচেতন হইলেও প্রধান নিজ কার্য্যকে শাসন ও নিয়মন করে ইহা স্বীকার্য্য। তদুত্তরে বলিতেছেন—] অচেতন ঘট প্রভৃতির যে মৃত্তিকাদি কারণসকল, তাহাদের ঘটাদিবিষয়ক প্রশাসন নাই।৭ [অতএব অচেতন প্রধান নিজের কার্য্যকে শাসন করিতে পারে না, ইহাই নির্ণীত হয়। সুতরাং প্রশাসনরূপ লিঙ্গপ্রমাণপুষ্ট অম্বরান্তধৃতিরূপ লিঙ্গপ্রমাণের বলে ব্রহ্মই অক্ষরশব্দবাচ্য, প্রধান নহে] ॥১।৩।১১॥

অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ ॥১।৩।১২॥

পদচ্ছেদ—অন্যভাবব্যাবৃত্তেঃ, চ।

সূত্রার্থ—[প্রধানাদিনিরাসেন ব্রহ্মোপাদানে হেত্বন্তরম্ আহ—] **অন্যভাব-ব্যাবৃত্তেঃ**—অন্যস্য—প্রধানাদেঃ, যঃ ভাবঃ—ধর্ম্মঃ, সঃ অন্যভাবঃ; তদ্ব্যাবৃত্তেঃ—তস্মাৎ পৃথক্করণাৎ, "এতদ্ অক্ষরম্....অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ" (বৃঃ ৩।৮।১১) ইত্যাদি শ্রুতৌ তদ্বিপরীতধর্ম্ম-দ্রষ্টৃত্বাদিশ্রবণাৎ ইত্যর্থঃ; [ন প্রধানাদি অক্ষরম্, কিন্তু ব্রহ্ম এব ইতি সিদ্ধম্]। চকারঃ—উপাধিমতঃ শারীরস্য অক্ষরশব্দবাচ্যত্বম্ নিরাকরোতি।

অনুবাদ—[প্রধান প্রভৃতির নিরাকরণদ্বারা ব্রহ্মগ্রহণের প্রতি অন্য হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—] **অন্যভাবব্যাবৃত্তেঃ**—অন্যস্য—অন্যের (—প্রধানাদির) যাহা ভাবঃ—

ভাবদীপিকা

(৭) সিদ্ধান্তী এইস্থলে—'প্রশাসনরূপ' ব্রহ্মবোধক অসাধারণ লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। অম্বরান্তধৃতিরূপ (—পূর্ব্বপক্ষীর মতে ভূতাকাশান্তজগদাধারতারূপ) লিঙ্গপ্রমাণবিষয়ে সাধারণত্বের শঙ্কা হইলে, অর্থাৎ তাহা ব্রহ্ম ও প্রধান উভয়েরই বোধ উৎপাদন করিতে পারে, এইপ্রকার আশঙ্কা হইলে; সিদ্ধান্তী কর্ত্তৃক 'প্রশাসন'রূপ এই ব্রহ্মবোধক অসাধারণলিঙ্গপ্রমাণ-বলে 'অম্বরান্তধৃতি' ব্রহ্মবোধনেই বিনিযুক্ত হইল। পূর্ব্বপক্ষী আকাশশব্দে ভূতাকাশকে গ্রহণ করিয়া আশঙ্কা করিয়াছেন, কারণ আকাশশব্দে অব্যাকৃতকে গ্রহণ করিলে প্রধানপক্ষে যে দোষ হয়, তাহা ১।৩।১০ সূত্রে ৯ সংখ্যক বাক্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। সিদ্ধান্তী ভূতাকাশপক্ষকে স্বীকার করিয়াও প্রশাসনরূপ লিঙ্গবলে অম্বরান্তধৃতিকে ব্রহ্মবোধনেই বিনিযুক্ত করিলেন।

ধর্ম্ম, তাহা অন্যভাব, তদ্ব্যাবৃত্তেঃ—তাহা হইতে পৃথক্ করা হয় বলিয়া, অর্থাৎ "এই অক্ষর অদৃষ্ট হইলেও দ্রষ্টা", ইত্যাদি শ্রুতিতে তাহার (—প্রধানাদির) বিপরীত ধর্ম্ম দ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি শ্রুত হয় বলিয়া [প্রধান প্রভৃতি অক্ষর নহে, কিন্তু ব্রহ্মই অক্ষর, ইহা সিদ্ধ হইল]। চকারটী—উপাধিবিশিষ্ট জীবের অক্ষরশব্দবাচ্যতা নিরাকরণ করিতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ কারণাৎ ব্রহ্ম এব অক্ষরশব্দবাচ্যম্ ।১ তস্য এব অম্বরান্তধৃতিঃ কর্ম্ম, ন অন্যস্য কস্যচিৎ ।২ কিম্ ইদম্ অন্যভাবব্যাবৃত্তিঃ* ইতি ?৩ অন্যস্য ভাবঃ অন্যভাবঃ, তস্মাৎ ব্যাবৃত্তিঃ অন্যভাবব্যাবৃত্তিঃ ইতি ।৪ এতদুক্তং ভবতি—যৎ অন্যৎ ব্রহ্মণঃ অক্ষরশব্দবাচ্যম্ ইহ আশঙ্ক্যতে, তদ্ভাবাৎ ইদম্ অম্বরান্তবিধারণম্ অক্ষরং ব্যাবর্ত্তয়তি শ্রুতিঃ—"তদ্ বৈ এতদ্ অক্ষরং গার্গি অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ, অশ্রুতং শ্রোতৃ, অমতং মন্তৃ, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ" (বৃঃ ৩।৮।১১) ইতি ।৫ তত্র অদৃষ্টত্বাদিব্যপদেশঃ প্রধানস্যাপি সম্ভবতি, দ্রষ্টৃত্বাদিব্যপদেশঃ তু ন সম্ভবতি, অচেতনত্বাৎ ।৬

* অন্যভাবব্যাবৃত্তেঃ ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—প্রধান ও জীবনিষ্ঠধর্ম্মসকলের 'অক্ষরে সম্ভব না হওয়ারূপ' লিঙ্গপ্রমাণবলে ব্রহ্মই অক্ষরশব্দবাচ্য।]

অন্যভাবব্যাবৃত্তিরূপ কারণবশতঃ ব্রহ্মই অক্ষরশব্দবাচ্য ।১ আকাশান্ত জগতের বিধারণরূপ কর্ম্ম তাঁহারই, অন্য কাহারও নহে ।২ আচ্ছা, এই অন্যভাবব্যাবৃত্তিটী কি ?৩ [তাহা বলিতেছেন—] অন্যের যাহা ভাব (—ধর্ম্ম), তাহা অন্যভাব, তাহা হইতে যে পৃথক্‌করণ, তাহাই অন্যভাবব্যাবৃত্তি ।৪ ['অন্য'পদে কি বুঝায়, কাহার ধর্ম্ম হইতে ব্যাবৃত্তি, তাহা বলিতেছেন—] ইহাই বলা হইতেছে—এখানে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন যাহাকে (—যে প্রধানকে) অক্ষরশব্দবাচ্যরূপে আশঙ্কা করা হইতেছে, তাহার [অদৃষ্টত্ব ও অশ্রুতত্বাদিরূপ] ধর্ম্ম হইতে, এই আকাশান্তজগতের বিধারক অক্ষরকে শ্রুতি ব্যাবৃত্ত (—পৃথক্) করিতেছেন, যথা—"হে গার্গি, সেই এই অক্ষর [কাহারও দ্বারা ঘটাদির ন্যায় বিষয়রূপে] দৃষ্ট হন না, কিন্তু [তিনি স্বয়ং] দ্রষ্টা (৮); শ্রুত হন না, কিন্তু শ্রোতা; মননের বিষয় হন না, কিন্তু মননকর্ত্তা; বিজ্ঞাত হন না, কিন্তু বিজ্ঞাতা", ইত্যাদি ।৫ সেইস্থলে [জড় জগতের সূক্ষ্ম কারণস্বরূপ হওয়ায়] অদৃষ্টত্ব প্রভৃতির কথন প্রধানের পক্ষেও সম্ভব, কিন্তু দ্রষ্টৃত্বাদির কথন [প্রধানে] সম্ভব নহে; কারণ তাহা অচেতন ।৬ [এই সূত্রে জীবও নিরাকৃত

ভাবদীপিকা

(৮) এই যে অদৃষ্টত্বাদি ধর্ম্মের ব্যাবৃত্তিরূপ দ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি, ইহারা হইল অক্ষরশব্দবাচ্যের ব্রহ্মতাবোধক লিঙ্গপ্রমাণ। উক্ত লিঙ্গপ্রমাণসকলই ব্যতিরেকমুখে "অন্যভাবব্যাবৃত্তি" এইরূপে কথিত হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

তথা "ন অন্যৎ অতঃ অস্তি দ্রষ্টৃ, ন অন্যৎ অতঃ অস্তি শ্রোতৃ, ন অন্যৎ অতঃ অস্তি মন্তৃ, ন অন্যৎ অতঃ অস্তি বিজ্ঞাতৃ" (বৃঃ ৩।৮।১১) ইতি আত্মভেদপ্রতিষেধাৎ ন শারীরস্য অপি উপাধিমতঃ অক্ষরশব্দবাচ্যত্বম্ ।৭ "অচক্ষুষ্কম্ অশ্রোত্রম্ অবাক্ অমনঃ" (বৃঃ ৩।৮।৮) ইতি চ উপাধিমত্তাপ্রতিষেধাৎ ।৮ নহি নিরুপাধিকঃ শারীরঃ নাম ভবতি ।৯ তস্মাৎ পরম্ এব ব্রহ্ম অক্ষরম্ ইতি নিশ্চয়ঃ ।১০॥১।৩।১২॥ ইতি তৃতীয়ম্ অক্ষরাধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

হইয়াছে, তাহাও অক্ষরশব্দবাচ্য নহে, ইহা প্রদর্শন কারতেছেন—] এইরূপে "ইঁহা হইতে ভিন্ন কোন দ্রষ্টা নাই, ইঁহা হইতে ভিন্ন কোন শ্রোতা নাই, ইঁহা হইতে ভিন্ন কোন মননকর্ত্তা নাই, ইঁহা হইতে ভিন্ন কোন বিজ্ঞাতা নাই", এইপ্রকারে আত্মার বিভিন্নতা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া উপাধিবিশিষ্ট যে শারীর (—জীব), তাহাও অক্ষরশব্দবাচ্য হইতে পারে না।৭ আর "চক্ষুবিহীন, কর্ণবিহীন, বাগিন্দ্রিয়রহিত, মনোবিহীন", এইপ্রকারে উপাধিযুক্ততা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াও 'জীব অক্ষরশব্দবাচ্য নহে' ।৮ [আচ্ছা, তাহা হইলে শোধিতত্বম্‌পদার্থস্বরূপ যে শুদ্ধ জীব, তাহাই অক্ষরপদবাচ্য হউক ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] যাহা উপাধিবিরহিত, তাহাকে নিশ্চয়ই জীব নামে অভিহিত করা যায় না।৯ সেইহেতু (—শ্রুতির এই প্রকরণে প্রধান, জীব অথবা ওঁকার, (৯) পূর্ব্বোক্ত হেতুসকলবশতঃ প্রতিপাদ্য হইতে পারে না বলিয়া) পরব্রহ্মই অক্ষরশব্দবাচ্য, ইহাই নিশ্চয় (—নির্ণীত সিদ্ধান্ত)।১০॥১।৩।১২॥ অক্ষরাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(৯) বৈয়াকরণগণের মতে ওঁকারস্ফোটই জগতের কারণস্বরূপ ব্রহ্মবস্তু। এই অধিকরণে অক্ষরশব্দের ওঁকাররূপ অর্থ নিরাকৃত হওয়ায় বৈয়াকরণগণের প্রণবস্ফোটরূপ শব্দব্রহ্মবাদ নিরাকৃত হইল। ১।৩।৮ দেবতাধিকরণে ভগবান্ ভাষ্যকার যে স্ফোটবাদ নিরাকরণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত নহে। আচার্য্য বাদরায়ণ স্ফোটবাদ অঙ্গীকার করেন নাই, ইহা এই অধিকরণে প্রতিভাত হইতেছে। অক্ষরাধিকরণ সমাপ্ত।

৪। ঈক্ষতিকর্ম্মাধিকরণম্। [১৩ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ওঁকারোপাসনাতে (প্রশ্নঃ ৫।৫) প্রণবাবলম্বনে পরব্রহ্মই ধ্যেয়।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে যেমন আকাশান্তজগদাধারতারূপ লিঙ্গপ্রমাণের বলে বর্ণরূপ অর্থে রূঢ় অক্ষরশব্দের ব্রহ্মরূপ অর্থে যৌগিকবৃত্তি গৃহীত হইয়াছে; প্রস্তাবিত

অধিকরণেও তদ্রূপ ব্রহ্মলোকাত্মক পরিচ্ছিন্নফলশ্রুতিরূপ লিঙ্গপ্রমাণের বলে "পরং চ অপরং চ ব্রহ্ম" (প্রশ্নঃ ৫।২) ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত পরশব্দটীর আপেক্ষিক পরত্ববিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভে বৃত্তি হইবে (—হিরণ্যগর্ভরূপ অপরব্রহ্মকে বুঝাইবে)। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়। অথবা পূর্ব্বাধিকরণে যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন, এই অধিকরণে তাঁহার ওঁকাররূপ প্রতীক ব্যবস্থাপিত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **উপজীব্য-উপজীবকভাবসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

ত্রিমাত্রপ্রণবে ধ্যেয়মপরং ব্রহ্ম বা পরম্।
ব্রহ্মলোকফলোক্ত্যাদেরপরং ব্রহ্ম গম্যতে ॥
ঈক্ষিতব্যো জীবঘনাৎ পরস্তৎ প্রত্যভিজ্ঞয়া।
ভবেদ্ধ্যেয়ং পরং ব্রহ্ম ক্রমমুক্তিঃ ফলিষ্যতি ॥

অন্বয়—ত্রিমাত্রপ্রণবে অপরং ব্রহ্ম ধ্যেয়ম্, পরং বা ? ব্রহ্মলোকফলোক্ত্যাদেঃ অপরং ব্রহ্ম গম্যতে। পরং ব্রহ্ম ধ্যেয়ং ভবেৎ, তৎপ্রত্যভিজ্ঞয়া জীবঘনাৎ পরঃ ঈক্ষিতব্যঃ। ক্রমমুক্তিঃ ফলিষ্যতি।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[প্রশ্নোপনিষদি শ্রূয়তে—"যঃ পুনঃ এতং ত্রিমাত্রেণ 'ওম্' ইতি এতেন এব অক্ষরেণ পরং পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত" (প্রঃ ৫।৫) ইতি। তত্র উপক্রমে "পরং চ অপরং চ ব্রহ্ম" (প্রঃ ৫।২) ইতি পরাপরয়োঃ উভয়োঃ অপি ব্রহ্মণোঃ প্রকৃতত্বাৎ অয়ং সংশয়ঃ ভবতি—] ত্রিমাত্রপ্রণবে [হিরণ্যগর্ভাখ্যম্] অপরং ব্রহ্ম ধ্যেয়ম্, পরং বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—["সঃ সামভিঃ উন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্" (প্রঃ ৫।৫) ইতি] ব্রহ্মলোক-ফলোক্ত্যাদেঃ অপরং ব্রহ্ম [ধ্যেয়ত্বেন] গম্যতে, [পরব্রহ্মধ্যানস্য পরমপুরুষার্থসাধনস্য তাবন্মাত্রফলত্বানুপপত্তেঃ। 'পরং পুরুষম্' ইতি চ পরশব্দবিশেষণম্ অপরস্মিন্ অপি ব্রহ্মণি উপপদ্যতে, তস্য অপি ইতরাপেক্ষয়া পরত্বাৎ ইত্যর্থঃ]।

সিদ্ধান্ত—পরং ব্রহ্ম ধ্যেয়ং ভবেৎ, [যতঃ "সঃ এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎ পরং পুরিশয়ং পুরুষম্ ঈক্ষতে" (প্রঃ ৫।৫) ইতি শ্রুত্যুক্তাভ্যাং পরপুরুষশব্দাভ্যাং "পরং পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত" (প্রঃ ৫।৫) ইতি উপক্রমবাক্যগতয়া] তৎপ্রত্যভিজ্ঞয়া [হিরণ্যগর্ভরূপাৎ] জীবঘনাৎ [যঃ] পরঃ [সঃ] ঈক্ষিতব্যঃ [ভবতি। ন চ অত্র ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিমাত্রং ফলং স্যাৎ ; অপিতু] ক্রমমুক্তিঃ ফলিষ্যতি।

অনুবাদ

সংশয়—[প্রশ্নোপনিষদে পঠিত হইতেছে—"যিনি ত্রিমাত্রাত্মক ওঁ এই অক্ষরা-বলম্বনে পরম পুরুষকে ধ্যান করেন", ইত্যাদি। সেইস্থলে উপক্রমে "পরব্রহ্ম এবং অপরব্রহ্ম" এইরূপে পর এবং অপর, এই উভয়প্রকার ব্রহ্ম প্রস্তাবিত হইয়াছেন বলিয়া এইপ্রকার সংশয় হয়—অ, উ এবং ম, এই] ত্রিমাত্রাত্মক প্রণবে [হিরণ্যগর্ভাখ্য] অপরব্রহ্মকে ধ্যান করিতে হইবে, অথবা পরব্রহ্মকে ?

পূর্ব্বপক্ষ—["তিনি সামসমূহের দ্বারা উর্ধ্বে ব্রহ্মলোকে নীত হন", এইপ্রকারে] ব্রহ্মলোকরূপ ফলের কথন ইত্যাদি আছে বলিয়া অপরব্রহ্ম [ধ্যেয়রূপে] প্রতিভাত হইতেছেন ;

[যেহেতু পরমপুরুষার্থের সাধনভূত যে পরব্রহ্মের ধ্যান, তাহার যে তাবন্মাত্র (—মাত্র ব্রহ্মলোক-লাভরূপ) ফল হইবে, ইহা সঙ্গত নহে। আর "পরং পুরুষম্" এইস্থলে যে 'পর'-শব্দরূপ বিশেষণ, তাহা অপর ব্রহ্মেও সঙ্গত; কারণ অন্যান্য কার্য্যবস্তুসকল হইতে তিনি হন 'পর' (—শ্রেষ্ঠ), ইহাই ভাব]।

সিদ্ধান্ত—পরব্রহ্মই ধ্যেয় হইবেন, [যেহেতু "তিনি এই জীবসকলের সমষ্টিভূত হিরণ্য-গর্ভ হইতেও শ্রেষ্ঠ যে পুরিশয় (—সকল শরীরে অনুপ্রবিষ্ট) পরম পুরুষ, তাঁহাকে দর্শন করেন", এই শ্রুতিতে পঠিত যে 'পর' ও 'পুরুষ'শব্দ, সেই দুইটীর দ্বারা "পরং পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত"—এই উপক্রমবাক্যগত] তাঁহার (—পরম পুরুষের) প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে বলিয়া হিরণ্যগর্ভরূপ জীবঘন হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি (—সেই পরব্রহ্ম) হন ঈক্ষণীয় (—ধ্যানের যোগ্য)। [আর এখানে মাত্র ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিই ফল নহে, কিন্তু] ক্রমমুক্তিরূপ ফল হইবে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, ওঁকারপ্রতীকে হিরণ্যগর্ভরূপ কার্য্যব্রহ্মের উপাসনা। সিদ্ধান্তে—ওঁকারপ্রতীকে নির্গুণ পরব্রহ্মের উপাসনা।

ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ সঃ ॥১।৩।১৩॥

সূত্রার্থ—[প্রশ্নোপনিষদি শ্রূয়তে—"ওম্ ইতি এতেন এব অক্ষরেণ পরং পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত" (প্রঃ ৫।৫) ইতি। তত্র ধ্যেয়ং বস্তু কিং হিরণ্যগর্ভাখ্যম্ অপরং ব্রহ্ম, উত পরং ব্রহ্ম ইতি বিশয়ে, 'অপরম্' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] সঃ—সঃ পরমাত্মা [এব ধ্যাতব্যঃ। কুতঃ ?] **ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ**—"পরং পুরিশয়ং পুরুষম্ ঈক্ষতে" (প্রঃ ৫।৫) ইতি বাক্যশেষে ধ্যাতব্যস্য ঈক্ষতিকর্ম্মত্বেন ব্যপদেশাৎ—উপদেশাৎ। [ঈক্ষতিপদার্থস্য দর্শনস্য লোকে যথার্থবিষয়কত্বাৎ যথার্থস্বরূপঃ পরমাত্মা এব ঈক্ষতিকর্ম্ম। ধ্যানেক্ষণয়োশ্চ এক-বিষয়কত্বনিয়মাৎ ঈক্ষতিকর্ম্ম পরমাত্মা এব ধ্যেয়ঃ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[প্রশ্নোপনিষদে পঠিত হইতেছে—"ওম্' এই অক্ষরটী অবলম্বনে যিনি পরম পুরুষকে ধ্যান করেন", ইত্যাদি। সেইস্থলে ধ্যেয় বস্তু কি হিরণ্যগর্ভাখ্য অপরব্রহ্ম, অথবা পরব্রহ্ম, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, 'অপরব্রহ্ম'—ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] সঃ—সেই পরমাত্মাই [ধ্যানের যোগ্য। তাহাতে হেতু কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ**—যেহেতু "পুরিশয় (—সকল শরীরে অনুপ্রবিষ্ট) পরম-পুরুষকে দর্শন করেন", এই বাক্যশেষে যিনি ধ্যানের বিষয়, ঈক্ষণক্রিয়ার বিষয়রূপে তাঁহারই উপদেশ হইয়াছে। [লোকমধ্যে 'ঈক্ষতি'পদের অর্থ যে দর্শনক্রিয়া, তাহা যথার্থ বস্তুকে বিষয় করে বলিয়া যথার্থস্বরূপ (—পারমার্থিক সৎ-বস্তু) যে পরমাত্মা, তিনিই ঈক্ষণক্রিয়ার বিষয়। আর ধ্যান ও দর্শনের বিষয় একই (—যাঁহার ধ্যান করা হয়, উত্তরকালে তাঁহারই দর্শন হয়), এইপ্রকার নিয়ম আছে বলিয়া ঈক্ষণক্রিয়ার বিষয় পরমাত্মাই ধ্যেয়, ইহাই তাৎপর্য্য]।

শাঙ্করভাষ্যম্

"এতদ্ বৈ সত্যকাম পরং চ অপরং চ ব্রহ্ম যৎ ওঁকারঃ, তস্মাৎ বিদ্বান্ এতেন এব আয়তনেন একতরম্ অন্বেতি" (প্রঃ ৫।২) ইতি প্রকৃত্য শ্রূয়তে "যঃ পুনঃ এতং ত্রিমাত্রেণ ওম্ ইতি এতেন এব

শাঙ্করভাষ্যম্

অক্ষরেণ পরং পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত" (প্রঃ ৫।৫) ইতি ।১ কিম্ অস্মিন্ বাক্যে পরং ব্রহ্ম অভিধ্যাতব্যম্ উপদিশ্যতে, আহো-স্বিৎ অপরম্ ইতি ?২ 'এতেন এব আয়তনেন পরম্ অপরং চ একতরম্ অন্বেতি' ইতি প্রকৃতত্বাৎ সংশয়ঃ ।৩ তত্র অপরম্ ইদং ব্রহ্ম ইতি প্রাপ্তম্ ।৪ কস্মাৎ ?৫ "সঃ তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ" (প্রঃ ৫।৫),"সঃ সামভিঃ উন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্" (ঐ) ইতি চ তদ্বিদঃ দেশপরিচ্ছিন্নস্য ফলস্য উচ্যমানত্বাৎ ।৬ নহি পরব্রহ্মবিৎ দেশ-

ভাষ্যানুবাদ

[পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম উভয়েরই প্রস্তাব হইয়াছে বলিয়া প্রণবপ্রতীকে ধ্যেয় বিষয়ে সংশয় ।]

"হে সত্যকাম, এই যে প্রসিদ্ধ পরব্রহ্ম (—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম) এবং অপরব্রহ্ম (—কার্য্যব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভ, ইঁহারা উভয়েই] ওঁকারস্বরূপ, সেইহেতু বিদ্বান্ (—এতাদৃশ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি) এই আয়তনের দ্বারাই (—ওঁকাররূপ এই প্রতীকাবলম্বনেই পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম এই] দুইটীর মধ্যে একটীকে প্রাপ্ত হন" (—উক্ত প্রতীকাব-লম্বনে পরব্রহ্মের উপাসক পরব্রহ্মকে এবং অপরব্রহ্মের উপাসক তাঁহাকে প্রাপ্ত হন), এইরূপে প্রস্তাব করিয়া শ্রুতিতে এইপ্রকার পঠিত হইতেছে—"আর যিনি [অ, উ এবং ম, এই—] মাত্রাত্রয়াত্মক 'ওঁ' এই অক্ষরটীর দ্বারাই পরমপুরুষকে ধ্যান করেন" ইত্যাদি।১ এই [শেষোক্ত ত্রিমাত্র-] বাক্যে কি ধ্যানের বিষয়রূপে পরব্রহ্ম উপদিষ্ট হইতেছেন, অথবা অপরব্রহ্ম ?২ 'এই আলম্বনের দ্বারাই পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম, এই দুইটীর মধ্যে একটীকে প্রাপ্ত হন'—এইপ্রকারে প্রস্তাবিত হইয়াছে বলিয়া সংশয় হয় ।৩

[পূঃ—প্রকরণপ্রমানুগৃহীত লিঙ্গপ্রমাণবলে অপরব্রহ্মই প্রণবপ্রতীকে ধ্যেয়।]

পূর্ব্বপক্ষ—'সেইস্থলে (—উক্ত প্রশ্নঃ ৫।৫ বাক্যে) এই ব্রহ্ম যে অপরব্রহ্ম, ইহা প্রাপ্ত হওয়া গেল ।৪ তাহাতে হেতু কি ?৫ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু "তিনি তেজঃস্বরূপ সূর্য্যে প্রবিষ্ট হন", এবং "তিনি সামসকলের দ্বারা ব্রহ্মলোকে উন্নীত হন" (১), এইপ্রকারে তদ্বিদের (—উক্ত শ্রুতিবাক্যে বর্ণিত উপাসকের) দেশপরিচ্ছিন্ন [ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিরূপ] ফল বর্ণিত হইতেছে ।৬ পরব্রহ্ম-

ভাবদীপিকা

(১) এইস্থলে 'সূর্য্যদ্বারে গমন' এবং 'ব্রহ্মলোকরূপদেশপরিচ্ছিন্ন ফলপ্রাপ্তি' এই দুইটী অপরব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল। ইহারা কিপ্রকারে তদ্বোধক লিঙ্গপ্রমাণ হইবে, তাহা পরবর্ত্তী ভাষ্যে প্রদর্শিত হইতেছে। পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই—উপক্রমে "পরং চ অপরং চ ব্রহ্ম" (প্রঃ ৫।২) এইপ্রকারে পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম উভয়ই প্রস্তাবিত হইয়াছেন। পরব্রহ্মের উপাসক পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু প্রস্তাবিতস্থলে অপরব্রহ্মবিৎ যে ব্রহ্মলোকরূপ পরিচ্ছিন্ন ফল প্রাপ্ত হন, তাহাই প্রশ্নঃ ৫।৫ শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে। সুতরাং উপক্রমে যে অপরব্রহ্ম

শাঙ্করভাষ্যম্

পরিচ্ছিন্নং ফলম্, অশ্নুবীত ইতি যুক্তম্, সর্ব্বগতত্বাৎ পরস্য ব্রহ্মণঃ ।৭ নন্নু অপরব্রহ্মপরিগ্রহে "পরং পুরুষম্" ইতি বিশেষণং ন উপপদ্যতে ।৮ নৈষঃ দোষঃ, পিণ্ডাপেক্ষয়া প্রাণস্য পরত্বোপপত্তেঃ ইতি ।৯ এবং প্রাপ্তে অভিধীয়তে—পরম্ এব ব্রহ্ম ইহ অভিধ্যাতব্যম্ উপদিশ্যতে ।১০ কস্মাৎ ?১১ ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ ।১২ ঈক্ষতিঃ দর্শনম্ ।১৩ দর্শনব্যাপ্যম্ ঈক্ষতিকর্ম্ম ।১৪

ভাষ্যানুবাদ

বিৎ দেশপরিচ্ছিন্ন ফল প্রাপ্ত হইবেন, ইহা নিশ্চয় যুক্তিসঙ্গত নহে, যেহেতু পরব্রহ্ম সর্ব্বগত, [সুতরাং উপাস্যস্বরূপ প্রাপ্তিই উপাসনার ফল হওয়ায় পরব্রহ্মবিৎ সর্ব্বগতই হইবেন, সূর্য্যদ্বারে ব্রহ্মলোকে গতিরূপ পরিচ্ছিন্ন ফল তাঁহার সঙ্গত নহে] ।৭

পূর্ব্বপক্ষে শঙ্কা – কিন্তু অপরব্রহ্ম গৃহীত হইলে [উক্ত প্রশ্নঃ ৫।৫ বাক্যে] 'পরম (—শ্রেষ্ঠ) পুরুষকে' এই বিশেষণটী সঙ্গত হইতেছে না ।৮

পূর্ব্বপক্ষীর সমাধান – তদুত্তরে বলিব, ইহা দোষ নহে, যেহেতু পিণ্ড (– স্থূল বিরাট্) হইতে প্রাণের (– সূত্রাত্মার, সমষ্টিলিঙ্গশরীরাভিমানী হিরণ্যগর্ভের) শ্রেষ্ঠতা যুক্তিসঙ্গত ।৯ [অতএব প্রণবাবলম্বনে অপরব্রহ্মই উপাস্য]।

[সিঃ—একবাক্যতার দ্বারা সমর্থিত যে প্রকরণপ্রমাণ, তাহার দ্বারা অনুগৃহীত বলবতী শ্রুতি-প্রত্যভিজ্ঞাবলে প্রণবাবম্বনে পরব্রহ্মই ধ্যেয়।]

সিদ্ধান্ত – এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে বলা হইতেছে – পরব্রহ্মই এখানে ধ্যানের বিষয়রূপে উপদিষ্ট হইতেছেন ।১০ কোন হেতুবলে ইহা বলিতেছ ?১১ [তদুত্তরে বলিতেছেন – 'ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ' ।১২ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন –] ঈক্ষ্ ধাতুর অর্থ দর্শন ।১৩ 'ঈক্ষতিকর্ম্ম' ইহার অর্থ—দর্শনের ব্যাপ্য (– দর্শনের বিষয়) ।১৪ [আচ্ছা, সেই দর্শনের বিষয়টী কি ? তাহা বলিতেছেন –] বাক্যের

ভাবদীপিকা

প্রস্তাবিত হইয়াছেন, পরিচ্ছিন্ন ফলপ্রাপ্তিতে তাহার আনুকূল্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে বলিয়া উপক্রমানুগৃহীত উক্ত লিঙ্গপ্রমাণদ্বয়ের বলে প্রস্তাবিত প্রশ্নঃ ৫।৫ বাক্যস্থ "পরমপুরুষ"রূপ পরব্রহ্মবোধক শ্রুতিপ্রমাণ বাধিত হইতেছে, অর্থাৎ তাহা পরব্রহ্মরূপ স্বীয় অর্থ সমর্পণ করিতে পারিতেছে না। 'উপক্রমানুগৃহীত লিঙ্গপ্রমাণ বলিতে' প্রকরণপ্রমাণানুগৃহীত লিঙ্গপ্রমাণকে বুঝিতে হইবে। কারণ উপক্রমে যাহা প্রস্তাবিত হয়, পরবর্ত্তিস্থলে তাহাই নানাভাবে প্রতিপাদিত হয়; সুতরাং 'কাহার দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছি', 'কাহাকে প্রতিপাদন করিতেছি', এইপ্রকারে সেইপ্রকরণে পঠিত পদার্থসকলের মধ্যে পরস্পরাকাঙ্ক্ষা থাকে বলিয়া প্রকরণপ্রমাণ সিদ্ধ হয়। এইপ্রকার পরস্পরাকাঙ্ক্ষা স্বীকার না করিলে তৎস্থলে পঠিত বাক্যসকল অসম্বদ্ধ প্রলাপ মাত্র হইয়া পড়িবে। শারীরকন্যায়সংগ্রহকার এইস্থলে যে প্রকরণ-প্রমাণের কথা বলিয়াছেন, তাহাকে এইপ্রকারে বুঝিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ঈক্ষতিকর্ম্মত্বেন অস্য অভিধ্যাতব্যস্য পুরুষস্য বাক্যশেষে ব্যপদেশঃ ভবতি—"সঃ এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎ পরং পুরিশয়ং পুরুষম্ ঈক্ষতে" (প্রঃ ৫।৫) ইতি।১৫ তত্র অভিধ্যায়তেঃ অতথাভূতম্ অপি বস্তু কর্ম্ম ভবতি; মনোরথকল্পিতস্যাপি অভিধ্যায়তি-কর্ম্মত্বাৎ।১৬ ঈক্ষতেস্তু তথাভূতম্ এব বস্তু লোকে কর্ম্ম দৃষ্টম্ ইতি, অতঃ পরমাত্মা এব অয়ং সম্যগ্‌দর্শনবিষয়ভূতঃ ঈক্ষতি-কর্ম্মত্বেন ব্যপদিষ্টঃ ইতি গম্যতে।১৭ সঃ এব চ ইহ 'পরপুরুষ-শব্দাভ্যাম্ অভিধ্যাতব্যঃ প্রত্যভিজ্ঞায়তে।১৮ নন্নু অভিধ্যানে [৬০৪ পৃঃ]

ভাষ্যানুবাদ

শেষভাগে ঈক্ষণক্রিয়ার কর্ম্মরূপে (—দর্শনের বিষয়রূপে) এই অভিধ্যাতব্য (—সম্যগ্‌-রূপে ধ্যানযোগ্য) পুরুষের উপদেশ হইতেছে, যথা—"তিনি [স্থূল কার্য্য প্রপঞ্চ হইতে] শ্রেষ্ঠ যে জীবঘন (—সমষ্টিলিঙ্গশরীরে অভিমানী হিরণ্যগর্ভ) তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ পুরিশয় (—সকল শরীরে বর্ত্তমান) পুরুষকে দর্শন করেন", ইত্যাদি।১৫ [কিন্তু ঈক্ষণক্রিয়ার বিষয়রূপে উপদিষ্ট হইলেও সেই পুরিশয় পুরুষের অপরব্রহ্ম হইতে বাধা কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—] সেখানে (—ঈক্ষণ ও ধ্যানের মধ্যে) ধ্যানক্রিয়ার বিষয় অযথার্থ বস্তুও হইয়া থাকে, যেহেতু যাহা মনোরথকল্পিত, তাহাও হয় ধ্যানক্রিয়ার বিষয়।১৬ ঈক্ষণক্রিয়ার কর্ম্ম (—বিষয়) কিন্তু যথার্থ বস্তুই হইয়া থাকে (—যেখানে বিষয় সত্যই বর্ত্তমান থাকে, সেইস্থলেই ঈক্ষণশব্দের প্রয়োগ হয়) ইহা লোকমধ্যে দেখা যায়, এইহেতু সম্যগ্‌জ্ঞানের বিষয়ভূত এই পরমাত্মাই ঈক্ষণক্রিয়ার বিষয়রূপে [বাক্যশেষে] উপদিষ্ট হইয়াছেন, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।১৭ [আচ্ছা পরমাত্মা না হয় ঈক্ষণক্রিয়ার বিষয় হইলেন, কিন্তু "পরং পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত" (প্রশ্নঃ ৫।৫) এইস্থলে ধ্যানের বিষয় পুরুষ কিন্তু অপরব্রহ্মই। তদুত্তরে বলিতেছেন—না, তাহা নহে; যেহেতু] তিনিই (—ঈক্ষণক্রিয়ার বিষয়ভূত সেই পরমাত্মাই) এখানে (—"পরং পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত", এইস্থলে) 'পর' এবং 'পুরুষ' এই শব্দদ্বয়ের দ্বারা সম্যগ্‌ভাবে ধ্যেয়রূপে প্রত্যভিজ্ঞাত (২) হইতেছেন।১৮

ভাবদীপিকা

(২) সিদ্ধান্তী এইস্থলে স্বপক্ষে 'শ্রুতিপ্রত্যভিজ্ঞা' প্রদর্শন করিলেন। তাহা এইপ্রকার—প্রশ্নঃ ৫।৫ বাক্যের উপক্রমে "পরং পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত" এইস্থলে পঠিত 'পরম্' এবং 'পুরুষম্' এই যে শব্দদ্বয়, ইহারা 'শ্রেষ্ঠ আত্মবোধক' দুইটী শ্রুতিপ্রমাণ, কারণ 'পরম্' শব্দের দ্বারা শ্রেষ্ঠতার এবং পুরুষশব্দের দ্বারা শরীররূপ পুরীতে অবস্থিত আত্মার উপস্থিতি হইতেছে। এই শ্রেষ্ঠ আত্মা-শব্দে কি স্থূল বিরাট্ হইতে শ্রেষ্ঠ হিরণ্যগর্ভরূপ অপর ব্রহ্ম গৃহীত হইবেন, অথবা হিরণ্যগর্ভা-পেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যে পরব্রহ্ম, তিনি গৃহীত হইবেন, ইহা নির্ণয় করিতে হইবে। শ্রুতির অর্থ

ভাবদীপিকা

পর্য্যালোচনাকালে উপক্রমে পঠিত উক্ত 'পরং' এবং 'পুরুষম্', এই শ্রুতিপ্রমাণদ্বয়ের দ্বারা উপসংহারে "পরং···পুরুষম্ ঈক্ষতে", এইস্থলে পঠিত পরম পুরুষের "এই পরমপুরুষই সেই পরমপুরুষ", এইপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে। ইহাই এইস্থলে শ্রুতিপ্রত্যভিজ্ঞা। আর ঈক্ষণক্রিয়ার যাহা বিষয়, তাহা পরমার্থসদ্বস্তু, ইহা ভাষ্যমধ্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং উপক্রমস্থ 'পরং ও পুরুষম্' এই শ্রুতিপ্রমাণদ্বয়ের বলে উপসংহারে পঠিত 'পরং এবং পুরুষম্', এই পদদ্বয়দ্বারা সমর্পিত পরমাত্মার প্রত্যভিজ্ঞা হওয়ায় উপক্রমস্থ 'পরপুরুষ'শব্দে হিরণ্যগর্ভাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যে পরব্রহ্ম, তিনিই ধ্যেয়রূপে সমর্পিত হইতেছেন, ইহাই অবগত হওয়া যাইতেছে। সুতরাং ধ্যানের বিষয় পুরুষকে অপরব্রহ্ম বলা যায় না। ইহাই ১৮ সংখ্যক ভাষ্যবাক্যের তাৎপর্য্য।

প্রমাণের বলাবলবিষয়ে এখানে ইহা বলা হইতেছে—১ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে পূর্ব্বপক্ষী প্রকরণপ্রমাণানুগৃহীত লিঙ্গপ্রমাণের দ্বারা 'পরমপুরুষরূপ' ব্রহ্মবোধক শ্রুতিপ্রমাণের বাধ প্রদর্শন করিয়াছেন। এক্ষণে সেই শ্রুতিপ্রমাণ যে শ্রুতিপ্রত্যভিজ্ঞা, ইহা প্রদর্শিত হইলেও অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, কারণ 'সেই পরমপুরুষই' 'এই পরমপুরুষ', এইপ্রকার বহুবুদ্ধিসাপেক্ষ হওয়ায় প্রত্যভিজ্ঞা লিঙ্গপ্রমাণ হইতে দুর্ব্বলই হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা হইলেও এই শ্রুতিপ্রত্যভিজ্ঞার সমর্থকরূপে উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতা এবং প্রকরণপ্রমাণ থাকায় এই শ্রুতিপ্রত্যভিজ্ঞাই পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত প্রকরণানুগৃহীত লিঙ্গপ্রমাণাপেক্ষা বলবতী হইয়া পড়িতেছে। এই প্রকরণপ্রমাণ প্রভৃতি এইপ্রকার—পূর্ব্বপক্ষী যেপ্রকারে স্বপক্ষে প্রকরণপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন (১ ভাবদীঃ), সিদ্ধান্তপক্ষেও সেইপ্রকার প্রকরণপ্রমাণ আছে, কারণ পরম উপক্রমে "পরং চ অপরং চ ব্রহ্ম" (প্রঃ ৫।২) এইস্থলে অপরব্রহ্মের ন্যায় পরব্রহ্মও প্রস্তাবিত হইয়াছেন। সুতরাং তদ্‌বোধক পরস্পরাকাঙ্ক্ষা এই প্রকরণে পঠিত পদার্থ সকলের মধ্যেও স্বীকরণীয়। আর পূর্ব্বপক্ষী মাত্র 'উপক্রম' প্রদর্শন করিয়াছেন, সিদ্ধান্তী কিন্তু উপক্রম ও উপসংহার, তাৎপর্য্যগ্রাহকলিঙ্গের এই উভয়কেই প্রদর্শনদ্বারা একবাক্যতাও প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহা এইপ্রকার—প্রশ্ন ৫।৫ কণ্ডিকাতে পঠিত উপক্রমস্থ 'পরমপুরুষ' এবং উপসংহারস্থ 'পরমপুরুষ' যে অভিন্ন পরমাত্মার বোধক, ইহা শ্রুতিপ্রত্যভিজ্ঞাবলে নির্ণীত হইয়াছে। তাহার ফলে পরম উপক্রমে "পরং চ অপরং চ ব্রহ্ম" (প্রশ্নঃ ৫।২), এইস্থলে পঠিত যে পরব্রহ্ম, তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এইপ্রকারে এইসমস্ত প্রকরণের একবাক্যতা (—একার্থপ্রতিপাদকতা) সম্পাদিত হইতেছে। উপক্রমে 'অপরব্রহ্ম' এবং উপসংহারে 'পরব্রহ্ম' গৃহীত হইলে 'বাক্যভেদ' হইয়া পড়িবে, "বাক্যভেদক প্রমাণাপেক্ষা একবাক্যতাসম্পাদক প্রমাণ বলবান্" (শারীরকন্যায়সংগ্রহ, ১।২।৪ অধিঃ)। অতএব উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতার দ্বারা সমর্থিত যে প্রকরণপ্রমাণ, তাহার দ্বারা অনুগৃহীত বলবতী শ্রুতিপ্রত্যভিজ্ঞার বলে পূর্ব্বপক্ষীর প্রকরণপ্রমাণানুগৃহীত লিঙ্গপ্রমাণ নিরাকৃত হইয়া পড়িল। [শারীরকন্যায়সংগ্রহকার এই অধিকরণে শ্রুতিপ্রত্যভিজ্ঞাতে 'প্রমাণ' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সেইহেতু শ্রুতিপ্রত্যভিজ্ঞাকে শ্রুতিপ্রমাণের অন্তর্গতই বুঝিতে হইবে; অন্যথা প্রমাণের ষট্‌ত্বসংখ্যার ব্যাঘাত হইবে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

[৬০২ পৃঃ]
'পরঃ পুরুষঃ' উক্তঃ, ঈক্ষণে তু 'পরাৎ পরঃ', কথম্ ইতরঃ ইতরত্র প্রত্যভিজ্ঞায়তে ইতি ?১৯ অত্র উচ্যতে—পরপুরুষশব্দৌ তাবৎ উভয়ত্র সাধারণৌ।২০ নচ অত্র জীবঘনশব্দেন প্রকৃতঃ অভিধ্যাতব্যঃ পরঃ পুরুষঃ পরামৃশ্যতে, যেন তস্মাৎ পরাৎ পরঃ অয়ম্ ঈক্ষিতব্যঃ পুরুষঃ অন্যঃ স্যাৎ।২১ কঃ তর্হি জীবঘনঃ

ভাষ্যানুবাদ

[পূর্ব্বপক্ষী উক্ত শ্রুতিপ্রত্যভিজ্ঞাকে বিঘটিত করিবার প্রয়াস করিতেছেন—] আচ্ছা, ['অভিধ্যায়ীত'—এইস্থলে] অভিধ্যানে 'পরমপুরুষ' কথিত হইয়াছেন, কিন্তু ["পরাৎপরং পুরুষম্ ঈক্ষতে", এইস্থলে] ঈক্ষণে পরাৎপর পুরুষ পঠিত হইয়াছেন, [সুতরাং] একের অপরস্থলে প্রত্যভিজ্ঞা কিপ্রকারে হইবে ?১৯

সিদ্ধান্তীর সমাধান—এই বিষয়ে বলা হইয়াছে, পরশব্দ এবং পুরুষশব্দ, এই দুইটী উভয়স্থলে সাধারণ (৩) [সেইহেতু প্রত্যভিজ্ঞা হইতে কোন বাধা নাই]।২০ আর এখানে জীবঘনশব্দের দ্বারা প্রস্তাবিত অভিধ্যাতব্য পরম পুরুষ পরামৃষ্ট (—উল্লিখিত, গৃহীত) হইতেছেন না, যে কারণবশতঃ সেই শ্রেষ্ঠ [জীবঘন] হইতেও শ্রেষ্ঠ এই ঈক্ষণীয় পুরুষ [ধ্যেয় পুরুষ হইতে] ভিন্ন হইয়া পড়িবেন (—জীবঘন শব্দের দ্বারা ধ্যেয় পুরুষ পরামৃষ্ট হইতেছেন না বলিয়া ধ্যেয় পুরুষ ও

ভাবদীপিকা

(৩) "সঃ এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎ পরং পুরিশয়ং পুরুষম্ ঈক্ষতে" (প্রশ্ন ৫।৫), এইস্থলে— "সঃ এতস্মাৎ পরাৎ জীবঘনাৎ পুরিশয়ং পরং পুরুষম্ ঈক্ষতে", এইপ্রকার অন্বয় বুঝিতে হইবে। তাহাতে উভয়ত্রই 'পরং পুরুষম্' এই শব্দদ্বয় সাধারণ হওয়ায় প্রত্যভিজ্ঞাতে কোন বাধা হইবে না, ইহাই ভাব। **পূর্ব্বপক্ষী** যদি বলেন—'এতৎ' শব্দের ইহাই স্বভাব যে, তাহা প্রস্তাবিত বিষয়ের গ্রাহক হইয়া থাকে। এখানে "পরং পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত", এইপ্রকারে ধ্যানক্রিয়ার বিষয়রূপে পুরুষ প্রস্তাবিত হইয়াছেন। সুতরাং এতৎ-শব্দের দ্বারা সেই প্রস্তাবিত পুরুষকেই গ্রহণ করিতে হইবে। আর "এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎ", এইস্থলে সেই এতৎ-শব্দটী পঞ্চমীবিভক্তিযুক্তরূপে পঠিত হইতেছে। তাহার ফলে সমানবিভক্তিযুক্ত জীবঘনাৎ ও পরাৎ এই পদদ্বয়ের সহিতও অন্বিত হইয়া তাহা "এই শ্রেষ্ঠ জীবঘন হইতে" এইপ্রকার অর্থকে প্রকাশ করিতেছে। আবার "জীবঘনাৎ পরাৎ", এইস্থলে পঠিত 'পর' শব্দের দ্বারা "পরং পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত", এইস্থলে পঠিত পরমপুরুষের প্রত্যভিজ্ঞাও হইতেছে। এই সকলের বলে ইহাই নির্ণীত হয় যে—যিনি "এতস্মাৎ জীবঘনাৎ" ইত্যাদিরূপে সমর্পিত হইয়াছেন, তিনিই হইতেছেন "পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত", এইস্থলে প্রস্তাবিত 'অভিধ্যাতব্য পুরুষ'। "পুরুষম্ ঈক্ষতে", এইস্থলে পঠিত যে ঈক্ষণীয় পুরুষ, উক্ত ধ্যেয় পুরুষ তাঁহা হইতে ভিন্ন। সুতরাং সিদ্ধান্তী তুমি যে মনে করিতেছ—শ্রুতিপ্রত্যভিজ্ঞাবলে ধ্যেয় পুরুষ ও ঈক্ষণীয় পুরুষ অভিন্ন, তাহা সমীচীন নহে, ইত্যাদি। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—**ন চ অত্র জীবঘন**—'আর এখানে জীবঘন' ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি ?২২ উচ্যতে—ঘনঃ মূর্ত্তিঃ।২৩ জীবলক্ষণঃ ঘনঃ জীবঘনঃ, সৈন্ধবখিল্যবৎ যঃ পরমাত্মনঃ জীবরূপঃ খিল্যভাবঃ উপাধিকৃতঃ, পরশ্চ বিষয়েন্দ্রিয়েভ্যঃ, সঃ অত্র জীবঘনঃ ইতি।২৪

অপরঃ আহ—"সঃ সামভিঃ উন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্" (প্রঃ ৫।৫) ইতি অতীতানন্তরবাক্যনির্দ্দিষ্টঃ যঃ ব্রহ্মলোকঃ পরশ্চ লোকান্তরেভ্যঃ, সঃ অত্র জীবঘনঃ ইতি উচ্যতে।২৫ জীবানাং হি সর্ব্বেষাং করণপরি-

ভাষ্যানুবাদ

ঈক্ষণীয় পুরুষ পরস্পর বিভিন্ন হইবেন না (৪)।২১ [আচ্ছা, উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতার জন্য যদি ধ্যেয় পুরুষ ও ঈক্ষণীয় পুরুষ অভিন্ন পরমাত্মরূপেই গৃহীত হন], তাহা হইলে [মধ্যবর্ত্তিস্থলে পঠিত এই] জীবঘনটী কে ? [তাহা তো উন্মত্তের প্রলাপ হইতে পারে না।২২ তদুত্তরে] বলা হইতেছে—ঘনশব্দের অর্থ মূর্ত্তি।২৩ জীবরূপ যে মূর্ত্তি, তাহাই জীবঘন ; অর্থাৎ পরমাত্মার যে লবণপিণ্ডের ন্যায় উপাধিকৃত জীবরূপ খিল্যভাব (—সসীমত্ব), কিন্তু যাহা বিষয় এবং ইন্দ্রিয়াপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাই (—ব্রহ্মলোকস্বামী সেই সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভই) এখানে জীবঘনরূপে বর্ণিত হইতেছেন।২৪ [অতএব হিরণ্যগর্ভ হইতে ভিন্ন ঈক্ষণীয় পরব্রহ্মই প্রণবাবলম্বনে উপাস্য, ইহাই সিদ্ধ হইল]।

[সিঃ—ব্রহ্মলোকশব্দের লাক্ষণিকার্থ 'জীবঘন'। তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ সর্ব্বলোকাতীত ঈক্ষণীয় পুরুষই ধ্যেয়।]

[জীবঘনশব্দের অর্থান্তর প্রদর্শন করিতেছেন—] অপরে বলেন—"তিনি সামসকলের দ্বারা ব্রহ্মলোকে উন্নীত হন", এইপ্রকারে অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যে নির্দ্দিষ্ট যে ব্রহ্মলোক, যাহা [ভূরাদি] অন্যান্য লোকসকল হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহাই এখানে 'জীবঘন' এইরূপে কথিত হইতেছে।২৫ ['জীবঘন' শব্দের অর্থ ব্রহ্মলোক কিপ্রকারে হয়, তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু সর্ব্বকরণাত্মক (—সমষ্টিলিঙ্গ-

ভাবদীপিকা

(৪) এইস্থলে সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—এতৎ-শব্দের দ্বারা প্রস্তাবিত যে সন্নিহিত পদার্থ, তাহারই গ্রহণ হয় ; কেবল প্রস্তাবিতের নহে। সেইহেতু 'এতস্মাৎ' এই পদটীর দ্বারা সন্নিহিততর যে জীবঘন, তাহারই গ্রহণ হইতেছে, কিন্তু দূরবর্ত্তিস্থলে পঠিত অভিধ্যাতব্য পরম পুরুষের নহে। আর এক কথা, লোকমধ্যে ইহা দেখা যায় যে—যাহা ধ্যানের বিষয় হয়, কালান্তরে তাহাই হয় ঈক্ষণের (—অপরোক্ষজ্ঞানের) বিষয় ["ঈক্ষতিধ্যায়ত্যোঃ একবিষয়কত্বনিয়মাৎ"—ন্যায়রক্ষামণিঃ]। সুতরাং ধ্যেয় পুরুষ এবং ঈক্ষণীয় পুরুষের অভিন্নতা অঙ্গীকার করিয়া একবাক্যতা সম্ভব হইলে তাহাদের বিভিন্নতা অঙ্গীকারকরতঃ বাক্যভেদ কল্পনা সঙ্গত নহে। অতএব উপক্রমস্থ ধ্যেয় পরমপুরুষ হন জীবঘন হইতে ভিন্ন, কিন্তু উপসংহারস্থ ঈক্ষণীয় পুরুষ হইতে অভিন্ন, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। সেইহেতু শ্রুতিপ্রত্যভিজ্ঞারও কোন ব্যাঘাত হইতেছে না।

শাঙ্করভাষ্যম্

বৃতানাং সর্ব্বকরণাত্মনি হিরণ্যগর্ভে ব্রহ্মলোকনিবাসিনি সংঘাতোপপত্তেঃ ভবতি ব্রহ্মলোকঃ জীবঘনঃ।২৬ তস্মাৎ পরঃ যঃ পরমাত্মা ঈক্ষণকর্ম্মভূতঃ, সঃ এব অভিধ্যানে অপি কর্ম্মভূতঃ ইতি গম্যতে।২৭ "পরং পুরুষম্" ইতি চ বিশেষণং পরমাত্মপরিগ্রহে এব অবকল্পতে।২৮ পরঃ হি পুরুষঃ পরমাত্মা এব ভবতি, "যস্মাৎ পরং কিঞ্চিৎ অন্যৎ নাস্তি" (শ্বেঃ ৩।৯ ?), "পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" (কঠ ১।৩।১১) ইতি চ শ্রুত্যন্তরাৎ।২৯ "পরং চ অপরং চ ব্রহ্ম যদ্ ওঁকারঃ" (প্রঃ ৫।২) ইতি চ বিভজ্য অনন্তরম্ 'ওঁকারেণ পরং পুরুষম্ অভিধ্যাতব্যং' ব্রুবন্ পরমেব ব্রহ্ম পরং পুরুষম্

ভাষ্যানুবাদ

শরীরে অভিমানী) ব্রহ্মলোকনিবাসী হিরণ্যগর্ভে করণসকলের (—ব্যষ্টিলিঙ্গশরীর সকলের) দ্বারা পরিবেষ্টিত জীবসকলের সঙ্ঘাত (—সমষ্টিভাব) উপপন্ন হয় বলিয়া [হিরণ্যগর্ভের অধিষ্ঠানভূত] ব্রহ্মলোক [পরম্পরাসম্বন্ধে লক্ষণাবৃত্তিবলে] জীবঘনরূপে কথিত হয়।২৬ তাহা হইতে (—সেই ব্রহ্মলোকরূপ জীবঘন হইতে) শ্রেষ্ঠ (—সর্ব্বলোকাতীত) যে ঈক্ষণক্রিয়ার বিষয়ভূত পরমাত্মা, তিনিই ধ্যানেও বিষয় হন, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।২৭ কারণ 'পরম্' ও 'পুরুষম্', এইপ্রকার যে বিশেষণ, তাহা পরমাত্মা গৃহীত হইলেই হয় সঙ্গত।২৮

[সিঃ—ধ্যেয় "পরমপুরুষের" পরমাত্মতা প্রতিপাদনে যুক্তি ও পাপনিবৃত্তিরূপ লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন।]

[কিন্তু বিরাট্ অপেক্ষা পরতা (—শ্রেষ্ঠতা) তো সূত্রাত্মাতেও উপপন্ন হয় (৯ বাক্য)। তদুত্তরে বলিতেছেন—] দেখ, পর (—শ্রেষ্ঠ) যে পুরুষ, তিনি পরমাত্মাই, যেহেতু 'যাঁহা হইতে উৎকৃষ্ট অন্য কিছুই নাই', এবং "পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, তিনি কাষ্ঠা (—স্থূল ও সূক্ষ্ম সকল পদার্থের পরিসমাপ্তিস্থান) ও তিনিই পরমা গতি (—চরম গম্যস্থান"), এইপ্রকার অন্য শ্রুতি আছে।২৯ [আবার দেখ] "পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম, যাহা ওঁকারস্বরূপ", এইপ্রকারে [উপক্রমে পর ও অপরব্রহ্মের] বিভাগ [প্রদর্শন] করতঃ তদনন্তর 'ওঁকারের দ্বারা পরমপুরুষকে ধ্যান করিতে হইবে' (প্রঃ ৫।৫), এইপ্রকার কথনশীল শাস্ত্র [উপসংহারে অপরব্রহ্মকে ব্যাবর্ত্তন (৫) করতঃ] পরব্রহ্মই যে পরমপুরুষ, ইহা বোধ করাইতেছেন।৩০

ভাবদীপিকা [প্রশ্নোপনিষদে অপরব্রহ্মোপাসনা বর্ণনার তাৎপর্য্য।]

(৫) এইস্থলে এইপ্রকার আশঙ্কা হয়—অপরব্রহ্মের (—হিরণ্যগর্ভের) ব্যাবর্ত্তনই যদি শ্রুতির অভিপ্রায়, তাহা শ্রুতিতে আদৌ বর্ণিত হইল কেন? শ্রুতি উপক্রমে বলিয়াছেন—"এতেনৈব আয়তনেন একতরম্ অন্বেতি" (প্রঃ ৫।২)—'এই ওঁকাররূপ আলম্বনদ্বারা পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম, এই উভয়ের মধ্যে একটীকে প্রাপ্ত হওয়া যায়'। তাহাতে অপরব্রহ্মের উপাসক অপরব্রহ্মকে

শাঙ্করভাষ্যম্

গময়তি।৩০ "যথা পাদোদরঃ ত্বচা বিনির্ম্মুচ্যতে, এবং হ বৈ সঃ পাপ্মনা বিনির্ম্মুক্তঃ" * (প্রঃ ৫।৫) ইতি পাপ্মবিনির্ম্মোকফলবচনং পরমাত্মানম্ ইহ অভিধ্যাতব্যং সূচয়তি।৩১ অথ যদুক্তং—পর-

* বিনির্ম্মুচ্যতে—ইত্যত্র পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

[পাপনিবৃত্তিরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলেও পরমপুরুষ যে পরমাত্মা, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—] "সর্প যেমন [জীর্ণ] ত্বক্ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়, এইপ্রকারে তিনি পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হন"—এইপ্রকার যে পাপ হইতে বিনির্ম্মোকরূপ (—নিঃশেষে মুক্তিরূপ) ফলবোধক বাক্য, তাহা এখানে পরমাত্মাকেই ধ্যানের বিষয়রূপে সূচিত করিতেছে।৩১

ভাবদীপিকা

এবং পরব্রহ্মের উপাসক পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, ইহাই তো শ্রুতির অভিপ্রেতার্থরূপে প্রতিভাত হইতেছে। তুমি অপর ব্রহ্মকে ব্যাবৃত্ত করিয়া ওঁকারপ্রতীকে মাত্র পরব্রহ্মেরই উপাসনার ব্যবস্থা করিতেছ কেন? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—"উপাসক যদি প্রণবের অকাররূপ একটী মাত্রাতে পৃথিবীদৃষ্টিকরতঃ উপাসনা করেন, তাহা হইলে মৃত্যুর পর তিনি শ্রদ্ধা ও তপস্যাযুক্ত মনুষ্যরূপে পৃথিবীলোকে জন্মগ্রহণ করেন' (প্রঃ ৫।৩)। 'উপাসক যদি প্রণবের 'ম'কাররূপ দ্বিতীয় মাত্রাতে অন্তরিক্ষলোক দৃষ্টিকরতঃ উপাসনা করেন, তাহা হইলে তিনি সোমলোকে গমন করতঃ ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন' (প্রঃ ৫।৪)। সেই সেই প্রতীকে যদি অপরব্রহ্ম দৃষ্টি করতঃ উপাসনা করেন, তাহা হইলে উপাসক অপরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন (প্রঃ ৫।২), এইবিষয়ে কোন প্রকার অনুপপত্তি নাই"। [ভামতীকারও বলিয়াছেন—"প্রণবের এক একটী মাত্রাকে অবলম্বন করতঃ অপরব্রহ্মকে উপাসনা করিতে হইবে"।] পরন্তু **অপরে বলেন**—শ্রুতিতে একই প্রকরণে এইপ্রকারে পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম, এই উভয়ের উপাসনা বিহিত হইয়াছে, ইহা অঙ্গীকার করিলে বাক্যভেদদোষ হইয়া পড়িবে। তাহা না হউক, সেইহেতু একবাক্যতা নির্ব্বাহের জন্য এখানে পরব্রহ্মের উপাসনাই শ্রুতির বিবক্ষিত, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে অপরব্রহ্মের উপাসনা আদৌ বর্ণিত হইল কেন? বলিতেছি—পরব্রহ্মকে যে পরব্রহ্ম বলা হয়, তাহা কাহাকে অপেক্ষা করিয়া এবং পরব্রহ্মের উপাসনার ফলে যে মহাফল লব্ধ হয়, কীদৃশ ক্ষুদ্র ফলকে অপেক্ষাকরতঃ সেই ফলকে মহাফল বলা হয়, তাহা প্রদর্শনের জন্যই প্রশ্নোপনিষদের প্রস্তাবিত স্থলে ফলের সহিত অপরব্রহ্মের উপাসনা বর্ণিত হইয়াছে। সাধক যাহাতে অল্প ফলের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া মহাফলের প্রতি আকৃষ্ট হয়, প্রণবাবলম্বনা পরব্রহ্মোপাসনার স্তুতিদ্বারে তাহা প্রদর্শনই শ্রুতির অভিপ্রায়। সেই স্তুতি এইপ্রকার—'ওঁকারের এমনই মহিমা যে মাত্রাবৈগুণ্য দ্বারা উপাসীত হইলেও যখন মনুষ্যলোকাদিরূপ ফল লব্ধ হয়, তখন সমগ্রভাবে উপাসীত হইলে তাহা মহাফলের জনক হইবে, এই বিষয়ে কোনপ্রকার সংশয়ই নাই। সুতরাং অল্প ফলের জনক অপরব্রহ্মের উপাসনাকে পরিত্যাগ করিয়া ত্রিমাত্রাত্মক প্রণবপ্রতীকে মহাফলজনক পরব্রহ্মের উপাসনাই কর্ত্তব্য', ইত্যাদি। অতএব প্রশ্নোপনিষদের এই প্রকরণে উপাস্যরূপে অপরব্রহ্মের ব্যাবৃত্তি হওয়ায় কোন দোষ হয়

শাঙ্করভাষ্যম্

মাত্মাভিধ্যায়িনঃ ন দেশপরিচ্ছিন্নফলং যুজ্যতে ইতি।৩২ অত্র উচ্যতে—ত্রিমাত্রেণ ওঁকারেণ আলম্বনেন পরমাত্মানম্ অভিধ্যায়তঃ ফলং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ, ক্রমেণ চ সম্যগ্‌দর্শনোৎপত্তিঃ ইতি ক্রমমুক্ত্যভিপ্রায়ম্ এতৎ ভবিষ্যতি ইতি অদোষঃ।৩৩॥১।৩।১৩॥

ইতি চতুর্থম্ ঈক্ষতিকর্ম্মাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—পরিচ্ছিন্নফলপ্রাপ্তিরূপ লিঙ্গপ্রমাণের নিরাকরণ। প্রণবপ্রতীকালম্বনা পরব্রহ্মোপাসনার ফলে ক্রমমুক্তি।]

আর যে বলা হইয়াছে—যাঁহারা পরমাত্মাকে ধ্যান করেন, তাঁহাদের—দেশপরিচ্ছিন্ন ফল যুক্তিসঙ্গত নহে (৭ বাক্য) ইত্যাদি।৩২ এই বিষয়ে বলা হইতেছে—ত্রিমাত্রাত্মক ওঁকাররূপ আলম্বনের দ্বারা যাঁহারা পরমাত্মাকে ধ্যান করেন, তাঁহাদের ফল ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি এবং ক্রমশঃ সম্যগ্ জ্ঞানের উৎপত্তি, এইপ্রকারে ইহা (—ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিরূপ পরিচ্ছিন্ন ফলবোধক বাক্য) ক্রমমুক্তির (৬) অভিপ্রায়ে কথিত হইতেছে বুঝিতে হইবে, সেইহেতু কোন দোষ হয় না।৩৩॥১।৩।১৩॥ ঈক্ষতিকর্ম্মাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

নাই। লক্ষ্য করিতে হইবে, এইরূপে অপরব্রহ্মোপাসনা প্রশ্নোপনিষদের এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য না হওয়ায় পূর্ব্বপক্ষী কর্তৃক প্রদর্শিত অপরব্রহ্মবোধক প্রকরণপ্রমাণ (১ ভাবদীঃ) বাধিত হইয়া পড়িল। (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ ও ন্যায়রক্ষামণি অবলম্বনে)।

(৬) ক্রমমুক্ত পুরুষের নির্গুণব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানলাভান্তে কল্পান্তে সদ্যোমুক্তি লব্ধ হয়, ইহা ২৭১ পৃষ্ঠাতে বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপে প্রাণবাবলম্বনা পরব্রহ্মোপাসনার ফলে মোক্ষ লব্ধ হয় বলিয়া পূর্ব্বপক্ষী যে সূর্য্যদ্বারে গমন এবং ব্রহ্মলোকাত্মক পরিচ্ছিন্নফলপ্রাপ্তিরূপ অপরব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন (১ ভাবদীঃ), তাহা নিরাকৃত হইল।

[শ্রুতির প্রামাণ্যবলেই প্রণবপ্রতীকাবলম্বনা ব্রহ্মবিদ্যার বলে ক্রমমুক্তি স্বীকার্য্য।]

এইস্থলে আশঙ্কা হয়—"অপ্রতীকালম্বনান্ নয়তি" (৪।৩।১৫) ইত্যাদি সূত্রোক্ত ন্যায়ানুসারে প্রতীকাবলম্বনকারী উপাসক ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারেন না। সুতরাং ওঁকাররূপ প্রতীকাবলম্বনকারী উপাসক কিপ্রকারে ব্রহ্মলোকে গমনকরতঃ ক্রমমুক্তি লাভ করিবেন? তদুত্তরে **পরিমলকার** বলিয়াছেন—"বচনবলাৎ ইতি ব্রূমঃ"। অর্থাৎ অজ্ঞাতজ্ঞাপিকা শ্রুতির প্রামাণ্যবলেই তাহা স্বীকার করিতে হইবে। [এই বিষয়ে অন্য যুক্তি ৪।৩।৬ অধিকরণের ভাবদীপিকাতে প্রদর্শিত হইবে।] এইস্থলে আরও একটী বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে—১।১।৪ সমন্বয়াধিকরণের ২য় বর্ণকে, ৬৭ বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে—"নির্গুণ জ্ঞেয় ব্রহ্ম উপাসনাক্রিয়ার বিষয় নহেন"। প্রস্তাবিতস্থলে প্রণবপ্রতীকালম্বনে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপাস্যতা প্রতিপাদিত হওয়ায় তত্রস্থ ভাষ্যকারীয় বচন প্রণবপ্রতীকব্যতিরিক্তস্থলকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যেহেতু ন্যায়নির্ণয়কার, ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার এবং কল্পতরুকার প্রভৃতি এখানে পরব্রহ্মশব্দে নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকেই গ্রহণ করিয়াছেন। আর যেহেতু ভগবান্ ভাষ্যকার স্বয়ংও প্রশ্নোপনিষৎ ৫।২

ভাষ্যে পরব্রহ্মশব্দে "সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত অক্ষর পুরুষকে" (—নির্গুণ ব্রহ্মকে) গ্রহণ করিয়াছেন।

পঞ্চদশীকার বলেন—ওঁকাররূপ প্রতীকাবলম্বনে যে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা, তাহা সকাম ও নিষ্কাম অধিকারীভেদে দুই প্রকার। ইঁহার মতে অধিকারী যদি নিষ্কাম হন, তাহা হইলে এই উপাসনার বলে তিনি সদ্যোমুক্তি লাভ করেন, "সঃ অকামঃ নিষ্কামঃ…ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি" (নৃসিংহ উঃ তাঃ ৫) ইত্যাদি বাক্যই সেই বিষয়ে প্রমাণ। আর অধিকারী যদি সকাম হন, অর্থাৎ 'ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ঐশ্বর্য্যভোগান্তে মোক্ষলাভ করিব', এইপ্রকার কামনাযুক্ত হইয়া এই উপাসনা করেন, তাহা হইলে তিনি ক্রমমুক্তি লাভ করেন ; প্রস্তাবিত "যঃ পুনঃ এতং ত্রিমাত্রেণ" (প্রঃ ৫।৫) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই সেই বিষয়ে প্রমাণ (পঞ্চদশী ৯।১৪১-১৪৩ ইত্যাদি দ্রঃ)।

[এখানে একটী বিষয়ে সুধীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি—কল্পতরুপরিমলকার এই অধিকরণের ব্যাখ্যার শেষাংশে "পুরিশয়ত্ব"গুণযোগে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, যথা—"পুরিশয়ত্বগুণঃ এব তদেকবাক্যতয়া অত্র ধ্যানবিধ্যপেক্ষিতত্বেন ধ্যেয়গুণঃ সিধ্যতি", ইত্যাদি। আর এখানে প্রণবপ্রতীকাবলম্বনে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা স্বীকৃত হইলেই প্রশ্নঃ ৫।৫ ভাষ্যে, "পরং সূর্য্যান্তর্গতং পুরুষম্" ইত্যাদি ভাষ্যকারীয় বচনও সমর্থিত হয়, কারণ "অন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ দৃশ্যতে" (ছাঃ ১।৬।৬) ইত্যাদি বহুস্থলেই আদিত্যমধ্যবর্ত্তী পুরুষকে সগুণব্রহ্মরূপেই স্বীকার করা হইয়াছে। পরিমলকার কিন্তু কল্পতরুর ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার বিরোধী ব্যাখ্যার উপর আগ্রহ না করিয়া "সোঽপি বা ন ধ্যেয়গুণঃ, আচার্য্যৈঃ পরং নির্ব্বিশেষম্ ইতি প্রাক্ প্রণবে ধ্যেয়স্য পরস্য নির্ব্বিশেষতোক্তেঃ" ইত্যাদি টীকাগ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত পক্ষকে যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেই ত্যাগ করিয়াছেন। অতএব প্রস্তাবিতস্থলে প্রণবপ্রতীকে সগুণ ব্রহ্ম (—মায়াশবলিত পরমেশ্বর) ধ্যেয়, অথবা নির্গুণব্রহ্ম ধ্যেয়, এই বিষয়ে যেন একটু সূক্ষ্ম মতভেদ আচার্য্যগণের মধ্যে পরিদৃষ্ট হইতেছে। যথার্থ তত্ত্ব কি, চিন্তনীয়।]

ঈক্ষতিকর্ম্মাধিকরণ সমাপ্ত।

৫। দহরাধিকরণম্। [১৪-২১ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—দহরবিদ্যাতে পরমেশ্বরই দহরাকাশশব্দবাচ্য।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে পরশব্দ এবং পুরুষশব্দ পরব্রহ্মে রূঢ় হওয়ায় পরব্রহ্মই ওঁকারপ্রতীকে ধ্যেয়, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত অধিকরণেও তদ্রূপ আকাশশব্দ ভূতাকাশে রূঢ় হওয়ায় ভূতাকাশই হইবে উপাস্য। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

দহরঃ কো বিয়জ্জীবো ব্রহ্ম বাকাশশব্দতঃ।
বিয়ৎস্যাদথবাঽল্পত্বশ্রুতের্জীবো ভবিষ্যতি॥
বাহ্যাকাশোপমানেন দ্যুভূম্যাদিসমাহিতেঃ।
আত্মাঽপহতপাপ্মত্বাৎ সেতুত্বাচ্চ পরেশ্বরঃ॥

অন্বয়—দহরঃ কঃ বিয়ৎ, জীবঃ, ব্রহ্ম বা ? আকাশশব্দতঃ বিয়ৎ স্যাৎ। অথবা অল্পত্বশ্রুতেঃ জীবঃ ভবিষ্যতি। বাহ্যাকাশোপমানেন, দ্যুভূম্যাদিসমাহিতেঃ আত্মাঽপহতপাপ্মত্বাৎ, সেতুত্বাৎ চ পরেশ্বরঃ

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[ছান্দোগ্যস্য অষ্টমাধ্যায়ে শ্রূয়তে—"যদ্ ইদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরঃ অস্মিন্ অন্তরাকাশঃ" (ছাঃ ৮।১।১) ইত্যাদি। তত্র ভূতাকাশে পরস্মিংশ্চ ব্রহ্মণি প্রযুজ্যমানস্য আকাশশব্দস্য ব্রহ্মপুরশব্দস্য চ প্রয়োগাৎ অয়ং সংশয়ঃ ভবতি—] দহরঃ [আকাশঃ] কঃ, বিয়ৎ, জীবঃ, ব্রহ্ম বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—আকাশশব্দতঃ বিয়ৎ স্যাৎ, [আকাশশব্দস্য তত্র রূঢ়ত্বাৎ]। অথবা [দহরশব্দেন] অল্পত্বশ্রুতেঃ [পরিচ্ছিন্নঃ] জীবঃ ভবিষ্যতি। [ন তু ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ]।

সিদ্ধান্ত—[নহি বিয়তঃ বিয়দুপমানং সম্ভবতি। নাপি অল্পপরিমাণঃ জীবঃ বিয়ৎপরিমাণেন উপমাতুং শক্যঃ। যত্তু উক্তম্—আকাশশব্দঃ বিয়তি রূঢ়ঃ ইতি, তদসৎ , আকাশাধিকরণে লৌকিকরূঢ়িঃ শ্রৌতরূঢ্যা পরিহৃতা। অতঃ "যাবান্ বৈ অয়ম্ আকাশঃ, তাবান্ এষঃ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ" (ছাঃ ৮।১।৩) ইতি] বাহ্যাকাশোপমানেন, ["উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে" (ছাঃ ৮।১।৩) ইতি] দ্যুভূম্যাদিসমাহিতেঃ, ["এষঃ আত্মা অপহতপাপ্মা" (ছাঃ ৮।১।৫) ইতি] আত্মাঽপহতপাপ্মত্বাৎ [ধর্ম্মাৎ], ["যঃ আত্মা সঃ সেতুঃ বিধৃতিঃ" (ছাঃ ৮।৪।১) ইতি] সেতুত্বাৎ চ [ধর্ম্মাৎ দহরাকাশঃ] পরেশ্বরঃ [এব ভবতি]।

অনুবাদ

সংশয়—[ছান্দোগ্যের অষ্টমাধ্যায়ে এইপ্রকার পঠিত হইতেছে—"ব্রহ্মনগরস্বরূপ এই শরীরে যে ক্ষুদ্র হৃদয়পদ্মরূপ গৃহ আছে, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র অন্তরাকাশ বিদ্যমান আছে", ইত্যাদি। সেইস্থলে ভূতাকাশ ও পরব্রহ্মে প্রযুক্ত যে আকাশশব্দ, তাহার এবং ব্রহ্মপুরশব্দের প্রয়োগবশতঃ এইপ্রকার সংশয় হয়—] দহরাকাশ কি ভূতাকাশ, জীব, অথবা ব্রহ্ম ?

পূর্ব্বপক্ষ—আকাশশব্দের প্রয়োগ আছে বলিয়া [ইহা] ভূতাকাশ হইবে, [যেহেতু আকাশশব্দটী তাহাতে রূঢ়]। অথবা ['দহর' এই শব্দের দ্বারা] অল্পত্ব শ্রুত হওয়ায় (—দহরশব্দের অর্থ 'অল্প' হওয়ায়, পরিচ্ছিন্ন] জীব হইবে। [কিন্তু ব্রহ্ম দহরাকাশ নহেন]।

সিদ্ধান্ত—[ভূতাকাশ কদাপি ভূতাকাশের উপমান হইতে পারে না। আবার অল্পপরিমাণযুক্ত জীবও আকাশগত পরিমাণের সহিত উপমিত হইতে পারে না। আর যে বলা হইয়াছে—আকাশশব্দটী ভূতাকাশে রূঢ় ইত্যাদি। তাহাও সমীচীন নহে, কারণ [১।১।৮] আকাশাধিকরণে শ্রৌতরূঢ়ির দ্বারা লৌকিকরূঢ়ি পরিহৃত হইয়াছে। অতএব "এই আকাশ যতটা পরিমাণযুক্ত হৃদয়ের অভ্যন্তরবর্ত্তী আকাশও ততটা পরিমাণযুক্ত", এইপ্রকারে] বাহ্য আকাশের সহিত উপমিত হইয়াছে বলিয়া, ["দ্যুলোক ও পৃথিবী উভয়ই ইহার মধ্যে সংস্থাপিত", এইপ্রকারে] দ্যুলোক এবং ভূর্লোকের সম্যগ্রূপে অবস্থিতি বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া, ["এই আত্মা পাপবর্জ্জিত", এইপ্রকারে] আত্মত্ব ও পাপরাহিত্যরূপ ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া এবং ["যিনি আত্মা, তিনি বিধারক সেতুস্বরূপ", এইপ্রকারে] সেতুত্বরূপ ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া [দহরাকাশ অবশ্যই] পরমাত্মা।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, ভূতাকাশাদির উপাসনা। সিদ্ধান্তে—সগুণব্রহ্মোপাসনার দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মাত্মজ্ঞান [ভাষ্যরত্নপ্রভা ও ন্যায়নির্ণয়। ১৫ ভাবদীঃ দ্রষ্টব্য]।

দহর উত্তরেভ্যঃ ।১।৩।১৪।।

পদচ্ছেদ—দহরঃ, উত্তরেভ্যঃ।

সূত্রার্থ—["অথ যদ্ ইদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরঃ অস্মিন্ অন্তরাকাশঃ" (ছাঃ ৮।১।১) ইত্যাদি শ্রুতৌ দহরপুণ্ডরীকে যঃ দহরাকাশঃ শ্রুতঃ, সঃ কিং ভূতাকাশঃ, উত জীবঃ, উতাহো পরমাত্মা ইতি বিশয়ে, ভূতাকাশাদিঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **দহরঃ**—দহরাকাশঃ [পরমাত্মা এব। কুতঃ ?] **উত্তরেভ্যঃ**—বাক্যশেষগতেভ্যঃ আকাশোপমানত্ব-দ্যাবাপৃথিব্যধিষ্ঠানত্ব-আত্মত্বাপহতপাপ্মত্বাদিহেতুভ্যঃ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—["অনন্তর ব্রহ্মের নগরস্থানীয় এই শরীরে যে ক্ষুদ্র হৃদয়কমলরূপ গৃহ আছে, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র অন্তরাকাশ বিদ্যমান আছে", ইত্যাদি শ্রুতিতে বর্ণিত ক্ষুদ্র হৃদয়কমলে যে দহরাকাশ শ্রুত হইতেছে, তাহা কি ভূতাকাশ, অথবা জীব, অথবা পরমাত্মা, এইপ্রকার সংশয় হইলে, 'ভূতাকাশ প্রভৃতি'—ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **দহরঃ**—দহরাকাশ (—ক্ষুদ্র অন্তরাকাশ, হন পরমাত্মাই। তাহাতে হেতু কি ? তাহা বলিতেছেন—] **উত্তরেভ্যঃ**—যেহেতু বাক্যশেষে বর্ণিত ভূতাকাশের উপমানতা, দ্যুলোক ও পৃথিবীর অধিষ্ঠানতা, আত্মত্ব এবং পাপরাহিত্য প্রভৃতি হেতুসকল আছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

"অথ যদ্ ইদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরঃ অস্মিন্ অন্তরাকাশঃ, তস্মিন্ যদ্ অন্তঃ তদ্ অন্বেষ্টব্যং তদ্ বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্" (ছাঃ ৮।১।১) ইত্যাদিবাক্যং সমাম্নায়তে।১ তত্র

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয়বাক্য। আকাশ ও ব্রহ্মপুরশব্দের প্রয়োগবশতঃ দহকাশের স্বরূপবিষয়ে সংশয়।]

"অনন্তর (—ভূমবিদ্যার অনন্তর, দহরবিদ্যা কথিত হইতেছে—] এই যে ব্রহ্মপুরে (—ব্রহ্মের উপলব্ধিস্থানভূত শরীরে) দহর (—ক্ষুদ্র) পুণ্ডরীক বেশ্ম (—হৃদয়কমলরূপ গৃহ), ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র অন্তরাকাশ বর্ত্তমান আছে, তাহার মধ্যে (১) যাহা আছে, তাহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে, তাহাকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা (—বিচার) করিতে হইবে," ইত্যাদি বাক্য শ্রুতিতে পঠিত

ভাবদীপিকা

(১) এই ছান্দোগ্যবাক্যে অর্থযোজনা লক্ষ্য করিতে হইবে। তাহা এই—ব্রহ্মপুরাখ্য শরীরের মধ্যে ক্ষুদ্র হৃদয়কমলরূপ বেশ্ম (—গৃহ), তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র অন্তরাকাশ (—দহরাকাশ), এবং তাহার মধ্যে অন্বেষণীয় বস্তু। অত্রস্থ 'অন্তরাকাশ' শব্দটীর সিদ্ধান্তসম্মত অর্থ—'অন্তরাকাশ সংজ্ঞক ব্রহ্ম'। "তস্মিন্ যদ্ অন্ত", এইস্থলে সপ্তম্যন্ত তদ্‌শব্দে যদি নিকটবর্ত্তী 'অন্তরাকাশসংজ্ঞক ব্রহ্ম' গৃহীত হন, তাহা হইলে উক্ত বাক্যটীর অর্থ হইবে—১। তাহাতে অর্থাৎ সেই অন্তরাকাশাখ্য ব্রহ্মের মধ্যে যাহা (—সত্যকামত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব, পৃথিব্যাদি সর্ব্বাধারত্ব, (ছাঃ ৮।১।৩, ৫) ইত্যাদি যে ধর্ম্মসকল) আশ্রিতরূপে বর্ত্তমান আছে, আশ্রয়ভূত ব্রহ্মের সহিত তাহাদিগকে অন্বেষণ করিতে হইবে (—তত্তৎ ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হইবে)। অথবা ২। তাহাতে অর্থাৎ

শাঙ্করভাষ্যম্

যঃ অয়ং দহরে হৃদয়পুণ্ডরীকে 'দহরঃ আকাশঃ' শ্রুতঃ, সঃ কিং ভূতাকাশঃ, অথ বিজ্ঞানাত্মা, অথবা পরমাত্মা ইতি সংশয্যতে।২ কুতঃ সংশয়?৩ আকাশব্রহ্মপুরশব্দাভ্যাম্।৪ আকাশশব্দঃ হি অয়ং ভূতাকাশে পরস্মিংশ্চ ব্রহ্মণি প্রযুজ্যমানঃ দৃশ্যতে।৫ তত্র কিং ভূতাকাশঃ এব দহরঃ স্যাৎ, কিম্বা পরঃ ইতি সংশয়ঃ।৬ তথা 'ব্রহ্মপুরম্' ইতি কিং জীবঃ অত্র ব্রহ্মনামা, তস্য ইদং পুরং শরীরং ব্রহ্মপুরম্; অথবা পরস্য এব ব্রহ্মণঃ পুরং ব্রহ্মপুরম্ ইতি?৭ তত্র জীবস্য পরস্য বা অন্যতরস্য পুরস্বামিনঃ দহরাকাশত্বে সংশয়ঃ।৮

ভাষ্যানুবাদ

হইতেছে।১ সেইস্থলে ক্ষুদ্র হৃদয়কমলে এই যে দহরকাশ (—ক্ষুদ্র অন্তরাকাশ) শ্রুত হইতেছে, তাহা কি ভূতাকাশ, অথবা বিজ্ঞানাত্মা (—জীব), অথবা পরমাত্মা, ইহা সংশয় করা হইতেছে।২ আচ্ছা, সংশয় হইতেছে কেন?৩ [তাহা বলিতেছেন—] আকাশ ও ব্রহ্মপুর এই শব্দদ্বয় হইতে সংশয় হইতেছে।৪ যেহেতু এই আকাশশব্দটী ভূতাকাশে এবং পরব্রহ্মে (১।১।৮ অধিঃ) প্রযুক্ত হইতে দেখা যাইতেছে।৫ তন্মধ্যে কি ভূতাকাশই দহরাকাশ হইবে, অথবা পরব্রহ্ম দহরাকাশ হইবেন, ইহাই সংশয়।৬ এইরূপে 'ব্রহ্মপুর' এই শব্দে কি জীব এখানে ব্রহ্ম নামে অভিহিত হইতেছে, তাহারই এই শরীরাত্মক পুর ব্রহ্মপুর হইবে? অথবা পরব্রহ্মেরই [উপলব্ধিস্থানভূত এই শরীররূপ] পুর ব্রহ্মপুর হইবে? ইহাও সংশয়।৭ তাহাতে (—পুরবিষয়ে এইপ্রকার সংশয় হইলে) জীব অথবা পরমেশ্বর, এই দুইজনের মধ্যে একজন পুরস্বামীর দহরাকাশত্ববিষয়ে সংশয় হইতেছে (—যাঁহার পুর, তিনিই পুরস্থ হৃদয়পুণ্ডরীকে অবস্থান করেন বলিয়া জীব ও পরমেশ্বরের মধ্যে কে সেই পুণ্ডরীকস্থ দহরাকাশশব্দবাচ্য হইবেন, এই বিষয়ে সংশয় হইতেছে)।৮

[পুঃ—আকাশশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণবলে ভূতাকাশই দহরাকাশ।]

পূর্ব্বপক্ষ—সেইস্থলে আকাশশব্দটী ভূতাকাশে (২) রূঢ় (—প্রসিদ্ধ) হওয়ায়

ভাবদীপিকা

অন্তরাকাশাখ্য সেই ব্রহ্মের মধ্যে যিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত (—যিনি নিজে নিজেতে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত) তাঁহাকে (—সেই আকাশাখ্য ব্রহ্মকে) অন্বেষণ করিতে হইবে। অথবা ৩। 'তৎ'শব্দে যদি দূরবর্ত্তী দহরপুণ্ডরীক (—ক্ষুদ্র হৃদয়কমল) গৃহীত হয়, তাহা হইলে অর্থ হইবে—'সেই ক্ষুদ্র হৃদয়কমলমধ্যে যে [ভূত-] আকাশ অবস্থিত, তাহার মধ্যে অবস্থিত যে অন্তরাকাশাখ্য ব্রহ্ম, তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে। (ছাঃ ৮।১।১ আনন্দগিরিকৃত টীকা। শেষোক্ত পক্ষটী এই অধিকরণের ন্যায়নির্ণয়ে পরিগৃহীত হইয়াছে)।

(২) ইহা এইস্থলে ভূতাকাশবোধক আকাশশব্দরূপ অভিধাত্রী শ্রুতিপ্রমাণ।

শাঙ্করভাষ্যম্

তত্র আকাশশব্দস্য ভূতাকাশে রূঢ়ত্বাৎ ভূতাকাশঃ এব দহরশব্দঃ ইতি প্রাপ্তম্।৯ তস্য চ দহরায়তনাপেক্ষয়া দহরত্বম্।১০ "যাবান্ বৈ অয়ম্ আকাশঃ তাবান্ এষঃ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ" (ছাঃ ৮।১।৩) ইতি চ বাহ্যাভ্যন্তরভাবকৃতভেদস্য উপমানোপমেয়ভাবঃ।১১ দ্যাবাপৃথিব্যাদি চ তস্মিন্ অন্তঃ সমাহিতম্, অবকাশাত্মনা আকাশস্য একত্বাৎ।১২ অথবা জীবঃ দহরঃ ইতি প্রাপ্তম্, ব্রহ্মপুরশব্দাৎ।১৩ জীবস্য হি ইদং পুরং সৎ শরীরং ব্রহ্মপুরম্ ইতি উচ্যতে, তস্য

ভাষ্যানুবাদ

ভূতাকাশই দহরশব্দবাচ্য (—দহরাকাশশব্দবাচ্য) হইবে, ইহা প্রাপ্ত হওয়া গেল।৯ [ব্যাপক ভূতাকাশের অল্পতা, একই বস্তুর মধ্যে উপমান-উপমেয়ভাব প্রভৃতি কিপ্রকারে সম্ভব হইবে, তাহা বলিতেছেন—] আর তাহার (—সেই ভূতাকাশের) ক্ষুদ্রতা [হৃদয়রূপ] অল্পপরিমিত আশ্রয়কে অপেক্ষা করিয়া হয় সম্ভব।১০ আবার "এই [ভৌতিক] আকাশ যতটা পরিমাণবিশিষ্ট, হৃদয়মধ্যবর্ত্তী এই আকাশও ততটা পরিমাণবিশিষ্ট," এইপ্রকার যে বাহ্য ও আভ্যন্তরভাবজনিত ভেদ, উপমান-উপমেয়ভাব হয় তাহারই (—ভূতাকাশ একমাত্র হইলেও বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে তাহাতে উপমান-উপমেয়ভাব সম্ভব)।১১ আর দ্যুলোক ও পৃথিবী প্রভৃতি তাহার (—সেই ভূতাকাশরূপ দহরাকাশের মধ্যে সম্যগ্‌রূপে অবস্থিত আছে, যেহেতু অবকাশাত্মকরূপে আকাশ একই।১২ [অতএব দহরাকাশশব্দে ভূতাকাশই গ্রহণীয়।]

[পূঃ—আত্মশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণ ও 'ব্রহ্মপুর' এই সমাখ্যাপ্রমাণবলে জীবই দহরাকাশ।]

[কিন্তু উক্ত প্রকরণে "এষঃ আত্মা" (ছাঃ ৮।১।৫) এইরূপে পঠিত আত্মশব্দ তো ভূতাকাশে প্রযুক্ত হইতে পারে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—) অথবা জীবই দহরাকাশশব্দবাচ্য, ইহা প্রাপ্ত হওয়া গেল, যেহেতু 'ব্রহ্মপুর' (৩) এই শব্দের প্রয়োগ আছে।১৩ [কিন্তু ব্রহ্মশব্দ তো জীবে প্রযুক্ত হয় না, পরন্তু পরব্রহ্মেই প্রযুক্ত হয়। সুতরাং 'ব্রহ্মপুর' শব্দের বলে জীবের উপস্থিতি কিপ্রকারে হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—শরীররূপ] এই পুরটী জীবের হওয়ায় শরীর 'ব্রহ্মপুর', এইরূপে কথিত হইতেছে, যেহেতু তাহা (—সেই শরীর, জীবের] নিজের কর্ম্মদ্বারা উপার্জ্জিত।১৪ আর [চৈতন্যরূপ গুণের সহিত সম্বন্ধবশতঃ] ভক্তির (—গৌণী-

ভাবদীপিকা

(৩) "এষঃ আত্মা" অত্রস্থ আত্মশব্দটীকে জীববোধক শ্রুতিপ্রমাণরূপে এবং 'ব্রহ্মপুর', এইটীকে জীববোধক সমাখ্যাপ্রমাণরূপে উপস্থাপন করাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়। তিনি বলেন—শরীর জীবের স্বকর্ম্মফলে উপার্জ্জিত, সুতরাং 'ব্রহ্মণঃ পুরম্—ব্রহ্মপুরম্' এইপ্রকার ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসবলে ব্রহ্মপুরশব্দে জীবপুররূপ শরীরকে গ্রহণ করিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্বকর্ম্মণা উপার্জ্জিতত্বাৎ।১৪ ভক্ত্যা চ তস্য ব্রহ্মশব্দবাচ্যত্বম্।১৫ নহি পরস্য ব্রহ্মণঃ শরীরেণ স্বস্বামিভাবঃ সম্বন্ধঃ অস্তি।১৬ তত্র পুরস্বামিনঃ পুরৈকদেশে অবস্থানং দৃষ্টং, যথা রাজ্ঞঃ।১৭ মনউপাধিকশ্চ জীবঃ, মনশ্চ প্রায়েণ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতম্ ইতি অতঃ জীবস্য এব ইদং হৃদয়ে অন্তরবস্থানং স্যাৎ।১৮ দহরত্বম্ অপি তস্য এব আরাগ্রোপমিতত্বাৎ অবকল্পতে।১৯ আকাশোপমিতত্বাদি চ ব্রহ্মাভেদ-

ভাষ্যানুবাদ

বৃত্তির) দ্বারা তাহার ব্রহ্মশব্দবাচ্যতা সিদ্ধ হয় (—গৌণীবৃত্তির বলে জীবকেও বলা হয় ব্রহ্ম।১৫ কিন্তু গৌণপ্রত্যয় ও মুখ্যপ্রত্যয়ের মধ্যে মুখ্যপ্রত্যয়ই প্রবল হওয়ায় তাহার বলে মুখ্য ব্রহ্মেরই গ্রহণ সঙ্গত। তদুত্তরে বলিতেছেন—] শরীরের সহিত পরব্রহ্মের স্ব-স্বামিভাবসম্বন্ধ (—'ব্রহ্মের এই শরীর এবং এই শরীরের স্বামী ব্রহ্ম', এইপ্রকার ভোগ্যভোক্তৃভাবসম্বন্ধ) নিশ্চয়ই নাই।১৬ [আচ্ছা, শরীররূপ পুরীর অধিপতি না হয় জীবই হইল, কিন্তু রাজার নগরে যেমন মৈত্রের গৃহ বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ জীবপুরীতে যে ক্ষুদ্র হৃদয়কমল, তাহাতে 'দহরাকাশসংজ্ঞক' ব্রহ্মই বিদ্যমান আছেন বলিতে হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] রাজার যেপ্রকার হইয়া থাকে (—রাজা যেমন রাজপ্রাসাদের একাংশেই অবস্থান করেন, সমগ্র প্রাসাদ ব্যাপিয়া থাকেন না, তদ্রূপ) সেইস্থলে (—শরীররূপ পুরীতে) পুরীর একাংশেই পুরস্বামীর (—জীবের) অবস্থান অনুভূত হয়, [সুতরাং রাজপুরীতে রাজার ন্যায়, জীবপুরীতে জীবই অবস্থান করে, অন্য কাহারও সেইস্থলে অবস্থিতি কল্পনার প্রতি কোনপ্রকার অপেক্ষা নাই]।১৭ [কিন্তু দেহের সহিত জীবের বিশেষ সম্বন্ধ থাকিলেও হৃদয়ের সহিত তাহা নাই; সুতরাং হৃদয়কমলে জীবের অবস্থিতি কি প্রকারে সম্ভব হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] জীব মনোরূপ উপাধিযুক্ত, আর মন প্রায়ই হৃদয়ে অবস্থান করে, এইহেতু জীবেরই হৃদয়ের অভ্যন্তরে এই অবস্থিতি [সম্ভব] হইবে।১৮ [আচ্ছা, সর্ব্বগত জীবের (৪) ক্ষুদ্র হৃদয়ে অবস্থিতি কি প্রকারে সম্ভব হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আরাগ্রের (৫) সহিত উপমিত হইয়াছে বলিয়া তাহারই ক্ষুদ্রত্বও সঙ্গত।১৯ [কিন্তু জীব যদি ক্ষুদ্রই হইল, তবে আকাশের সহিত উপমিত হওয়া সঙ্গত নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর আকাশের সহিত উপমিত হওয়া প্রভৃতি, ব্রহ্মের সহিত [জীবের] অভিন্নতা

ভাবদীপিকা

(৪) জীব যে সর্ব্বগত (—বিভু), ইহা ২।৩।১৩ অধিকরণে প্রতিপাদিত হইবে। উপাধির পরিচ্ছিন্নতা বশতঃ তাহার পরিচ্ছিন্নতা স্বীকৃত হয়।

(৫) 'আরাগ্র' শব্দের অর্থ ১।২।১ অধিঃ, ৭ ভাবদীঃ দ্রষ্টব্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিবক্ষয়া ভবিষ্যতি।২০ ন চ অত্র দহরস্য আকাশস্য অন্বেষ্টব্যত্বং * বিজিজ্ঞাসিতব্যত্বং চ শ্রূয়তে, "তস্মিন্ যদ্ অন্তঃ" ইতি পরবিশেষণত্বেন উপাদানাৎ ইতি।২১ অতঃ উত্তরং ব্রূমঃ—পরমেশ্বরঃ এব অত্র দহরাকাশঃ ভবিতুম্ অর্হতি, ন ভূতাকাশঃ জীবঃ বা।২২ কস্মাৎ?২৩ 'উত্তরেভ্যঃ'—বাক্যশেষগতেভ্যঃ হেতুভ্যঃ।২৪ তথাহি—অন্বেষ্টব্যতয়া অভিহিতস্য দহরস্য আকাশস্য "তং চেদ্ ব্রূয়ুঃ" ইতি উপক্রম্য "কিং তদ্ অত্র বিদ্যতে যৎ অন্বেষ্টব্যং যদ্ বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্" (ছাঃ ৮।১।২) ইতি এবম্ আক্ষেপপূর্ব্বকং প্রতিসমাধানবচনং ভবতি—"সঃ ব্রূয়াৎ যাবান্ বৈ অয়ম্ আকাশঃ, তাবান্ এষঃ অন্ত-

* 'অন্বেষ্যত্বম্' ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

বলিবার ইচ্ছাতে হইবে।২০ [আচ্ছা, জীবের যে ব্রহ্মভাবকে অপেক্ষা করিয়া আকাশের সহিত তাহার তুলনা করিতেছ, লাঘবানুরোধে সেই ব্রহ্মকেই দহরাকাশরূপে গ্রহণ করিতেছ না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর এখানে দহরাকাশ যে অন্বেষণীয়, বা জিজ্ঞাস্য, ইহা শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে না; যেহেতু "তাহার (—সেই দহরাকাশের) মধ্যে যাহা আছে", এইরূপে পরের (—দহরাকাশের অভ্যন্তরস্থ অপর কোন বস্তুর) বিশেষণরূপে (—আধাররূপে, দহরাকাশ] গৃহীত হইতেছে।২১ [অতএব হৃদয়কমলমধ্যে যে দহরাকাশ তাঁহাকে, অথবা সেই আকাশমধ্যে যিনি অবস্থিত, তাঁহাকে জীবরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে]।

[সিঃ—অপহতপাপ্মত্বাদি পরমাত্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণানুগৃহীত আত্মশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণবলে পরমেশ্বরই দহরাকাশ।]

সিদ্ধান্ত—এইহেতু (—এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হয় বলিয়া) আমরা উত্তর দিতেছি—এখানে পরমেশ্বরই দহরাকাশ হইবেন, ইহাই সঙ্গত, ভূতাকাশ বা জীব নহে।২২ তাহাতে হেতু কি?২৩ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] 'উত্তরেভ্যঃ', অর্থাৎ যেহেতু—বাক্যশেষগত হেতুসকল আছে।২৪ [ইহা পরিষ্কার করিতেছেন—] যেমন দেখ, অন্বেষণীয়রূপে অভিহিত যে দহরাকাশ, তাঁহার বিষয়ে—"তাঁহাকে (—উপদেষ্টা আচার্য্যকে) যদি [শিষ্যগণ] বলেন", এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া "এখানে (—হৃদয়কমলাবচ্ছিন্ন আকাশে) এমন কি বর্ত্তমান আছে, যাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে, অথবা বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে", এইপ্রকার আক্ষেপ পূর্ব্বক প্রতিসমাধান বাক্য আছে, যথা—"তিনি (—আচার্য্য) বলিবেন, এই [বাহ্য ভৌতিক] আকাশ যতটা পরিমাণবিশিষ্ট, হৃদয়ের অভ্যন্তরবর্ত্তী এই আকাশও ততটা পরিমাণবিশিষ্ট, দ্যুলোক ও পৃথিবী উভয়ই ইহার মধ্যে সম্যগ্‌রূপে সংস্থাপিত (৬)

ভাবদীপিকা

(৬) এইস্থলে 'দ্যুলোকাদির অধিষ্ঠানতারূপ' ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

হৃদয়ে আকাশঃ, উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তঃ এব সমাহিতে" (ছাঃ ৮।১।৩) ইত্যাদি।২৫ তত্র পুণ্ডরীকদহরত্বেন প্রাপ্তদহরত্বস্য আকাশস্য প্রসিদ্ধাকাশৌপম্যেন দহরত্বং নিবর্ত্তয়ন্ ভূতাকাশত্বং দহরস্য আকাশস্য নিবর্ত্তয়তি ইতি গম্যতে।২৬ যদ্যপি আকাশশব্দঃ ভূতাকাশে রূঢ়ঃ, তথাপি তেন এব তস্য উপমা ন উপপদ্যতে ইতি ভূতাকাশশঙ্কা নিবর্ত্তিতা ভবতি।২৭ ননু একস্য অপি আকাশস্য বাহ্যাভ্যন্তরত্বকল্পিতেন ভেদেন উপমানোপমেয়ভাবঃ সম্ভবতি ইতি উক্তম্।২৮ ন এবং সম্ভবতি, অগতিকা হি ইয়ং গতিঃ যৎ কাল্পনিক ভেদাশ্রয়ণম্।২৯ অপি চ কল্পয়িত্বাপি ভেদম্ উপমানো-পমেয়ভাবং বর্ণয়তঃ পরিচ্ছিন্নত্বাৎ অভ্যন্তরাকাশস্য ন বাহ্যাকাশ-

ভাষ্যানুবাদ

আছে", ইত্যাদি।২৫ সেইস্থলে (—উক্ত শ্রুতিবাক্যে) হৃদয়কমলের ক্ষুদ্রতার দ্বারা ক্ষুদ্রত্বপ্রাপ্ত যে [দহর] আকাশ, প্রসিদ্ধ [ভৌতিক] আকাশের উপমার দ্বারা তাহার ক্ষুদ্রতা নিরাকরণকরতঃ দহরাকাশের ভুতাকাশত্ব [আচার্য্য] নিরাকরণ করিতেছেন, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।২৬ [পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছেন—"আকাশশব্দটী ভূতাকাশে রূঢ়, তদুত্তরে বলিতেছেন—] যদিও আকাশ শব্দটী ভূতাকাশে রূঢ়, তাহা হইলেও তাহার দ্বারাই তাহার উপমা সঙ্গত নহে (৭), এইহেতু [দহরাকাশের] ভূতাকাশ হইবার আশঙ্কা নিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।২৭

[সিঃ—পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত দহরাকাশের ভূতাকাশতাবোধক যুক্তিসকলের নিরাকরণ।]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—কিন্তু ইহা তো বলা হইয়াছে যে একই আকাশের বাহ্যতা এবং আভ্যন্তরতারূপ কল্পিত ভেদের দ্বারা উপমান-উপমেয়ভাব সম্ভব (১১ বাক্য)।২৮

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তদুত্তরে বলিব, এইপ্রকার সম্ভব নহে, যেহেতু এই যে কাল্পনিক ভেদকে আশ্রয় করা, ইহা অগতির গতি। [উপাসকের নিকট হৃদয়া-কাশের অল্পতা নিরাকরণই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য, এইপ্রকার গতি (—ব্যাখ্যা) এখানে যুক্তিসঙ্গত]।২৯ আরও দেখ, [বাহ্যত্ব ও আভ্যন্তরত্বরূপ] ভেদ কল্পনা

ভাবদীপিকা

(৭) "ভেদে সাদৃশ্যে চ উপমানোপমেয়ভাবঃ" (শারীরকন্যায়সংগ্রহ)—'পদার্থদ্বয় যদি বিভিন্ন হয় এবং তাহাদের মধ্যে যদি সাদৃশ্য থাকে, তাহা হইলেই উপমান-উপমেয়ভাব হইয়া থাকে', এই ন্যায়ানুগৃহীত 'ভূতাকাশোপমেয়তারূপ' লিঙ্গপ্রমাণবলে দহরাকাশ ভূতাকাশ নহে, ইহা এইস্থলে প্রতিপাদিত হইল। পূর্ব্ববাদী যদি বলেন "রামরাবণয়োঃ যুদ্ধং রামরাবণয়োঃ ইব", ইত্যাদিস্থলে তো যুদ্ধ পদার্থ অভিন্ন হইলেও উপমান-উপমেয়ভাব পরিদৃষ্ট হয়। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—কাব্যশাস্ত্রে ইহা অনন্বয়ালঙ্কার নামে অভিহিত হয়; যুদ্ধের নিরুপমতা প্রতিপাদনেই উহার তাৎপর্য্য, সাদৃশ্য প্রতিপাদনে নহে। সুতরাং উপমান-উপমেয়ভাবের কোন প্রসঙ্গই উক্ত স্থলে নাই।

শাঙ্করভাষ্যম্

পরিমাণত্বম্ উপপদ্যেত ।৩০ ননু পরমেশ্বরস্য অপি "জ্যায়ান্ আকাশাৎ" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৬।৩।২) ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ নৈব আকাশপরিমাণত্বম্ উপপদ্যতে।৩১ নৈষঃ দোষঃ পুণ্ডরীকবেষ্টনপ্রাপ্তদহরত্বনিবৃত্তিপরত্বাৎ বাক্যস্য ন তাবত্ত্বপ্রতিপাদনপরত্বম্ ; উভয়প্রতিপাদনে হি বাক্যং ভিদ্যেত।৩২ ন চ কল্পিতভেদে পুণ্ডরীকবেষ্টিতে আকাশৈকদেশে দ্যাবাপৃথিব্যাদীনাম্ অন্তঃসমাধানম্ উপপদ্যতে।৩৩ "এষঃ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরঃ বিমৃত্যুঃ বিশোকঃ বিজিঘৎসঃ অপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" (ছাঃ ৮।১।৫) ইতি চ আত্মত্বাপহতপাপ্মত্বাদয়শ্চ গুণাঃ ন ভূতাকাশে সম্ভবন্তি ।৩৪

ভাষ্যানুবাদ

করিয়াও যিনি উপমান-উপমেয়ভাব বর্ণনা করেন, তাঁহার পক্ষেও [হৃদয়কমলের] মধ্যবর্ত্তী আকাশ পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাহার পরিমাণ বাহ্য আকাশের ন্যায় হইবে, ইহা যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না। [সুতরাং উপাধিপরিচ্ছিন্ন অন্তরাকাশের সহিত মহৎ-পরিমাণযুক্ত বাহ্যাকাশের পরিমাণগত উপমান-উপমেয়ভাব হইতে পারে না বলিয়া দহরাকাশকে ভূতাকাশ বলা যায় না।৩০ সিদ্ধান্তে শঙ্কা—] যদি বলা হয়, "আকাশ হইতে মহত্তর" এইপ্রকার অন্য শ্রুতি থাকায় পরমেশ্বরেরও আকাশের ন্যায় পরিমাণবিশিষ্ট হওয়া (—পরিচ্ছিন্ন ভূতাকাশের সহিত বিভু পরমেশ্বরের উপমান-উপমেয়ভাব) যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না।৩১ [সিদ্ধান্তীর সমাধান—] তদুত্তরে বলিব, ইহা দোষ নহে, যেহেতু ["যাবান্ বৈ অয়ম্ আকাশঃ" (ছাঃ ৮।১।৩) এই] বাক্যটী হৃদয়কমলের বেষ্টনদ্বারা প্রাপ্ত যে ক্ষুদ্রত্ব, তাহার নিবৃত্তিপর, কিন্তু তাবত্ত্ব প্রতিপাদন-পর নহে (—হৃদয়াকাশ যে ভূতাকাশতুল্য পরিমাণযুক্ত ইহা প্রতিপাদন উক্ত বাক্যটীর তাৎপর্য্য নহে) ; যেহেতু [এই একই বাক্য ক্ষুদ্রতানিরাকরণ ও ভূতাকাশ-তুল্যতা প্রতিপাদন, এই] উভয়ের প্রতিপাদন করিলে বাক্যভেদ দোষ হইয়া পড়িবে।৩২ আর যাহার [আভ্যন্তরত্বরূপ] ভেদ কল্পিত হইতেছে, সেই আকাশের যে হৃদয়কমলবেষ্টিত একাংশ, তাহাতে দ্যুলোক ও পৃথিবী প্রভৃতির অন্তঃসমাধান (—অভ্যন্তরে সম্যগ্রূপে অবস্থিতি) যুক্তিসঙ্গত নহে। [সুতরাং দ্যুলোকাদির আধারতা উপপন্ন হয় না বলিয়া দহরাকাশ ভূতাকাশ নহে]।৩৩ আর "ইনি তোমার আত্মা (৮), ইনি নিষ্পাপ, জরাবিহীন, মৃত্যুবিহীন, শোকবিহীন, ভোজনে-

ভাবদীপিকা

(৮) সিদ্ধান্তী এখানে স্বপক্ষে পরমাত্মবোধক আত্মশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। আত্মশব্দ পরমাত্মাতেই মুখ্যভাবে প্রযুক্ত হয়, ইহা ১।২।৫ অধিকরণে ৭ ভাবদীঃ এবং তত্রস্থ ভাষ্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

যদ্যপি আত্মশব্দ জীবে সম্ভবতি, তথাপি ইতরেভ্যঃ কারণেভ্যঃ জীবাশঙ্কাপি নিবর্ত্তিতা ভবতি।৩৫ নহি উপাধিপরিচ্ছিন্নস্য আরাগ্রোপমিতস্য জীবস্য পুণ্ডরীকবেষ্টনকৃতং দহরত্বং শক্যং নিবর্ত্তয়িতুম্।৩৬ ব্রহ্মাভেদবিবক্ষয়া জীবস্য সর্ব্বগতত্বাদি বিবক্ষ্যেত ইতি চেৎ ?৩৭ যদাত্মতয়া জীবস্য সর্ব্বগতত্বাদি বিবক্ষ্যেত, তস্যৈব ব্রহ্মণঃ সাক্ষাৎ

ভাষ্যানুবাদ

চ্ছাশূন্য পিপাসাশূন্য অব্যর্থকামনাবান্ অব্যর্থসঙ্কল্পযুক্ত" (৯), এইপ্রকারে বর্ণিত যে আত্মত্ব ও পাপরাহিত্য প্রভৃতি গুণসকল, তাহারা ভূতাকাশে সম্ভব নহে।৩৪ [অতএব উক্ত শ্রুতি ও লিঙ্গসকলের বলে দহরাকাশ ভূতাকাশ নহে, কিন্তু পরমেশ্বর, ইহা নির্ণীত হইল]।

[সিঃ—আকাশোপামিতত্ব, অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি লিঙ্গপ্রমাণবলে জীবের দহরাকাশতা নিরাকরণ।]

[এক্ষণে জীব দহরাকাশ নহে, ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন—] যদিও আত্মশব্দ জীবে সম্ভব, তাহা হইলেও অন্যান্য কারণসকলবশতঃ (—আকাশোপমিতত্ব (৭ ভাবদীঃ) এবং অপহতপাপ্মত্ব (৯ ভাবদীঃ) প্রভৃতি লিঙ্গপ্রমাণসকলের বলে) জীববিষয়ক আশঙ্কাও নিবর্ত্তিত হয়।৩৫ [কিন্তু আকাশোপমিততারূপ লিঙ্গপ্রমাণবলে জীববিষয়ক আশঙ্কা কিপ্রকারে নিবৃত্ত হইবে ? ব্যাপী জীবের ক্ষুদ্রতা নিরাকরণই তো তাহার তাৎপর্য্য। তদুত্তরে বলিতেছেন—অন্তঃকরণরূপ] উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন ও আরাগ্রের সহিত উপমিত যে জীব, হৃদয়কমলের বেষ্টনদ্বারা কৃত যে তাহার ক্ষুদ্রতা, তাহাকে নিশ্চয় নিবারণ করিতে পারা যায় না।৩৬ [সিদ্ধান্তে শঙ্কা—] যদি বলা হয়, ব্রহ্মের সহিত অভিন্নতা বলিবার ইচ্ছায় জীবের সর্ব্বগতত্ব প্রভৃতি বিবক্ষিত হইবে (—ব্রহ্ম সর্ব্বগত হওয়ায় তদভিন্ন জীবও ক্ষুদ্র না হইয়া সর্ব্বগতই হইবে, ইহাই এখানে বলিতে ইচ্ছা করা হইতেছে। সুতরাং জীবই এখানে বিবক্ষিত] ৩৭ [সিদ্ধান্তীর সমাধান—] তদুত্তরে বলিব, যদাত্মকরূপে (—যে ব্রহ্মাভিন্নরূপে) জীবের সর্ব্বগতত্ব প্রভৃতি বলিবার ইচ্ছা করা হইবে, [লাঘবানুরোধে] সেই ব্রহ্মেরই সাক্ষাৎ সর্ব্বগতত্ব প্রভৃতি বলিবার ইচ্ছা করা তোমার পক্ষে উচিত, ইহাই যুক্তিসঙ্গত।৩৮

ভাবদীপিকা

(৯) এইস্থলে অপহতপাপ্মত্ব, বিজরত্ব, মৃত্যুরাহিত্য, সত্যকামত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি পরমেশ্বরবোধক অসাধারণ লিঙ্গপ্রমাণসকল প্রদর্শিত হইল। এইরূপে পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত ভূতাকাশবোধক আকাশশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণটী (২ ভাবদীঃ), সিদ্ধান্তী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পরমাত্মবোধক বহু লিঙ্গপ্রমাণানুগৃহীত আত্মশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণবলে বাধিত হইল। ফলে তাহা ভূতাকাশরূপ স্বীয় অর্থ সমর্পণ করিতে পারিল না।

শাঙ্করভাষ্যম্

সর্ব্বগতত্বাদি বিবক্ষ্যতাম্ ইতি যুক্তম্।৩৮ যদপি উক্তম্—'ব্রহ্মপুরম্' ইতি জীবেন পুরস্য উপলক্ষিতত্বাৎ রাজ্ঞঃ ইব জীবস্য এব ইদং পুর-স্বামিনঃ পুরৈকদেশবর্ত্তিত্বম্ অস্তু ইতি।৩৯ অত্র ব্রূমঃ—পরস্য এব ইদং ব্রহ্মণঃ পুরং সৎ শরীরং ব্রহ্মপুরম্ ইতি উচ্যতে, ব্রহ্মশব্দস্য তস্মিন্ মুখ্যত্বাৎ।৪০ তস্যাপি অস্তি পুরেণ অনেন সম্বন্ধঃ, উপলব্ধ্য-ধিষ্ঠানত্বাৎ।৪১ "সঃ এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎ পরং পুরিশয়ং পুরুষম্ ঈক্ষতে" (প্রঃ ৫।৫), "সঃ বৈ অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরি-শয়ঃ" (বৃঃ ২।৫।১৮) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।৪২ অথবা জীবপুরে এব অস্মিন্

[৬২১ পৃঃ]

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—'ব্রহ্মপুর' এই সমাখ্যা ব্রহ্মেরই সমর্পক হওয়ায় ব্রহ্মই দহরাকাশ, জীব নহে।]

আর যে বলা হইয়াছে—'ব্রহ্মপুর' এইরূপে জীবের দ্বারা [তাহার স্বকর্ম্মার্জ্জিত দেহরূপ] পুরটী উপলক্ষিত হয় বলিয়া [পুরীর একদেশে বর্ত্তমান পুরাধিপতি] নৃপতির ন্যায় পুরাধিপতি জীবেরই [দেহরূপ] পুরীর একদেশে অবস্থিতি হউক, ইত্যাদি (১৪-১৭ বাক্য)।৩৯ এই বিষয়ে আমরা বলিতেছি—এই শরীর পরব্রহ্মেরই পুর হওয়ায় 'ব্রহ্মপুর' এইরূপে কথিত হয়, যেহেতু ব্রহ্মশব্দটী তাহাতেই (—পরব্রহ্মেই) মুখ্যভাবে প্রযুক্ত হয়।৪০ তাঁহারও (—ব্রহ্মেরও) এই পুরের সহিত সম্বন্ধ আছে, যেহেতু [এই শরীররূপ পুরীটী ব্রহ্মের] উপলব্ধির অধিষ্ঠান (১০)।৪১ [শরীর যে ব্রহ্মোপলব্ধির স্থান, এই বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] "তিনি [স্থূল কার্য্য-প্রপঞ্চ হইতে] শ্রেষ্ঠ যে জীবঘন (—হিরণ্যগর্ভ), তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ যে পুরিশয় পুরুষ (—শরীরসকলে অনুপ্রবিষ্ট পরমাত্মা), তাঁহাকে দর্শন করেন", "সেই এই পুরুষ সকল পুরীতে (—শরীরে) পুরে শয়নকারী", ইত্যাদি শ্রুতিসকল হইতে 'শরীরের ব্রহ্মোপলব্ধিস্থানতা অবগত হওয়া যায়।৪২

ভাবদীপিকা

(১০) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—পূর্ব্বপক্ষস্থাপনপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে 'ব্রহ্মণঃ পুরম্' এইভাবে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করিয়া ব্রহ্মপুরকে শরীররূপ জীবপুর বলিয়া বুঝিতে হইবে, কারণ শরীরের সহিত নিরবয়ব অসঙ্গ ব্রহ্মের স্ব-স্বামিভাবসম্বন্ধ হইতে পারে না; গৌণীবৃত্তিবলে জীবকেও বলা হয় ব্রহ্ম' (১৪-১৭ বাক্য এবং ৩ ভাবদীঃ) ইত্যাদি। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী যাহা বলিলেন, তাহার অন্তর্নিহিত যুক্তি এই—প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের মধ্যে সাধারণতঃ প্রত্যয়ের অর্থই প্রধানরূপে গৃহীত হয়। কিন্তু প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থে বিরোধ হইলে প্রকৃতির অর্থকে অপেক্ষা করে যে প্রত্যয়ার্থ, তাহা পরিত্যক্ত হয় এবং প্রত্যয়ার্থনিরপেক্ষ যে প্রকৃত্যর্থ, তাহা পরিগৃহীত হয়, ইহা ১।১।৫ ঈক্ষত্যধিকরণে ৭ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে বর্ণিত হইয়াছে। প্রস্তাবিতস্থলে সেই যুক্তিটাই এখানেও প্রযুক্ত হইতেছে। তাহা এইপ্রকার—"ব্রহ্মপুর" এই শব্দটী "ব্রহ্মণঃ পুরম্—ব্রহ্মপুরম্", এইপ্রকারে ষষ্ঠিতৎপুরুষ সমাসদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই ষষ্ঠিবিভক্তিযুক্ত ব্রহ্মপদটীর দ্বারা পূর্ব্ব-

ভাবদীপিকা

পক্ষীর ব্যাখ্যানুযায়ী কি জীব গৃহীত হইবে, অথবা সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায়ানুযায়ী ব্রহ্ম গৃহীত হইবেন, ইহাই এখানে বিচার্য্য বিষয়। সিদ্ধান্তী বলেন—ব্রহ্ম + ষষ্ঠী বিভক্তি, ইহার অর্থ 'ব্রহ্মসম্বন্ধী'। অতএব ব্রহ্মপুরশব্দের অর্থ হয়—'ব্রহ্মসম্বন্ধী পুর'। 'ব্রহ্মণঃ' এইস্থলে ষষ্ঠীবিভক্তিরূপ যে সুপ্ প্রত্যয়, তাহার অর্থ যে সম্বন্ধ, তাহাকে প্রধানরূপে গ্রহণ করিলে প্রকৃতি যে ব্রহ্মশব্দ, তাহাকে তাহার অনুকূলরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। তাহার ফলে 'ব্রহ্মণঃ' এই পদের অর্থ হইবে—'ব্রহ্মপ্রতিযোগিক স্ব-স্বামিভাবসম্বন্ধ'। কিন্তু নিরবয়ব নির্লেপ ব্রহ্ম কাহারও প্রতিযোগী হইতে পারেন না, অর্থাৎ কাহারও সহিত সম্বন্ধ হইতে পারেন না, এইপ্রকার অনুপপত্তি হইয়া পড়ে। পূর্ব্বপক্ষী তাহাতে বলেন—"এই হেতুবশতঃই তো আমরা ব্রহ্মশব্দের জীবরূপ অর্থ গ্রহণ করিতেছি"। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—তাহা তুমি করিতে পার না; কারণ যাহা প্রথমে শ্রুত হয়, অসংজাতবিরোধী (১।১।৬ অধিঃ ২ বর্ণক, ১০ ভাবদীঃ) হওয়ায় তাহার অর্থ হয় প্রবল। সেইহেতু প্রস্তাবিতস্থলে ব্রহ্মশব্দটী প্রথমে শ্রুত হইতেছে বলিয়া অসংজাতবিরোধিন্যায়বলে তাহার ব্রহ্মরূপ মুখ্যার্থকেই গ্রহণ করিতে হইবে। যাহাহউক উক্তপ্রকার অনুপপত্তি হইয়া পড়ে বলিয়া ব্রহ্মণঃ পদের 'ব্রহ্মপ্রতিযোগিক স্বস্বামিভাবসম্বন্ধ', এই অর্থ গৃহীত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে কিন্তু অসংজাতবিরোধিন্যায়বলে প্রকৃতি যে ব্রহ্মশব্দ, তাহার অর্থ যে ব্রহ্মবস্তু, তাহা প্রধানভাবে গৃহীত হইলে, প্রত্যয়ার্থ যে সম্বন্ধ, তাহাকে প্রকৃত্যর্থ ব্রহ্মবস্তুর অনুকূলভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। তাহাতে উক্ত ষষ্ঠীবিভক্তিটীর অর্থ হইবে—'উপলব্ধ্যধিষ্ঠানতারূপ সম্বন্ধ'। তাহার ফলে "ব্রহ্মপুরম্" শব্দটীর অর্থ হইবে—'ব্রহ্মোপলব্ধ্যধিষ্ঠানতাসম্বন্ধানুযোগিপুরম্' অর্থাৎ "পুর' (—শরীর), ব্রহ্মোপলব্ধির অধিষ্ঠান"। এইপ্রকারে প্রকৃতির অর্থ প্রধানভাবে গৃহীত হইলে সঙ্গত অর্থের বোধ হয়। কিন্তু উপরে বর্ণিতপ্রকারে প্রত্যয়ের অর্থ প্রধানভাবে গৃহীত হইলে সঙ্গত অর্থের বোধ হয় না। ফলে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থদ্বয়ের মধ্যে সঙ্গতত্ব ও অসঙ্গতত্বরূপ বিরোধ হইয়া পড়ে। আর এইপ্রকার বিরোধ হইলে—"প্রকৃতিপ্রত্যয়ার্থয়োঃ পরস্পরবিরোধে প্রত্যয়ার্থস্য প্রকৃত্যর্থসাপেক্ষত্বাৎ, প্রকৃত্যর্থস্য তন্নিরপেক্ষত্বাৎ, নিরপেক্ষম্ উপাদেয়ম্ সাপেক্ষং বিহায়" (শারীরকন্যায়সংগ্রহ)—'প্রকৃতি এবং প্রত্যয়ের অর্থদ্বয়ের মধ্যে পরস্পর বিরোধ হইলে, প্রত্যয়ার্থ প্রকৃতির অর্থকে অপেক্ষা করে বলিয়া এবং প্রকৃতির অর্থ তন্নিরপেক্ষ বলিয়া (—প্রত্যয়ার্থকে অপেক্ষা করে না বলিয়া) সাপেক্ষকে (—প্রত্যয়ার্থকে) পরিত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষকে (—প্রকৃত্যর্থকে) গ্রহণ করিতে হইবে",* এই ন্যায়ের প্রবৃত্তি হয়। তাহার ফলে "ব্রহ্মণঃ" এইস্থলে ষষ্ঠীবিভক্তিরূপ সুপ্ প্রত্যয়ার্থনিরপেক্ষ যে ব্রহ্মশব্দরূপ প্রকৃতি, তাহার পরব্রহ্মরূপ মুখ্যার্থকেই গ্রহণ করিতে হইবে। আর তাহার ফলে "ব্রহ্মপুর" শব্দের অর্থ হইবে—'ব্রহ্মোপলব্ধির অধিষ্ঠানভূত শরীর", ইহা উপরেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভগবান্ ভাষ্যকার—"উপলব্ধ্যধিষ্ঠানত্বাৎ", ইত্যাদি ভাষ্যে এই যুক্তিটাই সংক্ষেপে বলিলেন, বুঝিতে হইবে। যদি বলা হয়—অন্নপানাদির দ্বারা শরীরের বৃংহণের (—বৃদ্ধির) হেতু হওয়ায় জীবেও ব্রহ্মশব্দের মুখ্যপ্রয়োগ সম্ভব; আর ষষ্ঠীবিভক্তির অর্থ যে স্ব-স্বামিভাবসম্বন্ধ, তাহাও

* "কারকাপেক্ষয়া প্রাতিপদিকার্থস্য গুণত্বেহপি...আশ্রয়ত্বাদিকৃতং প্রাধান্যম্ অস্তি" (শাস্ত্রদীপিকা, ৯।৩।৫অধিঃ, সোমনাথী) ইত্যাদি ন্যায়বলেও স্থলবিশেষে প্রকৃতির অর্থ প্রধানভাবে গৃহীত হইয়া থাকে। প্রস্তাবিত 'ব্রহ্মপুর'স্থলে জগদধ্যাসের অধিষ্ঠান, সুতরাং সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মবস্তু হইতেছেন দেহরূপ পুরীরও অধিষ্ঠান, অর্থাৎ আশ্রয়; পুরী তাঁহাতে আশ্রিত। সুতরাং আশ্রয়ভূত যে ব্রহ্মপদার্থ (—প্রকৃত্যর্থ), তাহাই প্রধানরূপে গৃহীত হইবে।

[৬১৯ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

ব্রহ্ম সন্নিহিতম্ উপলক্ষ্যতে, যথা শালগ্রামে বিষ্ণুঃ সন্নিহিতঃ ইতি, তদ্বৎ।৪৩ "তৎ যথা ইহ কর্ম্মচিতঃ লোকঃ ক্ষীয়তে, এবম্ এব অমুত্র পুণ্যচিতঃ লোকঃ ক্ষীয়তে", ইতি চ কর্ম্মণাম্ অন্তবৎফলত্বম্ উক্ত্বা "অথ যঃ ইহ আত্মানম্ অনুবিদ্য ব্রজন্তি এতাংশ্চ সত্যান্ কামান্ তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারঃ ভবতি" (ছাঃ ৮।১।৬) ইতি প্রকৃত-দহরাকাশবিজ্ঞানস্য অনন্তফলত্বং বদন্ পরমাত্মত্বম্ অস্য সূচয়তি।৪৪ যদপি এতৎ উক্তম্—ন দহরস্য আকাশস্য অন্বেষ্টব্যত্বং

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ —'ব্রহ্মপুর' শব্দের অর্থ 'জীবপুর' হইলেও ব্রহ্মই দহরাকাশ, জীব নহে।]

অথবা এই জীবপুরেই ব্রহ্ম সন্নিহিতরূপে উপলক্ষিত (—উপলব্ধ) হন, যেমন শালগ্রামে বিষ্ণু হন সন্নিহিত (—নিত্য সন্নিহিতভাবে উপদিষ্ট), তদ্রূপ (১১)।৪৩

[সিঃ—অনন্তফলশ্রুতিরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলে ব্রহ্মই দহরাকাশ, জীব নহে।]

"ইহলোকে যেমন [সেবাদি] কর্ম্মের দ্বারা উপার্জ্জিত লোক (—ভোগ্যবস্তু) ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এইরূপেই পরলোকে পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা উপার্জ্জিত লোক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়", এইপ্রকারে কর্ম্মসকলের ফল বিনাশী, ইহা বলিয়া "আর যাঁহারা ইহলোকে আত্মাকে এবং এই সত্য কামনাসকলকে (—ছাঃ ৮।১।৫ শ্রুত্যুক্ত অপহতপাপ্মত্বাদি গুণাষ্টকবিশিষ্ট পরমেশ্বরকে) অবগত হইয়া [পরলোকে] গমন করেন, তাঁহারা সকল লোকে কামচারী হন (—অনন্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন"), এইরূপে প্রস্তাবিত দহরাকাশবিজ্ঞানের (—দহরাকাশসংজ্ঞক ব্রহ্মের উপাসনার) অনন্ত ফলের কথা বলিয়া ইহা (—দহরাকাশ) যে পরমাত্মা, ইহা [শ্রুতি] সূচিত করিতেছেন।৪৪ [অতএব জীব দহরাকাশশব্দবাচ্য নহে]।

ভাবদীপিকা

জীবপক্ষে তাহার স্বকর্ম্মার্জ্জিত শরীরের সহিত হয় উপপন্ন; সেইহেতু প্রকৃতি ও প্রত্যয় উভয়ই জীবপক্ষে মুখ্যভাবে গৃহীত হইবে। অতএব জীবই দহরাকাশশব্দবাচ্য। তদুত্তরে বলিতেছেন—**অথবা জীবপুরে**—'অথবা এই জীবপুরেই" ইত্যাদি (৪৩ বাক্য)।

(১১) সিদ্ধান্তী এইস্থলে—পূর্ব্বপক্ষীর আগ্রহবশতঃ ব্রহ্মশব্দের জীবরূপ অর্থ স্বীকার করিয়া লইয়াও স্বপক্ষ স্থাপন করিলেন। এইস্থলে তিনি বলিলেন—শালগ্রামে যেমন বিষ্ণু নিত্যসন্নিহিত, তদ্রূপ ব্রহ্মপুরাখ্য এই জীবপুরে ব্রহ্ম নিত্যই বিদ্যমান আছেন। রাজার নগরে যেমন মৈত্রের গৃহ বিদ্যমান থাকে, রাজপ্রসাদের মধ্যেই যেমন রাজার আবাসস্থল থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্মপুরাখ্য এই জীবপুররূপ শরীরে ব্রহ্মের নিত্যোপলব্ধিস্থানভূত ক্ষুদ্র হৃদয়কমলরূপ গৃহ বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যস্থ যে দহরাকাশ, উত্তরবর্ত্তী অপহতপাপ্মত্ব (ছাঃ ৮।১।৫) প্রভৃতি লিঙ্গসকলের বলে তাহাই ব্রহ্ম। জীব কিন্তু দহরাকাশ নহে। দহরাকাশ যে জীব নহে, পরন্তু ব্রহ্ম, সেই বিষয়ে অনন্তফলশ্রুতিরূপ লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—**তৎ যথা**—"ইহলোকে যেমন" ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিজিজ্ঞাসিতব্যত্বং চ শ্রুতং, পরবিশেষণত্বেন উপাদানাৎ ইতি।৪৫ অত্র ব্রূমঃ—যদি আকাশঃ ন অন্বেষ্টব্যত্বেন উক্তঃ স্যাৎ, “যাবান্ বৈ অয়ম্ আকাশঃ তাবান্ এষঃ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ” (ছাঃ ৮।১।৩) ইত্যাদি আকাশস্বরূপপ্রদর্শনং ন উপযুজ্যেত*।৪৬ ননু এতদপি অন্তর্বর্ত্তিবস্তুসদ্ভাবপ্রদর্শনায় এব প্রদর্শ্যতে, “তং চেৎ ব্রূয়ুঃ যদ্ ইদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরঃ অস্মিন্ অন্তরাকাশঃ, কিং তদ্ অত্র বিদ্যতে যদ্ অন্বেষ্টব্যং যদ্ বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্” (ছাঃ ৮।১।২) ইতি আক্ষিপ্য পরিহারাবসরে আকাশৌপম্যোপক্রমেণ দ্যাবাপৃথিব্যাদীনাম্ অন্তঃসমাহিতত্বদর্শনাৎ।৪৭ ন এতৎ এবম্, এবং হি সতি যদ্ অন্তঃসমাহিতং দ্যাবাপৃথিব্যাদি, তৎ

* ‘উপপদ্যেত’ ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—‘দহরাকাশের অভ্যন্তরস্থ বস্তুই ধ্যেয়’ এই পক্ষ নিরাকরণ। বাক্যশেষবলে সত্যকামত্বাদিগুণযুক্ত দহরাকাশসংজ্ঞক পরমেশ্বরের উপাস্যতা।]

আর যে বলা হইয়াছে—দহরাকাশকে অন্বেষণ করিতে হইবে, অথবা বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, ইহা শ্রুতিতে বর্ণিত হয় নাই, যেহেতু পরের (—দহরাকাশের অভ্যন্তরস্থ অপর কোন বস্তুর) বিশেষণরূপে (— আধাররূপে, তাহা] গৃহীত হইয়াছে (২১ বাক্য), ইত্যাদি।৪৫ এই বিষয়ে আমরা বলিতেছি—যদি [দহর] আকাশ অন্বেষণীয়রূপে কথিত না হইত, তাহা হইলে “এই [ভৌতিক] আকাশ যতটা পরিমাণবিশিষ্ট, হৃদয়ের মধ্যবর্ত্তী এই আকাশও ততটা পরিমাণবিশিষ্ট”, এইরূপে আকাশের স্বরূপ প্রদর্শন সঙ্গত হইত না। [অতএব অর্থাপত্তিপ্রমাণবলেও দহরাকাশের অন্বেষণীয়তা হয় উপপন্ন।৪৬ সিদ্ধান্তে শঙ্কা—] যদি বলা হয়, ইহাও (—আকাশের স্বরূপ প্রদর্শনও, তাহার] মধ্যবর্ত্তি বস্তুর অস্তিত্ব প্রদর্শনের জন্যই প্রদর্শিত হইতেছে, যেহেতু “তাঁহাকে যদি [শিষ্যগণ] বলেন—এই যে ব্রহ্মপুরে হৃদয়কমলরূপ ক্ষুদ্র গৃহ, ইহার অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র অন্তরাকাশ বিদ্যমান আছে, এখানে (—উক্ত অন্তরাকাশে) কি এমন বিদ্যমান আছে যাহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে, অথবা বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে”? এইপ্রকার আক্ষেপ করিয়া [পরবর্ত্তী ছাঃ ৮।১।৩ শ্রুতিতে সেই আক্ষেপের] পরিহার করিবার সময় আকাশের উপমারূপ উপক্রমের দ্বারা (—আকাশকে উপমানরূপে গ্রহণকরতঃ বর্ণনারম্ভ করিয়া) দ্যুলোক ও পৃথিবী প্রভৃতির [সেই দহরাকাশের] অভ্যন্তরে সম্যগ্‌রূপে অবস্থিতি বর্ণিত হইতে দেখা যাইতেছে। [অতএব আকাশোপমার দ্বারা যাহার ক্ষুদ্রতা নিরাকৃত হইয়াছে, সেই দহরাকাশের অভ্যন্তরস্থ বস্তুসকলই ধ্যেয়রূপে সমর্পিত হইতেছে, দহরাকাশের অন্বেষণীয়তা নহে।৪৭ সিদ্ধান্তীর সমাধান—] তদুত্তরে বলিব, ইহা এইপ্রকার নহে; যেহেতু এইপ্রকার হইলে যে দ্যুলোক এবং পৃথিবী প্রভৃতি [দহরা-

শাঙ্করভাষ্যম্

অন্বেষ্টব্যং বিজিজ্ঞাসিতব্যং চ উক্তং স্যাৎ।৪৮ তত্র বাক্যশেষঃ ন উপপদ্যেত, "অস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ", "এষঃ আত্মা অপহত-পাপ্মা" (ছাঃ ৮।১।৫) ইতি হি প্রকৃতং দ্যাবাপৃথিব্যাদিসমাধানাধারম্ আকাশম্ আকৃষ্য "অথ যে ইহ আত্মানম্ অনুবিদ্য ব্রজন্তি, এতাংশ্চ সত্যান্ কামান্" (ছাঃ ৮।১।৬) ইতি সমুচ্চয়ার্থেন চশব্দেন আত্মানং কামাধারম্ আশ্রিতাংশ্চ কামান্ বিজ্ঞেয়ান্ বাক্যশেষঃ দর্শয়তি।৪৯ তস্মাৎ বাক্যোপক্রমে অপি দহরঃ এব আকাশঃ হৃদয়পুণ্ডরীকাধিষ্ঠানঃ সহ অন্তঃস্থৈঃ সমাহিতৈঃ পৃথিব্যাদিভিঃ সত্যৈশ্চ কামৈঃ বিজ্ঞেয়ঃ উক্তঃ ইতি গম্যতে।৫০ সঃ চ উক্তেভ্যঃ হেতুভ্যঃ পরমেশ্বরঃ ইতি।৫১ ॥১।৩।১৪॥

ভাষ্যানুবাদ

কাশের] অভ্যন্তরে সম্যগ্রূপে সংস্থাপিত আছে, তাহারাই অন্বেষণের যোগ্যরূপে ও বিশেষরূপে জিজ্ঞাসার যোগ্যরূপে কথিত হইয়া পড়িবে।৪৮ [তাহাই হউক, তাহাতে দোষ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—] তাহাতে (—সেইপ্রকার ব্যাখ্যা স্বীকৃত হইলে) বাক্যশেষ সঙ্গত হইবে না, যেহেতু বাক্যশেষ, "ইহাতে কাম্যবস্তুসকল সম্যগ্রূপে সংস্থাপিত আছে", "ইনি আত্মা, ইনি সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিত"—এইপ্রকারে দ্যুলোক ও পৃথিবী প্রভৃতির সম্যগ্রূপে অবস্থিতির আধারভূত প্রস্তাবিত [দহর] আকাশকে আকর্ষণ করিয়া "আর যাঁহারা ইহলোকে আত্মাকে এবং সত্যকামনা-সকলকে অবগত হইয়া (—সত্যকামত্বাদিগুণযুক্ত আত্মাকে অবগত হইয়া, পরলোকে] গমন করেন", এইপ্রকারে সমুচ্চয়ার্থক 'চ' এই শব্দটীর (—'এবং' শব্দটীর) দ্বারা কামাধার (—কাম্যবস্তুসকলের আধারভূত) আত্মাকে এবং তাঁহাতে আশ্রিত কাম্য-বস্তুসকলকে (—আত্মাকে এবং তাঁহাতে আশ্রিত কামনারযোগ্য অপহতপাপ্মত্বাদি গুণাষ্টককে ছাঃ ৮।১।৫) বিজ্ঞেয়রূপে প্রদর্শন করিতেছে। [দ্যুলোকাদির অন্বেষ-ণীয়তা (—ধ্যেয়তা) স্বীকার করিলে, গুণাষ্টকযুক্ত পরমেশ্বরের ধ্যেয়তা প্রতিপাদক এই বাক্যশেষ বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে, ইহাই ভাব]।৪৯ সেইহেতু (—বাক্যশেষে দহরাকাশসংজ্ঞক কাম্যবস্তুসকলের আধারভূত আত্মা সমর্পিত হইয়াছেন বলিয়া, "সন্দিগ্ধস্য বাক্যশেষাৎ নির্ণয়ঃ", এই ন্যায়বলে [বাক্যের প্রারম্ভেও হৃদয়কমল যাঁহার অধিষ্ঠান, সেই দহরাকাশই স্বাভ্যন্তরে সম্যগ্রূপে অবস্থিত পৃথিবী প্রভৃতির এবং সত্যকামনা প্রভৃতির সহিত (—পৃথিব্যাদ্যধিষ্ঠানত্ব ও সত্যকামত্ব প্রভৃতি গুণের সহিত) বিজ্ঞেয়রূপে (—উপাস্যরূপে) বর্ণিত হইয়াছেন, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।৫০ আর উক্ত হেতুসকলবশতঃ (—আত্মস্বরূপ শ্রুতিপ্রমাণ, অপহত-

ভাষ্যানুবাদ

পাপ্‌মত্বাদিরূপ লিঙ্গপ্রমাণসকল এবং অন্যান্য প্রমাণ ও যুক্তিসকল থাকায়) তাহা (—দহরাকাশ) যে পরমেশ্বর, ইহা সিদ্ধ হইতেছে।৫১ ॥১।৩।১৪॥

গতিশব্দাভ্যাং তথাহি দৃষ্টং লিঙ্গং চ ॥ ১।৩।১৫ ॥

পদচ্ছেদ—গতিশব্দাভ্যাম্, তথাহি, দৃষ্টম্, লিঙ্গম্, চ।

সূত্রার্থ—[দহরাকাশস্য ব্রহ্মপরত্বে হেত্বন্তরম্ আহ—] **গতিশব্দাভ্যাম্**—"ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ অহরহঃ গচ্ছন্ত্যঃ এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি" (ছাঃ ৮।৩।২) ইতি দহরবাক্যশেষে প্রজাশব্দবাচ্যানাং জীবানাং প্রকৃতদহরবিষয়া যা গতিঃ, যশ্চ ব্রহ্মলোকশব্দঃ, তাভ্যাং [দহরস্য পরব্রহ্মতা অবগম্যতে]। **তথাহি দৃষ্টম্**—"সতা সোম্য তদা সম্পন্নঃ ভবতি" (ছাঃ ৬।৮।১) ইতি শ্রুত্যন্তরে সুষুপ্তাবস্থায়াং ব্রহ্মণঃ জীবগম্যত্বং দৃষ্টম্। **লিঙ্গম্**—এবং চ প্রত্যহং হিরণ্যগর্ভলোকগমনাসম্ভবাৎ "ব্রহ্মৈব লোকঃ" ইতি কর্ম্মধারয়সমাসঃ এব গ্রাহ্যঃ ইতি অস্মিন্ অর্থে অহরহঃ গমনম্ এব লিঙ্গম্ ভবতি। চশব্দেন—নিষাদস্থপতিন্যায়ঃ অপি কর্ম্মধারয়গ্রহণে সূচিতঃ।

অনুবাদ—[দহরাকাশশব্দ ব্রহ্মবস্তুকে প্রতিপাদন করে, এই বিষয়ে অন্য হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—] **গতিশব্দাভ্যাম্**—গতি এবং শব্দের দ্বারা, অর্থাৎ "এই জীবসকল প্রত্যহ গমন করিয়াও এই ব্রহ্মলোককে লাভ করিতে পারে না", দহরবিদ্যার এই বাক্যশেষে প্রজাশব্দবাচ্য জীবসকলের প্রস্তাবিত দহরাকাশবিষয়ক গতি এবং ব্রহ্মলোকশব্দ, এই দুইটার দ্বারা [দহরাকাশ যে পরব্রহ্ম, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে]। **তথাহি দৃষ্টম্**—সেইপ্রকার পরিদৃষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ "হে প্রিয়দর্শন, তখন সতের সহিত একীভূত হয়", এই অন্য শ্রুতিতে সুষুপ্তি অবস্থাতে জীব ব্রহ্মে গমন করে, ইহা দেখা গিয়াছে। **লিঙ্গম্**—লিঙ্গপ্রমাণ আছে, অর্থাৎ এইপ্রকারে প্রত্যহ হিরণ্যগর্ভলোকে গমন সম্ভব নহে বলিয়া "ব্রহ্মই লোক" এইপ্রকারে কর্ম্মধারয়সমাস গ্রহণ করিতে হইবে, এইহেতু এই [ব্রহ্মরূপ] বিষয়ে প্রত্যহ গমনটাই হয় [ব্রহ্মবস্তুর জ্ঞাপক] লিঙ্গপ্রমাণ। চশব্দের দ্বারা কর্ম্মধারয়সমাসগ্রহণে 'নিষাদস্থপতিন্যায়' (১২) সূচিত হইতেছে।

ভাবদীপিকা

(১২) **নিষাদস্থপতিন্যায়**—পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে ৬।১।৫১-৫২ সূত্রে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এইপ্রকার—"বাস্তুময়ং রৌদ্রং চরুং নির্ব্বপেৎ…এতয়া নিষাদস্থপতিং যাজয়েৎ" (মৈঃ সং ২।২।৪)—"রুদ্রদেবতার উদ্দেশ্যে বাস্তুময় চরু সম্পাদন করিবে, ইহার দ্বারা (—বাস্তুময়চরুদ্বারা অর্থাৎ বাস্তুতে উৎপন্ন শাকদ্বারা চরু পাককরতঃ তাহার দ্বারা (ন্যায়প্রকাশ, সারবিবেচিনী) নিষাদস্থপতিকে যজ্ঞ করাইবে", এইরূপে শ্রুতিতে 'রৌদ্রেষ্টি' * নামক যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে। সেইস্থলে সংশয় হয়—এই নিষাদস্থপতি কি নিষাদজাতীয় স্থাপত্যকর্ম্মজীবী কোন ব্যক্তি, অথবা ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকের মধ্যে কোন ব্যক্তি? তাহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রা

---

* নিষাদজাতীয় স্থাপত্যকর্ম্মজীবিকর্ত্তৃক অনুষ্ঠেয় হওয়ায় এই যজ্ঞকে 'স্থপতীষ্টিও' বলা হয় (পূঃ মীঃ ৬।৮।৩ অধিঃ)। নিষাদস্থপতিকর্ত্তৃক অনুষ্ঠেয় 'গাবেধুকেষ্টি' নামক অন্য একপ্রকার স্থপতীষ্টির বর্ণনাও শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—"যস্য রুদ্রঃ পশূন্ শময়েৎ সঃ গাবেধুকং চরুং নির্ব্বপেৎ" (মৈত্রাঃ সং ২।৪।২) ইত্যাদি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রে (১১।১।২) নিষাদস্থপতির জন্য এই যজ্ঞটী বিহিত হইয়াছে। 'গাবেধুক্'—গরগট, বন্য ধান্যবিশেষ।

শাঙ্করভাষ্যম্

দহরঃ পরমেশ্বরঃ উত্তরেভ্যঃ হেতুভ্যঃ ইতি উক্তম্।১ তে এব উত্তরে হেতবঃ ইদানীং প্রপঞ্চ্যন্তে।২ ইতশ্চ পরমেশ্বরঃ এব দহরঃ,

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—দহরাকাশাখ্য ব্রহ্মলোকে প্রত্যহ গমনরূপ এবং নিষাদস্থপতিন্যায়পুষ্ট ব্রহ্মলোকশব্দের প্রয়োগরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলে ব্রহ্মই দহরাকাশ।]

পরবর্ত্তী (—বাক্যশেষগত) হেতুসকলবশতঃ দহরাকাশ যে পরমেশ্বর, ইহা কথিত হইয়াছে (১।৩।১৪ সূঃ ২৪ বাক্য)।১ এক্ষণে সেই পরবর্ত্তী হেতুসকলই

ভাবদীপিকা [নিষাদস্থপতিন্যায়]

নারীর গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, সে নিষাদজাতীয়। সঙ্কর জাতি হওয়ায় এই নিষাদজাতি শূদ্রধর্ম্মা। সেইহেতু স্বরাদিসহ বৈধ বেদপাঠে অধিকার না থাকায় বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম্মেও তাহার অধিকার সিদ্ধ হয় না। এইহেতু 'নিষাদগণের স্থপতি, অর্থাৎ প্রভু', এইপ্রকারে ষষ্ঠীতৎপুরুষ-সমাসদ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তিকেই নিষাদস্থপতি পদে গ্রহণ করিতে হইবে, ইত্যাদি। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—এখানে 'নিষাদই স্থপতি', এইরূপে কর্ম্মধারয়সমাস-দ্বারা নিষাদজাতীয় স্থপতিকেই গ্রহণ করিতে হইবে এবং এই বিশেষ শ্রুতিবচনবলে রৌদ্রেষ্টিতে এবং তাহার অনুষ্ঠানের জন্য যতটুকু বেদাধ্যয়নের আবশ্যকতা, ততটুকুতে নিষাদজাতীয় স্থপতির অধিকার স্বীকার করিতে হইবে। ইহার হেতুরূপে সিদ্ধান্তী বলেন—ষষ্ঠীতৎপুরুষসমাসাপেক্ষা কর্ম্মধারয়সমাস বলবান্, কারণ ষষ্ঠীতৎপুরুষসমাসে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয় এবং কর্ম্মধারয়-সমাসে তাহা করিতে হয় না। ষষ্ঠীতৎপুরুষসমাসে লক্ষণা অঙ্গীকারের হেতু এই—'নিষাদস্থপতি' এই পদের অন্তর্গত নিষাদশব্দে ষষ্ঠী বিভক্তি শ্রুত হইতেছে না, পরন্তু ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ যে 'সম্বন্ধ', লক্ষণাবৃত্তিবলে তাহার উপস্থিতি হইতেছে। যদি বলা হয়—এখানে ষষ্ঠী বিভক্তি লুপ্ত হইয়াছে, অর্থগ্রহণকালে তাহার স্মরণ হইয়া অর্থের উপস্থিতি হইবে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—ইহা স্বীকার করিলে লুপ্ত ষষ্ঠী বিভক্তির স্মরণ এবং তাহার অর্থ যে 'সম্বন্ধসামান্য', তাহার স্মরণ, এই দুইটী ব্যাপার স্বীকার করিতে হওয়ায় গৌরব দোষ হইবে। পক্ষান্তরে লক্ষণাবৃত্তি অঙ্গীকার করিলে সম্বন্ধসামান্যটীরই উপস্থিতি হয়, ফলে লাঘব হয়। যাহাহউক, এইপ্রকারে ষষ্ঠীতৎপুরুষসমাসে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয় বলিয়া কর্ম্মধারয়সমাস হইতে তাহা হয় দুর্ব্বল। আর কর্ম্মধারয়সমাসের গ্রহণই যে শ্রুতির অভিপ্রেত, তাহা উক্ত প্রকরণে পঠিত "কূটং দক্ষিণা" (—দক্ষিণারূপে লৌহ-মুদ্গর দান করিবে), এই শ্রুতিবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়, কারণ জীবিকার্জ্জনের জন্য স্থাপত্য-কর্ম্মে লৌহমুদ্গর স্থপতিগণই ব্যবহার করে, তাহাদের নিকটই তাহা থাকে। ব্রাহ্মণাদি জাতি তাহা তজ্জন্য ব্যবহার করে না। অতএব 'লৌহমুদ্গর দক্ষিণারূপ' লিঙ্গপ্রমাণবলেও ইহা নির্ণীত হয় যে নিষাদজাতীয় স্থপতিই রৌদ্রিষ্টি যজ্ঞে অধিকারী। সুতরাং কর্ম্মধারয়সমাসই এখানে গ্রহণীয়। এইরূপে ইহা নির্ণীত হয় যে—নিষাদজাতীয় স্থপতির 'রৌদ্রেষ্টি' নামক বৈদিক যজ্ঞে অধিকার আছে। এই যে কর্ম্মধারয়সমাসের প্রাবল্যবলে সিদ্ধান্ত নিরূপণ, **ইহাই নিষাদস্থপতিন্যায়।** প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ "ব্রহ্মই লোক—ব্রহ্মলোক", এইরূপে কর্ম্মধারয়সমাস গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই তাৎপর্য্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

যস্মাৎ দহরবাক্যশেষে পরমেশ্বরস্য এব প্রতিপাদকৌ গতিশব্দৌ ভবতঃ—"ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ অহরহঃ গচ্ছন্ত্যঃ এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি" (ছাঃ ৮।৩।২) ইতি।৩ তত্র প্রকৃতং দহরং ব্রহ্মলোকশব্দেন অভিধায় তদ্বিষয়া গতিঃ প্রজাশব্দবাচ্যানাং জীবানাম্ অভিধীয়মানা দহরস্য ব্রহ্মতাং গময়তি।৪ তথাহি অহরহঃ জীবানাং সুষুপ্তাবস্থায়াং ব্রহ্মবিষয়ং গমনং দৃষ্টং শ্রুত্যন্তরে—"সতা সোম্য তদা সম্পন্নঃ ভবতি" (ছাঃ ৬।৮।১) ইতি এবমাদৌ।৫ লোকে অপি কিল গাঢ়ং সুষুপ্তম্ আচক্ষতে 'ব্রহ্মীভূতঃ, ব্রহ্মতাং গতঃ' ইতি।৬ তথা ব্রহ্মলোকশব্দঃ অপি প্রকৃতে দহরে প্রযুজ্যমানঃ জীবভূতাকাশশঙ্কাং নিবর্ত্তয়ন্ ব্রহ্মতাম্ অস্য গময়তি।৭ ননু কমলাসনলোকম্ অপি ব্রহ্মলোকশব্দঃ গময়েৎ।৮ গময়েৎ যদি 'ব্রহ্মণঃ লোকঃ' ইতি

ভাষ্যানুবাদ

বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইতেছে।২ আর এইহেতুবশতঃ পরমেশ্বরই দহরাকাশ, যেহেতু দহরাকাশপ্রতিপাদক বাক্যের শেষভাগে পরমেশ্বরেরই প্রতিপাদক 'গতি' এবং 'শব্দ' আছে (—বাক্যশেষে জীবগণের দহরাকাশে গমন এবং 'ব্রহ্মলোক' এই শব্দ আছে), যথা—"প্রত্যহ [হৃদয়াকাশাখ্য ব্রহ্মলোকে] গমনকারী এই সমস্ত জীবগণ এই ব্রহ্মলোককে প্রাপ্ত হয় না", ইত্যাদি।৩ সেইস্থলে (—উক্ত শ্রুতিতে) প্রস্তাবিত দহরাকাশকে 'ব্রহ্মলোক' এই শব্দের দ্বারা অভিহিত করিয়া প্রজাশব্দবাচ্য জীবসকলের যে তদ্বিষয়ক গতি অভিহিত হইতেছে, তাহা দহরাকাশের ব্রহ্মতা বোধন করিতেছে।৪ [আচ্ছা, সুষুপ্তিকালে জীব না হয় দহরাকাশে গমন করিল, কিন্তু তাহাতে দহরাকাশের ব্রহ্মতা কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে? তদুত্তরে "তথাহি দৃষ্টম্" এই সূত্রাংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন—] সুষুপ্তি অবস্থাতে জীবগণের প্রত্যহই ব্রহ্মে গমন হয়, ইহা অন্য শ্রুতিতে সেইপ্রকারই দেখা গিয়াছে, যথা—"হে সোম্য, [জীব] তখন সতের সহিত একীভূত হয়", ইত্যাদি।৫ আর দেখ, লোকমধ্যেও গাঢ় সুষুপ্ত ব্যক্তিকে 'ব্রহ্মীভূত' 'ব্রহ্মতাপ্রাপ্ত', ইত্যাদি বলা হয়।৬ [অতএব "দহরাকাশে প্রত্যহ গমনরূপ" লিঙ্গপ্রমাণবলে দহরাকাশ যে ব্রহ্ম, ইহা নির্ণীত হইল। এক্ষণে ছাঃ ৮।৩।২ শ্রুতিতে ব্রহ্মলোকশব্দের প্রয়োগরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলেও তাহা সিদ্ধ করিতেছেন—] এইরূপেই 'ব্রহ্মলোক' এই শব্দটীও প্রস্তাবিত দহরাকাশে প্রযুক্ত হইয়া জীববিষয়ক এবং ভূতাকাশবিষয়ক শঙ্কাকে নিবৃত্তকরতঃ ইহার (—দহরাকাশের) ব্রহ্মতা বোধ করাইতেছে, [কারণ ব্রহ্মলোকশব্দ জীবকে অথবা ভূতাকাশকে বোধ করায়, ইহা কুত্রাপি প্রসিদ্ধ নহে।৭ সিদ্ধান্তে শঙ্কা—] যদি বলা হয়, ব্রহ্মলোকশব্দটী কমলাসনের (—চতুরানন ব্রহ্মার) লোককেও বুঝাইতে

শাঙ্করভাষ্যম্

ষষ্ঠীসমাসবৃত্ত্যা ব্যুৎপাদ্যেত।৯ সামানাধিকরণ্যবৃত্ত্যা তু ব্যুৎপাদ্যমানঃ 'ব্রহ্মৈব লোকঃ ব্রহ্মলোকঃ' ইতি পরম্ এব ব্রহ্ম গময়িষ্যতি।১০ এতদেব চ অহরহঃ ব্রহ্মলোকগমনং দৃষ্টং ব্রহ্মলোকশব্দস্য সামানাধিকরণ্যবৃত্তিপরিগ্রহে লিঙ্গম্, নহি অহরহঃ ইমাঃ প্রজাঃ কার্য্যব্রহ্মলোকং সত্যলোকাখ্যং গচ্ছন্তি ইতি শক্যং কল্পয়িতুম্।১১॥১।৩।১৫॥

ভাষ্যানুবাদ

পারে।৮ [সিদ্ধান্তীর সমাধান—] তদুত্তরে বলিব, হাঁ বুঝাইতে পারিত, যদি [ব্রহ্মলোকশব্দটী] "ব্রহ্মার লোক", এইরূপে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসদ্বারা ব্যুৎপাদিত হইত।৯ [তবে তাহা গ্রহণ করিতেছ না কেন ? তদুত্তরে নিষাদস্থপতিন্যায়াবলম্বনে সমাধান করিতেছেন—] কিন্তু সামানাধিকরণ্যবৃত্তির দ্বারা (—সমানবিভক্তিযুক্ত পদদ্বয়ঘটিত কর্ম্মধারয়সমাস দ্বারা) ব্যুৎপাদিত হইলে 'ব্রহ্মই লোক—ব্রহ্মলোক', এইপ্রকারে পরব্রহ্মকেই বোধ করাইবে।১০ [কিন্তু ব্রহ্মলোকশব্দ চতুরাননের সত্যলোকাখ্য লোকেই প্রসিদ্ধ, আর তাহাই প্রথমে বুদ্ধিতে আরূঢ় হয় , কোন প্রমাণবলে তাহাকে ত্যাগ করিবে ? তদুত্তরে কর্ম্মধারয়সমাসের গ্রহণের অনুকূলে লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিবার জন্য 'লিঙ্গং চ' এই সূত্রাংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন—] আর [শ্রুতিতে] এই যে প্রত্যহ ব্রহ্মলোকে গমন পরিদৃষ্ট হইতেছে, ইহা ব্রহ্মলোকশব্দটীর কর্ম্মধারয়সমাস পরিগ্রহের প্রতি লিঙ্গপ্রমাণ, যেহেতু এই জীবগণ প্রত্যহই সত্যলোকাখ্য কার্য্যব্রহ্মের (—চতুরানন ব্রহ্মার) লোকে গমন করে, ইহা কল্পনা করিতে পারা যায় না।১১॥১।৩।১৫॥

ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্যাস্মিন্নুপলব্ধেঃ ॥১।৩।১৬॥

পদচ্ছেদ—ধৃতেঃ, চ, মহিম্নঃ, অস্য, অস্মিন্, উপলব্ধেঃ।

সূত্রার্থ—[দহরস্য পরব্রহ্মত্বে হেত্বন্তরম্ আহ—"অথ যঃ আত্মা সঃ সেতুঃ বিধৃতিঃ এষাং লোকানাম্ অসম্ভেদায়" (ছাঃ ৮।৪।১) ইতি শ্রুতায়াঃ] **ধৃতেশ্চ**—বিধৃতেঃ অপি হেতোঃ [দহরাকাশঃ পরমাত্মা এব]। **অস্য মহিম্নঃ**—সর্ব্বলোকবিধারণলক্ষণস্য চ অস্য মহিম্নঃ, **অস্মিন্**—পরমাত্মনি ["এষঃ সেতুঃ বিধরণঃ" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদি শ্রুত্যন্তরে] **উপলব্ধেঃ**—উপলম্ভাৎ [বিধারণস্য পরমাত্মলিঙ্গত্বম্ এব]।

অনুবাদ—[দহরাকাশ যে পরব্রহ্ম, এইবিষয়ে অন্যহেতু প্রদর্শন করিতেছেন—"আর যিনি আত্মা, তিনি এই লোকসকলের অসম্ভেদের জন্য বিধারক সেতুস্বরূপ", এইপ্রকারে শ্রুত] **ধৃতেশ্চ**—বিধারণরূপ হেতুবশতঃও [দহরাকাশ নিশ্চয়ই পরমাত্মা]। **অস্য মহিম্নঃ**—আর সর্ব্বলোকবিধারণরূপ এই মহিমার, **অস্মিন্**—এই পরমাত্মাতে ["ইনি বিধারক সেতুস্বরূপ", ইত্যাদি অন্য শ্রুতিতে] **উপলব্ধেঃ**—উপলব্ধি হয় বলিয়া [এই 'বিধারণ' অবশ্যই পরমাত্মজ্ঞাপক লিঙ্গপ্রমাণ']।

শাঙ্করভাষ্যম্

ধৃতেশ্চ হেতোঃ পরমেশ্বরঃ এব অয়ং দহরঃ ।১ কথম্ ?২ "দহরঃ অস্মিন্ অন্তরাকাশঃ" ইতি হি প্রকৃত্য আকাশৌপম্যপূর্ব্বকং তস্মিন্ সর্ব্বসমাধানম্ উক্ত্বা, তস্মিন্ এব চ আত্মশব্দং প্রযুজ্য, অপহতপাপ্মত্বাদিগুণযোগং চ উপদিশ্য, তম্ এব অনতিবৃত্তপ্রকরণং নির্দ্দিশতি-" অথ যঃ আত্মা সঃ সেতুঃ বিধৃতিঃ এষাং লোকানাম্ অসম্ভেদায়" (ছাঃ ৮।৪।১) ইতি ।৩ তত্র বিধৃতিঃ ইতি আত্মশব্দসামানাধিকরণ্যাৎ বিধারয়িতা উচ্যতে, ক্তিচঃ কর্ত্তরি স্মরণাৎ ।৪ যথা উদকসন্তানস্য বিধারয়িতা লোকে সেতুঃ ক্ষেত্রসম্পদাম্ অসম্ভেদায়, এবম্ অয়ম্ আত্মা এষাম্ অধ্যাত্মাদিভেদভিন্নানাং লোকানাং বর্ণাশ্রমাদীনাং চ বিধারয়িতা সেতুঃ অসম্ভেদায় অসঙ্করায় ইতি ।৫

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—জগদ্বিধারকত্ব ও জগন্নিয়ামকত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলে পরমেশ্বরই দহরাকাশ।]

আর ধৃতিরূপ (—সর্ব্বজগতের ধারণরূপ) হেতুবশতঃও এই দহরাকাশ অবশ্যই পরমেশ্বর।১ কিপ্রকারে তাহা নিরূপণ করিতেছ ?২ ["অথ যঃ আত্মা" (ছাঃ ৮।৪।১) অত্রস্থ 'অথ'শব্দের দ্বারা প্রকরণের বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে, ইহাই শঙ্কাকর্ত্তার অভিপ্রায়। তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু "ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র অন্তরাকাশ বর্ত্তমান আছে", এইরূপে আরম্ভ করিয়া আকাশের উপমা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাতে (—সেই অন্তরাকাশে) সমস্ত বস্তুর সম্যগ্‌রূপে অবস্থানের কথা বলিয়া (ছাঃ ৮।১।৩), তাহাতেই আত্মশব্দের প্রয়োগ করিয়া এবং পাপরাহিত্য প্রভৃতি গুণসকলের সম্বন্ধকে উপদেশ করিয়া (ছাঃ ৮।১।৫), যাঁহার প্রকরণ অতিক্রান্ত হয় নাই, তাঁহাকেই (—সেই দহরাকাশসংজ্ঞক পরমেশ্বরকেই, শ্রুতি] নির্দ্দেশ করিতেছেন, যথা—"আর যিনি আত্মা, তিনি এই লোকসকলের অসম্ভেদের জন্য (—যাহাতে ভূরাদি লোকসকল পরস্পর সংঘৃষ্ট হইয়া বিদীর্ণ ও বিনষ্ট না হয়, তাহার জন্য) বিধারক সেতুস্বরূপ (—পরস্পরের সংমিশ্রণের অর্থাৎ সংঘাতের প্রতিরোধক বাঁধস্বরূপ") ইত্যাদি।৩ সেইস্থলে আত্মশব্দের সহিত সামানাধিকরণ্য (—সমানবিভক্তিযুক্ততা) বশতঃ 'বিধৃতিঃ'—এইরূপে বিধারয়িতা কথিত হইতেছে (—বিধৃতিশব্দটীর অর্থ 'ধারণকর্ত্তা'), যেহেতু কর্ত্তৃবাচ্যে 'ক্তিচ্' প্রত্যয় স্মৃত হইয়াছে।৪ [কিন্তু যাহা বিধারক, তাহাই তো সেতুশব্দবাচ্য, শ্রুতিতে "সেতুঃ বিধৃতিঃ" (ছাঃ ৮।৪।১) এইরূপে পুনরুক্তি হইতেছে কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেমন লোকমধ্যে ক্ষেত্রসম্পদ্‌সকলের অসম্ভেদের জন্য (—ক্ষেত্রস্থ ধান্যাদি যাহাতে বিনষ্ট না হয়, তাহার জন্য) সেতু হয় উদকসন্তানের (—জলধারার) ধারক, এইপ্রকারে এই আত্মা হন অধ্যাত্মাদিভেদে বিভিন্ন লোকসকলের ও বর্ণাশ্রম

শাঙ্করভাষ্যম্

এবম্ ইহ প্রকৃতে দহরে বিধারণলক্ষণং মহিমানং দর্শয়তি।৬ অয়ং চ মহিমা পরমেশ্বরে এব শ্রুত্যন্তরাৎ উপলভ্যতে, "এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" (বৃঃ ৩।৮।৯) ইত্যাদেঃ।৭ তথা অন্যত্রাপি নিশ্চিতে পরমেশ্বরবাক্যে শ্রূয়তে—"এষঃ সর্ব্বেশ্বরঃ, এষঃ ভূতাধিপতিঃ এষঃ ভূতপালঃ এষঃ সেতুঃ বিধরণঃ এষাং লোকাণাম্ অসম্ভেদায়" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইতি।৮ এবং ধৃতেশ্চ হেতোঃ পরমেশ্বরঃ এব অয়ং দহরঃ।১।১।৩।১৬।।

ভাষ্যানুবাদ

প্রভৃতির অসম্ভেদের জন্য অর্থাৎ অসাঙ্কর্য্যের (—অমিশ্রণের) জন্য বিধারণকর্ত্তা সেতুস্বরূপ (১৩)।৫ এইপ্রকারে এখানে (—এই শ্রুতিতে) প্রস্তাবিত দহরাকাশে বিধারণরূপ (—জগতের ধারণকর্তৃত্বরূপ) মহিমা [আচার্য্য] প্রদর্শন করিতেছেন।৬ [কিন্তু দহরাকাশ ভূতাকাশ হইলেও তো ভূরাদিলোকের ধারণকর্ত্তৃত্ব সম্ভব। তাহার ঈশ্বরতা অঙ্গীকার করিবার আবশ্যকতা কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর [সর্ব্বজগৎবিধারণরূপ] এই মহিমা, "হে গার্গি, এই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনে চন্দ্র ও সূর্য্য বিশেষরূপে ধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে", ইত্যাদি অন্য শ্রুতি হইতে পরমেশ্বরেই উপলব্ধ হয়। [এইরূপে 'বিধারণ'শব্দের অর্থ শাসনকর্ত্তৃত্ব সহ ধারণ-কর্ত্তৃত্ব হওয়ায়, ভূতাকাশে শাসনকর্ত্তৃত্ব সম্ভব না হওয়ায়, বিধারক দহরাকাশঅ বস্তুই পরমেশ্বর]।৭ এইরূপে অন্যস্থলেও নিশ্চিতভাবে পরমেশ্বরবোধকবাক্যে শ্রুত হইতেছে—"ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি জীবসকলের অধিপতি, ইনি প্রাণিগণের পালনকর্ত্তা, এই লোকসকলের অমিশ্রণের জন্য ইনি বিধারক সেতুস্বরূপ", ইত্যাদি।৮ এইপ্রকারে ধৃতিরূপ (—জগদ্বিধারণরূপ) হেতুবশতঃও পরমেশ্বরই এই দহরাকাশ।১।১।৩।১৬।।

ভাবদীপিকা

(১৩) আশঙ্কার উত্তরে সিদ্ধান্তী যাহা বলিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এই—যাহা সাঙ্কর্য্যকে অর্থাৎ পরস্পরের মিশ্রণকে নিবারণ করে, তাহাকে বলে 'সেতু' (—বাঁধ), আর যাহা কোন কিছুকে ধারণ করে, তাহার স্থিতির প্রতি কারণ হয়, তাহাকে বলে—বিধারক। সেতু ক্ষেত্রস্থ জলের পরস্পর মিশ্রণকে নিবারণ করে এবং সেই জলকে স্বস্থানে ধারণ করে অর্থাৎ সেই জলের সেই ক্ষেত্রে স্থিতি সম্পাদন করে, এইরূপে সেতুতে সাঙ্কর্য্যনিবারকত্ব ও বিধারকত্ব, এই উভয়প্রকার ধর্ম্মই পরিদৃষ্ট হয়। পরমেশ্বরেও তদ্রূপ ভূরাদি লোকসকলের সাঙ্কর্য্য নিবারকত্ব (—তাহাদের সংঘর্ষ নিবারণ করা) এবং বিধারকত্ব (—তাহাদিগকে স্ব স্ব কক্ষে ধারণ করা), এই উভয়ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। তত্তৎ ধর্ম্মযুক্তরূপেও পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে, ইহা জ্ঞাপিত হইতেছে বলিয়া পুনরুক্তিদোষ হয় নাই।

প্রসিদ্ধেশ্চ ॥১।৩।১৭॥

সূত্রার্থ—[দহরস্য পরত্বে হেত্বন্তরম্ আহ—"আকাশঃ বৈ নামরূপয়োঃ নির্ব্বহিতা" (ছাঃ ৮।১৪) ইত্যাদি শ্রুতৌ আকাশশব্দস্য পরমাত্মনি এব] **প্রসিদ্ধেঃ, চ**—অপি [দহরাকাশঃ পরমাত্মা এব। লোকরূঢ়্যপেক্ষয়া শ্রৌতরূঢ়েঃ বলীয়স্ত্বাৎ দহরাকাশঃ ন ভূতাকাশঃ ইত্যর্থঃ।]

অনুবাদ—[দহরাকাশের পরব্রহ্মতাবিষয়ে অন্য হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—"আকাশই নাম ও রূপের অভিব্যক্তিকর্ত্তা", ইত্যাদি শ্রুতিতে আকাশশব্দের পরমাত্মাতেই] **প্রসিদ্ধেঃ চ**—প্রসিদ্ধি আছে বলিয়াও [দহরাকাশ অবশ্যই পরমাত্মা। লোকরূঢ়ি (—লোকমধ্যে কোন অর্থে প্রসিদ্ধি) অপেক্ষা শ্রৌতরূঢ়ি (—শ্রুতিতে কোন অর্থে প্রসিদ্ধি) বলবতী হওয়ায় দহরাকাশ ভূতাকাশ হইতে পারে না, ইহাই তাৎপর্য্য]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ পরমেশ্বরঃ এব "দহরঃ অস্মিন্ অন্তরাকাশঃ" (ছাঃ ৮।১।১) ইতি উচ্যতে, যৎকারণম্ আকাশশব্দঃ পরমেশ্বরে প্রসিদ্ধঃ, আকাশঃ বৈ নামরূপয়োঃ নির্ব্বহিতা" (ছাঃ ৮।১৪), "সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি আকাশাৎ এব সমুৎপদ্যন্তে" (ছাঃ ১।৯।১) ইত্যাদি-প্রয়োগদর্শনাৎ।১ জীবে তু ন ক্বচিৎ আকাশশব্দঃ প্রযুজ্যমানঃ দৃশ্যতে।২ ভূতাকাশস্তু সত্যাম্ অপি আকাশশব্দপ্রসিদ্ধৌ উপমানোপমেয়ভাবাদ্যসম্ভবাৎ ন গ্রহীতব্যঃ ইতি উক্তম্।৩ ॥ ১।৩।১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—শ্রৌতপ্রয়োগপ্রাচুর্য্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলে প্রস্তাবিত আকাশশব্দে পরমেশ্বরই গ্রহণীয়।]

আর এইহেতুবশতঃও "ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র অন্তরাকাশ বিদ্যমান আছে", এইরূপে পরমেশ্বরই কথিত হইতেছেন, কারণ আকাশশব্দটী পরমেশ্বরে প্রসিদ্ধ (—পরমেশ্বর-রূপ অর্থে উক্ত শব্দটীর প্রয়োগপ্রাচুর্য্য পরিদৃষ্ট হয়), যেহেতু "প্রসিদ্ধ আকাশই নাম ও রূপের অভিব্যক্তিকর্ত্তা", "এই সমস্ত প্রাণিবর্গ আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয়", এইপ্রকার প্রয়োগ দেখা যায়।১ কিন্তু [লোকে বা বেদে] কোনস্থলেই আকাশ-শব্দটী জীবে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায় না।২ [তবে লোকে ও বেদে প্রসিদ্ধ ভূতাকাশকেই আকাশশব্দে গ্রহণ করিতেছ না কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] ভূতাকাশ কিন্তু, [তাহাতে] আকাশশব্দের প্রসিদ্ধি থাকিলেও উপমান-উপমেয়ভাব প্রভৃতি সম্ভব হয় না বলিয়া [প্রস্তাবিতস্থলে আকাশশব্দে] গ্রহণীয় নহে, ইহা কথিত হইয়াছে (১।৩।১৪ সূঃ ২৬-৩৪ বাক্য) ৩॥১।৩।১৭॥

ইতরপরামর্শাৎ স ইতিচেন্নাসম্ভবাৎ ॥১।৩।১৮॥

পদচ্ছেদ—ইতরপরামর্শাৎ, সঃ, ইতি, চেৎ, ন, অসম্ভবাৎ।

সূত্রার্থ—["এষঃ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায়" (ছাঃ ৮।৩।৪) ইত্যাদি শ্রুতৌ সম্প্রসাদশব্দেন] **ইতরপরামর্শাৎ**—ইতরস্য—জীবস্য, **পরামর্শাৎ**—উল্লেখাৎ, সঃ—

জীবঃ [দহরাকাশঃ অস্তু], **ইতি চেৎ ; ন, অসম্ভবাৎ**—আকাশোপমেয়ত্বাপহতপাপ্মত্বাদীনাং ধর্ম্মাণাং জীবে সম্ভবাভাবাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—["এই সম্প্রসাদ (—উপাধি উপশান্ত হওয়ায় সম্যক্ প্রসন্নতা প্রাপ্ত জীব) এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া (—দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া") ইত্যাদি শ্রুতিতে সম্প্রসাদশব্দের দ্বারা] **ইতরপরামর্শাৎ**—ইতরস্য—জীবের, **পরামর্শাৎ**—উল্লেখ হইয়াছে বলিয়া, **সঃ**—সেই জীব [দহরাকাশ হউক], **ইতি চেৎ**—এইপ্রকার যদি বলা হয় ; [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] **ন**—না, তাহা বলা যায় না, **অসম্ভবাৎ**—যেহেতু ভূতাকাশের সহিত উপমিত হওয়া, পাপরাহিত্য ইত্যাদি ধর্ম্মসকল জীবে সম্ভব নহে।

শাঙ্করভাষ্যম্

যদি বাক্যশেষবলেন দহরঃ ইতি পরমেশ্বরঃ পরিগৃহ্যেত, অস্তি ইতরস্যাপি জীবস্য বাক্যশেষে পরামর্শঃ—"অথ যঃ এষঃ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে, এষঃ আত্মা ইতি হ উবাচ" (ছাঃ ৮।৩।৪) ইতি।১ অত্র হি সম্প্রসাদশব্দঃ শ্রুত্যন্তরে সুষুপ্তাবস্থায়াং দৃষ্টত্বাৎ তদবস্থাবন্তং জীবং শক্নোতি উপস্থাপয়িতুং, ন অর্থান্তরম্।২ তথা শরীরব্যপাশ্রয়স্যৈব জীবস্য শরীরাৎ সমুত্থানং সম্ভবতি, যথা আকাশব্যপা-

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—বাক্যশেষগত 'সুষুপ্ত্যবস্থাযুক্ততা' প্রভৃতি জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণবলে জীবই দহরাকাশ।]

পূর্ব্বপক্ষ—যদি বাক্যশেষবলে (—বাক্যশেষে উল্লিখিত লিঙ্গপ্রমাণ প্রভৃতির বলে ৮-৯ ভাবদীঃ) দহর (—দহরাকাশ), এইরূপে পরমেশ্বর গৃহীত হন, [তাহা হইলে বলিব—] ইতর (—পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন) যে জীব, বাক্যশেষে তাহারও উল্লেখ আছে, যথা—"আর এই যে সম্প্রসাদ (—উপাধিকালুষ্যরহিত সম্যক্ প্রসন্নতাপ্রাপ্ত জীব), তিনি এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া (—(১৪) দেহাত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া) পরমজ্যোতিঃকে (—পরমাত্মাকে) সাক্ষাদ্‌ভাবে অনুভব করিয়া স্বস্বরূপে অভিব্যক্ত হন, ইনিই আত্মা, ইহা [আচার্য্য] বলিলেন", ইত্যাদি।১ অত্রস্থ সম্প্রসাদশব্দটী অন্য শ্রুতিতে (—"সম্প্রসাদে রত্বা চরিত্বা", 'বৃঃ ৪।৩।১৫' এই শ্রুতিতে) সুষুপ্তাবস্থাতে দৃষ্ট হয় বলিয়া সেই অবস্থাযুক্ত (—সুষুপ্ত) জীবকে ['সম্প্রসাদ' এই শব্দের দ্বারা] উপস্থাপিত করিতে পারা যায়, কিন্তু [পরমাত্মরূপ] অন্য বস্তুকে উপস্থাপিত করিতে পারা যায় না।২ [সুষুপ্তি অবস্থাযুক্ততার ন্যায় শরীর হইতে উত্থান অর্থাৎ শরীরাভিমানত্যাগও যে জীববোধক লিঙ্গ, তাহা

ভাবদীপিকা

(১৪) পূর্ব্বপক্ষী এইস্থলে 'সম্প্রসাদ' শব্দের দ্বারা 'সুষুপ্তিরূপ অবস্থাযুক্ততা' এবং 'দেহাত্মাভিমানত্যাগরূপ' জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। ইহারা কিপ্রকারে জীববোধক, তাহা পরবর্ত্তী ভাষ্যমধ্যে বিবৃত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

শ্রয়াণাং বায্বাদীনাম্ আকাশাৎ সমুত্থানং, তদ্বৎ ।৩ যথা চ অদৃষ্টঃ অপি লোকে পরমেশ্বরবিষয়ঃ আকাশশব্দঃ পরমেশ্বরধর্ম্মসমভিব্যাহারাৎ "আকাশঃ বৈ নামরূপয়োঃ নির্ব্বহিতা" (ছাঃ ৮।১৪) ইতি এবমাদৌ পরমেশ্বরবিষয়ঃ অভ্যুপগতঃ; এবং জীববিষয়ঃ অপি ভবিষ্যতি ।৪ তস্মাৎ ইতরপরামর্শাৎ "দহরঃ অস্মিন্ অন্তরাকাশঃ" ইতি অত্র সঃ এব জীবঃ উচ্যতে ইতি চেৎ ? ৫ ন এতৎ এবং স্যাৎ ।৬ কস্মাৎ ? ৭ অসম্ভবাৎ ।৮ নহি জীবঃ বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিপরিচ্ছেদাভিমানী সন্ আকাশেন উপমীয়েত ।৯ নচ উপাধিধর্ম্মানভিমন্যমানস্য অপহতপাপ্মত্বাদয়ঃ ধর্ম্মাঃ সম্ভবন্তি ।১০ প্রপঞ্চিতং চ এতৎ প্রথম-

ভাষ্যানুবাদ

বলিতেছেন—] এইরূপে শরীরকে আশ্রয় করিয়া থাকে যে জীব, তাহারই শরীর হইতে সমুত্থান সম্ভব, যেমন আকাশকে আশ্রয় করিয়া থাকে যে বায়ু প্রভৃতি, তাহাদেরই আকাশ হইতে সমুত্থান (—স্বস্বরূপে প্রকটীত হওয়া) সম্ভব, তদ্রূপ ।৩ [যদি বলা হয়—জীবে আকাশশব্দের প্রয়োগ কোথাও দেখা যায় না, ইহা বলা হইয়াছে (১।৩।১৭ সূঃ ২ বাক্য) ইত্যাদি। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর যেমন লোকমধ্যে পরমেশ্বরবিষয়ক আকাশশব্দ দৃষ্ট না হইলেও, পরমেশ্বরের ধর্ম্মসকলের সহিত বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া [শ্রুতিতে] "প্রসিদ্ধ আকাশই নাম ও রূপের অভিব্যক্তিকর্ত্তা" ইত্যাদি এই সকলস্থলে [আকাশশব্দ] পরমেশ্বরবিষয়করূপে স্বীকৃত হয়; এইপ্রকারে [সুষুপ্তি প্রভৃতিরূপ জীববোধক ধর্ম্মসকলের সহিত বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া দহরাকাশশব্দ] জীববিষয়কও হইবে ।৪ সেইহেতু (—এইপ্রকারে জীব ও পরমেশ্বরবোধনের প্রতি প্রস্তাবিতস্থলে কোন নিয়ামক না থাকায়) ইতরের (—জীবের) উল্লেখ আছে বলিয়া "দহরঃ অস্মিন্ অন্তরাকাশঃ" এইস্থলে সেই জীবই কথিত হইতেছে, এইপ্রকার যদি বলা হয় ।৫

[সিঃ—আকাশোপমিতত্ব ও পাপরাহিত্যাদি ধর্ম্ম জীবে সম্ভব না হওয়ায় জীব দহরাকাশ নহে।]

সিদ্ধান্ত—না, ইহা এইপ্রকার হইতে পারে না ।৬ কেন পারে না ?৭ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু সম্ভব নহে ।৮ [ইহাই বিবৃত করিতেছেন—] যেহেতু বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিকৃত পরিচ্ছেদে অভিমানসম্পন্ন হইয়া (—স্বরূপতঃ বিভু হইলেও দেহ ও বুদ্ধি প্রভৃতিতে তাদাত্ম্যাভিমানবশতঃ 'আমি ক্ষুদ্র' এইপ্রকার অভিমানযুক্ত হইয়া) জীব আকাশের সহিত উপমিত হইবে, ইহা সঙ্গত নহে ।৯ আর যিনি উপাধির ধর্ম্মসকলে (—পাপ প্রভৃতিতে, 'ইহারা আমার ধর্ম্ম', এইপ্রকার] অভিমান করেন, তাঁহার পাপরাহিত্য প্রভৃতি ধর্ম্মসকল সম্ভব নহে ।১০ [যদি বলা হয়—জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন হওয়ায় এই ব্রহ্মধর্ম্মসকল জীবেও সম্ভব।

শাঙ্করভাষ্যম্

সূত্রে ।১১ অতিরেকাশঙ্কাপরিহারায় অত্র তু পুনরুপন্যস্তম্ ।১২ পঠিষ্যতি চ উপরিষ্টাৎ—"অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ" (১৷৩৷২০) ইতি ।১৩ ॥১৷৩৷১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ

[৬৩৬ পৃঃ]

তদুত্তরে বলিতেছেন—] ইহা [এই অধিকরণের] প্রথম সূত্রে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে (১৷৩৷১৪ সূঃ ৩৮ বাক্য) ।১১ [তাহা হইলে তো পুনরুক্তি দোষ হইয়া পড়িল । তদুত্তরে বলিতেছেন—"বাক্যশেষে প্রজাপতিবাক্যে জীবপরামর্শরূপ"] অতিরিক্ত আশঙ্কার পরিহারের জন্য এখানে পুনরায় উপন্যস্ত (—উল্লিখিত) হইল ।১২ [আচ্ছা, তাহা হইলে "এষঃ সম্প্রসাদঃ" (ছাঃ ৮৷৩৷৪) এইপ্রকারে জীবের যে পরামর্শ হইতেছে, তাহার গতি কি হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] পরে "অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ" এই সূত্রে [আচার্য্য] তাহা বলিবেন ।১৩॥১৷৩৷১৮॥

উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু ॥১৷৩৷১৯॥

পদচ্ছেদ—উত্তরাৎ, চেৎ, আবির্ভূতস্বরূপঃ, তু।

সূত্রার্থ—উত্তরাৎ—"যঃ এষঃ অক্ষিণি পুরুষঃ দৃশ্যতে" (ছাঃ ৮৷৭৷৪) ইত্যাদেঃ পরবর্ত্তিনঃ প্রজাপতিবাক্যাৎ [জাগ্রদাদ্যবস্থাপন্নে জীবে অপহতপাপ্মত্বাদিসম্ভবাৎ জীবঃ এব দহরাকাশঃ ইতি] **চেৎ** ; [অত্র আহ সিদ্ধান্তী—] "আবির্ভূতস্বরূপঃ তু" । **তুশব্দঃ**—জীবশঙ্কা-ব্যাবৃত্ত্যর্থঃ । [উত্তরাৎ প্রজাপতিবাক্যাৎ অপি ন জীবশঙ্কা যুক্তা ইত্যর্থঃ। যতঃ] **আবির্ভূত-স্বরূপঃ**—আবির্ভূত পারমার্থিকস্বরূপঃ জীবঃ [তত্র বিবক্ষিতঃ, নতু জীবত্বেন রূপেণ ; "পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" (ছাঃ ৮৷১২৷৩) ইতি উপসংহারদর্শনাৎ । অতঃ ব্রহ্মত্বেন রূপেণ জীবস্য অপহতপাপ্মত্বাদিসম্ভবাৎ, জীবত্বেন তদসম্ভবাৎ, ন পূর্ব্বসূত্রস্থহেতুঃ অসিদ্ধঃ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—উত্তরাৎ—"চক্ষুতে এই যে পুরুষ পরিদৃষ্ট হইতেছেন", ইত্যাদি প্রজাপতি-বাক্যরূপ পরবর্ত্তী হেতুবশতঃ [জাগ্রদাদি অবস্থাপন্ন জীবে পাপরাহিত্য প্রভৃতি সম্ভব হয় বলিয়া জীবই দহরাকাশ], **চেৎ**—ইহা যদি বলা হয় ; [এই বিষয়ে সিদ্ধান্তী বলেন—] "আবির্ভূত-স্বরূপঃ তু"। **তুশব্দটী**—জীববিষয়ক শঙ্কা নিরাকরণের জন্য (—পরবর্ত্তী প্রজাপতিবাক্য হইতেও জীববিষয়ক শঙ্কা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। যেহেতু] **আবির্ভূতস্বরূপঃ**—যাহার পারমার্থিক স্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছে, সেই জীব [সেইস্থলে বিবক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু জীবত্ববিশিষ্ট জীবরূপে বিবক্ষিত হয় নাই ; যেহেতু "পরমজ্যোতিঃকে সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া স্বস্বরূপে অভিব্যক্ত হন", এইপ্রকার উপসংহার পরিদৃষ্ট হয়। অতএব ব্রহ্মরূপে জীবের পাপরাহিত্য প্রভৃতি সম্ভব হয় বলিয়া, জীবরূপে তাহা সম্ভব হয় না বলিয়া, পূর্ব্বসূত্রস্থ [আকাশোপমিতত্ব ও পাপরাহিত্য ইত্যাদি ধর্ম্মসকলের জীবে সম্ভব না হওয়ারূপ] হেতু অসিদ্ধ নহে, ইহাই ভাব (১৫)।

ভাবদীপিকা

(১৫) বৈয়াসিকন্যায়মালা, ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী, শঙ্করানন্দকৃত—ব্রহ্মসূত্রদীপিকা, প্রকটার্থবিবরণ, ব্রহ্মবিদ্যাভরণ এবং শাস্ত্রদর্পণ ইত্যাদি গ্রন্থে "উত্তরাচ্চেৎ" (১৷৩৷১৯) ইত্যাদি সূত্র হইতে

ভাবদীপিকা

"অল্পশ্রুতেঃ" (১।৩।২১) ইত্যাদি সূত্র পর্য্যন্ত গ্রন্থ একটী পৃথক্ অধিকরণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ভামতী, ন্যায়নির্ণয়, ভাষ্যরত্নপ্রভা, ভাষ্যভাবপ্রকাশিকা, বার্ত্তিকনামকটীকা এবং ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিকা নামক বৃত্তিগ্রন্থে ইহা পৃথক অধিকরণরূপে স্বীকৃত হয় নাই। ন্যায়নির্ণয়কার ১।৩।১৪ সূত্রের টীকাতে বলিয়াছেন—"দহরবাক্যস্য সোপাধিকে ব্রহ্মণি অন্বয়োক্তৌ তত্র প্রবৃত্তস্য নিরুপাধিকং বুভুৎসমানস্য তস্মিন্ প্রাজাপত্যবাক্যান্বয়োক্তেঃ সঙ্গতয়ঃ"—'দহরবিদ্যাবোধকবাক্যের সোপাধিক ব্রহ্মে সমন্বয় বর্ণিত হইলে, তাহাতে (—সোপাধিক ব্রহ্মোপাসনাতে) প্রবৃত্ত যে ব্যক্তি, তাঁহার নিরুপাধিক ব্রহ্মবিষয়ক জিজ্ঞাসার উদয় হইলে, তাদৃশ অধিকারীর জন্য প্রজাপতি-বিদ্যাবোধক বাক্যের সমন্বয় উক্ত হওয়ায় শ্রুত্যাদি সঙ্গতি সকল সিদ্ধ হয়', ইত্যাদি। শেষোক্ত পক্ষাবলম্বিগণের মতে—সগুণদহরবিদ্যাতে প্রবৃত্ত পুরুষের উক্তপ্রকারে নির্গুণদহরবিদ্যাতে (—প্রজাপতিবিদ্যাতে) প্রবৃত্তি হয় বলিয়া তাঁহারা প্রস্তাবিতস্থলে দুইটী অধিকরণ অঙ্গীকার করেন নাই। প্রথমোক্ত পক্ষাবলম্বিগণ কিন্তু ইহা স্বীকার করেন না। যাহাহউক যাঁহারা এইস্থলে পৃথক অধিকরণ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে অধিকরণের অবয়বসকল প্রদর্শিত হইতেছে—।

৬। উত্তরাধিকরণম্। [১৯-২১ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—প্রজাপতিবিদ্যাতে জীবাভিন্ন ব্রহ্মই অক্ষিপুরুষ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে অপহতপাপ্মত্বাদি পারমেশ্বর ধর্ম্মসকল জীবে সম্ভব নহে বলিয়া জীব দহরাকাশ নহে, ইহাই নির্ণীত হইয়াছে। তাহা সঙ্গত নহে; কারণ "কিমিব বচনং ন কুর্য্যাৎ, নাস্তি বচনস্য অতিভারঃ", এই মহাজনোক্তির অনুসরণকরতঃ প্রজাপতি-বিদ্যাতে (—নির্গুণদহরবিদ্যাতে) পঠিত বেদবাক্যের প্রামাণ্যবলে উক্ত ধর্ম্মসকলকে জীবেও অঙ্গীকার করিতে হইবে। এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধানকল্পে এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **আক্ষেপসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

যঃ প্রজাপতিবিদ্যায়াং স কিং জীবোঽথবেশ্বরঃ।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তোক্তেস্তদ্বাঞ্জীব ই হো চি তঃ *॥
আত্মাঽপহতপাপ্মেতি প্রক্রম্যান্তে স উত্তমঃ।
পুমানিত্যুক্ত ঈশোঽত্র জাগ্রদাদ্যববুদ্ধয়ে॥

অন্বয়—প্রজাপতিবিদ্যায়াং যঃ, সঃ কিং জীবঃ অথবা ঈশ্বরঃ? জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তোক্তেঃ তদ্বান্ জীবঃ ইহ উচিতঃ। "আত্মা অপহতপাপ্মা" ইতি প্রক্রম্য অন্তে 'সঃ উত্তমঃ পুমান্' ইতি উক্তঃ। অত্র ঈশঃ। অববুদ্ধয়ে জাগ্রদাদি।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[দহরবিদ্যায়াঃ উপরি প্রজাপতিবিদ্যায়াম্ ইন্দ্রবিরোচনপ্রজাপতিসংবাদে শ্রূয়তে—"যঃ এষঃ অক্ষিণি পুরুষঃ দৃশ্যতে, এষঃ আত্মা ইতি হোবাচ" (ছাঃ ৮।৭।৪) ইতি। তত্র "যঃ আত্মা অপহতপাপ্মা" (ছাঃ ৮।৭।১) ইত্যাদিনা অপহতপাপ্মত্বাদিগুণকং পরমাত্মানম্ অন্বেষ্টব্যত্বেন প্রতিজ্ঞায় "অক্ষিণি পুরুষঃ দৃশ্যতে" (ছাঃ ৮।৭।৪) ইত্যাদিনা জীবাত্মনঃ নির্দ্দেশাৎ অয়ং সংশয়ঃ ভবতি—] প্রজাপতিবিদ্যায়াং যঃ [উক্তঃ], সঃ কিং জীবঃ, অথবা ঈশ্বরঃ?

* 'ইবোচিতঃ' ইতি পাঠঃ। বচ্ + কিতচ্ = উচিত, অর্থ—কথিত, বর্ণিত। "রুচিবচিকুচিকুটিভ্যঃ কিতচ্", (সিঃ কৌঃ উণাদি ৬৩৫)।

ভাবদীপিকা

পূর্ব্বপক্ষ—["অক্ষিণি পুরুষঃ দৃশ্যতে", "স্বপ্নে মহীয়মানঃ চরতি" (ছাঃ ৮।১০।১), "সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ" (ছাঃ ৮।১১।১) ইত্যাদিনা যথাক্রমেণ] জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যোক্তেঃ তদ্বান্ জীবঃ ইহ [গ্রহীতুম্] উচিতঃ, [ঈশ্বরস্য জাগ্রদাদ্যবস্থারাহিত্যাৎ ইতি ভাবঃ]।

সিদ্ধান্ত—"আত্মা অপহতপাপ্মা" ইতি প্রক্রম্য অন্তে "সঃ উত্তমঃ পুমান্" (ছাঃ ৮।১২।৬) ইতি উক্তঃ ; [অতঃ] অত্র ঈশঃ গ্রহীতব্যঃ। ন চ এবং সতি জাগরণাদ্যুপন্যাসবৈয়র্থ্যম্, যতঃ শাখাচন্দ্রন্যায়েন পুংসাম্ [অববুদ্ধয়ে জাগ্রদাদি] উপন্যস্তং ভবতি। তস্মাৎ ঈশ্বরঃ অক্ষিপুরুষঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—[দহরবিদ্যার অনন্তর প্রজাপতিবিদ্যাতে ইন্দ্র, বিরোচন এবং প্রজাপতির কথোপকথনপ্রসঙ্গে শ্রুতিতে এইপ্রকার বর্ণিত হইতেছে—"চক্ষুতে এই যে পুরুষ পরিদৃষ্ট হইতেছেন, ইনিই আত্মা, ইহা বলিলেন", ইত্যাদি। সেইস্থলে "যে আত্মা পাপরহিত" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা পাপরাহিত্যাদিগুণযুক্ত পরমাত্মাকে অন্বেষ্টব্যরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া "চক্ষুতে পুরুষ পরিদৃষ্ট হইতেছেন", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা জীবাত্মার নির্দ্দেশ হইয়াছে বলিয়া এইপ্রকার সংশয় হয়—] প্রজাপতিবিদ্যাতে যিনি বর্ণিত হইয়াছেন, তিনি কি জীব, অথবা ঈশ্বর ?

পূর্ব্বপক্ষ—["চক্ষুতে পুরুষ পরিদৃষ্ট হইতেছেন", "স্বপ্নকালে পূজিত হইয়া বিচরণ করেন", "সুষুপ্ত ও উপসংহৃত ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইয়া সম্যগ্ভাবে প্রসন্নতা প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা যথাক্রমে] জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া সেই সুষুপ্ত্যাদি অবস্থাযুক্ত জীব এখানে [গ্রহণের জন্য] বর্ণিত হইয়াছে, [যেহেতু ঈশ্বর জাগ্রদাদি অবস্থারহিত, ইহাই ভাব]।

সিদ্ধান্ত—"আত্মা পাপবর্জ্জিত", এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া উপসংহারে "তিনি উত্তম পুরুষ", এইপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছেন, [সেইহেতু] এখানে ঈশ্বর গ্রহণীয়। আর এইপ্রকার হইলে জাগ্রদাদি অবস্থার উল্লেখ ব্যর্থ হইয়া পড়ে, ইহা বলা যায় না ; যেহেতু শাখাচন্দ্রন্যায়ে * মনুষ্যগণের] বোধের জন্য জাগ্রদাদি অবস্থা উপন্যস্ত হইয়াছে। [অতএব ঈশ্বরই অক্ষিপুরুষ]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, জীব উপাস্য। সিদ্ধান্তে—নির্ব্বিশেষব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞান।

দ্রষ্টব্য—"উত্তরাধিকরণকে" স্বতন্ত্র অধিকরণরূপে যাঁহারা অঙ্গীকার করেন, আমাদের মনে হয়—তাঁহাদিগকে 'দহরাধিকরণের' ফলভেদ এইপ্রকার অঙ্গীকার করিতে হইবে—**পূর্ব্বপক্ষে**, ভূতাকাশের অথবা জীবের উপাসনা। **সিদ্ধান্তে**—সগুণ ব্রহ্মোপাসনার দ্বারা [১।৩।২০ সূঃ ৭ ভাষ্যবাক্য] ব্রহ্মলোকে গতি এবং ক্রমমুক্তি। ["ন চ পুনরাবর্ত্ততে, ন চ পুনরাবর্ত্ততে", ছাঃ ৮।১৫।১]। লক্ষ্য করিতে হইবে—"উৎক্রমণে ভবন্তি, উৎক্রমণে ভবন্তি" (ছাঃ ৮।৬।৬) এইপ্রকারে যে সগুণদহরবিদ্যার উপসংহার করা হইয়াছিল, "প্রজাপতিঃ উবাচ, প্রজাপতিঃ উবাচ" (ছাঃ ৮।১২।৬) এইপ্রকারে নির্গুণ দহরবিদ্যার (—প্রজাপতিবিদ্যার) উপসংহার করিয়া সেই সগুণদহরবিদ্যার ফল বর্ণনার জন্য পুনরায় ছাঃ ৮।১৩ খণ্ড হইতে ৮।১৫ খণ্ড পর্য্যন্ত শ্রুতিবাক্যসকলের প্রবৃত্তি হইয়াছে। ["তচ্চ ক্রমমুক্তিসাধনানাং সগুণবিদ্যানাং ফলম্", "ক্রমমুক্তৌ

---

* শাখাচন্দ্রন্যায়—নির্ব্বোধ শিশুকে শুক্লপক্ষের প্রতিপদে চন্দ্রমা দর্শন করাইবার জন্য পিতা বলেন—'ঐ যে বৃক্ষের উক্ত শাখাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী তৃতীয় শাখা পরিদৃষ্ট হইতেছে, ঠিক্ তাহার উপরেই ঐ যে উজ্জ্বল পদার্থটী দৃষ্ট হইতেছে, উহাই চন্দ্রমা'। এইপ্রকারে কোন প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তুকে অবলম্বন করিয়া যে তৎসম্বন্ধরূপে কোন অজ্ঞাতপদার্থকে জ্ঞাপন করা হয়, এইপ্রকার যে যুক্তি, ইহাই 'শাখাচন্দ্রন্যায়'।

শাঙ্করভাষ্যম্

[৬৩৩ পৃঃ]

ইতরপরামর্শাৎ যা জীবাশঙ্কা জাতা সা অসম্ভবাৎ নিরাকৃতা।১ অথ ইদানীং মৃতস্য ইব অমৃতসেকাৎ পুনঃ সমুত্থানং জীবাশঙ্কায়াঃ ক্রিয়তে, উত্তরস্মাৎ প্রাজাপত্যাৎ বাক্যাৎ।২ তত্র হি "যঃ আত্মা অপহতপাপ্মা" (ছাঃ ৮।৭।১) ইতি অপহতপাপ্মত্বাদিগুণকম্ আত্মানম্ অন্বেষ্টব্যং বিজিজ্ঞাসিতব্যং চ প্রতিজ্ঞায় "যঃ এষঃ অক্ষিণি পুরুষঃ দৃশ্যতে, এষঃ আত্মা" (ছাঃ ৮।৭।৪) ইতি ব্রুবন্ অক্ষিস্থং দ্রষ্টারং জীবম্ আত্মানম্ নির্দ্দিশতি।৩ "এতং তু এব তে ভূয়ঃ অনুব্যাখ্যাস্যামি" (ছাঃ ৮।৯।৩) ইতি চ তম্ এব পুনঃ পুনঃ পরামৃশ্য "যঃ এষঃ স্বপ্নে মহীয়মানঃ চরতি, এষঃ আত্মা" (ছাঃ ৮।১০।১) ইতি; "তৎ

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি, সংশয় ও বিষয়বাক্য। পূঃ—'অবস্থাত্রয়যুক্ততারূপ' লিঙ্গপ্রমাণবলে জীবই গ্রহণীয়; প্রজাপতিবচনবলে পাপরাহিত্যাদি ধর্ম্মসকল জীবেই সম্ভব হওয়ায় জীবই দহরাকাশ।]

ইতরের (—জীবের) উল্লেখ থাকায় যে জীববিষয়ক (—জীবই দহরাকাশ, এইপ্রকার) আশঙ্কা উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা [পাপরাহিত্যাদি পারমেশ্বর ধর্ম্মসকল উপাধি পরিচ্ছিন্ন জীবে] সম্ভব না হওয়ায় [পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রে] নিরাকৃত হইয়াছে।১ অতঃপর এক্ষণে অমৃতসিঞ্চনের দ্বারা মৃতের পুনরুজ্জীবনের ন্যায় পরবর্ত্তী প্রজাপতিবাক্য হইতে জীববিষয়ক আশঙ্কার পুনরায় উত্থাপন করা হইতেছে।২ যেহেতু সেইস্থলে (—প্রজাপতিবাক্যে) "যে আত্মা পাপরহিত", এইরূপে পাপরাহিত্য প্রভৃতি গুণযুক্ত আত্মাকে অন্বেষণের যোগ্য এবং জিজ্ঞাসার যোগ্যরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া "চক্ষুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন, ইনিই আত্মা", এইপ্রকার কথনশীল [প্রজাপতি] চক্ষুস্থিত দ্রষ্টা জীবাত্মাকে নির্দ্দেশ করিতেছেন।৩ [যদি বলা হয়—তৈত্তিরীয়কে ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের জন্য যেমন অন্নময়াদি পঞ্চকোশ উপন্যস্ত হইয়াছে, ভূমবিজ্ঞানের জন্য (ছাঃ ৭।২৩) যেমন প্রাণাদি উপন্যস্ত হইয়াছে (ছাঃ ৭।১৫), তদ্রূপ প্রস্তাবিতস্থলে ব্রহ্মবিজ্ঞানের জন্য জীব উপন্যস্ত হইয়াছে। তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—] আর "ইহাকেই (—এই আত্মাকেই) আমি পুনরায় তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিব", এইরূপে তাহাকেই (—সেই জীবাত্মাকেই) পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া "যিনি স্বপ্নকালে [বাসনাময় বনিতাদি বিষয়সকলের দ্বারা] পূজিত হইয়া বিচরণ করেন (—নানাপ্রকার স্বাপ্নভোগসকল উপভোগ করেন), ইনিই

ভাবদীপিকা

নানুপপত্তিঃ" ইত্যাদি (৩।৪।৪৮ ব্রহ্মবিদ্যাভরণ) "দহরাদ্যুপাস্তীনাং ক্রমমুক্তিঃ", "ক্রমমুক্ত্যর্থানি দহরাদ্যুপাসনানি" (রত্নপ্রভা ও ন্যায়নির্ণয়, ১।১।৬ অধিঃ অবতরণভাষ্যটীকা) এবং "এবং দহরবাক্যং প্রজাপতিবাক্যং চ সগুণে নির্গুণে চ সমন্বিতম্ ইতি সিদ্ধম্" (১।৩।২১ সূঃ রত্নপ্রভা) ইত্যাদি দ্রষ্টব্য]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যত্র এতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি, এষঃ আত্মা" (ছাঃ ৮।১১।১) ইতি চ জীবম্ এব অবস্থান্তরগতং ব্যাচষ্টে।৪ তস্য এব চ অপহতপাপ্মত্বাদি দর্শয়তি—"এতদ্ অমৃতম্ অভয়ম্ এতৎ ব্রহ্ম" (ছাঃ ৮।১১।১) ইতি।৫ "ন অহ খলু অয়ম্ এবম্ সম্প্রতি আত্মানং জানাতি—অয়ম্ অহম্ অস্মি ইতি, নো এব ইমানি ভূতানি" (ছাঃ ৮।১১।১) ইতি চ সুষুপ্তাবস্থায়াং দোষম্ উপলভ্য "এতং তু এব তে ভূয়ঃ অনুব্যাখ্যাস্যামি, নো এব অন্যত্র এতস্মাৎ" (ছাঃ ৮।১১।৩) ইতি চ উপক্রম্য শরীরসম্বন্ধনিন্দাপূর্ব্বকং "এষঃ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ

ভাষ্যানুবাদ

আত্মা", এইপ্রকারে এবং "সুতরাং যখন ইনি (—জীব) সুপ্ত, সমস্ত (—উপরতেন্দ্রিয়) এবং সম্প্রসন্ন (—জাগরণ ও স্বপ্নজনিত ক্লান্তিরূপ কালুষ্যহীন) হইয়া স্বপ্নকে (—স্বাপ্নবিষয়সকলকে) অনুভব করেন না, ইনিই আত্মা"—এইপ্রকারে [স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিরূপ] অবস্থান্তরগত জীবকেই ব্যাখ্যা করিতেছেন (১৬)।৪ আর [শ্রুতি] তাহারই (—মুক্ত আত্মা হইতে ভিন্ন, সুষুপ্তাবস্থাতে কারণশরীরের প্রকাশক সেই জীব সাক্ষীরই) পাপরাহিত্য প্রভৃতি প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—"ইনি অমৃতস্বরূপ অভয়স্বরূপ ইনিই ব্রহ্ম", ইত্যাদি।৫ [আচ্ছা, ব্রহ্মও তো উক্তস্থলে উল্লিখিত হইয়াছেন, উক্ত পাপরাহিত্য প্রভৃতি গুণসকলকে তাঁহারই বলিয়া স্বীকার করিতেছ না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] "অহো, ইনি (—সুষুপ্ত জীব) সম্প্রতি (—সুষুপ্তাবস্থাতে) 'আমি এইপ্রকার', এইরূপে আত্মাকে (—নিজেকে) জানেন না, আর এই ভূতসকলকেও জানেন না", এইপ্রকারে সুষুপ্তি অবস্থাতে দোষ উপলব্ধি করিয়া এবং "এই আত্মাকেই কিন্তু আমি পুনরায় তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিব, এতদতিরিক্ত অন্য কিছু ব্যাখ্যা করিব না", এইরূপে আরম্ভ করিয়া ["ইদং শরীরম্ আত্তং মৃত্যুনা" (ছাঃ ৮।১২।১) ইত্যাদিস্থলে] শরীরের সহিত সম্বন্ধের নিন্দাপূর্ব্বক "এই সম্প্রসাদ (—সম্যক্ প্রসন্নতাপ্রাপ্ত জীব) এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া (—দেহাত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া) পরমজ্যোতিঃকে প্রাপ্ত হইয়া (—পরমাত্মাকে সাক্ষাদ্ভাবে অনুভব করিয়া) স্বস্বরূপে অভিব্যক্ত হন, তিনিই

ভাবদীপিকা

(১৬) পূর্ব্বপক্ষী এইস্থলে "অবস্থাত্রয়যুক্ততারূপ" জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। আশঙ্কার উত্তরে ইহাই বলা হইল—তৈত্তিরীয়ক প্রভৃতিতে অন্নময়কোশাদি হইতে ভিন্ন ব্রহ্মবস্তু বর্ণিত হইয়াছেন; প্রস্তাবিতস্থলে কিন্তু অবস্থাত্রয়যুক্ত জীবব্যতিরিক্ত ব্রহ্মবস্তু, বা অন্য কিছুই বর্ণিত হয় নাই। সুতরাং ব্রহ্মবিজ্ঞানের জন্য জীব উপন্যস্ত হইয়াছে, ইহা বলা যায় না।

শাঙ্করভাষ্যম

অভিনিষ্পদ্যতে, সঃ উত্তমঃ পুরুষঃ” (ছাঃ ৮।১২।৩) ইতি জীবম্ এব শরীরাৎ সমুত্থিতম্ উত্তমপুরুষং দর্শয়তি।৬ তস্মাৎ অস্তি সম্ভবঃ জীবে পারমেশ্বরাণাং ধর্ম্মাণাম্।৭ অতঃ “দহরঃ অস্মিন্ অন্তরাকাশঃ” (ছাঃ ৮।১।১) ইতি জীবঃ এব উক্তঃ ইতি চেৎ কশ্চিৎ ব্রূয়াৎ, তং প্রতি ব্রূয়াৎ—।৮ “আবির্ভূতস্বরূপস্তু” ইতি।৯ তুশব্দঃ পূর্ব্বপক্ষ-ব্যাবৃত্ত্যর্থঃ।১০ ন উত্তরস্মাৎ অপি বাক্যাৎ ইহ জীবস্য 'আশঙ্কা সম্ভবতি ইত্যর্থঃ।১১ কস্মাৎ?১২ যতঃ তত্রাপি আবির্ভূতস্বরূপঃ জীবঃ বিবক্ষ্যতে।১৩ 'আবির্ভূতং স্বরূপম্ অস্য' ইতি আবির্ভূত-স্বরূপঃ।১৪ ভূতপূর্ব্বগত্যা জীববচনম্।১৫ এতদ্ উক্তং ভবতি—“যঃ

ভাষ্যানুবাদ

উত্তম পুরুষ”, এইপ্রকারে শরীর হইতে সমুত্থিত (—ত্যক্তশরীরাভিমান) জীবকেই [শ্রুতি] উত্তমপুরুষরূপে প্রদর্শন করিতেছেন।৬ সেইহেতু (—উক্ত প্রজাপতিবাক্যসকলের প্রামাণ্যবলে, পাপরাহিত্য প্রভৃতি] পরমেশ্বরসম্বন্ধী ধর্ম্ম-সকলের জীবে হয় সম্ভব, [ব্রহ্মে তাহা অঙ্গীকার করিবার কোন আবশ্যকতা নাই]।৭ অতএব (—১।৩।১৮ সূত্রে “অসম্ভবাৎ” এইরূপে যে পারমেশ্বর ধর্ম্মসকলের জীবে অসম্ভাবনা প্রদর্শিত হইয়াছিল, প্রজাপতির বাক্যবলে সেই অসম্ভাবনা নিরাকৃত হইয়া পড়ে বলিয়া) “দহরঃ অস্মিন্ অন্তরাকাশঃ”, এইস্থলে জীবই বর্ণিত হইয়াছে —এইপ্রকার যদি কেহ বলেন, তাঁহাকে বলিতে হইবে।৮

[সিঃ—অবস্থাত্রয়যুক্ততারূপ জীবলিঙ্গের নিরাকরণ। জীবত্ব অবিদ্যাকল্পিত, ব্রহ্মত্বই জীবের পারমার্থিক স্বরূপ।]

সিদ্ধান্ত—'আবির্ভূতস্বরূপস্তু' (—যে জীবের পারমার্থিক স্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছে, সেই জীবই এখানে বিবক্ষিত হইয়াছে) ইত্যাদি।৯ [সূত্রস্থ] তুশব্দটী পূর্ব্বপক্ষ নিরাকরণের জন্য।১০ পরবর্ত্তী [প্রজাপতির] বাক্য হইতেও এখানে (—দহরবাক্যে) জীবের আশঙ্কা (—জীবই দহরাকাশ, এইপ্রকার আশঙ্কা) সম্ভব হয় না, ইহাই [তুশব্দটীর] অর্থ।১১ তাহাতে হেতু কি?১২ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] সেইস্থলেও (—প্রজাপতিবাক্যেও) যে জীবের [পারমার্থিক] স্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছে, তাহার বিষয়েই বলিবার ইচ্ছা করা হইতেছে।১৩ 'আবির্ভূত হইয়াছে স্বরূপ ইহার'; এইরূপে [বহুব্রীহিসমাসদ্বারা] আবির্ভূত-স্বরূপশব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে।১৪ [কিন্তু শোধিতত্বংপদার্থ যে জীবের স্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছে, তিনি তো ব্রহ্মই হইয়া গিয়াছেন; তাঁহাকে আবার শ্রুতিতে 'সম্প্রসাদঃ' এবং সূত্রে 'আবির্ভূতস্বরূপঃ'—এইপ্রকারে পুংলিঙ্গ শব্দের প্রয়োগদ্বারা জীব বলা হইতেছে কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] ভূতপূর্ব্বগতিতে [তাঁহাকে] জীব বলা হইয়াছে (—ব্রহ্মাত্মজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে অবিদ্যাযুক্ত জীবের জীবত্বপ্রাপ্তি

শাঙ্করভাষ্যম্

এষঃ অক্ষিণি" (ছাঃ ৮।৭।৪) ইতি অক্ষিলক্ষিতং দ্রষ্টারং নির্দ্দিশ্য উদশরাবব্রাহ্মণেন এনং শরীরাত্মতায়াঃ ব্যুত্থাপ্য "এতং তু এব তে" (ছাঃ ৮।৯।৩, ৮।১০।৪, ৮।১১।৩) ইতি পুনঃ পুনঃ তমেব ব্যাখ্যেয়ত্বেন আকৃষ্য স্বপ্নসুষুপ্তোপন্যাসক্রমেণ "পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" (ছাঃ ৮।১২।৩) ইতি যৎ অস্য পারমার্থিকং স্বরূপং পরং ব্রহ্ম, তদ্রূপতয়া এনং জীবং ব্যাচষ্টে, ন জৈবেন

ভাষ্যানুবাদ

ছিল বলিয়া জীবের সেই পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া তদানীং ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও তাঁহাকে জীব বলা হইতেছে)।১৫ [বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞ এবং তুরীয় অবস্থার বর্ণনাত্মক যে প্রজাপতিবাক্য, তাহার তাৎপর্য্য বর্ণনা করিতেছেন—] এতদ্দ্বারা ইহাই বলা হইতেছে —"যঃ এষঃ অক্ষিণি", এইস্থলে অক্ষিশব্দের দ্বারা লক্ষিত দ্রষ্টাকে (—জীবকে) নির্দ্দেশ করিয়া 'উদশরাবব্রাহ্মণের দ্বারা (—ছাঃ ৮।৮ ব্রাহ্মণে বর্ণিত জলপূর্ণ পাত্রে শরীরের প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্তপ্রদর্শন দ্বারা) ইহাকে শরীরাত্মভাব হইতে ব্যুত্থাপিত করিয়া (—আত্মা শরীর নহে, ইহা বোধগম্য করাইয়া) "এতং তু এব তে" (—'এই আত্মাকেই তোমার নিকট পুনরায় ব্যাখ্যা করিব') এইপ্রকারে পুনঃ পুনঃ তাহাকেই (-ছাঃ ৮।৭।৪ শ্রুতিস্থ অক্ষিপুরুষরূপ জীবকেই) ব্যাখ্যেয়রূপে আকর্ষণ করতঃ [ছাঃ ৮।১০।১ এবং ৮।১১।১ ইত্যাদিস্থলে] স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই অবস্থাদ্বয়ের ক্রমশঃ উল্লেখদ্বারা "পরমজ্যোতিঃকে সাক্ষাদ্ভাবে অনুভব করিয়া স্বস্বরূপে অভিব্যক্ত হন", এইপ্রকারে যে পরব্রহ্ম ইহার (—জীবের) পারমার্থিক স্বরূপ, সেইরূপে (—সেই পরব্রহ্মরূপে) এই জীবকে ব্যাখ্যা করিতেছেন, কিন্তু জীবসম্বন্ধি রূপের দ্বারা নহে (—জীবত্ববিশিষ্ট লোকসিদ্ধ জীবরূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন না। (১৭) ।১৬ উপসম্পদ্যরূপে (—সাক্ষাৎ অনুভবযোগ্য বিষয়রূপে)

ভাবদীপিকা

(১৭) পূর্ব্বপক্ষী যে 'অবস্থাত্রয়যুক্ততারূপ' জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন (১৬ ভাবদীঃ), এইরূপে তাহা বিঘটিত হইল; কারণ জীবের যে জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় অজ্ঞাতজ্ঞাপিকা শ্রুতিতে উক্তস্থলে বর্ণিত হইয়াছে,তাহা লোকসিদ্ধ জীবের স্বরূপ বোধনের জন্য নহে, কিন্তু জীবের যথার্থ স্বরূপ উক্ত অবস্থাত্রয় হইতে ভিন্ন, ইহা বোধনের জন্য (—ত্বংপদার্থশোধনের জন্য)। তথাপি যদি পূর্ব্বপক্ষী উক্ত অবস্থাত্রয়যুক্ততাকে জীববোধক লিঙ্গরূপেই গ্রহণের জন্য আগ্রহ করেন, তাহা হইলে তাহা শ্রুতি ও লিঙ্গপ্রমাণবলে বাধিত হইবে। পূর্ব্বপক্ষী যে অক্ষিপুরুষকে (ছাঃ ৮।৭।৪) জীব মনে করিতেছেন, শ্রুতি তাহার উপন্যাস করিয়াই বলিতেছেন—"এষঃ আত্মা ইতি হোবাচ, এতদ্ অমৃতম্ অভয়ম্ এতদ্ ব্রহ্ম" (ঐ) ইত্যাদি। আত্মশব্দ যে পরমাত্মাতেই মুখ্য, ইহা বলা হইয়াছে (১।২।৫ অধিঃ ৭ ভাবদীঃ), ব্রহ্মশব্দও পরব্রহ্মে মুখ্য, সুতরাং তাহারা পরব্রহ্মবোধক শ্রুতি প্রমাণ। আর অমৃতত্ব, অভয়ত্ব প্রভৃতি পরমাত্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ, কারণ

শাঙ্করভাষ্যম্

রূপেণ।১৬ যৎ পরং জ্যোতিঃ উপসম্পত্তব্যং শ্রুতং, তৎ পরং ব্রহ্ম।১৭ তৎ চ অপহত পাপ্মত্বাদিধর্ম্মকং, তদেব চ জীবস্য পারমার্থিকং স্বরূপং, "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইত্যাদি শাস্ত্রেভ্যঃ, ন ইতরৎ উপাধিকল্পিতম্।১৮ যাবদেব হি স্থাণৌ ইব পুরুষবুদ্ধিং দ্বৈতলক্ষণাম্ অবিদ্যাং নিবর্ত্তয়ন্ কূটস্থনিত্যদৃক্স্বরূপম্ আত্মানম্ "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃঃ ১।৪।১০) ইতি ন প্রতিপদ্যতে, তাবৎ জীবস্য জীবত্বম্।১৯ যদা তু দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিসংঘাতাৎ ব্যুত্থাপ্য শ্রুত্যা প্রতিবোধ্যতে—নাসি ত্বং দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিসংঘাতঃ, নাসি সংসারী; কিং তর্হি? 'তদ্ যৎ সত্যং সঃ আত্মা চৈতন্যমাত্রস্বরূপঃ তত্ত্বমসি' ইতি, তদা

ভাষ্যানুবাদ

যে পরমজ্যোতিঃ শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছেন, তিনি পরব্রহ্ম।১৭ ['পাপরাহিত্য প্রভৃতি ধর্ম্মসকল জীবে সম্ভব', ইহা বলা হইয়াছে (৭ বাক্য)। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর তিনিই (—সেই পরমজ্যোতিঃ পরব্রহ্মই) পাপরাহিত্যাদি ধর্ম্মযুক্ত এবং তিনিই জীবের পারমার্থিক স্বরূপ, যেহেতু 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি শাস্ত্রসকল হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়, [পরন্তু জীবত্ব ও ব্রহ্মত্বরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয় জাগ্রত থাকিতে শাস্ত্রই বা কিপ্রকারে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা বোধ করাইবেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু উপাধিদ্বারা কল্পিত যে ইতর (—শরীরাদি উপাধিতে অভিমানযুক্ত যে জীব), তাহা [ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন] নহে। [অতএব বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্টতা ঔপাধিক হওয়ায় শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায় যে জীব ও ব্রহ্মের স্বাভাবিক অভিন্নতা, তাহাতে কোনপ্রকার বিরোধ হয় না।১৮ জীবের জীবত্ব ও সংসারিত্ব অবিদ্যাকল্পিত, ইহা অন্বয় ও ব্যতিরেকদ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন—] স্থাণুতে পুরুষবুদ্ধিকে নিবৃত্তিকরার ন্যায় যতদিন পর্য্যন্ত দ্বৈতরূপা অবিদ্যাকে নিবৃত্তি করিয়া কূটস্থ (—অবিকারী), নিত্য ও দৃক্স্বরূপ (—সাক্ষিস্বরূপ) আত্মাকে "আমিই ব্রহ্ম", এইরূপে জানিতে না পারে, ততদিন পর্য্যন্ত জীবের জীবত্ব অব্যাহত থাকে।১৯ [এক্ষণে ব্যতিরেক প্রদর্শন করিতেছেন—] কিন্তু যখন দেহ, ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির সংঘাত (—সমষ্টি) হইতে ব্যুত্থাপিত হইয়া শ্রুতিকর্ত্তৃক 'তুমি দেহ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির সমষ্টি নহ, সংসারীও নহ', তবে কি? 'সেই যাহা সত্যস্বরূপ ও চৈতন্যমাত্রস্বরূপ আত্মা, তাহাই তুমি' (ছাঃ ৬।৮।৭), এইরূপে প্রতিবুদ্ধ হয় (—তাদৃশ অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করে); তখন কূটস্থ নিত্য ও সাক্ষি-

ভাবদীপিকা

"আত্মত্বামৃতত্বে মুখ্যে পরমাত্মনি উপপদ্যতে" (১।২।১৮ সূঃ ১৮ বাক্য)। অতএব ব্রহ্মবোধক এই শ্রুতিপ্রমাণদ্বয় ও উক্ত লিঙ্গপ্রমাণসকলের বলে জীববোধক উক্ত লিঙ্গপ্রমাণ বাধিত হইল।

স্বয়ভাষ্যম্

কূটস্থনিত্যদৃক্স্বরূপম্ আত্মানং প্রতিবুধ্য অস্মাৎ শরীরাদ্যভিমানাৎ সমুত্তিষ্ঠন্ সঃ এব কূটস্থনিত্যদৃক্স্বরূপঃ আত্মা ভবতি, "সঃ যঃ হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুঃ৩।২।৯) ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ।২০ তদেব চ অস্য পারমার্থিকং স্বরূপং যেন শরীরাৎ সমুত্থায় স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে।২১ কথং পুনঃ স্বং চ রূপম স্বেন এব চ নিষ্পদ্যতে ইতি সম্ভবতি কূটস্থনিত্যস্য ? ২২ সুবর্ণাদীনাং তু দ্রব্যান্তরসম্পর্কাৎ অভিভূতস্বরূপাণাম্ অনভিব্যক্তাসাধারণবিশেষাণাং ক্ষারপ্রক্ষেপাদিভিঃ শোধ্যমানানাং স্বরূপেণ অভিনিষ্পত্তিঃ স্যাৎ।২৩ তথা নক্ষত্রাদীনাম্ অহনি অভিভূতপ্রকাশানাম্ অভিভাবকবিয়োগে রাত্রৌ স্বরূপেণ

ভাষ্যানুবাদ

স্বরূপ আত্মাকে অবগত হইয়া এই শরীরাদিতে যে অভিমান, তাহা হইতে উত্থিত হইয়া (—শরীরাদিতে আমি ও আমার অভিমান ত্যাগ করিয়া) তাহাই (—সেই ব্যুত্থিত জীবই) কূটস্থ নিত্য এবং সাক্ষিস্বরূপ আত্মা হইয়া যান, "যিনি সেই পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান", ইত্যাদি শ্রুতিসকল হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়।২০ [আচ্ছা, জীবের সংসারিত্ব ও ব্রহ্মত্ব উভয়কেই যথার্থ বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছ না কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া (—দেহাত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া) যে স্বস্বরূপে অভিব্যক্তি, তাহাই (—সেই স্বরূপটাই) ইহার (—জীবের) পারমার্থিকস্বরূপ (—যাহা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া স্বস্বরূপে অভিব্যক্তি হয়, সেই শরীরাদিবিশিষ্ট রূপটাই জীবের অবিদ্যাকল্পিত রূপ, তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে তাহা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া স্বস্বরূপে অভিব্যক্তি অনুপপন্ন হইয়া পড়িত।২১ অতএব জীবের সংসারিত্ব কল্পিত ও ব্রহ্মত্বই যথার্থ, ইহাই সিদ্ধ হয়]।

[শঙ্কা—"শরীরাৎ সমুত্থায় স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" (ছাঃ ৮।১২।৩) এই শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যা বিষয়ে সংশয়। দর্শনাদি-আত্মক যে জীবের জীবত্ব, তাহা সদাই অভিব্যক্ত হওয়ায় স্বরূপাভিব্যক্তি সিদ্ধ হয় না।]

সংশয়—আচ্ছা, যিনি (—স্বরূপতঃ ব্রহ্মভূত যে জীব) কূটস্থনিত্য, তাঁহার পক্ষে, তাঁহার নিজের স্বরূপ নিজের দ্বারাই নিষ্পন্ন (—অভিব্যক্ত) হয়, ইহা কিপ্রকারে সম্ভব ?২২ দেখ, [পার্থিব মলাদিরূপ] অন্য দ্রব্যের সহিত সম্পর্কবশতঃ যাহাদের স্বরূপ অভিভূত হয়, [অর্থাৎ] যাহাদের [ভাস্বরত্ব প্রভৃতি অসাধারণ বিশেষ ধর্ম্মসকল অনভিব্যক্ত হয় এবং ক্ষার (—সোহাগা) প্রক্ষেপ প্রভৃতির দ্বারা যাহারা শোধিত হয়, সেই সুবর্ণ প্রভৃতির কিন্তু স্বস্বরূপে অভিব্যক্তি হইতে পারে।২৩ এইরূপে দিবসে যাহাদের প্রকাশ অভিভূত হয়, সেই যে নক্ষত্র প্রভৃতি, [সূর্য্যালোকরূপ] অভিভাবকের অভাব হইলে রাত্রিকালে তাহাদের

শাঙ্করভাষ্যম্

অভিনিষ্পত্তিঃ স্যাৎ ।২৪ নতু তথা আত্মচৈতন্যজ্যোতিষঃ নিত্যস্য কেনচিৎ অভিভবঃ সম্ভবতি, অসংসর্গিত্বাৎ ব্যোম্নঃ ইব ।২৫ দৃষ্টবিরোধাৎ চ ।২৬ দৃষ্টিশ্রুতিমতিবিজ্ঞাতয়ঃ হি জীবস্য স্বরূপম্ ।২৭ তচ্চ শরীরাৎ অসমুত্থিতস্য অপি জীবস্য সদা নিষ্পন্নম্ এব দৃশ্যতে, সর্ব্বং হি জীবঃ পশ্যন্ শৃণ্বন্ মন্বানঃ বিজানন্ ব্যবহরতি, অন্যথা ব্যবহারানুপপত্তেঃ ।২৮ তচ্চেৎ শরীরাৎ সমুত্থিতস্য নিষ্পদ্যেত, প্রাক্‌সমুত্থানাৎ দৃষ্টঃ ব্যবহারঃ বিরুধ্যেত ।২৯

ভাষ্যানুবাদ

স্বস্বরূপে অভিব্যক্তি হইতে পারে ।২৪ কিন্তু নিত্য যে আত্মচৈতন্যজ্যোতিঃ, কাহারও দ্বারা তাঁহার অভিভব সম্ভব নহে ; যেহেতু তিনি আকাশের ন্যায় অসঙ্গ, [সেইহেতু স্বরূপের আবরক কোন পদার্থের সহিত তাঁহার সংসর্গ হয় না বলিয়া স্বরূপাভিব্যক্তির প্রশ্নই উঠে না ।২৫ যদি বলা হয়—জীবের স্বরূপ অজ্ঞানবশতঃ অভিভূত থাকে, জ্ঞানবলে তাহার যে অভিব্যক্তি, তাহাই স্বস্বরূপে অভিব্যক্তি-রূপে বর্ণিত হইতেছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর দৃষ্টবিরোধবশতঃ 'তাহা অঙ্গীকার করা যায় না' ২৬ [ইহাই পরিষ্কার করিতেছেন—] দর্শন শ্রবণ মনন ও বিজ্ঞান, ইহারাই জীবের প্রসিদ্ধ স্বরূপ (১৮) ।২৭ আর তাহা (—দর্শন ও শ্রবণাদি ব্যবহার) শরীর হইতে অসমুত্থিত (—শরীরাভিমানী অজ্ঞ) জীবেরও সদা নিষ্পন্নরূপে (—স্বভাবতঃ সদা বর্ত্তমানরূপে) পরিদৃষ্ট হয়, যেহেতু সকল জীবই দর্শন শ্রবণ মনন এবং [বিষয়বিষয়ক] জ্ঞানকরতঃই ব্যবহার করিয়া থাকে, অন্যথা ব্যবহারই সম্ভব হয় না ।২৮ [ব্যবহারের অসম্ভাবনাকে পরিস্ফুট করিতেছেন—] তাহা (—সেই দর্শনাদিব্যবহার) যদি যিনি শরীরাত্মাভিমানরহিত, তাঁহারই নিষ্পন্ন হয়, তাহা হইলে দেহাত্মাভিমান ত্যক্ত হইবার পূর্ব্বে যে [দর্শন ও শ্রবণাদিরূপ] ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়, তাহা বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে (—ব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া

ভাবদীপিকা

(১৮) "বিজ্ঞানঘনঃ এব" (বৃঃ ২।৪।১২) ইত্যাদি শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায় যে আত্মা চৈতন্যমাত্রস্বরূপ। অনির্ব্বচনীয় অনাদি অবিদ্যাজাত অন্তঃকরণে যে সেই চৈতন্যমাত্র-স্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব, তাহাই জীবপদবাচ্য। আবার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারে যখন অন্তঃকরণের বিষয়াকারে পরিণাম (—বৃত্তি) হয়, তখন উক্ত বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই দৃষ্টি (—দর্শন), শ্রুতি (—শ্রবণ) ইত্যাদি শব্দের দ্বারা অভিহিত হয়। এইরূপে যে চৈতন্য অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইয়া জীবপদবাচ্য হয়, সেই চৈতন্যই অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া দৃষ্টি, শ্রুতি, মতি ইত্যাদি পদবাচ্য হয় এবং জীবের দর্শন, শ্রবণ ও মননাদি ব্যবহারের সম্পাদক হইয়া থাকে। আর এই দর্শন শ্রবণ ও মনন প্রভৃতির দ্বারাই জীবের জীবত্ব অবগত হওয়া যায় বলিয়া দর্শন ও শ্রবণ প্রভৃতিকে এখানে জীবের স্বরূপ বলা হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

অতঃ কিমাত্মকম্ ইদং শরীরাৎ সমুত্থানং, কিমাত্মিকা বা স্বরূপেণাভিনিষ্পত্তিঃ ইতি ?৩০ অত্র উচ্যতে—প্রাক্ বিবেক-জ্ঞানোৎপত্তেঃ শরীরেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনোপাদিভিঃ অবিবিক্তম্ ইব জীবস্য দৃষ্ট্যাদিজ্যোতিঃ স্বরূপং ভবতি, যথা শুদ্ধস্য স্ফটিকস্য স্বাচ্ছ্যং শৌক্ল্যং চ স্বরূপং প্রাক্ বিবেকগ্রহণাৎ রক্ত-নীলাদ্যুপাদিভিঃ অবিবিক্তম্ ইব ভবতি ।৩১ প্রমাণজনিত-বিবেকগ্রহণাৎ তু পরাচীনঃ স্ফটিকঃ স্বাচ্ছ্যেন শৌক্ল্যেন চ স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে ইতি উচ্যতে ; প্রাগপি তথৈব সন্ ।৩২ তথা দেহাদ্যুপাধ্যবিবিক্তস্য এব সতঃ জীবস্য শ্রুতিকৃতং বিবেক-বিজ্ঞানং শরীরাৎ সমুত্থানং, বিবেকজ্ঞানফলং স্বরূপেণ অভি-নিষ্পত্তিঃ কেবলাত্মস্বরূপাবগতিঃ ।৩৩ তথা বিবেকাবিবেকমাত্রেণ

ভাষ্যানুবাদ

যাইবে)।২৯ অতএব (—জীবের এই দর্শনাদিস্বরূপ সদাই ব্যক্ত হওয়ায়) শরীর হইতে এই সমুত্থানটী কিমাত্মক এবং স্বস্বরূপে অভিব্যক্তিটীই বা কিমাত্মিকা (—উক্ত শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য্য কি) ?৩০

[সিঃ—অসঙ্গ আত্মার দৃষ্ট্যাদিস্বরূপতা অবিদ্যাকৃত, বিবেকোত্থজ্ঞানবলে শরীরাভিমানরাহিত্যই "শরীর হইতে সমুত্থান" এবং 'ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের অভিব্যক্তিই' স্বরূপে অভিনিষ্পত্তি।]

সিদ্ধান্ত এই বিষয়ে বলা হইতেছে—শরীর ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বিষয় ও বেদনা-রূপ (—হর্ষশোকাদিরূপ) উপাধিসকলের সহিত যেন অপৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত যে দৃষ্টি প্রভৃতি জ্যোতিঃ (—তত্তৎ বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য), তাহারা বিবেক-জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে জীবের স্বরূপ হইয়া থাকে (—তদ্রূপে প্রতিভাত হয়); যেমন শুদ্ধ স্ফটিকের যে স্বচ্ছতা ও শুক্লতারূপ স্বরূপ, তাহা [সন্নিহিত লোহিতাদিবর্ণ-বিশিষ্ট বস্তু হইতে] পৃথগ্‌রূপে গ্রহণের পূর্ব্বে লোহিত এবং নীলাদি উপাধির সহিত যেন অপৃথগ্‌ই হইয়া থাকে ।৩১ কিন্তু [প্রত্যক্ষাদি] প্রমাণজনিত যে বিবেকগ্রহণ (—স্ফটিক ও লোহিতাদিবর্ণবিশিষ্ট বস্তুর পার্থক্য জ্ঞান), তাহার অনন্তর স্ফটিক স্বচ্ছতা ও শুক্লতারূপ স্বকীয় রূপের দ্বারা অভিনিষ্পন্ন (—অভিব্যক্ত) হয়, এইপ্রকার বলা হয় ; যদিও [পৃথগ্‌রূপে গ্রহণের] পূর্ব্বেও [স্ফটিক] তদ্রূপেই (—স্বচ্ছ এবং শুক্লরূপেই) বর্ত্তমান থাকে ।৩২ এইরূপেই দেহাদি উপাধি হইতে অপৃথগ্‌-ভাবে অবস্থিত যে জীব, তাহার যে শ্রুতিকৃত (—'যঃ অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" (বৃঃ ৪।৩।৭) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে সমুত্থিত) বিবেকজ্ঞান (—আত্মা শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন, এইপ্রকার শুদ্ধ ত্বংপদার্থের জ্ঞান), তাহাই শরীর হইতে সমুত্থান এবং [তাদৃশ] বিবেকজ্ঞানের ফল যে শুদ্ধ আত্মস্বরূপের অবগতি (—ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞান), তাহাই স্বরূপে অভিনিষ্পত্তি (—স্বস্বরূপে অভিব্যক্তি) ।৩৩

শাঙ্করভাষ্যম্

এব আত্মনঃ অশরীরত্বং সশরীরত্বং চ, মন্ত্রবর্ণাৎ "অশরীরং শরীরেষু" (কঠ ১।২।২২) ইতি।৩৪ "শরীরস্থঃ অপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে" (গীতা ১৩.৩১) ইতি চ সশরীরত্বাশরীরত্ব-বিশেষাভাবস্মরণাৎ।৩৫ তস্মাৎ বিবেকবিজ্ঞানাভাবাৎ অনাবির্ভূতস্বরূপঃ সন্, বিবেকবিজ্ঞানাৎ আবির্ভূতস্বরূপঃ ইতি উচ্যতে।৩৬ ন তু অন্যাদৃশৌ আবির্ভাবানাবির্ভাবৌ স্বরূপস্য সম্ভবতঃ, স্বরূপত্বাৎ এব।৩৭ এবং মিথ্যাজ্ঞানকৃতঃ এব জীবপরমেশ্বরয়োঃ ভেদঃ, ন বস্তুকৃতঃ; ব্যোমবৎ অসঙ্গত্বাবিশেষাৎ।৩৮

ভাষ্যানুবাদ

[যদি বলা হয়—উৎক্রমণকেই শরীর হইতে সমুত্থান বলিয়া বুঝিতে হইবে, ত্বংপদার্থের শোধন তাহার অর্থ নহে; কারণ জীবের যে সশরীরতা, তাহাই বাস্তব, লোকপ্রসিদ্ধির বিরোধবশতঃ তাহাকে অবিদ্যাকৃত (—মিথ্যা) বলা যায় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] উক্তপ্রকারে [শরীরাদিসংঘাত ও আত্মার মধ্যে] বিবেক ও অবিবেকমাত্র দ্বারাই আত্মার অশরীরত্ব ও সশরীরত্ব হইয়া থাকে, যেহেতু "শরীর-সকলের মধ্যে শরীরবিহীনরূপে বর্ত্তমান", এইপ্রকার মন্ত্রবর্ণ আছে, [অতএব সশরীরত্ব অবিদ্যাকল্পিত, ইহা সিদ্ধ হয় বলিয়া বিবেকজ্ঞানই (—ত্বংপদার্থের শোধনই) শরীর হইতে সমুত্থান, ইহাই নির্ণীত হয়।৩৪ কিন্তু স্বকর্ম্মার্জ্জিত শরীরে কর্ম্মফলভোগ অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় জীবদ্দশাতে স্বস্বরূপের অভিব্যক্তি কিপ্রকারে সম্ভব হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর "হে কুন্তীনন্দন, [এই অব্যয় আত্মা] শরীরে অবস্থিত হইলেও কিছুই করেন না, এবং [কর্ম্মফলের সহিত] লিপ্তও হন না", এইপ্রকারে সশরীত্ব ও অশরীরত্বের মধ্যে বিশেষের (—ভেদের) অভাব স্মৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া (—যিনি অশরীর, যাঁহার শরীরই নাই, শরীরাভিমানের অভাববশতঃ যেমন শরীরকৃত দোষের সহিত তিনি লিপ্ত হন না, এইরূপে যিনি সশরীর, শরীরের মধ্যে বর্ত্তমান আছেন, কিন্তু শরীরে অভিমানশূন্য, শরীর কর্ম্মাদিতে ব্যাপৃত হইলেও তিনি তৎকৃত কর্ম্মাদির সহিত লিপ্ত হন না; এইপ্রকারে সশরীরতা ও অশরীরতার মধ্যে ভেদের অভাব স্মৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া) 'জীবদ্দশাতেও স্বস্বরূপের অভিব্যক্তি বিরুদ্ধ নহে'।৩৫ সেইহেতু (—এইপ্রকারে শ্রুতি এবং স্মৃতি একই অর্থ প্রতিপাদন করে বলিয়া, শরীরাদি-সংঘাত ও আত্মার মধ্যে] বিবেকজ্ঞানের অভাববশতঃ যিনি অনাবির্ভূতস্বরূপ ছিলেন, বিবেকজ্ঞানবশতঃ তিনি হন আবির্ভূতস্বরূপ, ইহাই ["আবির্ভূতস্বরূপস্তু", এই সূত্রাংশে] বলা হইতেছে।৩৬ স্বরূপের কিন্তু অন্যপ্রকার (—কোন স্থল হইতে উদ্ভূত হইল, কোন স্থলে বিলীন হইল, এইপ্রকার মুখ্য) আবির্ভাব বা তিরোভাব

শাঙ্করভাষ্যম্

কুতশ্চ এতৎ এবং প্রতিপত্তব্যম্ ?৩৯ যতঃ "যঃ এষঃ অক্ষিণি পুরুষঃ দৃশ্যতে" (ছাঃ ৮।৭।৪) ইতি উপদিশ্য "এতৎ অমৃতম্ অভয়ম্ এতৎ ব্রহ্ম" (ঐ) ইতি উপদিশতি।৪০ যঃ অক্ষিণি প্রসিদ্ধঃ দ্রষ্টা দ্রষ্টৃত্বেন বিভাব্যতে, সঃ অমৃতাভয়লক্ষণাৎ ব্রহ্মণঃ অন্যঃ চেৎ স্যাৎ, ততঃ অমৃতাভয়ব্রহ্মসামানাধিকরণ্যং ন স্যাৎ।৪১ নাপি প্রতিচ্ছায়াত্মা অয়ম্ অক্ষিলক্ষিতঃ নির্দ্দিশ্যতে, প্রজাপতেঃ

ভাষ্যানুবাদ

সম্ভব হয় না, যেহেতু তাহা [নিজেরই] স্বরূপ (১৯)।৩৭ এইপ্রকারে জীব ও পরমেশ্বরের যে ভেদ, তাহা মিথ্যা জ্ঞানকৃতই হইয়া থাকে, কিন্তু বস্তুকৃত নহে (—বস্তুর স্বভাববশতঃ তাহা হয় না); যেহেতু [জীব ও পরমেশ্বর] আকাশের ন্যায় অবিশেষভাবে অসঙ্গ (—নির্লেপ, অংশাংশিভাবশূন্য)।৩৮

[সিঃ—প্রজাপতির বাক্যপর্য্যালোচনাদ্বারা জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা প্রতিপাদন।]

আর কোন্ হেতুবশতঃ ইহাকে (—জীব ও পরমেশ্বরের বিভিন্নতাকে) এই-প্রকার (—মিথ্যাজ্ঞানকৃত) বুঝিতে হইবে ?৩৯ [তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু [প্রজাপতি] "এই যে চক্ষুর মধ্যে পুরুষ পরিদৃষ্ট হইতেছেন", এইপ্রকার উপদেশ করিয়া "ইনি অমৃতস্বরূপ ও অভয়স্বরূপ, ইনি ব্রহ্ম" (২০) এইপ্রকারে উপদেশ করিতেছেন। [অতএব জীবের ব্রহ্মস্বরূপতাই এখানে প্রতিপাদিত হইয়াছে।৪০ ইহাই ব্যতিরেকমুখে প্রদর্শন করিতেছেন—] চক্ষুতে যে প্রসিদ্ধ দ্রষ্টা দ্রষ্টৃরূপে প্রতিভাত হইতেছেন, তিনি যদি অমৃত ও অভয়স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইতেন, তাহা হইলে অমৃত ও অভয়স্বরূপ ব্রহ্মের সহিত [অক্ষিপুরুষের] সামানাধিকরণ্য হইত না (—প্রজাপতি অক্ষিপুরুষকে 'অমৃত' 'অভয়' ইত্যাদি সমানবিভক্তিযুক্ত পদপ্রয়োগদ্বারা উপদেশ করিতেন না)।৪১ [যদি বলা হয়—এখানে অক্ষিস্থ ছায়ারূপ প্রতীকে ব্রহ্মোপাসনা বিবক্ষিত হইয়াছে বলিয়া উক্ত প্রকারে সামানাধিকরণ্য হইয়াছে, জীবের ব্রহ্মস্বরূপতা প্রতিপাদনের জন্য নহে,

ভাবদীপিকা

(১৯) ভাব এই যে—যাহার আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়, তাহা বিনশ্বর। নিজের স্বরূপ, অর্থাৎ আত্মা বিনশ্বর হইলে নৈরাত্ম্যবাদ প্রসক্ত হইবে। ইহা অনুভববিরুদ্ধ, কারণ 'আমি নাই' এইপ্রকার অনুভব কেহ করে না। যদি বলা হয়—হাঁ, তাহা করে, তদুত্তরে বলা যায়—সেই জ্ঞানের প্রকাশকরূপে আত্মার অস্তিত্বই সিদ্ধ হইয়া পড়ে।

(২০) সিদ্ধান্তী এইস্থলে যে অমৃতত্ব ও অভয়ত্বরূপ ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ এবং ব্রহ্মশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন, বোধসৌকর্য্যের জন্য তাহা আমরা প্রমাণের বলাবলবিচারপ্রসঙ্গে পূর্ব্বেই ১৭ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে প্রদর্শন করিয়াছি। যাহাহউক উক্ত শ্রুতি ও লিঙ্গপ্রমাণের বলে জীবের ব্রহ্মস্বরূপতাই এখানে প্রতিপাদিত হইতেছে, ইহাই নির্ণীত হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

মৃষাবাদিত্বপ্রসঙ্গাৎ ।৪২ তথা দ্বিতীয়ে অপি পর্য্যায়ে "যঃ এষঃ স্বপ্নে মহীয়মানঃ চরতি" (ছাঃ ৮।১০।১) ইতি ন প্রথমপর্য্যায়নির্দ্দিষ্টাৎ অক্ষিপুরুষাৎ দ্রষ্টুঃ অন্যঃ নির্দ্দিষ্টঃ, "এতং তু এব তে ভূয়ঃ অনুব্যাখ্যাস্যামি" (ছাঃ ৮।৯।৩) ইতি উপক্রমাৎ ।৪৩ কিঞ্চ 'অহম্ অদ্য স্বপ্নে হস্তিনম্ অদ্রাক্ষং, ন ইদানীং তং পশ্যামি' ইতি দৃষ্টম্ এব প্রতিবুদ্ধঃ প্রত্যাচষ্টে; দ্রষ্টারং তু তম্ এব প্রত্যভিজানাতি—'যঃ এব অহং স্বপ্নম্ অদ্রাক্ষং, সঃ এব অহং জাগরিতং পশ্যামি' ইতি ।৪৪ তথা তৃতীয়ে অপি পর্য্যায়ে "ন অহ খলু অয়ম্ এবং

ভাষ্যানুবাদ

তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর অক্ষির দ্বারা উপলক্ষিত এই ছায়াত্মাও (—চক্ষুতে প্রতিবিম্বিত ছায়াপুরুষও, উপাসনার জন্য] নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন না, কারণ তাহা হইলে প্রজাপতি মিথ্যাবাদী হইয়া পড়িবেন (২১) ।৪২ [যদি বলা হয়—দ্বিতীয় পর্য্যায়ে (—ছা: ৮।১০।১) স্বপ্নাবস্থাযুক্ত জীব বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য বর্ণিত হয় নাই। তদুত্তরে বলিতেছেন—] এইরূপে (—প্রথম পর্য্যায়ে সামানাধিকরণ্যবশতঃ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যের ন্যায়) দ্বিতীয় পর্য্যায়েও (— দ্বিতীয়বার প্রত্যাবৃত্ত আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু ইন্দ্রের প্রতি প্রজাপতির উপদেশবাক্যেও) "এই যিনি স্বপ্নে [বনিতাদি বিষয়সকলের দ্বারা] পূজিত হইয়া বিচরণ করেন (— বিবিধপ্রকার স্বাপ্নবিষয়সকল উপভোগ করেন") এইপ্রকারে, প্রথম পর্য্যায়ে নির্দ্দিষ্ট যে দ্রষ্টৃরূপ অক্ষিপুরুষ, তাঁহা হইতে ভিন্ন কিছু নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; যেহেতু ইঁহাকেই (— এই অক্ষিপুরুষকেই) কিন্তু আমি পুনরায় তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিব", এইপ্রকারে বর্ণনারম্ভ করা হইয়াছে। [অতএব জাগ্রদাদি অবস্থাসকল ব্যভিচারী হওয়ায় এবং সেই অবস্থাসকলে অনুস্যূত জীবাত্মা অসঙ্গ হওয়ায় জীবের ব্রহ্মস্বরূপতাই দ্বিতীয় পর্য্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।৪৩ অবস্থাসকল ব্যভিচারী হইলেও তাহাতে অনুস্যূত অবস্থাবান্ জীব অসঙ্গ ও অভিন্ন ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—] আর দেখ, 'আমি অদ্য স্বপ্নে হস্তী দর্শন করিয়াছিলাম, এখন কিন্তু তাহা দেখিতেছি না', এইরূপে জাগরিত ব্যক্তি [স্বপ্নে] দৃষ্ট বস্তুরই প্রতিষেধ করে; কিন্তু 'যে আমি স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলাম, সেই আমিই জাগ্রৎকালীন বিষয়সকল দর্শন করিতেছি', এইরূপে সেই [অভিন্ন] দ্রষ্টাকেই প্রত্যভিজ্ঞা করে।৪৪ [যদি বলা হয়— আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, সুষুপ্তিতে কিন্তু কোনপ্রকার জ্ঞান থাকে না। সেইহেতু সেই

ভাবদীপিকা

(২১) ভাব এই—আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু শিষ্যকে তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কিছু উপদেশ করিলে প্রজাপতি অবশ্যই মিথ্যাবাদী ও প্রতারক হইয়া পড়িবেন। ছাঃ ৮।১২।১ ভাষ্য দ্রঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

সম্প্রতি আত্মানং জানাতি—অয়ম্ অহম্ অস্মি ইতি, নো এব ইমানি ভূতানি" (ছাঃ ৮।১১।১) ইতি সুষুপ্তাবস্থায়াং বিশেষবিজ্ঞানাভাবম্ এব দর্শয়তি, ন বিজ্ঞাতারং প্রতিষেধতি।৪৫ যত্তু তত্র "বিনাশম্ এব অপীতঃ ভবতি" (ঐ) ইতি, তদপি বিশেষবিজ্ঞানবিনাশাভিপ্রায়ম্ এব, ন বিজ্ঞাতৃবিনাশাভিপ্রায়ম্; "নহি বিজ্ঞাতুঃ বিজ্ঞাতেঃ বিপরিলোপঃ বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ" (বৃঃ ৪।৩।৩০) ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ।৪৬ তথা চতুর্থে অপি পর্য্যায়ে "এতং তু এব তে ভূয়ঃ অনুব্যাখ্যাস্যামি নো এব অন্যত্র এতস্মাৎ" (ছাঃ ৮।১১।৩) ইতি উপক্রম্য "মঘবন্, মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীরম্" (ছাঃ ৮।১২।১) ইত্যাদিনা প্রপঞ্চেন শরীরাদ্যুপাধিসম্বন্ধপ্রত্যাখ্যানেন সম্প্রসাদশব্দোদিতং জীবং "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" (ছাঃ ৮।১২।৩) ইতি ব্রহ্মস্বরূপাপন্নং দর্শয়ন্ ন পরস্মাৎ ব্রহ্মণঃ অমৃতাভয়স্বরূপাৎ অন্যং

ভাষ্যানুবাদ

অবস্থাতে আত্মাও থাকে না বুঝিতে হইবে। অতএব এতাদৃশ অনিত্য জীবাত্মার সহিত নিত্যপরমাত্মার অভিন্নতা কিপ্রকারে সম্ভব হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] এইরূপে তৃতীয় পর্য্যায়েও "ইনি (—সুষুপ্তি অবস্থাগত অক্ষিপুরুষরূপ জীবাত্মা) সম্প্রতি (—সুষুপ্তিতে) 'আমি এইপ্রকার', এইরূপে নিজেকে অবশ্যই জানেন না এবং এই ভূতসকলকেও জানেন না", এইপ্রকারে সুষুপ্তাবস্থাতে বিশেষ জ্ঞানের অভাবই [শ্রুতি] প্রদর্শন করিতেছেন, কিন্তু বিজ্ঞাতাকে প্রতিষেধ করিতেছেন না।৪৫ আর যে সেখানে "ইনি যেন বিনাশই প্রাপ্ত হন", এইপ্রকার বাক্য আছে, তাহাও বিশেষ বিজ্ঞানের বিনাশের (—অভাবের) অভিপ্রায়েই বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বিজ্ঞাতার অভাবের অভিপ্রায়ে বর্ণিত হয় নাই, যেহেতু "বিজ্ঞাতার যে বিজ্ঞান (—স্বভাবভূত জ্ঞান), তাহার কদাপি বিনাশ হয় না, যেহেতু তাহা অবিনাশী (—নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানস্বরূপ আত্মা সদাই বর্ত্তমান থাকেন"), এইপ্রকার অন্য শ্রুতি আছে। [অতএব সুষুপ্তিকালে আত্মা থাকেন না, ইহা বলা যায় না]।৪৬ এইরূপে চতুর্থ পর্য্যায়েও "ইঁহাকেই (—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে যাঁহার কথা বলিয়াছি, সেই অক্ষিপুরুষকেই) আমি পুনরায় তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিব, এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কিছু বলিব না", এইরূপে আরম্ভ করিয়া "হে ইন্দ্র, এই শরীর মরণশীল", ইত্যাদিপ্রকারে বিস্তৃতভাবে বর্ণনাদ্বারা শরীরাদি উপাধির সহিত যে সম্বন্ধ, তাহাকে নিরাকরণ করতঃ "স্বস্বরূপে অভিব্যক্ত হয়", এইপ্রকারে সম্প্রসাদশব্দবাচ্য জীবকে ব্রহ্মস্বরূপাপন্নরূপে প্রদর্শন করতঃ [প্রজাপতি] অমৃতস্বরূপ ও অভয়স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে জীবকে ভিন্নভাবে প্রদর্শন করিতেছেন না।৪৭ [অতএব জাগ্রদাদি অবস্থা-

শাঙ্করভাষ্যম্

জীবং দর্শয়তি ।৪৭ কেচিৎ তু পরমাত্মবিবক্ষায়াম্ "এতং তু এব তে" (ছাঃ ৮।৯।৩) ইতি জীবাকর্ষণম্ অন্যায্যং মন্যমানাঃ এতম্ এব বাক্যোপক্রমসূচিতম্ অপহতপাপ্মত্বাদিগুণকম্ আত্মানং তে ভূয়ঃ অনুব্যাখ্যাস্যামি ইতি কল্পয়ন্তি ।৪৮ তেষাম্ "এতম্" ইতি সন্নিহিতাবলম্বিনী সর্ব্বনামশ্রুতিঃ বিপ্রকৃষ্যেত ।৪৯ "ভূয়ঃ"শ্রুতিশ্চ উপরুধ্যেত, পর্য্যায়ান্তরাভিহিতস্য পর্য্যায়ান্তরে অনভিধীয়মানত্বাৎ ।৫০ "এতং তু এব তে" (ছাঃ ৮।৯।৩) ইতি চ প্রতিজ্ঞায় প্রাক্

ভাষ্যানুবাদ

ত্রয়ের সহিত সংসর্গরহিত অসঙ্গ জীব যে পরমাত্মাই এবং জীব ও পরমেশ্বরের ভেদ যে মিথ্যাজ্ঞানকৃত, ইহা নিশ্চিত হইল]।

[একদেশিব্যাখ্যাতে দোষ প্রদর্শন। "এতং তু" ইত্যাদি বাক্যে 'এতং'শব্দে পরমেশ্বর গ্রহণীয় নহে, কিন্তু জীবই গ্রহণীয়; কারণ প্রজাপতির বাক্যে জীবের অনুবাদকরতঃ তাহার ব্রহ্মত্ব জ্ঞাপিত হইয়াছে।]

'পরমাত্মবিষয়ক বিবক্ষা (—বলিবার ইচ্ছা) হইলে "এতং তু এব তে" এইপ্রকারে জীবকে আকর্ষণ করা অন্যায্য, [কারণ জীবাত্মা ও পরমাত্মা বিভিন্ন পদার্থ], এইরূপ যাঁহারা মনে করেন, এইপ্রকার কোন কোন ব্যক্তি কিন্তু ["এতং তু এব তে" (ছাঃ ৮।৯।৩), এই শ্রুতির অর্থ—] 'বাক্যের প্রারম্ভে সূচিত পাপরাহিত্যাদিগুণযুক্ত এই আত্মাকে তোমার নিকট পুনরায় ব্যাখ্যা করিব', এইপ্রকারে কল্পনা করেন।৪৮ [তাহা সঙ্গত নহে, কারণ] তাঁহাদের 'এতম্' এই সন্নিহিতাবলম্বিনী (–নিকটবর্ত্তী বস্তুর বোধ উৎপাদিকা) সর্ব্বনামপদরূপ শ্রুতিটী দূরান্বয়ী হইয়া পড়িবে (—তাহা নিকটবর্ত্তী ছাঃ ৮।৭।৪ শ্রুত্যুক্ত অক্ষিপুরুষরূপ জীবকে না বুঝাইয়া দূরবর্ত্তী ছাঃ ৮।৭।১ শ্রুত্যুক্ত পরমেশ্বরকে বুঝাইবে, তাহা সঙ্গত নহে)।৪৯ আর [ছাঃ ৮।১০।৪ শ্রুত্যুক্ত] "ভূয়ঃ" (—পুনঃ পুনঃ) এই শ্রুতিটীও বাধিত হইয়া পড়িবে, কারণ একটী পর্য্যায়ে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, পর্য্যায়ান্তরে তাহা বর্ণিত হইতেছে না (২২)।৫০ আর "ইঁহাকেই (–একদেশীর অভিমত পাপরাহিত্যাদিগুণযুক্ত আত্মাকেই) তোমার নিকট পুনরায় ব্যাখ্যা করিব", এইপ্রকার প্রতিজ্ঞা

ভাবদীপিকা

(২২) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—উক্ত বস্তুর পুনঃ পুনঃ উক্তি হইলেই 'ভূয়ঃ-শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। প্রস্তাবিতস্থলে শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ 'ভূয়ঃ' এই শব্দের শ্রবণ হইতেছে, তাহা তোমার মতবাদ স্বীকার করিলে বাধিত হইয়া পড়িবে। কারণ তোমার মতে ছাঃ ৮।৯।৩ শ্রুত্যুক্ত 'এতম্' শব্দে ছাঃ ৮।৭।১ শ্রুত্যুক্ত পরমেশ্বর গৃহীত হইলে, সেই পরমেশ্বর পুনরায় চতুর্থ-পর্য্যায়ে ছাঃ ৮।১২।৩ কণ্ডিকাতে "পরমজ্যোতিঃ" ইত্যাদিরূপে বর্ণিত হওয়ায় মধ্যে ছাঃ ৮।১০।৪ কণ্ডিকাতে পঠিত 'ভূয়ঃ'শব্দটী বাধিত হইয়া পড়িবে, কারণ সেইস্থলে পরমাত্মা বর্ণিত না হইয়া সুষুপ্ত জীব বর্ণিত হইয়াছে। অতএব তোমার মতবাদ সঙ্গত নহে।

শাঙ্করভাষ্যম্

চতুর্থাৎ পর্য্যায়াৎ অন্যম্, অন্যং ব্যাচক্ষাণস্য প্রজাপতেঃ প্রতারকত্বং প্রসজ্যেত ।৫১ তস্মাৎ যদ্ অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতম্ অপারমার্থিকং জৈবং রূপং কর্ত্তৃভোক্তৃরাগদ্বেষাদিদোষকলুষিতম্ অনেকার্থযোগি, তদ্বিলয়নেন তদ্বিপরীতম্ অপহতপাপ্মত্বাদি-গুণকং পারমেশ্বরং স্বরূপং বিদ্যয়া প্রতিপাদ্যতে, সর্পাদিবিলয়-নেন ইব রজ্জ্বাদীন্ ।৫২ অপরে তু বাদিনঃ পারমার্থিকম্ এব জৈবং রূপম্ ইতি মন্যন্তে, অস্মদীয়াশ্চ কেচিৎ ।৫৩ তেষাং সর্ব্বেষাম্,

ভাষ্যানুবাদ

করিয়া চতুর্থ পর্য্যায়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত [স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ] বিভিন্ন বস্তুর ব্যাখ্যাকারী প্রজাপতি প্রতারক হইয়া পড়িবেন, [তাহা সঙ্গত নহে] ।৫১ সেইহেতু (—উক্তপ্রকার দোষসকল হইয়া পড়ে বলিয়া অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা সম্ভব না হওয়ায়) অবিদ্যা কর্ত্তৃক প্রত্যুপস্থাপিত যে জীবসম্বন্ধী অপারমার্থিক স্বরূপ, যাহা কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব রাগ ও দ্বেষ প্রভৃতি দোষের দ্বারা কলুষিত এবং অনেকপ্রকার অনর্থযুক্ত, তাহার বিলয়ের (—শোধনের, বাধের) দ্বারা তাহার বিপরীত যে পাপরাহিত্যাদি গুণাবিশিষ্ট পরমেশ্বর-সম্বন্ধী স্বরূপ, তাহা বিদ্যার (—মহাবাক্যের) দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে, যেমন [অধ্যস্ত] সর্পাদির বিলয়নের দ্বারাই রজ্জু প্রভৃতি প্রতিপাদিত হয় ।৫২ [অতএব পৌর্ব্বাপর্য্য পর্য্যালোচনার দ্বারা ইহাই নির্ণীত হয় যে “এতং তু এব” (ছাঃ ৮।৯।৩) ইত্যাদি বাক্যে পরমেশ্বর গৃহীত হন নাই, কারণ প্রজাপতির বাক্যে ‘এতম্’ এই শব্দের দ্বারা লোকসিদ্ধ জীবের অনুবাদ করিয়া জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়বিনির্ম্মুক্ত তাহার ব্রহ্মত্ব জ্ঞাপিত হইয়াছে]।

[সিঃ—সংসারসত্যতাবাদিগণের মত নিরাকরণ। শারীরকভাষ্যের তাৎপর্য্য বর্ণন—অবিদ্যা প্রভাবে ব্রহ্মই জীবরূপে কল্পিত হন। সেই কল্পিত জীবেই কর্ম্মবিধির সার্থকতা।]

কিন্তু [পূর্ব্বমীমাংসক এবং ন্যায়-বৈশেষিক প্রভৃতি] অন্যান্য মতাবলম্বিগণ এবং আমাদের মধ্যেও কেহ কেহ (—ভর্তৃপ্রপঞ্চ প্রভৃতি কোন কোন বেদান্ত-বাদী) মনে করেন—জীবের যাহা স্বরূপ, তাহা অবশ্যই পারমার্থিক (২৩) ।৫৩

ভাবদীপিকা

(২৩) এখানে দ্বৈতবাদিগণকে লক্ষ্য করা হইতেছে। ইঁহারা বলেন—সংসার সত্য বস্তু এবং জীবও পরমার্থতঃ কর্ত্তা ও ভোক্তা। ইহা অঙ্গীকার না করিলে জীবকে অবলম্বন করিয়া যে কর্ম্মবোধক শ্রৌতবিধিসকলের প্রবৃত্তি হইয়াছে, তাহারা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আর জীবকে পরমাত্মা হইতে তত্ত্বতঃ ভিন্নরূপে স্বীকার না করিলে “ন অসম্ভবাৎ” (১।৩।১৮) ইত্যাদি সূত্রকার-বচনও বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে, কারণ উক্ত সূত্রে অপহতপাপ্মত্বাদি ধর্ম্মসকল জীবে সম্ভব হয় না, ইহা বলা হইয়াছে (১।৩।১৮ সূঃ, ১০ বাক্য)। জীব যদি ব্রহ্ম হইতে অভিন্নই হইত, তাহা হইলে অপহতপাপ্মত্বাদি ব্রহ্মগুণসকল জীবে অসম্ভব হইত না, ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

আত্মৈকত্বসম্যগ্দর্শনপ্রতিপক্ষভূতানাং প্রতিবোধায় ইদং শারীরকম্ আরব্ধম্।৫৪ একঃ এব পরমেশ্বরঃ কূটস্থনিত্যঃ বিজ্ঞানধাতুঃ অবিদ্যয়া মায়য়া মায়াবিবৎ অনেকধা বিভাব্যতে, ন অন্য বিজ্ঞানধাতুঃ অস্তি ইতি।৫৫ যত্তু ইদং পরমেশ্বরবাক্যে জীবম্ আশঙ্ক্য

ভাষ্যানুবাদ

আত্মার (—জীবাত্মা ও পরমাত্মার) একত্বরূপ সম্যগ্‌দর্শনের প্রতিপক্ষভূত (—বিরোধী) তাহাদের সকলের জ্ঞানোৎপত্তির জন্য এই শারীরকভাষ্য (—অস্মৎকৃত ব্যাসসূত্রের এই ব্যাখ্যা) আরব্ধ হইয়াছে।৫৪ [শারীরকভাষ্যের প্রতিপাদ্য সংক্ষেপে বলিতেছেন—] কূটস্থনিত্য বিজ্ঞানধাতু (—জ্ঞানস্বরূপ সৎপদার্থ) এক পরমেশ্বরই অবিদ্যারূপা মায়ার দ্বারা (২৪) মায়াবীর ন্যায় অনেকপ্রকারে প্রতীয়মান হইতেছেন, অন্য (—পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন) বিজ্ঞানধাতু [আর কিছুই] বিদ্যমান নাই (২৫)।৫৫ [আচ্ছা, তাহা হইলে ভগবান্ সূত্রকার "নেতরোঽনুপপত্তেঃ"

ভাবদীপিকা

(২৪) একই পরমেশ্বর অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানা জীবরূপে এবং মায়াতে প্রতিবিম্বিত হইয়া এক ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হইতেছেন, ইহা দ্যোতনের জন্য অবিদ্যা ও মায়া, এই দুইটী পদ প্রযুক্ত হইয়াছে (প্রকটার্থবিবরণ)। রত্নপ্রভাকার বলেন—"অবিদ্যা ও মায়ার ভেদ নিরাকরণ করিবার জন্য এখানে সমানবিভক্তিযুক্তরূপে অবিদ্যা ও মায়া শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ন্যায়নির্ণয়কারের অভিমতও তাহাই। তিনি আরও বলেন—"অবিদ্যা ও মায়ার ভেদ অঙ্গীকারের প্রতি কোন প্রমাণ নাই। একই অজ্ঞান হইতে তাহার বিচিত্র শক্তিপ্রভাবে বিশ্বধী (—প্রতিবিম্বরূপে জীব ও জগৎ এবং বিম্বরূপে ঈশ্বরবিষয়ক যাবতীয় জ্ঞান) সম্ভব হইলে সেই অজ্ঞানের অবিদ্যা ও মায়া ইত্যাদি বিভিন্নতা অঙ্গীকার করিলে গৌরবদোষ হইবে", ইত্যাদি।

[ব্রহ্মাভিন্ন জীবে ব্রহ্মধর্ম্মসকলের অপ্রতীতির হেতু।]

(২৫) তাহাতে ইহাই বলা হইল—একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই বিদ্যমান আছেন, অবিদ্যাপ্রভাবে তিনিই জীবরূপে কল্পিত হইতেছেন ও সংসারগতি লাভ করিতেছেন, তাঁহা হইতে ভিন্ন জীবনামক কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, ইহাই শারীরকের প্রতিপাদ্য অর্থ। তাহাতে আশঙ্কা হয়— ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জীবনামক কোন স্বতন্ত্র পদার্থ যদি না থাকে, ব্রহ্মই যদি জীবরূপে প্রতিভাত হন, তাহা হইলে অপহতপাপ্মত্বাদি ব্রহ্মগুণসকল জীবে স্বীকার করিতেছ না কেন ? (১।৩।১৮ সূঃ ১০ বাক্য)। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—রজ্জুতে সর্প কল্পিত হয়, সেইহেতু রজ্জুব্যতিরেকে সর্পনামক কোন পদার্থ সত্যই নাই। রজ্জুই সর্পরূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু তাহা হইলেও সেইস্থলে রজ্জুর ধর্ম্ম যে বন্ধনকারিত্ব প্রভৃতি তাহা কি সর্পে প্রতিভাত হয় ? তাহা হয় না। কেন হয় না ? বলিতেছি—অধ্যাসভাষ্যের ভাবদীপিকাতে অনির্ব্বচনীয় সর্পের উৎপত্তি প্রক্রিয়া দ্রষ্টব্য (৩৩ পৃঃ)। সর্পসংস্কারের উদ্বোধবশতঃ সর্পত্বধর্ম্মপুরস্কারেই সর্পের প্রতীতি হয়। সেই সর্পত্বধর্ম্ম, তাহার বিপরীত ধর্ম্ম যে বন্ধনকারিত্ব [কারণ সর্পের দ্বারা কেহ বন্ধন করে না], তাহাকে বাধা প্রদান করে, উদিত

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রতিষেধতি সূত্রকারঃ—"নাসম্ভবাৎ" (১।৩।১৮) ইত্যাদিনা, তত্র অয়ং অভিপ্রায়ঃ—নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবে কূটস্থনিত্যে একস্মিন্ অসঙ্গে পরমাত্মনি তদ্বিপরীতং জৈবং রূপং 'ব্যোম্নি ইব তলমলাদি' পরিকল্পিতম্ ।৫৬ তৎ আত্মৈকত্বপ্রতিপাদনপরৈঃ বাক্যৈঃ ন্যায়োপেতৈঃ দ্বৈতবাদপ্রতিষেধৈশ্চ অপনেষ্যামি ইতি পরমাত্মনঃ জীবাৎ অন্যত্বং দ্রঢ়য়তি ।৫৭ জীবস্য তু ন পরস্মাৎ অন্যত্বং প্রতি-

ভাষ্যানুবাদ

(১।১।১৬) "ন অসম্ভবাৎ" (১।৩।১৮) ইত্যাদিস্থলে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ অঙ্গীকার করিলেন কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু ["দহরঃ অস্মিন্ অন্তরাকাশঃ" (ছাঃ ৮।১।১) "যঃ আত্মা অপহতপাপ্‌মা" (ছাঃ ৮।৭।১) ইত্যাদি] পরমেশ্বরবোধক বাক্যে এই জীবকে আশঙ্কা করিয়া "ন অসম্ভবাৎ" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা সূত্রকার যে তাহার প্রতিষেধ করিতেছেন, সেইস্থলে এইপ্রকার অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে, নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ-(—জ্ঞানস্বরূপ)-মুক্তস্বভাব কূটস্থনিত্য অদ্বিতীয় অসঙ্গ পরমাত্মাতে, তাহার বিপরীত যে জীবসম্বন্ধি রূপ, তাহা আকাশে তল ও মলিনতা প্রভৃতির ন্যায় কল্পিত হইয়াছে ।৫৬ যুক্তির দ্বারা পুষ্ট যে [জীব ও পরম] আত্মার একত্বপ্রতিপাদনপর ["তত্ত্বমসি" প্রভৃতি] বাক্যসকল এবং ["নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (বৃঃ ৪।৪।১৯) ইত্যাদি] দ্বৈতবাদের প্রতিষেধক বাক্যসকল, তাহাদের দ্বারা তাহাকে (—জীবসম্বন্ধি কল্পিত রূপকে) অপনোদন করিব, এই অভিপ্রায়ে [ভগবান্ সূত্রকার] জীব হইতে পরমাত্মার ভিন্নতাকে দৃঢ় করিতছেন (২৬)। ৫৭ কিন্তু [কল্পিত বস্তু হইতে অধিষ্ঠান ভিন্ন হইলেও, অধিষ্ঠানের সত্তা হইতে কল্পিত বস্তুর পৃথক সত্তা সম্ভব হয় না বলিয়া] পরমাত্মা হইতে জীবের

ভাবদীপিকা

হইতে দেয় না। সেইহেতু বস্তুগতিতে বন্ধনকারিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম সদাই রজ্জুতে বর্ত্তমান থাকিলেও, অধ্যস্ত সর্পে তাহার প্রতীতি হয় না। প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ চৈতন্যরূপে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন হইলেও, জীবের উপাধি যে অবিদ্যা, তন্নিষ্ঠ ধর্ম্ম যে অল্পজ্ঞত্ব ও সপাপত্ব প্রভৃতি, তাহারা তাহাদের বিপরীত যে সর্ব্বজ্ঞত্ব ও নিষ্পাপত্ব প্রভৃতি মায়োপাধিক পরমেশ্বরের ধর্ম্ম, তাহাদিগকে বাধা প্রদান করে, উদিত হইতে দেয় না। সেইহেতু তত্ত্বতঃ জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও ব্রহ্মধর্ম্মসকল তাহাতে প্রতিভাত হয় না। [৪।১।২ আত্মত্বোপাসনাধিকরণে প্রতিবিম্ববাদাবলম্বনে ইহার সমাধান দ্রষ্টব্য]।

(২৬) ভাব এই—পরমাত্মা যে অসংসারী, এই জ্ঞান না থাকিলে জীব ও পরমাত্মার একত্বজ্ঞান উপদিষ্ট হইলেও জীবের সংসারিত্বভ্রমের অপনোদন হইবে না। সেইহেতু পরমাত্মা অসংসারী, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্যই জীব হইতে পরমাত্মার ভিন্নতাকে দৃঢ় করা হইতেছে। যদি বলা হয়—পরমাত্মা যদি জীব হইতে ভিন্নই হন, তাহা হইলে জীবও অবশ্যই তাঁহা হইতে ভিন্ন হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—জীবস্য তু—'কিন্তু [কল্পিত' ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

পিপাদয়িষতি, কিং তু অনুবদতি এব অবিদ্যাকল্পিতং লোকপ্রসিদ্ধং জীবভেদম্ ।৫৮ এবং হি স্বাভাবিককর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বানুবাদেন প্রবৃত্তাঃ কর্ম্মবিধয়ঃ ন বিরুধ্যন্তে ইতি মন্যতে।৫৯ প্রতিপাদ্যং তু শাস্ত্রার্থম্ আত্মৈকত্বম্ এব দর্শয়তি—"শাস্ত্রদৃষ্ট্যাতূপদেশো বামদেববৎ" (১।১।৩০) ইত্যাদিনা।৬০ বর্ণিতশ্চ অস্মাভিঃ বিদ্বদবিদ্বদ্ভেদেন কর্ম্মবিধিবিরোধপরিহারঃ।৬১॥১।৩।১৯॥

ভাষ্যানুবাদ

ভিন্নতা প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না, পরন্তু অবিদ্যার দ্বারা কল্পিত লোক-প্রসিদ্ধ জীবের যে [পরমাত্মা হইতে] ভিন্নতা, তাহাকে অনুবাদ করিতেছেন।৫৮ [আচ্ছা, পরমাত্মা হইতে জীবের ভেদ যদি অবিদ্যাকল্পিত হয়, তাহা হইলে জীব-নামক বাস্তবসত্তাবিশিষ্ট কোন পদার্থ না থাকায় অধিকারীর অভাবে বেদবিধি-সকলের প্রবৃত্তি ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] এইপ্রকারেই [জীবের] স্বাভাবিক (—নৈসর্গিক, অনাদি অবিদ্যাকৃত) কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের অনুবাদের দ্বারা যে কর্ম্মবোধক বিধিসকল প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারা বিরুদ্ধ হয় না (—লোকপ্রসিদ্ধ জীবের স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বকে আশ্রয় করিয়াই কর্ম্মবোধক বিধিসকল চরিতার্থ হয়), ইহা [ভগবান্ সূত্রকার] মনে করেন ।৫৯ [কিন্তু সূত্রকার তো জীব ও ব্রহ্মের একত্বপ্রতিপাদনপর কোন সূত্রই রচনা করেন নাই। তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু প্রতিপাদনীয় শাস্ত্রার্থ যে [জীব ও পরম] আত্মার একত্ব, ইহাই [ভগবান্ সূত্রকার] "শাস্ত্রদৃষ্ট্যাতূপদেশো বামদেববৎ" [এবং "আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি" (৪।১।৩] ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন।৬০ আর আমরাও বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ পুরুষভেদে কর্ম্মবোধক বিধিবাক্যের বিরোধ পরিহার বর্ণনা করিয়াছি [অধ্যাসভাষ্য ২১ বাক্য এবং ১।১।৪ সূঃ, ২ বর্ণক, ১৮৬ বাক্য দ্রঃ। ৬১ যাহাহউক, এইরূপে ইহা নিশ্চিত হইল যে, প্রজাপতির বাক্যে ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত জীব প্রতিপাদিত না হওয়ায়, সেই বাক্যকে অবলম্বন করিয়াও দহরবিদ্যা-বোধক বাক্যে জীবকে প্রতিপাদন করিতে পারা যায় না।]॥ ১।৩।১৯॥

অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ ॥১।৩।২০॥

সূত্রার্থ—[এবং প্রজাপতিবাক্যে ব্রহ্মণঃ এব অপহতপাপ্মত্বাদ্যুক্তেঃ জীবে তদসম্ভবাৎ ন জীবঃ দহরঃ ইত্যুক্তম্। তর্হি জীবপরামর্শস্য কা গতিঃ ইতি আশঙ্ক্য আহ—"অথ যঃ এষঃ সম্প্রসাদঃ" (ছাঃ ৮।৩।৪) ইতি] **পরামর্শঃ**—জীবপরামর্শঃ, **চ**—তু, **অন্যার্থঃ**—জীবাৎ অন্যস্য উপসম্পত্তব্যপরমাত্মনঃ প্রতিপাদনার্থঃ, [ন জীব প্রতিপাদনার্থঃ। অয়ং ভাবঃ—জীবোপসম্পত্তব্যত্বেন হি পরমাত্মা উপদিশ্যতে। সঃ চ উপদেশঃ জীবপরামর্শং বিনা ন সম্ভবতি ইতি তদর্থং জীবপরামর্শঃ ন জীবপ্রতিপাদনার্থঃ ইতি]।

অনুবাদ—[এইপ্রকারে প্রজাপতিবাক্যে নিষ্পাপত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম ব্রহ্মবিষয়েই কথিত হওয়ায় জীবে তাহা সম্ভব হয় না বলিয়া জীব দহরাকাশ নহে, ইহা বলা হইল। তাহা হইলে জীবের যে পরামর্শ (—উল্লেখ) হইয়াছে, তাহার গতি কি হইবে ? এইপ্রকার আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"আর এই যে সম্যক্ প্রসন্নতাপ্রাপ্ত জীব", এই প্রকারে যে] **পরামর্শঃ**—জীবের পরামর্শ, তাহা, **চ**—কিন্তু, **অন্যার্থঃ**—জীব হইতে ভিন্ন যে উপসম্পত্তব্য (—সাক্ষাদ্ভাবে প্রাপ্তব্য অর্থাৎ সাক্ষাদ্ভাবে অনুভবযোগ্য) পরমাত্মা, তাঁহার প্রতিপাদনের জন্য, [কিন্তু জীব প্রতিপাদনের জন্য নহে। এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—জীবকর্তৃক সাক্ষাদ্ভাবে (—স্বাভিন্নরূপে) অনুভবযোগ্যরূপেই পরমাত্মা উপদিষ্ট হইতেছেন। আর সেই উপদেশ জীবের উল্লেখ ব্যতিরেকে সম্ভব নহে, এইহেতু তাহার জন্য (—জীবাভিন্নরূপে পরমাত্মোপদেশের জন্য) জীবের উল্লেখ হইয়াছে, কিন্তু জীব প্রতিপাদনের জন্য নহে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অথ যঃ দহরবাক্যশেষে জীবপরামর্শঃ দর্শিতঃ—"অথ যঃ এষঃ সম্প্রসাদঃ" (ছাঃ ৮।৩।৪) ইত্যাদিঃ, সঃ দহরে পরমেশ্বরে ব্যাখ্যায়মানে ন জীবোপাসনোপদেশঃ, ন প্রকৃতবিশেষোপদেশঃ ইতি অনর্থকত্বং প্রাপ্নোতি ইতি।১ অতঃ আহ—অন্যার্থঃ অয়ং জীব-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—উভয়প্রকার দহরবিদ্যাতে জীবানুবাদের আবশ্যকতা প্রদর্শন।]

(২৭) আর যদি বলা হয়—দহরবিদ্যাপ্রতিপাদক বাক্যের শেষভাগে যে জীবের উল্লেখ প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—"আর এই যে সম্প্রসাদ (—সম্যগ্রূপে প্রসন্নতা প্রাপ্ত সুষুপ্ত জীব") ইত্যাদি, তাহা দহরাকাশ পরমেশ্বররূপে ব্যাখ্যাত হইলে জীবোপাসনার উপদেশ হয় না এবং প্রকৃত বিশেষোপদেশও হয় না (—প্রস্তাবিত দহরাকাশের যে বিশেষ, অর্থাৎ 'দ্যুলোক ও পৃথিবী প্রভৃতির আধার হওয়া' (ছাঃ ৮।১।৩) প্রভৃতি গুণ, তাহার উপদেশও হয় না, কারণ জীব তাদৃশ গুণ নহে], এইহেতু [জীবের উল্লেখ] অনর্থক হইয়া পড়িতেছে, ইত্যাদি।১ এইপ্রকার আশঙ্কা হয় বলিয়া [ভগবান্ সূত্রকার] বলিতেছেন—এই যে জীবের উল্লেখ, ইহা অন্য

ভাবদীপিকা

(২৭) প্রসঙ্গাগত প্রজাপতিবিদ্যাবোধক (—নির্গুণদহরবিদ্যাবোধক ছাঃ ৮।৭ হইতে ৮।১২ খণ্ড) বাক্যের ব্যাখ্যান সমাপ্ত করিয়া পুনরায় প্রস্তাবিত সগুণদহরবিদ্যাবোধক (ছাঃ ৮।১ হইতে ৮।৬ খণ্ড) বাক্যশেষের গতি (—ব্যাখ্যা) প্রদর্শন করিবার জন্য আশঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন—**অথ যঃ দহরঃ**—'আর যদি' ইত্যাদি। (প্রকটার্থবিবরণ)। ন্যায়নির্ণয়কার ও ব্রহ্মবিদ্যাভরণকারের অভিপ্রায়ও এইপ্রকার। **ভামতীকারের** অভিপ্রায় এই—এখানে (—প্রজাপতিবাক্যে [নির্গুণ] ব্রহ্মই যদি বক্তব্য হন, তাহা হইলে জীবের পরামর্শ অনাবশ্যক, এইপ্রকার আশঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন—'আর যদি' ইত্যাদি। লক্ষ্য করিতে হইবে—প্রথমোক্ত পক্ষ এই সূত্রটীকে সগুণদহরবিদ্যার পোষকরূপে ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, শেষোক্ত পক্ষ করিতেছেন—প্রজাপতিবিদ্যার (—নির্গুণদহরবিদ্যার) পোষকরূপে।

শাঙ্করভাষ্যম্

পরামর্শঃ, ন জীবস্বরূপপর্য্যবসায়ী।২ কিং তর্হি?৩ পরমেশ্বরস্বরূপ-পর্য্যবসায়ী।৪ কথম্?৫ সম্প্রসাদশব্দোদিতঃ জীবঃ জাগরিতব্যবহারে দেহেন্দ্রিয়পঞ্জরাধ্যক্ষঃ ভূত্বা তদ্বাসনানির্ম্মিতাংশ্চ স্বপ্নান্ নাড়ীচরঃ অনুভূয়ঃ, শ্রান্তঃ শরণং প্রেপ্সুঃ উভয়রূপাৎ অপি শরীরাভিমানাৎ সমুত্থায়, সুষুপ্তাবস্থায়াং পরং জ্যোতিঃ আকাশশব্দিতং পরং ব্রহ্ম উপসম্পদ্য, বিশেষবিজ্ঞানবত্ত্বং চ পরিত্যজ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে।৬ যদ্ অস্য উপসম্পত্তব্যং পরং জ্যোতিঃ, যেন স্বেন রূপেণ অয়ম্ অভিনিষ্পদ্যতে, সঃ এষঃ আত্মা অপহতপাপ্মত্বাদিগুণঃ উপাস্যঃ ইতি এবমর্থঃ অয়ং জীবপরামর্শঃ পরমেশ্বরবাদিনঃ অপি উপপদ্যতে।৭॥১।৩।২০॥

ভাষ্যানুবাদ

প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য, কিন্তু জীবের স্বরূপ পর্য্যবসায়ী নহে (—জীবের স্বরূপ প্রতিপাদন করে না)।২ তবে কি প্রতিপাদন করে?৩ [তাহা বলিতেছেন—] পরমেশ্বরের স্বরূপ প্রতিপাদন করে।৪ কি প্রকারে?৫ [তাহা বলিতেছেন—] সম্প্রসাদশব্দের দ্বারা কথিত জীব জাগ্রদবস্থাতে ব্যবহারকালে দেহ ও ইন্দ্রিয়-পিঞ্জরের অধ্যক্ষ হইয়া তত্তুথ বাসনার (—জাগ্রদবস্থাতে অর্জ্জিত সংস্কারের) দ্বারা নির্ম্মিত স্বপ্নসকলকে নাড়ীসকলের অভ্যন্তরে বিচরণ করিতে করিতে অনুভব করিয়া [তদনন্তর জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালীন বিষয়োপভোগবশতঃ] শ্রান্ত হইয়া শরণ (—বিশ্রামস্থান) প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছায় [স্থূল ও সূক্ষ্ম, এই] উভয়প্রকার শরীরাভিমানকে ত্যাগ করিয়া সুষুপ্তাবস্থাতে 'আকাশ', এই শব্দের দ্বারা বর্ণিত পরম-জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া এবং [নিজের] বিশেষবিজ্ঞানবত্তাকে (—জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালীন তত্তৎ বিষয়সকলের জ্ঞাতৃত্বকে) ত্যাগ করিয়া স্বস্বরূপে অভিব্যক্ত হয়।৬ ইহার (—জীবের) যে উপসম্পত্তব্য পরমজ্যোতিঃ (—স্বাভিন্নরূপে প্রাপ্তব্য, অর্থাৎ অনুভবযোগ্য পরমাত্মা), যদ্রূপে (—যে জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মরূপে) ইহা (—জীব) অভিব্যক্ত হয়, তিনিই পাপরাহিত্যাদিগুণযুক্তরূপে উপাস্য এই আত্মা, এইপ্রকার প্রয়োজনের জন্য জীবের এই উল্লেখ পরমেশ্বরবাদিগণের মতেও উপপন্ন হয় (২৮)।৭॥১।৩।২০॥

ভাবদীপিকা

(২৮) ২৭ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে উল্লিখিত ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার প্রভৃতি প্রথমোক্ত পক্ষের অভিপ্রায়ানুসারে অত্রস্থ সমাধান ভাষ্যের তাৎপর্য্য এই—"এষঃ সম্প্রসাদঃ" (ছাঃ ৮।৩।৪) ইত্যাদি বাক্যোক্ত সুষুপ্ত জীব এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরাভিমান ত্যাগ করিয়া "প্রাজ্ঞেন আত্মনা সম্পরিষক্তঃ" (বৃঃ ৪।৩।২১) এই শ্রুতিসিদ্ধ যে প্রাজ্ঞ পরমাত্মা, যিনি এইস্থলে "পরং জ্যোতিঃ"শব্দে (ছাঃ ৮।৩।৪) বর্ণিত হইতেছেন, তাঁহার সহিত "স্বম্ অপীতো ভবতি" (ছাঃ ৬।৮।১) এই শ্রুত্যুক্ত-

অল্পশ্রুতেরিতিচেত্তদুক্তম্ ॥১।৩।২১॥

পদচ্ছেদ—অল্পশ্রুতেঃ, ইতি, চেৎ, তৎ, উক্তম্।

সূত্রার্থ—**অল্পশ্রুতেঃ**—"দহরঃ অস্মিন্ অন্তরাকাশঃ" (ছাঃ ৮।১।১) ইতি আকাশস্য অল্পত্বশ্রবণাৎ [ন দহরাকাশঃ পরমাত্মা, কিন্তু তস্য আরাগ্রমাত্রজীবরূপত্বং যুক্তম্] **ইতি চেৎ; তদুক্তম্**—তৎ—তত্র, "অর্ভকৌকস্ত্বাৎ" (১।২।৭) ইত্যাদি সূত্রে ইত্যর্থঃ, উক্তম্—অস্য সমাধানম্ উক্তম্। [অতঃ উপাসনার্থং পরমেশ্বরে ঔপাধিকল্পিতত্বস্য অবিরুদ্ধত্বাৎ দহরাকাশঃ পরমাত্মা এব উপাস্যঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—**অল্পশ্রুতেঃ**—"ইহার অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র অন্তরাকাশ বর্ত্তমান আছে" এইপ্রকারে আকাশের অল্পতা শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে বলিয়া [দহরাকাশ পরমাত্মা নহে, কিন্তু তাহা আরাগ্রমাত্র (৪১০ পৃঃ) পরিমাণবিশিষ্ট জীব ইহাই সঙ্গত], **ইতি চেৎ**—এইপ্রকার যদি বলা হয়; [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] **তদুক্তম্**—তৎ—সেইস্থলে, অর্থাৎ "অর্ভকৌকস্ত্বাৎ" ইত্যাদি সূত্রে, উক্তম্—ইহার সমাধান বর্ণিত হইয়াছে। [অতএব উপাসনার জন্য পরমেশ্বরে ঔপাধিক অল্পত্ব বিরুদ্ধ নহে বলিয়া দহরাকাশসংজ্ঞক পরমাত্মাই উপাস্য, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যদপি উক্তম্—"দহরঃ অস্মিন্ অন্তরাকাশঃ" (ছাঃ ৮।১।১) ইতি আকাশস্য অল্পত্বং শ্রূয়মাণং পরমেশ্বরে ন উপপদ্যতে, জীবস্য তু

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—দহরাকাশের ক্ষুদ্রত্বাশঙ্কা নিরাকরণদ্বারা তাহার জীবত্বশঙ্কা নিরাকরণ।]

আর যে বলা হইয়াছে—"ইহার অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র অন্তরাকাশ বর্ত্তমান আছে," এইপ্রকারে আকাশের যে অল্পত্ব শ্রুত হইতেছে, তাহা [পরমমহৎ সর্ব্বব্যাপী] পরমেশ্বরে সঙ্গত হয় না, কিন্তু আরাগ্রের সহিত উপমিত যে জীব, তাহারই অল্পত্ব সঙ্গত

ভাবদীপিকা

প্রকারে একীভূত হয়। এই যে সুষুপ্তিকালে প্রাপ্য পরমজ্যোতিঃ পরমাত্মা, তিনিই হন সগুণ দহরবিদ্যাতে অপহতপাপ্মত্বাদি (ছাঃ ৮।১।৫) গুণযোগে উপাস্য। এইস্থলে সংশয় হয়—নির্গুণবিদ্যাতে ত্বংপদার্থ শোধনের জন্য সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থা বর্ণনার সার্থকতা থাকিলেও, সগুণ বিদ্যাতে সুষুপ্তি অবস্থা বর্ণিত হইতেছে কেন? তদুত্তরে **বার্ত্তিকটীকাকার** বলেন—যাঁহারা ব্রহ্মোপাসনা করেন না, সেই জীবসকলও যখন প্রত্যহ সুষুপ্তিকালে দহরাকাশশব্দিত ব্রহ্মের সহিত একীভূত হন (ছাঃ ৮।৩।২), তখন তাঁহার উপাসনা করিলে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হইবে, এইবিষয়ে কোনপ্রকার সন্দেহের অবকাশই নাই, সুষুপ্ত্যবস্থাবর্ণনাকারিণী শ্রুতির ইহাই তাৎপর্য্য। **ভামতীকার** প্রভৃতি শেষোক্ত পক্ষের অভিপ্রায়ানুসারে অত্রস্থ ভাষ্যের তাৎপর্য্য এই—"অন্তঃকরণরূপ উপাধিদ্বারা কল্পিত জীবের যে প্রসিদ্ধ স্বরূপ, তাহা তাহার যথার্থস্বরূপ নহে, পরন্তু ব্রহ্মস্বরূপতাই তাহার যথার্থস্বরূপ। ইহাই জাগ্রৎ (ছাঃ ৮।৭।৪), স্বপ্ন (ছাঃ ৮।১০।১) এবং সুষুপ্তি (ছাঃ ৮।১১।১) অবস্থা হইতে বিবিক্ত (—শোধিতত্বংপদার্থ) জীবের জীবভাবের প্রবিলয় করতঃ 'পরমজ্যোতিঃ সম্পত্তিদ্বারা স্বস্বরূপে অভিব্যক্তি' (ছাঃ ৮।১২।৩), অর্থাৎ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি

শাঙ্করভাষ্যম্

আরাগ্রোপমিতস্য অল্পত্বম্ অবকল্প্যতে ইতি; তস্য পরিহারঃ বক্তব্যঃ।১ উক্তঃ হি অস্য পরিহারঃ—পরমেশ্বরস্য আপেক্ষিকম্ অল্পত্বম্ অবকল্পতে ইতি "অর্ভকৌকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতিচেন্ন নিচায্যত্বাৎ এবং ব্যোমবচ্চ" (১।২।৭) ইত্যত্র।২ সঃ এব ইহ পরিহারঃ অনুসন্ধাতব্যঃ ইতি সূচয়তি।৩ শ্রুত্যা এব চ ইদম্ অল্পত্বং প্রত্যুক্তং প্রসিদ্ধেন আকাশেন উপমিমানয়া "যাবান্ বৈ অয়ম্ আকাশঃ তাবান্ এষঃ অন্তর্হৃদয়ে আকাশ" (ছাঃ ৮।১।৩) ইতি।৪॥১।৩।২১॥

ইতি পঞ্চমং দহরাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

(১।৩।১৪ সুঃ ১৯ বাক্য) ইত্যাদি; তাহার পরিহার বলিতে হইবে।১ [উপাসনার জন্য] পরমেশ্বরের আপেক্ষিক অল্পত্ব সঙ্গত, এইপ্রকার যে ইহার (—উক্তপ্রকার আশঙ্কার) পরিহার, তাহা "অর্ভকৌকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতিচেন্ন নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ" ইত্যাদি এই স্থলে (—এই সূত্রে) কথিত হইয়াছে।২ সেই পরিহারকেই এখানে অনুসন্ধান করিতে (—অবগত হইতে) হইবে, ইহা [ভগবান্ সূত্রকার] সূচনা করিতেছেন।৩ [সূত্রস্থ 'তদুক্তম্', ইহার ব্যাখ্যান্তর প্রদর্শন করিতেছেন—] "এই [ভৌতিক] আকাশ যতটা পরিমাণবিশিষ্ট হৃদয়ের অভ্যন্তরবর্ত্তী এই আকাশও ততটা পরিমাণবিশিষ্ট", এইপ্রকারে [ভৌতিক] আকাশের সহিত উপমাপ্রদর্শন-কারিণী শ্রুতিকর্ত্তৃকই [দহরাকাশের] এই অল্পত্ব প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, ইত্যাদি।৪ [এই প্রকারে ইহা নির্ণীত হইল যে—দহরবাক্য (ছাঃ ৮।১ ইত্যাদি) সগুণব্রহ্মে এবং প্রজাপতিবাক্য (ছাঃ ৮.৭ ইত্যাদি) নির্গুণব্রহ্মে সমন্বিত হয় (—তৎপ্রতি-পাদনেই তাহাদের তাৎপর্য্য] ॥১।৩।২১॥ দহরাধিকরণ সমাপ্ত।

৬। অনুকৃত্যধিকরণম্। [২২-২৩ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ব্রহ্মচৈতন্যই জগতের প্রকাশক।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে উল্লিখিত "পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য" (ছাঃ ৮।১২।৩) ইত্যাদি বাক্যের অর্থবিচারপ্রসঙ্গে প্রস্তাবিত অধিকরণে "তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" (মুঃ

ভাবদীপিকা

প্রতিপাদন দ্বারা নির্গুণদহরবিদ্যাতে (—প্রজাপতিবিদ্যাতে) বর্ণিত হইয়াছে।" অতএব জীবের উল্লেখ না করিয়া এই সগুণ ও নির্গুণ উভয়প্রকার দহরবিদ্যার কোনটাই উপদিষ্ট হইতে পারে না বলিয়া উক্ত উভয়বিদ্যাতে জীব পরামৃষ্ট হইয়াছে, ইহাই অত্রস্থ ১ সংখ্যক ভাষ্যবাক্যে প্রদর্শিত সংশয়ের সমাধান। [আমাদের মনে হয়—প্রকটার্থকার ও ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার প্রভৃতির ব্যাখ্যানই অত্রস্থ ভাষ্যের অনুকূল]।

২।২।৯) ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত যে জ্যোতিঃ, তাহার পরংজ্যোতিষ্ট্ব সাধক "ন তত্র সূর্য্যঃ ভাতি" (মুঃ ২।২।১০) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের বিচার করা হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **প্রসঙ্গসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

ন তত্র সূর্য্যো ভাতীতি তেজোঽন্তরমুতাপি চিৎ।
তেজোঽভিভাবকত্বেন তেজোঽন্তরমিদং মহৎ॥
চিৎ স্যাৎ সূর্য্যাদ্যভাস্যত্বাত্তাদৃক্তেজোঽপ্রসিদ্ধিতঃ।
সর্ব্বস্মাৎ পুরতো ভানাত্তদ্ভাসা চান্যভাসনাৎ॥

অন্বয়—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি" ইতি তেজোঽন্তরম্, উতাপি চিৎ ? তেজোঽভিভাবকত্বেন ইদং মহৎ তেজোঽন্তরম্। চিৎ স্যাৎ, সূর্য্যাদ্যভাস্যত্বাৎ, তাদৃক্ তেজোঽপ্রসিদ্ধিতঃ, সর্ব্বস্মাৎ পুরতঃ ভানাৎ, তদ্ভাসা চ অন্যভাসনাৎ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[মুণ্ডকোপনিষদি শ্রূয়তে—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্" (মুঃ ২।২।১০) ইতি। অস্মিন্ বাক্যে 'তত্র' ইতি পদে প্রযুক্তায়াঃ সপ্তম্যাঃ 'সতি' 'বিষয়ে' চ সাধারণ্যাৎ সংশয়ঃ ভবতি—] "ন তত্র সূর্য্যঃ ভাতি" ইতি [অস্মিন্ বাক্যে শ্রূয়মাণং যৎ তেজঃ, তৎ কিং সূর্য্যাদি-সদৃশং চাক্ষুষং] তেজোঽন্তরম্, উতাপি [সর্ব্বাবভাসিকা] চিৎ ?

পূর্ব্বপক্ষ—[মহতঃ তেজসঃ সন্নিধৌ স্বল্পং তেজঃ অভিভূয়তে, যথা সূর্য্যসন্নিধৌ দীপঃ। তথাচ সূর্য্যাদেঃ] তেজোঽভিভাবকত্বেন ইদং [সূর্য্যাদিভ্যঃ অপি অধিকং] মহৎ [জড়ং] তেজোঽন্তরম্ [ভবতি। তস্মিন্ সতি সূর্য্যাদিঃ ন ভাতি, অতঃ তৎ সূর্য্যাদিভ্যঃ অপি মহত্তরং ইত্যর্থে ভাবে সপ্তমী পরিগৃহীতা ইতি বোধ্যম্]।

সিদ্ধান্ত—[শ্রুত্যুক্তম্ অদঃ তেজঃ] চিৎ স্যাৎ। [কুতঃ ?] সূর্য্যাদ্যভাস্যত্বাৎ, তাদৃক্ [সূর্য্যাদ্যভিভাবক-] তেজোঽপ্রসিদ্ধিতঃ, ["তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্ব্বম্" (মুঃ ২।২।১০) ইতি] সর্ব্বস্মাৎ পুরতঃ ভানাৎ, ["তস্য ভাসা সর্ব্বম্ ইদং বিভাতি" (মুঃ ২।২।১০) ইতি] তদ্ভাসা চ অন্য ভাসনাৎ (—প্রকাশাপ্রকাশরূপসর্ব্বজগদ্ভাসনাৎ ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ চৈতন্যম্ এব অত্র বাক্যপ্রতিপাদ্যম্। 'তস্মিন্ অধিকরণে তেজোঽন্তরম্ ন ভাতি, তৎ ন প্রকাশয়তি' ইতি অস্মিন্ অর্থে অত্র বিষয়সপ্তমী পরিগৃহীতা ইতি বোধ্যম্]।

অনুবাদ

সংশয়—[মুণ্ডকোপনিষদে পঠিত হইতেছে—"সেইস্থলে সূর্য্য প্রকাশিত হয় না, চন্দ্র ও তারকাও প্রকাশিত হয় না", ইত্যাদি। এই বাক্যে 'তত্র' এই পদে প্রযুক্ত যে সপ্তমী বিভক্তি, তাহা 'সতি' এবং 'বিষয়ে' সাধারণ হওয়ায় (—'ভাবে সপ্তমী' এবং 'বিষয়ে (—অধিকরণে) সপ্তমী', এই উভয়প্রকার অর্থে সম্ভব হওয়ায়) সংশয় হয়—] "সেইস্থলে সূর্য্য প্রকাশিত হয় না", ইত্যাদি [এই বাক্যে শ্রূয়মাণ যে তেজঃ, তাহা কি সূর্য্যাদির ন্যায় চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য] অন্য কোন প্রকার তেজঃ, অথবা [সকল বস্তুর প্রকাশক] চৈতন্য ?

পূর্ব্বপক্ষ—[বৃহৎ তেজের নিকট ক্ষুদ্র তেজঃ অভিভূত হয়, যেমন সূর্য্যের সন্নিধানে প্রদীপ। এইরূপে সূর্য্যাদির তেজের] অভিভাবক হয় বলিয়া ইহা [সূর্য্যাদি হইতেও অধিকতর] বৃহৎ অন্য কোন [জড়] তেজঃ হইবে। ['তাহা থাকিলে সূর্য্যাদি প্রকাশিত হয় না, সেইহেতু তাহা সূর্য্যাদি হইতেও বৃহত্তর তেজঃ', এই অর্থে 'ভাবে সপ্তমী' পরিগৃহীত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে]।

সিদ্ধ [শ্রুতিতে বর্ণিত এই তেজঃ] চৈতন্যই হইবেন। [তাহাতে প্রমাণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু তিনি সূর্য্যাদি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হন না, যেহেতু [সূর্য্যাদির অভিভাবক] তাদৃশ তেজঃ লোকমধ্যে প্রসিদ্ধ নহে, যেহেতু ["প্রকাশমান্ তাঁহাকে অনুসরণ করতঃ অন্য সকলে প্রকাশিত হয়", এই শ্রুত্যুক্ত প্রকারে] তিনি সকলের পূর্ব্বে প্রকাশিত থাকেন এবং যেহেতু ["তাঁহার জ্যোতির দ্বারা এই সমস্তই প্রকাশিত হয়", এই শ্রুতিবর্ণিতপ্রকারে] তাঁহার জ্যোতির দ্বারা অন্য সকল প্রকাশিত হয় (—প্রকাশ ও অপ্রকাশাত্মক সমগ্র জগৎ প্রকাশিত হয়, ইহাই ভাব। সেইহেতু চৈতন্যই এই বাক্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। 'সেই অধিকরণে অন্য তেজঃ প্রকাশিত হয় না, অর্থাৎ অন্য তেজঃ তাঁহাকে প্রকাশিত করিতে পারে না', এই অর্থে 'বিষয় সপ্তমী' পরিগৃহীত হইল, বুঝিতে হইবে]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, অলৌকিক জড় তেজের উপাসনা। সিদ্ধান্তে-নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান।

অনুকৃতেস্তস্য চ ॥১।৩।২২॥

পদচ্ছেদ - অনুকৃতেঃ, তস্য, চ।

সূত্রার্থ—[মুণ্ডকে শ্রূয়তে—"ন তত্র সূর্য্যঃ ভাতি" (মুঃ ২।২।১০) ইত্যাদি। তত্র সূর্য্যাদিজগদ্ভাসকতয়া প্রতীয়মানং কিং তেজোবিশেষঃ, উত ব্রহ্ম ইতি সংশয়ে, তেজোবিশেষঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—তথা প্রতীয়মানং বস্তু ব্রহ্ম এব। কুতঃ ?] **অনুকৃতেঃ**—অনুকৃতিঃ অনুকরণম্, তস্মাৎ; "তম্ এব ভান্তম্ অনুভাতি সর্ব্বম্" (ঐ) ইতি শ্রুত্যুক্তপ্রকারেণ সর্ব্বপদার্থানাং, তত্তেজোঽনুভানাৎ ইত্যর্থঃ। [নহি সূর্য্যাদিকং তেজঃ জড়ং তেজোঽন্তরম্ অনুভাতি, লোকে তদদর্শনাৎ। তর্হি প্রাপ্তং স্বতঃ সূর্য্যাদেঃ ভানম্ ইতি চেৎ। তত্র আহ –] **চ**—কিঞ্চ, **তস্য**—["তস্য চ" ইতি উদাহরণবাক্যে চতুর্থঃ চরণঃ অভিপ্রেতঃ। তথাচ] "তস্য ভাসা সর্ব্বম্ ইদং বিভাতি" (ঐ) ইতি শ্রুত্যুক্তেন প্রকারেণ ব্রহ্মভাসা সর্ব্বেষাং ভাস্যত্বাবগমাৎ সূর্য্যাদিসকলজগদবভাসকং ব্রহ্ম এব ইতি সিদ্ধম্।

অনুবাদ—[মুণ্ডকোপনিষদে পঠিত হইতেছে—"সেইস্থলে সূর্য্য প্রকাশিত হয় না", ইত্যাদি। সেইস্থলে (—উক্ত শ্রুতিবাক্যে) সূর্য্যাদিসমন্বিত জগতের প্রকাশকরূপে যাহা প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা কি কোন বিশেষ তেজঃ, অথবা ব্রহ্ম, এইপ্রকার সংশয় হইলে; 'বিশেষ তেজঃ'—ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—উক্তরূপে প্রতীয়মান বস্তু ব্রহ্মই। তাহাতে হেতু কি ? তাহা বলিতেছেন—] **অনুকৃতেঃ**—অনুকৃতিশব্দের অর্থ 'অনুকরণ', সেইহেতু (—যেহেতু অনুকরণ করে); যেহেতু "প্রকাশমান্ তাঁহাকে অনুকরণ করতঃ (—তাঁহার তেজঃ অবলম্বনে) সকল বস্তু প্রকাশিত হয়", এই শ্রুতিবর্ণিত প্রকারে সকল পদার্থ তাঁহার তেজের প্রকাশেই প্রকাশিত হয়, ইহাই ভাব। [সূর্য্য প্রভৃতি তৈজস পদার্থ অন্য জড় তেজঃকে অনুকরণ-করতঃ প্রকাশিত হয়, ইহা নিশ্চয়ই বলা যায় না, যেহেতু লোকমধ্যে তাহা পরিদৃষ্ট হয় না। আচ্ছা, তাহা হইলে তো সূর্য্য প্রভৃতি স্বতঃই প্রকাশিত হয়, ইহা প্রাপ্ত হওয়া গেল। এতদুত্তরে বলিতেছেন—] **চ**—আর, **তস্য**—["তস্য চ" এইপ্রকারে উদাহরণবাক্যে চতুর্থ চরণটী অভিপ্রেত হইয়াছে। তাহাতে অর্থ হয়—] "তাঁহার দীপ্তির দ্বারা এই সমস্ত বস্তু বিবিধরূপে প্রকাশিত হয়", এই শ্রুতিবর্ণিত প্রকারে ব্রহ্মের দীপ্তির দ্বারা সকল বস্তু প্রকাশিত হয় বলিয়া ব্রহ্মই সূর্য্যাদি সকল জগতের অবভাসক, ইহা সিদ্ধ হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥" (মু ২।২।১০) ইতি সমামনন্তি।১ তত্র যং ভান্তম্ অনুভাতি সর্ব্বম্, যস্য চ ভাসা সর্ব্বম্ ইদং বিভাতি, সঃ কিং তেজোধাতুঃ কশ্চিৎ, উত প্রাজ্ঞঃ আত্মা ইতি বিচিকিৎসায়াং তেজোধাতুঃ ইতি তাবৎ প্রাপ্তম্।২ কুতঃ?৩ তেজোধাতূনাম্ এব সূর্য্যাদীনাং ভান-প্রতিষেধাৎ।৪ তেজঃস্বভাবকং হি চন্দ্রতারকাদি তেজঃস্বভাবকে এব সূর্য্যে ভাসমানে অহনি ন ভাসতে ইতি প্রসিদ্ধম্।৫ তথা সহ সূর্য্যেণ সর্ব্বম্ ইদং চন্দ্রতারকাদি যস্মিন্ ন ভাসতে, সঃ অপি

ভাষ্যানুবাদ

"ন তত্র" এই শ্রুতিস্থ 'তত্র'শব্দে ভাবে সপ্তমী ও অধিকরণে সপ্তমী, এই উভয়ের প্রসক্তিবশতঃ সংশয়।]

"সেইস্থলে সূর্য্য প্রকাশিত হয় না, চন্দ্রমা এবং তারকা প্রকাশিত হয় না, এই বিদ্যুৎসকল প্রকাশিত হয় না, এই [অল্পদীপ্তিশীল] অগ্নি আর কিপ্রকারে প্রকাশিত হইবে ? প্রকাশমান্ তাঁহাকেই অনুসরণকরতঃ সমস্ত পদার্থ (—জগৎ) প্রকাশিত হইতেছে, তাঁহার দীপ্তির দ্বারা এই সমস্ত বস্তু বিবিধরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হইতেছে," [মুণ্ডকাধ্যায়িগণ] এইপ্রকার পাঠ করেন।১ সেইস্থলে (—উক্ত শ্রুতি-বাক্যে) প্রকাশমান্ যাঁহাকে অনুসরণকরতঃ সমস্ত বস্তু প্রকাশিত হইতেছে এবং যাঁহার দীপ্তির দ্বারা এই সমস্ত বিবিধরূপে প্রকাশপ্রাপ্ত হইতেছে, তিনি কি কোন প্রকার জ্যোতির্ম্ময় জড় পদার্থ, অথবা প্রাজ্ঞ আত্মা (—জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা), এইপ্রকার সন্দেহ হইলে—

[পূঃ—ভাবেসপ্তমী পক্ষ গ্রহণকরতঃ জড় তেজের উপাস্যতা প্রতিপাদন।]

পূর্ব্বপক্ষী বলেন —জ্যোতির্ম্ময় জড় পদার্থ, ইহা প্রাপ্ত হওয়া গেল।২ কোন হেতুবলে ইহা বলিতেছ ?৩ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু সূর্য্যাদি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থসকলেরই প্রকাশ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।৪ [কিপ্রকারে ইহা নির্ণয় করিতেছ ? বলিতেছি—] যেহেতু তেজঃস্বভাবসম্পন্ন (—প্রকাশস্বভাবসম্পন্ন) যে চন্দ্র ও তারকা প্রভৃতি, তাহারা দিবসে তেজঃস্বভাবসম্পন্ন সূর্য্য প্রকাশিত হইলে আর প্রকাশিত হয় না, ইহা লোকমধ্যে প্রসিদ্ধ (১)।৫ এইরূপে সূর্য্যের সহিত এই চন্দ্র ও তারকাদিসকল যাহা থাকিলে প্রকাশিত হয় না (—প্রকাশিত

ভাবদীপিকা

(১) পূর্ব্বপক্ষী এইস্থলে স্বপক্ষে 'অপকৃষ্টতেজোঽভিভাবকত্ব'রূপ জড়জ্যোতিঃবোধক লৌকিক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। সমানজাতীয় উৎকৃষ্ট তেজের দ্বারা অপকৃষ্ট তেজঃ অভিভূত হয়, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ, যেমন সূর্য্যতেজের দ্বারা চন্দ্র ও নক্ষত্র প্রভৃতির তেজঃ অভিভূত হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

তেজঃস্বভাবঃ এব কশ্চিৎ ইতি অবগম্যতে।৬ অনুভানম্ অপি তেজঃস্বভাবকে এব উপপদ্যতে, সমানস্বভাবকেষু অনুকারদর্শনাৎ; গচ্ছন্তম্ অনুগচ্ছতি ইতিবৎ।৭ তস্মাৎ তেজোধাতুঃ কশ্চিৎ

ভাষ্যানুবাদ

হইবে না (২), তাহাও প্রকাশস্বভাবসম্পন্ন কোন [জড়] পদার্থ, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।৬ [যদি বলা হয়—যাহা থাকিলে যে বস্তুটী প্রকাশিত হয় না, সেই বস্তুটী তাহার প্রকাশে প্রকাশিত হইবে, ইহা বিরুদ্ধ কথন মাত্র। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর অনুভানও (—অন্যের উৎকৃষ্ট প্রকাশকে অবলম্বন করিয়া নিকৃষ্ট বস্তুর প্রকাশিত হওয়াও) তেজঃস্বভাবসম্পন্ন বস্তুতে সঙ্গত, কারণ 'গমনকারীর

ভাবদীপিকা

(২) এইস্থলে পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই—"ন তত্র সূর্য্যঃ ভাতি", এই শ্রুতিস্থ 'তত্র' শব্দটীতে যে সপ্তমী বিভক্তি শ্রুত হইতেছে, তাহা ভাবে সপ্তমী। তাহাতে বাক্যটীর অর্থ হয়—'যাহা থাকিলে (—প্রকাশিত হইলে) সূর্য্য প্রভৃতি প্রকাশিত হয় না, অর্থাৎ অভিভূত হইয়া পড়ে', ইত্যাদি। এইপ্রকার অর্থ অঙ্গীকার করিলে কিন্তু প্রত্যক্ষবিরোধ হইয়া পড়ে, কারণ সূর্য্য প্রকাশিত হইতেছেন, ইহা প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট হইতেছে। তাহার ফলে পূর্ব্বপক্ষীর মতে যে তেজঃ পদার্থ উপাস্যরূপে গৃহীত হইবে, তাহা তৎকালে (—উপাসকের স্থিতিকালে) অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে, এই প্রকার পরিস্থিতি হইয়া পড়িতেছে। উপাসকের পক্ষে তাহা প্রীতিকর নহে। আবার অন্যপ্রকার বিরোধও হইয়া পড়ে, তাহা এই—"ভাবে সপ্তমী"স্থলে একটী ক্রিয়ার কালের দ্বারা অন্য ক্রিয়ার কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, ইহাই ব্যাকরণশাস্ত্রের নিয়ম। সেইহেতু সেই যে দুইটী ক্রিয়া, তাহারা সমকালবর্ত্তী হইতে পারে না। প্রস্তাবিত "যাহা থাকিলে সূর্য্য প্রকাশিত হয় না", এইস্থলে সূর্য্যের প্রকাশিত হওয়ার যে কাল, তাহা "যাহা থাকিলে", এই 'থাকা' ক্রিয়ার যে কাল, তাহার পরবর্ত্তী হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা না হইয়া উভয়ক্রিয়াই সমকালবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছে। সেইহেতু এই বিরোধদ্বয়ের পরিহারের জন্য পূর্ব্বপক্ষী 'ন ভাতি', ইহার লক্ষণাবৃত্তিতে অর্থ করেন—'ন ভাস্যতি', অর্থাৎ প্রকাশিত হইবে না। এইপ্রকারে পূর্ব্বপক্ষী বর্ত্তমানকালবোধক লট্ বিভক্তিকে ত্যাগকরতঃ ভবিষ্যৎকালবোধক লৃট্ বিভক্তিকে গ্রহণ করিতেছেন। ফলে উভয় ক্রিয়া আর সমকালবর্ত্তী হইল না। তাহাতে বাক্যটীর অর্থ হইবে-'যাহা প্রকাশিত হইলে সূর্য্য প্রভৃতি প্রকাশিত হইবে না, সেই সদা বর্ত্তমান, অলৌকিক জড় তেজোবিশেষই উপাস্য'। পূর্ব্বপক্ষী বলেন—এখানে বিষয়সপ্তমী গৃহীত হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে উক্ত শ্রুতিবাক্যটীর অর্থ হইবে—'সূর্য্য তাহাকে প্রকাশিত করে না'। এইপ্রকার অর্থ কিন্তু অঙ্গীকার করা যায় না, কারণ তাহাতে নিম্নোক্ত দোষত্রয় হইয়া পড়ে। যথা—(১) ভাধাতু অকর্ম্মক, তাহাকে সকর্ম্মক ধাতুরূপে ব্যবহার করিতে হয়। (২) আর শ্রুতিতে আছে 'ন ভাতি'—প্রকাশিত হয় না, তুমি অর্থ করিতেছ—'প্রকাশিত করে না'; তাহাতে 'নিচ' প্রত্যয়ের অধ্যাহার করিতে হয়, আর (৩) তাহার ফলে কল্পনাগৌরব দোষ হইয়া পড়ে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি।৮ এবং প্রাপ্তেঃ ব্রূমঃ—প্রাজ্ঞঃ এব আত্মা ভবিতুম্ অর্হতি।৯ কস্মাৎ?১০ অনুকৃতেঃ, অনুকরণম্ অনুকৃতিঃ।১১ যদেতৎ "তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্ব্বম্" ইতি অনুভানং, তৎ প্রাজ্ঞপরিগ্রহে অবকল্পতে; "ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" (ছাঃ ৩।১৪।২) ইতি হি প্রাজ্ঞম্

ভাষ্যানুবাদ

অনুগমন করিতেছে' (৩) ইত্যাদির ন্যায় সমানস্বভাবসম্পন্ন বস্তুসকলের মধ্যেই অনুকরণ দেখা যায়।৭ সেইহেতু (—অনুভান বিরুদ্ধ নহে বলিয়া এবং পূর্ব্বোক্ত অপকৃষ্টতেজোঽভিভাবকত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণ আছে বলিয়া) প্রকাশস্বভাবসম্পন্ন কোন [জড়] পদার্থই [প্রস্তাবিতস্থলে উপাস্যরূপে] প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইত্যাদি।৮

[সিঃ—মুখ্যানুভানলিঙ্গবলে স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মাই সর্ব্বাবভাসক, উৎকৃষ্টতর জড় জ্যোতিঃ নহে।]

এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—[এইস্থলে] প্রাজ্ঞ আত্মাই (—স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মাই, প্রতিপাদ্য] হওয়া উচিত।৯ কোন্ হেতুবলে ইহা বলিতেছ? ১০ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] 'যেহেতু অনুকরণ করে', অনুকৃতি-শব্দের অর্থ অনুকরণ।১১ [আচ্ছা, সেই অনুকরণ পদার্থটী কি? তাহা বলিতেছেন—] "প্রকাশমান্ তাঁহাকেই অনুসরণকরতঃ সমস্ত পদার্থ প্রকাশিত হয়" (৪), এই যে অনুভান, 'ইহাই অনুকরণ'; তাহা (—তাদৃশ অনুকরণ) স্বপ্রকাশ পরমাত্মা গৃহীত হইলে হয় সঙ্গত; যেহেতু "চৈতন্যরূপ দীপ্তিই যাঁহার রূপ, যাঁহার সঙ্কল্পসকল অমোঘ" এইপ্রকারে শ্রুতি স্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে পাঠ

ভাবদীপিকা

(৩) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—গমনকারী ও অনুগমনকারী উভয়েই হয় সমানস্বভাবসম্পন্ন, ইহা লোকমধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। যেমন একটী গাভী অন্য একটী গাভীকে বা বরাহকে অনুগমন করে। এখানে ঐ অন্য গাভী বা বরাহ, অনুগমনকারিণী গাভীর সহিত সমানস্বভাবসম্পন্ন, কারণ ভূমিতে বিচরণ উভয়েরই স্বভাব। গাভী কিন্তু উড্ডীয়মান পক্ষীকে অনুগমন করিতে পারে না, যেহেতু তাহারা সমানস্বভাবযুক্ত নহে। প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ ভান এবং অনুভানও সমানস্বভাব-সম্পন্ন বস্তুদ্বয়ের মধ্যেই হইবে। সুতরাং জড় সূর্য্যাদি যাহার অনুগমন করে, অর্থাৎ অনুভান করে, অর্থাৎ যাহার প্রকাশে প্রকাশিত হয়, "তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্ব্বম্" (মুঃ ২।২।১০) এই শ্রুতিবাক্যবলে, তাহা সমানস্বভাবসম্পন্ন উৎকৃষ্ট জড় তেজোবিশেষই হইবে। কিন্তু যাহা থাকিলে যে বস্তু প্রকাশিত হয় না, সেই বস্তুটী তাহার প্রকাশাবলম্বনে প্রকাশিত হইবে, এই বিরোধের সমাধান কি? বলিতেছি— সূর্য্য বর্ত্তমান থাকিলে চন্দ্র প্রকাশিত হয় না, কিন্তু সূর্য্যের প্রকাশাবলম্বনেই তো চন্দ্র প্রকাশিত হয়, ইহা জ্যোতিঃশাস্ত্রসিদ্ধ। সুতরাং উক্তপ্রকার বিরোধের কোন অবকাশ নাই।

(৪) সিদ্ধান্তী এইস্থলে স্বপক্ষে 'মুখ্যানুভানরূপ' ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। ব্রহ্মবস্তুর প্রকাশকে অবলম্বন করিয়া যে অন্য বস্তুর প্রকাশ, তাহাই মুখ্যানুভান। সূর্য্যাদির

শাঙ্করভাষ্যম্

আত্মানম্ আমনন্তি ।১২ নতু তেজোধাতুং কশ্চিৎ সূর্য্যাদয়ঃ অনুভান্তি ইতি প্রসিদ্ধম্ ।১৩ সমত্বাৎ চ তেজোধাতূনাং সূর্য্যাদীনাং ন তেজোধাতুম্ অন্যং প্রতি অপেক্ষা অস্তি ; যং ভান্তম্ অনুভায়ুঃ ।১৪ নহি প্রদীপঃ প্রদীপান্তরং অনুভাতি ।১৫ যদপি উক্তম্-

ভাষ্যানুবাদ

করিতেছেন (—পরমাত্মা স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যমাত্রস্বরূপ, ইহা বলিতেছেন। অন্য সমস্ত পদার্থ এই পরমাত্মার দীপ্তি অবলম্বনেই প্রকাশিত হয়, ইহাই ভাব]।১২ কিন্তু সূর্য্য প্রভৃতি কোন জ্যোতির্ম্ময় বস্তুকে অনুভান করে (—অন্য কোন উৎকৃষ্টতর জড় জ্যোতির্ম্ময় বস্তুর দীপ্তিকে অবলম্বন করিয়া স্বয়ং প্রকাশিত হয়) ইহা প্রসিদ্ধ নহে। [সুতরাং যাঁহাকে অনুভান করতঃ সমস্ত বস্তু প্রকাশিত হয়, তিনি কোন জড় জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ নহেন ।১৩ এই বিষয়ে অন্য যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতির্ম্ময় [জড়] পদার্থসকল সমান হওয়ায় (—সকলেই সমানভাবে জ্যোতির্ম্ময় বলিয়া) তাহাদের অন্য জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের প্রতি অপেক্ষা থাকে না (৫), যাহা প্রকাশিত হইলে তাহারা প্রকাশিত হইবে ।১৪ দেখ, একটী প্রদীপ অন্য প্রদীপের প্রকাশকে অবলম্বন করিয়া কদাপি

ভাবদীপিকা

প্রকাশের জন্য সর্ব্বমুখ্য স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মবস্তুর গ্রহণ সম্ভব হইলে অমুখ্য কোন উৎকৃষ্টতর জড় জ্যোতিষ্ক গ্রহণীয় নহে, ইহাই ভাব।

(৫) এইস্থলে আপাতদৃষ্টিতে সংশয় হয়—সূর্য্য যেমন জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ, চক্ষুও তদ্রূপ। অথচ সূর্য্য নিজের প্রকাশের জন্য চক্ষুর্জ্যোতির অপেক্ষা করে, কারণ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিই সূর্য্যকে দর্শন করিতে পারে, অন্ধব্যক্তি তাহা পারে না। আবার চক্ষুও রূপাদির প্রকাশের জন্য সূর্য্যজ্যোতির অপেক্ষা করে, অন্যথা অন্ধকারেও রূপ দর্শন হইত। অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে স্বভানের জন্যই হউক, অথবা স্বভাস্যের ভানের জন্যই হউক, একটী জড় তেজঃ অপর জড় তেজঃকে অপেক্ষা করে, তাহারা পরস্পরের প্রতি নিরপেক্ষ, ইহা বলা যায় না, ইত্যাদি। তদুত্তরে বলা যায়—নিজের বিষয়ের প্রকাশের জন্য, অথবা স্বয়ং অপরের জ্ঞানের বিষয় হইবার জন্য, জড় জ্যোতির্ম্ময় পদার্থসকলের যে পরস্পরের মধ্যে অপেক্ষা, অর্থাৎ সহকারিভাব, তাহার এখানে নিষেধ করা হইতেছে না। কিন্তু তাহাদের অনুভানকে, অর্থাৎ সূর্য্যের জ্যোতিঃ অবলম্বনে চন্দ্রের প্রকাশের ন্যায়, একের প্রকাশাবলম্বনে অপরের প্রকাশকেই এখানে নিষেধ করা হইতেছে। চক্ষু ও সূর্য্যের মধ্যে এতাদৃশ অনুভান নাই, কারণ সূর্য্যের জ্যোতিঃ অবলম্বনে চন্দ্রের ন্যায়, চক্ষুর জ্যোতিঃ অবলম্বনে সূর্য্য প্রকাশিত হয় না। জগতে চক্ষুঃ নামক কোন পদার্থ না থাকিলেও সূর্য্যের প্রকাশের কোন ব্যাঘাত হইবে না। প্রদীপ যেমন প্রদীপান্তরের জ্যোতিঃ অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হয় না, প্রস্তাবিতস্থলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। চন্দ্রস্থলেও এই নিয়মের অন্যথা হয় না ; কারণ চন্দ্র স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ নহে, সেইহেতু এক জড় জ্যোতিঃ নিজের প্রকাশের

শাঙ্করভাষ্যম্

সমানস্বভাবকেষু অনুকারঃ দৃশ্যতে ইতি।১৬ ন অয়ম্ একান্তঃ নিয়মঃ, ভিন্নস্বভাবকেষু অপি হি অনুকারঃ দৃশ্যতে।১৭ যথা সুতপ্তঃ অয়ঃপিণ্ডঃ অগ্ন্যনুকৃতিঃ অগ্নিং দহন্তম্ অনুদহতি, ভৌমং বা রজঃ বায়ুং বহন্তম্ অনুবহতি ইতি।১৮ "অনুকৃতেঃ" ইতি অনুভানম্ অসূসুচৎ।১৯ "তস্য চ" ইতি চতুর্থং পাদম্ অস্য শ্লোকস্য সূচয়তি।২০ "তস্য ভাসা সর্ব্বম্ ইদং বিভাতি" (মুঃ ২।২।১০) ইতি তদ্ধেতুকং ভানং

ভাষ্যানুবাদ

প্রকাশিত হয় না।১৫ [অতএব সূর্য্যাদির প্রকাশক জ্যোতিঃ তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কোন জড় জ্যোতিঃ নহে, ইহাই সিদ্ধ হয়]।

[সিঃ—বিষমস্বভাবসম্পন্ন বস্তুর অনুকরণ প্রদর্শনদ্বারা জড় বস্তুর মধ্যে অনুভাস্ত-অনুভাসকভাব নিরাকরণ।]

আর যে বলা হইয়াছে—সমানস্বভাবসম্পন্ন বস্তুসকলের মধ্যেই অনুকরণ দেখা যায়, (৭ বাক্য) ইত্যাদি।১৫ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] এই নিয়ম একান্ত (—অব্যভিচারী) নহে, যেহেতু বিভিন্ন স্বভাবসম্পন্ন বস্তুসকলের মধ্যেও অনুকরণ দেখা যায়।১৭ যেমন অগ্নির অনুকৃতি (—অনুকরণকারী) সুতপ্ত লৌহপিণ্ড দহনকারী বহ্নিকে অনুকরণকরতঃ দহন করে, অথবা যেমন পার্থিব ধূলিকণা গতিশীল বায়ুকে অনুকরণকরতঃ প্রবাহিত হয়, ইত্যাদি।১৮ [অতএব বিষমস্বভাবসম্পন্ন বস্তুসকলের মধ্যেও অনুকরণ পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া জড় সূর্য্যাদি যাহার অনুকরণ (—অনুভান) করে, তাহা কোন জ্যোতির্ম্ময় জড় বস্তু হইবে, ইহা নিশ্চই বলা যায় না]।

[সিঃ—অনুকৃতিশব্দের অর্থ অনুভান। ব্রহ্মচৈতন্য মাত্র সূর্য্যাদির ভাসক নহেন, কিন্তু নিখিল বিশ্বের। একবাক্যতাপুষ্ট শ্রুতি, লিঙ্গ ও প্রকরণপ্রমাণবলে পূর্ব্বপক্ষীর অসহায় লিঙ্গপ্রমাণের নিরাকরণ।]

[আচ্ছা, সূত্রে পঠিত হইতেছে—'অনুকৃতি', তুমি তাহার ব্যাখ্যা করিতেছ—'অনুভান'; সুতরাং তোমার ব্যাখ্যা সূত্রানুযায়ী হইতেছে না। তদুত্তরে বলিতেছেন – সূত্রস্থ] 'অনুকৃতেঃ' এই পদটী অনুভানকে (—"তমেব ভান্তম্", এই বাক্যোক্ত অন্যের দীপ্তি অবলম্বনে প্রকাশিত হওয়াকে) সূচনা করিতেছে।১৯ [কিন্তু তাহা স্বীকার করিলে "তস্য ভাসা" ইত্যাদি বাক্যে তাহা পুনরুক্ত হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে সূত্রস্থ অন্য হেতুটীর ব্যাখ্যা করিতেছেন—] "তস্য চ" (—এই অংশটী) এই [মুঃ ২।২।১০] শ্লোকের চতুর্থ পাদকে সূচনা করিতেছে।২০ [তাহা এই—] "তাঁহার দীপ্তির দ্বারা এই সমস্ত বিবিধরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়" (৬) এইপ্রকারে সূর্য্যাদির ভান (—প্রকাশ) যে তদ্ধেতুক (—ব্রহ্মহেতুক), ইহা বর্ণনা

ভাবদীপিকা

জন্য অপর জড় জ্যোতিঃকে প্রপেক্ষা করে, ইহা বলা যায় না। অতএব তুমি অস্থানে সংশয় করিতেছ, তাহা সঙ্গত নহে।

(৬) এইস্থলে সিদ্ধান্তপক্ষে 'সর্ব্বভাসকত্ব'রূপ ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

সূর্য্যাদেঃ উচ্যমানং প্রাজ্ঞম্ আত্মানম্ গময়তি ।২১ "তদ্দেবাঃ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ আয়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্" (বৃঃ ৪।৪।১৬) ইতি হি প্রাজ্ঞম্ আত্মানম্ আমনন্তি ।২২ তেজোঽন্তরেণ সূর্য্যাদিতেজঃ বিভাতি ইতি অপ্রসিদ্ধং বিরুদ্ধং চ, তেজোঽন্তরেণ তেজোঽন্তরস্য প্রতিঘাতাৎ ।২৩ অথবা ন সূর্য্যাদীনাম্ এব শ্লোকপরিপঠিতানাম্ ইদং তদ্ধেতুকং বিভানম্ উচ্যতে ।২৪ কিং তর্হি ?২৫ "সর্ব্বম্ ইদম্" ইতি অবিশেষশ্রুতেঃ সর্ব্বস্য এব অস্য নামরূপক্রিয়াকারক-ফলজাতস্য যা অভিব্যক্তিঃ, সা ব্রহ্মজ্যোতিঃসত্তানিমিত্তা; যথা সূর্য্যাদিজ্যোতিঃসত্তানিমিত্তা সর্ব্বস্য রূপজাতস্য অভিব্যক্তিঃ, তদ্বৎ ।২৬ "ন তত্র সূর্য্যঃ ভাতি" ইতি চ তত্রশব্দম্ আহরন্ প্রকৃত-

ভাষ্যানুবাদ

করিতেছেন যে বেদ, তিনি প্রাজ্ঞ আত্মাকে (—স্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে) জ্ঞাপন করিতেছেন। [সুতরাং উক্ত শ্লোকের চতুর্থ পাদে পরমাত্মার সূর্য্যাদি সর্ব্বভাসকত্ব জ্ঞাপিত হইয়াছে বলিয়া পুনরুক্তি হয় না।২১ পরমাত্মা সূর্য্যাদি জগতের অবভাসক এই বিষয়ে শ্রুত্যন্তর প্রদর্শন করিতেছেন—] "জ্যোতিঃসকলেরও অমর জ্যোতিঃস্বরূপ (—আদিত্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর অবিনাশী অবভাসক) তাঁহাকে দেবগণ আয়ুরূপে উপাসনা করেন", এইরূপে শ্রুতি প্রাজ্ঞ আত্মার (—স্ব-প্রকাশ পরমাত্মার) কথাই বলিতেছেন।২২ দেখ, অন্য [জড়] তেজের দ্বারা সূর্য্যাদির তেজঃ প্রকাশিত হয়, ইহা অপ্রসিদ্ধ ও বিরুদ্ধ; কারণ এক তেজের দ্বারা অপর তেজের প্রতিঘাত (—অভিভব) হয়।২৩ ["সর্ব্বম্ ইদং বিভাতি" অত্রস্থ সর্ব্বশব্দটীকে 'সূর্য্যাদি সমস্ত জ্যোতির্ম্ময় বস্তু', এই অর্থে ব্যাখ্যা করিলেন। তাহাতে সর্ব্বশব্দটীর অর্থ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। সেইহেতু ব্যাখ্যান্তর প্রদর্শন করিতেছেন— অথবা ["ন তত্র সূর্য্যঃ ভাতি", ইত্যাদি] শ্লোকে পরিপঠিত যে সূর্য্য প্রভৃতি, তাহাদেরই এই তদ্ধেতুক বিভান (—ব্রহ্মহেতুক প্রকাশ) কথিত হইতেছে না।২৪ তবে কি কথিত হইতেছে ?২৫ [তাহা বলিতেছেন—] "সর্ব্বম্ ইদম্"—'এই সমস্ত', এইপ্রকারে অবিশেষভাবে শ্রুত হইতেছে বলিয়া এই সমস্ত নাম রূপ ক্রিয়া কারক ও ফলসকলের যে অভিব্যক্তি, তাহা ব্রহ্মজ্যোতির অস্তিত্বরূপ নিমিত্তবশতঃ হইয়া থাকে; যেমন সূর্য্যাদি জ্যোতির অস্তিত্বরূপ নিমিত্তবশতঃ সমগ্র রূপপ্রপঞ্চের অভিব্যক্তি হয়, তদ্রূপ।২৬ আর "ন তত্র সূর্য্যঃ ভাতি", এইস্থলে 'তত্র'শব্দটিকে (৭) গ্রহণ-করতঃ [শ্রুতি] প্রস্তাবিতের (— প্রস্তাবিত ব্রহ্মের) গ্রহণ প্রদর্শন করিতেছেন।২৭

ভাবদীপিকা

(৭) এইস্থলে সিদ্ধান্তপক্ষে 'তত্র' এই সর্ব্বনামপদরূপ ব্রহ্মবোধক শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

গ্রহণম্ দর্শয়তি।২৭ প্রকৃতং চ ব্রহ্ম, "যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষম্ ওতম্" (মুঃ ২।২।৫) ইত্যাদিনা।২৮ অনন্তরং চ "হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ" ॥ (মু ২।২।৯) ইতি।২৯ কথং তৎ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ ইতি ?৩০ অতঃ ইদম্ উত্থিতম্—"ন তত্র সূর্য্যঃ ভাতি"

ভাষ্যানুবাদ

[কিন্তু ব্রহ্ম কোথায় প্রস্তাবিত হইয়াছেন ? প্রকরণপ্রমাণ-প্রদর্শনমুখে তাহা বলিতেছেন—] আর "যাঁহাতে দ্যুলোক পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ সমর্পিত আছে", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মই প্রস্তাবিত হইয়াছেন। [অতএব "তত্র" এই সর্ব্বনাম-পদের দ্বারা ব্রহ্মই গ্রহণীয়]।২৮ আর পরেও "হিরণ্ময় (—বুদ্ধিবিজ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত জ্যোতির্ম্ময়) শ্রেষ্ঠ [হৃদয়পুণ্ডরীকরূপ] কোশে বিরজ (—অবিদ্যাদি-দোষশূন্য) নিষ্কল (—নিরবয়ব) শুভ্র (—শুদ্ধ এবং সূর্য্যাদি] জ্যোতিঃসকলেরও জ্যোতিঃ (—অবভাসক) সেই যে ব্রহ্ম তাঁহাকে আত্মবিদ্‌গণ জানেন", এইপ্রকার 'স্পষ্টভাবে ব্রহ্মবোধক শ্রুতিবাক্য আছে'।২৯ আচ্ছা, তিনি জ্যোতিঃসকলের জ্যোতিঃ হন কিপ্রকারে ?৩০ এইহেতু (—এইপ্রকার আকাঙ্ক্ষাবশতঃ) ইহা উত্থিত (—পঠিত) হইয়াছে—"ন তত্র সূর্য্যঃ ভাতি" (৮) ইত্যাদি।৩১ [অতএব পরমাত্মাই এইস্থলে প্রতিপাদিত হইয়াছেন, ইহা নির্ণীত হইল]।

ভাবদীপিকা

(৮) এইস্থলে সন্দংশন্যায়বলে অবান্তর প্রকরণপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল। তাহা এইপ্রকার—"যস্মিন্ দ্যৌঃ" (মুঃ ২।২।৫) ইত্যাদি বাক্যে অমৃতত্ব প্রাপ্তির উপায়রূপে যে ব্রহ্ম প্রস্তাবিত হইয়াছেন "ব্রহ্ম এব ইদম্ অমৃতং পুরস্তাৎ" (মুঃ ২।২।১১) ইত্যাদি বাক্যে সেই ব্রহ্মবিষয়েই উপসংহার করা হইয়াছে বলিয়া সন্দংশন্যায়বলে মধ্যস্থলে পঠিত "ন তত্র সূর্য্যঃ ভাতি" (মুঃ ২।২।১০) ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে। আরও লক্ষ্য করিতে হইবে—সিদ্ধান্তিকৃত ব্যাখ্যানে শ্রুতিবাক্যসকলের একবাক্যতাও (—একার্থপ্রতিপাদকতাও) সিদ্ধ হয়। ন্যায়বিদ্‌গণ বলেন—"সম্ভবতি একবাক্যত্বে বাক্যভেদস্তু নেষ্যতে"—'একবাক্যতা সম্ভব হইলে বাক্যভেদ অঙ্গীকার করা হয় না'। প্রস্তাবিতস্থলে "যস্মিন্ দ্যৌঃ" (মুঃ ২।২।৫) ইত্যাদি শ্লোকে যে ব্রহ্মবস্তু স্পষ্টভাবে প্রস্তাবিত হইয়াছেন, "হিরণ্ময়ে পরে কোশে" (মুঃ ২।২।৯) ইত্যাদি শ্লোকে সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কসকলের অবভাসকরূপে সেই ব্রহ্মই বর্ণিত হইতেছেন। অনন্তর 'তিনি জ্যোতিঃসকলের অবভাসক কিপ্রকারে হন', এইপ্রকার আকাঙ্ক্ষা হইলে তাহার পরিপূরকরূপে "ন তত্র সূর্য্যঃ ভাতি" (মুঃ ২।২।১০) ইত্যাদি মন্ত্রটী পঠিত হইয়াছে। এইপ্রকারে দেখা যাইতেছে, এই প্রকরণস্থ সকলগুলি বাক্যই ব্রহ্মরূপ একই অর্থকে প্রতিপাদন করিতেছে। সেইহেতু ব্রহ্ম-বোধনেই ইহাদের একবাক্যতা, সুতরাং তাৎপর্য্য ইহা সিদ্ধ হয়। এইপ্রকারে সিদ্ধান্তকর্ত্তৃক প্রদর্শিত 'একবাক্যতাপুষ্ট মুখ্যানুভানরূপ' (৪ ভাবদীঃ) এবং 'সর্ব্বাবভাসকত্বরূপ' (৬ ভাবদীঃ)

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি।৩১ যদপি উক্তং—সূর্য্যাদীনাং তেজসাং ভানপ্রতিষেধঃ তেজোধাতৌ এব অন্যস্মিন্ অবকল্পতে, সূর্য্যে ইব ইতরেষাম্ ইতি।৩২ তত্র তু সঃ এব তেজোধাতুঃ অন্যঃ ন সম্ভবতি ইতি উপপাদিতম্।৩৩ ব্রহ্মণি অপি চ এষাং ভানপ্রতিষেধঃ অবকল্পতে; যতঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—লাঘবানুরোধে 'বিষয়সপ্তমী' গ্রহণীয়। সর্ব্বাবভাসক স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্ম অন্যভাস্য নহেন।]

[এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক গৃহীত 'ভাবে সপ্তমী' পক্ষকে নিরাকরণ করিতেছেন—] আর যে বলা হইয়াছে—সূর্য্যাদি তৈজস পদার্থসকলের যে প্রকাশের প্রতিষেধ (—তাহাদিগকে প্রকাশিত হইতে না দেওয়া), তাহা অন্য [উৎকৃষ্টতর] তৈজস পদার্থেই সঙ্গত, যেমন সূর্য্যে অন্যান্যসকলের হইয়া থাকে (—যেমন সূর্য্য প্রকাশিত হইলে তারকা প্রভৃতি ক্ষুদ্রতর তৈজস পদার্থসকলের প্রকাশ হয় না) ইত্যাদি (৫ বাক্য)। ৩২ [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন] সেইস্থলে (—প্রস্তাবিত বিচার্য্য শ্রুতিবাক্যে) কিন্তু সেই [উৎকৃষ্টতর] অন্য তৈজস পদার্থই সম্ভব হয় না, ইহা [একবাক্যতাপুষ্ট শ্রুত্যাদিপ্রমাণ প্রদর্শনদ্বারা, ৮ ভাবদীঃ] উপপাদিত হইয়াছে। ৩৩ ['ভাবে সপ্তমী' অঙ্গীকারকারী যদি বলেন—তোমার প্রমাণসিদ্ধ ব্রহ্মবস্তু সদাই বর্ত্তমান বলিয়া সূর্য্যাদি কদাপি প্রকাশিত হইতে পারিবে না। অথচ তাহা প্রকাশিত হইতেছে। সুতরাং তোমার মতে শাস্ত্রার্থ কিপ্রকারে সম্ভব হইবে? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] আর ব্রহ্মেতেও ইহাদের (—সূর্য্যাদির) প্রকাশের প্রতিষেধ (—সূর্য্যাদি ব্রহ্মবস্তুকে প্রকাশিত করিতে পারে না, ইহা) সঙ্গত হইতেছে (৯); যেহেতু [সংসারমণ্ডলে] যাহা কিছু উপলব্ধ হয়, সেই সমস্তই

ভাবদীপিকা

লিঙ্গপ্রমাণদ্বয়, অবান্তরপ্রকরণপ্রমাণ (৮ ভাবদীঃ) এবং 'তত্র' শব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণবলে (৭ ভাবদীঃ), পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক প্রদর্শিত 'অপকৃষ্টতেজোঽভিভাবকত্ব'রূপ লৌকিক লিঙ্গপ্রমাণটী (১ ভাবদীঃ) বাধিত হইয়া পড়িল।

(৯) সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক এইস্থলে "ন তত্র সূর্য্যঃ ভাতি" এই বাক্যস্থ 'তত্র' পদে 'বিষয় সপ্তমী' (—অধিকরণে সপ্তমী) গৃহীত হইতেছে। তাহাতে বাক্যটীর অর্থ হয়—'সূর্য্য তাহাতে (—সেই ব্রহ্মরূপ বিষয়ে) প্রকাশিত হয় না'। ইহাতে কিন্তু অর্থবোধের স্পষ্টতা হইতেছে না। সেইহেতু সিদ্ধান্তীকে এখানে একটী 'ণিচ্' প্রত্যয়ের অধ্যাহার করিয়া 'ন ভাতি' ইহাকে করিতে হয় 'ন ভাসয়তি'। তাহাতে উক্ত শ্রুতিবাক্যটীর অর্থ হয়—"ব্রহ্মরূপ সেই বিষয়টীকে সূর্য্য প্রকাশিত করে না"। এইরূপে সিদ্ধান্তীকে একটী অশ্রুত ণিচ্ প্রত্যয়ের অধ্যাহার করিতে হইতেছে। পূর্ব্বপক্ষীকে কিন্তু (১) 'ন ভাতি' এইস্থলে শ্রুত বর্ত্তমানকালের ত্যাগ, এবং (২) লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করতঃ অশ্রুত ভবিষ্যৎকালের গ্রহণ করিতে হইয়াছে (২ ভাবদীঃ)। তাহাতে তাঁহার পক্ষে দুইটী দোষ হইয়া পড়িতেছে। সিদ্ধান্তপক্ষে কিন্তু অশ্রুত 'ণিচে'র অধ্যাহাররূপ একটী মাত্র

শাঙ্করভাষ্যম্

যদ্ উপলভ্যতে, তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মণা এব জ্যোতিষা উপলভ্যতে।৩৪ ব্রহ্ম তু ন অন্যেন জ্যোতিষা উপলভ্যতে, স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপত্বাৎ; যেন সূর্য্যাদয়ঃ তস্মিন্ ভায়ুঃ।৩৫ ব্রহ্ম হি অন্যৎ ব্যনক্তি, নতু ব্রহ্ম অন্যেন ব্যজ্যতে; "আত্মনা এব অয়ং জ্যোতিষা আস্তে" (বৃঃ ৪।৩।৬), "অগৃহ্য নহি গৃহ্যতে" (বৃঃ ৪।২।৪) ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ।৩৬॥ ১।৩।২২॥

ভাষ্যানুবাদ

ব্রহ্মরূপ জ্যোতির দ্বারাই উপলব্ধ হয়। ৩৪ স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ (— স্বয়ংপ্রকাশস্বভাব) হন বলিয়া ব্রহ্ম কিন্তু অন্য জ্যেতির দ্বারা উপলব্ধ (—প্রকাশিত) হন না, যে কারণবশতঃ (—প্রকাশের বিষয় হওয়ারূপ যে হেতুবশতঃ) সূর্য্য প্রভৃতি তাঁহাতে (—সেই ব্রহ্মরূপ বিষয়ে) প্রকাশিত হইবে, "ব্রহ্ম সেইপ্রকারে অন্যকর্ত্তৃক প্রকাশিত হন না"।৩৫ [স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ হওয়ায় ব্রহ্ম সূর্য্যাদিকর্ত্তৃক প্রকাশিত হন না, ইহাই ভাব। ইহাই বলিতেছেন] ব্রহ্মই অন্যকে প্রকাশিত করেন, ব্রহ্ম কিন্তু অন্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত হন না; "ইনি (—এই পুরুষ) আত্মরূপ জ্যোতির দ্বারাই উপবেশন করেন" (১০), ["ব্রহ্ম] গ্রহণের অবিষয়, যেহেতু গৃহীত হন না" (১১) ইত্যাদি শ্রুতিসকল হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়।৩৬॥১।৩।২২॥

অপিচ স্মর্য্যতে ॥১।৩।২৩॥

সূত্রার্থ—[অস্মিন্ শ্রুত্যুক্তার্থে স্মৃতিং দর্শয়তি—] **অপিচ**—কিঞ্চ, [ব্রহ্মণঃ সূর্য্যাদ্যপ্রকাশ্যত্বং তৎপ্রকাশকত্বং চ] **স্মর্য্যতে**—"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যঃ" (গীতা ১৫।৬), "তৎ তেজঃ বিদ্ধি মামকম্" (গীতা ১৫।১২) ইত্যাদি শ্লোকৈঃ ভগবদ্গীতাসু স্মর্য্যতে ইত্যর্থঃ।

ভাবদীপিকা

দোষ হইতেছে। সেইহেতু কল্পনার লাঘবানুরোধে সিদ্ধান্ত পক্ষই হইল বলবান্। পূর্ব্বপক্ষী যে 'ভাধাতু অকর্ম্মক' ইত্যাদি দোষত্রয়ের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন (২ ভাবদীঃ), তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন —কল্পনাগৌরব পূর্ব্বপক্ষীর মতেই হয়, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। 'ণিচ্' প্রত্যয় করিলে অকর্ম্মক ধাতু সকর্ম্মক হইয়া পড়ে, ইহা ব্যাকরণস্মৃতিসম্মত। প্রস্তাবিতস্থলে 'ণিচ্' অধ্যাহার করতঃ 'ভা' ধাতুকে যে সকর্ম্মকরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহাই শ্রুতির অভিপ্রেত বলিয়া বুঝিতে হইবে, কারণ "ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যঃ" (গীতা ১৫।৬) ইত্যাদি স্মৃতি এইপ্রকারে ণিজন্ত 'ভা'ধাতুরই প্রয়োগকরতঃ প্রস্তাবিত "ন তত্র সূর্য্যঃ ভাতি" এই শ্রুতির অনুবাদ করিয়াছেন। ভগবান্ সূত্রকার পরবর্ত্তী সূত্রে ইহা প্রদর্শন করিবেন। অতএব পূর্ব্বপক্ষীর উক্ত আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। একবাক্যতাপুষ্ট প্রবল প্রমাণসকল সিদ্ধান্তের সমর্থকরূপে পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে (৮ ভাবদীঃ)।

(১০) এই শ্রুতিবাক্যটী ব্রহ্মের স্বয়ংপ্রকাশতা জ্ঞাপনের জন্য উদাহৃত হইয়াছে। বিশেষ অবগতির জন্য বৃহদারণ্যকের উক্ত প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

(১১) এই শ্রুতিবাক্যটী ব্রহ্মবস্তু অন্যকর্ত্তৃক প্রকাশিত হন না, ইহা জ্ঞাপনের জন্য উদাহৃত হইয়াছে।

অনুবাদ—[এই শ্রুতি বর্ণিত অর্থে স্মৃতিবাক্য প্রদর্শন করিতেছেন—] অপিচ—আর এক কথা, [ব্রহ্ম সূর্য্যাদির দ্বারা প্রকাশ্য নহেন এবং তাহাদের প্রকাশক, ইহা] স্মর্য্যতে—"সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করে না", "সেই তেজঃকে আমার বলিয়া জানিবে", ইত্যাদি শ্লোকসকলের দ্বারা ভগবদ্গীতাতে স্মৃত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপিচ ঈদৃগ্-রূপত্বং প্রাজ্ঞস্য এব আত্মনঃ স্মর্য্যতে ভগবদ্গীতাসু—"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম্"॥ (গীতা ১৫।৬) ইতি, "যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্"॥ (গীতা ১৫।১২) ইতি চ॥১।৩।২৩॥ ইতি ষষ্ঠম্ অনুকৃত্যধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—'ণিচ্' অধ্যাহারপক্ষে স্মৃতির সম্মতি প্রদর্শন দ্বারা ব্রহ্মের অভাস্যতা ও সর্ব্বভাসকতা প্রতিপাদন।]

['ণিচ্' অধ্যাহার এবং ব্রহ্মের অভাস্যতা ও সর্ব্বভাসকতা বিষয়ে স্মৃতির সম্মতি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর দেখ, ভগবদ্গীতাতে প্রাজ্ঞ আত্মারই এতাদৃশ স্বরূপ (—অন্যকর্ত্তৃক প্রকাশিত না হওয়া এবং সকল বস্তুকে প্রকাশিত করা) স্মৃত হইয়াছে, যথা—"যেখানে গমন করিয়া [যোগিগণ] আর ফিরিয়া আসেন না, তাহাই আমার পরম ধাম (—স্বরূপ), তাহাকে সূর্য্য চন্দ্র এবং বহ্নি প্রকাশিত করিতে পারে না", ইত্যাদি এবং "আদিত্যাদিতে অবস্থিত যে তেজঃ সমগ্র জগৎকে প্রকাশিত করিতেছে, যাহা চন্দ্রমাতে আছে এবং যাহা অগ্নিতে আছে, সেই তেজঃকে আমার বলিয়াই জানিবে", (১২) ইত্যাদি। [অতএব ইহা সিদ্ধ হইল —যে পরমাত্মা অন্যকর্ত্তৃক প্রকাশিত হন না, কিন্তু স্বয়ং সমস্ত বিশ্বের প্রকাশক তিনিই "ন তত্র সূর্য্যঃ ভাতি" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছেন] ॥১।৩।২৩॥

অনুকৃত্যধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(১২) লক্ষ্য করিতে হইবে—উদ্ধৃত গীতাশ্লোকদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটীতে ব্রহ্মের 'অভাস্যতা' এবং দ্বিতীয়টীতে তাঁহার 'সর্ব্বভাসকতা' প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্লোকোক্ত 'ভাসয়তে' পদদ্বয় ণিজন্ত পদ, (ভা+ণিচ্+লট্ তে)। অনুকৃত্যধিকরণ সমাপ্ত।

৭। প্রমিতাধিকরণম্। [২৪-২৫ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—কঠোপনিষদে পঠিত 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ' পরমাত্মা।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে 'মুখ্যানুভান'রূপ লিঙ্গপ্রমাণপ্রভৃতির বলে "ন তত্র সূর্য্যঃ ভাতি", এই শ্রুতির ব্যাখ্যাকালে 'ণিচ্' অধ্যাহার করতঃ 'ন ভাতি', ইহার অর্থ করা হইয়াছে 'ন ভাসয়তি'। প্রস্তাবিত অধিকরণেও তদ্রূপ "অঙ্গুষ্ঠমাত্র" (কঠ ২।১।১২) এইপ্রকার পরিমাণ-

বোধক লিঙ্গপ্রমাণবলে জীবকে গ্রহণ করিয়া 'ঈশানঃ অস্মি ইতি ভাবয়েৎ' (—'আমি সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্বর, এইরূপ চিন্তা করিবে'), এইপ্রকার বিধিবাক্যের অধ্যাহার করতঃ "অঙ্গুষ্ঠমাত্র" বাক্যটীকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে জীবোপাসনার প্রতিপাদকরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

অঙ্গুষ্ঠমাত্রো জীবঃ স্যাদীশো বাঽল্পপ্রমাণতঃ।
দেহমধ্যে স্থিতেশ্চৈব জীবো ভবিতুমর্হতি॥
ভূতভব্যেশতা জীবে নাস্ত্যতোঽহসাবিহেশ্বরঃ।
স্থিতিপ্রমাণে ঈশেঽপি স্তো হৃদ্যস্যোপলব্ধিতঃ॥

অন্বয়—অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ জীবঃ স্যাৎ, ঈশঃ বা? অল্পপ্রমাণতঃ, দেহমধ্যে স্থিতেঃ চ জীবঃ এব ভবিতুম্ অর্হতি। ভূতভব্যেশতা জীবে নাস্তি, অতঃ ইহ অসৌ ঈশ্বরঃ। হৃদি অস্য উপলব্ধিতঃ স্থিতিপ্রমাণে ঈশে অপি স্তঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[কঠবল্লীষু শ্রূয়তে—"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি। ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে"॥ (কঠ ২।১।১২) ইত্যাদি। তত্র পরিমাণেশানশব্দাভ্যাম্ সংশয়ঃ ভবতি—] অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ জীবঃ স্যাৎ, ঈশঃ বা?

পূর্ব্বপক্ষ—[অঙ্গুষ্ঠমাত্ররূপাৎ] অল্পপ্রমাণতঃ, ["মধ্যে আত্মনি তিষ্ঠতি" ইতি] দেহমধ্যে স্থিতেঃ চ [অয়ম্] জীবঃ এব ভবিতুম্ অর্হতি।

সিদ্ধান্ত—["ঈশানো ভূতভব্যস্য" (কঠ ২।১।১২) ইতি শ্রুত্যুক্তা যা] ভূতভব্যেশতা, [সা] জীবে নাস্তি [তস্য ঈশিতব্যত্বাৎ]। অতঃ ইহ অসৌ [অঙ্গুষ্ঠমাত্রপুরুষঃ] ঈশ্বরঃ। হৃদি অস্য [পরমেশ্বরস্য] উপলব্ধিতঃ স্থিতিপ্রমাণে ঈশে অপি স্তঃ।

অনুবাদ

সংশয়—[কঠবল্লীসকলের মধ্যে পঠিত হইতেছে—"অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ, শরীরের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, তিনি অতীত ও ভবিষ্যৎকালের (—বর্ত্তমানকালসহ কালত্রয়ের) নিয়মনকর্ত্তা, তাঁহাকে অবগত হইবার পর [নিত্য অদ্বৈতস্বরূপ নিজেকে ভয় হইতে] রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে না" ইত্যাদি। সেইস্থলে ['অঙ্গুষ্ঠমাত্র' এই] পরিমাণবাচক শব্দ এবং ঈশানশব্দ, এই শব্দদ্বয় থাকায় সংশয় হয়—] যিনি অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণবিশিষ্ট, তিনি কি জীব, অথবা ঈশ্বর?

পূর্ব্বপক্ষ—[অঙ্গুষ্ঠপরিমিতরূপ] অল্পপরিমাণবিশিষ্ট হওয়ায় এবং ["শরীরের মধ্যে অবস্থান করিতেছে", এইপ্রকারে] দেহমধ্যে অবস্থিত হওয়ায় ইহা জীবই হইবে, ইহা সঙ্গত।

সিদ্ধান্ত—["ঈশানঃ ভূতভব্যস্য" এই শ্রুতিতে বর্ণিত যে] কালত্রয়ের নিয়মনকর্ত্তৃত্ব, তাহা জীবে নাই, [যেহেতু সে নিয়মনের বিষয়]। সেইহেতু এখানে তিনি (উক্ত অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ) হন ঈশ্বর। হৃদয়ে ইঁহার (—এই পরমেশ্বরের) উপলব্ধি হয় বলিয়া স্থিতি (—দেহমধ্যে অবস্থিতি) এবং প্রমাণ (—অঙ্গুষ্ঠের ন্যায় অল্প পরিমাণ), ইহারা পরমেশ্বরেও বর্ত্তমান থাকে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, ব্রহ্মদৃষ্টিতে জীবের উপাসনা। সিদ্ধান্তে—জীব ও ব্রহ্মের একত্বজ্ঞান।

শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥১।৩।২৪॥

পদচ্ছেদ—শব্দাৎ, এব, প্রমিতঃ।

সূত্রার্থ—[কঠবল্লীষু শ্রূয়তে—"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ জ্যোতিরিবাধূমকঃ" (কঠ ২।১।১৩) ইত্যাদি। তত্র কিম্ অয়ম্ অঙ্গুষ্ঠমাত্রবাক্যপ্রদিপাদ্যঃ জীবঃ, অথবা ঈশ্বরঃ ? ইতি সন্দেহে, জীবঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **প্রমিতঃ**—অঙ্গুষ্ঠমাত্রপরিমিতঃ [পুরুষঃ পরমাত্মা এব। কুতঃ ?] **শব্দাৎ**—"ঈশানঃ ভূতভব্যস্য" (ঐ) ইত্যত্র ঈশানশব্দাৎ। **এবকারঃ**—জীবপ্রতিপাদকাঙ্গুষ্ঠমাত্রপরিমাণরূপলিঙ্গপ্রমাণাৎ পরমাত্মপ্রতিপাদকেশানশব্দরূপশ্রুতিপ্রমাণস্য প্রাবল্যং সূচয়তি।

অনুবাদ—[কঠবল্লীসকলের মধ্যে পঠিত হইতেছে—"ধূমহীন জ্যোতির ন্যায় অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণবিশিষ্ট পুরুষ", ইত্যাদি। সেইস্থলে এই অঙ্গুষ্ঠমাত্রবাক্যের প্রতিপাদ্য কি জীব, অথবা ঈশ্বর ? এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, 'জীব'—ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—**প্রমিতঃ**—অঙ্গুষ্ঠমাত্রপরিমিত [পুরুষ, পরমাত্মাই। তাহাতে হেতু কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—**শব্দাৎ**—যেহেতু "অতীত ও ভবিষ্যৎকালের ঈশান (—নিয়ন্তা"), এইস্থলে 'ঈশান' শব্দের প্রয়োগ আছে। **এবকারটী**—জীবপ্রতিপাদক যে অঙ্গুষ্ঠপরিমাণরূপ লিঙ্গপ্রমাণ, তাহা হইতে পরমাত্মপ্রতিপাদক ঈশানশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণের প্রাবল্যকে সূচিত করিতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ মধ্যে আত্মনি তিষ্ঠতি" (কঠ ২।১।১২) ইতি শ্রূয়তে।১ তথা "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ। ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ। এতদ্বৈতৎ ॥ (কঠ ২।১।১৩) ইতি চ।২ তত্র যঃ অয়ম্ অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ শ্রূয়তে, সঃ কিং বিজ্ঞানাত্মা, কিংবা পরমাত্মা ইতি সংশয়ঃ।৩ তত্র পরিমাণোপদেশাৎ তাবৎ বিজ্ঞানাত্মা ইতি প্রাপ্তম্।৪ নহি অনন্তায়ামবিস্তারস্য পরমাত্মনঃ অঙ্গুষ্ঠপরিমাণম্ উপপদ্যতে।৫ বিজ্ঞানাত্মনস্তু উপাধিমত্ত্বাৎ সম্ভবতি কয়াচিৎ কল্পনয়া অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বম্।৬ স্মৃতেশ্চ—"অথ সত্যবতঃ কায়াৎ

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয়বাক্য। পরিমাণশ্রবণ ও ঈশানশব্দের প্রয়োগবশতঃ সংশয়।]

"অঙ্গুষ্ঠপরিমাণবিশিষ্ট পুরুষ শরীরের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন", শ্রুতিতে এইপ্রকার পঠিত হইতেছে।১ আর এইরূপেই "অঙ্গুষ্ঠপরিমাণবিশিষ্ট ধূমহীন জ্যোতির ন্যায় যে পুরুষ, যিনি অতীত ও ভবিষ্যৎকালের (—বর্ত্তমানকালসহ কাল-ত্রয়ের) নিয়মন কর্ত্তা, তিনি অদ্যও বর্ত্তমান আছেন, আর কল্যও বর্ত্তমান থাকিবেন (—কালত্রয়ে একমাত্র তিনিই বর্ত্তমান), ইনিই সেই [ত্বৎকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত সর্ব্বোপনিষৎপ্রসিদ্ধ] আত্মা", ইহাও পঠিত হইতেছে।২ সেইস্থলে এই যে অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ পঠিত হইতেছেন, তিনি কি বিজ্ঞানাত্মা (—জীবাত্মা), অথবা পরমাত্মা, এইপ্রকার সংশয় হয়।৩

শাঙ্করভাষ্যম্

পাশবদ্ধং বশং গতম্। অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ” ॥ (মহাঃ ৩।২৯৭।১৭) ইতি ।৭ নহি পরমেশ্বরঃ বলাৎ যমেন নিষ্ক্রষ্টুং শক্যঃ, তেন তত্র সংসারী অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ নিশ্চিতঃ।৮ সঃ এব ইহাপি ইতি ।৯

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—অঙ্গুষ্ঠপরিমাণযুক্ততারূপ লিঙ্গপ্রমাণ ও স্মৃতিবচনবলে জীবই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ।]

পূর্ব্বপক্ষ—সেইস্থলে পরিমাণের উপদেশ (১) থাকায় [সেই অঙ্গুষ্ঠপরিমাণবিশিষ্ট পুরুষ] বিজ্ঞানাত্মা, ইহা প্রাপ্ত হওয়া গেল ।৪ [কিন্তু যাবতীয় পদার্থের একমাত্র নিয়ন্তা পরমেশ্বরের বোধক ‘ঈশান’ এই যোগরূঢ় শব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণবলে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, দুর্ব্বল লিঙ্গপ্রমাণবলে তুমি কি প্রকারে জীবকে গ্রহণ করিতেছ ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] অনন্ত আয়াম ও বিস্তারবিশিষ্ট (—অনন্ত দৈর্ঘ্য ও প্রস্থবিশিষ্ট) যে পরমাত্মা, তাঁহার অঙ্গুষ্ঠের ন্যায় পরিমাণ হওয়া নিশ্চয় সঙ্গত নহে ।৫ জীব কিন্তু উপাধিযুক্ত হওয়ায় কোন না কোন প্রকার কল্পনার দ্বারা (২) তাহার পক্ষে অঙ্গুষ্ঠপরিমাণবিশিষ্ট হওয়া সম্ভব ।৬ আর যেহেতু [জীবের অঙ্গুষ্ঠমাত্রতার প্রতিপাদিকা] স্মৃতিও আছে, যথা—[“মৃত্যুর] অনন্তর যম পাশবদ্ধ ও [কর্ম্মের] বশীভূত অঙ্গুষ্ঠপরিমাণবিশিষ্ট পুরুষকে সত্যবানের শরীর হইতে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়াছিলেন”, ইত্যাদি ।৭ পরমেশ্বর কদাপি যমকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতে পারেন না, [কারণ “প্রভবতি সংযমনে মমাপি বিষ্ণুঃ”—‘ভগবান্ বিষ্ণু আমাকেও নিয়মন করিতে সমর্থ’, এইপ্রকার যমোক্তি স্মৃতিতে পরিদৃষ্ট হয়]; সেইহেতু সেইস্থলে (—উদাহৃত মহাভারতবাক্যে) সংসারীই (—জীবই) অঙ্গুষ্ঠপরিমাণবিশিষ্টরূপে নিশ্চিত হইয়াছে ।৮ তাহাই (—সেই জীবই) এখানেও (—বিচার্য্য শ্রুতিবাক্যেও, প্রতিপাদ্যরূপে] নিশ্চিত হইতেছে, ইত্যাদি ।৯

ভাবদীপিকা

(১) পূর্ব্বপক্ষী এইস্থলে “অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ” ইত্যাদি এই শ্রুত্যুক্ত ‘পরিমাণবস্বরূপ’ জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। জীবস্বরূপ উপাধির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, সুতরাং পরিমাণযুক্ততা জীববোধক লিঙ্গ।

(২) জীবও নিজের ভোগ্যবিষয়ভূত ঘটপটাদি কোন কোন বিষয়ের ঈশিতা (—নিয়মন কর্ত্তা), যে হৃদয়কমল জীবের উপাধিভূত অন্তঃকরণের স্থান, তাহার পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠপরিমিত হওয়ায় জীবের তৎপরিমাণযুক্ততা, ইত্যাদি এইপ্রকার কল্পনাদ্বারা উক্ত শ্রুতিবাক্য জীবপক্ষেও উপপন্ন হয়, ইহাই ভাব। পূর্ব্বপক্ষী বলেন—যদিও ঈশানশব্দটী ব্রহ্মের বাচক হওয়ায় হয় শ্রুতপ্রমাণ, তথাপি “অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ” এইরূপে প্রথমশ্রুত যে জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ, অসংজাতবিরোধিন্যায়বলে চরমশ্রুত ঈশানশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণ হইতে তাহা হয় বলবান্। সেইহেতু এখানে ঈশানশব্দের উপরোক্ত স্বভোগ্যবিষয়ের ঈশিতা, এইরূপ সঙ্কুচিত অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব্বাধিকরণে ১।৩।২৩ সূত্রভাষ্যে সিদ্ধান্তী স্বপক্ষসমর্থনে ‘ন তদ্ভাসয়তে’ (গীতা ১৫।৬) ইত্যাদি স্মৃতির

শাঙ্করভাষ্যম্

এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—পরমাত্মা এব অয়ম্ অঙ্গুষ্ঠমাত্রপরিমিতঃ পুরুষঃ ভবিতুম্ অর্হতি।১০ কস্মাৎ?১১ শব্দাৎ, "ঈশানঃ ভূতভব্যস্য" (কঠ ২।১।১৩) ইতি।১২ নহি অন্যঃ পরমেশ্বরাৎ ভূতভব্যস্য নিরঙ্কুশম্ ঈশিতা।১৩ "এতদ্ বৈ তৎ" (ঐ) ইতি চ প্রকৃতং পৃষ্টম্ ইহ অনুসন্দধাতি।১৪ 'এতদ্ বৈ তৎ যৎ পৃষ্টং ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ।১৫ পৃষ্টং চ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—প্রকরণপ্রমাণপুষ্ট শ্রুতিপ্রমাণবলে ব্রহ্মই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ।]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—এই অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণবিশিষ্ট পুরুষ হন পরমাত্মা, ইহাই সঙ্গত।১০ কোন হেতুবলে ইহা বলিতেছ?১১ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু "অতীত ও ভবিষ্যৎকালের ঈশান (৩) এইপ্রকার শব্দ (—শ্রুতি) আছে।১২ পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন অন্য কেহ নিশ্চয়ই অতীত ও ভবিষ্যৎকালের (—কালত্রয়ের) নিরঙ্কুশ নিয়ন্তা হইতে পারে না।১৩ [প্রকরণপ্রমাণবলেও এখানে পরমেশ্বরই সমর্পিত হন, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—] আর "ইনিই সেই প্রসিদ্ধ আত্মা" এইপ্রকারে [নচিকেতা কর্ত্তৃক "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ, অন্যত্র অধর্ম্মাৎ" (কঠ ১।২।১৪) ইত্যাদিরূপে] প্রস্তাবিত জিজ্ঞাসিত বস্তুকে (৪, শ্রুতি] অনুসন্ধান করিতেছেন (—জিজ্ঞাসিত তত্ত্বের নির্ণয়ে যত্ন করিতেছেন।১৪ "এতৎ বৈ তৎ", এই বাক্যের অর্থ যোজনা করিতেছেন—] যে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিত হইয়াছেন, প্রসিদ্ধ ইনিই তিনি, ইহাই অর্থ।১৫ [কিন্তু "যেয়ং

ভাবদীপিকা

সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বপক্ষীও তদ্রূপ জীবপক্ষের সমর্থনে নিশ্চিতার্থক স্মৃতি প্রদর্শন করতঃ সন্দিগ্ধার্থক শ্রুতিকে স্বানুকূল করিতেছেন-স্মৃতেশ্চ-'আর যেহেতু' (৭বাক্য), ইত্যাদি।

(৩) সিদ্ধান্তী এইস্থলে স্বপক্ষে পরমেশ্বরবোধক ঈশানশব্দরূপ অভিধাত্রী শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। 'ঈশ্' ধাতুঘটিত এই ঈশানপদটীর যৌগিকার্থ—'নিরঙ্কুশ শাসনকর্ত্তা'। রূঢ়ার্থ—মহেশ্বর, পরমেশ্বর। ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলেন—"বাচ্যার্থভিন্ন অন্য অর্থ বিবক্ষিত না হইলে যোগরূঢ় শব্দসকলও শ্রুতিপ্রমাণরূপে গৃহীত হয়"। [যোগরূঢ়িভ্যাং পরস্পরসহকারেণ অর্থপ্রতিপাদকং পদং—যোগরূঢ়ম্]।

(৪) সিদ্ধান্তী এইস্থলে স্বপক্ষে পরমাত্মবোধক একটী প্রকরণপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। "যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা," (কঠ ১।১।২০) ইত্যাদিরূপে প্রস্তাব করিয়া "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ অন্যত্র অধর্ম্মাৎ" (কঠ ১।২।১৪) ইত্যাদিস্থলে স্পষ্টভাবে যে আত্মবিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, তাহার উত্তর-দানপ্রসঙ্গেই "সর্ব্বে বেদাঃ যৎ পদম্ আমনন্তি" (কঠ ১।২।১৫) ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া অবশিষ্ট গ্রন্থের প্রবৃত্তি হইয়াছে। সেইস্থলে কোথাও জীব ও ব্রহ্মের একত্ব, কোথাও ত্বংপদার্থের শোধন, কোথাও তৎপদার্থের শোধন, কোথাও উপাসনার জন্য ওঁকাররূপ প্রতীক, কোথাও উপাসকের ব্রহ্মলোকে গমনের জন্য নাড়ীর বর্ণনা ইত্যাদি এতৎ-সংবন্ধী নানা বিষয়ের আলোচনা-

শাঙ্করভাষ্যম্

ইহ ব্রহ্ম, "অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ" (কঠ ১।২।১৪) ইতি ।১৬ 'শব্দাদেব' ইতি অভিধানশ্রুতেঃ এব ঈশানঃ ইতি পরমেশ্বরঃ অয়ং গম্যতে ইত্যর্থঃ। ১৭ ।।১।৩।২৪।।

ভাষ্যানুবাদ

প্রেতে" (কঠ ১।১।২০) এইরূপে জীবের মৃত্যুকে অবলম্বন করিয়া প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে বলিয়া, জীবই তো এখানে জিজ্ঞাস্যরূপে প্রস্তাবিত হইয়াছেন। তদুত্তরে বলিতেছেন—] এখানে কিন্তু ব্রহ্মই জিজ্ঞাসিত হইয়াছেন, যথা—"ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, কৃত ও অকৃত (—কার্য্য ও কারণ) হইতে ভিন্ন এবং অতীত ও ভবিষ্যৎ হইতে ভিন্ন যাহা আপনি দর্শন করিতেছেন, তাহা [আমাকে] বলুন", ইত্যাদি। [উপাধিপরিচ্ছিন্ন জীবে কার্য্য ও কারণদ্বারা স্পৃষ্ট না হওয়া, কালত্রয়ের দ্বারা পরিচ্ছেদ্য না হওয়া প্রভৃতি কিছুতেই উপপন্ন হয় না, সুতরাং ইহা ব্রহ্মেরই প্রকরণ।১৬ যদি বলা হয়—সূত্রে 'শব্দাৎ' এই পদটীর দ্বারা "ঈশানঃ ভূতভব্যস্য" এই বাক্যটী লক্ষিত হইয়াছে। বাক্যপ্রমাণ লিঙ্গপ্রমাণাপেক্ষা দুর্ব্বল, সুতরাং প্রবল লিঙ্গপ্রমাণবলে এখানে জীবই গ্রহণীয়। তদুত্তরে বলিতেছেন—] "শব্দাৎ এব", এইপ্রকারে 'ঈশান' এই অভিধাত্রী শ্রুতি হইতেই ইনি (—অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ) যে পরমেশ্বর, ইহা অবগত হওয়া যায় (৫), ইহাই তাৎপর্য্য।১৭।।১।৩।২৪।।

ভাবদীপিকা

দ্বারে সেই আত্মবিষয়ক প্রশ্নেরই উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, অন্যথা সমগ্র গ্রন্থ কতকগুলি বিশ্লিষ্ট বাক্য-সমষ্টি মাত্র হইয়া পড়িবে। প্রস্তাবিতস্থলে "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ" ইত্যাদি বাক্যে সেই আত্মবিষয়ক প্রশ্নেরই উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া সেই আত্মবিষয়ক প্রশ্ন ও তদ্বিষয়ক এই উত্তরের মধ্যে পরস্পরাকাঙ্ক্ষা থাকায় ইহা আত্মবিষয়ক প্রকরণপ্রমাণ, ইহা সিদ্ধ হইতেছে।

(৫) সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—ভূতভব্যের অর্থাৎ অতীত ও অনাগতকাল উপলক্ষিত কালত্রয়ের নিয়ন্তৃত্ব একমাত্র পরমেশ্বরেই সম্ভব। উপাধিপরিচ্ছিন্ন অল্পজ্ঞ জীবে তাহা কদাপি সম্ভব নহে। সুতরাং 'ভূতভব্যস্য' এই উপপদের সান্নিধ্যবশতঃ 'ঈশান' এই পদটী হইতে 'নিরঙ্কুশ নিয়ন্তৃত্ব' অবগত হওয়া যায় বলিয়া 'ঈশান' এই পদটী ব্রহ্মেরই বোধক। সেইহেতু 'ঈশান' এই পদটীকে ব্রহ্মবোধক অভিধাত্রী শ্রুতিপ্রমাণরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপে প্রকরণ-প্রমাণপুষ্ট ঈশানশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণবলে জীববোধক 'পরিমাণবত্ত্বরূপ' (১ ভাবদীঃ) লিঙ্গপ্রমাণ বাধিত হওয়ায় ব্রহ্মই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ, ইহা নির্ণীত হইল। স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য পূর্ব্বপক্ষী যে অসংজাতবিরোধিন্যায়কে লিঙ্গপ্রমাণের পোষকরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন (২ ভাবদীঃ); তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—'অঙ্গুষ্ঠমাত্রতা' প্রথম শ্রুত হইতেছে না, "যঃ ইমং মধ্বদং বেদ...ঈশানং ভূতভব্যস্য" (কঠ ২।১।৫) ইত্যাদিস্থলে "ঈশানং ভূতভব্যস্য", ইহাই প্রথমে শ্রুত হইয়াছে এবং

শাঙ্করভাষ্যম্—কথং পুনঃ সর্ব্বগতস্য পরমাত্মনঃ পরিমাণোপদেশঃ ইতি? অত্র ব্রূমঃ—

ভাষ্যানুবাদ—আচ্ছা, সর্ব্বগত যে পরমাত্মা, তাঁহার পরিমাণের উপদেশ কেন করা হইতেছে? [সিদ্ধান্তী—] এই বিষয়ে আমরা বলিতেছি—

হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ॥১।৩।২৫॥

পদচ্ছেদ—হৃদ্যপেক্ষয়া, তু, মনুষ্যাধিকারত্বাৎ।

সূত্রার্থ—তুশব্দঃ শঙ্কানিরাসার্থঃ। [সর্ব্বগতস্যাপি পরমাত্মনঃ] **হৃদ্যপেক্ষয়া**—অঙ্গুষ্ঠপরিমাণে হৃদয়ে অবস্থানম্ অপেক্ষ্য [অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বম্ উপপদ্যতে। নন্থ গজপুত্তিকাদিশরীরেষু হৃৎপুণ্ডরীকস্য অনিয়তপরিমাণত্বাৎ কথং সর্ব্বগতস্য পরমাত্মনঃ অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বনিয়মঃ? তত্রাহ—] **মনুষ্যাধিকারত্বাৎ**—শাস্ত্রস্য মনুষ্যাধিকারত্বাৎ [সর্ব্বগতস্য পরমাত্মনঃ অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বম্ অবিরুদ্ধম্। অতঃ অঙ্গুষ্ঠবাক্যে প্রতিপাদ্যঃ পরমাত্মা এব ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—তুশব্দটী আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য। [পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী হইলেও] **হৃদ্যপেক্ষয়া**—অঙ্গুষ্ঠপরিমিত হৃদয়ে অবস্থিতিকে অপেক্ষা করিয়া [তাঁহার অঙ্গুষ্ঠপরিমাণযুক্ততা যুক্তসঙ্গত। আচ্ছা, হস্তী এবং পুত্তিকা (—ক্ষুদ্র মক্ষিকা বিশেষ) প্রভৃতির শরীরসকলে হৃদয়কমল অনিয়তপরিমাণবিশিষ্ট হওয়ায় (—সমান হয় না হওয়ায়) সর্ব্বগত পরমাত্মার অঙ্গুষ্ঠপরিমাণতার নিয়ম কিপ্রকারে হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **মনুষ্যাধিকারত্বাৎ**—শাস্ত্রে মনুষ্যেরই অধিকার আছে বলিয়া [সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার অঙ্গুষ্ঠপরিমিত হওয়া হয় অবিরুদ্ধ। অতএব অঙ্গুষ্ঠবাক্যে পরমাত্মাই প্রতিপাদ্য, ইহা সিদ্ধ হইল]।

ভাবদীপিকা

তাহাই কঠ ২।১।১২-১৩ ইত্যাদি বিচার্য্য বাক্যে অনূদিত হইয়াছে। সুতরাং অসংজাতবিরোধিত্বায় পূর্ব্বপক্ষীর অনুকূল না হইয়া সিদ্ধান্তীরই অনুকূল হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বপক্ষী পুনরায় বলেন—"য ইমং মধ্বদং" (কঠ ২।১।৫) ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবকেই ঈশানশব্দে অভিহিত করা হইয়াছে, যেহেতু 'মধ্বদং' শব্দের অর্থ—কর্ম্মফলভোক্তা; পরমেশ্বর কদাপি তাহা নহেন। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—তাহা বলা চলে না; কারণ উক্ত শ্রুতিতে লোকসিদ্ধ কর্ম্মফলভোগী জীবের অনুবাদ করতঃ অজ্ঞাতজ্ঞাপিকা শ্রুতি "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইত্যাদির ন্যায় জীবের ব্রহ্মতাই বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। আর অঙ্গুষ্ঠমাত্রতাকে পূর্ব্বপক্ষী তুমি যে জীবলিঙ্গ মনে করিতেছ, তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ শাণ্ডিল্যবিদ্যা ও দহরবিদ্যা প্রভৃতিতে "এষঃ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে অণীয়ান্" (ছাঃ ৩।১৪।৩) "এষঃ আত্মা হৃদি" (ছাঃ ৮।৩।৩) "দহরঃ অস্মিন্ অন্তরাকাশঃ" (ছাঃ ৮।১।৩) ইত্যাদি প্রকারে পরমেশ্বরের উপলব্ধিস্থানভূত যে হৃদয়কমল, সেই হৃদয়কমলরূপ উপাধি বশতঃ পরমেশ্বরকে অল্পপরিমাণবিশিষ্টরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য—ব্রহ্মের যে ঔপাধিক অল্পপরিমাণযুক্ততা, তাহা নিরাকরণকরতঃ তাহার বিরোধী যে ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিতা, তাহার প্রতিপাদন। প্রস্তাবিত কঠশ্রুতিতেও অঙ্গুষ্ঠমাত্রপুরুষকে "তং বিদ্যাৎ শুক্রম্ অমৃতম্" (কঠ ২।৩।১৭) এইপ্রকারে ব্রহ্মরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। অতএব প্রস্তাবিতস্থলে 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রতা' অর্থাৎ 'পরিমাণবত্ত্বা' জীববোধক লিঙ্গ নহে এবং তাহা অসংজাতবিরোধিন্যায়পুষ্টও নহে। সুতরাং।

শাঙ্করভাষ্যম্

সর্ব্বগতস্যাপি পরমাত্মনঃ হৃদয়ে অবস্থানম্ অপেক্ষ্য অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বম্ ইদম্ উচ্যতে।১ আকাশস্য ইব বংশপর্ব্বাপেক্ষম্ অরত্নিমাত্রত্বম্।২ নহি অঞ্জসা অতিমাত্রস্য পরমাত্মনঃ অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বম্ উপপদ্যতে।৩ ন চ অন্যঃ পরমাত্মনঃ ইহ গ্রহণম্ অর্হতি ঈশানশব্দাদিভ্যঃ ইতি উক্তম্।৪ ননু প্রতিপ্রাণিভেদং হৃদয়ানাম্ অনবস্থিতত্বাৎ তদপেক্ষম্ অপি অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বং ন উপপদ্যতে ইতি।৫ অতঃ উত্তরম্ উচ্যতে—মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ইতি।৬ শাস্ত্রং হি অবিশেষ-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—হৃদয়রূপ উপাধিবশতঃ পরমাত্মার গৌণ অঙ্গুষ্ঠমাত্রতা]

পরমাত্মা সর্ব্বগত হইলেও, হৃদয়মধ্যে তাঁহার অবস্থিতিকে অপেক্ষা করিয়া এই অঙ্গুষ্ঠপরিমাণযুক্ততার কথা বলা হইতেছে।১ যেমন বাঁশের পর্ব্বকে অপেক্ষা করিয়া আকাশের অরত্নিপরিমাণযুক্ততার (৬) কথা বলা হয়।২ অতিমাত্র (—পরিমাণাতীত) যে পরমাত্মা, তাঁহার অঙ্গুষ্ঠপরিমাণতা নিশ্চয়ই সম্যগ্‌রূপে সঙ্গত হয় না।৩ [কিন্তু উপাধিপরিচ্ছিন্ন জীবেরই মুখ্যভাবে পরিমাণযুক্ততা সঙ্গত, এখানে জীবকেই কেন গ্রহণ করিতেছ না ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর ঈশানশব্দ প্রভৃতি হেতুসকল বশতঃ পরমাত্মা হইতে ভিন্ন কিছু এখানে গৃহীত হইতে পারে না, ইহা [পূর্ব্বসূত্রভাষ্যে] বলা হইয়াছে (৭)।৪

[সিঃ—শাস্ত্রে মনুষ্যেরই অধিকার থাকায় অঙ্গুষ্ঠমাত্রতার উপপত্তি]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়, প্রতি প্রাণিভেদে হৃদয়সকল অনবস্থিত হওয়ায় (—একই প্রকার পরিমাণযুক্ত না হওয়ায়) তাহাদিগকে অপেক্ষা করিয়াও [পরমাত্মার] অঙ্গুষ্ঠপরিমিততা সঙ্গত হয় না, ইত্যাদি।৫ [সিদ্ধান্তীর সমাধান—] এইহেতু (—এইপ্রকার সংশয় হয় বলিয়া) উত্তর কথিত হইতেছে, "যেহেতু শাস্ত্রে মনুষ্যেরই অধিকার আছে", ইত্যাদি।৬ শাস্ত্র (—বেদ) অবিশেষভাবে প্রবৃত্ত হইলেও (—সাধারণভাবে সকল প্রাণীর কল্যাণের জন্য প্রবৃত্ত হইলেও) মনুষ্য-

ভাবদীপিকা

ঈশানশব্দের সঙ্কুচিত অর্থ গ্রহণের প্রতি (২ ভাবদীঃ) কোন প্রমাণ ও যুক্তি নাই। [বিস্তৃত বিচার ন্যায়রক্ষামণি ও ব্রহ্মবিদ্যাভরণে দ্রষ্টব্য]।

(৬) হস্তের কফোণি (—কনুই) হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত পরিমাণকে বলে অরত্নি।

(৭) সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—"মুখ্যসম্ভবে গৌণমুখ্যয়োর্মুখ্যে সম্প্রত্যয়ঃ, মুখ্যাসম্ভবে গৌণম্" —"মুখ্যার্থের গ্রহণ সম্ভব হইলে গৌণ ও মুখ্যার্থের মধ্যে মুখ্যার্থই গ্রহণীয়। কিন্তু মুখ্যার্থের গ্রহণ অসম্ভব হইলে অগত্যা গৌণার্থই গৃহীত হইয়া থাকে"। প্রস্তাবিতস্থলে প্রকরণ ও ঈশানশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণবলে পরিমাণবিশিষ্টরূপে জীবরূপ মুখ্যার্থের গ্রহণ সম্ভব হইতেছে না বলিয়া এখানে পরিমাণের কথন গৌণ, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রবৃত্তম্ অপি মনুষ্যান্ এব অধিকরোতি, শক্তত্বাৎ অর্থিত্বাৎ অপর্য্যুদস্তত্বাৎ উপনয়নাদিশাস্ত্রাৎ চ ইতি।৭ বর্ণিতম্ এতদ্ অধিকারলক্ষণে।৮ মনুষ্যাণাং চ নিয়তপরিমাণঃ কায়ঃ, ঔচিত্যেন নিয়তপরিমাণম্ এব চ এষাম্ অঙ্গুষ্ঠমাত্রং হৃদয়ম্।৯ অতঃ মনুষ্যাধিকারত্বাৎ শাস্ত্রস্য মনুষ্যহৃদয়াবস্থানাপেক্ষম্ অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বম্ উপপন্নং

ভাষ্যানুবাদ

গণকেই অধিকার করে (—মনুষ্যগণই শাস্ত্রে অধিকারী), যেহেতু [মনুষ্যগণই শাস্ত্রের উপদেশ পালনে] সমর্থ, যেহেতু তাহাদের অর্থিত্ব আছে (—ইহলোকে ও পরলোকে সুখাদি কামনা করে), যেহেতু তাহারা অপর্য্যুদস্ত (—শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে তাহাদের অধিকার নিষিদ্ধ হয় নাই) এবং যেহেতু উপনয়নাদি-বিধায়ক শাস্ত্রও (৮) তাহাদের প্রতি প্রযুক্ত হয়।৭ ইহা অধিকারলক্ষণে (—পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের কর্ম্মে অধিকারজ্ঞাপক ষষ্ঠাধ্যায়ে, আচার্য্য জৈমিনিকর্তৃক] বর্ণিত হইয়াছে (৯)।৮ [আচ্ছা, পূর্ব্বমীমাংসাতে তাহা না হয় বর্ণিত হইয়াছে, প্রস্তাবিতস্থলে তাহা উল্লেখের উপযোগিতা কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর মনুষ্যগণের শরীর নিয়তপরিমাণযুক্ত (—স্বীয় হস্তের সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিত, এইপ্রকার নিশ্চিত পরিমাণযুক্ত), ইহাদের হৃদয়ও [স্বীয়] অঙ্গুষ্ঠপরিমাণরূপ নিয়তপরিমাণযুক্তই হইবে, ইহাই উচিত।৯ সেইহেতু শাস্ত্রে মনুষ্যেরই অধিকার থাকায় মনুষ্যের হৃদয়ে অবস্থানকে অপেক্ষা করিয়া পরমাত্মার অঙ্গুষ্ঠপরিমাণযুক্ততা সঙ্গত।১০

ভাবদীপিকা

(৮) উপনয়নসংস্কার বেদপাঠের অঙ্গ। উক্ত সংস্কার না হইলে বেদপাঠে ও তদুপদিষ্ট কর্ম্মানুষ্ঠানে কাহারও অধিকার হয় না। "বসন্তে ব্রাহ্মণম্ উপনয়ীত, গ্রীষ্মে রাজন্যম্, শরদি বৈশ্যম্" (তৈঃ ব্রাঃ ১।১।২।৬) এই শ্রুতিবচনবলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের জন্য উপনয়নসংস্কার বিহিত হইয়াছে। সেইহেতু বেদপাঠে ও বৈদিককর্ম্মের অনুষ্ঠানে তাঁহারাই অধিকারী। শূদ্রের উপনয়ন শ্রুতিতে বিহিত হয় নাই, সেইহেতু তাঁহারা বেদপাঠে ও বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকারী নহেন। শূদ্রের অধিকারবিষয়ে আমরা ১।৩।৯ অপশূদ্রাধিকরণে আলোচনা করিব।

[অর্থিত্ব সামর্থ্য প্রভৃতি অধিকারিগুণের পরিচয়]

(৯) পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সার মর্ম্ম এই— যে ব্যক্তি অধিকারিবিশেষণবিশিষ্ট, তাহাকে বলে—**অধিকারী**। আর যে গুণসকল থাকিলে পুরুষ শ্রৌতকর্ম্মে অধিকারী হয়, তাহাদিগকে বলে—'অধিকারীর বিশেষণ'। ভাষ্যে বর্ণিত শক্তত্ব (—সামর্থ্য), অর্থিত্ব ও অপর্য্যুদস্তত্ব প্রভৃতি গুণসকল অধিকারীর বিশেষণ, সেইহেতু ইহারা যে পুরুষে থাকে, তাহাকে বলা হয় 'অধিকারী'। এক্ষণে দেখা যাউক, এই শক্তত্ব প্রভৃতি বলিতে কি বুঝায়। বোধসৌকর্য্যের জন্য আমরা 'অর্থিত্ব' হইতে বর্ণনারম্ভ করিতেছি। **অর্থিত্ব**শব্দের অর্থ—কোন কিছু কামনা করা, যেমন যে ব্যক্তি স্বর্গ কামনা করে, সেইব্যক্তি দর্শপৌর্ণমাসাদি কর্ম্মের

ভাবদীপিকা [অর্থিত্বাদির পরিচয়]

অনুষ্ঠান করে। নিষ্কাম মুমুক্ষুর স্বর্গকামনা না থাকায় দর্শপৌর্ণমাসাদিতে অধিকার নাই। [কিন্তু চিত্তশুদ্ধি কামনায় বা শ্রীবিষ্ণুর প্রীতিকামনায় নিষ্কাম গৃহস্থাশ্রমীর নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয়]। কিন্তু কেবল অর্থিত্ব থাকিলেই কর্ম্মে অধিকার হয় না, ২। **সামর্থ্যও** থাকা চাই। সামর্থ্যশব্দের অর্থ—কর্ম্মসম্পাদনশক্তি। তাহা দুইপ্রকার—(ক) লৌকিক এবং (খ) শাস্ত্রীয়। **লৌকিক সামর্থ্য** আবার দ্বিবিধ, যথা—(১) শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য এবং (২) বিত্তজন্য সামর্থ্য। (১) অন্ধ পঙ্গু উন্মাদ বধির ষণ্ড (—নপুংসক) ও মূকাদি না হওয়াই **শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য**। অন্ধব্যক্তি আজ্যাবেক্ষণরূপ যজ্ঞাঙ্গ সম্পাদন করিতে পারে না, পঙ্গু বিষ্ণুক্রমণরূপ যজ্ঞাঙ্গ সম্পাদন করিতে পারে না, বধির নিয়োগাদি মন্ত্র শ্রবণ করিতে পারে না, মূক "ইদং ন মম", এইপ্রকারে ত্যাগমন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারে না, উন্মাদের ইষ্টানিষ্ট বোধই থাকে না, ষণ্ড সদাই অশুচি, দেবতাগণ স্ব-উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করিতে পারে না, ইত্যাদি এইসকল তত্তৎ হেতুবশতঃ তত্তৎ ব্যক্তি ও দেবতাগণ কর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকারী নহেন। যাঁহাদের উক্তপ্রকার অন্ধত্বাদি প্রতিবন্ধক নাই, তাঁহারাই শারীরিক সামর্থ্যবান্, সুতরাং অধিকারী। [পূঃ মীঃ ৬।১।২ অধিঃ দ্রষ্টব্য। পূঃ মীঃ ৬।১।৯ অধিকরণন্যায়ানুসারে চিকিৎসাদির দ্বারা অন্ধত্বাদির নিবৃত্তি হইলে তাদৃশ ব্যক্তি কর্ম্মে অধিকারী হইতে পারেন। পূঃ মীঃ ৬।১।১০ অধিকরণন্যায়ানুসারে অঙ্গবিকলতাযুক্ত ব্যক্তির কাম্যকর্ম্মে অধিকার না থাকিলেও নিত্যকর্ম্মে তাহা আছে]। (২) **বিত্তজন্য সামর্থ্য**—কর্ম্মসম্পাদনযোগ্য ধনবান্ হওয়াই বিত্তজন্য সামর্থ্য। সেই ধনও আবার শাস্ত্র ও ন্যায়সম্মত উপায়ে অর্জ্জিত হওয়া চাই, চৌর্য্যাদির দ্বারা নহে। [বিত্তহীন ব্যক্তি সদুপায়ে যজ্ঞোপযোগী দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিতে পারিলে, কর্ম্মে তাহার অধিকার নিবারিত হয় নাই, পূঃ মীঃ ৬।১।৮ অধিঃ]। (খ) **শাস্ত্রীয় সামর্থ্য**—অধ্যয়নবিধিসিদ্ধ বেদগ্রহণ জনিত (—"স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" (শতঃ ব্রাঃ ১১।৫।৭।২) এই বিধিবলে বেদব্রতপালনপূর্ব্বক ক্রম ও স্বরাদির সহিত যে স্বশাখাভূত বেদগ্রহণ তাহাকে বলে—'অধ্যয়নবিধিসিদ্ধ বেদগ্রহণ', তজ্জনিত) বেদার্থ জ্ঞান থাকাই শাস্ত্রীয় সামর্থ্য। এইপ্রকার শাস্ত্রজ্ঞান না থাকিলে মন্ত্রোচ্চারণে ও তাহার অর্থবোধনে অসামর্থ্যবশতঃ (শাস্ত্রদীঃ ৬।১।৬ অধিঃ, রত্নপ্রভা ১।৩।৯ অধিঃ) কর্ম্মে অধিকার হয় না। উপনয়নসংস্কারযুক্ততা এবং শাস্ত্রবিহিত আধানসিদ্ধ অগ্নিবান্ হওয়াও এই শাস্ত্রীয় সামর্থ্যের অন্তর্গত। ['অগ্ন্যাধান' নামক ক্রিয়ার দ্বারা সংস্কৃত বহ্নিকে বলা হয়—আধানসিদ্ধ অগ্নি]। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার সামর্থ্য থাকিলেও কর্ম্মে অধিকার বা সকলপ্রকার কর্ম্মে সকলের অধিকার সিদ্ধ হয় না, সেইহেতু ৩। **অপর্য্যুদস্তত্বও** থাকা চাই। শাস্ত্রকর্ত্তৃক নিবারিত না হওয়ার নাম—'অপর্য্যুদস্ততা'। "শূদ্র যজ্ঞে অনবক্লৃপ্তঃ" (তৈঃ সং ৭।১।১।৬)—'শূদ্র যজ্ঞকার্য্যে অঙ্গীকৃত নহে, অর্থাৎ তাহাতে তাহার অধিকার নাই', ইত্যাদি প্রত্যক্ষ শ্রুতিবচন এবং উপনয়নের অভাববশতঃ বেদাধ্যয়নে অধিকার না থাকায় যজ্ঞাদি শাস্ত্রীয় কর্ম্মে শূদ্র পর্য্যুদস্ত (—নিবারিত) হইয়া পড়ে। এইপ্রকারে বিভিন্ন বচনবলে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য—রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রভৃতিতে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—সত্রযজ্ঞ প্রভৃতিতে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়—নিষ্কাম বৈশ্যস্তোম প্রভৃতিতে, বৈশ্য—বাজপেয় ও পুরুষমেধযজ্ঞ প্রভৃতিতে এবং ক্ষত্রিয়—বৃহস্পতিসব নামক যজ্ঞ প্রভৃতিতে পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়ে। "ন বেদে পত্নীং বাচয়তি" (শাঙ্খায়ন ব্রাঃ ৭।৩),

শাঙ্করভাষ্যম্

[৬৭৬ পৃঃ]
পরমাত্মনঃ ।১০ যদপি উক্তম্—পরিমাণোপদেশাৎ স্মৃতেশ্চ সংসারী এব অয়ম্ অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ প্রত্যেতব্যঃ ইতি ।১১ তৎ প্রত্যুচ্যতে—"সঃ আত্মা তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইত্যাদিবৎ সংসারিণঃ এব সতঃ অঙ্গুষ্ঠমাত্রস্য ব্রহ্মত্বম্ ইদম্ উপদিশ্যতে ইতি ।১২ দ্বিরূপা

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—পরিমাণবত্তাকে জীবলিঙ্গরূপে গ্রহণ করতঃ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন দ্বারা বিচার্য্য শ্রুতিবাক্যের ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শন।]

[অঙ্গুষ্ঠপরিমাণবত্তাকে (১ ভাবদীঃ) যদি জীববোধক লিঙ্গরূপেই গ্রহণ করিতে আগ্রহ করা হয়, তাহা হইলেও বিচার্য্য [কঠ ২।১।১২-১৩] শ্রুতিবাক্যে জীবের অনুবাদ করিয়া তাহার ব্রহ্মাভিন্নতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য পূর্ব্বপক্ষীর উক্তির অনুবাদ করিতেছেন-] আর যে বলা হইয়াছে, পরিমাণের উপদেশ আছে বলিয়া এবং [জীবের অঙ্গুষ্ঠপরিমাণতার বোধক] স্মৃতিবাক্য আছে বলিয়া এই অঙ্গুষ্ঠপরিমাণবিশিষ্টকে সংসারী (—জীব) বলিয়া বুঝিতে হইবে (১।৩।২৪ সূঃ ৬-৯ বাক্য) ইত্যাদি ।১১ ["যাহা প্রতিপাদ্য, তাহা তাৎপর্য্যযুক্ত হওয়ায় তাহার দ্বারা অনুবাদ্যের ধর্ম্ম যে অঙ্গুষ্ঠমাত্রতা, তাহা বাধিত হয়," এই ন্যায়াবলম্বনে (১০)] তাহা প্রত্যাখ্যাত হইতেছে—"তিনি আত্মা, তুমি তৎস্বরূপ", ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় [এখানে] অঙ্গুষ্ঠপরিমাণবিশিষ্টরূপে অবস্থিত সংসারীরই (—জীবেরই) এই ব্রহ্মত্ব উপদিষ্ট হইতেছে ।১২ [কিন্তু পরমাত্মপ্রতিপাদক

ভাবদীপিকা

"ন স্ত্রীশূদ্রৌ বেদম্ অধীয়াতাম্" (?), "সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রায় নেচ্ছন্তি" (নৃসিং পূঃ তাঃ ১৩), "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা" (শ্রীমদ্ভাঃ ১।৪।২৫) ইত্যাদি প্রত্যক্ষ শ্রুতি ও স্মৃতিবচনের বলে বেদাধ্যয়নে অধিকার না থাকায় স্ত্রীজাতিও সাক্ষাদ্ভাবে শ্রৌত কর্ম্মে পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়ে। [পূঃ মীঃ ৬।১।৪ অধিকরণে পতির সহিত পত্নীর সহাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে]। যাঁহারা এইপ্রকারে শাস্ত্রকর্তৃক পর্য্যুদস্ত না হন, তাঁহারাই অধিকারী। এইরূপে দেখা গেল—এই অর্থিত্ব প্রভৃতি হয় 'গুণ' (—বিশেষণ), ইহারা যে পুরুষরূপ বিশেষ্যে থাকে, সেই পুরুষই শ্রৌতকর্ম্মে অধিকারী। [উপরে স্ত্রীজাতির বেদাধ্যয়নে অনধিকার বিষয়ে যাহা লিখিত হইল, তাহাই ইদানীন্তনকালীন শাস্ত্রব্যাখ্যাতৃগণের অভিমত। আমরা কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে সম্মত নহি। এই অধিকরণের শেষে ১১সংখ্যক ভাবদীপিকাতে এতদ্বিষয়ক শাস্ত্রার্থ প্রদর্শন করিব]।

(১০) উক্ত ন্যায়টী এই—"অনূদ্যমানগতধর্ম্মস্য প্রতিপাদ্যমানধর্ম্মবিরোধে সতি সঃ বাধ্যঃ, প্রতিপাদ্যমানস্য তাৎপর্য্যবত্ত্বাৎ" (শারীরকন্যায়সংগ্রহ)—'যাহা অনূদিত হয়, তন্নিষ্ঠ ধর্ম্মের যদি প্রতিপাদ্যমান বস্তুনিষ্ঠ ধর্ম্মের সহিত বিরোধ হয়, তাহা হইলে অনূদিত পদার্থনিষ্ঠ ধর্ম্মই বাধিত হয়; কারণ যাহা প্রতিপাদ্য, তাহা তাৎপর্য্যযুক্ত"। প্রস্তাবিতস্থলে লোকসিদ্ধ জীবের অনুবাদ করিয়া তাহার ব্রহ্মতা জ্ঞাপিত হইতেছে, সেইহেতু ব্রহ্মপ্রতিপাদনেই এখানে শ্রুতির তাৎপর্য্য। সুতরাং

শাঙ্করভাষ্যম্

হি বেদান্তবাক্যানাং প্রবৃত্তিঃ, ক্বচিৎ পরমাত্মস্বরূপনিরূপণপরা, ক্বচিৎ বিজ্ঞানাত্মনঃ পরমাত্মৈকত্বোপদেশপরা।১৩ তদত্র বিজ্ঞানাত্মনঃ পরমাত্মনা একত্বম্ উপদিশ্যতে, ন অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বম্ কস্যচিৎ।১৪ এতম্ এব অর্থং পরেণ স্ফুটীকরিষ্যতি—"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ। তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতম্"॥ (কঠ ২।৩।১৭) ইতি।১৫॥১।৩।২৫॥ ইতি সপ্তমং প্রমিতাধিকরণম্। [৬৮৭ পৃঃ]

ভাষ্যানুবাদ

বাক্যে জীব উপদিষ্ট হইতেছে কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] উপনিষদ্বাক্যসকলের প্রবৃত্তি দুইপ্রকার, ইহা প্রসিদ্ধ; কোথাও (—"অস্থূলম্ অনণু" (বৃঃ ৩।৮।৮ ইত্যাদিস্থলে) তাহা পরমাত্মার স্বরূপ নিরূপণ করে, আবার কোথাও (—"তত্ত্বমসি" ইত্যাদিস্থলে) তাহা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একত্বের উপদেশ করে।১৩ সেইহেতু (—পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একত্বও শ্রুতিপ্রতিপাদ্য হওয়ায়) এখানে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একত্ব উপদিষ্ট হইতেছে, কিন্তু কাহারও অঙ্গুষ্ঠপরিমাণতা উপদিষ্ট হইতেছে না (—জীবের কথন ব্যতিরেকে তাহার সহিত পরমাত্মার একত্ব কথিত হইতে পারে না বলিয়া, জীবও উপদিষ্ট (—অনূদিত) হইতেছে, ইহাই ভাব)।১৪ এই বিষয়টীকেই (—জীবাত্মা ও পরমাত্মার এই একত্বকেই, শ্রুতি] পরে (—পরবর্ত্তী শ্লোকে) স্পষ্ট করিবেন, যথা—"অঙ্গুষ্ঠপরিমাণযুক্ত অন্তরাত্মা পুরুষ মনুষ্যগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, মুঞ্জাঘাস হইতে ঈষীকার (—শীষের) ন্যায় তাঁহাকে স্বীয় শরীর হইতে ধৈর্য্যের সহিত (—শমদমাদি সাধনদ্বারা) পৃথক্ করিবে। [এইরূপে শরীর হইতে বিবিক্ত] তাঁহাকে শুদ্ধ ও অমৃতস্বরূপ বলিয়া জানিবে", ইত্যাদি।১৫ [এইরূপে ইহা সিদ্ধ হইল যে এই কাঠকবাক্যে প্রত্যক্ (—জীবাভিন্ন) জ্ঞেয় নির্গুণ ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন (১১)]॥১।৩।২৫॥ প্রমিতাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত যে ব্রহ্মবস্তু, তন্নিষ্ঠ ধর্ম্ম যে ঈশিতৃত্ব, তাহার সহিত অনূদ্যমান বস্তু যে জীব, তন্নিষ্ঠ অঙ্গুষ্ঠপরিমাণতারূপ ধর্ম্মের বিরোধ হইতেছে বলিয়া সেই অঙ্গুষ্ঠপরিমাণতা বাধিত হয় এবং ব্রহ্মাভিন্ন জীবই যে ঈশিতৃত্বধর্ম্মবিশিষ্ট, ইহা নির্ণীত হয়। এইরূপে অঙ্গুষ্ঠপরিমাণতা বাধিত হওয়ায় ব্রহ্মাভিন্ন জীবের ঈশানত্ব সিদ্ধ হইল।

(১১) [ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীজাতির বৈধ বেদাধ্যয়নে অধিকার]

প্রস্তাবিত অধিকরণ শেষ হইল। এক্ষণে আমরা প্রসঙ্গাগত ত্রৈবর্ণিক মাতৃজাতির বৈধ বেদাধ্যয়নে অধিকারবিষয়ে কিঞ্চিৎ বিচার করিব। ৯ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে স্ত্রীজাতির বেদাধ্যয়নে অনধিকারবিষয়ে "ন বেদে পত্নীং বাচয়তি" (শাঙ্খাঃ ব্রাঃ ৭।৩) এই যে শ্রুতিবাক্যটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার বলে স্ত্রীজাতির বৈধ বেদাধ্যয়নে অধিকার নিরাকৃত হয় না। কারণ "অনন্যলভ্যঃ শব্দার্থঃ"—

ভাবদীপিকা [ত্রৈবর্ণিক মাতৃজাতির বেদে অধিকার]

"যাহা লক্ষণাদি অন্য বৃত্তির দ্বারা লভ্য নহে, পরন্তু শব্দের শক্তিবৃত্তিদ্বারাই লব্ধ হয়, তাহাই শব্দের অর্থ", এই সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্তবলে পত্নীশব্দের অর্থ হয়—'দাম্পত্যসম্বন্ধে পুরুষবিশেষের সহিত সম্বদ্ধ স্ত্রীবিশেষ'; স্ত্রীজাতি তাহার অর্থ নহে। যদি বলা হয়—পত্নী স্ত্রীবিশেষ; তাহা স্ত্রীসামান্যের অন্তর্গত। সুতরাং স্ত্রীত্বরূপ সামান্য ধর্ম্ম পত্নীতে থাকায় উক্ত বচনবলে স্ত্রীজাতির বৈধ বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে। তদুত্তরে বলিব—শূদ্রে বিদ্যমান যে মনুষ্যত্বধর্ম্ম, তাহা ব্রাহ্মণেও বিদ্যমান থাকায় ব্রাহ্মণের বেদাধ্যয়নে অধিকার নাই, ইহা তুমি অঙ্গীকার কর কি? যদি তাহা না কর, তাহা হইলে পত্নীতে স্ত্রীত্বধর্ম্ম থাকায় স্ত্রীজাতির বেদে অধিকার নাই, ইহা তুমি বলিতে পার না। আর এক কথা, স্ত্রীজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার নাই, ইহা তুমি কোন বচনবলে প্রাপ্ত হইতেছ? উক্ত শাঙ্খায়নবাক্যবলে তাহা প্রাপ্ত হইতে পার না, কারণ তাহা হইলে "পত্নীকে বেদাধ্যয়ন করাইবে না"; এবং "স্ত্রীজাতিকে বেদাধ্যয়ন করাইবে না", উক্ত একই বাক্যের এই উভয়প্রকার অর্থ অঙ্গীকৃত হইয়া বাক্যভেদদোষ হইয়া পড়িবে। অতএব পূঃ মীঃ ৩।১।৭ গ্রহৈকত্বাধিকরণে যেমন গ্রহের (—সোমরসাধারের) একত্ব বিবক্ষিত নহে, প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ পত্নীর স্ত্রীত্ব বিবক্ষিত নহে, ইহা অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে। অন্যথা গ্রহৈকত্বাধিকরণন্যায়ের বিরোধ হইবে। আমরা তো দেখিতেছি—'অপ্রাপ্তের প্রতিষেধ না হওয়ায়' "ন বেদে পত্নীং বাচয়তি", এই বচনটী অনুপপন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণবলে উক্ত শাঙ্খায়নবাক্য হইতেই মাতৃজাতির বৈধ বেদাধ্যয়নে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া পড়ে। কি প্রকারে? বলিতেছি—শাঙ্খায়নব্রাহ্মণের যে প্রকরণে উক্ত বাক্যটী পঠিত হইয়াছে, সেইস্থলে সোমযজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তির ব্রতরূপে কতকগুলি ব্যবহার বিহিত হইয়াছে, যথা—'অগ্নিহোত্রং ন জুহোতি", "অন্যস্য নাম ন গৃহ্ণাতি", ইত্যাদি। এইরূপে দেখা যাইতেছে যাহা নিত্য প্রাপ্ত, এতাদৃশ কতকগুলি বিষয়ই উক্ত স্থলে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। স্ত্রীজাতির যদি বেদাধ্যয়নে অধিকার না থাকিত, স্ত্রীবিশেষরূপা পত্নীরও তাহা থাকিত না; ফলে সোমযজ্ঞকালে তাঁহার প্রতি তাহা নিষেধের আবশ্যকতাও হইত না। নিষেধ কিন্তু হইতেছে। স্ত্রীজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার না থাকিলে এই নিষেধ অনুপপন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া "অপ্রাপ্তের প্রতিষেধ হয় না" এই ন্যায়পুষ্ট শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণবলে উক্ত শাঙ্খায়নবাক্য হইতে স্ত্রীজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকারই প্রাপ্ত হইয়া পড়ে, নিরাকৃত হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল।

"সাবিত্রীং প্রণবং…স্ত্রীশূদ্রায় নেচ্ছন্তি" (নৃঃ পূঃ তাঃ ১৩) ইত্যাদি বচনও স্ত্রীজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকারের নিবর্ত্তক নহে, কারণ উক্ত উপনিষদের ৪।২ কণ্ডিকার ভাষ্যাদি আলোচনা করিলে প্রতিভাত হয় বিশেষ দেবতাসম্বন্ধী একপ্রকার গায়ত্রী মন্ত্র এবং প্রণবসংযুক্ত "মহালক্ষ্মী যজুর্গায়ত্রী" নামক মন্ত্র স্ত্রীজাতি ও শূদ্রজাতির প্রতি নিষিদ্ধ হইয়াছে। কোন বিশেষ মন্ত্রে স্ত্রীজাতির অধিকার না থাকিলে যদি তাহার বেদে অনধিকার অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে রাজসূয়যজ্ঞে অধিকার না থাকায় ব্রাহ্মণজাতিরও বেদে অনধিকার অঙ্গীকার করিতে হইবে। তাহা সম্ভব নহে। অতএব উক্ত বচন মাতৃজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকারের নিবর্ত্তক নহে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। "ন স্ত্রীশূদ্রৌ বেদম্ অধীয়াতাম্" এবং "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাম্" ইত্যাদি বচনদ্বয়ের ব্যবস্থা পরে প্রদর্শিত হইবে।

এক্ষণে আমরা স্ত্রীজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকারবোধক কতকগুলি প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছি। 'জাতেরস্ত্রীবিষয়াদযোপধাৎ" (পাঃ সূঃ ৪।১।৬৩) ইত্যাদি পাণিনীয় সূত্রের বৃত্তিতে কঠী

ভাবদীপিকা [ত্রৈবর্ণিক মাতৃজাতির বেদে অধিকার].

(—কঠশাখাধ্যয়নকারিণী) ও বহ্বৃচী (—বহু ঋক্, অথবা ঋগ্বেদাধ্যয়নকারিণী) ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়। যদি স্ত্রীজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার না থাকিত, প্রাচীন গ্রন্থে এইসকল শব্দের প্রয়োগ হইত না। অতএব অর্থাপত্তিপ্রমাণবলে উক্ত শব্দসকল হইতে স্ত্রীজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া পড়ে। স্ত্রীজাতির বেদাধ্যয়নজ্ঞাপক "গার্গী বাচক্নবী পপ্রচ্ছ" (বৃঃ ৩।৬।১), এই আর্থবাদিক লিঙ্গপ্রমাণ অর্থাপত্তিপ্রমাণপুষ্ট হইয়া স্ত্রীজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকারকে সমর্থন করে, যেহেতু গার্গী বেদবিৎ না হইলে বেদবিদ্ আচার্য্য যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত বিচার সম্ভব নহে। প্রসিদ্ধ দেবীসূক্তের দ্রষ্ট্রী বাক্ প্রভৃতি বহু নারী ঋষির * এবং মৈত্রেয়ী (বৃঃ৪।৫।১) প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনীর (—বেদে পারদর্শিনীর) নাম বেদেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অর্থবাদগত হইলেও বক্ষ্যমাণ অন্যপ্রমাণপুষ্ট হওয়ায় আর্থবাদিক লিঙ্গপ্রমাণরূপে তাহারা স্ত্রীজাতির বেদে অধিকারকেই সমর্থন করে। ৩।৭।১০ আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে সমাবর্ত্তনকালে কুমারীর কৃত্যরূপে চন্দনলেপনের ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। মাতৃজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার না থাকিলে কুমারীগণের জন্য সমাবর্ত্তন নিশ্চয়ই বিহিত হইত না। গোভিল গৃহ্যসূত্রে "প্রাবৃতাং যজ্ঞোপবীতিনীম্" ২।১।১৯) এবং "পশ্চাদগ্নেঃ পদা প্রবর্ত্তয়ন্তীং বাচয়েৎ" (২।১।২০) ইত্যাদি সূত্রে ব্যবস্থাপিত যজ্ঞোপবীতধারিণী কন্যার বিবাহ এবং তৎকর্ত্তৃক বেদমন্ত্রপাঠ মাতৃজাতির উপনয়নসংস্কারের ও বেদাধ্যয়নে অধিকারের সূচক। পারস্কর গৃহ্যসূত্রের বিবাহপ্রকরণে হরিহরভাষ্যে "কুমারী 'ভগায় স্বাহা', ইতি মন্ত্রেণ চতুর্থং জুহোতি" (১।৭।৫) "তচ্চক্ষুরিতি মন্ত্রেণ স্বয়ংপঠিতেন সূর্য্যমিরীক্ষতে" (১।৮।৭) ইত্যাদিস্থলে আহুতি প্রদানের ও বেদমন্ত্রপাঠের ব্যবস্থাও তাহাই সূচিত করে। যদি বলা হয়—রৌদ্রেষ্টির উপযোগী বেদাংশমাত্রপাঠে যেমন নিষাদস্থপতির অধিকার অঙ্গীকৃত হয় (পূঃ মীঃ ৬।১।১৩ অধিঃ), তদ্রূপ উদ্বাহক্রিয়াতে আবশ্যক উপবীতধারণ ও বেদাংশমাত্রপাঠে কন্যার অধিকার অঙ্গীকৃত হইলেও উক্ত স্মৃতিবাক্যসকল চরিতার্থ হয়, তজ্জন্য স্ত্রীজাতির উপনয়নসংস্কারে ও বেদাধ্যয়নে অধিকার অঙ্গীকারের কোন আবশ্যকতা নাই। তদুত্তরে আমরা স্ত্রীজাতির উপনয়নসংস্কার ও বেদাধ্যয়নের সূচক পূজ্যপাদ যম ও হারীত প্রভৃতি স্মৃতিকার মহর্ষিগণের বচন উপন্যস্ত করিতেছি। যথা—"পুরাকালে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে। অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা।" ॥ (গোভিলগৃহ্যসূত্র ২।১।১৯ সূত্রভাষ্যে উদ্ধৃত যমস্মৃতিবচন †)। [উপনয়নসংস্কারকালে যে কুশনির্ম্মিত উপবীত ধারণ করা হয়, তাহাকে বলে 'মৌঞ্জীবন্ধন'। সাবিত্রীবচন—গায়ত্রীদীক্ষা। এইস্থলে পুরাকল্পশব্দের অর্থ—'পুরাকাল', ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে, অন্যথা যে বেদবিধিবলে উপনয়নাদিসংস্কার হইয়া থাকে, সেই বেদ এক এক কল্পে এক এক প্রকার হইলে অনিত্য হইয়া পড়িবেন]। কিন্তু কালক্রমে ইদানীন্তনকালেও সুপরিচিত পারিপার্শ্বিক

---

* ঋগ্বেদসংহিতাতে নিম্নোক্ত নারী ঋষিগণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—বাক্ (ঋক্ সং ১০।১২৫), রোমশা (১।১২৬) ঘোষা (১০।৩৯-৪০), লোপামুদ্রা (১।১৭৯), সুদিতি (৮।৭১), অপালা (৮।৯১), সূর্য্যা (১০।৮৫), যমী (১০।১০,১৫৪), ইন্দ্রাণী (১০।১৪৫), শচী (১০।১৫৯), সর্পরাজ্ঞী (১০।১৮৯), বিশ্ববারা (৫।২৮।১), সরমা (১০।১০৮), রক্ষোহা (১০।১৬২), বিবৃহা (১০।১৬৩), শাশ্বতী (৮।১।৩৪), এবং জুহু (১০।৯) ইত্যাদি। যাহারা বেদমন্ত্রের ঋষি হইতে পারেন, তাঁহাদের বৈধ বেদাধ্যয়নে অধিকার নাই, ইহা কি প্রকারে কল্পনা করা যায় ?

† কলিকাতা ও বোম্বাই হইতে প্রকাশিত মুদ্রিত যমস্মৃতিতে এই বচনসকল প্রাপ্ত হওয়া গেল না। মনে হয় 'ব্রহ্মহত্যা' করা হইয়াছে। ব্রহ্মহত্যা ? তদ্ব্যতিরেকে কি বলিব ! এখানে ব্রহ্মশব্দের অর্থ 'বেদ' (অমরকোশ, নানার্থবর্গ)। বেদধারণকারী ব্রাহ্মণকে হত্যা করিলে তাহা হয় 'ব্রহ্মহত্যা'। বেদার্থপ্রকাশক শাস্ত্রসকল যদি এইভাবে খণ্ডিত হয়, তাহাকে, 'ব্রহ্মহত্যা' ছাড়া কি বলিব ? পরে উদ্ধৃত হারীতবচনসকলও মুদ্রিত তৎপুস্তকে প্রাপ্ত হওয়া গেল না।

ভাবদীপিকা [ত্রৈবর্ণিক মাতৃজাতির বেদে অধিকার]

অবস্থার চাপে কুমারীগণের গুরুগৃহে বাসপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নব্যবস্থা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, নিম্নোক্ত যমবচনই সেইবিষয়ে প্রমাণ। যথা—"পিতা পিতৃব্যো ভ্রাতা বা নৈনামধ্যাপয়েৎ পরঃ। স্বগৃহে চৈব কন্যায়া ভৈক্ষচর্য্যা বিধীয়তে। বর্জ্জয়েদজিনং চীরং জটাধারণমেব চ" ॥ (ঐ)। ইহার পরবর্ত্তী অবস্থাও উক্তস্থলে উদ্ধৃত হারীতবচন হইতে অবগত হওয়া যায় যথা—"দ্বিবিধা স্ত্রিয়ঃ ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যোবধ্বশ্চ"। "যাঁহারা উপনয়নসংস্কৃত হইয়া স্বগৃহে ভিক্ষাচর্য্যা করতঃ বেদাধ্যয়নাদি করেন, তাঁহারা 'ব্রহ্মবাদিনী'। আর বিবাহকাল উপস্থিত হইলে কথঞ্চিৎ উপনয়নসংস্কারান্তে যাঁহাদের বিবাহ হয়, তাঁহারা 'সদ্যোবধূ'"। ইহা উক্তস্থলেই উদ্ধৃত পূজ্যপাদ মাধবাচার্য্যের ব্যাখ্যা। পূজ্যপাদ মাধবাচার্য্যকৃত জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তরে ৬।১।৩ অধিকরণের পাদটীকাতে স্ত্রীজাতির উপনয়নসংস্কার ও বেদাধ্যয়নে অধিকার সমর্থিত হইয়াছে। সেইস্থলে সীতা (বাল্মীকি রাঃ ২।৮৭।১৯) ও মহাশ্বেতা প্রভৃতি মহিলাগণের সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়ার উল্লেখ আছে। পূর্ব্বমীমাংসা ৬।১।৪ অধিকরণে শ্রৌত-কর্ম্মে দম্পতির সহাধিকার ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এমনস্থলও পরিদৃষ্ট হয়, যেখানে পতি-নিরপেক্ষ পত্নীর হোমকর্ম্মে অধিকার ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, যথা —"মনসা ভর্ত্তুরতিচারে...সাবিত্র্যষ্ট-শতেন শিরোভির্বা জুহুয়াৎ" (বাসিষ্ঠ স্মৃতি, ২১ অঃ)—"মনে মনে ভর্ত্তাকে লঙ্ঘন করিলে অষ্টোত্তরশতসংখ্যক গায়ত্রীমন্ত্রের দ্বারা, অথবা সশিরস্ক গায়ত্রীর দ্বারা (—গায়ত্রীর পূর্ব্বে প্রণব সহ সপ্ত ব্যাহৃতি এবং শেষে "ওঁ আপোজ্যোতিরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবস্বরোম্", ইহা যোগ করিয়া) হোম করিবে"। কেহ কেহ "হোম করিবে" এইস্থলে 'হোম করাইবে', এইপ্রকার ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করেন। তাহা সমীচীন নহে, কারণ "এতি প্রাচী বিশ্ববারা ঈড়ানা হবিষা ঘৃতাচী" (ঋক্ সং ৫।২৮।১)—স্তবকারিণী বিশ্ববারা ঘৃতাদি হবনীয় দ্রব্যযুক্ত স্রুক্-হস্তে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্নির দিকে গমন করিতেছেন', এই শ্রৌতলিঙ্গবলে নিজস্ব কোন কোন হোমকর্ম্মে * স্ত্রীজাতির অধিকার সিদ্ধ হয়। যাহাহউক, উপরে উদ্ধৃত শাস্ত্রবচনসকলের বলে মাতৃজাতির উপনয়নসংস্কার ও বৈধবেদাধ্যয়নে অধিকারই প্রাপ্ত হয়।

সংশয় হয়—কিন্তু স্ত্রীজাতির উপনয়নসংস্কারের বোধক কোনপ্রকার শ্রৌত বিধিবাক্য তো প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। তদুত্তরে বলিব—"অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণম্ উপনয়ীত, তম্ অধ্যাপয়ীত", ইত্যাদি শ্রুতিবচনবলেই তত্তৎ বর্ণান্তর্গত স্ত্রীজাতিরও উপনয়নসংস্কারে অধিকার সিদ্ধ হয়। সূত্রকার কাত্যায়নও বলিয়াছেন—"স্ত্রীচাবিশেষাৎ" (কাঃ শ্রৌঃ সূঃ ১।১।৭)—(স্ত্রীজাতিও অধিকারী যেহেতু [তাঁহার পক্ষে] কোন বিশেষ নাই"। পূজ্যপাদ ভট্টদীপিকাকার বলেন—"তম্ অধ্যাপয়ীত" এইস্থলে পুংলিঙ্গ তদ্‌শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় পুরুষেরই বেদাধ্যয়নে অধিকার সিদ্ধ হয় (৬।১।৬ অধিঃ)। পূজ্যপাদ শাস্ত্রদীপিকাকার কিন্তু তাহা অঙ্গীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—"অধ্যয়নম্ অপি অনির্দ্দিষ্টকর্ত্তৃকত্বাৎ প্রকৃতম্ উপনীতং কর্ত্তারম্ আশ্রয়েৎ স্ত্রিয়াঃ অপি স্যাৎ ইতি অধিকারবুদ্ধিঃ ভবতি' (৬।১।৬ অধিঃ)। ইহার তাৎপর্য্য এই—"ব্রাহ্মণম্ উপনয়ীত" এইস্থলে যদি লিঙ্গের বিবক্ষা না থাকে, [এই বিষয়ে ভাট্টদীপিকাকার একমত।] তাহা হইলে "তম্ অধ্যাপয়ীত", এই অধ্যয়নবিধিতেও তাহা থাকিবে না, কারণ উপনয়নবিধিতে যিনি বিধির বিষয়-

* অপরের ঋত্বিক্‌কর্ম্মে ব্রাহ্মণই অধিকারী (পূঃ মীঃ ১২।৪।১৬ অধিঃ)। "হোতারং বৃণীতং" এই বিধিবাক্যে পুংলিঙ্গ হোতৃশব্দের প্রয়োগ থাকায় অপরের ঋত্বিক্‌কর্ম্ম পুরুষই করিতে পারেন।

রূপে বিবক্ষিত, অধ্যয়নবিধিতে প্রযুক্ত 'তম্' এই সর্ব্বনামপদ তাঁহাকেই সমর্পন করিতেছে। সুতরাং উপনয়নে কর্ত্তার লিঙ্গ নির্দ্দিষ্ট না থাকায় "অধ্যয়নেও কর্ত্তার লিঙ্গ নির্দ্দিষ্ট হইবে না বলিয়া প্রস্তাবিত উপনয়নসংস্কারসংস্কৃত যে কর্ত্তা, তাহাকে আশ্রয় করতঃ স্ত্রীজাতিরও উপনয়নসংস্কারে অধিকার আছে, এইপ্রকার বুদ্ধি হয়"। অতএব ইঁহার মতে "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণম্ উপনয়ীত, একাদশবর্ষং রাজন্যং, দ্বাদশবর্ষং বৈশ্যম্", এই বাক্যত্রয়ের বলেই উক্ত বর্ণত্রয়ান্তর্গত স্ত্রীজাতিরও উপনয়নে, সুতরাং বৈধ বেদাধ্যয়নে অধিকার সিদ্ধ হয়। কণ্ঠতঃ কিন্তু তিনি স্ত্রীজাতির উপনয়নে অধিকার অঙ্গীকার করেন নাই। বলিয়াছেন—"তথাপি আহত্য স্ত্রীণাম্ অধ্যয়নপ্রতিষেধাৎ" ইত্যাদি। টীকাকার সোমনাথ এইস্থলে বাক্যপূরণ করিয়াছেন—"ধর্ম্মশাস্ত্রে ইতি শেষঃ"। সুতরাং ইঁহার মতে ইহাই পর্য্যবসিত হয় যে—বেদে ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীজাতির উপনয়নসংস্কার ও বেদাধ্যয়ন প্রতিষিদ্ধ না হইলেও ধর্ম্মশাস্ত্রে (—স্মৃতি ও পুরাণে) তাহা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রের বচনবলে শ্রুতিবচন বাধিত হইতে পারে না, যেহেতু শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিদ্‌গণ বলেন—"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে। তত্র শ্রৌতং প্রমাণং স্যাত্তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা"॥ (ব্যাস সং ১।৪)—'শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণের মধ্যে বিরোধ দৃষ্ট হইলে শ্রুতিই হইবে প্রমাণ। আর পুরাণ ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধ হইলে স্মৃতিই হইবে শ্রেষ্ঠ'। অতএব শ্রৌতবিধিবলেই স্ত্রীজাতির উপনয়নসংস্কার ও বেদাধ্যয়নে অধিকার সিদ্ধ হয়, ইহা প্রাপ্ত হওয়া গেল।

আর "তুষ্যতু দুর্জ্জনন্যায়ে" যদি স্বীকার করিয়াও লওয়া যায় যে "ব্রাহ্মণম্ উপনয়ীত" ইত্যাদি বাক্যসকলের বলে ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীজাতির উপনয়নাদিতে অধিকার সিদ্ধ হয় না। তাহা হইলে বাক্যভেদদোষভয়ে উক্ত বাক্যত্রয়ে তাহা নিষিদ্ধও হয় নাই, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। ফলে **বিরোধেত্বনপেক্ষং স্যাদসতিহ্যনুমানম্** (জৈঃ সূঃ ১।৩।৩)—"শ্রুতির সহিত বিরোধ হইলে স্মৃতি উপেক্ষণীয়া। কিন্তু বিরোধ না হইলে শ্রুতিকল্পক অনুমানের অবশ্যই প্রবৃত্তি হইবে" (২।১।১ অধিঃ ৫ ভাবদীঃ দ্রঃ)। প্রস্তাবিতস্থলে "ব্রাহ্মণম্ উপনয়ীত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসকলের সহিত পূর্ব্বোদ্ধৃত যম ও হারীত প্রভৃতি স্মৃতিবচনসকলের বিরোধ হইতেছে না, কারণ উক্ত শ্রুতিবাক্যসকলে ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীজাতির উপনয়নাদিতে অধিকার নিরাকৃত হয় নাই। সুতরাং উক্ত স্মৃতিবাক্যসকলের অনুকূলভাবে ত্রৈবর্ণিক মাতৃজাতির উপনয়নাদিবোধক শ্রুতিবাক্য উক্ত জৈমিনীয় ন্যায়বলে অনুমিত হইলে কোনপ্রকার অসঙ্গতি হয় না।

আচ্ছা, স্ত্রীজাতির উপনয়নাদিতে অধিকারনিবর্ত্তক "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাম্" (শ্রীমদ্ভাঃ ১।৪।২৫) ও "ন স্ত্রীশূদ্রৌ বেদম্ অধীয়াতাম্" এই বাক্যদ্বয়ের ব্যবস্থা কি প্রকারে হইবে? বলিতেছি—প্রথমোক্ত বচনটী পুরাণবচন হওয়ায় "তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা" (ব্যাস সং ১।৪) এই ন্যায়বলে যম ও হারীত প্রভৃতি স্মৃতিবচনসকলের দ্বারা বাধিত হইয়া পড়িবে, মাতৃজাতির উপনয়নাদিতে অধিকারের নিবর্ত্তক তাহা হইতে পারিবে না। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রবল যুক্তি ও শাস্ত্রবচনসকলের বলে উক্ত বাক্যটীর অর্থ হইবে এইপ্রকার—'অপ্রচলিত হইয়া পড়ায় স্ত্রীজাতির, শাস্ত্রকর্ত্তৃক পর্য্যুদস্ত হওয়ায় শূদ্রজাতির এবং আচারহীন হওয়ায় দ্বিজবন্ধুগণের (—ত্রৈবর্ণিকের মধ্যে অধম ব্যক্তিগণের) বেদ কর্ণগোচর হয় না, সেইহেতু আচার্য্য তাহাদের মঙ্গলের জন্য মহাভারত ও পুরাণ রচনা করিয়াছেন' ইত্যাদি। আর "ন স্ত্রীশূদ্রৌ" এই দ্বিতীয় বাক্যটী সম্ভবতঃ শ্রুতিবাক্য নহে; কারণ তাহা হইলে যম, হারীত ও

৮। দেবতাধিকরণম্। [২৬-৩৩ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে দেবগণের অধিকার নিরূপণ।

অধিকরণসঙ্গতি—শাস্ত্রে মনুষ্যগণেরই অধিকার, ইহা পূর্ব্বাধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহাতে ইহাই প্রতিভাত হয় যে—দেবাদি অমনুষ্যগণের শাস্ত্রে অধিকার নাই। তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে, কারণ ঐশ্বর্য্যের অনিত্যতা দর্শনকরতঃ মোক্ষলাভবিষয়ে তাঁহাদের অর্থিত্ব সম্ভব। কিন্তু শাস্ত্রে অধিকার না থাকায় বেদান্তবিচারাদি ব্রহ্মবিদ্যার সাধনানুষ্ঠানে পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়েন বলিয়া মোক্ষলাভে তাঁহারা বঞ্চিত হইয়া পড়েন। এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধানকল্পে এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **আক্ষেপসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়। অথবা ব্রহ্মবিদ্যাতে মনুষ্যের অধিকারবিচারপ্রসঙ্গে দেবগণেরও তাহাতে অধিকার বিচারিত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **প্রসঙ্গসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্য অধ্যায় ও মুখ্যপাদসঙ্গতি—এই অধ্যায়ে ও পাদে উপনিষদ্বাক্যসকলের ব্রহ্মে সমন্বয়ই প্রতিপাদ্য হইলেও, ব্রহ্মবোধক বাক্যসকলের বিচারপ্রসঙ্গে যে ব্রহ্মবিদ্যাসকল বিচারিত হইতেছে, সেইসকলে অধিকারী কে, তাহা নিরূপণের জন্য যেমন ১।১।১ অধিঃ ৩ বর্ণকে মনুষ্যরূপ অধিকারী নিরূপিত হইয়াছে; তদ্রূপ এই ১।৩।৮ দেবতাধিকরণ এবং ১।৩।৯ অপশূদ্রাধিকরণ, এই অধিকরণদ্বয়েও ব্রহ্মবিদ্যার বিচারপ্রসঙ্গে তাহার অধিকারী নিরূপিত হইতেছে বলিয়া এই অধ্যায় ও পাদের সহিত এই অধিকরণদ্বয়ের **প্রসঙ্গসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়। আর মন্ত্র ও অর্থবাদের দেবাদি সিদ্ধবস্তুতে সমন্বয় (—তৎপ্রতিপাদকতা) নির্ণীত হওয়ায় বেদান্তসকলেরও সিদ্ধবস্তু ব্রহ্মে সমন্বয় দৃঢ়ীকৃত হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণের সমন্বয়াধ্যায়সঙ্গতি অন্যভাবেও সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

নাধিক্রিয়ন্তে বিদ্যায়াং দেবাঃ কিংবাধিকারিণঃ।
বিদেহত্বেন সামর্থ্যহানেনৈর্ষামধিক্রিয়া॥

ভাবদীপিকা

"ন স্ত্রীশূদ্রৌ" এই দ্বিতীয় বাক্যটী সম্ভবতঃ শ্রুতিবাক্য নহে; কারণ তাহা হইলে যম, হারীত ও পারস্কর প্রভৃতি ঋষিগণ আবেদবিদ্ হইয়া পড়িবেন। তথাপি উক্ত বাক্যটীকে শ্রুতিবাক্যরূপে গ্রহণের জন্য আগ্রহ করিলে, তাহা তৎ শাখাতে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে, অর্থাৎ যে শাখাতে তাহা পঠিত হইয়াছে, সেই শাখাধ্যয়নে মাতৃজাতির অধিকার নাই, এইপ্রকার অর্থ অঙ্গীকার করিতে হইবে। অথবা "উপনয়নসংস্কারহীন স্ত্রীজাতি ও শূদ্রজাতি ক্রম ও স্বরাদিসহ বৈধ বেদাধ্যয়ন করিবে না", এইপ্রকার অর্থই উক্ত বাক্যটীর হইবে। উহা যদি স্মৃতিবচন হয়। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রৌতলিঙ্গপ্রমাণ ও অন্যান্য বহু স্মৃতিপ্রমাণবলে বাধিত হইবে। উক্ত প্রবলপ্রমাণ ও যুক্তিসকল থাকায় উহার অর্থ কিছুতেই অসঙ্কুচিত হইতে পারে না। এইরূপে ইহা সিদ্ধ হইল যে **ত্রৈবর্ণিক মাতৃজাতির উপনয়নসংস্কার বেদবিধিসিদ্ধ** এবং **ক্রম ও স্বরাদিসহ বৈধ বেদাধ্যয়নে তাঁহাদের অধিকার আছে**। তবে কালক্রমে নানা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে তাহা অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে মাত্র। (এই বিচার আমাদের)

প্রমিতাধিকরণ সমাপ্ত।

অবিরুদ্ধার্থবাদাদিমন্ত্রাদের্দেহসত্ত্বতঃ।
অর্থিত্বাদেশ্চ সৌলভ্যাদ্দেবাদ্যা অধিকারিণঃ॥

অন্বয়—বিদ্যায়াং দেবাঃ ন অধিক্রিয়ন্তে, কিংবা অধিকারিণঃ? বিদেহত্বেন সামর্থ্যহানেঃ এষাম্ অধিক্রিয়া ন। অবিরুদ্ধার্থবাদাদিমন্ত্রাদেঃ দেহসত্ত্বতঃ, অর্থিতাদেশ্চ সৌলভ্যাৎ, দেবাদ্যাঃ অধিকারিণঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত সঃ এব তদভবৎ" (বৃঃ ১।৪।১০) ইত্যাদি বৃহদারণ্যকশ্রুতিপ্রতিপাদিতা নিগু´ণব্রহ্মবিদ্যা অত্র বিষয়ঃ। মনুষ্যাণামেব শাস্ত্রে অধিকারাৎ, অশরীরেষু দেবেষু চ তদসম্ভবাৎ, অর্থিত্বসামর্থ্যাদিসম্ভবাসম্ভবাভ্যাং চ অত্র ভবতি সংশয়ঃ—শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যব্রহ্ম-] বিদ্যায়াং দেবাঃ ন অধিক্রিয়ন্তে, কিংবা [তে] অধিকারিণঃ?

পূর্ব্বপক্ষ—['অর্থী সমর্থঃ বিদ্বান্ শাস্ত্রেণাপর্যুদস্তঃ অধিক্রিয়তে'ইতি উক্তাঃ অধিকারহেতবঃ অশরীরেষু ন সম্ভবন্তি। অতঃ] বিদেহত্বেন [শ্রবণাদৌ] সামর্থ্যহানেঃ এষাং [দেবানাং ব্রহ্মবিদ্যায়াম্] অধিক্রিয়া ন [সম্ভবতি। ন চ মন্ত্রার্থবাদাদিভ্যঃ দেবানাং বিগ্রহবত্ত্বম্, বিধ্যেকবাক্যতাপন্নানাং মন্ত্রাদীনাং স্বার্থে তাৎপর্য্যাভাবাৎ]।

সিদ্ধান্ত- অবিরুদ্ধার্থবাদাদিমন্ত্রাদেঃ [দেবানাং] দেহসত্ত্বতঃ, [ঐশ্বর্য্যস্য ক্ষয়িত্বসাতিশয়ত্বদর্শনাৎ মোক্ষসাধনব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ে] অর্থিত্বাদেশ্চ সৌলভ্যাৎ, [উপনয়নসাধ্যবেদাধ্যয়নরহিতানাম্ অপি স্বয়ংভাতবেদত্বাৎ চ] দেবাদ্যাঃ [ব্রহ্মবিদ্যায়াম্] অধিকারিণঃ [ভবন্তি]।

অনুবাদ

সংশয়—["দেবতাগণের মধ্যে যে কেহ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তিনিই তাহা (—ব্রহ্ম) হইয়াছিলেন", ইত্যাদি বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে প্রতিপাদিত নিগু´ণ ব্রহ্মবিদ্যা এখানে বিষয়। মনুষ্যগণেরই শাস্ত্রে অধিকার থাকায়, শরীরবিহীন দেবতাগণের তাহা সম্ভব না হওয়ায় এবং অর্থিত্ব ও সামর্থ্য প্রভৃতির সম্ভাবনা ও অসম্ভাবনা বশতঃ এখানে সংশয় হয়—শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম-] বিদ্যাতে দেবগণ অধিকারী নহেন, কিম্বা [তাঁহারা] অধিকারী?

পূর্ব্বপক্ষ—['যিনি অর্থী (—প্রার্থী), অনুষ্ঠানসমর্থ, বিদ্বান্ (—শাস্ত্রার্থজ্ঞানবান্) এবং শাস্ত্রকর্ত্তৃক নিষিদ্ধ নহেন, তিনিই অধিকারী'—এইপ্রকারে বর্ণিত অধিকারের হেতুসকল (১।৩।৭ অধিঃ ৯ ভাবদীঃ) যাঁহাদের শরীর নাই, তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সেইহেতু] শরীরহীনতারূপ হেতুবশতঃ [শ্রবণাদিতে] সামর্থ্যহানি হয় বলিয়া এই দেবগণের [ব্রহ্মবিদ্যাতে] অধিকার সম্ভব হয় না। [আর মন্ত্র ও অর্থবাদ প্রভৃতি হইতে দেবগণের সশরীরতা সিদ্ধ হয়, ইহা বলা যায় না, কারণ বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতাভাবাপন্ন মন্ত্র ও অর্থবাদ প্রভৃতির স্বার্থে তাৎপর্য্য নাই]।

সিদ্ধান্ত—অবিরুদ্ধ অর্থবাদ (—ভূতার্থবাদ) প্রভৃতি এবং মন্ত্র প্রভৃতি হইতে [দেবগণের] দেহের সদ্ভাব (—অস্তিত্ব) অবগত হওয়া যায় বলিয়া এবং [ঐশ্বর্য্যের নশ্বরতা এবং সাতিশয়তা (—উৎকর্ষ ও অপকর্ষযুক্ততা) পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া মোক্ষের সাধনভূত ব্রহ্মবিদ্যারূপ বিষয়ে] অর্থিত্ব প্রভৃতি সুলভ বলিয়া [এবং উপনয়নসংস্কারসাধ্য বেদাধ্যয়নরহিত হইলেও বেদ তাঁহাদের নিকট স্বয়ংপ্রতিভাত হয় বলিয়া] দেবতা প্রভৃতি [ব্রহ্মবিদ্যাতে (১)] অধিকারী।

ভাবদীপিকা

(১) এইস্থলে ব্রহ্মবিদ্যা বলিতে 'নিগু´ণব্রহ্মবিদ্যাকে' গ্রহণ করিতে হইবে, 'সগুণব্রহ্মবিদ্যাকে' নহে। কারণ যে সকল সগুণব্রহ্মবিদ্যা (যথা—মধুবিদ্যা, ছাঃ ৩।১-৩।১১) দেবতাধ্যানমিশ্রিত

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, মন্ত্র ও অর্থবাদের স্বার্থে কোন প্রামাণ্য না থাকায় এবং 'গুরুর নিকট গমন' (মুঃ ১।২।১২) প্রভৃতি বাক্যেরও স্বার্থে তাৎপর্য্য না থাকায় 'তত্ত্বমস্যাদি' বাক্যও (ছাঃ ৬।৮।৭) জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করে না। আর ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানে দেবতা প্রভৃতির অধিকার না থাকায় দেবত্বপ্রাপ্তিদ্বারা ঐশ্বর্য্যভোগান্তে ক্রমমুক্তি যাহাদের ফল, সেই দহরাদি সগুণব্রহ্মবিদ্যা-সকলে মনুষ্যের অপ্রবৃত্তি। সিদ্ধান্তে—তত্তৎ অর্থ প্রতিপাদনে মন্ত্রাদির সামর্থ্য সম্ভব বলিয়া তত্ত্বমস্যাদিবাক্য হইতে জীব ও ব্রহ্মের একত্বজ্ঞানোদয় সিদ্ধ হয়। আর নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যানুশীলন-দ্বারা দেবগণেরও মোক্ষপ্রাপ্তি সম্ভব বলিয়া দহরাদি ক্রমমুক্তিপ্রদ উপাসনাসকলে মনুষ্যের প্রবৃত্তিও সিদ্ধ হয়।

তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥১।৩।২৬॥

পদচ্ছেদ—তদুপরি, অপি, বাদরায়ণঃ, সম্ভবাৎ।

সূত্রার্থ—["যঃ যঃ দেবানাং প্রত্যবুধ্যত সঃ এব তদভবৎ" (বৃঃ ১।৪।১০) ইত্যাদি শ্রূয়তে। তত্র দেবানাং ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ অধিকারঃ অস্তি, ন বা ইতি সন্দেহে, 'নাস্তি' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **তদুপর্য্যপি**—তেষাং মনুষ্যানাম্ উপরিষ্টাৎ যে দেবাদয়ঃ, তেষাম্ অপি [ব্রহ্ম-বিদ্যায়াম্ অধিকারঃ অস্তি, ইতি] **বাদরায়ণঃ**—আচার্য্যঃ বাদরায়ণঃ [মন্যতে। কুতঃ? **সম্ভবাৎ**—অর্থিত্বসামর্থ্যাদ্যধিকারকারণস্য সম্ভবাৎ। [দেবাদীনাং সদা ভোগশালিত্বে অপি ভোগ্যবস্তুষু অনিত্যত্বদোষদর্শনাৎ বৈরাগ্যাদিকং নিরতিশয়ানন্দরূপমোক্ষার্থিত্বং চ সম্ভবতি ইতি ভাবঃ। "সূত্রে তদুপরীত্যেতন্মনুষ্যাণামধস্তনান্। ব্যবর্ত্তয়তি পশ্বাদীন্ ব্রহ্মবিদ্যাধিকারতঃ" ॥ ইতি ন্যায়রক্ষামণিকারাঃ]।

অনুবাদ—["দেবগণের মধ্যে যে কেহ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তিনিই তাহা হইয়া-ছিলেন (—ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিয়াছিলেন"), শ্রুতিতে এইপ্রকার পঠিত হইতেছে। সেইস্থলে

ভাবদীপিকা

তত্তৎ দেবতা সেইসকল সগুণব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করিতে পারেন না, কারণ তাহাতে নিজের ধ্যানও প্রসক্ত হইয়া পড়ে। আর স্ব-ব্যতিরিক্ত অন্য তন্নামক দেবতাও নাই। অন্য যে সকল সগুণবিদ্যার ফলে সূর্য্যাদি তত্তৎ দেবলোক প্রাপ্তি হয় ["বিদ্যয়া দেবলোকঃ" বৃঃ ১।৫।১৬], সেইসকল লোক তাঁহাদের প্রাপ্ত হইয়াই আছে, সেইহেতু সেইসকল সগুণবিদ্যার অনুশীলনেও তাঁহাদের প্রবৃত্তি হয় না। ক্রমমুক্তিপ্রদ সগুণব্রহ্মবিদ্যাসকলের ফলে মধ্যবর্ত্তী অবস্থাতে ব্রহ্মলোকে দেবত্বপ্রাপ্তি এবং দেবোচিত ঐশ্বর্য্যের ভোগ হয়। দেবত্ব ও ঐশ্বর্য্য তাঁহাদের প্রাপ্তই আছে, ফলে অর্থিত্বের অভাবপ্রযুক্ত সেই বিদ্যাসকলেও তাঁহাদের প্রবৃত্তি হয় না। (৬৪ ভাবদীঃ দ্রঃ)। আর এই শাস্ত্রোক্ত বিচার বিদ্যানুশীলনে দেবগণের প্রবৃত্তি উৎপাদন করিতে সমর্থ নহে, কারণ বেদ ও বৈদিক সিদ্ধান্ত তাঁহাদের নিকট স্বয়ংপ্রতিভাত। মনুষ্যকৃত বিচারে তাঁহাদের কোন আবশ্যকতা নাই। কিন্তু তথাপি যে দেবগণের অধিকারবিষয়ক বিচার এই অধিকরণে করা হইতেছে, তাহার উদ্দেশ্য—নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার বলে দেবগণেরও সদ্যোমুক্তি লব্ধ হয়, ইহা অবগত হইলে মধ্যবর্ত্তী অবস্থাতে দেবত্বপ্রাপ্ত ক্রমমুক্ত পুরুষও নির্গুণব্রহ্মবিদ্যা-লাভান্তে সদ্যোমুক্তি লাভ করেন, এই বিষয়ে মনুষ্যের আর সন্দেহ থাকে না এবং ক্রমমুক্তিপ্রদ উপাসনাতে তাহার প্রবৃত্তি সিদ্ধ হয়।

দেবগণের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে, অথবা নাই, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে 'অধিকার নাই', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] তদুপর্য্যপি—সেই মনুষ্যগণের উপরে (—ঊর্দ্ধলোকবর্ত্তী) যে দেবতা প্রভৃতি, তাঁহাদেরও [ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে, ইহা] বাদরায়ণঃ—আচার্য্য বাদরায়ণ [মনে করেন। তাহাতে হেতু কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] সম্ভবাৎ—যেহেতু [ব্রহ্মবিদ্যাতে] অধিকারের কারণ যে অর্থিত্ব ও সামর্থ্য প্রভৃতি, তাহা দেবগণেও সম্ভব। [ভাব এই—দেবতা প্রভৃতি সদা ভোগপ্রবণ হইলেও ভোগ্যবস্তুসমূহে অনিত্যতারূপ দোষ পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া বৈরাগ্য প্রভৃতি এবং নিরতিশয় আনন্দাত্মক যে মোক্ষ, তাহার প্রতি আকাঙ্ক্ষা হয় সম্ভব। পূজ্যপাদ ন্যায়রক্ষামণিকার বলেন—"সূত্রে যে 'তদুপরি' এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা মনুষ্যের অধোলোকবর্ত্তী (—মনুষ্য হইতে নিকৃষ্ট) পশু প্রভৃতিকে ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার হইতে ব্যাবৃত্ত করিতেছে"]।

[৬৭৯ পৃঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্

অঙ্গুষ্ঠমাত্রশ্রুতিঃ মনুষ্যহৃদয়াপেক্ষয়া মনুষ্যাধিকারত্বাৎ শাস্ত্রস্য ইতি উক্তম্ ।১ তৎপ্রসঙ্গেন ইদম্ উচ্যতে ।২ বাঢ়ং, মনুষ্যান্ অধিকরোতি শাস্ত্রম্ ; নতু মনুষ্যান্ এব ইতি ইহ ব্রহ্মজ্ঞানে নিয়মঃ অস্তি ।৩ তেষাং মনুষ্যাণাম্ উপরিষ্টাৎ যে দেবাদয়ঃ তানপি অধিকরোতি শাস্ত্রম্ ইতি বাদরায়ণঃ আচার্য্যঃ মন্যতে ।৪ কস্মাৎ ?৫ সম্ভবাৎ, সম্ভবতি হি তেষাম্ অপি অর্থিত্বাদ্যধিকারকারণম্ ।৬ তত্র অর্থিত্বং তাবৎ মোক্ষবিষয়ং দেবাদীনাম্ অপি সম্ভবতি, বিকার-

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি ও বিষয়। সিঃ—অর্থিত্বাদি সম্ভব হওয়ায় যুক্তিপুষ্ট লিঙ্গ ও বাক্যপ্রমাণবলে জন্মান্তরাধীত বেদস্মৃতিসম্পন্ন দেবগণ ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকারী।].

অঙ্গুষ্ঠমাত্রপরিমাণবোধক শ্রুতিবাক্য মনুষ্যের হৃদয়কে অপেক্ষা করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে, যেহেতু মনুষ্যই শাস্ত্রের অধিকারী, ইহা [পূর্ব্বাধিকরণে] কথিত হইয়াছে।১ সেইপ্রসঙ্গে ইহা বলা হইতেছে (—এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে) ।২ [সিদ্ধান্ত–] হাঁ, ইহা ঠিকই যে শাস্ত্র (—বেদ) মনুষ্যগণকেই অধিকার করে (—মনুষ্যগণই শাস্ত্রে অধিকারী), কিন্তু এই ব্রহ্মজ্ঞানে যে মনুষ্যই অধিকারী, এইপ্রকার নিয়ম নাই ।৩ সেই মনুষ্যগণের উপরে (—উৎকৃষ্টতর লোকে) যে দেবতা প্রভৃতি আছেন, শাস্ত্র তাঁহাদিগকেও বিষয় করেন (—শাস্ত্রপ্রতিপাদিত ব্রহ্মবিদ্যাতে তাঁহাদেরও অধিকার আছে, ইহা আচার্য্য বাদরায়ণ মনে করেন ।৪ কোন হেতুবলে ইহা বলিতেছ ?৫ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] "যেহেতু তাহা সম্ভব", [ইহাই পরিষ্কার করিতেছেন—] যেহেতু অধিকারের কারণ যে অর্থিত্ব প্রভৃতি, তাহা তাঁহাদের পক্ষেও সম্ভব ।৬ [কিন্তু দেবগণ অত্যন্ত ভোগাসক্ত, মোক্ষের প্রতি তাঁহাদের অর্থিত্ব থাকা সম্ভব নহে বলিয়া ব্রহ্মবিজ্ঞানে তাঁহাদের অধিকার কিপ্রকারে সিদ্ধ হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] তন্মধ্যে (—অধিকারের কারণসকলের মধ্যে) বিকারবিষয়ক যে বিভূতি (—বিকারী, সুতরাং ক্ষয়শীল যে ভোগৈশ্বর্য্য), তাহার

শাঙ্করভাষ্যম্

বিষয়বিভূত্যনিত্যত্বালোচনাদিনিমিত্তম্।৭ তথা সামর্থ্যম্ অপি তেষাং সম্ভবতি, মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণলোকেভ্যঃ বিগ্রহবত্ত্বাদ্যবগমাৎ।৮ ন চ তেষাং কশ্চিৎ প্রতিষেধঃ অস্তি।৯ ন চ উপনয়নশাস্ত্রেণ এষাম্ অধিকারঃ নিবর্ত্তেত, উপনয়নস্য বেদাধ্যয়নার্থত্বাৎ; তেষাং চ স্বয়ংপ্রতিভাতবেদত্বাৎ।১০ অপিচ এষাং বিদ্যা-

ভাষ্যানুবাদ

অনিত্যতার আলোচনা ইত্যাদি নিমিত্তবশতঃ মোক্ষবিষয়ক অর্থিত্ব দেবতা প্রভৃতিরও সম্ভব।৭ [কিন্তু "ইন্দ্রায় স্বাহা" ইত্যাদি প্রকার চতুর্থীবিভক্তিযুক্ত শব্দ ব্যতিরেকে শরীরধারী কোন দেবতা না থাকায় অধিকারের কারণ যে সামর্থ্য (—অনুষ্ঠানশক্তি), তাহা দেবগণের নাই। প্রাচীন মীমাংসকের এতাদৃশ সংশয়ের উত্তরে বলিতেছেন—] এইরূপে (—অর্থিত্বের ন্যায়) সামর্থ্যও তাঁহাদের সম্ভব, যেহেতু মন্ত্র অর্থবাদ ইতিহাস পুরাণ ও লোকব্যবহার হইতে তাঁহাদের বিগ্রহবত্তা (—সশরীরতা) প্রভৃতি অবগত হওয়া যায়।৮ আর [শূদ্র যেমন যজ্ঞানুষ্ঠানাদিতে পর্য্যুদস্ত, এইপ্রকারে] তাঁহাদের [নির্গুণব্রহ্মবিদ্যানুশীলনের প্রতি] কোনপ্রকার নিষেধ নাই।৯ [কিন্তু তাঁহাদের শরীর থাকায় ব্রহ্মবিদ্যানুশীলনের সামর্থ্য থাকিলেও উপনয়নসংস্কারের অভাববশতঃ শাস্ত্রীয় সামর্থ্য না থাকায় তদনুশীলনে অধিকার নাই। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর উপনয়নবিধায়ক শাস্ত্রের দ্বারা ইঁহাদের অধিকার নিবৃত্ত হয় না, যেহেতু উপনয়ন বেদাধ্যয়নরূপ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য এবং যেহেতু বেদ তাঁহাদের নিকট স্বয়ংপ্রতিভাত (২)।১০ আরও দেখ, [শ্রুতি] বিদ্যাগ্রহণের জন্য ইঁহাদের (—দেবতা ও ঋষিগণের)

ভাবদীপিকা

(২) এইস্থলে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—বেদ যে দেবগণের নিকট স্বয়ংপ্রতিভাত, ইহা তুমি কোন প্রমাণবলে বলিতেছ? যদি বল—উৎকৃষ্ট কর্ম্মপ্রভাবে তাঁহারা মনুষ্যজন্মে অধীত বেদ স্মরণ করিতে সমর্থ, তাহা বলা চলে না; কারণ বেদস্মৃতির প্রতি হেতু যে বেদার্থজ্ঞানজন্য সংস্কার, তাহা অস্মদাদির ন্যায়ই জন্মান্তরের দ্বারা ব্যবহিত হইয়া পড়িয়াছে। [এইস্থলে পূর্ব্বপক্ষী এইপ্রকার অনুমান প্রয়োগ করিলেন—"দেবাদয়ঃ ন জন্মান্তরাধীতবেদানুস্মর্ত্তারঃ, জন্মমরণাভ্যাং ব্যবহিতসংস্কারবত্ত্বাৎ, অস্মদাদিবৎ"]। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—পিশাচ একপ্রকার নিম্নশ্রেণীর দেবতাবিশেষ। সেই পিশাচকর্ত্তৃক আবিষ্ট অবেদজ্ঞ বালককেও বিশুদ্ধ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে দেখা যায়। তাহাতে ইহাই নিশ্চিত হয় যে—পিশাচযোনিপ্রাপ্ত উক্ত পুরুষ পূর্ব্বজন্মে অধীত বেদ স্মরণ করিতে সমর্থ। পিশাচের পক্ষে যাহা সম্ভব, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর অন্তর্গত যে দেবতা, তাঁহার উক্ত সামর্থ্য অবশ্যই সিদ্ধ হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। দেবগণের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে, এইবিষয়ে গুরুকুলে বাসরূপ শ্রৌতলিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—অপিচ—'আরও দেখ ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

গ্রহণার্থং ব্রহ্মচর্য্যাদি দর্শয়তি—"একশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবান্ প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্যম্ উবাস" (ছাঃ ৮।১১।৩), "ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ বরুণং পিতরম্ উপসসার, অধীহি ভগবো ব্রহ্ম" (তৈঃ ৩।১) ইত্যাদি।১১ যদপি কর্ম্মসু অনধিকারকারণম্ উক্তম্—"ন দেবানাং দেবতান্তরা-ভাবাৎ" ইতি, "ন ঋষীনাম্ আর্ষেয়া[ন্তরা]ভাবাৎ" (জৈঃ সূঃ ৬।১।৫,

ভাষ্যানুবাদ

[৬৯১ পৃঃ]

ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি প্রদর্শন করিতেছেন, "ইন্দ্র ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনকরতঃ প্রজাপতির নিকট একশত এক বৎসর বাস করিয়াছিলেন", [ঋষিগণের পক্ষে তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] "বরুণের পুত্র ভৃগু, হে ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মবিষয়ে অধ্যাপন (—উপদেশ দান) করুন, ইহা বলিয়া পিতা বরুণের সমীপে উপস্থিত হইলেন", ইত্যাদি।১১ [ছাঃ ৭ম খণ্ডে বর্ণিত নারদ ও সনৎকুমার সংবাদও গ্রহণীয়]।

[সিঃ—দেবতা ও ঋষিগণের কর্ম্মে অধিকার না থাকিলেও ব্রহ্মবিদ্যাতে তাহা সিদ্ধ হয়।]

যদি বলা হয়—বেদপ্রতিপাদিত যজ্ঞাদি কর্ম্মে যেমন দেবগণের অধিকার নাই, তদ্রূপ অবিশেষভাবে বেদপ্রতিপাদিত হওয়ায় ব্রহ্মবিদ্যাতেও তাঁহাদের অধিকার স্বীকার করা যায় না (৩)। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] আর যে [দেবতা ও ঋষিগণের] কর্ম্মসকলে অধিকারহীনতার কারণ কথিত হইয়াছে, যথা—"দেব-গণের কর্ম্মে অধিকার নাই, যেহেতু [যাঁহার উদ্দেশ্যে যজ্ঞে আহুতি প্রদত্ত হইবে, স্বভিন্ন তাদৃশ] অন্য দেবতা নাই" (৪), "ঋষিগণের কর্ম্মে অধিকার নাই, যেহেতু আর্ষেয় (—ঋষির সহিত সম্বন্ধ (৫) নাই" ইত্যাদি।১২ তাহা (—কর্ম্মে অধিকার-

ভাবদীপিকা

(৩) পূর্ব্বপক্ষী এইস্থলে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শন করিলেন—"ব্রহ্মবিদ্যাবিধয়ঃ ন দেবাদীন্ অধিকুর্ব্বন্তি, বৈদিকবিধিত্বাৎ, অগ্নিহোত্রাদিবিধিবৎ"।

(৪) এইস্থলে সংশয় হয়—যে যজ্ঞের দেবতা ইন্দ্র, ইন্দ্র না হয় সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারেন না; কিন্তু ইন্দ্র ভিন্ন বরুণাদি যে যজ্ঞের দেবতা, ইন্দ্র সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন না কেন? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—শ্রুতিতে এমন কোন যজ্ঞ বিহিত হয় নাই, যাহার দেবতা একটী মাত্র। প্রত্যেকটী যজ্ঞে বহু দেবতা প্রধানদেবতারূপে অথবা অঙ্গদেবতারূপে যজ্ঞাঙ্গরূপে শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছেন। সেইহেতু কোন দেবতাই কোন যজ্ঞে অধিকারী হইতে পারেন না। আর এক কথা যজ্ঞাদি কর্ম্মের ফলে চন্দ্রলোকাদিতে গতি হয় ["কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ", বৃঃ ১।৫।১৬], দেবতাগণ তদপেক্ষা উচ্চতর লোকেই অবস্থান করেন। সুতরাং অর্থিত্বের অভাববশতঃও দেবগণের যজ্ঞাদি কর্ম্মে অধিকার সিদ্ধ হয় না।

(৫) 'আর্ষেয়' শব্দের অর্থ—আর্ষেয় বরণ; চলতি ভাষায়—ঋষিবরণ। "অগ্নির্দেবো হোতা" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপুরঃসর যজমানের গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিগণের নাম গ্রহণপূর্ব্বক তাহার প্রপিতা-মহাদি হইতে পিতা এবং মাতা পর্য্যন্ত পূর্ব্বপুরুষগণের নাম উচ্চারণাত্মক যে যজ্ঞে প্রবৃত্তিবাচক মন্ত্রপাঠ, তাহাকে বলে 'আর্ষেয়বরণ'। যথা—"অগ্নির্দেবো হোতা" ইত্যাদি দেবত্তরসবৎ দেবশ্রবসবৎ

ভাবদীপিকা

বিশ্বামিত্রবৎ অমুকস্য প্রপৌত্রঃ অমুকস্য পৌত্রঃ, অমুকস্য পুত্রঃ, অমুকী দেব্যাঃয়াঃ প্রপৌত্রঃ ইত্যাদি শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা যজতে"। বলা বাহুল্য ইহা বিশ্বামিত্র গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের আর্ষেয়। অন্যান্য গোত্রীয়গণের আর্ষেয়বরণ তত্তৎ ঋষি ও প্রবরানুসারে হইবে। পূঃ মীঃ ৬।১।১১ অধিঃ দ্রষ্টব্যঃ। তাহাতে ত্র্যার্ষেয় (—গোত্রপ্রবর্ত্তক তিনজন ঋষির নাম গ্রহণ) বিহিত হইয়াছে। প্রস্তাবিতস্থলে ইহাই বলা হইতেছে—ঋষিগণ স্বয়ং গোত্রপ্রবর্ত্তক হওয়ায় তাঁহাদের নিজেদের কোন গোত্র না থাকায় আর্ষেয়বরণরূপ যজ্ঞাঙ্গ তাঁহারা সম্পাদন করিতে পারেন না। সেইহেতু কর্ম্মে তাঁহাদের অধিকার নাই।

[ভামতীকার কর্ত্তৃক পূর্ব্বমীমাংসাবার্ত্তিককারের মত খণ্ডন।]

দেবগণ ও ঋষিগণের কর্ম্মে অধিকার নাই, এই যে পূর্ব্বমীমাংসাভাষ্যকারের অভিমত, বার্ত্তিককার পূজ্যপাদ কুমারিলভট্ট ইহা অঙ্গীকার করেন নাই। পূঃ মীঃ ৬।১।৫ সূত্রের ভাষ্য-ব্যাখ্যাতে তিনি বলিয়াছেন—"ন দেবানাং দেবতান্তরাভাবাৎ, যেষাং শব্দঃ এব দেবতা, তেষাম্ অপি অযুক্তঃ গ্রন্থঃ"– 'দেবগণের কর্ম্মে অধিকার নাই, এই যে ভাষ্যকারীয় উক্তি, এইবিষয়ে বলা হইতেছে, যাঁহাদের মতে শব্দই (—চতুর্থীবিভক্তিযুক্ত ইন্দ্রাদি শব্দই) দেবতা, তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থ সঙ্গত নহে'। অভিপ্রায় এই—যে দেবগণের কর্ম্মানুষ্ঠানক্ষম শরীরই নাই, তাঁহাদের কর্ম্মে অধিকারবিচার নিরর্থক। ঋষিগণ সম্বন্ধে বার্ত্তিককার বলিয়াছেন—"ন চ ভৃগ্বাদয়ঃ ভৃগ্বাদিসগোত্রা' ইতি অযুক্তম্; অনাদির্হি কালঃ অস্মাকম্"—'ভৃগু প্রভৃতি ভৃগুপ্রভৃতির সম-গোত্রোৎপন্ন নহেন, এই কথন যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ আমাদের মতে কাল অনাদি'। এইস্থলে তাঁহার অভিপ্রায় এই—কাল অনাদি হওয়ায় প্রাচীনকালীন ঋষিগণকে অর্ব্বাচীনকালীন ঋষিগণ গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিরূপে বরণ করিবেন, তাহাতে আর্ষেয়বরণরূপ কর্ম্মাঙ্গের সিদ্ধি সম্ভব হওয়ায় ঋষিগণের কর্ম্মে অধিকার সিদ্ধ হয়। দেবতাগণের বিষয়ে ইঁহার এইরূপ অভিপ্রায় স্পষ্টতঃ বর্ণিত না হইলেও, ভামতীকারের এতদ্বিষয়ক খণ্ডনগ্রন্থ দৃষ্টে মনে হয়, দেবগণসম্বন্ধেও পূজ্যপাদ পূর্ব্ব-মীমাংসাবার্ত্তিককারের অভিপ্রায় এই—'বসু প্রভৃতি বর্ত্তমানকালীন দেবতাগণ প্রাচীনকালীন বসু প্রভৃতি দেবগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন। সুতরাং ঋষিগণের ন্যায় তাঁহাদেরও কর্ম্মাধিকার সিদ্ধ হয়, ইত্যাদি। ভট্টপাদের এই মত খণ্ডনের জন্য পূজ্যপাদ ভামতীকার বলিয়াছেন-"বস্বাদীনাং ন বস্বাদ্যন্তরম্ অস্তি। নাপি ভৃগ্বাদীনাং ভৃগ্বাদ্যন্তরম্ অস্তি। প্রাচাং বসুভৃগুপ্রভৃতীনাং ক্ষীণা-ধিকারত্বেন দেবর্ষিত্বাভাবাৎ"—'বসু প্রভৃতি দেবগণের যজ্ঞাঙ্গদেবতারূপে অন্য বসু প্রভৃতি দেবতা নাই। আর ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণের আর্ষেয়বরণরূপ যজ্ঞাঙ্গসিদ্ধির জন্য অন্য ভৃগুপ্রভৃতিও নাই, কারণ প্রাচীনকালীন যে বসু ও ভৃগুপ্রভৃতি, অধিকার শেষ হওয়ায়, তাঁহাদের আর বসুত্ব ও ঋষিত্ব নাই'। সুতরাং ইহাই সিদ্ধ হয় যে—কাল অনাদি হইলেও প্রাচীন দেবগণকে ও ঋষি-গণকে অবলম্বন করতঃ তত্তৎ যজ্ঞাঙ্গের সিদ্ধি হইতে পারে না বলিয়া দেবগণ ও ঋষিগণের কর্ম্মে অধিকার নাই। সুতরাং পূজ্যপাদ পূর্ব্বমীমাংসাভাষ্যকারের অভিমতই পুষ্ট হইল।

মধুবিদ্যাদি সগুণব্রহ্মবিদ্যাসকলেও এইপ্রকার বাধক আছে। কারণ আদিত্য প্রভৃতি নিজেতে মধুদৃষ্টিকরতঃ নিজেকে উপাসনা করিতে পারেন না, তাহাতে কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধ হইয়া পড়িবে। (১৩৩১ সূত্রভাষ্যে এইবিষয় আলোচিত হইবে)। বর্ত্তমানকালীন আদিত্য প্রাচীন-

[৬৮৯ পৃঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্

শাবরভাষ্য) ইতি ।১২ ন তৎ বিদ্যাসু অস্তি ।১৩ নহি ইন্দ্রাদীনাং বিদ্যাসু অধিক্রিয়মাণানাম্ ইন্দ্রাদ্যুদ্দেশেন। কিঞ্চিৎ কৃত্যম্ অস্তি ।১৪ নচ ভৃগ্বাদীনাং ভৃগ্বাদিসগোত্রতয়া ।১৫ তস্মাৎ দেবাদীনাম্ অপি বিদ্যাসু অধিকারঃ কেন বার্য্যতে ?১৬ দেবাদ্যধিকারে অপি অঙ্গুষ্ঠমাত্রশ্রুতিঃ স্বাঙ্গুষ্ঠাপেক্ষয়া ন বিরুধ্যতে ।১৭ ॥১।৩।২৬॥

ভাষ্যানুবাদ

হীনতার সেই হেতু, নির্গুণ *] ব্রহ্মবিদ্যাসকলে নাই ।১৩ [ইহাই স্পষ্ট করিতেছেন—] যেহেতু [নির্গুণ] ব্রহ্মবিদ্যাসকলে অধিকারী ইন্দ্রপ্রভৃতির ইন্দ্রাদিদেবতার উদ্দেশ্যে করণীয় কিছু নাই ।১৪ আর ভৃগু প্রভৃতিরও ভৃগু প্রভৃতির সমানগোত্ররূপে (—ভৃগুপ্রভৃতির বংশোৎপন্নরূপে (৬) করণীয় কিছুই নাই ।১৫ সেইহেতু দেবতাপ্রভৃতিরও [নির্গুণ ব্রহ্ম-] বিদ্যাসকলে অধিকারকে কে নিষেধ করিবে (৭) ?১৬ [কিন্তু দেবগণের শরীর বৃহৎ হওয়ায় তাঁহাদের হৃদয় আর অস্মদাদির অঙ্গুষ্ঠপরিমিত হইতে পারে না। সেইহেতু অঙ্গুষ্ঠমাত্রপ্রতিপাদিকা শ্রুতি তাঁহাদের পক্ষে বাধিত হওয়ায় শ্রুতিতেই তাঁহাদের অধিকার সিদ্ধ হয় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর দেবতা প্রভৃতির অধিকারেও 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রশ্রুতি' স্ব স্ব অঙ্গুষ্ঠের অপেক্ষায় বিরুদ্ধ হইতেছে না (—অঙ্গুষ্ঠমাত্রপুরুষকে (কঠ ২।১।১২-১৩) তাঁহারা নিজ নিজ অঙ্গুষ্ঠপরিমিতরূপে গ্রহণ করিবেন, ফলে বিরোধ হইতেছে না) ।১৭॥১।৩।২৬॥

ভাবদীপিকা

কালীন আদিত্যকে উপাসনা করিবেন, ইহাও বলা যায় না, কারণ অধিকার শেষ হওয়ায় তাঁহার আর আদিত্যত্বই নাই। নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে কিন্তু এতাদৃশ কোন বাধক না থাকায় তাহাতে দেবগণের ও ঋষিগণের অধিকার অবশ্যই সিদ্ধ হয়, পরবর্ত্তী শারীরকভাষ্যে ইহাই বলা হইতেছে— **ন তৎ বিদ্যাসু**—'তাহা (— কর্ম্মে অধিকারহীনতার সেই হেতু') ইত্যাদি।

(৬) ভৃগু ব্রহ্মার পুত্র, তিনি ভৃগু গোত্রের প্রবর্ত্তক, সেই গোত্রের আদিপুরুষ। তিনি স্বয়ং ভৃগুগোত্রোৎপন্ন নহেন। সুতরাং তৎ গোত্রোৎপন্নরূপে তাঁহার করণীয় কিছুই নাই, ইহাই এই ভাষ্যাংশের তাৎপর্য্য। অন্যান্য ঋষিগণের বেলাতেও এইপ্রকারেই বুঝিতে হইবে।

(৭) দেবগণের ব্রহ্মবিদ্যার উদয় হয়, ইহা "যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত সঃ এব তদভবৎ" (বৃঃ ১।৪।১০) ইত্যাদি বাক্য হইতে নিঃসন্দিগ্ধরূপে অবগত হওয়া যায়। সুতরাং গুরুকুলে বাসরূপ পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গপ্রমাণের (২ ভাবদীঃ) ন্যায় এই বাক্যপ্রমাণও দেবগণের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকারের সমর্থকরূপে আছে, বুঝিতে হইবে। লক্ষ্য করিতে হইবে—পূর্ব্বোক্ত গুরুকুলে বাসরূপ লিঙ্গপ্রমাণটী অন্যার্থদর্শন (—অর্থবাদবাক্যগত) হইলেও, পিশাচের বেদস্মৃতিঘটিত যুক্তি এবং এই বাক্যপ্রমাণ দ্বারা পুষ্ট হইয়া পূর্ব্বপক্ষীর অনুমানদ্বয়কে নিরাকরণ করিয়া অর্থিত্বাদিসম্পন্ন দেবগণের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকারকে সিদ্ধ করিল।

* বোধসৌকর্য্যের জন্য 'নির্গুণ' এই শব্দ আমরা যোজনা করিয়া দিলাম। ১।৩।৩৩ সূত্রভাষ্যে ভগবান্ ভাষ্যকার "শুদ্ধায়াং ব্রহ্মবিদ্যায়াম্" ইত্যাদি ৩ সংখ্যক বাক্যে ইহা পরিষ্কার করিবেন।

বিরোধঃ কর্ম্মণীতিচেন্নানেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ ॥১।৩।২৭॥

পদচ্ছেদ বিরোধঃ, কর্ম্মণি, ইতি, চেৎ, ন, অনেকপ্রতিপত্তেঃ, দর্শনাৎ।

সূত্রার্থ—[ইন্দ্রাদীনাং বিগ্রহবত্ত্বে একস্য শরীরস্য অনেকত্র কর্ম্মণি যুগপৎ সন্নিধানাসম্ভবাৎ] **কর্ম্মণি বিরোধঃ**—কর্ম্মণি দেবতায়াঃ উপকারকত্ববিরোধঃ প্রসজ্যেত, **ইতি চেৎ; ন** নৈষঃ দোষঃ, [কস্মাৎ?] **অনেকপ্রতিপত্তেঃ**—একস্য দেবস্য অনেকেষাং শরীরাণাং যুগপৎ প্রাপ্তেঃ, **দর্শনাৎ**—"ত্রয়শ্চ ত্রীচ শতা" (বৃঃ ৩।৯।১) "সঃ একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি" (ছাঃ ৭।২৬।২) ইত্যাদি শ্রুতৌ দর্শনাৎ। [যদ্বা **অনেকপ্রতিপত্তেঃ দর্শনাৎ**—অনেকত্র কর্ম্মণি একস্য প্রতিপত্তিঃ—অঙ্গভাবগমনম্, তস্য লোকে দর্শনাৎ। যথা বহুভিঃ নমস্কুর্ব্বাণৈঃ যুগপৎ একঃ ব্রাহ্মণঃ নমস্ক্রিয়মাণঃ দৃশ্যতে, এবম্ একাং বিগ্রহবতীং দেবতাম্ উদ্দিশ্য যুগপৎ সর্ব্বে হবীংষি ত্যক্ষ্যন্তি ইতি ন কশ্চিৎ কর্ম্মণি দেবতায়াঃ উপকারকত্বে বিরোধঃ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[ইন্দ্র প্রভৃতি শরীরধারী হইলে এক শরীরের অনেক যজ্ঞাদি কর্ম্মে যুগপৎ উপস্থিতি সম্ভব হয় না বলিয়া] **কর্ম্মণি বিরোধঃ**—কর্ম্মে দেবতার উপকারকত্বের বিরোধ হইয়া পড়িবে (—দেবতা কর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারিবেন না), **ইতি চেৎ**—এইপ্রকার যদি বলা হয়, [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] **ন**—ইহা দোষ নহে। [কেন নহে? তাহা বলিতেছেন—] **অনেকপ্রতিপত্তেঃ**—যেহেতু একই দেবতার একই সময়ে অনেক শরীর ধারণের কথা, **দর্শনাৎ**—"তিন শত তিন জন" এবং "তিনি এক প্রকার থাকেন, তিন প্রকার হন" ইত্যাদি শ্রুতিতে পরিদৃষ্ট হয়। [অথবা **অনেকপ্রতিপত্তেঃ দর্শনাৎ**—অনেক যজ্ঞাদি কর্ম্মে একের যে প্রতিপত্তি—অঙ্গভাবপ্রাপ্তি, তাহা লোকমধ্যে যেহেতু দেখা যায়। যেমন নমস্কারকারী বহুলোক কর্তৃক একই ব্রাহ্মণ একই কালে নমস্কৃত হইতেছে, ইহা দেখা যায়। এইপ্রকারে শরীরধারী এক দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া সকল যজ্ঞকারী একই কালে হবণীয় দ্রব্যসকল ত্যাগ করিবে, এইহেতু যজ্ঞকর্ম্মে দেবতা উপকারক হইবেন, ইহাতে কোন বিরোধ হয় না, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্যাদেতৎ, যদি বিগ্রহবত্ত্বাদ্যভ্যুপগমেন দেবাদীনাং বিদ্যাসু অধিকারঃ বর্ণ্যেত, বিগ্রহবত্ত্বাৎ ঋত্বিকাদিবৎ ইন্দ্রাদীনাম্ অপি স্বরূপসন্নিধানেন কর্ম্মাঙ্গভাবঃ অভ্যুপগম্যেত।১ তদা চ বিরোধঃ কর্ম্মণি স্যাৎ।২ নহি ইন্দ্রাদীনাং স্বরূপসন্নিধানেন যাগে অঙ্গভাবঃ

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—দেবতা শরীরবান্ হইলে যুগপৎ সকল যজ্ঞে উপস্থিতি অসম্ভব হওয়ায় কর্ম্মে বিরোধ হইয়া পড়ে বলিয়া চতুর্থ্যন্ত শব্দই দেবতা, তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকারের প্রশ্নই উঠে না।]

পূর্ব্বপক্ষ—আচ্ছা, তাহা হউক, [কিন্তু] সশরীরতা প্রভৃতি স্বীকারের দ্বারা দেবতা প্রভৃতির ব্রহ্মবিদ্যাসকলে অধিকার যদি বর্ণনা করা হয়, তাহা হইলে শরীরযুক্ত হওয়ায় ঋত্বিক্ প্রভৃতির ন্যায় ইন্দ্রাদিরও স্বরূপসন্নিধানদ্বারা (—সশরীরে উপস্থিতির দ্বারা) কর্ম্মে অঙ্গভাব স্বীকার করিতে হইবে (—সশরীরে উপস্থিত আহুতিপ্রদানকারী ঋত্বিকের ন্যায় আহুতিগ্রহণকারী দেবতাকেও সশরীরে উপস্থিত হইতে হইবে)।১ আর তাহা হইলে কর্ম্মে বিরোধ হইয়া পড়িবে।২ যেহেতু সশরীরে

শাঙ্করভাষ্যম্

দৃশ্যতে।৩ নচ সম্ভবতি, বহুষু যাগেষু যুগপৎ একস্য ইন্দ্রস্য স্বরূপ-সন্নিধানতা অনুপপত্তেঃ ইতি চেৎ।৪ ন অয়ম্ অস্তি বিরোধঃ।৫ কস্মাৎ ?৬ "অনেকপ্রতিপত্তেঃ", একস্যাপি দেবতাত্মনঃ যুগপৎ অনেকস্বরূপপ্রতিপত্তিঃ সম্ভবতি।৭ কথম্ এতৎ অবগম্যতে ?৮ "দর্শনাৎ"।৯ তথাহি—"কতি দেবাঃ" ইতি উপক্রম্য "ত্রয়শ্চ ত্রীচ শতা, ত্রয়শ্চ ত্রীচ সহস্রা" (বৃঃ ৩।৯।১) ইতি নিরুচ্য "কতমে তে" (ঐ) ইতি অস্যাং পৃচ্ছায়াম্ "মহিমানঃ এব এষাম্ এতে, ত্রয়স্ত্রিংশৎ তু এব দেবাঃ" (বৃঃ ৩।৯।২) ইতি নির্ব্বদতী শ্রুতিঃ একৈকস্য দেবতাত্মনঃ যুগপৎ অনেকরূপতাং দর্শয়তি।১০ তথা ত্রয়স্ত্রিংশতঃ অপি ষড়াদ্যন্তর্ভাবক্রমেণ "কতমঃ একঃ দেবঃ ইতি ? প্রাণঃ" (বৃঃ ৩।৯।৯) ইতি প্রাণৈকরূপতাং দেবানাং দর্শয়ন্তী তস্যৈব একস্য প্রাণস্য যুগপৎ অনেকরূপতাং দর্শয়তি।১১ তথা স্মৃতিরপি "আত্মনো বৈ শরী-

ভাষ্যানুবাদ

উপস্থিতিদ্বারা ইন্দ্র প্রভৃতি যজ্ঞে অঙ্গ হন, ইহা দেখা যায় না।৩ আর তাহা সম্ভবও নহে, যেহেতু বহু যজ্ঞে একই [শরীরধারী] ইন্দ্রের একই সময়ে সশরীরে উপস্থিতি যুক্তিযুক্ত নহে।৪ [অতএব "ইন্দ্রায় স্বাহা" ইত্যাকার শব্দই দেবতা, তাহা অচেতন হওয়ায় ব্রহ্মবিদ্যাতে তাহার অধিকারের প্রশ্নই উঠে না]।

[সিঃ—বহু শরীর নির্ম্মাণদ্বারা যুগপৎ বহু যজ্ঞে উপস্থিতি সম্ভব হওয়ায় কর্ম্মে বিরোধ হয় না বলিয়া বিগ্রহধারী দেবতার ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার।]

সিদ্ধান্ত—না, এইপ্রকার বিরোধ নাই।৫ কোন্ হেতুবলে ইহা বলিতেছ ? ৬ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু অনেক প্রতিপত্তি (—প্রাপ্তি) হয়, অর্থাৎ দেবতা এক হইলেও একই সময়ে তাঁহার অনেক স্বরূপ প্রাপ্তি সম্ভব।৭ কিপ্রকারে ইহা অবগত হওয়া যায় ? ৮ [তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু পরিদৃষ্ট হয়।৯ [শ্রুতিতে যাহা পরিদৃষ্ট হয়, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন দেখ, "দেবতা কয়টী ? "এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া "তিন শত তিন" এবং "তিন সহস্র তিন", এইপ্রকারে নির্ব্বচন করিয়া "তাঁহারা কে কে ?" এইপ্রকার জিজ্ঞাসার উদয় হইলে, "দেবতাগণ কিন্তু মাত্র তেত্রিশ সংখ্যক, ইহারা (—অপর দেবতাগণ) ইহাদের মহিমা (—বিভূতি"), এইপ্রকারে নির্ব্বচনকারিণী শ্রুতি এক এক দেবতার একই সময়ে অনেকরূপতা (—অনেকরূপধারণ) প্রদর্শন করিতেছেন।১০ এইরূপে তেত্রিশটী দেবতারও ছয়টী প্রভৃতিতে অন্তর্ভাব করিয়া ক্রমশঃ "একজন দেবতা কে" ? [এই প্রশ্নের উত্তরে] "তাহা প্রাণ", এইরূপে দেবতাসকলের একমাত্র প্রাণস্বরূপতা প্রদর্শনকারিণী শ্রুতি সেই একমাত্র প্রাণেরই একই সময়ে অনেকস্বরূপ প্রাপ্তি প্রদর্শন করিতেছেন।১১ [স্মৃতিতে যাহা পরিদৃষ্ট হয়, তাহা

শাঙ্করভাষ্যম্

রাণি বহূনি ভরতর্ষভ। যোগী কুর্য্যাদ্বলং প্রাপ্য তৈশ্চ সর্ব্বৈর্মহীং চরেৎ"॥ "প্রাপ্নুয়াদ্বিষয়ান্ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিদুগ্রং তপশ্চরেৎ। সংক্ষিপেচ্চ পুনস্তানি সূর্য্যো রশ্মিগণানিব॥" (বায়ুপুরাণ ২৬।১৫২?) ইতি এবংজাতীয়কা প্রাপ্তাণিমাদ্যৈশ্বর্য্যাণাং যোগিনাম্ অপি যুগপৎ অনেকশরীরযোগং দর্শয়তি।১২ কিমু বক্তব্যম্ আজানসিদ্ধানাং দেবানাম্।১৩ অনেকরূপপ্রতিপত্তিসম্ভবাৎ চ একৈকা দেবতা বহুভী রূপৈঃ আত্মানং প্রবিভজ্য বহুষু যাগেষু যুগপৎ অঙ্গভাবং গচ্ছতি ইতি।১৪ পরৈশ্চ ন দৃশ্যতে অন্তর্ধানাদিক্রিয়াযোগাৎ ইতি উপপদ্যতে।১৫ "অনেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ" ইতি অস্য অপরা ব্যাখ্যা —বিগ্রহবতাম্ অপি কর্ম্মাঙ্গভাবচোদনাসু অনেকা প্রতিপত্তিঃ

ভাষ্যানুবাদ

প্রদর্শন করিতেছেন—] এইরূপে, "হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, যোগী বল (—যোগসিদ্ধি) প্রাপ্ত হইয়া নিজের বহু শরীর সৃষ্টি করেন এবং তাহাদের দ্বারা সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণ করেন"। "কোন কোন শরীরের দ্বারা বিষয়সকল প্রাপ্ত হন (—বিষয় ভোগ করেন), কোন কোন শরীরের দ্বারা উগ্র তপস্যার অনুষ্ঠান করেন। আবার সূর্য্য যেমন রশ্মিসকলকে সঙ্কুচিত করেন, তদ্রূপ [যোগী] তাহাদিগকে (—সেই শরীরসকলকে) পুনরায় সঙ্কুচিত করেন।" ইত্যাদি এই জাতীয় স্মৃতিও অণিমাদি ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত যোগিগণেরও একই কালে অনেক শরীরের সহিত সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতেছেন।১২ [যোগসিদ্ধ যোগিগণেরই যখন এইপ্রকার হয়, তখন] আজানসিদ্ধ (—কল্পারম্ভে উৎপন্ন জন্মাবধি সিদ্ধ) দেবগণের বিষয়ে আর বলিবার কি আছে?১৩ [আচ্ছা, তাহাতে প্রস্তাবিতস্থলে কি হইল? তাহা বলিতেছেন—] আর অনেকরূপ ধারণ করা সম্ভব বলিয়া এক এক দেবতা নিজেকে বহুরূপে বিভক্ত করিয়া বহু যজ্ঞে একই কালে অঙ্গভাব প্রাপ্ত হন (—উপস্থিত থাকিয়া যজ্ঞভাগসকল গ্রহণ করেন)।১৪ কিন্তু অন্তর্ধান [ও অপরের দৃষ্টি প্রতিরোধ] প্রভৃতি ক্রিয়ার সহিত [দেবগণের] সম্বন্ধ আছে বলিয়া (—তাদৃশ শক্তি তাঁহাদের আছে বলিয়া) অপর ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক দৃষ্ট হন না, ইহা যুক্তিসঙ্গত।১৫ [অতএব উক্ত শাস্ত্র ও যুক্তিসকলের বলে চেতন দেবগণের সশরীরতা সিদ্ধ হইলেও কর্ম্মে বিরোধ হয় না বলিয়া ব্রহ্মবিদ্যাতে তাঁহাদের অধিকার উপপন্ন হয়]।

[সিঃ—শরীরধারী দেবতার কর্ম্মাঙ্গভাবপ্রাপ্তিতে অপরযুক্তি—যজ্ঞস্থলে অনুপস্থিত দেবতার যুগপৎ অনেক কর্ম্মের অঙ্গ হইতে বাধা নাই।]

"অনেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ", ইহার (—এই সূত্রাংশের) অপর ব্যাখ্যা—কর্ম্মাঙ্গভাববোধক বিধিসকলে (—দেবতাগণ যে তত্তৎ বিধিবোধিত কর্ম্মে হবনীয় দ্রব্য গ্রহণকারিরূপ যজ্ঞাঙ্গ হন, সেইসকলে) শরীরধারী হইলেও দেবগণের অনেক

শাঙ্করভাষ্যম্

দৃশ্যতে।১৬ ক্বচিৎ একঃ অপি বিগ্রহবান্ অনেকত্র যুগপৎ অঙ্গভাবং ন গচ্ছতি, যথা বহুভিঃ ভোজয়দ্ভিঃ ন একঃ ব্রাহ্মণঃ যুগপৎ ভোজ্যতে।১৭ ক্বচিৎ চ একঃ অপি বিগ্রহবান্ অনেকত্র যুগপৎ অঙ্গভাবং গচ্ছতি, যথা বহুভিঃ নমস্কুর্বাণৈঃ একঃ ব্রাহ্মণঃ যুগপৎ নমস্ক্রিয়তে।১৮ তদ্বৎ ইহ উদ্দেশপরিত্যাগাত্মকত্বাৎ যাগস্য, বিগ্রহবতীম্ অপি একাং দেবতাম্ উদ্দিশ্য বহবঃ স্বং স্বং দ্রব্যং যুগপৎ পরিত্যক্ষ্যন্তি, ইতি বিগ্রহবত্ত্বে অপি দেবতানাং ন কিঞ্চিৎ কর্ম্মণি বিরুধ্যতে ।১৯॥১।৩।২৭॥

ভাষ্যানুবাদ

প্রতিপত্তি (—অনেক কর্ম্মে যুগপৎ অঙ্গভাবপ্রাপ্তি) পরিদৃষ্ট হয়।১৬ [ইহা পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] কোন স্থলে শরীরবান্ একই ব্যক্তি একইকালে অনেকস্থলে কর্ম্মাঙ্গভাব প্রাপ্ত হয় না, যথা বহু ভোজ্যদানকারী ব্যক্তিগণ একই ব্রাহ্মণকে একই সময়ে ভোজন করাইতে পারে না।১৭ [ঐ বিষয়ে অন্বয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] আবার কোনস্থলে শরীরধারী ব্যক্তি এক হইলেও একই সময়ে অনেকস্থলে কর্ম্মাঙ্গভাব প্রাপ্ত হয়; যেমন নমস্কারকারী বহুজনকর্ত্তৃক একই ব্রাহ্মণ একই সময়ে নমস্কৃত হন [এবং সেই সমস্ত দর্শন ও গ্রহণ করতঃ তৃপ্ত হন]।১৮ তদ্রূপ প্রস্তাবিতস্থলে যজ্ঞ উদ্দেশ্যপরিত্যাগাত্মক হওয়ায় (—দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্য পরিত্যাগকেই যজ্ঞ বলা হয় বলিয়া) শরীরধারী হইলেও একই দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া বহু ব্যক্তি নিজ নিজ [হবণীয়] দ্রব্য একই কালে পরিত্যাগ করিবে (—আহুতি প্রদান করিবে), এইরূপে দেবগণ শরীরধারী হইলেও [দূরবর্ত্তী বহু বিষয় যুগপৎ দর্শন ও গ্রহণ (৮) করিবার শক্তিযুক্ত হন বলিয়া যজ্ঞাদি] কর্ম্মে কিছুই বিরোধ প্রাপ্ত হয় না (—কোন বিরোধ হয় না)।১৯ [অতএব শরীরধারী হইলেও কর্ম্মে বিরোধ হয় না বলিয়া শরীরধারী দেবগণের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকারে কোন বিরোধ নাই]॥১।৩।২৭॥

শব্দ ইতিচেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥১।৩।২৮॥

পদচ্ছেদ—শব্দে, ইতি, চেৎ, ন, অতঃ, প্রভবাৎ, প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।

সূত্রার্থ—[ননু মা অস্তু কর্ম্মণি বিরোধঃ, তথাপি অনিত্যবিগ্রহবদ্দেবতায়াঃ নিত্যবেদার্থত্বাঙ্গীকারে শব্দস্য অর্থেন সহ নিত্যসম্বন্ধাভাবেন নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধাৎ] **শব্দে**—বেদবাক্যে [বিরোধঃ স্যাদেব], **ইতি চেৎ, ন**—ন অয়ম্ অপি বিরোধঃ অস্তি। [কুতঃ?] **অতঃ**

ভাবদীপিকা

(৮) "ন বৈ দেবাঃ অশ্নন্তি ন পিবন্তি, এতদেব অমৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি" (ছাঃ ৩৷৬৷১)—"দেবগণ ভোজন করেন না, পানও করেন না, এই অমৃতকে দর্শন করিয়াই তৃপ্ত হন", ইত্যাদি শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায় যে দেবতাগণ হবণীয় দ্রব্যকে দর্শন করিয়াই তৃপ্ত হন।

প্রভবাৎ—অতঃ এব হি বৈদিকাৎ শব্দাৎ [দেবাদিকস্য জগতঃ] উৎপত্তেঃ। [কথম্ এতদবগম্যতে ? উচ্যতে—] **প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্**—"এত ইতি বৈ প্রজাপতিঃ দেবান্ অসৃজত", "বেদশব্দেভ্যঃ এবাদৌ নির্ম্মমে সঃ মহেশ্বরঃ" (মহাভাঃ ১২।২৩১।৫৮) ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাম্ [এতদবগম্যতে ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[আচ্ছা, কর্ম্মে না হয় বিরোধ না হইল, কিন্তু তাহা হইলেও অনিত্যশরীরধারী দেবতা নিত্য বেদের (—বৈদিক নিত্য শব্দের) প্রতিপাদ্য অর্থ, ইহা স্বীকার করিলে অর্থের সহিত শব্দের নিত্যসম্বন্ধ থাকে না বলিয়া নিত্যবস্তুর সহিত অনিত্যবস্তুর [নিত্য] সংযোগের বিরোধ হইবে, সেইহেতু] **শব্দে**—বেদবাক্যে [বিরোধ অবশ্যই হইয়া পড়ে], **ইতি চেৎ**—যদি ইহা বলা হয়, [তদুত্তরে বলা যায়—] **ন**—না, এইপ্রকার বিরোধও হয় না। [কেন হয় না ? তাহা বলিতেছেন—] **অতঃ প্রভবাৎ**—এই বৈদিক শব্দ হইতেই [দেবাদি জগতের] যেহেতু উৎপত্তি হয়। [কি প্রকারে ইহা অবগত হওয়া যায় ? তাহা বলা হইতেছে—] **প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্**—"এতে, এই শব্দটী উচ্চারণ করতঃ প্রজাপতি দেবগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন", "সেই পরমেশ্বর বেদের শব্দ হইতেই আদিতে (—নবকল্পারম্ভে, জগৎকে] নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন" ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে [ইহা অবগত হওয়া যায়, ইহাই অর্থ]।

শাঙ্করভাষ্যম্

মা নাম বিগ্রহবত্ত্বে দেবাদীনাম্ অভ্যুপগম্যমানে কর্ম্মণি কশ্চিৎ বিরোধঃ প্রসঞ্জি।১ শব্দে তু বিরোধঃ প্রসজ্যেত।২ কথম্?৩ ঔৎপত্তিকং হি শব্দস্য অর্থেন সম্বন্ধম্ আশ্রিত্য "অনপেক্ষত্বাৎ" (জৈঃ সূঃ ১।১।৫) ইতি বেদস্য প্রামাণ্যং স্থাপিতম্।৪ ইদানীং তু বিগ্রহবতী দেবতা অভ্যুপগম্যমানা যদ্যপি ঐশ্বর্য্যযোগাৎ যুগপৎ

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—দেবতা শরীরবান্ হইলে শব্দ ও অর্থের অনিত্যতাপ্রযুক্ত তাহাদের নিত্যসম্বন্ধঘটিত বেদবাক্যের, তথা বেদের অপ্রামাণ্য।]

পূর্ব্বপক্ষ—আচ্ছা, দেবতা প্রভৃতির সশরীরতা স্বীকার করিলে কর্ম্মে কোনপ্রকার বিরোধ প্রাপ্তি না হয়, না হইল।১ কিন্তু শব্দে (—শ্রুতিতে, বেদবাক্যের প্রামাণ্যে) বিরোধ হইয়া পড়িবে।২ কি প্রকারে ?৩ [তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু অর্থের সহিত শব্দের যে ঔৎপত্তিক (—স্বাভাবিক, অনাদি, ও নিত্য) সম্বন্ধ, তাহাকে আশ্রয় করিয়া "অনপেক্ষত্বাৎ" (৯), এইপ্রকারে বেদের প্রামাণ্য স্থাপিত হইয়াছে।৪ কিন্তু এক্ষণে শরীরধারিরূপে স্বীকৃত দেবতা যদিও ঐশ্বর্য্যের যোগবশতঃ (—অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হন বলিয়া) একই কালে অনেক কর্ম্মসম্বন্ধি

ভাবদীপিকা

(৯) ভগবান্ ভাষ্যকার এখানে পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের—"**ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধস্তস্য জ্ঞানমুপদেশোঽব্যতিরেকশ্চার্থেঽনুপলব্ধে তৎপ্রমাণং বাদরায়ণস্যানপেক্ষত্বাৎ**" (জৈঃ সূঃ ১।১।৫), এই সূত্রপ্রতিপাদ্য বিষয়টীর উল্লেখ করিলেন। এই সূত্রটীর পদচ্ছেদ ও অর্থ এইপ্রকার—

শাঙ্করভাষ্যম্

অনেককর্ম্মসম্বন্ধীনি হবীংষি ভুঞ্জীত, তথাপি বিগ্রহযোগাৎ অস্মদাদিবৎ জননমরণবতী সা ইতি নিত্যস্য শব্দস্য নিত্যেন অর্থেন নিত্যে সম্বন্ধে প্রতীয়মানে যদ্ বৈদিকে শব্দে প্রামাণ্যং স্থিতং, তস্য বিরোধঃ স্যাৎ ইতি চেৎ?৫ ন অয়ম্ অপি অস্তি

ভাষ্যানুবাদ

(—অনেক যজ্ঞে আহুত, ঘৃত ও পুরোডাশাদি] হবণীয় দ্রব্যসকলকে ভোগ করেন, [ইহা সম্ভব হয়], তাহা হইলেও শরীরের সহিত সম্বন্ধবশতঃ আমাদিগের ন্যায় তিনি হন জন্মমরণশীল, এইহেতু নিত্য [বৈদিক] শব্দের সহিত নিত্য অর্থের নিত্য সম্বন্ধ প্রতীয়মান হইলে বৈদিক শব্দে যে প্রামাণ্য নিশ্চিত হইয়াছিল, তাহার বিরোধ হইয়া পড়িবে (১০), এইপ্রকার যদি বলা হয়।৫

ভাবদীপিকা

পদচ্ছেদ—ঔৎপত্তিকঃ, তু, শব্দস্য, অর্থেন, সম্বন্ধঃ, তস্য, জ্ঞানম্, উপদেশঃ অব্যতিরেকঃ, চ, অর্থেঃ, অনুপলব্ধে, তৎপ্রমাণম্, বাদরায়ণস্য, অনপেক্ষত্বাৎ।

সূত্রার্থ—**তু**শব্দটী—বেদবাক্যের অপ্রামাণ্যশঙ্কা নিরাকরণ করিতেছে। **শব্দস্য**—শব্দের, অর্থাৎ "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" ইত্যাদি বেদবাক্যঘটক পদের, **অর্থেন**—তাহার প্রতিপাদ্য অর্থের সহিত, **সম্বন্ধঃ** শক্তিরূপ, অর্থাৎ বাচ্যবাচকরূপ [যে] সম্বন্ধ, [তাহা] **ঔৎপত্তিকঃ**—স্বাভাবিক, অর্থাৎ অনাদি ও নিত্য, [সেইহেতু বৈদিকশব্দ হয়] **তস্য**—অগ্নিহোত্রাদিরূপ ধর্ম্মের, **জ্ঞানম্**—[করণে ল্যুট্] যথার্থজ্ঞানের করণ, অর্থাৎ জ্ঞাপক প্রমাণ। [যদি বলা হয়—"পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্" ইহা শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যাইলেও প্রত্যক্ষদ্বারা বহ্নি দর্শন করতঃ শব্দের প্রামাণ্য গৃহীত হয়, ইহা লোকমধ্যে প্রসিদ্ধ। সেইহেতু বৈদিকশব্দ প্রত্যক্ষাদি অন্য প্রমাণকে অপেক্ষা করে বলিয়া কি প্রকারে ধর্ম্মে প্রমাণ হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **অনুপলব্ধে অর্থে**—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা অনুপলব্ধ বিষয়ে, **উপদেশঃ**—বৈদিক বিধি (—যজেত, জুহুয়াৎ ইত্যাদি) হয় **অব্যতিরেকঃ**—অব্যভিচারী (—অব্যভিচরিত বিষয়ের প্রতিপাদক, ইহা দেখা যায়। সেইহেতু] **অনপেক্ষত্বাৎ**—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণকে অপেক্ষা করে না বলিয়া, **তৎ**—সেই বিধিঘটিত বেদবাক্য হয়, **প্রমাণম্**—ধর্ম্মে প্রমাণ, [ইহা] **বাদরায়ণস্য**—আচার্য্য বাদরায়ণেরও অভিমত।

(১০) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—ইন্দ্রাদি দেবতা অস্মদাদির ন্যায় শরীরবান্ হইলে, শরীরের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হওয়ায়, তাঁহাদেরও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাঁহাদের বিনাশ হইলে ইন্দ্রাদি-শব্দের প্রতিপাদ্য কোন অর্থ (—বিষয়) না থাকায় **অর্থের অভাববশতঃ** শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ আর নিত্য হইতে পারে না, কারণ সম্বন্ধ উভয়াশ্রিত। আবার ইন্দ্রাদির মৃত্যু হয় বলিয়া তাঁহাদের অস্মদাদির ন্যায় জন্মও হয়, স্বীকার করিতে হইবে। দেবদত্তের পুত্রোৎপন্ন হইলে সে যেমন বুদ্ধিপূর্ব্বক তাহার 'যজ্ঞদত্ত' এইরূপ নামকরণ করে; তদ্রূপ ইন্দ্রাদি দেবতার জন্ম হইলে প্রথমজ হিরণ্যগর্ভরূপ পুরুষ, বুদ্ধিপূর্ব্বক ইন্দ্রাদিশব্দের দ্বারা তাঁহাদিগকে অভিহিত করেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিরোধঃ।৬ কস্মাৎ?৭ 'অতঃ প্রভবাৎ'—অতঃ এব হি বৈদিকাৎ শব্দাৎ দেবাদিকং জগৎ প্রভবতি।৮ নন্বু "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (১।১।২)

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—শব্দের নিত্যতাবশতঃ শব্দ ও অর্থের নিত্যসম্বন্ধাভাবরূপ দোষের নিরাকরণ।]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার বিরোধও নাই।৬ কোন হেতুবলে ইহা বলিতেছ?৭ তদুত্তরে বলিতেছেন—] "অতঃ প্রভবাৎ"—যেহেতু [জগদুৎপত্তির পূর্ব্বেই বিদ্যমান] এই বৈদিক শব্দ হইতেই দেবাদি জগৎ উৎপন্ন হয় (১১)।৮

ভাবদীপিকা

এইরূপে ইন্দ্রাদি নামও পুরুষসঙ্কেতকৃত ও পুরুষবুদ্ধিপ্রভব হওয়ায় অনিত্য হইয়া পড়ে। ফলে **শব্দের অভাববশতঃ** শব্দ ও অর্থের নিত্যসম্বন্ধ ব্যাহত হইয়া পড়ে। আবার 'এই অর্থের (—বস্তুর) এই নাম হউক', সঙ্কেতকর্ত্তা পুরুষের এইপ্রকার যে বুদ্ধি, তাহা প্রমাণান্তরসাপেক্ষ, কারণ উৎপন্ন ইন্দ্রাদি বস্তুকে স্বীয় চক্ষুরিন্দ্রিয়রূপ প্রমাণদ্বারা * দর্শনকরতঃ সঙ্কেতকর্ত্তা পুরুষের তাদৃশ সঙ্কেতাত্মক বুদ্ধির উদয় হয়; ইন্দ্রাদি অর্থের উৎপত্তি হইলে পুরুষ তাদৃশ প্রমাণান্তরসাপেক্ষবুদ্ধির দ্বারা স্বকল্পিত ইন্দ্রাদিশব্দ ও নবোৎপন্ন ইন্দ্রাদি অর্থের সম্বন্ধ কল্পনা করে। তাহাতে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ হয় প্রমাণান্তরজন্য বুদ্ধিসাপেক্ষ। আর বুদ্ধিপূর্ব্বক তাদৃশ শব্দ ও অর্থের যে সম্বন্ধ, তাহা হইতেই হয় বাক্যার্থজ্ঞানের উৎপত্তি। ফলে **বেদবাক্যের অর্থজ্ঞানও প্রমাণান্তরসাপেক্ষ** হইয়া পড়ায়, তাহার যে অন্যনিরপেক্ষ প্রামাণ্য (—স্বতঃ-প্রামাণ্য), তাহাও ব্যাহত হইয়া পড়ে। এইরূপে অর্থের অভাববশতঃ শব্দ ও অর্থের নিত্যসম্বন্ধের অভাব, শব্দের অভাববশতঃ তাহাদের নিত্য সম্বন্ধের অভাব এবং বেদবাক্যের অর্থজ্ঞানের প্রমাণান্তর-সাপেক্ষতা, এই সকলের বলে "ঔৎপত্তিকসূত্রে" (জৈঃ সূঃ ১।১।৫) অনাদি শব্দের সহিত অনাদি অর্থের সম্বন্ধও অনাদি হওয়ায় বেদবাক্যের যে অন্যনিরপেক্ষ প্রামাণ্য (—স্বতঃপ্রামাণ্য) নির্ণীত হইয়াছে, তাহা বাধিত হইয়া পড়ে। [পরবর্ত্তী ভাষ্যমধ্যে এই সমস্ত বিষয় আলোচিত হইবে। বোধসৌকর্য্যের জন্য বিষয়টী এখানে পূর্ব্বেই আলোচিত হইল]।

(১১) শব্দনিত্যতাবাদী সিদ্ধান্তীর এইস্থলে অভিপ্রায় এই— ইন্দ্রাদি দেবতাকে সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া ইন্দ্রত্বাদিজাতিবাচক যে ইন্দ্রাদি বৈদিকশব্দ, তাহাকে স্মরণ করিয়া বুদ্ধিতে তাঁহাদের রূপ কল্পনা করতঃ ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবতাকে সৃষ্টি করেন। অতএব ইন্দ্রাদি দেবতার উৎপত্তির প্রতি নিমিত্তকারণভূত ইন্দ্রাদি বৈদিকশব্দ নিত্যই বর্ত্তমান আছে। সেইহেতু ইহা বলা যায় না যে 'পুরুষ প্রমাণান্তরসাপেক্ষ স্বীয় বুদ্ধিবলে নূতন শব্দ কল্পনা করে বলিয়া অনিত্য ইন্দ্রাদিশব্দের সহিত ইন্দ্রাদি অর্থের যে সম্বন্ধ, তাহা অনিত্য হইবে'। শব্দের অনিত্যতাবশতঃ শব্দ ও অর্থের বাচ্য-বাচকভাবরূপসম্বন্ধের যে অনিত্যতা দোষ হইতেছিল, দেবাদিজগতের হেতুরূপে শব্দকে 'নিত্য' বলিয়া স্বীকার করায় এইরূপে তাহা নিরাকৃত হইল। শব্দের নিত্যতা বিষয়ে আরও বিচার পরে হইবে।

---

* ন্যায়-বৈশেষিক মতে—চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতি চক্ষুরিন্দ্রিয়ই প্রমাণ। বেদান্তমতে—চক্ষুর্দ্বারে নির্গত যে অন্তরকরণ বৃত্তি, তাহাই প্রমাণ। প্রমাজ্ঞানের (—যথার্থজ্ঞানের) যাহা করণ, তাহাকে বলে 'প্রমাণ'। পাঠককের তর্কসংগ্রহ ও বেদান্তপরিভাষাদি গ্রন্থ হইতে এই সমস্ত বিষয় অবগত হইতে হইবে। ১।১।৪ অধিঃ ১ম বর্ণকে "প্রমাণের স্বতঃপ্রামাণ্য" বিচার দ্রষ্টব্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইত্যত্র ব্রহ্মপ্রভবত্বং জগতঃ অবধারিতং, কথম্ ইহ শব্দপ্রভবত্বম্ উচ্যতে।৯ অপিচ যদি নাম বৈদিকাৎ শব্দাৎ অস্য প্রভবঃ অভ্যুপগতঃ, কথম্ এতাবতা বিরোধঃ শব্দে পরিহৃতঃ?১০ যাবতা বসবঃ রুদ্রাঃ আদিত্যাঃ বিশ্বেদেবাঃ মরুতঃ ইতি এতে অর্থাঃ অনিত্যাঃ এব উৎপত্তিমত্ত্বাৎ।১১ তদনিত্যত্বে চ তদ্বাচিনাং বৈদিকানাং বস্বাদিশব্দানাং অনিত্যত্বং কেন নিবার্য্যতে?১২ প্রসিদ্ধং হি লোকে দেবদত্তস্য পুত্রে উৎপন্নে যজ্ঞদত্তঃ ইতি তস্য নাম ক্রিয়তে ইতি।১৩

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—শব্দ হইতে জগদুৎপত্তিবিষয়ে শঙ্কা। শব্দ ও অর্থ অনিত্য হওয়ায় তাহাদের নিত্যসম্বন্ধের বিরোধবশতঃ বেদের অপ্রামাণ্য।]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রে জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ইহা অবধারিত হইয়াছে, এখানে [সেই জগৎকে] কিপ্রকারে শব্দ হইতে উৎপন্ন বলা হইতেছে?৯ [এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ, আর শব্দ তাঁহার সহকারিভূত নিমিত্তকারণ, সুতরাং কোন বিরোধ নাই। তাহা অঙ্গীকার করিয়া, পূর্ব্বপক্ষী পুনরায় অন্যপ্রকারে শঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন—] আর দেখ, যদি বৈদিক শব্দ হইতে ইহার (—ইন্দ্রাদি দেবগণের উৎপত্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ইহার দ্বারা শব্দে বিরোধ (—শব্দের সহিত অর্থের নিত্য সম্বন্ধের বিরোধ) কি প্রকারে পরিহৃত হইবে?১০ যেহেতু বসুগণ রুদ্রগণ আদিত্যগণ বিশ্বদেবগণ এবং মরুদ্‌গণ ইত্যাদি এইসকল পদার্থ (—উক্ত শব্দসকলের অর্থস্বরূপ তত্তৎ দেবতাগণ) অবশ্যই অনিত্য হইয়া পড়িবেন, যেহেতু তাঁহারা উৎপত্তিশীল (১২)।১১ আর তাঁহারা (—উক্ত বসু প্রভৃতি দেবগণ) অনিত্য হইলে তদ্বাচক 'বসু' প্রভৃতি বৈদিক শব্দসকলের অনিত্যতাকে কে নিবারণ করিবে (১৩)?১২ যেহেতু লোকমধ্যে ইহা প্রসিদ্ধ যে, দেবদত্তের পুত্র উৎপন্ন হইলে তাহার 'যজ্ঞদত্ত' এইপ্রকার নামকরণ হয় (১৪)।১৩ সেইহেতু (—শব্দ ও

ভাবদীপিকা

(১২) এইস্থলে অর্থের অনিত্যতাপ্রযুক্ত শব্দ ও অর্থের নিত্যসম্বন্ধে বিরোধ প্রদর্শিত হইল।

(১৩) এইস্থলে শব্দের অনিত্যতাপ্রযুক্ত শব্দ ও অর্থের নিত্যসম্বন্ধে বিরোধ প্রদর্শিত হইল।

(১৪) পুরুষ বুদ্ধিপূর্ব্বকই নামকরণ করে। সেইহেতু এখানে পুরুষবুদ্ধির অপেক্ষাবশতঃ বেদবাক্যের প্রমাণান্তরসাপেক্ষতারূপ দোষ প্রদর্শিত হইল। [এই সমস্ত বিষয় ১০ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে, পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে]। এইস্থলে আরও বলা হইল যে—পুত্ররূপ অর্থের (—বিষয়ের) উৎপত্তির অনন্তর হয় তাহার যজ্ঞদত্তাদি নামের উৎপত্তি। সুতরাং ইন্দ্রাদি জগতের উৎপত্তির অনন্তর ইন্দ্রাদি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অতএব শব্দ হইতে অর্থের উৎপত্তি হয়, ইহা সিদ্ধ হয় না।

শাঙ্করভাষ্যম্

তস্মাৎ বিরোধঃ এব শব্দে ইতি চেৎ?১৪ ন, গবাদিশব্দার্থসম্বন্ধ-নিত্যত্বদর্শনাৎ ১৫ নহি গবাদিব্যক্তীনাম্ উৎপত্তিমত্ত্বে তদাকৃতীনাম্ অপি উৎপত্তিমত্ত্বং স্যাৎ।১৬ দ্রব্যগুণকর্ম্মণাং হি ব্যক্তয়ঃ এব উৎপদ্যন্তে, ন আকৃতয়ঃ।১৭ আকৃতিভিশ্চ শব্দানাং সম্বন্ধঃ,

ভাষ্যানুবাদ

[৭০৩ পৃঃ]

অর্থের অনিত্যতাবশতঃ তাহাদের নিত্যসম্বন্ধ সিদ্ধ না হওয়ায় এবং শব্দ হইতে অর্থের উৎপত্তিও সিদ্ধ না হওয়ায়) শব্দে (—শব্দ ও অর্থের নিত্যসম্বন্ধঘটিত বেদবাক্যের প্রামাণ্যে) অবশ্যই বিরোধ হয়, ইত্যাদি।১৪

[সিঃ—শব্দ নিত্য এবং তাহার অর্থ যে জাতি, তাহাও নিত্য হওয়ায় নিত্যশব্দ ও নিত্য অর্থের নিত্যসম্বন্ধে কোনপ্রকার বিরোধ নাই।]

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তদুত্তরে বলিব, না, তাহা বলা যায় না ; যেহেতু গো প্রভৃতি শব্দ এবং তাহাদের যে অর্থ, তাহাদের সম্বন্ধের নিত্যতা পরিদৃষ্ট হয়।১৫ [কিন্তু গোব্যক্তি তো অনিত্য, গোশব্দের সহিত তাহার নিত্যসম্বন্ধ কিপ্রকারে সম্ভব হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] গো প্রভৃতি ব্যক্তিসকলের উৎপত্তি হইলে তাহাদের আকৃতিসকলের (—গোত্ব প্রভৃতি জাতিসকলের (১৫)) নিশ্চয়ই উৎপত্তি হইতে পারে না।১৬ যেহেতু দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মসকলের ব্যক্তিসকলই (—এক একটী দ্রব্য, এক একটী গুণ ইত্যাদিই) উৎপন্ন হয়, কিন্তু আকৃতিসকল (—তত্তৎ দ্রব্যব্যক্তি ও গুণাদিব্যক্তিনিষ্ঠ জাতিসকল) উৎপন্ন হয় না।১৭ আর আকৃতি-সকলের সহিতই হয় শব্দসকলের সম্বন্ধ (১৬), কিন্তু ব্যক্তিসকলের সহিত নহে,

ভাবদীপিকা

(১৫) মীমাংসকগণের মতে 'আকৃতি'শব্দের অর্থ জাতি, যথা ভট্টপাদ কুমারিল বলিয়াছেন —"জাতিমেবাকৃতিং প্রাহুর্ব্যক্তিরাক্রিয়তে যয়া"। (শ্লোকবার্ত্তিক, ৫সূঃ আকৃতিবাদ, ৩)— 'যাহার দ্বারা ব্যক্তি আকৃত (—নিরূপিত, আকৃষ্ট) হয়, বিদ্বানগণ সেই জাতিকেই বলেন— 'আকৃতি'। নৈয়ায়িকগণ দ্রব্যের অবয়বসংস্থানকে 'আকৃতি' বলেন।

(১৬) আকৃতি শব্দের অর্থ জাতি, তাহা নিত্য পদার্থ। আর সিদ্ধান্তে শব্দও নিত্য পদার্থ। [ইহা পরে প্রতিপাদিত হইবে]। এইপ্রকারে নিত্য শব্দ এবং তত্তৎ শব্দের অর্থ যে তত্তৎ নিত্য জাতি, তাহাদের নিত্য সম্বন্ধের কোন বিরোধ হয় না, ইহাই এখানে সিদ্ধান্তী বলিলেন। তাহাতে সংশয় হয়—'জাতি'রূপ অর্থ, তুমি কিপ্রকারে প্রাপ্ত হইতেছ ? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—শব্দের শক্তিবৃত্তিবলে 'জাতি'র জ্ঞান হয়, অর্থাৎ তত্তৎ গোত্বাদি জাতিই তত্তৎ গো প্রভৃতি শব্দের অর্থ। সুতরাং কোন বিরোধ হয় না।

[শব্দের শক্তি ও শক্যবিষয়ে নানা মতভেদ]

শব্দের শক্তি বলিতে কি বুঝায় এবং তাহার দ্বারা কিপ্রকার অর্থের বোধ হয়, তাহা অনুধাবনযোগ্য। সংক্ষেপে তাহা আলোচিত হইতেছে। এই বিষয়ে নৈয়ায়িক, বৈয়াকরণ ও মীমাংসকগণের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ পরিদৃষ্ট হয়। **বৈয়াকরণ ও যোগমতাব-**

ভাবদীপিকা

।ম্বিগণ বলেন—বাচ্যবাচকভাবের কারণীভূত যে শব্দ ও অর্থের তাদাত্ম্যসম্বন্ধ, তাহাই শব্দের শক্তি। **মীমাংসকগণ** বলেন—শব্দের যে স্বীয় অর্থবোধ করাইবার মুখ্য সামর্থ্য, তাহাই শক্তি। **ন্যায়-বৈশেষিকমতাবলম্বিগণ** বলেন—'এইশব্দ হইতে এই অর্থের বোধ হউক', এইপ্রকার যে সঙ্কেত (—ইচ্ছা), তাহাই শব্দের শক্তি। এই সকল মতবাদেই আবার নানা অবান্তর মতভেদ আছে। যাহাহউক, শব্দে এইপ্রকার শক্তি আছে বলিয়াই শব্দশ্রবণকরতঃ তাহার অর্থবিষয়ক জ্ঞান হইয়া থাকে। 'এইশব্দের এই অর্থে শক্তি আছে, অর্থাৎ "এইশব্দের অর্থ এই", এইপ্রকার যে জ্ঞান, তাহাকেই বলে শব্দের 'শক্তিগ্রহ'।

শব্দনিষ্ঠ এই শক্তির দ্বারা জাতি, অথবা ব্যক্তি প্রভৃতি কিপ্রকার অর্থের বোধ হয়, সেই বিষয়েও বহু মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। **ন্যায়বৈশেষিকমতাবলম্বিগণ** বলেন—শব্দের শক্তি জাতি ও আকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে থাকে। অর্থাৎ শব্দ উচ্চারিত হইলে তাহা জাতি ও আকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝায়। এখানে 'আকৃতি'শব্দের অর্থ—'দ্রব্যের অবয়বসকলের সংস্থান'। 'ঘট' এই শব্দটী উচ্চারিত হইলে, তাহা স্বীয় শক্তিপ্রভাবে 'কপালদ্বয়ের সংযোগ-বিশিষ্ট ঘটত্বজাতিবিশিষ্ট একটী ঘটরূপ বস্তুর বোধ উৎপাদন করে। জাতিশক্তিবাদী মীমাংসকগণের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকগণ বলেন—ব্যক্তিতেও শক্তি স্বীকার করিতে হইবে, অন্যথা ব্যবহারকালে ব্যক্তিবিষয়ক জ্ঞান কিপ্রকারে হইবে? লক্ষণাবৃত্তির বলে ব্যক্তির জ্ঞান হইবে, ইহা বলিতে পার না, কারণ তাহাতে "অনন্যলভ্যঃ শব্দার্থঃ", এই ন্যায়ের বিরোধ হইবে এবং লক্ষণার হেতু যে অনুপপত্তি, তদ্ব্যতিরেকেই লক্ষণা অঙ্গীকার করিতে হইবে; ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ। নৈয়ায়িকগণের মধ্যেও এই বিষয়ে অবান্তর মতভেদ আছে। দীধিতিকার পূজ্যপাদ রঘুনাথ শিরোমণি বলেন—ব্যক্তিতেই শক্তিগ্রহ হয়, অর্থাৎ ঘটশব্দ উচ্চারিত হইলে একটী ঘটেরই বোধ হয়। তবে ঘটত্বের যে বোধ হয়, তাহা অন্যূন-অনতিরিক্তবৃত্তিত্বরূপ বাচ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মরূপেই হয়। পূজনীয় গদাধর ভট্টাচার্য্য বলেন—জাতি, ব্যক্তি ও তাহাদের সমবায়সম্বন্ধ, এই তিনটীতেই শব্দের শক্তিগ্রহ হয়, অর্থাৎ ঘটশব্দ উচ্চারিত হইলে 'সমবায়সম্বন্ধে ঘটত্ববিশিষ্ট একটী ঘটবিষয়ক জ্ঞান হয়', ইত্যাদি। **মীমাংসকগণ** বলেন—বাচ্যতা-বচ্ছেদকরূপে জাতির জ্ঞান হওয়া অপেক্ষা জাতিতেই শক্তিগ্রহ হইলে লাঘব হয়। সেইহেতু ঘটশব্দের দ্বারা ঘটত্বজাতির উপস্থিতি হয়, লাঘবানুরোধে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ব্যক্তিতে শক্তিগ্রহ স্বীকার করিলে গৌরবদোষ হয়, কারণ ব্যক্তিসকল অনন্ত (—অসংখ্য)। তাঁহারা বলেন—ঘটশব্দের দ্বারা ঘটত্বজাতিরই বোধ হয়। তবে ব্যক্তি ব্যতিরেকে কেবল জাতির দ্বারা কোনপ্রকার ব্যবহার সম্পাদন হয় না বলিয়া অর্থাপত্তিপ্রমাণবলে ঘটব্যক্তিরও ভান হয়। যেমন 'গরু আনয়ন কর', এইপ্রকার শব্দপ্রয়োগ করিলে গোব্যক্তিব্যতিরেকে গো আনয়নক্রিয়া সম্ভব হয় না বলিয়া অর্থাপত্তিপ্রমাণবলে গোব্যক্তির জ্ঞান হয়, ইত্যাদি। যদি ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে শক্তিগ্রহকালে কৃষ্ণবর্ণ গো দৃষ্টে যাহার গোবিষয়ক-জ্ঞান হইয়াছে, পরবর্ত্তিকালে শ্বেতবর্ণ গো দৃষ্টে সেই ব্যক্তি আর তাহাকে গো বলিয়া বুঝিতে পারিবে না। আবার 'গো আনয়ন কর', এইপ্রকার আদেশবাক্য শ্রবণানন্তর যে প্রশ্ন হয়—'কিপ্রকার গো আনয়ন করিব', ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকৃত হইলে, এতাদৃশ প্রশ্নের উপপত্তি হয়

ভাবদীপিকা

না ; কারণ গোশব্দের শক্তিবৃত্তিবলে উপস্থিত একই গোব্যক্তিতে এইপ্রকার প্রশ্ন সম্ভব নহে। [এতদ্বিষয়ক বিস্তৃত আলোচনা পূঃ মীঃ ১৷৩৷১০ আকৃত্যধিকরণে দ্রষ্টব্য]। ইহা **ভাট্টমতাবলম্বিগণের** মতবাদ। কোন কোন মীমাংসক বলেন—শক্তিগ্রহ জাতিতেই হয়, কিন্তু অনুমানপ্রমাণবলে ব্যক্তির বোধ হয়। অপরে বলেন—নিরূঢ় অজহল্লক্ষণাবৃত্তিবলে ব্যক্তির বোধ হয়। নিরূঢ়শব্দের অর্থ 'স্বাভাবিক'। ঘটাদিশব্দের স্বাভাবিক অজহল্লক্ষণাবৃত্তিবলে জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তি অর্থাৎ ঘটত্ববিশিষ্ট ঘটের জ্ঞান, 'ঘট' এই শব্দ হইতে উৎপন্ন হয়। আবার কেহ বলেন—সৎকার্য্যবাদে ব্যক্তি অনাদি এবং জাতির সহিত তাহার তাদাত্ম্যসম্বন্ধও অনাদি। সেইহেতু ব্যক্তি ব্যতিরেকে জাতির দ্বারা ব্যবহারের অনুপপত্তিবশতঃ যে অর্থাপত্তিপ্রমাণের কথা বলা হয়, তদ্ব্যতিরেকেই জাতি ও ব্যক্তির জ্ঞান যুগপৎ হইয়া থাকে। সুতরাং জাতি ও ব্যক্তি উভয়েতেই শব্দের শক্তি স্বীকার্য্য। আবার অপর একদল মীমাংসক— জাতিতে জ্ঞাতা শক্তি এবং ব্যক্তিতে স্বরূপসতী শক্তি, এইপ্রকারে জাতি ও ব্যক্তি উভয়ত্রই বিভিন্নভাবে শক্তি স্বীকার করেন। এই মতবাদকে **কুব্জাশক্তিবাদ** বলা হয়। যে শক্তির গ্রহণ হইলে পদার্থের স্মরণ হয়, তাহাকে বলে—জ্ঞাতা শক্তি। আর পদার্থস্মরণের জন্য যে শক্তি গৃহীত হইবার অপেক্ষা থাকে না, তাহাকে বলে—স্বরূপসতী শক্তি। ইহার অনুভব এই—জাতিতে জ্ঞাতা শক্তি থাকে বলিয়া ঘটশব্দ শ্রবণের পর 'ঘটশব্দের অর্থ— কম্বুগ্রীবাদিমান্ বস্তুবিশেষ', এইরূপে শক্তিগ্রহের অনন্তর সকলেরই প্রথমতঃ ঘটসামান্যের (—ঘটত্বজাতির) স্মরণ হয়, কোন একটী বিশেষ ঘটের জ্ঞান কাহারও হয় না। আর ব্যক্তিতে স্বরূপসতী শক্তি থাকে বলিয়া ঘটব্যক্তির জ্ঞানের জন্য শক্তিগ্রহের অপেক্ষা থাকে না। সেইহেতু ঘটশব্দ শ্রবণানন্তর ঘটসামান্যের জ্ঞান হইবার সমকালেই ঘটব্যক্তির জ্ঞান তৎক্ষণাৎ স্বয়ংই হইয়া যায়, তজ্জন্য অনুমান, লক্ষণা বা অর্থাপত্তি প্রভৃতির অপেক্ষা থাকে না। এইপ্রকারে ঘটত্ব ও ঘট উভয়ই অর্থাৎ 'ঘটত্ববিশিষ্ট ঘটই' হয় ঘটশব্দের বাচ্য। এইরূপে একই শক্তি জাতি অংশে জ্ঞাতা হইয়া এবং ব্যক্তি অংশে স্বরূপসতী হইয়া থাকে বলিয়া এই শক্তিকে বলা হয়—'কুব্জাশক্তি'। **বৈয়াকরণগণও** জাতিশক্তিবাদী। তবে ইঁহাদের মধ্যেও বহুপ্রকার মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। জাতিব্যতীত ব্যক্তি, লিঙ্গ, সংখ্যা ও কারক, এই চারিটীর মধ্যে ক্রমশঃ একটীতে বা একের অধিকে অথবা জাতিসহ পাঁচটীতেই কেহ কেহ শব্দের শক্তি স্বীকার করেন। **অদ্বৈতবেদান্তিগণ** এইস্থলে ভাট্টমতের অনুসরণকারী। জাতিতেই তাঁহারা শব্দের শক্তি স্বীকার করেন। তবে ব্যক্তির বোধ কিপ্রকারে হয়, সেই বিষয়ে পূর্ব্বোদ্ধৃত মীমাংসকগণের মতবাদের মধ্যে কোন না পক্ষ, ইঁহারা অবলম্বন করেন। বেদান্তপরিভাষাকার কিন্তু বলেন—"জাতি ও ব্যক্তি সমানসংবিদ্‌বেদ্য (—একই জ্ঞানের বিষয়")। তাঁহার অভিপ্রায় এই—যে জ্ঞানের দ্বারা ঘটনিষ্ঠ ঘটত্ব গৃহীত হয়, সেই জ্ঞানের দ্বারাই ঘটও গৃহীত হয়। বেদান্তমতে "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" (২৷১৷১৪) ইত্যাদি সূত্রোক্ত ন্যায়বলে গুণ গুণী, অবয়ব অবয়বী এবং জাতি ও ব্যক্তির অভিন্নতা অঙ্গীকৃত হয় বলিয়া ব্যক্তির জ্ঞানের জন্য অর্থাপত্তি বা লক্ষণা ইত্যাদি অন্য সামগ্রী অঙ্গীকারের আবশ্যকতা নাই ; একই জ্ঞানের দ্বারা উভয়ই গৃহীত হয়, ইহাই ভাব। [তত্ত্বজ্ঞানামৃত ও টীকাগ্রন্থাদি অবলম্বনে]।

[৭০০পৃঃ] শাঙ্করভাষ্যম্

ন ব্যক্তিভিঃ; ব্যক্তীনাম্ আনন্ত্যাৎ সম্বন্ধগ্রহণানুপপত্তেঃ।১৮ ব্যক্তিষু উৎপদ্যমানাসু অপি আকৃতীনাং নিত্যত্বাৎ ন গবাদি-শব্দেষু কশ্চিৎ বিরোধঃ দৃশ্যতে।১৯ তথা দেবাদিব্যক্তিপ্রভবাভ্যুপগমে অপি আকৃতিনিত্যত্বাৎ ন কশ্চিৎ বস্বাদিশব্দেষু বিরোধঃ ইতি দ্রষ্টব্যম্।২০ আকৃতিবিশেষস্তু দেবাদীনাং মন্ত্রার্থবাদাদিভ্যঃ বিগ্রহবত্ত্বাদ্যবগমাৎ অবগন্তব্যঃ।২১ স্থানবিশেষ-সম্বন্ধনিমিত্তাশ্চ ইন্দ্রাদিশব্দাঃ সেনাপত্যাদিশব্দবৎ।২২ ততশ্চ

ভাষ্যানুবাদ

কারণ ব্যক্তিসকল অনন্ত (—অসংখ্য) হওয়ায় [শব্দের সহিত তত্তৎ অনন্ত ব্যক্তির] সম্বন্ধগ্রহণ উপপন্ন হয় না।১৮ ব্যক্তিসকল উৎপন্ন হইলেও জাতিসকল নিত্য হওয়ায় গো প্রভৃতি শব্দসকলে কোনপ্রকার বিরোধ দেখা যায় না (—গো প্রভৃতি শব্দ এবং তাহাদের বাচ্য গোত্ব প্রভৃতি জাতি উভয়ই নিত্য হওয়ায় শব্দ ও অর্থের নিত্যসম্বন্ধে কোনপ্রকার বিরোধ হয় না)।১৯ [উক্ত অর্থ দার্ষ্টান্তিকে যোজনা করিতেছেন—] এইপ্রকারে দেবাদিব্যক্তির উৎপত্তি স্বীকার করিলেও জাতি নিত্য হওয়ায় বসু প্রভৃতি শব্দসকলে কোনপ্রকার বিরোধ হয় না (—'বসু' এই নিত্য শব্দ ও 'বসুত্ব' এই নিত্য জাতির মধ্যে নিত্য সম্বন্ধের কোন ব্যাঘাত হয় না) বুঝিতে হইবে (১৭)।২০ [আচ্ছা, সেই ইন্দ্র প্রভৃতি ব্যক্তিসকল কিপ্রকার, ইন্দ্রত্বাদি জাতি যাহাতে অনুস্যূত থাকিয়া শব্দার্থরূপে গৃহীত হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন— "বজ্রহস্তঃ পুরন্দরঃ" ইত্যাদি] মন্ত্র ও অর্থবাদ (১৮) প্রভৃতি হইতে দেবতা প্রভৃতির সশরীরতা অবগত হওয়া যায় বলিয়া তাঁহাদের [সহস্রাক্ষত্বাদিরূপ] আকৃতি-বিশেষও কিন্তু অবগত হইতে হইবে। (—সহস্রাক্ষত্ব প্রভৃতির দ্বারা অভিব্যক্ত জাতিবিশেষই ইন্দ্রত্ব প্রভৃতি, ইহা স্বীকার করিতে হইবে)।২১

ভাবদীপিকা

(১৭) এইস্থলে সংশয় হয়—'নিত্য এক এবং অনেকে অনুগত যে ধর্ম্ম', তাহাই 'জাতি'। কিন্তু ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা আকাশপদার্থের ন্যায় এক একটী। সুতরাং ইন্দ্রত্ব প্রভৃতি 'জাতি' হইবে কিপ্রকারে? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—অতীতকালে বহু ইন্দ্র ছিলেন, অনাগতকালেও বহু ইন্দ্র হইবেন; এইপ্রকারে অতীত ও অনাগতকালিক ইন্দ্রাদি ব্যক্তি বহু হওয়ায় 'নিত্য এক এবং অনেকানুগতধর্ম্মই জাতি', এই জাতিলক্ষণের কোন বিরোধ হয় না। [টীকাগ্রন্থাদিতে 'জাতি'শব্দের প্রয়োগ থাকিলেও সিদ্ধান্তে কিন্তু ন্যায়বৈশেষিকসম্মত জাতি পদার্থ স্বীকৃত হয় না; কারণ সিদ্ধান্তে ব্রহ্মভিন্ন যাবতীয় পদার্থই অনিত্য এবং সমবায়সম্বন্ধও স্বীকৃত হয় না। সেইহেতু আপ্রলয়স্থায়ী অনেকানুগত ধর্ম্মকেই সিদ্ধান্তে 'জাতি' বলা হইতেছে, ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে]।

(১৮) ১।৩।৩২ সূত্রভাষ্যে মন্ত্র ও অর্থবাদাদি প্রদর্শিত হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

যঃ যঃ তত্তৎ স্থানম্ অধিরোহতি, সঃ সঃ ইন্দ্রাদিশব্দৈঃ অভিধীয়তে ইতি ন দোষঃ ভবতি ।২৩ ন চ ইদং শব্দপ্রভবত্বং ব্রহ্মপ্রভবত্ববৎ উপাদানকারণাভিপ্রায়েণ উচ্যতে ।২৪ কথং তর্হি ?২৫ স্থিতে বাচকাত্মনা নিত্যে শব্দে নিত্যার্থসম্বন্ধিনি, শব্দব্যবহারযোগ্যার্থ-ব্যক্তিনিষ্পত্তিঃ "অতঃ প্রভবঃ" ইতি উচ্যতে ।২৬ কথং পুনঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ইন্দ্রত্বাদিপদ নিত্য হওয়ায় নিত্য শব্দ ও নিত্য অর্থের নিত্যসম্বন্ধে বিরোধ হয় না।]

[ইন্দ্রাদিশব্দের অর্থ ইন্দ্রত্বাদি জাতি, ইহা স্বীকার করিয়া শব্দ ও অর্থের নিত্য সম্বন্ধে যুক্তি প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে ইন্দ্রাদিশব্দের দ্বারা যে তত্তৎ পদ বা উপাধিকে বুঝায়, ইহা স্বীকারকরতঃ উক্ত বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে—] অথবা সেনাপতি ইত্যাদি শব্দের ন্যায় স্থানবিশেষের (—লোকপালাদিরূপ পদ-বিশেষের) সহিত সম্বন্ধরূপ নিমিত্তবশতঃ ইন্দ্রাদিশব্দসকল প্রযুক্ত হয় ।২২ আর সেইহেতু যিনিই তত্তৎ স্থানে (—পদে) অধিষ্ঠিত হন, তিনিই ইন্দ্রাদিশব্দের দ্বারা অভিহিত হন (—স্বর্লোকের অধিপতিপদে যখন যিনি নিযুক্ত হন, তখন তাঁহাকে বলা হয় 'ইন্দ্র'), এইহেতু কোন দোষ হয় না (১৯) ।২৩

[সিঃ—ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ, শব্দ অন্যতম নিমিত্তকারণ, সুতরাং কোন বিরোধ নাই।]

[আর যে বলা হইয়াছে—শব্দ হইতে জগতের উৎপত্তি স্বীকৃত হইলে ব্রহ্ম হইতে জগদুৎপত্তি প্রতিপাদক "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রের বিরোধ হইবে (৯ বাক্য) ইত্যাদি। নিত্যশব্দকে নিমিত্তকারণরূপে উপস্থাপিত করিয়া তাহার সমাধান করিতেছেন—] আর এই যে শব্দপ্রভবত্ব (—শব্দ হইতে জগতের উৎপত্তি), তাহা ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তির ন্যায় [জগতের] উপাদানকারণ প্রতিপাদনের অভিপ্রায়ে কথিত হইতেছে না ।২৪ তবে কি অভিপ্রায়ে কথিত হইতেছে ?২৫ [তাহা বলিতেছেন—] নিত্য অর্থের সহিত (—শব্দের বাচ্যার্থ যে নিত্য জাতি, বা নিত্য উপাধি, তাহার সহিত) সম্বন্ধযুক্ত নিত্যশব্দ বাচকরূপে থাকিলে শব্দব্যবহারের যোগ্য অর্থব্যক্তির (—তত্তৎ ইন্দ্রাদি শব্দের বাচ্যার্থ যে তত্তৎ ইন্দ্রত্বাদি জাতি, অর্থাপত্ত্যাদি-লব্ধ (১৬ ভাবদীঃ) তদন্তর্গত ইন্দ্ররূপ ব্যক্তির) যে উৎপত্তি তাহাই "অতঃ প্রভবঃ" (—ইহা হইতে উৎপন্ন), এইরূপে কথিত হইতেছে ।২৬ [সুতরাং শব্দকে জগৎকারণ বলায় কোন বিরোধ হয় না]।

ভাবদীপিকা

(১৯) ইন্দ্র প্রভৃতি ব্যক্তির নাশ হইলেও তত্তৎ ইন্দ্রত্ব প্রভৃতি পদসকল নিত্য হওয়ায় নিত্য শব্দের সহিত নিত্য অর্থের নিত্য সম্বন্ধে কোন বিরোধ হয় না, ইহাই এইস্থলে প্রতি-পাদিত হইল। এইস্থলে নিত্যশব্দে আপেক্ষিক কল্পান্তস্থায়ী নিত্যতাকে বুঝিতে হইবে। সিদ্ধান্তে ব্রহ্মভিন্ন সমস্তই অনিত্য, ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

শাঙ্করভাষ্যম্

অবগম্যতে শব্দাৎ প্রভবতি জগৎ ইতি ?২৭ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ।২৮ প্রত্যক্ষং [হি] শ্রুতিঃ, প্রামাণ্যং প্রতি অনপেক্ষত্বাৎ ।২৯ অনুমানং স্মৃতিঃ, প্রামাণ্যং প্রতি সাপেক্ষত্বাৎ ।৩০ তে হি শব্দপূর্ব্বাং সৃষ্টিং দর্শয়তঃ—"এতে ইতি বৈ প্রজাপতিঃ দেবান্ অসৃজত, অসৃগ্রম্ ইতি মনুষ্যান্, ইন্দবঃ ইতি পিতৃন্, তিরঃপবিত্রম্ ইতি গ্রহান্, আশবঃ ইতি স্তোত্রম্, বিশ্বানি ইতি শস্ত্রম্, অভিসৌভগা ইতি অন্যাঃ প্রজাঃ" (ছন্দোগব্রাহ্মণ) ইতি শ্রুতিঃ ।৩১ তথা অন্যত্রাপি

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—শ্রুতি এবং স্মৃতি হইতে জগতের শব্দপ্রভবত্ব প্রতিপাদন ।]

আচ্ছা, কিপ্রকারে ইহা অবগত হওয়া যায় যে—জগৎ শব্দ হইতে উৎপন্ন ?২৭ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] প্রত্যক্ষ এবং অনুমান হইতে ইহা অবগত হওয়া যায় ।২৮ [ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষাদির দ্বারা তো জগতের শব্দ হইতে উৎপত্তি অবগত হওয়া যায় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] প্রত্যক্ষশব্দে শ্রুতিই গ্রহণীয়, যেহেতু প্রামাণ্যের প্রতি তাহা অনপেক্ষ (—স্বীয় প্রামাণ্যের জন্য তাহা প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না)।২৯ [কিন্তু অনুমানই বা কিপ্রকারে জগতের শব্দ হইতে উৎপত্তিবিষয়ে প্রমাণ হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] অনুমানশব্দে স্মৃতি গ্রহণীয়, যেহেতু প্রামাণ্যের প্রতি সাপেক্ষতা আছে (—যেহেতু স্বীয় প্রামাণ্যের জন্য তাহা শ্রুতিরূপ প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে)।৩০ প্রসিদ্ধ তাহারা (—সেই শ্রুতি ও স্মৃতি) শব্দপূর্ব্বিকা সৃষ্টিকে (—যে সৃষ্টির পূর্ব্বে কারণরূপে শব্দ বিদ্যমান থাকে, সেই সৃষ্টিকে) প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—"প্রজাপতি 'এতে' এই শব্দকে স্মরণ করিয়া দেবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন", 'অসৃগ্রম্' এই শব্দকে স্মরণ করিয়া মনুষ্যগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, 'ইন্দবঃ' এই শব্দকে স্মরণ করিয়া পিতৃগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, 'তিরঃ পাবত্রম্' এই শব্দকে স্মরণ করিয়া গ্রহসকলকে (—সোমরসাধার কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রসকলকে) সৃষ্টি করিয়াছেন, 'আশবঃ' এই শব্দকে স্মরণ করিয়া স্তোত্রকে সৃষ্টি করিয়াছেন, 'বিশ্বানি' এই শব্দকে স্মরণ করিয়া শস্ত্রকে সৃষ্টি করিয়াছেন, 'অভিসৌভগাঃ' এই শব্দকে স্মরণ করিয়া অন্য প্রাণিগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন" (২০), এইপ্রকার

ভাবদীপিকা

(২০) উক্ত শ্রুতিবাক্যসকলের তাৎপর্য্য এই—সন্নিহিত বস্তুর বাচক 'এতদ্' এই সর্ব্বনাম শব্দের দ্বারা প্রজাপতির নিকটবর্ত্তী দেবগণের স্মরণ হয়। 'অসৃক্'শব্দের অর্থ—রক্ত, সেই 'অসৃক্'শব্দের দ্বারা রক্তপ্রধান দেহধারী মনুষ্যের স্মরণ হয়। 'ইন্দু' শব্দের অর্থ 'চন্দ্রমা', সেই ইন্দুশব্দের দ্বারা চন্দ্রলোকস্থিত পিতৃগণের স্মরণ হয়। 'পবিত্র'শব্দের অর্থ—'সোমরস', সেই সোমরসকে যাহা নিজের মধ্যে তিরস্কার করে, অর্থাৎ ধারণ করতঃ অন্তর্হিত করে, তাহা 'তিরঃপবিত্র' ; এইপ্রকারে 'তিরঃপবিত্রম্' এই শব্দ হইতে সোমরসাধার গ্রহনামক কাষ্ঠনির্ম্মিত

শাঙ্করভাষ্যম্

"সঃ মনসা বাচং মিথুনং সমভবৎ" (বৃঃ ১।২।৪) ইত্যাদিনা তত্র তত্র শব্দপূর্ব্বিকা সৃষ্টিঃ শ্রাব্যতে ।৩২ স্মৃতিরপি—"অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা। আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥ (মহাভাঃ ১২।২৩১।৫৬-৫৭) ইতি ।৩৩ উৎসর্গঃ অপি অয়ং বাচঃ সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তনাত্মকঃ দ্রষ্টব্যঃ, অনাদিনিধনায়াঃ অন্যাদৃশস্য উৎসর্গস্য

ভাষ্যানুবাদ

শ্রুতি আছে ।৩১ এইরূপে অন্যস্থলেও "তিনি মনের সহিত বাক্কে (—বেদকে) মিথুনীকৃত করিলেন (—মনের দ্বারা শ্রুতিপঠিত সৃষ্টিক্রম পর্য্যালোচনা করিলেন"), ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা তত্তৎস্থলে শব্দপূর্ব্বিকা সৃষ্টি শ্রবণ করান হইতেছে (—শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে) ।৩২ স্মৃতিও শব্দপূর্ব্বিকা সৃষ্টির কথা বলিতেছেন, যথা—["কল্পের আদিতে রূপ সৃষ্টির পূর্ব্বে] স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মাকর্তৃক দিব্য, নিত্য এবং অনাদিনিধন (—আদি-অন্তবিহীন) বেদময়ী বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল, যাহা হইতে সকলপ্রকার প্রবৃত্তি হইয়াছে" ইত্যাদি ।৩৩ ["বেদময়ী বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল", ইহার দ্বারা বেদ পুরুষ রচিত, এইপ্রকার আশঙ্কার উদয় হয়। তাহা নিরাকরণের জন্য বলিতেছেন—] বাণীর এই উৎসর্গ (—বেদের এই উচ্চারণ) সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তনাত্মক (—শিষ্যকে বেদপ্রদানাত্মক অধ্যায়নরূপ] বলিয়া বুঝিতে হইবে;

ভাবদীপিকা

পাত্রবিশেষের স্মরণ হয়। ঋগ্‌মন্ত্র সকলকে স্বরযোগে গান করিলে, তাহাকে 'সাম' অর্থাৎ স্তোত্র বলা হয়। তাহাতে প্রতীত হয়—স্তোত্রসকল যেন ঋগ্‌মন্ত্রসকলকে ভক্ষণই করিয়া ফেলে। [ভক্ষণ করিলে ভোজ্যের আকার পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ঋগ্‌মন্ত্রসকলে সামের স্বর যোজিত হইলে তাহার আকারের কিপ্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া পড়ে, তাহা আমরা ৩।৩।৩ অন্যথাত্বাধিকরণের 'সামের সপ্তভক্তির পরিচয়' শীর্ষক ভাবদীপিকাতে প্রদর্শন করিব]। এইরূপে ভক্ষণার্থক 'আশবঃ' এই শব্দের দ্বারা স্তোত্রের (—সামের) স্মরণ হয়। স্তোত্রপাঠের অনন্তর বিনা স্বরযোগে পঠিত শস্ত্রনামক ঋগ্‌মন্ত্রবিশেষের 'বিশৎ' অর্থাৎ প্রবেশ হয়. অর্থাৎ যজ্ঞাঙ্গরূপে প্রয়োগ হয়; এইহেতু 'বিশৎ'শব্দের সহিত স্বরসাদৃশ্যবশতঃ 'বিশ্ব'শব্দের দ্বারা 'শস্ত্রের' স্মরণ হয়। 'অভিসৌভগ', ইহার অর্থ সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্যযুক্ত। ভাগ্য অর্থাৎ অদৃষ্ট প্রাণিগণেরই হয় বলিয়া অভিসৌভগশব্দের দ্বারা অপরাপর প্রাণিগণের স্মরণ হয়। এইরূপে 'একসম্বন্ধি জ্ঞান অপর সম্বন্ধীর স্মারক হয় বলিয়া স্বয়ংপ্রতিভাতবেদ (শ্বেঃ ৬।১৮,৫।২) স্রষ্টা প্রজাপতি তত্তৎ নিত্য বৈদিক শব্দসকল হইতে তত্তৎ অর্থকে (—দেব ও মনুষ্যাদি পূর্ব্বকল্পীয় তত্তৎ বিষয়সকলকে) স্মরণ করিয়া সৃষ্টি করেন, ইহাই ভাষ্যোদ্ধৃত ছন্দোগব্রাহ্মণবাক্যটীর তাৎপর্য্য। এই বিষয়ে একটী মন্ত্রও টীকাতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা এই—"এতে অসৃগ্রমিন্দবস্তিরঃপবিত্রমাশবঃ। বিশ্বান্যভিসৌভগা॥" ইত্যাদি। এইরূপে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের একবাক্যতা পরিলক্ষিত হইতেছে বলিয়া এই বিষয়ে শ্রুতির তাৎপর্য্য অবধারিত হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

অসম্ভবাৎ।৩৪ তথা "নামরূপং চ ভূতানাং কর্ম্মণাং চ প্রবর্ত্তনম্। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে স মহেশ্বরঃ" (মনু সং ১।২১) ইতি।৩৫ "সর্ব্বেষাং তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে"॥ ইতি চ।৩৬ অপিচ চিকীর্ষিতম্ অর্থম্ অনুতিষ্ঠন্ তস্য বাচকং শব্দং পূর্ব্বং স্মৃত্বা পশ্চাৎ তম অর্থম্ অনুতিষ্ঠতি ইতি সর্ব্বেষাং নঃ প্রত্যক্ষম্ এতৎ।৩৭ তথা প্রজাপতেরপি স্রষ্টুঃ সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং বৈদিকাঃ শব্দাঃ মনসি প্রাদুর্বভূবুঃ, পশ্চাৎ তদনুগতান্ অর্থান্ সমর্জ ইতি গম্যতে।৩৮ তথাচ শ্রুতিঃ— "সঃ ভূঃ ইতি ব্যাহরৎ সঃ ভূমিম্ অসৃজত" (তৈঃ ব্রাঃ ২।২।৪।২) ইতি

ভাষ্যানুবাদ

যেহেতু যাহা আদি ও অন্তহীন, তাহার অন্যপ্রকার উচ্চারণ (—কেহ যে স্বয়ং রচনা করিয়া অন্যকে শ্রবণ করাইয়াছেন, ইহা) সম্ভব নহে।৩৪ এইরূপে "সেই মহেশ্বর প্রাণিবর্গের নাম ও রূপ এবং কর্ম্মসকলের প্রবর্ত্তন (—যজ্ঞাদিকর্ম্মের লোকমধ্যে প্রচলন) বেদের শব্দসকল হইতেই [কল্পের] আদিতে সম্পাদন করিয়াছেন", এইপ্রকার স্মৃতি আছে।৩৫ আবার "তিনি [কল্পের] আদিতে সকলের [দেবতা, মনুষ্য, দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত ইত্যাদি] পৃথক্ পৃথক্ নাম, ও [যজ্ঞ, কৃষি ও শিল্পকর্ম্মাদি] কর্ম্ম এবং সংস্থা (—প্রত্যেকের বিভিন্নপ্রকার রূপ) বেদের শব্দসকল হইতেই নির্ম্মাণ করিয়াছেন", এইপ্রকার স্মৃতিও আছে।৩৬

[প্রত্যক্ষ ও অনুমানবলে জগতের শব্দ হইতে উৎপত্তি প্রতিপাদন।]

["প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্" এই সূত্রাংশের ব্যাখ্যান্তর প্রদর্শন করিতেছেন—] আবার দেখ, চিকীর্ষিত বিষয়ের অনুষ্ঠান করিবার জন্য (—যে বস্তুটীকে নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা করা হয়, সেইটীকে নির্ম্মাণ করিবার জন্য) তাহার বাচক শব্দকে পূর্ব্বে স্মরণ করিয়া পরে সেই বস্তুটীকে নির্ম্মাণ করা হয়, ইহা আমাদের সকলের প্রত্যক্ষ।৩৭ সেইরূপে সৃষ্টির পুর্ব্বে স্রষ্টা প্রজাপতির মনে বৈদিক শব্দসকল প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল (শ্বেঃ ৫।২, ৬।১৮), তদন্তর তাহাতে অনুগত (—বর্ণিত) বিষয়সকল তিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে (—অনুমিত হইতেছে (২১)।৩৮ [এই প্রত্যক্ষ ও অনুমানসিদ্ধ বিষয়ে বেদবাক্যরূপ প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন দেখ, "তিনি 'ভূঃ' ইহা উচ্চারণ করতঃ ভূমিকে সৃষ্টি করিয়াছেন", ইত্যাদি এইপ্রকার শ্রুতি [স্রষ্টার] মনে প্রাদুর্ভূত

ভাবদীপিকা

(২১) এইস্থলে অনুমানের আকার এই—"কল্পকালীনা প্রজাপতিসৃষ্টিঃ শব্দপূর্ব্বিকা, সৃষ্টিত্বাৎ প্রত্যক্ষঘটসৃষ্টিবৎ"।

শাঙ্করভাষ্যম্

এবমাদিকা ভূরাদিশব্দেভ্যঃ এব মনসি প্রাদুর্ভূতেভ্যঃ ভূরাদি-লোকান্ সৃষ্টান্ দর্শয়তি।৩৯ কিমাত্মকং পুনঃ শব্দম্ অভিপ্রেত্য ইদং শব্দপ্রভবত্বম্ উচ্যতে ?৪০ স্ফোটম্ ইতি আহু।৪১ বর্ণপক্ষে হি তেষাম্ উৎপন্নধ্বংসিত্বাৎ নিত্যেভ্যঃ শব্দেভ্যঃ দেবাদি-ব্যক্তীনাং প্রভবঃ ইতি অনুপপন্নং স্যাৎ।৪২ উৎপন্নধ্বংসিনশ্চ বর্ণাঃ, প্রত্যুচ্চারণম্ অন্যথা অন্যথা চ প্রতীয়মানত্বাৎ।৪৩ তথাহি—

ভাষ্যানুবাদ

ভূঃ প্রভৃতি শব্দসকল হইতেই ভূরাদি লোকসকল সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন।৩৯ [অতএব জগৎ স্বোৎপত্তিতে শব্দরূপ নিমিত্তকারণসাপেক্ষ, ইহা সিদ্ধ হইল]।

[জগৎকারণভূত নিত্যশব্দের স্বরূপনিরূপণ। পূঃ—স্ফোটই সেই নিত্যশব্দ। সেই বিষয়ে যুক্তি।]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—আচ্ছা, [শব্দ না হয় জগতের অন্যতম নিমিত্তকারণ হইল, কিন্তু] কিপ্রকার শব্দকে অভিপ্রায় করিয়া এই শব্দপ্রভবত্বের কথা বলা হইতেছে (—জগতের নিমিত্তকারণ যে শব্দ, তাহা কি বর্ণাত্মক, অথবা তদতিরিক্ত অন্য কিছু) ?৪০ [পূর্ব্বপক্ষী—বৈয়াকরণ ও পাতঞ্জলগণ তদুত্তরে] বলেন—[বর্ণাতিরিক্ত] স্ফোটকে (২২) অপেক্ষা করিয়া তাহা বলা হইতেছে।৪১ [যদি বলা হয়--নিত্য বর্ণের দ্বারাই জগদুৎপত্তি সম্ভব হওয়ায় স্ফোটকল্পনা অসঙ্গত। তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহা বলিতে পার না], যেহেতু বর্ণপক্ষে তাহাদের উৎপত্তি ও ধ্বংস হয় বলিয়া নিত্যশব্দসকল হইতে দেবাদি ব্যক্তিগণের উৎপত্তি হয়, ইহা অসঙ্গত হইয়া পড়ে।৪২ [যদি বলা হয়—'ইহাই সেই গকার' ইত্যাদি এইপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞাবলে বর্ণসকলের নিত্যতা নির্ণীত হয় বলিয়া উক্তপ্রকার অসঙ্গতি হয় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] বর্ণসকল উৎপত্তি ও ধ্বংসশীল, যেহেতু প্রত্যেক উচ্চারণে তাহারা ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতীয়মান হয়।৪৩ যেমন দেখ, পুরুষবিশেষ

ভাবদীপিকা

(২২) স্ফোট—"বর্ণাতিরিক্ত বর্ণাভিব্যঙ্গঃ অর্থপ্রত্যায়কঃ নিত্যঃ শব্দঃ স্ফোটঃ" (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ)—'বর্ণ হইতে ভিন্ন, অথচ বর্ণের দ্বারা অভিব্যক্ত, অর্থের বোধ উৎপাদক যে নিত্য শব্দ, তাহাই স্ফোট'। বর্ণসকলের দ্বারা স্ফুটিত অর্থাৎ অভিব্যক্ত হয় বলিয়া, অথবা ইহার দ্বারা অর্থের স্ফুটীভাব (—অভিব্যক্তি) হয় বলিয়া ইহাকে স্ফোট বলা হয়। বর্ণসকল ক্ষণিক, অর্থাৎ তৃতীয়ক্ষণনাশ্য হওয়ায় অনেক বর্ণের এককালে একত্র সমাবেশ বশতঃ পদভাব-প্রাপ্তি হইতে পারে না। আর সেইহেতু অনেক পদের সমাবেশে বাক্যও হইতে পারে না। ফলে পদার্থের ও বাক্যার্থের জ্ঞানও হইতে পারে না। সেইহেতু বর্ণাদিদ্বারা অভিব্যক্ত অর্থবোধের অনুকূল স্ফোটনামক এক প্রকার নিত্য শব্দ স্বীকার করিতে হয়। সেই স্ফোটই অর্থের বাচক, বাচ্য অর্থকে তাহাই উপস্থাপিত করে। উচ্চারণের পর তৃতীয়ক্ষণে বর্ণসকলের

ভাবদীপিকা [স্ফোটের পরিচয়]

নাশ হইলেও তাহারা এক একটী সংস্কার রাখিয়া যায়। সমগ্র পদ বা সমগ্র বাক্য উচ্চারিত ও অনুভূত হইলে সেই পদ বা বাক্যের যে শেষ বর্ণ, তাহা অনুভূত হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদের সংস্কারসকলের উদ্বোধক হয়। তদনন্তর উক্ত অন্তিম বর্ণের নাশ হইলেও তাহার অনুভবজন্য যে সংস্কার, তাহার সহিত উক্ত উদ্বুদ্ধসংস্কারসকল সম্মিলিত হইয়া তাহাদের আশ্রয় যে চিত্ত, তাহাতে তত্তৎ পদস্ফোট, বা বাক্যস্ফোটকে অভিব্যক্ত করে। আর তাহা হইতেই যথাক্রমে পদার্থের, অথবা বাক্যার্থের জ্ঞান হয়। ইহাই হইল স্ফোটের মোটামুটী পরিচয় ও স্ফোটাভিব্যক্তির মোটামুটি প্রক্রিয়া। এই স্ফোট যে আছে, সেই বিষয়ে অনুভব এই—বহু বর্ণ, বা বহু পদ মিলিত হইয়া যথাক্রমে পদ বা বাক্যভাব প্রাপ্ত হইলেও তাহাতে বহুত্বের জ্ঞান না হইয়া একত্বের জ্ঞান হয়। যথা 'গৌঃ', ইহা একটী পদ এবং 'শুক্লা গাভীকে আনয়ন কর', ইহা একটী বাক্য। 'গৌঃ' এই পদে গকার ঔকার ও বিসর্গ, এই তিনটী বর্ণ আছে এবং বাক্যটীতে শুক্লা, গাভীকে এবং আনয়ন, এই তিনটী পদ আছে। কিন্তু তথাপি বহুত্বের জ্ঞান না হইয়া একত্বের জ্ঞান হইতেছে বলিয়া বুঝিতে হইবে—'এই একত্বের আশ্রয়ভূত কোন একটী পদার্থ আছে'। সেই পদার্থটীই স্ফোট।

শব্দাদ্বৈতবাদী **বৈয়াকরণ** বলেন—স্ফোটরূপ শব্দ শুদ্ধ নিত্য নিরবয়ব এক এবং অখণ্ড। ইহাই জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণভূত শব্দব্রহ্ম। সমস্ত জগৎ ইহার বিবর্ত্ত। ইহা প্রত্যেক পুরুষের অন্তরে বিদ্যমান। সেই স্ফোট এক হইলেও তাহার ব্যঞ্জক যে বর্ণ, বা পদজন্য সংস্কার, অথবা মতান্তরে ধ্বনি প্রভৃতি, তাহাদের সামর্থ্যবশতঃ বিভিন্নপ্রকার অর্থবোধ হইয়া থাকে। আবার সেই একই স্ফোট বিভিন্নপ্রকার ব্যঞ্জক ও স্থানাদির ভেদপ্রযুক্ত বিভিন্নপ্রকার সংজ্ঞা লাভ করে। যথা—মূলাধারে অভিব্যক্ত হইলে তাহাকে 'পরা' নামক স্ফোট বলা হয়। নাভিদেশে অভিব্যক্ত তাহাকে 'পশ্যন্তী' এবং হৃদয়দেশে বুদ্ধিতে আরূঢ়, অর্থাৎ বিবক্ষিত হইলে তাহাকেই 'মধ্যমা' নামক স্ফোট বলা হয়। এই পর্য্যন্ত ইহা শ্রোতার বুদ্ধিগম্য হয় না। যখন ইহা কণ্ঠ ও তালু প্রভৃতির ব্যাপারবশতঃ ধ্বনিসহযোগে শ্রোতার শ্রোত্রগম্যরূপে অভিব্যক্ত হয়, তখন তাহাকে বলা হয় 'বৈখরী' স্ফোট। এই শেষোক্ত স্ফোটই পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সংস্কার, বা ধ্বনির দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া পদার্থ ও বাক্যার্থের বোধ উৎপাদন করে। স্ফোটের এই 'পরা' ও 'পশ্যন্তী' রূপদ্বয় মাত্র যোগিগণের অনুভবগম্য। যোগবলে সমাধিতে পরাস্ফোটের সাক্ষাৎকার হইলে মোক্ষলাভ হয়, ইহা স্ফোটবাদী বৈয়াকরণগণের সিদ্ধান্ত। এই পরাস্ফোটকেই বলা হয় "ওঁকারস্ফোট", নিত্য ও নিরবয়ব তাহাই জগতের বিবর্ত্ত উপাদান।

কোন কোন স্ফোটবাদী বর্ণানুভবজন্য সংস্কারকে স্ফোটের অভিব্যঞ্জকরূপে স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—বর্ণই স্ফোটের অভিব্যঞ্জক। তাহাতে নৈয়ায়িক প্রভৃতি পূর্ব্ববাদিগণ বলেন—স্ফোটের অভিব্যক্তিই সম্ভব হয় না বলিয়া স্ফোটবাদ স্বীকার্য্য নহে। স্ফোটবাদীকে বলিতে হইবে—অভিব্যক্ত স্ফোটের দ্বারা অর্থজ্ঞান সম্পাদিত হয়, অথবা অনভিব্যক্ত তাহার দ্বারা হয়? দ্বিতীয় পক্ষে স্ফোট বর্ণাদির দ্বারা অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে সর্ব্বদাই অনভিব্যক্ত থাকে বলিয়া সর্ব্বদাই অর্থজ্ঞান হইতে থাকিবে। আর অভিব্যক্ত স্ফোটের দ্বারা অর্থজ্ঞান স্বীকার করিলে স্ফোটবাদীকে বলিতে হইবে—একটী বর্ণই কি পদস্ফোটকে অভিব্যক্ত করে,

[৭০৮ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

অদৃশ্যমানঃ অপি পুরুষবিশেষঃ অধ্যয়নধ্বনিশ্রবণাৎ এব বিশেষতঃ নির্ধার্যতে, 'দেবদত্তঃ অয়ম্ অধীতে', 'যজ্ঞদত্তঃ অয়ম্ অধীতে' ইতি।৪৪ ন চ অয়ং বর্ণবিষয়ঃ অন্যথাত্বপ্রত্যয়ঃ মিথ্যাজ্ঞানং,

ভাষ্যানুবাদ

অদৃশ্য হইলেও, [তাহার] অধ্যয়নধ্বনির শ্রবণ হইতেও ইহা বিশেষভাবে নির্ধারিত হয় যে 'এই দেবদত্ত অধ্যয়ন করিতেছে', 'এই যজ্ঞদত্ত অধ্যয়ন করিতেছে' (২৩) ইত্যাদি।৪৪ আর বর্ণবিষয়ক এই অন্যথাত্বপ্রত্যয় (—তারত্ব, মন্দ্রত্বাদিরূপ বিভিন্নতাজ্ঞান) যে মিথ্যাজ্ঞান, ইহা বলা যায় না, কারণ তাহার বাধক কোন জ্ঞান নাই। [যাহা মিথ্যাজ্ঞান সত্যজ্ঞানদ্বারা তাহা বাধিত হয়, এখানে তাদৃশ

ভাবদীপিকা [স্ফোটের পরিচয়]

অথবা বর্ণসকল মিলিত হইয়া তাহা করে ? প্রথম পক্ষে—পদমধ্যস্থ অন্য বর্ণসকল ব্যর্থ হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় পক্ষে—তৃতীয়ক্ষণনাশ্য বর্ণসকলের সমষ্টিভাবই সম্ভব হয় না বলিয়া মিলিত বর্ণসকলও পদস্ফোটকে অভিব্যক্ত করিতে পারে না। আর ইহাও বলা যায় না যে বর্ণসকল পদস্ফোটের এক একটী অবয়বকে অভিব্যক্ত করে, কারণ স্ফোটবাদীর মতে স্ফোট নিরবয়ব, ইত্যাদি। এতদুত্তরে স্ফোটবাদী বলেন—আমাদের মতে প্রথম বর্ণের উচ্চারণদ্বারা পদস্ফোটের কিঞ্চিৎ স্ফুটতা জন্মে, পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয়াদি বর্ণের উচ্চারণদ্বারা তাহা ক্রমশঃ স্ফুটতর ও স্ফুটতম হইয়া অর্থবোধ সম্পাদন করে। যেমন একবার গ্রন্থপাঠে গ্রন্থের তাৎপর্য্য নির্ণীত না হইলেও পুনঃ পুনঃ পাঠে তাহা হয় ; অথবা যেমন বহুবার দর্শন করিলে একটী মণির যথার্থস্বরূপ নির্ণীত হয়, তদ্রূপ। অতএব বর্ণসকলের দ্বারা স্ফোটের অভিব্যক্তিতে কোনপ্রকার অনুপপত্তি নাই, ইত্যাদি। নৈয়ায়িক প্রভৃতি অন্যান্য দার্শনিকগণের সহিত স্ফোটবাদীর বিচার পরবর্ত্তী ভাষ্যমধ্যে ও ভাবদীপিকাতেও প্রদর্শিত হইবে। কোন কোন স্ফোটবাদী স্ফোটকে শব্দরূপ না বলিয়া শব্দগত জাতি বলেন। অপরে জগৎকে স্ফোটের বিবর্ত্ত না বলিয়া পরিণাম বলেন, ইত্যাদি এইপ্রকারে স্ফোটবাদের মধ্যে নানাপ্রকার প্রক্রিয়া ও অবান্তর মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। স্বপক্ষস্থাপনপ্রসঙ্গে পরবর্ত্তী স্ফোটবাদিগণ আটপ্রকার স্ফোটকল্পনা করিয়াছেন, যথা—১। বর্ণস্ফোট, ২। পদস্ফোট, ৩। বাক্যস্ফোট, ৪। অখণ্ডপদস্ফোট, ৫। অখণ্ডবাক্যস্ফোট, ৬। বর্ণজাতিস্ফোট, ৭। পদজাতিস্ফোট এবং ৮। বাক্যজাতিস্ফোট। ইহাদিগের মধ্যে বাক্যস্ফোটই মুখ্য। এতদ্বিষয়ক বিস্তৃত বিবরণ আকর গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। [সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, বাক্যপদী ও ভামতী প্রভৃতি অবলম্বনে]। যাহাহউক, এই স্ফোটাত্মক নিত্য শব্দের সহিত নিত্য জাতিরূপ অর্থের নিত্য সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে বলিয়া বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়, ইহাই এখানে স্ফোটবাদিগণের বক্তব্য।

(২৩) এইস্থলে পূর্ব্ববাদী বৈয়াকরণ ও যোগমতাবলম্বীর অভিপ্রায় এই—দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্তের উচ্চারিত অধ্যয়নধ্বনির তারত্ব, মন্দ্রত্ব প্রভৃতি বিভিন্নতা হইতে প্রতীত হয়—দেবদত্তকর্ত্তৃক উচ্চারিত গকরাদি বর্ণসকল হইতে যজ্ঞদত্তকর্ত্তৃক উচ্চারিত তত্তৎ বর্ণসকল হয় ভিন্ন।

শাঙ্করভাষ্যম্

বাধকপ্রত্যয়াভাবাৎ।৪৫ ন চ বর্ণেভ্যঃ অর্থাবগতিঃ যুক্তা; নহি একৈকঃ বর্ণঃ অর্থং প্রত্যায়য়েৎ, ব্যভিচারাৎ।৪৬ ন চ বর্ণসমুদায়-প্রত্যয়ঃ অস্তি, ক্রমবত্ত্বাৎ বর্ণানাম্।৪৭ পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ণানুভবজনিত-সংস্কারসহিতঃ অন্ত্যঃ বর্ণঃ অর্থং প্রত্যায়য়িষ্যতি ইতি যদি

ভাষ্যানুবাদ

বাধক কোন জ্ঞান নাই। সেইহেতু গকারাদি প্রত্যেকটী বর্ণ বিভিন্ন ও অনিত্য ইহা সিদ্ধ হয়, ইহাই ভাব]।৪৫ আর বর্ণসকল হইতে অর্থের জ্ঞান হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে; যেহেতু এক একটী বর্ণ অর্থজ্ঞান সম্পাদন করিবে, তাহা হইতে পারে না, কারণ তাহাতে ব্যভিচার হয় (২৪)।৪৬ আর বর্ণসমুদায়বিষয়ক জ্ঞান (—বর্ণসকলের সমষ্টিবিষয়কজ্ঞান) হয় না, যেহেতু বর্ণসকল ক্রমবিশিষ্ট (২৫)।৪৭ যদি বলা হয়—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের অনুভবজনিত যে সংস্কার, তাহার সহিত [মিলিত]

ভাবদীপিকা

আর 'তার' গকার(—উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত গকার) মন্দ্রগকার (—গম্ভীরস্বরে উচ্চারিত গকার) এইপ্রকারে প্রতীয়মান হওয়ায় গকারের ভেদ সিদ্ধ হয় বলিয়া 'ইহাই সেই গকার' এইপ্রকার যে প্রত্যভিজ্ঞা তাহা গত্বজাতিকে বিষয় করে, গকাররূপ বর্ণকে নহে, ইহাই বুঝিতে হইবে। সুতরাং বর্ণসকল বিভিন্ন হওয়ায় তাহারা উৎপত্তিবিনাশশীল, অতএব অনিত্য হইয়া পড়ে বলিয়া নিত্য শব্দ হইতে দেবাদিজগতের উৎপত্তি অবশ্যই অসঙ্গত হইয়া পড়ে ইত্যাদি। যদি বলা হয়—গকারনিষ্ঠ যে তারত্ব মন্দ্রত্বাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের জ্ঞান, তাহা ধ্বনিরূপ উপাধিবশতঃ হইয়া থাকে, ভ্রমবশতঃ তাহা গকারনিষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। গকারাদি তত্তৎ বর্ণ কিন্তু অভিন্নই। তদুত্তরে পূর্ব্ববাদী বলিতেছেন—**ন চ অয়ম**—'আর বর্ণবিষয়ক' ইত্যাদি (৪৫ বাক্য)।

(২৪) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—পদান্তর্গত একটী বর্ণ হইতে অর্থ প্রতীতি হয়, ইহা দেখা যায় না, আর তাহা স্বীকার করিলে পদের অন্য বর্ণসকল ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অথবা একটী পদে যতগুলি বর্ণ আছে, ততগুলি অর্থবোধ করাইবে। অথবা প্রত্যেক পদে যতগুলি বর্ণ আছে, তাহার প্রত্যেকটী বর্ণই একই অর্থ বোধ করাইয়া পর্য্যায়শব্দরূপে পরিগণিত হইয়া পড়িবে। এই সকল পক্ষই সর্ব্বথা অসঙ্গত। অতএব বর্ণ হইতে অর্থজ্ঞান সম্ভব না হওয়ায় অর্থবোধসিদ্ধির জন্য স্ফোট স্বীকার্য্য। আচ্ছা, তাহা হইলে সকল বর্ণ মিলিত হইয়া অর্থজ্ঞান সম্পাদন করুক। তদুত্তরে বলিতেছেন—**ন চ বর্ণসমুদায়প্রত্যয়ঃ**—'আর বর্ণসমুদায়-বিষয়ক' ইত্যাদি।

(২৫) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—বর্ণসকল ক্ষণিক এবং ক্রমশঃ উচ্চারিত হয় বলিয়া তৃতীয়ক্ষণনাশ্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের নাশ হইয়া যায়, ফলে সকল বর্ণের সংহতি আর হয় না। যথা, ঘট=ঘ+অ+ট+অ। 'ঘ' উচ্চারণের পর তৃতীয়ক্ষণে 'ট' উচ্চারণ করিবার সময় 'ঘ' বর্ণটী বিনষ্ট হইয়া যায়, ফলে 'ঘ' ও 'ট' বর্ণদ্বয়ের সংহতি (—সমষ্টিভাব) আর সম্ভব হয় না। অতএব অর্থবোধ সিদ্ধির জন্য স্ফোট স্বীকার্য্য।

শাঙ্করভাষ্যম

উচ্যেত ।৪৮ তন্ন, সম্বন্ধগ্রহণাপেক্ষঃ হি শব্দঃ স্বয়ং প্রতীয়মানঃ অর্থং প্রত্যায়য়েৎ, ধূমাদিবৎ ।৪৯ ন চ পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ণানুভবজনিত-সংস্কারসহিতস্য অন্ত্যবর্ণস্য প্রতীতিঃ অস্তি, অপ্রত্যক্ষত্বাৎ

ভাষ্যানুবাদ

শেষ বর্ণটী অর্থকে বোধ করাইবে (২৬) ইত্যাদি ।৪৮ [তদুত্তরে বলিব—আচ্ছা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, অপূর্ব্বাখ্যসংস্কারের সহিত মিলিত অন্তিম বর্ণ জ্ঞাত হইয়া অর্থজ্ঞান সম্পাদন করে, অথবা অজ্ঞাত হইয়া তাহা করে ? যদি বল—অজ্ঞাত হইয়া তাহা করে। তদুত্তরে বলিব—] না, তাহা বলা যায় না, যেহেতু [অর্থজ্ঞানের প্রতি আবশ্যক যে ত্বৎকথিত অপূর্ব্বাখ্য সংস্কার, তাহার সহিত] সম্বন্ধের জ্ঞানকে অপেক্ষা করে যে [শেষ বর্ণরূপ] শব্দ, তাহা স্বয়ং প্রতীয়মান হইয়া অর্থবোধ সম্পাদন করিবে, যেমন ধূম প্রভৃতি (২৭) ।৪৯ আর পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের অনুভব-

ভাবদীপিকা

(২৬) এইস্থলে ভাবটী এই—একটী প্রধান যজ্ঞের অঙ্গযজ্ঞসকল সম্পাদিত হইলে তাহারা প্রত্যেকে এক একটী [অবান্তর] অপূর্ব্বকে উৎপাদন করে। অনন্তর সাঙ্গ প্রধান যজ্ঞটী সম্পাদিত হইলে তজ্জনিত অপূর্ব্ব সেই অঙ্গযজ্ঞজনিত অপূর্ব্বসকলের সহিত মিলিত হইয়া একটী মহাপূর্ব্বকে উৎপাদন করে। তাহাই অনুষ্ঠানকর্ত্তার কালান্তরভাবি ফলের জনক হইয়া থাকে। প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ এক একটী বর্ণ উচ্চারিত হইলে তাহা এক একটী সংস্কাররূপ অপূর্ব্বকে (—অপূর্ব্বাখ্য সংস্কারকে) উৎপাদন করে। অনন্তর পদান্তর্গত সকল বর্ণগুলি উচ্চারিত হইলে, তজ্জনিত সেই অপূর্ব্বাখ্য সংস্কারসকল শেষবর্ণটীর সহিত মিলিত হইয়া অর্থবোধ সম্পাদন করিবে।

(২৭) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—ধূম যেমন বহ্নির সহিত ব্যাপ্তি নামক সম্বন্ধযুক্তরূপে জ্ঞাত হইয়া বহ্নির অনুমিতি উৎপাদন করে। প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ অপূর্ব্বাখ্যসংস্কারের সহিত মিলিত শেষবর্ণটী জ্ঞাত হইয়াই অর্থজ্ঞান সম্পাদন করিবে, ইহা তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং অজ্ঞাত তাহা অর্থজ্ঞান সম্পাদন করে, ইহা তুমি বলিতে পার না। এইস্থলে সমাধানকর্ত্তা এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শন করিলেন—"সংস্কারসহিতঃ শব্দঃ জ্ঞাতঃ এব অর্থধীহেতুঃ, সম্বন্ধগ্রহণাপেক্ষ্য বোধকত্বাৎ, ধূমাদিবৎ"। যদি ইহা স্বীকার না করা হয়, তাহা হইলে বধির ব্যক্তি, যে কোন শব্দই শ্রবণ করে না, তাহারও অর্থজ্ঞান সম্পাদিত হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে, কারণ শব্দ শ্রবণ করে না বলিয়া শব্দই যাহার নিকট অজ্ঞাত, সংস্কার সকলের সহিত সম্বদ্ধ অন্তিমবর্ণও তাহার নিকট সুতরাং অজ্ঞাত। যদি বল—না, তাহা নহে, সংস্কারের সহিত মিলিত অন্তিম বর্ণ জ্ঞাত হইয়া অর্থজ্ঞান সম্পাদন করে। তদুত্তরে তোমায় জিজ্ঞাসা করি—বল, তাহা প্রত্যক্ষের দ্বারা জ্ঞাত হয়, অথবা অনুমানের দ্বারা ? প্রথম পক্ষ স্বীকার করিতে পার না। তাহাতে হেতু কি ? তাহা বলিতেছেন—**ন চ পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ণানুভব**—'আর পূর্ব্বপূর্ব্ব' ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

সংস্কারাণাম্,।৫০ কার্য্যপ্রত্যায়িতৈঃ সংস্কারৈঃ সহিতঃ অন্ত্যঃ বর্ণঃ অর্থং প্রত্যায়য়িষ্যতি ইতি চেৎ।৫১ ন, সংস্কারকার্য্যস্য অপি স্মরণস্য ক্রমবর্ত্তিত্বাৎ।৫২ তস্মাৎ স্ফোটঃ এব শব্দঃ।৫৩ সঃ চ

ভাষ্যানুবাদ

জনিত যে সংস্কার, তাহার সহিত মিলিত অন্ত্য বর্ণের প্রতীতি হয় না, কারণ সংস্কারসকল অপ্রত্যক্ষ (—সংস্কারের প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া তৎবিশিষ্ট অন্তিম বর্ণেরও প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না)।৫০ [অনুমানরূপ দ্বিতীয় পক্ষ উত্থাপন করিতেছেন—] যদি বলা হয়—কার্য্যের দ্বারা বিজ্ঞাপিত (—কার্য্যরূপ লিঙ্গদৃষ্টে অনুমিত) যে সংস্কারসকল, তাহাদের সহিত মিলিত যে শেষবর্ণ, তাহাই অর্থকে বোধ করাইবে (—পদান্তর্গত পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের উচ্চারণজনিত অপূর্ব্বাখ্য সংস্কারসকলের কার্য্য যে অর্থবোধ, সেই অর্থবোধরূপ লিঙ্গের দ্বারা অনুমিত যে তাহার কারণভূত সংস্কারসকল, সেই অনুমিত বহুসংস্কারবিশিষ্ট যে শেষবর্ণ, তাহাই অর্থবোধ করাইবে) ইত্যাদি।৫১ তদুত্তরে বলিব—না, তাহাও বলা যায় না; যেহেতু সংস্কারের কার্য্য যে স্মরণ, তাহা ক্রমশঃ হয় (২৮)।৫২ সেইহেতু (—বর্ণসকল কোনপ্রকারেই অর্থবোধসম্পাদন করিতে পারে না বলিয়া) স্ফোটই শব্দ।৫৩ [আচ্ছা, বর্ণসকলকে

ভাবদীপিকা

(২৮) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—অপূর্ব্বাখ্য সংস্কারের কার্য্য যে শব্দার্থবোধ, তাহা উৎপন্ন হইলে তাহার কারণভূত অপূর্ব্বাখ্যসংস্কারসকলের অনুমান হয় সম্ভব। আর শব্দার্থবোধের কারণভূত উক্ত সংস্কারসকলের অনুমিতি হইলে, তদনন্তর তাহার কার্য্যভূত শব্দার্থবোধ হয় সম্ভব। এইপ্রকারে কার্য্য ও কারণবিষয়ক জ্ঞান ক্রমশঃ হয় বলিয়া এবং পরস্পরসাপেক্ষ হয় বলিয়া অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইয়া পড়ে। সেইহেতু অনুমিত সংস্কারবিশিষ্ট অন্ত্য বর্ণ অর্থবোধ করাইবে, ইহা তুমি বলিতে পার না। আর যদি অপূর্ব্বাখ্যসংস্কারের অনুমিতিকে 'তুষ্যতু দুর্জ্জনন্যায়ে' কথঞ্চিৎ স্বীকার করিয়াও লওয়া হয়, তাহা হইলেও তৃতীয়ক্ষণনাশ্য অন্তিম বর্ণের সহিত সেই অনুমিত অপূর্ব্বাখ্য সংস্কারের সহভাব সম্ভব হয় না। কারণ অন্তিম বর্ণের উচ্চারণের পর যে অর্থবোধ হয়, সেই অর্থবোধরূপ লিঙ্গের দ্বারা যখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণোচ্চারণজনিত অপূর্ব্বাখ্যসংস্কারের অনুমিতি হয়, তখন তৃতীয়ক্ষণনাশ্য অন্তিম বর্ণ বিনষ্ট হইয়া যায়। সেইহেতু তাহার সহিত উক্ত অনুমিত সংস্কারের সহভাব সম্ভব হয় না বলিয়া সংস্কারবিশিষ্ট অন্ত্য বর্ণের জ্ঞানই সম্ভব হয় না, সুতরাং তাহার দ্বারা অর্থবোধও হয় না।

৪৮ সংখ্যক বাক্যে যে সংস্কারের কথা বলা হইয়াছে, তাহা যদি **অপূর্ব্বাখ্যসংস্কার** হয়, তাহা হইলে যে দোষ হয়, তাহা বর্ণিত হইল। এক্ষণে উক্ত সংস্কারকে যদি **ভাবনাখ্যসংস্কাররূপে** গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলেও অর্থবোধ সম্ভব হয় না। কারণ ভাবনাখ্যসংস্কারও অপ্রত্যক্ষ হওয়ায় তদ্বিশিষ্ট অন্তিম বর্ণের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না (৫০ ভাষ্যবাক্য)। আর বর্ণজ্ঞানজনিত যে ভাবনাখ্যসংস্কার, তাহা বর্ণস্মৃতির প্রতিই কারণ হইয়া থাকে, অর্থজ্ঞানের

শাঙ্করভাষ্যম্

এবৈককবর্ণপ্রত্যয়াহিতসংস্কারবীজে অন্ত্যবর্ণপ্রত্যয়জনিতপরিপাকে প্রত্যয়িনি একপ্রত্যয়বিষয়তয়া ঝটিতি প্রত্যবভাসতে।৫৪

ভাষ্যানুবাদ

স্ফোটাভিব্যক্তির হেতুরূপে তুমিও অঙ্গীকার যখন কর, তখন বর্ণের দ্বারাই অর্থাভিব্যক্তি অঙ্গীকার না করিয়া ছাগগলস্তনের ন্যায় ব্যর্থ অপ্রামাণিক স্ফোট কেন অঙ্গীকার করিতেছ ? স্ফোট নামক পদার্থ যে আছে, সেই বিষয়ে প্রমাণই বা কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] যাহাতে এক একটী বর্ণের জ্ঞানদ্বারা সংস্কাররূপ বীজ আহিত (—স্থাপিত) হইয়াছে এবং যাহাতে অন্ত্যবর্ণপ্রত্যয়ের দ্বারা জনিত (—উৎপাদিত) পরিপাক সুসম্পন্ন হইয়াছে (—শেষ বর্ণের জ্ঞানজন্য শেষ সংস্কারের উৎপত্তি হইয়াছে), সেই প্রত্যয়ীতে (—অন্তঃকরণে, 'ইহা একটী পদ' 'ইহা একটী বাক্য', এইপ্রকারে] একত্বপ্রত্যয়ের বিষয়রূপে তাহা (—সেই স্ফোট) ঝটিতি (—অন্য কোন কারণকে

ভাবদীপিকা

কারণ তাহা হইতে পারে না। যদি বলা হয় —ভাবনাখ্যসংস্কার একা হইলে বর্ণস্মৃতির কারণ হয় বটে, কিন্তু অন্তিম বর্ণের সহিত মিলিত হইলে তাহা হয় অর্থজ্ঞানের হেতু। তদুত্তরে বলা যায়—তাহাও বলা যায় না, কারণ অর্থজ্ঞানের পূর্ব্বে ভাবনাখ্যসংস্কারের জ্ঞানই হয় না বলিয়া তাহা অর্থজ্ঞানের হেতু হইতে পারে না। আবার বর্ণস্মরণের দ্বারা অনুমিত ভাবনাখ্যসংস্কার অন্ত্য বর্ণের সহিত মিলিত হইয়া অর্থবোধ সম্পাদন করিবে, ইহাও বলা যায় না, কারণ ভাবনাখ্যসংস্কারের কার্য্য—স্মৃতি। এক একটী বর্ণের ক্রমিক অনুভব হইতে উৎপন্ন যে ক্রমিক ভাবনাখ্যসংস্কারসকল, তাহাদের দ্বারা বর্ণসকলের যে ক্রমিক স্মৃতিসকল উৎপন্ন হয়, তাহারা অন্ত্য বর্ণের অনুভবের পরবর্ত্তিকালেই হয় বলিয়া সেই স্মৃতিসকলের দ্বারা অনুমিত ভাবনাখ্যসংস্কারসকলের আর শেষ বর্ণের সহিত সহভাব (—একত্রে অবস্থিতি) সম্ভব হয় না, কারণ তৃতীয়ক্ষণনাশ্য শেষ বর্ণ তখন বিনষ্ট হইয়া যায় (৫২ ভাষ্যবাক্য)। যথা—'রাম'= র+আ+ম+অ। এখানে শেষবর্ণ যে 'অকার', তাহার অনুভবের পরবর্ত্তিকালে "র+আ+ম"—ইহাদের স্মরণ যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থক্ষণে হইয়া থাকে। তাহার পর পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ক্ষণে যথাক্রমে "র+আ+ম"এর ভাবনাখ্যসংস্কার অনুমিত হয়। সুতরাং পঞ্চম ক্ষণে যখন রকারের অনুভবজনিত ভাবনাখ্যসংস্কারের অনুমিতি হয়, তাহার দুই ক্ষণ পূর্ব্বেই, 'আকারের' স্মৃতিক্ষণেই তৃতীয়ক্ষণনাশ্য অন্তিমবর্ণের (—শেষ 'অকারের') নাশ হইয়া যায়। সেইহেতু অন্তিম বর্ণের সহিত অনুমিতসংস্কারসকলের একটীরও সহভাব সম্ভব হয় না। অতএব এই প্রক্রিয়া অবলম্বনেও বর্ণ হইতে অর্থবোধ সম্ভব হয় না বলিয়া অবশ্যই স্ফোট অঙ্গীকার করিতে হইবে। [ভাবনাখ্যসংস্কারপক্ষে—৫১ সংখ্যক ভাষ্যবাক্যের "কার্য্যপ্রত্যায়িতৈঃ"—কার্য্যরূপ লিঙ্গদৃষ্টে অনুমিত', এইস্থলে 'কার্য্য' বলিতে স্মৃতিকে গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ ভাবনাখ্যসংস্কারের কার্য্য হয় 'স্মৃতি'। অপূর্ব্বাখ্যসংস্কারপক্ষে অর্থ তত্রস্থ ভাষ্যানুবাদমধ্যেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

নচ অয়ম্ একপ্রত্যয়ঃ বর্ণবিষয়া স্মৃতিঃ, বর্ণানাম্ অনেকত্বাৎ একপ্রত্যয়বিষয়ত্বানুপপত্তেঃ।৫৫ তস্য চ প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ নিত্যত্বম্।৫৬ ভেদপ্রত্যয়স্য বর্ণবিষয়ত্বাৎ।৫৭ তস্মাৎ নিত্যাৎ শব্দাৎ স্ফোটরূপাৎ অভিধায়কাৎ ক্রিয়াকারক-ফললক্ষণং জগৎ অভিধেয়ভূতং প্রভবতি ইতি।৫৮ "বর্ণাঃ এব তু শব্দঃ" ইতি ভগবান্ উপবর্ষঃ।৫৯ ননু উৎপন্নপ্রধ্বংসিত্বং বর্ণানাম্

ভাষ্যানুবাদ

[৭১৭পৃঃ]

অপেক্ষা না করিয়াই, স্পষ্টভাবে] প্রকাশিত হয়। [বহু বর্ণের দ্বারা অভিব্যক্ত হইলেও এই যে একত্বের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, ইহাই এই বিষয়ে প্রমাণ। প্রমাণসিদ্ধ বিষয়ের অপলাপ করা যায় না, ইহাই ভাব।৫৪ যদি বলা হয়—'ইহা একটী পদ', 'ইহা একটী বাক্য', ইত্যাদিপ্রকার যে একত্বজ্ঞান, তাহা পদস্ফোট ও বাক্যস্ফোট-বিষয়ে প্রমাণ নহে, কারণ তাহারা বর্ণসমূহকে অবলম্বনকারিনী এক একটী স্মৃতি-মাত্র। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর এই একত্বজ্ঞান বর্ণবিষয়িনী স্মৃতি নহে, যেহেতু [ত্রিক্ষণস্থায়ী] বর্ণসকল অনেক হওয়ায় [তাহারা] একত্বাবগাহী জ্ঞানের বিষয় হইবে, ইহা সঙ্গত নহে। [অতএব এইপ্রকার একত্বাবগাহি জ্ঞানের উপপত্তির জন্য স্ফোট স্বীকার করিতে হইবে, তাহা ছাগগলস্তনের ন্যায় অনাবশ্যক পদার্থ নহে।৫৫ কিন্তু সেই স্ফোটের উৎপত্তি যখন হইতেছে, তখন ধ্বংসও তাহার অবশ্যম্ভাবী। এতাদৃশ অনিত্য স্ফোটাত্মক শব্দ জগতের নিমিত্তকারণ কিপ্রকারে হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] প্রত্যেক উচ্চারণে ['ইহা সেই স্ফোট', এইপ্রকার] প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়া তাহার (—সেই স্ফোটের, নিত্যতা সিদ্ধ হয়। [সুতরাং জগতের নিমিত্তকারণ তাহা হইতে পারে।৫৬ কিন্তু বিভিন্ন পুরুষকর্তৃক উচ্চারিত উদাত্তাদি স্বরের বিভিন্নতাবশতঃ 'ইহা সেই স্ফোট', এইপ্রকার যে প্রত্যভিজ্ঞা, তাহা তো ভ্রমমাত্র, সুতরাং স্ফোটের নিত্যতা কিপ্রকারে সিদ্ধ হইবে? তদুত্তরে বলিতে-ছেন—] ভেদপ্রত্যয়ের বর্ণবিষয়তা থাকায় (—অনিত্য তত্তৎ বর্ণসকল বিভিন্ন হয় বলিয়া উদাত্তাদিস্বরভেদে তাহাদেরই বিভিন্নতা সিদ্ধ হওয়ায়) 'স্ফোটের নিত্যতার ব্যাঘাত হয় না'।৫৭ সেইহেতু (—এইরূপে স্ফোটবাদ নির্দ্দোষ হয় বলিয়া) অভি-ধায়ক (—বাচক) যে স্ফোটরূপ নিত্য শব্দ, তাহা হইতে অভিধেয়ভূত (—বাচ্য) যে ক্রিয়া কারক ও ফলাত্মক জগৎ, তাহা অভিব্যক্ত হয়, ইত্যাদি।৫৮ [ইহা পূর্ব্বপক্ষ]।

[জগৎকারণভূত নিত্য শব্দের স্বরূপ নিরূপণ। সিঃ—নিত্য বর্ণই শব্দ, সেই বিষয়ে যুক্তি।]

সিদ্ধান্ত—ভগবান্ উপবর্ষ (২৯) বলেন—বর্ণসকলই কিন্তু শব্দ (৩০), [নিত্য বর্ণ হইতে ভিন্ন স্ফোট নামক কোন নিত্য শব্দের অনুভব হয় না]।৫৯

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—কিন্তু বর্ণসকলের উৎপত্তি ও ধ্বংস বর্ণিত হইয়াছে (৪২)

ভাবদীপিকা

(২৯) 'কথাসরিৎসাগর' হইতে অবগত হওয়া যায়, ভগবান্ উপবর্ষ পাণিনির গুরু এবং সম্রাট্ নন্দের সভাপণ্ডিত 'বর্ষ' পণ্ডিতের ভ্রাতা।

(৩০) স্মরণ রাখিতে হইবে—**সিদ্ধান্তে** 'ক' 'খ' ইত্যাদি বর্ণসকল নিরবয়ব, কল্পান্তকালস্থায়ী আপেক্ষিক নিত্য ও আপেক্ষিক বিভু দ্রব্যপদার্থ, গুণপদার্থ নহে। ধ্বনিই গুণপদার্থ, তাহা অনিত্য। **ব্যাকরণ ও ন্যায়বৈশেষিকাদিমতে**—শব্দ গুণপদার্থ, অনিত্য ও তৃতীয়ক্ষণনাশ্য। সেই শব্দ দুইপ্রকার—১। ধ্বন্যাত্মক, যথা—বংশীধ্বনি, ইত্যাদি এবং ২। বর্ণাত্মক, যথা—'ক' 'খ' ইত্যাদি। **পূর্ব্বমীমাংসকমতে**—বর্ণসকল নিত্য, নিরবয়ব, বিভু ও দ্রব্যপদার্থ। ধ্বনি গুণপদার্থ, তাহা আকাশের গুণ নহে, পরন্তু বায়ুর গুণ। সিদ্ধান্তে (—বেদান্তমতে) একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই মুখ্য নিত্য ও মুখ্য বিভু। সেইহেতু বর্ণের বিভুত্বাদিকে 'আপেক্ষিক' বলা হইয়াছে। সিদ্ধান্তে বর্ণসকল কল্পান্তকালস্থায়ী হওয়ায় বেদও সুতরাং কল্পান্তকালস্থায়ী, ফলে অনিত্য হইয়া পড়ে, এইপ্রকার আশঙ্কার উদয় হয়। তদুত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন—বৈখরীরূপ, অর্থাৎ ব্যক্তশব্দাত্মক যে বেদ, তাহা কল্পান্তস্থায়ী হইলেও অব্যক্তশব্দাত্মক (—অব্যক্তবর্ণাত্মক), অর্থাৎ জ্ঞানাত্মক * যে বেদ, তাহা নিত্যপদার্থ, মহাপ্রলয়কালে জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্মে তাহা আশ্রিত থাকে (শ্বেঃ ৪।৮)। অনন্তর নবকল্পারম্ভে পরব্রহ্ম হইতে তাঁহার নিঃশ্বাসের ন্যায় হয় ইঁহার আবির্ভাব (বৃঃ ২।৪।১০), অনন্তর প্রথম সৃষ্ট হিরণ্যগর্ভ তাহা লাভ করেন (শ্বেঃ ৬।১৮)। [স্ফোটবাদিগণকে অনুসরণকরতঃ বেদের এই অবস্থাত্রয়কে যথাক্রমে 'পরা', 'পশ্যন্তী' ও 'মধ্যমা'

---

* প্রথমে যে বস্তু জ্ঞানাত্মকরূপে থাকে, পরে তাহাই শব্দানুবিদ্ধরূপে মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠে, ইহা অনুভবসিদ্ধ। যেমন ঘটোৎপাদনে প্রবৃত্তির পূর্ব্বে কুম্ভকারের মনে ঘটের যে রূপটীর স্ফুরণ হয়, তাহাকে জ্ঞানাত্মকই বলিতে হইবে। প্রথমতঃ সেই জ্ঞানে অনুবিদ্ধরূপে শব্দেরও স্ফুরণ হয় না। এই যে ঘটের জ্ঞানাত্মক অবস্থা, তাহা আরও কথঞ্চিৎ ব্যক্ত হইলে শব্দানুবিদ্ধ হইয়া পড়ে, অর্থাৎ 'এই ঘটটী এইপ্রকার হইবে', এইপ্রকারে শব্দ ও জ্ঞানাত্মক ঘটরূপ অর্থ যুগপৎ কুলালের মনে ভাসিয়া উঠে। এই যে শেষোক্ত চিন্তাত্মক অবস্থা, ইহাকে ঘটের জ্ঞানাত্মক অবস্থা ও শব্দাত্মক অবস্থা, উভয়ই বলা যায়। পাতঞ্জলগণ তো শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের মিশ্রিতাবস্থাই অঙ্গীকার করেন, যথা—"শব্দার্থপ্রত্যয়াঃ ইতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্কীর্ণাঃ, গৌরিতিশব্দঃ, গৌরিতি অর্থঃ, গৌরিতিজ্ঞানম্" ইত্যাদি (যোঃ সূঃ ১।৩।১৭ ব্যাসভাষ্য)। যাঁহারা বেদের শব্দমাত্রস্বরূপতা অঙ্গীকার করেন, সেই পূর্ব্বমীমাংসকগণও শব্দের সহিত জ্ঞানের মিশ্রিতাবস্থা অঙ্গীকার করেন, যথা—"ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে। অনুবিদ্ধমিবজ্ঞানং সর্ব্বং শব্দেন গৃহ্যতে" ॥ (শ্লোঃ বাঃ ৪ সূঃ ১৭৫ ন্যায়রত্নাকর)।—'লোকমধ্যে এমন কোন জ্ঞান নাই, যাহা শব্দের অনুগমব্যতিরেকে (—শব্দের দ্বারা অনুবিদ্ধ না হইয়া) গৃহীত হয়। জ্ঞানানুবিদ্ধরূপেই সকল পদার্থ শব্দের দ্বারা গৃহীত হয়'। এইরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে--কুলালকর্ত্তৃক ব্যক্তভাবে ঘটশব্দোচ্চারণ ও ঘটনির্ম্মাণের পূর্ব্বে তাহার মনে ঘটের যে অবস্থার উদয় হয়, তাহাকে শব্দাত্মক ও জ্ঞানাত্মক, এই উভয়ই বলিতে হয়। বেদস্থলেও তদ্রূপ বৈখরীরূপে অভিব্যক্তির পূর্ব্বে বেদের যে কথঞ্চিৎ ব্যক্তাবস্থা, তাহাকেও শব্দাত্মক ও জ্ঞানাত্মক, উভয়ই বলিতে হয়। এই অবস্থাতে জ্ঞানের প্রাধান্য থাকে, শব্দ কথঞ্চিৎ অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাতে, যখন শব্দের কথঞ্চিৎ অভিব্যক্তিও হয় নাই, বেদের সেই পরব্রহ্মাশ্রিত অবস্থাকে জ্ঞানাত্মক অবস্থাই বলিতে হইবে। সৎকার্য্যবাদে (—সিদ্ধান্তে ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে স্বীকৃত যে মতবাদে কার্য্য সূক্ষ্মরূপে কারণে বিদ্যমানই থাকে, তাহাতে) অবশ্য এই অবস্থাতেও সূক্ষ্মরূপে শব্দের বিদ্যমানতা অঙ্গীকার করিতে হয়, কিন্তু শব্দ তখনও ব্যক্ত হয় নাই বলিয়া এই অবস্থাকে মাত্র জ্ঞানাবস্থা বলিলে কোন বিরোধ হয় না। এইপ্রকার বস্তুস্থিতিকে লক্ষ্য করিয়া আমরা 'অব্যক্তশব্দাত্মক অর্থাৎ জ্ঞানাত্মক', এইপ্রকার শব্দপ্রয়োগ করিয়াছি। পুজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দজী বেদকে 'জ্ঞানরাশি' বলায় কেহ কেহ যে আক্ষেপ করেন, বিষয়টী এই ভাবে বুঝিলে সেই আক্ষেপের আর কোন হেতু থাকে না। "যাশ্চ বেদেষু দৃষ্টয়ঃ…তানি এভ্যঃ দদাত্যজঃ" (মহাঃ শাঃ ২৩১।৫৮), ইত্যাদি স্থলে বেদের জ্ঞানরূপতাও স্বীকৃত হইয়াছে। 'দৃষ্টি' শব্দের অর্থ জ্ঞান। বেদের এই যে পরব্রহ্মাশ্রিত জ্ঞানাত্মক সূক্ষ্মাবস্থা, তাহাকে এবং বেদের ব্যক্তাবস্থাতেও শব্দের সহিত জ্ঞান অনুবিদ্ধই থাকে বলিয়া সেই অবস্থাকেও 'জ্ঞানরাশি' বলিলে কোনপ্রকার বিরোধ হয় না। আবার সমান যুক্তিবলে পরব্রহ্মাশ্রিত বেদের যে জ্ঞানাত্মক সূক্ষ্মাবস্থা, তাহাতেও শব্দ সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান থাকায় এবং বেদের যে বৈখরীরূপ ব্যক্তাবস্থা, তাহাতে শব্দই প্রধান হওয়ায় বেদকে 'শব্দরাশি' বলিলেও কোন বিরোধ হয় না।

[৭১৫ পৃঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্

উক্তম্ ?৬০ তন্ন, 'তে এব' ইতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ ।৬১ সাদৃশ্যাৎ প্রত্যভিজ্ঞানং কেশাদিষু ইব ইতি চেৎ ?৬২ ন, প্রত্যভিজ্ঞানস্য প্রমাণান্তরেণ বাধানুপপত্তেঃ ।৬৩ প্রত্যভিজ্ঞানম্ আকৃতিনিমিত্তম্ ইতি চেৎ ?৬৪ ন, ব্যক্তিপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ ।৬৫ যদি হি প্রত্যুচ্চারণং গবাদিব্যক্তিবৎ অন্যাঃ অন্যাঃ বর্ণব্যক্তয়ঃ প্রতীয়েরন্, ততঃ আকৃতিনিমিত্তং প্রত্যভিজ্ঞানং স্যাৎ ।৬৬ ন তু এতদ্ অস্তি,

ভাষ্যানুবাদ

বাক্য) ।৬০ [সিদ্ধান্তীর সমাধান—] না, তাহা বলা যায় না, যেহেতু 'তাহারাই (—সেই বর্ণসকলই এই বর্ণ) এইপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞা হয় ।৬১ [সিদ্ধান্তে শঙ্কা—] যদি বলা হয়, [বর্ণসকলের] সাদৃশ্যবশতঃ প্রত্যভিজ্ঞা হয়, যেমন কেশ প্রভৃতিতে হইয়া থাকে (—মুণ্ডনের পর নূতন কেশের উদ্‌গম হইলেও সাদৃশ্যবশতঃ যেমন 'ইহা সেই কেশ', এইপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞা হয়, বিনষ্ট ও নবোৎপন্ন বর্ণসকলের বেলাতেও সেইপ্রকার বুঝিতে হইবে) ।৬২ [সিদ্ধান্তীর সমাধান—] তদুত্তরে বলিব, না, তাহা বলা যায় না ; কারণ অন্য প্রমাণের দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞার বাধ সঙ্গত নহে (—এতাদৃশস্থলে কেশের প্রত্যভিজ্ঞা ভ্রমমাত্র, কারণ নবোদ্‌গত কেশ যে পূর্ব্ববর্ত্তী কেশ হইতে ভিন্ন, ইহা প্রত্যক্ষপ্রমাণগম্য। বর্ণপ্রত্যভিজ্ঞার কিন্তু এতাদৃশ কোন বাধক প্রমাণ নাই) ।৬৩ [সিদ্ধান্তে শঙ্কা—] যদি বলা হয়, প্রত্যভিজ্ঞা আকৃতিরূপ (—জাতিরূপ) নিমিত্তবশতঃ হইয়া থাকে (—গত্বাদিরূপ জাতিকে অবলম্বনকরতঃ 'সেই এই গকার' ইত্যাদিপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে, গকারাদি ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া নহে) ।৬৪ [সিদ্ধান্তীর সমাধান—] তদুত্তরে বলিব, তাহাও বলা যায় না, কারণ প্রত্যভিজ্ঞা হয় ব্যক্তিবিষয়ক ।৬৫ [ইহাই পরিষ্কার করিতেছেন—] যদি প্রত্যেক উচ্চারণে গো প্রভৃতি ব্যক্তির ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন বর্ণব্যক্তিসকল প্রতীত হইত, তাহা হইলে প্রত্যভিজ্ঞা জাতিরূপ নিমিত্তবশতঃ হইত (৩১) ।৬৬ ইহা (—বিভিন্ন বর্ণব্যক্তির প্রত্যভিজ্ঞা) কিন্তু হয় না,

ভাবদীপিকা

অবস্থা বলা যাইতে পারে]। হিরণ্যগর্ভ হইতেই তাহা কল্পান্তকালস্থায়ী বৈখরীরূপ পরিগ্রহ করে (মুঃ ১।১।১)। এই সমস্ত বিষয় 'নিবেদন' মধ্যে আমরা আলোচনা করিয়াছি। পূর্ব্বমীমাংসক মহাপ্রলয় অঙ্গীকার করেন না, সেইহেতু বৈখরী বেদই অর্থাৎ ব্যক্তশব্দাত্মক বেদই তাঁহাদের মতে নিত্য, এই প্রভেদটুকু স্মরণীয়। (বিভিন্ন আকর অবলম্বনে এই বিচার আমাদের)।

(৩১) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—যেস্থলে জাতিকে অবলম্বন করিয়া প্রত্যভিজ্ঞা হয়, সেইস্থলে ব্যক্তিসকল অবশ্যই হয় বিভিন্ন। যেমন 'তুমি যে জল পান করিতেছ, আমিও সেই জল পান করিতেছি' ইত্যাদি। এইস্থলে একই জলকে উভয় মনুষ্য পান করিতে পারে না বলিয়া জল-ব্যক্তিকে অবশ্যই বহু ও ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তথাপি যে একত্বাবগাহী

শাঙ্করভাষ্যম্

বর্ণব্যক্তয়ঃ এব হি প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে ।৬৭ দ্বিঃ গোশব্দঃ উচ্চারিতঃ ইতি হি প্রতিপত্তিঃ, ন তু দ্বৌ গোশব্দৌ ইতি ।৬৮ ননু বর্ণাঃ অপি উচ্চারণভেদেন ভিন্নাঃ প্রতীয়ন্তে, দেবদত্তযজ্ঞদত্তয়োঃ অধ্যয়নধ্বনিশ্রবণাদেব ভেদপ্রতীতেঃ ইতি উক্তম্ ।৬৯ অত্র অভিধীয়তে—সতি বর্ণবিষয়ে নিশ্চিতে প্রত্যভিজ্ঞানে সংযোগবিভাগাভিব্যঙ্গ্যত্বাৎ বর্ণানাম্ অভিব্যঞ্জকবৈচিত্র্যনিমিত্তঃ অয়ং বর্ণবিষয়ঃ বিচিত্রঃ প্রত্যয়ঃ, ন

ভাষ্যানুবাদ

যেহেতু প্রত্যেক উচ্চারণে ['সেই এই গকার', ইত্যাদি এইরূপে অভিন্ন] বর্ণ-ব্যক্তিসকলেরই প্রত্যভিজ্ঞা হয় ।৬৭ [যথা] 'দুইবার [একই] গোশব্দ উচ্চারিত হইয়াছে', এইপ্রকার জ্ঞানই হয়, কিন্তু দুইটী গোশব্দ উচ্চারিত হইয়াছে এইপ্রকার জ্ঞান হয় না। [সেইহেতু এইস্থলে ব্যক্তির বিভিন্নতা সিদ্ধ হয় না বলিয়া জাতিকে অবলম্বন করিয়া প্রত্যভিজ্ঞা হয়, ইহা বলা যায় না] ।৬৮ [সিদ্ধান্তে শঙ্কা—] কিন্তু ইহা তো বলা হইয়াছে যে, বর্ণসকলও উচ্চারণভেদে বিভিন্নরূপে প্রতীত হয়, যেহেতু দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্তের অধ্যয়নধ্বনির শ্রবণ হইতেই [তত্তৎ বর্ণের] বিভিন্নতা প্রতিভাত হয় (৪৪ বাক্য) ।৬৯ [অতএব তারত্ব মন্দ্রত্বাদিভেদে গকারাদি বর্ণব্যক্তিসকলের বিভিন্নতা সিদ্ধ হয় বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞা হয় গত্বাদি জাতি-বিষয়ক, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সিদ্ধান্তীর সমাধান—] এই বিষয়ে বলা হইতেছে, ['সেই এই গকার', এইপ্রকার] বর্ণবিষয়ক নিশ্চিত প্রত্যভিজ্ঞা হইলে, বর্ণসকল [কণ্ঠ ও তালু প্রভৃতি স্থানে কোষ্ঠস্থ বায়ুর] সংযোগ ও বিভাগের দ্বারা অভিব্যক্ত হয় বলিয়া অভিব্যঞ্জকের বৈচিত্র্যবশতঃই বর্ণবিষয়ক [তারত্ব মন্দ্রত্ব প্রভৃতি] এই বিচিত্র জ্ঞান হইয়া থাকে, কিন্তু [বর্ণসকলের] স্বরূপনিমিত্ত নহে (৩২) ।৭০ আরও দেখ, ['ক'কার অনেক, 'খ'কার অনেক, এইপ্রকারে] বর্ণ-

ভাবদীপিকা

প্রত্যভিজ্ঞা হয়, তাহাকে জাতিবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞা বলিতে হইবে। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে—যেখানে জাতিবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞা হয়, সেখানে ব্যক্তি অবশ্যই হয় বহু। প্রস্তাবিত বর্ণ-প্রত্যভিজ্ঞাস্থলে কিন্তু বর্ণব্যক্তির বিভিন্নতা প্রতীত হয় না, ইহাই পরবর্তী বাক্যে বলিতেছেন—**নত্বু এতদ্**—'ইহ (—বিভিন্ন)' ইত্যাদি (৬৭ বাক্য)।

(৩২) এইস্থলে সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—বর্ণের একত্ববিষয়ক যে প্রত্যভিজ্ঞা হয়, তাহার অন্যথা হইতে পারে না, কারণ বস্তুর স্বরূপবিষয়ক জ্ঞান যে প্রকার, তাহার প্রত্যভিজ্ঞাও হয় সেইপ্রকার, ইহা অনুভবসিদ্ধ। তবে যে উদাত্তত্ব, অনুদাত্তত্ব প্রভৃতি ভেদে প্রত্যেক বর্ণের বিভিন্নতা প্রতিভাত হয়, কণ্ঠাদিস্থানে বায়ুর অভিঘাতাদিরূপ যে বর্ণের অভিব্যঞ্জক, সেই অভি-ব্যঞ্জকরূপ উপাধির বিভিন্নতাবশতঃ তাহা হইয়া থাকে। যেমন কুম্ভ ও কূপ প্রভৃতির বিভিন্নতা

শাঙ্করভাষ্যম্

স্বরূপনিমিত্তঃ।৭০ অপিচ বর্ণব্যক্তিভেদবাদিনা অপি প্রত্যভিজ্ঞানসিদ্ধয়ে বর্ণাকৃতয়ঃ কল্পয়িতব্যাঃ।৭১ তাসু চ পরোপাধিকঃ ভেদপ্রত্যয়ঃ ইতি অভ্যুপগন্তব্যম্।৭২ তদ্বরং বর্ণব্যক্তিষু এব পরোপাধিকঃ ভেদপ্রত্যয়ঃ, স্বরূপনিমিত্তং চ প্রত্যভিজ্ঞানম্ ইতি কল্পনালাঘবম্।৭৩ এষঃ এব চ বর্ণবিষয়স্য ভেদপ্রত্যয়স্য বাধকঃ প্রত্যয়ঃ

ভাষ্যানুবাদ

ব্যক্তিসকলের বিভিন্নতা যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকেও প্রত্যভিজ্ঞা সিদ্ধির জন্য ['কত্ব' প্রভৃতি] বর্ণনিষ্ঠ জাতিসকলের কল্পনা করিতে হইবে, [কারণ তাঁহাদের অভিমত ক্ষণিক বর্ণসকলের 'ইহা সেই বর্ণ', এইপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না।৭১ আর মাত্র 'কত্ব' 'খত্ব' ইত্যাদি জাতি কল্পনা করিলেই চলে না। কিন্তু 'উদাত্ত কত্ব', 'অনুদাত্ত কত্ব', এইপ্রকারে এক 'কত্ব' জাতিতেই যে ভেদ প্রতীত হয়, তাহার উপপত্তির জন্য] সেই [জাতি] সকলে অন্য [কোন] উপাধি প্রযুক্ত ভেদ জ্ঞান হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।৭২ তদপেক্ষা বর্ণব্যক্তিসকলেই [কণ্ঠাদিস্থানে বায়ুসংযোগাদিরূপ] অন্য উপাধিপ্রযুক্ত ['উদাত্ত গকার', 'অনুদাত্ত গকার', ইত্যাদি প্রকার] বিভিন্নতা জ্ঞান এবং [তত্তৎ বর্ণের] স্বরূপপ্রযুক্ত ['সেই এই গকার', এইপ্রকার] প্রত্যভিজ্ঞা অধিকতর শ্রেষ্ঠ, এইপ্রকারে কল্পনার লাঘব হয় (৩৩)।৭৩

ভাবদীপিকা

বশতঃ একই আকাশের বিভিন্নতা প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ। এইপ্রকারে তত্তৎ প্রত্যেক বর্ণের বিভিন্নতাসাধক যে তারত্ব মন্দ্রত্ব প্রভৃতি, তাহারা উপাধিনিমিত্তক হওয়ায় অন্যথাসিদ্ধ হইয়া পড়ে; বর্ণের বিভিন্নতা সিদ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু বর্ণব্যক্তির একত্বসাধক যে প্রত্যভিজ্ঞা, তাহা অন্যনিরপেক্ষ ও বর্ণমাত্রের স্বরূপাবগাহী হওয়ায় হয় অনন্যথাসিদ্ধ। যাহা অনন্যথাসিদ্ধ, তাহা যাহা অন্যথাসিদ্ধ, তাহা হইতে বলবান্। ফলে তত্তৎ প্রত্যেক বর্ণের যে বিভিন্নতা জ্ঞান, যাহা উপাধিনিমিত্তক হওয়ায় অন্যথাসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা তত্তৎ বর্ণের একত্বসাধক অনন্যথাসিদ্ধ, সুতরাং বলবতী প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা বাধিত হইয়া পড়ে। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছেন—"বাধকপ্রত্যয়াভাবাৎ" (৪৫ বাক্য), তাহা নিরাকৃত হইল। অতএব তত্তৎ গকারাদি প্রত্যেকটী বর্ণ অভিন্ন, তারত্ব মন্দ্রত্বাদিভেদে তাহাদের বিভিন্নতা সিদ্ধ হয় না এবং প্রত্যভিজ্ঞা হয় তত্তৎ বর্ণবিষয়ক, জাতিবিষয়ক নহে, ইহা সিদ্ধ হইল। তত্তৎ প্রত্যেকটী বর্ণ যে স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে, এইবিষয়ে অন্য যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—অপিচ—'আরও দেখ' ইত্যাদি (৭১ বাক্য)।

(৩৩) লক্ষ্য করিতে হইবে—অনিত্য বর্ণবাদী পূর্ব্বপক্ষীকে (১) অসংখ্য গকারাদি বর্ণ, (২) তাহাদের প্রত্যভিজ্ঞাসিদ্ধির জন্য গত্বাদি জাতি এবং (৩) উদাত্ত গত্ব, অনুদাত্ত গত্ব ইত্যাদি প্রকারে একই গত্বজাতির ভেদ সিদ্ধির জন্য কোনপ্রকার উপাধিকল্পনা করিতে হইতেছে। পক্ষান্তরে নিত্যবর্ণবাদীকে প্রত্যভিজ্ঞা সিদ্ধির জন্য সেই নিত্য বর্ণ হইতে অতিরিক্ত কিছুই কল্পনা

শাঙ্করভাষ্যম্

যৎ প্রত্যভিজ্ঞানম্ ।৭৪ কথং হি একস্মিন্ কালে বহূনাম্ উচ্চারয়তাম্ একঃ এব সন্ গকারঃ যুগপৎ অনেকরূপঃ স্যাৎ—উদাত্তশ্চ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বর্ণৈকত্বের প্রত্যভিজ্ঞাই বর্ণভেদের বাধক, উদাত্তত্ব প্রভৃতি উপাধিকৃত, সুতরাং মিথ্যা। বায়ুর সংযোগবিভাগ, অথবা ধ্বনিই সেই উপাধি।]

[যদি বলা হয়—উদাত্ত গকার অনুদাত্ত গকার, এইপ্রকারে যে তত্তৎ বর্ণ-ব্যক্তির ভেদজ্ঞান, তাহাকে উপাধিকৃত, সুতরাং মিথ্যা বলা যায় না, কারণ তাহার বাধক কেহ নাই (৩৪)। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] আর ইহাই বর্ণবিষয়ক বিভিন্নতাজ্ঞানের বাধক, যাহা ['সেই এই গকার', এইপ্রকার] প্রত্যভিজ্ঞা।৭৪ [আচ্ছা, তত্তৎ বর্ণের প্রত্যভিজ্ঞাসিদ্ধ একত্ব এবং উদাত্তত্বাদিভেদে ভিন্নত্ব, এই উভয়প্রকার জ্ঞানই যখন হইতেছে, তখন সেই জ্ঞানদ্বয়ের প্রামাণ্যসিদ্ধির জন্য বর্ণের ভেদাভেদকেই সত্য বলা উচিত (৩৫)। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—]

ভাবদীপিকা

করিতে হইতেছে না। 'উদাত্ত গকার অনুদাত্ত গকার' এইপ্রকারে একই বর্ণের বিভিন্নতা সিদ্ধির জন্য কণ্ঠাদিস্থানে বায়ুসংযোগাদিরূপ উপাধিকল্পনামাত্র করিতে হইতেছে। তাহাতে নিত্যবর্ণবাদী সিদ্ধান্তীর পক্ষে কল্পনালাঘব হইতেছে। অপরপক্ষে উদাত্তত্ব ও অনুদাত্তত্ব প্রভৃতি ভেদ সিদ্ধির জন্য উপাধিকল্পনা উভয়পক্ষেই সমান হওয়ায় প্রত্যেকটী বর্ণের অনন্ততা এবং সেই বর্ণসকলের জাতিকল্পনাবশতঃ পূর্ব্বপক্ষীর কল্পনাগৌরব দোষ হইয়া পড়িতেছে। সেইহেতু অসঙ্গত হওয়ায় তাহা গ্রহণীয় নহে।

(৩৪) ৪৫ সংখ্যক ভাষ্যবাক্যে পূর্ব্ববাদী বলিয়াছেন—"ন চ অয়ং বর্ণবিষয়ঃ অন্যথাত্বপ্রত্যয়ঃ মিথ্যাজ্ঞানং, বাধকাভাবাৎ" ইত্যাদি। ৭০ সংখ্যক ভাষ্যবাক্যে সামান্যভাবে পূর্ব্ববাদীর এই আপত্তি নিরাকৃত হইয়াছে (৩২ ভাবদীঃ)। এক্ষণে সেই বিষয়ে বিশেষভাবে বিচার করা হইতেছে।

(৩৫) এইস্থলে বর্ণের অনিত্যতাবাদী পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই—ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে, যাহারা বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট, তাহারা পরস্পর বিভিন্ন ; যেমন গোত্বধর্ম্মবিশিষ্ট গো, অশ্বত্বধর্ম্মবিশিষ্ট অশ্ব হইতে ভিন্ন। এই যুক্তি অনুসারে সুতরাং উদাত্তত্বাদি বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট গকারাদি বর্ণকে পরস্পর ভিন্ন বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে, যথা—উদাত্ত গকার অনুদাত্ত গকার হইতে ভিন্ন। এইপ্রকার অনুভবসিদ্ধ যে প্রত্যেকটী বর্ণের বিভিন্নতা, বর্ণের একত্ব প্রত্যভিজ্ঞা তাহার বাধক হইতে পারে না। যদি বলা হয়—প্রত্যেক বর্ণের একত্বসাধক যে 'সেই এই গকার' এইপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞা, তাহাও তো অনুভবসিদ্ধ ; ফলে তাহাও বাধিত হইতে পারে না। তদুত্তরে পূর্ব্ববাদী বলেন—উক্ত প্রকার অনুভবসিদ্ধ প্রত্যভিজ্ঞাবলে তত্তৎ গকারাদি প্রত্যেকটী বর্ণের একত্ব এবং 'উদাত্তত্বধর্ম্মবিশিষ্ট গকার অনুদাত্তত্বধর্ম্মবিশিষ্ট গকার হইতে ভিন্ন', এইপ্রকার অনুভববলে তত্তৎ গকারাদি প্রত্যেকটী বর্ণের বিভিন্নতা, এইপ্রকারে প্রত্যেকটী বর্ণের একত্ব ও বিভিন্নতা উভয়ই স্বীকার করিতে হইবে ; অর্থাৎ গকার একটীও বটে, আবার উদাত্তত্বাদিভেদে বিভিন্নও বটে, এইপ্রকারে প্রত্যেকটী বর্ণের ভেদাভেদ অঙ্গীকার করিতে হইবে। ["কথং হি" ইত্যাদি এই ৭৫

শাঙ্করভাষ্যম্

অনুদাত্তশ্চ সরিতশ্চ সানুনাসিকশ্চ নিরনুনাসিকশ্চ ইতি?৭৫ অথবা ধ্বনিকৃতঃ অয়ং প্রত্যয়ভেদঃ, ন বর্ণকৃতঃ ইতি অদোষঃ।৭৬ কঃ পুনঃ

ভাষ্যানুবাদ

গকার একই হইয়া বহু উচ্চারণকারীর নিকট একই সময়ে কিপ্রকারে অনেক-প্রকার হইবে, যথা—উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত সানুনাসিক এবং নিরনুনাসিক ইত্যাদি (৩৬)?৭৫ অথবা [একই বর্ণের] এই যে প্রত্যয়ভেদ (—উদাত্তাদিরূপে বিভিন্নপ্রকার জ্ঞান), তাহা হয় ধ্বনিকৃত, বর্ণকৃত নহে (—উদাত্ত ও অনুদাত্তাদি-ভেদে এক একটী বর্ণ অনেক হয় বলিয়া যে উদাত্ত গকার, অনুদাত্ত গকার,

ভাবদীপিকা

সংখ্যক ভাষ্যবাক্যকে কোন কোন টীকাকার ৭৬ সংখ্যক বাক্যে 'ধ্বনি' পক্ষের অবতারণা করিবার জন্য শঙ্কাকোটিরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা ন্যায়নির্ণয়কার ও ভাষ্যরত্নপ্রভা-কারকে অনুসরণ করিতেছি]।

(৩৬) এইস্থলে সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—একই গকার একই কালে উদাত্তত্ব ও অনুদাত্তত্ব ইত্যাদি ধর্ম্মভেদে ভিন্ন হইতে পারে না, কারণ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একত্র অবস্থিতি সম্ভব নহে, তাহা অনুভববিরুদ্ধও বটে। সেইহেতু একই বর্ণের তাদৃশ উদাত্তত্ব ও অনুদাত্তত্ব প্রভৃতি কৃত যে ভেদ, তাহাকে অবশ্যই ঔপাধিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর যাহা উপাধিকৃত, তাহা বস্তুর স্বরূপ না হওয়ায় হয় মিথ্যা। সেইহেতু 'একই বর্ণের একই কালে উদাত্তত্বাদি ভেদে অনেক-রূপতা অসঙ্গত', এই যুক্তিসহকৃত যে বর্ণের ['সেই এই গকার'—এইপ্রকার] একত্বপ্রত্যভিজ্ঞা, তাহা বর্ণের তাদৃশ ঔপাধিক, সুতরাং মিথ্যা বিভিন্নতাজ্ঞানকে অবশ্যই বাধিত করিবে। এক্ষণে **পূর্ব্ববাদী** সিদ্ধান্তীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—যে উপাধিবশতঃ বর্ণের উদাত্তত্ব প্রভৃতি বিভিন্নতাকে তুমি মিথ্যা বলিতেছ, সেই উপাধিটী কি? কণ্ঠাদিস্থানে বায়ুর সংযোগবিভাগকে তুমি উপাধি বলিতেছ (৭০ বাক্য)। কিন্তু তাহা যদি উপাধিরূপে গৃহীত হয়, তাহা হইলে তৎকৃত যে উদাত্তত্ব প্রভৃতি, তাহাদের প্রত্যক্ষ হইবে না। কেন হইবে না? বলিতেছি—**গুণ ও গুণী হয় একই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য,** ইহাই সর্ব্বানুভবসিদ্ধ নিয়ম। প্রস্তাবিতস্থলে কণ্ঠ-প্রভৃতিতে যে বায়ুর সংযোগ ও বিভাগ হয়, তাহা অতীন্দ্রিয় (—শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে) বলিয়া তদ্গত বৈচিত্র্য যে উদাত্তত্ব প্রভৃতি, তাহারাও সুতরাং শ্রোত্রেন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইবে না। তাহা কিন্তু হয় না, উদাত্তত্বাদি শ্রোত্রগ্রাহ্য হইয়াই থাকে। সেইহেতু উদাত্তত্ব প্রভৃতিকে ঔপাধিক বলা যায় না বলিয়া তৎকৃত যে বর্ণের বিভিন্নতাজ্ঞান, তাহা মিথ্যা নহে, সেইহেতু তাহা বাধিতও হয় না, ইহা বাধ্য হইয়া তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—এমন কোন নিয়ম নাই যে গুণীর (—আশ্রয়ের) গ্রহণ না হইলে গুণের (—আশ্রয়নিষ্ঠ ধর্ম্মের) গ্রহণ হইবে না, কারণ আকাশ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও, তাহার গুণ যে শব্দ (—ধ্বনি) তাহা সকলেই শ্রবণ করে। সুতরাং বায়ুর সংযোগাদিকে উপাধিরূপে অঙ্গীকার করিলে কোন দোষ হয় না। তথাপি "তুষ্যতু দুর্জ্জনঃ" ন্যায়াবলম্বনে বলিতেছেন—**অথবা** ইত্যাদি। (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ ও বার্তিকটীকা দ্রষ্টব্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

অয়ং ধ্বনিঃ নাম ?৭৭ যঃ দূরাৎ আকর্ণয়তঃ বর্ণবিবেকম্ অপ্রতিপদ্যমানস্য কর্ণপথম্ অবতরতি, প্রত্যাসীদতশ্চ পটুমৃদুত্বাদিভেদং বর্ণেষু আসঞ্জয়তি ।৭৮ তন্নিবন্ধনাশ্চ উদাত্তাদয়ঃ বিশেষাঃ, ন বর্ণস্বরূপনিবন্ধনাঃ ।৭৯ বর্ণানাং প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ ।৮০ এবং চ সতি সালম্বনাঃ উদাত্তাদিপ্রত্যয়াঃ ভবিষ্যন্তি ।৮১ ইতরথা হি বর্ণানাং প্রত্যভিজ্ঞায়মানানাং নির্ভেদত্বাৎ সংযোগবিভাগ-

ভাষ্যানুবাদ

এইপ্রকারে বিভিন্ন বর্ণের জ্ঞান হয়, তাহা নহে), এইহেতু কোন দোষ হয় না (৩৭) ।৭৬ আচ্ছা, এই ধ্বনি নামক পদার্থটী কি ? ৭৭ [তাহা বলিতেছেন—] দূর হইতে শ্রবণকারী যে ব্যক্তির নিকট বর্ণসকলের বিবেক (—বিভিন্নতাজ্ঞান) প্রতিভাত হয় না, তাহার কর্ণপথে যাহা অবতরণ করে (—বর্ণজ্ঞান ব্যতিরেকে সে যাহা শ্রবণ করে) এবং নিকটে উপবিষ্ট পুরুষের নিকট যাহা পটুত্ব ও মৃদুত্ব প্রভৃতি ভেদকে বর্ণসকলে আরোপ করে, তাহাই ধ্বনি (—বর্ণাতিরিক্ত শব্দই ধ্বনি) ।৭৮ উদাত্তত্ব প্রভৃতি বিশেষসকল তন্নিবন্ধনই (—সেই ধ্বনিরূপ উপাধিবশতঃই) হইয়া থাকে, কিন্তু বর্ণের স্বরূপরূপ নিমিত্তবশতঃ নহে ।৭৯ [যদি বলা হয়—অব্যক্ত বর্ণই তো ধ্বনি, তদতিরিক্ত কিছু নহে । তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহা বলিতে পার না,] যেহেতু প্রত্যেক উচ্চারণে ['ইহা সেই গকার', এইপ্রকারে] বর্ণসকলের প্রত্যভিজ্ঞা হয়, [ধ্বনি কিন্তু নিবৃত্ত হইয়া যায় (৩৮) ।৮০ আর এইপ্রকার হইলে (—ধ্বনিকে উপাধিরূপে অঙ্গীকার করিলে) উদাত্তাদি জ্ঞানসকল সালম্বন হইবে (—তাহাদের একটা হেতু প্রাপ্ত হওয়া যাইবে) ।৮১ অন্যথা (—ধ্বনিকে উদাত্তত্ব প্রভৃতির হেতুরূপে গ্রহণ না করিলে) যাহাদের প্রত্যভিজ্ঞা হয়, সেই বর্ণসকল

ভাবদীপিকা

(৩৭) এইস্থলে তৎপর্য্য এই—উদাত্তত্বাদিকে যদি তুমি বায়ুর সংযোগাদিরূপ উপাধিকৃত বলিয়া গ্রহণ না কর, তাহাদিগকে ধ্বনিরূপ উপাধিকৃত বলিয়াই তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে; বর্ণের স্বরূপ তাহারা কদাপি হইতে পারে না। অতএব ধ্বনিরূপ উপাধিকৃত হয় বলিয়া মিথ্যা যে বর্ণবিষয়ক উদাত্ত গকার, অনুদাত্ত গকার, এইপ্রকার বিভিন্নতা জ্ঞান, তাহা অবশ্যই বর্ণবিষয়ক একত্ব প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা বাধিত হইবে। [রত্নপ্রভাকার, ন্যায়নির্ণয়কার ও প্রকটার্থকার এই ধ্বনিপক্ষকে সিদ্ধান্তীর স্বমত এবং বায়ুর সংযোগবিভাগপক্ষকে পরমত (—সিদ্ধান্তৈকদেশীর মত) বলিয়াছেন ।

(৩৮) 'ধ্বনি নিবৃত্ত হইয়া যায়', ইহার তাৎপর্য্য—'সেই এই উদাত্ত গকার', 'সেই এই অনুদাত্ত গকার', এইপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞা হয় না, পরন্তু 'ইহা সেই গকার' এইপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞাই হইয়া থাকে। অতএব প্রত্যেক উচ্চারণে বর্ণ থাকিয়া যায় এবং ধ্বনি নিবৃত্ত হইয়া যায় বলিয়া ধ্বনি ও বর্ণের ভেদ সিদ্ধ হয়। সেইহেতু অব্যক্ত বর্ণকে ধ্বনি বলা যায় না।

শাঙ্করভাষ্যম্

কৃতাঃ উদাত্তাদিবিশেষাঃ কল্প্যেরন্।৮২ সংযোগবিভাগানাং চ অপ্রত্যক্ষত্বাৎ ন তদাশ্রয়াঃ বিশেষাঃ বর্ণেষু অধ্যবসিতুং শক্যন্তে ইতি অতঃ নিরালম্বনাঃ এব এতে উদাত্তাদিপ্রত্যয়াঃ স্যুঃ।৮৩ অপিচ নৈব এতৎ অভিনিবেষ্টব্যম্ উদাত্তাদিভেদেন বর্ণানাং প্রত্যভি-জ্ঞায়মানানাং ভেদঃ ভবেৎ ইতি।৮৪ নহি অন্যস্য ভেদেন অন্যস্য অভিদ্যমানস্য ভেদঃ ভবিতুম্ অর্হতি।৮৫ নহি ব্যক্তিভেদেন জাতিং

ভাষ্যানুবাদ

অভিন্ন হওয়ায় উদাত্তত্ব প্রভৃতি বিশেষসকল [কণ্ঠাদিস্থানে কোষ্ঠস্থ বায়ুর] সংযোগ ও বিভাগকৃত হয়, ইহা কল্পনা করিতে হইবে।৮২ [হউক, তাহাতে দোষ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর [বায়ুর উক্তপ্রকার] সংযোগ ও বিভাগসকল অপ্রত্যক্ষ হওয়ায় (—শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য না হওয়ায়) তদাশ্রিত [উদাত্তত্ব প্রভৃতি] বিশেষসকলকে বর্ণসকলে নিশ্চয় করিতে (—বর্ণসকলকে উদাত্ত বা অনুদাত্ত ইত্যাদিরূপে গ্রহণ করিতে) পারা যায় না, এইহেতু এইসকল উদাত্তাদিবিষয়ক জ্ঞান অবশ্যই নিরালম্বন হইয়া পড়িবে (৩৯)। [তাহা না হউক, সেইহেতু ধ্বনিকেই বর্ণসকলে উদাত্তত্বাদি আরোপের হেতুভূত উপাধি বলিয়া বুঝিতে হইবে]।৮৩ আর এইপ্রকার আগ্রহ করা উচিত নহে যে, যাহাদের প্রত্যভিজ্ঞা হয়, সেই বর্ণসকলের বিভিন্নতা উদাত্তত্ব প্রভৃতির বিভিন্নতার দ্বারা [সিদ্ধ] হইবে (—উদাত্ত, অনুদাত্ত ইত্যাদিভেদে বর্ণসকল বিভিন্ন হইবে)।৮৪ যেহেতু যাহার (—যে বর্ণের) বিভিন্নতা সম্ভব হয় না, [ধ্বনিরূপ] একের বিভিন্নতাবশতঃ সেই [বর্ণরূপ] অপরের বিভিন্নতা হওয়া উচিত নহে।৮৫

ভাবদীপিকা

(৩৯) ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বার্ত্তিকটীকাকারের ব্যাখ্যানুসারে বায়ুর কণ্ঠাদিদেশে সংযোগ-বিভাগকে বর্ণনিষ্ঠ উদাত্তত্ব প্রভৃতির হেতুরূপে গ্রহণ করিলেও কোন দোষ হয় না, ইহা আকাশ ও শব্দের (—ধ্বনির) দৃষ্টান্তাবলম্বনে ৩৬ সংখ্যক ভাবদীপিকার শেষাংশে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে ভগবান্ ভাষ্যকার যে বলিতেছেন—"বায়ুর সংযোগবিভাগ অপ্রত্যক্ষ বলিয়া…উদাত্তাদিবিষয়ক-জ্ঞান অবশ্যই নিরালম্বন হইয়া পড়িবে", ইত্যাদি; তাহা "ধ্বনিরূপ পরিহারান্তর দ্যোতনের জন্য এবং বর্ণের একত্বপ্রত্যভিজ্ঞা যে ধ্বনিরূপ উপাধিকৃত তাদৃশ উদাত্তত্ব প্রভৃতির বাধক, ইহা স্ফুটীকরণের জন্য" (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ)। সুতরাং বর্ণের উদাত্তত্ব প্রভৃতি সিদ্ধির জন্য বায়ুসংযোগ-বিভাগপক্ষ এবং ধ্বনিপক্ষ, উভয়ই যে সিদ্ধান্তপক্ষ, ইহাই নির্ণীত হইতেছে। কেহ যদি বলেন—আকাশ ও শব্দরূপ একটীমাত্র দৃষ্টান্তবলে "গুণ ও গুণী একই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য" এই সর্ব্বজনস্বীকৃত নিয়মের ব্যভিচার অঙ্গীকারকরতঃ বায়ুর সংযোগবিভাগপক্ষকেও সিদ্ধান্ত-পক্ষরূপে গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। এতাদৃশ শঙ্কার উত্তরে বার্ত্তিকনামক টীকার রচয়িতা বলেন— 'আমাদের মতে বায়ুর সংযোগাদিপক্ষে উক্ত নিয়মের ব্যভিচার হয় না; কারণ "সাশ্রয়াণাম্ এব

শাঙ্করভাষ্যম্

ভিন্নাং মন্যন্তে ।৮৬ বর্ণেভ্যশ্চ অর্থপ্রতীতেঃ সম্ভবাৎ স্ফোটকল্পনা অনর্থিকা ।৮৭ ন কল্পয়ামি অহং স্ফোটং, প্রত্যক্ষম্ এব তু এনম্ অবগচ্ছামি, একৈকবর্ণগ্রহণাহিতসংস্কারায়াং বুদ্ধৌ ঝটিতি প্রত্যবভাসনাৎ ইতি চেৎ ?৮৮ ন, অস্যা অপি বুদ্ধেঃ বর্ণবিষয়ত্বাৎ ।৮৯ একৈকবর্ণগ্রহণোত্তরকালা হি ইয়ম্ একা বুদ্ধিঃ 'গৌঃ' ইতি সমস্তবর্ণবিষয়া, ন অর্থান্তরবিষয়া ।৯০ কথম্ এতৎ অবগম্যতে ।৯১ যতঃ অস্যাম্ অপি বুদ্ধৌ গকারাদয়ঃ বর্ণাঃ অনুবর্ত্তন্তে, নতু দকারাদয়ঃ ।৯২

ভাষ্যানুবাদ

ব্যক্তির বিভিন্নতা বশতঃ কেহ জাতিকে নিশ্চয়ই বিভিন্ন মনে করে না (—গোব্যক্তিসকল বিভিন্ন হইলেও গোত্বজাতি যেমন হয় অভিন্নই, তদ্রূপ উদাত্তাদিভেদে ধ্বনিসকল বিভিন্ন হইলেও তাহাতে অনুগত বর্ণসকল বিভিন্ন হয় না ; পরন্তু হয় অভিন্ন ও নিত্যই ।৮৬ এইপ্রকারে বর্ণসকলের নিত্যতা প্রমাণিত করিয়া তাহারাই যে অর্থের বাচক, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য স্ফোটকে বিঘটিত করিতেছেন—] আর বর্ণসকল হইতেই অর্থজ্ঞান সম্ভব বলিয়া স্ফোটকল্পনা অনর্থক ।৮৭

[সিঃ—বর্ণের দ্বারা স্ফোটাভিব্যক্তির অসম্ভাবনা। একত্বাবগাহিজ্ঞান হয় বর্ণবিষয়ক স্মৃতি।]

স্ফোটবাদী যদি বলেন—আমি স্ফোট কল্পনা করিতেছি না, কিন্তু ইহাকে প্রত্যক্ষই অবগত হইতেছি, যেহেতু এক একটী বর্ণবিষয়ক জ্ঞানদ্বারা যাহাতে সংস্কার আহিত (—স্থাপিত, উৎপাদিত) হইয়াছে, সেই বুদ্ধিতে ['ইহা একটী পদ', এইরূপে একত্বজ্ঞানের বিষয়রূপে এই স্ফোট] ঝটিতি (—অন্য কোন কারণ ব্যতিরেকে সহসা) প্রকাশিত হয়, ইত্যাদি ।৮৮ [সিদ্ধান্তী তদুত্তরে বলেন—] না, তাহা বলা যায় না, যেহেতু এই [একত্বাবগাহী] বুদ্ধিরও বিষয় হয় বর্ণ ।৮৯ [যে জ্ঞানে যে পদার্থ প্রকাশিত হয়, সেই জ্ঞানই সেই পদার্থবিষয়ে প্রমাণ। প্রস্তাবিত স্থলে] এক একটী বর্ণজ্ঞানের পরবর্ত্তিকালে 'গৌঃ' এইপ্রকারে [গকার ঔকার ও বিসর্গ, এই] সমস্ত বর্ণবিষয়ক একটী বুদ্ধিই উদিত হয়, কিন্তু অন্য বস্তুবিষয়ক (—বর্ণাতিরিক্ত স্ফোটবিষয়ক) বুদ্ধি উদিত হয় না। [সেইহেতু সেই বুদ্ধি স্ফোটবিষয়ে প্রমাণ নহে] ।৯০ কি প্রকারে ইহা অবগত হওয়া যায়

ভাবদীপিকা

শব্দাদীনাং প্রত্যক্ষগোচরত্বাভ্যুপগমাৎ, গুণগুণিনোঃ তাদাত্ম্যাৎ"। অর্থাৎ "গুণ ও গুণী (—ধ্বনিরূপ শব্দ ও আকাশ) তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অবস্থান করে বলিয়া আকাশরূপ আশ্রয়ের সহিতই শব্দের প্রত্যক্ষ আমরা অঙ্গীকার করি"। অতএব ইঁহার মতে **শব্দশ্রবণকালে আকাশেরও শ্রাবণ প্রত্যক্ষ অঙ্গীকৃত হয়,** ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে। ভগবান্ ভাষ্যকার স্বয়ংও দ্রব্যব্যতিরেকে গুণ নামক কোন পদার্থই স্বীকার করিতেছেন না, ইহা "তস্মাৎ দ্রব্যাত্মকতা গুণস্য" (২।২।১৭ সূঃ, ১৪ বাক্য) ইত্যাদি ভাষ্যগ্রন্থে বলিয়াছেন। এইসকল বিষয় প্রণিধানযোগ্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

যদি হি অস্যাঃ বুদ্ধেঃ গকারাদিভ্যঃ অর্থান্তরং স্ফোটঃ বিষয়ঃ স্যাৎ, ততঃ দকারাদয়ঃ ইব গকারাদয়ঃ অপি অস্যাঃ বুদ্ধেঃ ব্যাবর্ত্তেরন্।৯৩ নতু তথা অস্তি।৯৪ তস্মাৎ ইয়ম্ একবুদ্ধিঃ বর্ণবিষয়া এব স্মৃতিঃ।৯৫ ননু অনেকত্বাৎ বর্ণানাং ন একবুদ্ধিবিষয়তা উপপদ্যতে ইতি উক্তম্।৯৬ তৎ প্রতিব্রূমঃ—সম্ভবতি অনেকস্যাপি একবুদ্ধিবিষয়ত্বং,

ভাষ্যানুবাদ

(—বর্ণসকলই বুদ্ধির বিষয় হয়, স্ফোট নহে, এই বিষয়ে একপক্ষপাতিনী যুক্তি কি)?৯১ [তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু [গৌঃ] এই বুদ্ধিতেও গকারাদি বর্ণসকলই অনুবৃত্ত হইতেছে (—থাকিয়া যাইতেছে), কিন্তু দকারাদি 'অন্য বর্ণসকল অনুবৃত্ত হইতেছে না'।৯২ [কিন্তু 'গৌঃ' এই পদস্ফোটের ব্যঞ্জকরূপে গকারাদি বর্ণের অনুবৃত্তি আবশ্যক, দকারাদি বর্ণের তাহা নাই। তদুত্তরে বলিতেছেন—] গকারাদি হইতে ভিন্ন বস্তু যে স্ফোট, তাহা যদি [গৌঃ] এই বুদ্ধির বিষয় হইত, তাহা হইলে দকারাদির ন্যায় গকারাদিও এই বুদ্ধি হইতে নিবৃত্ত হইত (৪০)।৯৩ তাহা কিন্তু হয় না (—'গৌঃ' এইপ্রকার বুদ্ধিতে গকারাদি বর্ণসকল অনুবৃত্ত থাকেই)।৯৪ সেইহেতু (—অনুবৃত্ত গকারাদি বর্ণসকলের দ্বারা 'গৌঃ' এই পদস্ফোটের অভিব্যক্তি সম্ভব হয় না বলিয়া) এই যে ['গৌঃ' ইত্যাকারা] একটী বুদ্ধি (—জ্ঞান), তাহা হয় বর্ণবিষয়ক (—বর্ণসমূহকে অবলম্বনকারিণী) স্মৃতিই, [স্ফোটবিষয়ক জ্ঞান নহে]।৯৫

[সিঃ—বর্ণসকলের ও পদসকলের একত্বাবগাহী ঔপচারিকজ্ঞান সম্ভব বলিয়া তৎসিদ্ধির জন্য স্ফোট স্বীকার্য্য নহে।]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়, বর্ণসকল অনেক হওয়ায় তাহাদের একই বুদ্ধির বিষয় হওয়া সঙ্গত নহে, [সেইহেতু স্ফোট স্বীকার্য্য], ইহা বলা হইয়াছে (৫৫ বাক্য)।৯৬ [সিদ্ধান্তীর সমাধান—] আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করিতেছি—অনেক পদার্থেরও একই বুদ্ধির বিষয় হওয়া সম্ভব। যেহেতু পংক্তি বন সেনা দশ শত সহস্র ইত্যাদি

ভাবদীপিকা

(৪০) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—যাহার দ্বারা যদ্বিষয়ক জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানে সেই ব্যঞ্জক বস্তুটীও অনুস্যূত থাকে, ইহা বলা যায় না। যেমন ধূমরূপ লিঙ্গের দ্বারা বহ্নিবিষয়ক জ্ঞান হয়; সেই বহ্নিজ্ঞানে বহ্নিভিন্ন যে ধূম, তাহা অনুস্যূত থাকে না। অথবা যেমন যে লক্ষণের দ্বারা লক্ষ্য বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে, সেই লক্ষণটী ও সেই লক্ষ্য বস্তুতে অনুস্যূত থাকে না। এইপ্রকারে গকারাদি বর্ণাতিরিক্ত যে 'গৌঃ' এই পদস্ফোট, তদ্বিষয়ক জ্ঞান যদি গকারাদির দ্বারা হইত, অর্থাৎ গকারাদি যদি সেই পদস্ফোটের অভিব্যঞ্জক হইত, তাহা হইলে সেই স্ফোটের অনভিব্যঞ্জক দকারাদির ন্যায়ই, অভিব্যঞ্জক গকারাদিও আর সেই জ্ঞানে অনুস্যূত থাকিতে পারিত না। তাহা কিন্তু হয় না; গকারাদি সেই জ্ঞানে অনুস্যূত থাকেই। সেইহেতু গকারাদি বর্ণরূপ ব্যঞ্জকের দ্বারা 'গৌঃ' এই পদস্ফোট অভিব্যক্ত হয়, ইহা আর সিদ্ধ হয় না।

শাঙ্করভাষ্যম্

পংক্তিঃ বনং সেনা দশ শতং সহস্রম্ ইত্যাদি দর্শনাৎ।৯৭ যা তু 'গৌঃ ইতি এক অয়ং শব্দঃ' ইতি বুদ্ধিঃ, সা বহুষু এব বর্ণেষু একার্থাবচ্ছেদনিবন্ধনা ঔপচারিকী, বনসেনাদিবুদ্ধিবৎ এব।৯৮ অত্র আহ—যদি বর্ণাঃ এব সামস্ত্যেন একবুদ্ধিবিষয়তাম্ আপদ্যমানাঃ পদং স্যুঃ, ততঃ জারা রাজা, কপিঃ পিকঃ ইত্যাদিষু পদবিশেষপ্রতিপত্তিঃ ন স্যাৎ; তে এব হি বর্ণাঃ ইতরত্র চ ইতরত্র চ প্রত্যব-

ভাষ্যানুবাদ

[স্থলে তাহা] পরিদৃষ্ট হয়।৯৭ [যদি বলা হয়—পংক্তি ও বন ইত্যাদিস্থলে যে একত্ববুদ্ধি হয়, তাহা তত্তৎ বস্তুসকল একদেশে থাকে বলিয়াই হইয়া থাকে, অর্থাৎ একদেশস্থতারূপ উপাধিবশতঃই উক্তপ্রকার একত্বের বোধ হয়। প্রস্তাবিত 'গৌঃ' ইহা একটী শব্দ', ইত্যাদিস্থলে সেই একত্ববোধক উপাধিটী কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু 'গৌঃ' ইহা একটী শব্দ', এইপ্রকার যে [একত্ব] বুদ্ধি, তাহা বহু বর্ণে একার্থাবচ্ছেদনিবন্ধন (—বহু বর্ণ মিলিত হইয়া একটী বিষয়ের জ্ঞান উৎপাদন করে বলিয়া) বন ও সেনা প্রভৃতি বিষয়িণী [একত্ব] বুদ্ধির ন্যায় ঔপচারিকীই হইয়া থাকে (৪১)।৯৮

[সিঃ—আরোপিতক্রমযুক্ত বর্ণই অর্থবোধের হেতু, স্ফোট নহে।]

পূর্ব্বপক্ষী স্ফোটবাদী এখানে বলেন—যদি বর্ণসকলই মিলিতভাবে একটী জ্ঞানের বিষয়ভাব প্রাপ্ত হইয়া পদ হয়, তাহা হইলে জারা ও রাজা, কপি ও পিক ইত্যাদিস্থলে বিভিন্ন পদের জ্ঞান হইবে না ; কারণ সেই বর্ণসকলই ভিন্ন ভিন্ন স্থলে (—জারা ও রাজা ইত্যাদি উভয়স্থলে) প্রতীত হইতেছে ইত্যাদি (৪২)।৯৯ [সিদ্ধান্তী—] এইবিষয়ে আমরা বলিতেছি, সমস্ত বর্ণের প্রত্যবমর্শ (—জ্ঞান)

ভাবদীপিকা

(৪১) বৃক্ষ বহু হইলেও একদেশস্থতাপ্রযুক্ত 'একটী বন', সৈন্য বহু হইলেও একদেশস্থতাপ্রযুক্ত 'একটী সেনাবাহিনী', এইপ্রকারে বহু পদার্থাবগাহী হইলেও যেমন একত্বের জ্ঞান হয় বলিয়া তাদৃশ জ্ঞানকে ঔপচারিক (—গৌণ) জ্ঞান বলা হয়। প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ বহু বর্ণ মিলিত হইয়া একটী পদরূপে একটী পদার্থের জ্ঞান উৎপাদন করে বলিয়া, অথবা বহু পদ মিলিত হইয়া একটী বাক্যরূপে একটী প্রধান অর্থের জ্ঞান উৎপাদন করে বলিয়া, একার্থবোধকত্ববশতঃ এতাদৃশ একত্বজ্ঞানকেও গৌণ জ্ঞানই বলিতে হইবে। একার্থবোধকত্বই এইস্থলে উপাধি। এইপ্রকারে অনেক বর্ণের ও অনেক পদের ঔপাধিক, সুতরাং গৌণ একত্বজ্ঞান সম্ভব হওয়ায় এবং বন ও সেনা ইত্যাদিস্থলে তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ হওয়ায় সেই একত্বজ্ঞানসিদ্ধির জন্য স্ফোটস্বীকার অসঙ্গত।

(৪২) এইস্থলে পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই—বর্ণসকল অভিন্ন হইলেও জারা, রাজা ইত্যাদিস্থলে পদগুলি যখন বিভিন্ন হইয়া যায় এবং তাহাদের অর্থও যখন হয় ভিন্ন ভিন্ন, তখন বর্ণাতিরিক্ত স্ফোটাখ্য পদ তোমাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ভাসন্তে ইতি।৯৯ অত্র বদামঃ—সত্যপি সমস্তবর্ণপ্রত্যবমর্শে যথাক্রমানুরোধিন্যঃ এব পিপীলিকাঃ পংক্তিবুদ্ধিম্ আরোহন্তি, এবং ক্রমানুরোধিনঃ এব বর্ণাঃ পদবুদ্ধিম্ আরোক্ষ্যন্তি।১০০ তত্র বর্ণানাম্ অবিশেষে অপি ক্রমবিশেষকৃতা পদবিশেষপ্রতিপত্তিঃ ন বিরুধ্যতে।১০১ বৃদ্ধব্যবহারে চ ইমে বর্ণাঃ ক্রমাদ্যনুগৃহীতাঃ গৃহীতার্থবিশেষসম্বন্ধাঃ সন্তঃ স্বব্যবহারে অপি একৈকবর্ণগ্রহণানন্তরং সমস্তপ্রত্যবমর্শিন্যাং বুদ্ধৌ তাদৃশাঃ এব প্রত্যবভাসমানাঃ তং তম্ অর্থম্ অব্যভিচারেণ প্রত্যায়য়িষ্যন্তি ইতি বর্ণবাদিনঃ লঘীয়সী

ভাষ্যানুবাদ

হইলেও ক্রমানুরোধিনী পিপীলিকাসকলই যেমন 'পংক্তি' ইত্যাকারা বুদ্ধিতে আরোহণ করে (—পিপীলিকাসকল ক্রমশঃ একটীর পর অন্যটী শ্রেণীবদ্ধভাবে গমন করিলে যেমন 'ইহা পিপীলিকা পংক্তি' এইপ্রকার জ্ঞান হয়), এইপ্রকারে ক্রমানুরোধী বর্ণসকল পদবুদ্ধিতে আরোহণ করিবে (—ক্রমশঃ উচ্চারিত বর্ণসকলই পদরূপে বিজ্ঞাত হইবে)।১০০ সেইস্থলে (—জারা ও রাজা ইত্যাদিস্থলে) বর্ণসকলের বিভিন্নতা না থাকিলেও বিভিন্নপ্রকার ক্রমবশতঃ বিভিন্ন পদের জ্ঞান বিরুদ্ধ নহে।১০১ (৪৩) আর বৃদ্ধ ব্যবহারে ক্রমাদির দ্বারা অনুগৃহীত এই বর্ণসকল অর্থবিশেষের সহিত গৃহীতসম্বন্ধ হইয়া নিজের ব্যবহারকালেও একএকটী বর্ণের জ্ঞান হইবার অব্যবহিত পরে সমস্ত বর্ণের জ্ঞানাশ্রয়ভূতা বুদ্ধিতে সেইপ্রকারেই প্রকাশিত হইয়া সেই সেই অর্থকে অব্যভিচরিতভাবে বোধ করাইবে, এইপ্রকারে বর্ণবাদীর কল্পনা হইবে লঘু (৪৪)।১০২ স্ফোটবাদিগণের কিন্তু দৃষ্টহানি (—বর্ণ-

ভাবদীপিকা

(৪৩) স্ফোটবাদী যদি বলেন—সিদ্ধান্তী তুমি বর্ণসকলকে নিত্য ও বিভুরূপে অঙ্গীকার কর। কিন্তু তাহা স্বীকার করিলে বর্ণসকলের কোনপ্রকার ক্রম স্বীকার করা চলে না; কারণ নিত্যপদার্থের কালতঃ কোনপ্রকার ক্রম এবং বিভুপদার্থের দেশতঃ কোনপ্রকার ক্রম সম্ভব নহে। সুতরাং নিত্য ও বিভু বর্ণসকলের কোনপ্রকার বাস্তবিক ক্রম সম্ভব নহে বলিয়া বিভিন্ন বর্ণের ক্রমিক মিলন জনিত পদভাবপ্রাপ্তি সম্ভব হয় না। আবার পদভাবপ্রাপ্তি সম্ভব না হওয়ায় 'রাজা' বা 'বন' ইত্যাদি শব্দ হইতে যে অর্থবোধ হয়, যথাক্রমে 'জারা' বা 'নব' ইত্যাদি শব্দ হইতেও সেইপ্রকার অর্থবোধ হইতে কোন বাধা থাকে না, কারণ বর্ণসকল উভয়ত্রই অভিন্ন। অতএব তত্তৎ একই বর্ণোচ্চারণ হইতে বিভিন্ন অর্থ প্রতীতির জন্য বর্ণাতিরিক্ত, অথচ বর্ণের দ্বারা অভিব্যক্ত স্ফোট পদার্থ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—**বৃদ্ধব্যবহারে**— 'আর বৃদ্ধব্যবহারে, ইত্যাদি।

(৪৪) ১।১।৪ অধিঃ ২ বর্ণকে অন্বিতাভিধানবাদ বর্ণনপ্রসঙ্গে বর্ণিত বৃদ্ধব্যবহারদ্বারা শব্দের শক্তিগ্রহপ্রক্রিয়া দ্রষ্টব্য। প্রস্তাবিতস্থলে তাৎপর্য্য এই—বৃদ্ধব্যক্তি যে ক্রমে বর্ণসকল উচ্চারণ

শাঙ্করভাষ্যম্

কল্পনা।১০২ স্ফোটবাদিনস্তু দৃষ্টহানিঃ অদৃষ্টকল্পনা চ।১০৩ বর্ণাশ্চ ইমে ক্রমেণ গৃহ্যমাণাঃ স্ফোটং ব্যঞ্জয়ন্তি, সঃ স্ফোটঃ অর্থং ব্যনক্তি

ভাষ্যানুবাদ

সকলের অর্থবোধনসামর্থ্যরূপ দৃষ্ট বিষয়ের পরিত্যাগ) এবং [স্ফোটরূপ] অদৃষ্ট বিষয়ের কল্পনা হইয়া পড়িবে।১০৩ [আরও কি হইবে, তাহা বলিতেছেন—]

ভাবদীপিকা

করেন, ব্যুৎপত্তিদশাতে তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রোতা বালক সেই ক্রমটিকেই বর্ণসকলে আরোপ করে। আর উক্তপ্রকার ক্রমবিশিষ্ট বর্ণসকল শ্রবণ করিয়া অন্য বয়স্ক পুরুষ যে প্রকার ব্যবহার করে, তাহা অবলোকন করিয়া 'এই এই বর্ণ এতাদৃশ ক্রমে উচ্চারিত হইলে এইপ্রকার অর্থবোধ করায়,' এইপ্রকারে তত্তৎ অর্থকে সেই সেই ক্রমোচ্চারিত বর্ণসকলের বাচ্যরূপে মনে করে। পরবর্ত্তি-কালে শ্রোতা সেই বালক যখন স্বয়ং ব্যবহার করে, তখন উক্ত বর্ণসকল পূর্ব্বানুভূত ক্রমানুসারেই তাহার স্মৃতিতে আরূঢ় হইয়া সেইপ্রকারেই উচ্চারিত হয় ও শ্রোতার অর্থবোধ সম্পাদন করে। অতএব ইহাই সিদ্ধ হয় যে, নিত্য ও বিভু বর্ণসকলের কোনপ্রকার বাস্তব ক্রম সম্ভব না হইলেও, যে ক্রমে তাহারা পুরুষকর্ত্তৃক উচ্চারিত ও অনুভূত হয়, সেই ক্রমেই একস্মৃতিতে আরূঢ় হইয়া তাহারা অর্থবোধ সম্পাদন করে। সেইহেতু 'রাজা' = র্‌+আ+জ্‌+আ, এই বর্ণগুলির একস্মৃত্যারূঢ় অবস্থা হইতে যে অর্থের বোধ হয়, তাহা আর 'জারা' = জ্‌+আ+র্‌+আ, এই বর্ণগুলির এক-স্মৃত্যারূঢ় অবস্থা হইতে, হইতে পারে না। ফলে ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, সমান বর্ণযুক্ত বিভিন্নশব্দের অর্থবোধের জন্যও স্ফোট স্বীকারের আবশ্যকতা নাই। কোন কোন স্ফোটবাদী বলেন—ক্রম বুদ্ধির ধর্ম্ম, বর্ণের নহে ; কারণ পুরুষের বুদ্ধিতেই তাহার প্রতীতি হয়। সুতরাং যে ক্রম বর্ণের ধর্ম্ম নহে, তাহার দ্বারা 'জারা' 'রাজা' ইত্যাদিস্থলে জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য সম্পাদিত হইতে পারে না। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—ক্রম বুদ্ধির ধর্ম্মই হউক, অথবা পাতঞ্জলগণের সম্মত (যোঃ সূঃ ৩।১৭ ভাষ্য) ধ্বনির ধর্ম্মই হউক, শ্রোতার বুদ্ধিতে সামানাধিকরণ্যবশতঃ তাহা বর্ণে আরোপিত হইয়া পড়ে। সুতরাং বর্ণের নিজস্ব ক্রম না থাকিলেও এই আরোপিত বিভিন্ন ক্রমানুসারে একস্মৃত্যারূঢ় বর্ণসকল হইতে বিভিন্নপ্রকার অর্থবোধের ব্যাঘাত হয় না বলিয়া তজ্জন্য স্ফোট স্বীকারের কোনই আবশ্যকতা নাই। যাহাহউক, এইপ্রকার প্রবল যুক্তিসত্ত্বেও, স্ফোটবাদী তুমি যদি বর্ণসকলের অর্থবোধকতা স্বীকার করিতে সম্মত না হও, তাহা হইলে তোমাকে বলিব, 'যে হেতুসকলের বলে তুমি বর্ণসকলের অর্থবোধকতাকে নিরাকরণ করিতেছ, সেই হেতুসকলই বর্ণসকলের স্ফোটব্যঞ্জকতাকেও নিরাকরণ করিয়া ফেলিবে'। আর যদি কোনপ্রকারে কোন যুক্তিবলে তুমি বর্ণসকলের স্ফোটাভিব্যঞ্জকতা সিদ্ধ কর, তাহা হইলে সেইপ্রকারে সেই যুক্তিবলে স্ফোটকে অভিব্যক্ত না করিয়াই সাক্ষাদ্ভাবে তাহারা অর্থকেই অভিব্যক্ত করিবে, ইহা কোন যুক্তিবলেই তুমি নিরাকরণ করিতে পার না। এইপ্রকারে বর্ণাতিরিক্ত স্ফোট অঙ্গীকার না করিয়া বর্ণ ও তাহাতে আরোপিত ক্রম অঙ্গীকারের দ্বারাই অর্থবোধ সম্ভব হওয়ায় বর্ণবাদী সিদ্ধান্তীর পক্ষে হয় কল্পনার লঘুতা। পক্ষান্তরে কি হইবে, তাহা বলিতেছেন—**স্ফোটবাদিনস্তু** 'স্ফোটবাদিগণের' ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি গরীয়সী কল্পনা স্যাৎ।১০৪ অথাপি নাম প্রত্যুচ্চারণম্ অন্যে অন্যে বর্ণাঃ স্যুঃ, তথাপি প্রত্যভিজ্ঞালম্বনভাবেন বর্ণসামান্যানাম্ অবশ্যাভ্যুপগন্তব্যত্বাৎ যা বর্ণেষু অর্থপ্রতিপাদনপ্রক্রিয়া রচিতা, সা সামান্যেষু সঞ্চারয়িতব্যা।১০৫ ততশ্চ নিত্যেভ্যঃ শব্দেভ্যঃ দেবাদিব্যক্তীনাং প্রভবঃ ইতি অবিরুদ্ধম্ ।১০৬॥১।৩।২৮॥

ভাষ্যানুবাদ

আর এই বর্ণসকল ক্রমশঃ গৃহীত হইয়া স্ফোটকে অভিব্যক্ত করে, সেই স্ফোট অর্থকে প্রকাশিত করে, এইপ্রকারে কল্পনাগৌরব [দোষ] হইয়া পড়িবে।১০৪

[সিঃ—প্রৌঢ়িবাদাবলম্বনে বর্ণসকলের অনিত্যতা অঙ্গীকার করিয়াও স্ফোটবাদনিরাকরণ।]

[এইপ্রকারে স্ফোটবাদ নিরাকৃত হইয়া বর্ণবাদ স্থাপিত হইল। এক্ষণে প্রৌঢ়িবাদাবলম্বনে বর্ণসকলের অনিত্যতা অঙ্গীকার করিয়াও স্ফোটবাদ নিরাকরণ করিতেছেন—] আচ্ছা, প্রত্যেক উচ্চারণে বর্ণসকল যদি ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহা হউক ; কিন্তু তাহা হইলেও প্রত্যভিজ্ঞার আশ্রয়রূপে বর্ণনিষ্ঠ [কত্ব, খত্ব ইত্যাদি] জাতিসকলকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় বলিয়া (৩১ ভাবদীঃ) বর্ণসকলে অর্থ-প্রতিপাদনের যে প্রক্রিয়া রচিত হইয়াছে (৪৫), তাহা [বর্ণনিষ্ঠ] জাতিসকলে সঞ্চারণ করিতে (৪৬) হইবে।১০৫ আর সেইহেতু (—নিত্য ও বিভু বর্ণসকল আরোপিত বিভিন্ন ক্রমযুক্ত হইয়া বিভিন্নপ্রকার অর্থের বাচক হয় বলিয়া) নিত্য-শব্দসকল (—বর্ণসকল) হইতে দেবাদিব্যক্তিসকলের হয় উৎপত্তি, ইহাতে কোন বিরোধ নাই।১০৬॥১।৩।২৮॥

অতএব চ নিত্যত্বম্ ॥১।৩।২৯॥

সূত্রার্থ—[বেদস্য নিত্যত্বং দ্রঢ়য়তি—] চকারঃ—কত্রস্মরণাদিহেত্বন্তরসমুচ্চয়ার্থঃ। অত-এব—নিয়তাকৃতেঃ দেবাদেঃ জগতঃ বেদশব্দপ্রভবত্বাদেব, [বেদস্য] **নিত্যত্বম্** [প্রত্যেতব্যম্]।

অনুবাদ—[বেদের নিত্যতাকে দৃঢ় করিতেছেন—] চকারটি বেদরচয়িতার অস্মরণ ইত্যাদি অন্য হেতু সমুচ্চয়ের জন্য (৪৭ ভাবদীঃ), **অতএব**—নিত্যজাতিবিশিষ্ট দেবাদি জগৎ বৈদিক শব্দ হইতেই উৎপন্ন হয় বলিয়া [বেদের] **নিত্যত্বম্**—নিত্যতাকে অবগত হইতে হইবে।

ভাবদীপিকা

(৪৫) "বর্ণেভ্যশ্চ অর্থপ্রতীতেঃ সম্ভবাৎ" (৮৭ বাক্য) ইত্যাদি ভাষ্য এবং ৪৪ সংখ্যক ভাবদীপিকা দ্রষ্টব্য।

(৪৬) এইস্থলে অভিপ্রায় এই—বৃদ্ধব্যবহারের দ্বারা সূচিত প্রক্রিয়াবলে (৪৪ ভাবদীঃ) যাহাদের সঙ্গতি গৃহীত হইয়াছে, সেই ক্রমবিশিষ্ট নিত্যবর্ণসকল অর্থবোধের কারণ না হইয়া তত্তৎ বর্ণনিষ্ঠ যে কত্বাদিজাতিসকল, তাহারাই পূর্বোক্তপ্রকারে গৃহীতসঙ্গতি ও ক্রমবিশিষ্ট হইয়া অর্থবোধ সম্পাদন করিবে। তজ্জন্য অপ্রসিদ্ধ স্ফোটকল্পনার কোনই আবশ্যকতা নাই।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্বতন্ত্রস্য কর্ত্তুঃ অস্মরণাদিভিঃ স্থিতে বেদস্য নিত্যত্বে দেবাদি-ব্যক্তিপ্রভবাভ্যুপগমেন তস্য বিরোধম্ আশঙ্ক্য "অতঃ প্রভবাৎ" (১।৩।২৮) ইতি পরিহৃত্য ইদানীং তদেব বেদনিত্যত্বং স্থিতং দ্রঢ়য়তি—"অতএব চ নিত্যত্বম্" ইতি ।১ 'অতএব' নিয়তাকৃতেঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—পূর্ব্বনির্ণীত বেদনিত্যতার দৃঢ়ীকরণ ।]

স্বাধীন কর্ত্তার স্মরণ না হওয়া ইত্যাদি (৪৭) হেতুসকলবশতঃ বেদের নিত্যতা সিদ্ধ হইলে, দেবাদিব্যক্তির উৎপত্তি স্বীকারের দ্বারা তাহার (—বেদের সেই নিত্যতার) বিরোধ আশঙ্কা (৪৮) করিয়া "অতঃ প্রভবাৎ" ইত্যাদি সূত্রাংশে তাহাকে পরিহার করতঃ এক্ষণে সেই স্থিত (—সিদ্ধ) বেদনিত্যতাকেই [ভগবান্ সূত্রকার] দৃঢ় করিতেছেন—"অতএব চ নিত্যত্বম্" ইত্যাদি ।১ অতএব, অর্থাৎ নিয়ত

ভাবদীপিকা [বেদের অপৌরুষেয়ত্বে যুক্তি]

(৪৭) "কর্ত্তুঃ অস্মরণাদিভিঃ" ইত্যাদি বাক্যে ভগবান্ উত্তরমীমাংসাভাষ্যকার পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের ১।১।৫ সূত্রভাষ্যে 'শব্দার্থসম্বন্ধাপৌরুষেয়ত্ববাদ'-বিষয়ক বিচারে অবধারিত সিদ্ধান্তকে লক্ষ্য করিলেন। তত্রস্থ বিচারের স্থূল সারার্থ এই—সিদ্ধান্তী বলেন, 'বেদের রচয়িতা কর্ত্তা কেহ নাই। কারণ তাদৃশ কর্ত্তা যদি থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার স্মরণ হইত। যদি বলা হয়—সুদীর্ঘকালব্যবধানবশতঃ কর্ত্তার নাম বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন হইয়াছে। যেমন হিমালয়ে কূপ ও উপবনাদি পরিদৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাদের কর্ত্তা কে ছিলেন, তাহা ইদানীন্তনকালে আর অবগত হওয়া যায় না। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—তাহা যে জানা যায় না, তাহার হেতু রাষ্ট্রবিপ্লবাদিবশতঃ দেশের ও কুলের উৎসাদন, অর্থাৎ যাহারা সেই কূপাদির কর্ত্তাকে জানিত, তাহারা দেশত্যাগ করায় বা মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় সেই কর্ত্তা বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন হইয়াছে। প্রস্তাবিত বেদস্থলে কিন্তু অবিচ্ছিন্নভাবে গুরু-শিষ্য সম্প্রদায় অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং বেদের কর্ত্তা যদি কেহ থাকিতেন, তিনি উক্ত কূপাদির কর্ত্তার ন্যায় নিশ্চয় বিস্মৃত হইতেন না। যদি বলা হয়—ঘট সকলেই ব্যবহার করে, কিন্তু অনাবশ্যক ও অনাদরবশতঃ ঘটকর্ত্তা কুম্ভকারকে যেমন কেহ স্মরণ করে না; প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ অনাবশ্যক ও অনাদরবশতঃ বেদকর্ত্তাকে কেহ স্মরণ করিত না, এইভাবে স্মৃত না হইতে হইতে তিনি বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন হইয়াছেন। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—"যেমন বৌদ্ধ প্রভৃতি মতাবলম্বিগণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না জানিতে পারেন 'ইহা বুদ্ধের উক্তি', ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই উক্তিতে বিশ্বাস করেন না, বা তদনুযায়ী সাধনাদিতে প্রবৃত্ত হন না" (শ্লোকবাঃ সম্বন্ধাক্ষেপ, ১২৪—২৫); প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ যে বেদ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়সের হেতু, তাহার কর্ত্তা যদি কেহ থাকিতেন, তাহা অবগত না হইয়া তৎবোধিত কর্ম্মাদিতে প্রবৃত্তি কাহারও হইত না। সেই কর্ত্তাকে অবগত না হইয়াই কিন্তু আবহমানকাল হইতে বেদোক্ত কর্ম্মাদিতে মনুষ্যের প্রবৃত্তি হইতেছে। সেইহেতু বেদের কর্ত্তা কেহ নাই, ইহাই নির্নীত হয়। আর ভগবান্ বুদ্ধের প্রতি অনুরক্ত বৌদ্ধ-

শাঙ্করভাষ্যম্

দেবাদেঃ জগতঃ বেদশব্দপ্রভবত্বাৎ বেদশব্দে নিত্যত্বম্ অপি প্রত্যেতব্যম্।২ তথাচ মন্ত্রবর্ণঃ—"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়ম্ আয়ন্ তাম্ অন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্" (ঋক্ সং ১০।৭১।৩) ইতি স্থিতাম্ এব বাচম্ অনুবিন্নাং দর্শয়তি।৩ বেদব্যাসশ্চ এবম্ এব স্মরতি—"যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ। লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা" (মহাভাঃ শাঃ ২১০।১৯) ইতি।৪॥১।৩।২৯॥

ভাষ্যানুবাদ

(—নিত্য) জাতিবিশিষ্ট যে দেবাদি জগৎ, তাহা বৈদিক শব্দ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া বৈদিকশব্দের নিত্যতাও স্বীকার করিতে হইবে।২ যেমন দেখ, 'যজ্ঞের (—পূর্ব্বকৃত পুণ্যকর্ম্মের) দ্বারা বাক্যের (—বেদের) পদবীয়কে (—লাভযোগ্যতাকে) প্রাপ্ত হইয়া [যাজ্ঞিকগণ, বিশ্বামিত্রাদি] ঋষিগণের মধ্যে প্রবিষ্ট (—স্থিত) তাহাকে (—সেই বেদকে) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন", ইত্যাদি মন্ত্রবর্ণ স্থিত ও অনুবিন্ন (—পূর্ব্ব হইতে অবস্থিত ও উপলব্ধ) বেদকেই প্রদর্শন করিতেছে।৩ বেদব্যাসও এইপ্রকারই স্মরণ করিতেছেন, যথা—["পূর্ব্বকল্পে যাঁহারা বিদ্যমান ছিলেন] যুগান্তে অন্তর্হিত ইতিহাসের (৪৯) সহিত সেই বেদসকলকে মহর্ষিগণ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত (—উপদিষ্ট) হইয়া পূর্ব্বে (—কল্পাদিতে) লাভ করিয়াছিলেন", ইত্যাদি।৪॥ ১।৩।২৯॥

ভাবদীপিকা

গণের ন্যায় প্রস্তাবিতস্থলে বেদে অনুরক্তগণের অনাদর ও অনাবশ্যকতার প্রশ্নও উঠে না। আবার লোকমধ্যেও দেখা যায়—উপদেষ্টার আপ্তত্ব (—যথার্থবক্তৃত্ব) বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াই লোকের আদরপূর্ব্বক তদুপদিষ্ট বিষয়ে প্রবৃত্তি হয়। প্রস্তাবিতস্থলেও বেদকর্ত্তা যদি কেহ থাকিতেন, তাঁহার আপ্তত্ববিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য তদ্বিষয়ক জ্ঞানের আবশ্যকতা হইত। সুতরাং অনাবশ্যকতা ও অনাদর বেদকর্ত্তার বিস্মৃতির প্রতি হেতু নহে। বেদ অনাদি ও অপৌরুষেয় হওয়ায়, অর্থাৎ কোন পুরুষ কর্ত্তৃক রচিত না হওয়ায় তৎকর্ত্তার নাম কেহ জানেন না, ইত্যাদি। [বিস্তৃত আকরে দ্রষ্টব্য]।

(৪৮) ইন্দ্রাদি দেবতার উৎপত্তি হইলে হিরণ্যগর্ভরূপ প্রথম জীব, তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের ইন্দ্রাদি নামকরণ করেন। সুতরাং ইন্দ্রাদি বৈদিক শব্দসকল পৌরুষেয় হইয়া পড়ায় বেদও পৌরুষেয় ও অনিত্য হইয়া পড়েন, এইপ্রকার বিরোধ আশঙ্কা করিয়া, ইহাই ভাব। [১০ সংখ্যক ভাবদীঃ দ্রষ্টব্য]। লক্ষ্য করিতে হইবে—পূর্ব্বমীমাংসাতে বেদনিত্যতা বিশেষভাবে স্থাপিত হইলেও উপরোক্ত অধিক আশঙ্কার সমাধানের জন্য বেদনিত্যতাবিষয়ে "অতঃ প্রভবাৎ" (১।৩।২৮) ইত্যাদি এবং এই সূত্র রচিত হইয়াছে।

(৪৯) এখানে ইতিহাস বলিতে পৌরুষেয় মহাভারতাদি গ্রহণীয় নহে। পরন্তু "ত্রয়ো হ উদ্গীথে কুশলাঃ বভূবুঃ" (ছাঃ ১।৮।১) "দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্" ইত্যাদি বৈদিক পুরাবৃত্তকে গ্রহণ করিতে হইবে (ন্যায়রক্ষামণিঃ)। বৃঃ ২।৪।১০ ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ ॥১।৩।৩০॥

পদচ্ছেদ—সমাননামরূপত্বাৎ, চ, আবৃত্তৌ, অপি, অবিরোধঃ, দর্শনাৎ, স্মৃতেশ্চ।

সূত্রার্থ—[মহাপ্রলয়ে আকৃতেঃ অপি অনিত্যত্বাং শব্দার্থসম্বন্ধস্য অনিত্যত্ববিরোধঃ তদবস্থঃ এব ইতি আশঙ্ক্য পরিহরতি—] **আবৃত্তৌ অপি**—সুষুপ্তিপ্রবধয়োঃ ইব সৃষ্টিপ্রলয়য়োঃ আবৃত্তৌ অপি, [প্রলয়কালে প্রপঞ্চস্য সংস্কারাত্মনা অবিদ্যায়াং বিদ্যমানত্বেন উত্তরকল্পপ্রপঞ্চস্য] **সমাননামরূপত্বাৎ**—পূর্ব্বকল্পপ্রপঞ্চসমাননামরূপত্বাৎ, **অবিরোধঃ**—শব্দার্থসম্বন্ধস্য অনিত্যত্বরূপবিরোধঃ নাস্তি। [কথং সমাননামরূপত্বম্ অবগম্যতে? উচ্যতে—] **দর্শনাৎ**—"ধাতা যথাপূর্ব্বম্ অকল্পয়ৎ" (ঋক্‌সং ১০।১৯০।৩) ইত্যাদি শ্রুতৌ তদ্দর্শনাৎ, **চ**—তথা, **স্মৃতেঃ**—"যথা ঋতুষু ঋতুলিঙ্গানি" (মহাভাঃ শাঃ ২৩১।৭২) ইত্যাদি স্মৃতেঃ। সূত্রস্থঃ প্রথমঃ 'চ'শব্দঃ—"উত্তরসৃষ্টিঃ পূর্ব্বসৃষ্টিসজাতীয়া, কর্ম্মফলত্বাৎ পূর্ব্বসৃষ্টিবৎ" ইতি অনুমানং সমুচ্চিনোতি।

অনুবাদ—[মহাপ্রলয়ে জাতিও অনিত্য (—বিনষ্ট) হয় বলিয়া (১৭ ভাবদীঃ); শব্দ ও [জাতিরূপ] অর্থের যে সম্বন্ধ, তাহার অনিত্যত্বরূপ (—নিত্যসম্বন্ধাভাবরূপ) বিরোধ সেই অবস্থাতেই থাকিয়া যায়, এইপ্রকার আশঙ্কা করিয়া পরিহার করিতেছেন—] **আবৃত্তৌ অপি**—সুষুপ্তি এবং জাগরণের ন্যায় সৃষ্টি এবং প্রলয়ের আবৃত্তি হইলেও, [প্রলয়কালে জগৎপ্রপঞ্চ সংস্কাররূপে অবিদ্যাতে বিদ্যমান থাকে বলিয়া পরবর্ত্তী কল্পের যে জগৎপ্রপঞ্চ, তাহা] **সমাননামরূপত্বাৎ**—পূর্ব্বকল্পীয় জগৎপ্রপঞ্চের সমান নামরূপযুক্ত হয়, সেইহেতু **অবিরোধঃ**—শব্দ ও [জাতিরূপ] অর্থের যে সম্বন্ধ, তাহার অনিত্যতারূপ বিরোধ হয় না। [আচ্ছা, সমাননামরূপতা কিপ্রকারে অবগত হওয়া যায়? তাহা বলা হইতেছে—] **দর্শনাৎ**—যেহেতু "বিধাতা পূর্ব্ববর্ত্তী কল্পের ন্যায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে তাহা পরিদৃষ্ট হয়। **চ**—এবং, **স্মৃতেঃ**—যেহেতু "যেমন ঋতুসকলে [নবপত্রপল্লবাদি] ঋতুর নানারূপ চিহ্নসকল" ইত্যাদি স্মৃতি আছে। সূত্রস্থ প্রথম চকারটী—'পরবর্ত্তী সৃষ্টি পূর্ব্ববর্ত্তী সৃষ্টির সমানজাতীয়, যেহেতু তাহা কর্ম্মের ফলস্বরূপ যেমন পূর্ব্বসৃষ্টি", এই অনুমানকে অপর হেতুরূপে উপস্থাপিত করিতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

অথাপি স্যাৎ যদি পশ্বাদিব্যক্তিবৎ দেবাদিব্যক্তয়ঃ অপি সন্তত্যা এব উৎপদ্যেরন্ নিরুধ্যেরংশ্চ, ততঃ অভিধানাভিধেয়াভিধাতৃব্যবহারাবিচ্ছেদাৎ সম্বন্ধনিত্যত্বেন বিরোধঃ শব্দে পরিহ্রিয়েত।১ যদা তু খলু সকলং ত্রৈলোক্যং পরিত্যক্তনামরূপং নির্লেপং

ভাষ্যানুবাদ

[পুঃ—মহাপ্রলয়ে শব্দ ও জাতিরূপ অর্থের নিত্যসম্বন্ধ সম্ভব না হওয়ায় বেদের অন্যনিরপেক্ষ প্রামাণ্য ব্যাহত।]

পূর্ব্বপক্ষ—আচ্ছা এইপ্রকারও বলা যাইতে পারে—যদি পশু প্রভৃতি ব্যক্তির ন্যায় দেবতা প্রভৃতি ব্যক্তিসকলও প্রবাহাকারে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইত, তাহা হইলে অভিধান, অভিধেয় ও অভিধাতার (—নাম, তাহার বিষয় ও তাহার প্রয়োগকর্ত্তার) যে ব্যবহার, তাহার বিচ্ছেদ না হওয়ায় [তত্তৎ ব্যক্তিনিষ্ঠ জাতিরূপ অর্থ ও তদ্বাচক শব্দের] সম্বন্ধের নিত্যতার দ্বারা [বৈদিক] শব্দে বিরোধ পরিহার করা যাইত।১

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রলীয়তে, প্রভবতি চ অভিনবম্ ইতি শ্রুতিস্মৃতিবাদাঃ বদন্তি, তদা কথম্ অবিরোধঃ ইতি ?২ তত্র ইদম্ অভিধীয়তে—'সমাননামরূপত্বাৎ' ইতি।৩ তদাপি সংসারস্য অনাদিত্বং তাবৎ অভ্যুপগন্তব্যম্।৪

ভাষ্যানুবাদ

কিন্তু [মহাপ্রলয়কালে] সমুদায় বিশ্ব নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া নিঃশেষে লয়প্রাপ্ত হয় এবং [পরবর্তী কল্পে] নূতনভাবে অভিব্যক্ত হয়, শ্রুতি ও স্মৃতিসকল যখন এই-প্রকার বলিতেছেন, তখন [শব্দ ও জাতিরূপ অর্থের নিত্য সম্বন্ধে] অবিরোধ (৫০) কি প্রকারে হইবে ?২

[সিঃ—মহাপ্রলয়ান্তে নবকল্পারম্ভে পূর্ব্বকল্পবৎ বৈদিক শব্দার্থস্মৃতি ও তন্মূলক ব্যবহার সম্ভব।]

সিদ্ধান্ত—সেই বিষয়ে ইহা বলা হইতেছে—"যেহেতু নাম ও রূপ সমান," ইত্যাদি।৩ [ইহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য সংসারের অনাদিত্বকে উপস্থাপন করিতে-ছেন—] তাহা হইলেও (—মহাপ্রলয়ে বিনাশ ও নবকল্পারম্ভে নবসৃষ্টি অঙ্গীকার করিলেও) সংসারের অনাদিত্বকে স্বীকার করিতে হইবে (৫১)।৪ [কিন্তু সৃষ্টি যে

ভাবদীপিকা

(৫০) মহাপ্রলয়ে প্রজাপতির অধিকারশেষে তাঁহার দেহবিয়োগকালে মূলাবিদ্যা ব্যতিরেকে সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়। ফলে শব্দ ও অর্থের যে সম্বন্ধ, তাহাও বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া বৈদিক শব্দ ও অর্থের নিত্যসম্বন্ধও ব্যাহত হইয়া পড়ে। আর তাহার ফলে ঔৎপত্তিকসূত্রে (পূঃ মীঃ ১।১।৫) প্রতিপাদিত বেদের অন্যনিরপেক্ষ প্রামাণ্য ও অপৌরুষেয়ত্ব ব্যাহত হইয়া পড়ে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়। (১০ ভাবদীঃ দ্রঃ)।

(৫১) সিদ্ধান্তে ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে সৎকার্য্যবাদ * অঙ্গীকৃত হয়। যে মতবাদে কারণে কার্য্য সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান থাকে, তাহাকে বলে **সৎকার্য্যবাদ**। সাংখ্য ও পাতঞ্জলগণ এই মত-বাদী। এই মতবাদে কোন বস্তুর নিঃশেষে ধ্বংস স্বীকৃত হয় না, অতিসূক্ষ্ম সংস্কাররূপে তাহা কারণে বর্ত্তমান থাকেই। এইভাবে অনাদি সৃষ্টিপ্রবাহ চলিতেছে। সৃষ্টিকালে তাহা নামরূপ-যুক্তরূপে অভিব্যক্ত হয়, মহাপ্রলয়কালে বীজরূপা মূলাবিদ্যাতে সংস্কাররূপে অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং শব্দ, অর্থ ও তাহাদের যে সম্বন্ধ, তাহারাও নিঃশেষে বিনষ্ট হয় না বলিয়া অনিত্য হইয়া পড়ে না। সেইহেতু শব্দ ও অর্থের নিত্যসম্বন্ধের ব্যাহতি না হওয়ায় বেদের অন্যনিরপেক্ষ প্রামাণ্য ব্যাহত হয় না। আর নবকল্পারম্ভে ইন্দ্রাদির উৎপত্তি হইলে সঙ্কেতকর্ত্তা পুরুষের বুদ্ধিসাপেক্ষ তাঁহাদের নামকরণ হয় বলিয়া বেদবাক্যের অর্থজ্ঞানে প্রমাণান্তরসাপেক্ষতারূপ যে দোষ উদ্ভাবিত হইয়াছে (১০ ভাবদীঃ) ; তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ বিষম সৃষ্টি হইলেই পুরুষকর্ত্তৃক সঙ্কেতের আবশ্যকতা থাকে, তুল্য সৃষ্টিতে তাহা নাই। পরকল্পীয় ইন্দ্রাদির পূর্ব্বকল্পীয় ইন্দ্রাদির সমান নাম ও রূপ হওয়ায়, কোন পুরুষকর্ত্তৃক সঙ্কেতের অপেক্ষা থাকে না। ফলে বেদবাক্যের অর্থজ্ঞানে প্রমানান্তরসাপেক্ষতা না থাকায় বেদের অন্যনিরপেক্ষ প্রামাণ্য ব্যাহত হয় না। সৎকার্য্য-বাদে এইভাবে অনাদি সৃষ্টি অঙ্গীকৃত হওয়ায় উক্ত দোষসকল এইরূপে নিরাকৃত হইয়া পড়ে।

* পারমার্থিক দৃষ্টিতে সিদ্ধান্তী 'সৎকারণবাদী'। এই মতে কারণস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুই একমাত্র সৎ পদার্থ ; কার্য্যরূপে যাহা প্রতিভাত হইতেছে, তাহা অনির্ব্বচনীয়, মিথ্যা। ২।১।৩ অধিঃ ২২ ভাবদীঃ দ্রষ্টব্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রতিপাদয়িষ্যতি চ আচার্য্যঃ সংসারস্য অনাদিত্বম্—"উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতেচ" (২।১।৩৬) ইতি।৫ অনাদৌ চ সংসারে যথা স্বাপ-প্রবধয়োঃ প্রলয়প্রভবশ্রবণেঽপি পূর্ব্বপ্রবোধবৎ উত্তরপ্রবোধে অপি ব্যবহারাৎ ন কশ্চিৎ বিরোধঃ, এবং কল্পান্তরপ্রভবপ্রলয়য়োঃ অপি ইতি দ্রষ্টব্যম্।৬ স্বাপপ্রবোধয়োশ্চ প্রলয়প্রভবৌ শ্রূয়েতে—"যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি, অথ অস্মিন্ প্রাণে এব একধা ভবতি, তদা এনং বাক্ সর্ব্বৈঃ নামভিঃ সহ অপ্যেতি, চক্ষুঃ সর্ব্বৈঃ রূপৈঃ সহ অপ্যেতি, শ্রোত্রং সর্ব্বৈঃ শব্দৈঃ সহ অপ্যেতি, মনঃ সর্ব্বৈঃ ধ্যানৈঃ সহ অপ্যেতি ; সঃ যদা প্রতিবুধ্যতে, যথা অগ্নেঃ জ্বলতঃ সর্ব্বাঃ দিশঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ বিপ্রতিষ্ঠেরন্ এবম্ এব এতস্মাৎ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে, প্রাণেভ্যঃ দেবাঃ দেবেভ্যঃ লোকাঃ"

ভাষ্যানুবাদ

অনাদি, তাহা কিপ্রকারে অবগত হওয়া যায়? তদুত্তরে বক্ষ্যমাণ যুক্তির উল্লেখ করিতেছেন—] আর আচার্য্যও (—সূত্রকার ভগবান্ বাদরায়ণও) সংসারের অনাদিত্ব "উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ" ইত্যাদি সূত্রে প্রতিপাদন করিবেন।৫ [কিন্তু অনাদি সংসারে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অনাদি হইলেও মহাপ্রলয় ব্যবধানে সেই সম্বন্ধের বিস্মৃতি বশতঃ বেদের অর্থ নিরূপণ ও তন্মূলক ব্যবহার কিপ্রকারে সম্ভব হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—] অনাদি সংসারে সুষুপ্তি ও জাগ্রদবস্থাতে [যথাক্রমে] প্রলয় ও উৎপত্তি শ্রুত হইলেও (—শ্রুতিতে সুষুপ্তি প্রলয়রূপে এবং জাগ্রদবস্থা উৎপত্তিরূপে বর্ণিত হইলেও) পূর্ব্ববর্ত্তী জাগ্রদবস্থার ন্যায় পরবর্ত্তী জাগ্রদবস্থাতেও ব্যবহার হয় বলিয়া যেমন কোনপ্রকার বিরোধ হয় না, কল্পান্তরবর্ত্তী উৎপত্তি ও প্রলয়েও এইপ্রকার বুঝিতে হইবে (—শব্দ ও অর্থের সেই নিত্য সম্বন্ধের স্মরণ হয় বলিয়া বেদের অর্থ নিরূপণ ও তন্মূলক ব্যবহারে কোনপ্রকার বিরোধ হয় না বুঝিতে হইবে)।৬ [সুষুপ্তিকে প্রলয় এবং জাগ্রদবস্থাকে সৃষ্টি বলা হয়, এই বিষয়ে শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর সুষুপ্তি ও জাগ্রতে [যথাক্রমে] প্রলয় ও উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে, যথা "যখন সুষুপ্ত পুরুষ কোনপ্রকার স্বপ্ন দর্শন করে না, তখন [জীব] এই প্রাণেই (—পরমাত্মাতেই) একীভূত হয়, তখন বাগিন্দ্রিয় নামসকলের সহিত ইহাকে প্রাপ্ত হয় (—ইহাতে লীন হয়), চক্ষু রূপসকলের সহিত ইহাতে লীন হয়, শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দসকলের সহিত ইহাতে লীন হয়, মন চিন্তাসকলের সহিত ইহাতে লীন হয় ; সে (—সেই সুপ্ত পুরুষ) যখন জাগরিত হয়, তখন প্রজ্বলিত বহ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গসকল যেমন সকল দিকে নির্গত হয়, এইরূপেই এই আত্মা হইতে ইন্দ্রিয়সকল নিজ নিজ স্থানে (—গোলকে) গমন করে, ইন্দ্রিয়সকলের

শাঙ্করভাষ্যম্

(কোঃ ৩৩) ইতি।৭ স্যাদেতৎ, স্বাপে পুরুষান্তরব্যবহারাবিচ্ছেদাৎ স্বয়ং চ সুপ্তপ্রবুদ্ধস্য পূর্ব্বপ্রবোধব্যবহারানুসন্ধানসম্ভবাৎ অবিরুদ্ধম্।৮ মহাপ্রলয়ে তু সর্ব্বব্যবহারোচ্ছেদাৎ জন্মান্তরব্যবহারবৎ চ কল্পান্তরব্যবহারস্য অনুসন্ধাতুম্ অশক্যত্বাৎ বৈষম্যম্ ইতি।৯ নৈষঃ দোষঃ, সত্যপি সর্ব্বব্যবহারোচ্ছেদিনি মহাপ্রলয়ে পরমেশ্বরানুগ্রহাৎ ঈশ্বরাণাং হিরণ্যগর্ভাদীনাং কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানোপপত্তেঃ।১০ যদ্যপি প্রাকৃতাঃ প্রাণিনঃ ন জন্মান্তরব্যবহারম্ অনুসন্ধ-

ভাষ্যানুবাদ

অনন্তর [তদধিষ্ঠাত্রী] দেবতাগণ এবং দেবতাগণের অনন্তর লোকসকল (-শব্দাদি ভোগ্য বিষয়সকল) বিবিধভাবে নির্গত হয়" (৫২), ইত্যাদি।৭

[পূঃ—সৃষ্টিদৃষ্টিবাদাবলম্বনে শঙ্কা—সুষুপ্তিদৃষ্টান্ত অসঙ্গত, মহাপ্রলয়ান্তে বেদ ও তন্মূলক ব্যবহারের স্মরণকর্ত্তা অসম্ভব।]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা – আচ্ছা, তাহা হইল, কিন্তু [একের] সুষুপ্তিকালে অন্য পুরুষের ব্যবহারের বিচ্ছেদ হয় না বলিয়া এবং সুষুপ্তি হইতে জাগরিত ব্যক্তির নিজের পূর্ব্ববর্ত্তী জাগ্রদবস্থার ব্যবহারের স্মরণ সম্ভব বলিয়া [সুষুপ্তির পূর্ব্ববর্ত্তী জাগ্রদবস্থার যে ব্যবহার, তাহার] বিরোধ হয় না।৮ কিন্তু মহাপ্রলয়কালে [সকল প্রাণীর] সকলপ্রকার ব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া যায় বলিয়া এবং জন্মান্তরের ব্যবহারের ন্যায় অন্য কল্পের ব্যবহার [কেহ] স্মরণ করিতে সমর্থ নহে বলিয়া [মহাপ্রলয়ের সহিত সুষুপ্তির যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার] বৈষম্য হইয়া পড়ে, ইত্যাদি।৯

[সিঃ—মহাপ্রলয়ান্তে হিরণ্যগর্ভ ও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ বেদের ও তন্মূলক ব্যবহারের স্মরণকর্ত্তা।]

সিদ্ধান্তীর সমাধান – [তদুত্তরে সৃষ্টিদৃষ্টিবাদাবলম্বনেই বলিতেছেন –] ইহা দোষ নহে, কারণ সকলপ্রকার ব্যবহারের উচ্ছেদ যাহাতে হয়, সেই মহাপ্রলয় হইলেও পরমেশ্বরের অনুগ্রহে হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি ঈশ্বরগণের (– ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন পুরুষগণের) কল্পান্তরীয় ব্যবহারের স্মৃতি উপপন্ন হয়।১০ যদিও প্রাকৃত (– সাধারণ) প্রাণিগণ জন্মান্তরীয় ব্যবহারকে স্মরণ করে, ইহা পরিদৃষ্ট হয় না, তাহা হইলেও [হিরণ্যগর্ভাদি]

ভাবদীপিকা

(৫২) এই শ্রুতিবাক্যগুলি **দৃষ্টিসৃষ্টিবাদের** সমর্থক। এই সিদ্ধান্তে সমগ্র প্রপঞ্চ ও জাগ্রদাদি সমস্ত ব্যবহার স্বপ্নের ন্যায় কল্পিত। স্বাপ্নপদার্থের অজ্ঞাতসত্তা নাই, স্বপ্নদর্শী দর্শন করে বলিয়াই সেই পদার্থের সত্তা সিদ্ধ হয়। প্রস্তাবিতস্থলে তদ্রূপ সুষুপ্তিকালে দ্রষ্টা পুরুষ রূপাদি কোন বিষয়ই দর্শন করে না ; সুতরাং তাহাদের সত্তা নাই, সমস্তই ব্রহ্মবস্তুতে বিলীন হইয়া যায়। আবার জাগ্রৎকালে যখন প্রপঞ্চ পরিদৃষ্ট হয়, তখন ব্রহ্ম হইতে তাহা প্রাদুর্ভূত হয়, এইপ্রকার স্বীকৃত হয়। অজ্ঞানই এইপ্রকার প্রতীতির হেতু। এইভাবে শ্রুতিবলে ব্যাবহারিক সত্তাতে অনাস্থা প্রদর্শিত হইল। শঙ্কাকর্ত্তা এই দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ গ্রহণ করিতে না পারিয়া সৃষ্টিদৃষ্টিবাদ অবলম্বনে আশঙ্কা করিতেছেন—**স্যাদেতৎ**—'আচ্ছা', ইত্যাদি (৮ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

ধানাঃ দৃশ্যন্তে ইতি, তথাপি ন প্রাকৃতবৎ ঈশ্বরাণাং ভবিতব্যম্।১১ যথাহি প্রাণিত্বাবিশেষেঽপি মনুষ্যাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিপ্রতিবন্ধঃ পরেণ পরেণ ভূয়ান্ দৃশ্যতে, তথা মনুষ্যাদিষু এব হিরণ্যগর্ভপর্য্যন্তেষু জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদ্যভিব্যক্তিঃ অপি পরেণ পরেণ ভূয়সী ভবতি ইতি এতৎ শ্রুতিস্মৃতিবাদেষু অসকৃৎ অনুশ্রূয়মাণং ন শক্যং 'নাস্তি' ইতি বদিতুম্।১২ ততশ্চ অতীতকল্পানুষ্ঠিতপ্রকৃষ্টজ্ঞানকর্ম্মণাম্ ঈশ্বরাণাং হিরণ্যগর্ভাদীনাং বর্ত্তমানকল্পাদৌ প্রাদুর্ভবতাং পরমেশ্বরানুগৃহীতানাং সুপ্তপ্রতিবুদ্ধবৎ কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানোপপত্তিঃ।১৩ তথাচ শ্রুতিঃ—"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং, যো

ভাষ্যানুবাদ

ঈশ্বরগণের সাধারণ পুরুষের ন্যায় হওয়া সঙ্গত নহে।১১ যেমন অবিশিষ্টভাবে প্রাণী হইলেও মনুষ্যাদি হইতে স্তম্ব (– তৃণ) পর্য্যন্ত প্রাণীসকলে জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির প্রতিবন্ধ উত্তরোত্তর অধিকতর হইতে দেখা যায়, এইরূপে মনুষ্যাদি হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত [প্রাণী] সকলে জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির অভিব্যক্তিও উত্তরোত্তর অধিকতর হয়, ইহা শ্রুতি এবং স্মৃতিসকলে পুনঃ পুনঃ শ্রুত হইতেছে বলিয়া তাহা নাই, ইহা বলিতে পারা যায় না।১২ [কিন্তু পূর্ব্বকল্পে যিনি হিরণ্যগর্ভ ছিলেন, সেই কল্পান্তে তাঁহার মুক্তি হইয়া গিয়াছে, এই বর্ত্তমানকল্পে কে পূর্ব্বকল্পীয় ব্যবহারের স্মরণ করিয়াছেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন –] আর সেইহেতু (– অতীত কল্পের বিষয় স্মরণ করিতে সমর্থ উৎকৃষ্টজ্ঞানবান্ পুরুষবিশেষের সত্তা সম্ভব হওয়ায়) অতীতকল্পে যাঁহারা উৎকৃষ্ট জ্ঞান (– উপাসনা) ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেই যে হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি ঈশ্বরগণ (—'আমি ঐশ্বর্য্যশালী হিরণ্যগর্ভ', এইপ্রকার ভাবনাযুক্ত যজমানগণ), যাঁহারা বর্ত্তমান কল্পের আদিতে [হিরণ্যগর্ভাদিরূপে] প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন এবং যাঁহারা পরমেশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুষুপ্তি হইতে জাগরিত ব্যক্তির ন্যায় তাঁহাদের কল্পান্তরীয় ব্যবহারের স্মৃতি সঙ্গত (৫৩)।১৩ [পরমেশ্বরের অনুগ্রহপ্রাপ্তগণের জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের উৎকর্ষ হয়, এই বিষয়ে পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাত শ্রুতি এবং স্মৃতি প্রদর্শন করিতেছেন –] এই বিষয়ে শ্রুতিও আছে, যথা – "যিনি পূর্ব্বে (– কল্পের আদিতে) ব্রহ্মাকে (– হিরণ্যগর্ভকে) সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার

ভাবদীপিকা

(৫৩) হিরণ্যগর্ভাদি বলিতে 'আদি' পদে বিরাট্, স্বায়ম্ভুব মনু, শতরূপা এবং বেদদ্রষ্টা বিভিন্ন ঋষিগণকে গ্রহণ করিতে হইবে। মনু ও শতরূপার কল্পান্তরীয় ব্যবহারের স্মৃতিবিষয়ক বৃত্তান্ত বৃঃ ১।৪।৩-৪ শ্রুতিতে দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বকল্পে যজমানাবস্থাতে বেদ হইতেই ইঁহারা স্ব স্ব ব্যবহারের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন, পরকল্পে ঈশ্বরানুগ্রহে তাহা স্মরণ করিতে সমর্থ হন, ইহাই ভাব। ....

শাঙ্করভাষ্যম্

বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে"॥ (শ্বেঃ ৬।১৮) ইতি।১৪ স্মরন্তি চ শৌনকাদয়ঃ—"মধুচ্ছন্দঃ প্রভৃতিভিঃ ঋষিভিঃ দাশতয্যঃ দৃষ্টাঃ" ইতি।১৫ প্রতিবেদং চ এবম্ এব কাণ্ডর্ষ্যাদয়ঃ স্মর্য্যন্তে।১৬ শ্রুতিরপি ঋষিজ্ঞানপূর্ব্বকম্ এব মন্ত্রেণ অনুষ্ঠানং দর্শয়তি—"যঃ হ বৈ অবিদিতার্ষেয়ছন্দোদৈবতব্রাহ্মণেন মন্ত্রেণ যাজয়তি বা অধ্যাপয়তি বা স্থাণুং বা ঋচ্ছতি গর্ত্তং বা প্রতিপদ্যতে", ইতি উপক্রম্য "তস্মাৎ এতানি মন্ত্রে মন্ত্রে বিদ্যাৎ" (সর্ব্বানুক্রমণিকা পরিশিষ্ট) ইতি।১৭ প্রাণিনাং চ সুখপ্রাপ্তয়ে ধর্ম্ম বিধীয়তে, দুঃখপরিহারায় চ অধর্ম্ম প্রতিষিধ্যতে।১৮

ভাষ্যানুবাদ

জন্য যিনি বেদসকলকে প্রেরণ করিয়াছিলেন (—সেই হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধিতে বেদসকলকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, 'আমিই ব্রহ্ম', এইপ্রকার] আত্মবুদ্ধির প্রকাশক সেই দেবকে মোক্ষকামী আমি শরণগ্রহণ করিতেছি," ইত্যাদি।১৪ [কেবলমাত্র এক হিরণ্যগর্ভেই যে জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের আতিশয্য স্ফুরিত হইয়াছিল তাহা নহে, বিভিন্ন শাখাদ্রষ্টা ঋষিগণেও তাহা হইয়াছিল, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—] আর শৌনক প্রভৃতিও এইপ্রকার স্মরণ করেন, যথা—"মধুচ্ছন্দঃ প্রভৃতি ঋষিগণকর্ত্তৃক দাশতয্য (—দশটী মণ্ডলাত্মক ঋগ্বেদের ঋক্‌সমূহ) দৃষ্ট হইয়াছিল," ইত্যাদি।১৫ আর এই প্রকারেই প্রত্যেক বেদে কাণ্ড ও [তাহার দ্রষ্টা] ঋষি প্রভৃতি [বৌধায়ন প্রভৃতি কর্ত্তৃক] স্মৃত হইতেছেন।১৬ আবার [স্বয়ং] শ্রুতিও ঋষিজ্ঞান পূর্ব্বকই (—কোন মন্ত্রের ঋষি কে, তাহা জ্ঞাত হইয়াই) মন্ত্রের দ্বারা অনুষ্ঠান প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—"যে মন্ত্রের আর্ষেয় (—মন্ত্রের সহিত ঋষির সম্বন্ধ, অর্থাৎ কোন মন্ত্রের কোন ঋষি, তাহা), ছন্দঃ, [মন্ত্রপ্রতিপাদ্য] দেবতা ও ব্রাহ্মণ (—বিনিয়োগ) অবিদিত, তাদৃশ মন্ত্রের দ্বারা যিনি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করান, বা অধ্যাপনা করেন, তিনি স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হন, অথবা গর্ত্ত (—নরক) প্রাপ্ত হন," এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া "সেইহেতু এইসকলকে প্রত্যেক মন্ত্রে জানিতে হইবে," ইত্যাদি।১৭ [অতএব মহাপ্রলয়ান্তে বেদের অর্থনিরূপণ ও তন্মূলক ব্যবহারের পুনঃ প্রবর্ত্তন বিষয়ে কোন বিরোধ হয় না বলিয়া বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও অন্যনিরপেক্ষ প্রামাণ্য হয় অব্যাহত।]

[সিঃ—প্রাণিকর্ম্মজন্য অদৃষ্টবলে পূর্ব্ব ও উত্তরকল্পীয় সৃষ্টির সাদৃশ্যবশতঃ ব্যবহারের অলোপ ও বেদ নিত্যতা প্রতিপাদন।]

(৫৪) আর প্রাণিগণের সুখপ্রাপ্তির জন্য ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে এবং দুঃখ পরিহারের জন্য অধর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে।১৮ [হউক, তাহাতে কি হইল? বলিতেছি—]

ভাবদীপিকা

(৫৪) এক্ষণে এইপ্রকার সংশয় হইতে পারে, হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি পূর্ব্বকল্পীয় বেদ ও

শাঙ্করভাষ্যম্

দৃষ্টানুশ্রবিকসুখদুঃখবিষয়ৌ চ রাগদ্বেষৌ ভবতঃ, ন বিলক্ষণবিষয়ৌ ইতি, অতঃ ধর্ম্মাধর্ম্মফলভূতা উত্তরা সৃষ্টিঃ নিষ্পদ্যমানা পূর্ব্বসৃষ্টি-সদৃশী এব নিষ্পদ্যতে।১৯ স্মৃতিশ্চ ভবতি—"তেষাং যে যানি কর্ম্মাণি

ভাষ্যানুবাদ

দৃষ্ট ও আনুশ্রবিক (—ইহলৌকিক ও শ্রুতিমাত্রগম্য পারলৌকিক) সুখ ও দুঃখ বিষয়েই [যথাক্রমে] রাগ (—আসক্তি) ও দ্বেষ হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্ভিন্ন বিষয়ে হয় না, এইহেতু ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফলভূতা যে পরবর্ত্তী সৃষ্টি নিষ্পন্ন হয়, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী সৃষ্টির সদৃশরূপেই নিষ্পন্ন হয় (৫৫)।১৯ [এইবিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন

ভাবদীপিকা

তন্মূলক ব্যবহার স্মরণ করিয়া প্রবর্ত্তন করেন, করুন। আর তাহার ফলে নিত্য শব্দের সত্তা-বশতঃ শব্দ ও অর্থের নিত্য সম্বন্ধ অব্যাহত থাকায় বেদের প্রামাণ্যও হয় অব্যাহত, ইহাও স্বীকার করিলাম। কিন্তু পরকল্পীয় সৃষ্টি যে পূর্ব্বকল্পীয় সৃষ্টির অনুরূপ হইবে, তাহার নিয়ামক কি? বস্তুতঃ এইপ্রকার নিয়ামক না থাকায় প্রত্যেক কল্পে সৃষ্টি অপূর্ব্বই হইবে। তাহার ফলে মনুষ্য হয়তো পক্ষীর ন্যায় আকাশে উড্ডীয়মান হইবে, ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে অনর্থপ্রাপ্তি ও অধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে ইষ্টপ্রাপ্তি হইবে, লোকে স্বীয় ইষ্টকামনা না করিয়া অনিষ্টই কামনা করিবে, সৃষ্টি অপূর্ব্ব হওয়ায় এইপ্রকারে পূর্ব্বসৃষ্টি হইতে বিষমসৃষ্টি হইয়া পড়িবে। তাহার ফলে অর্থের (—ব্যবহার্য্য বস্তুর) অভাবপ্রযুক্ত পূর্ব্বব্যবহারের উচ্ছেদ হওয়ায় শব্দ ও অর্থের নিত্যসম্বন্ধের বিঘটনবশতঃ বেদ অপ্রমাণ ও অনিত্য হইয়া পড়িবে। লক্ষ্য করিতে হইবে—এইভাবে মনুষ্য ও ধর্ম্মাধর্ম্মাদি পদার্থসকল পূর্ব্বকল্পীয় পদার্থ হইতে ভিন্ন হইয়া পড়ায় তত্তৎ পদার্থব্যক্তিনিষ্ঠ যে জাতিসকল, তাহারাও সুতরাং বিভিন্ন হইয়া পড়ে। ফলে পূর্ব্বকল্পীয় বৈদিক নিত্যশব্দের সহিত পরবর্ত্তী কল্পীয় এই অপূর্ব্ব পদার্থসকলের সম্বন্ধও বিঘটিত হইয়া পড়ে, কারণ পূর্ব্বকল্পীয় শব্দসকল এই অপূর্ব্ব অর্থসকলকে প্রকাশিত করিতে পারে না। তাহার ফলে অর্থের অভাব-প্রযুক্ত শব্দ ও অর্থের যে নিত্যসম্বন্ধ, তাহা পুনরায় বিঘটিত হইয়া পড়ায় বেদের প্রামাণ্য ব্যাহত হইয়া পড়িল। এতাদৃশ আশঙ্কার উত্তরে সিদ্ধান্তী—"সমাননামরূপত্বাৎ" এই সূত্রাংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন—**প্রাণিনাং চ**—'আর প্রাণিগণের' ইত্যাদি (১৮ বাক্য)।

(৫৫) এই ভাষ্যাংশের তাৎপর্য্য এই—ইহলৌকিক বা পারলৌকিক যে প্রকার ঐশ্বর্য্য ও পশু পুত্রাদিতে আসক্তিবশতঃ সেইসকলের প্রাপ্তিকামনায় পুরুষ ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, পরবর্ত্তিকালে সেই ধর্ম্মজনিত অদৃষ্টপ্রভাবে পুরুষ ঠিক সেইপ্রকার ঐশ্বর্য্য ও পশুপুত্রাদি লাভ করে, অন্যপ্রকার নহে, যেহেতু অন্যপ্রকার ঐশ্বর্য্যাদি তাহার কামনার বিষয় ছিল না, সেই সকলের প্রাপ্তির জন্য সে ধর্ম্মানুষ্ঠানও করে নাই। যদি অন্যপ্রকার ফললাভ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগম দোষ হইয়া পড়িবে। আর লোকবুদ্ধির অনুসরণকারিণী শ্রুতি দ্বেষহিংসাদি যাদৃশ পাপের ফলে যাদৃশ লোকবুদ্ধিসিদ্ধ স্থাবরত্বাদি প্রাপ্তির কথা বলেন, সেই পাপের ফলে লোকবুদ্ধিসিদ্ধ তজ্জাতীয় স্থাবরত্বাদি প্রাপ্তিই হইয়া থাকে, ইহা

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রাক্‌সৃষ্ট্যাং প্রতিপেদিরে। তান্যেব তে প্রপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ॥ হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানৃতে। তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাৎ তত্তস্য রোচতে"॥ (মহাভাঃ শাঃ ২৩১।৪৮-৪৯; বিষ্ণু পুঃ ১।৫।৫৯-৬১) ইতি।২০ প্রলীয়মানম্ অপি চ ইদং জগৎ শক্ত্যবশেষম্ এব প্রলীয়তে, শক্তিমূলম্ এব চ প্রভবতি।২১ ইতরথা আক-

ভাষ্যানুবাদ

করিতেছেন—] আর এই বিষয়ে স্মৃতিও আছে, যথা—"তাহাদের (—সৃজ্যমান সেই প্রাণীসকলের) মধ্যে যাহারা সৃষ্টির পূর্ব্বে (—পূর্ব্বকল্পে) যে প্রকার কর্ম্মসকল প্রাপ্ত হইয়াছিল (—অনুষ্ঠান করিয়াছিল, উত্তরকল্পে] পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হইয়া তাহারা সেই (—তজ্জাতীয়) কর্ম্মসকলকেই প্রাপ্ত হয়। হিংস্র বা অহিংস্র, মৃদু অথবা ক্রূর, ধর্ম্ম অথবা অধর্ম্ম, ঋত (—সত্য) অথবা অনৃত [ইত্যাদি যে কর্ম্মসকল], তাহাদিগের দ্বারা ভাবিত (—তত্তৎ কর্ম্মানুষ্ঠানজনিতসংস্কারযুক্ত) হইয়া [তাহাদিগকেই] প্রাপ্ত হয় (—পুনঃ পুনঃ তজ্জাতীয় কর্ম্মসকলেরই অনুষ্ঠান করে), সেইহেতু (—তাদৃশ সংস্কারযুক্ত হয় বলিয়া) তাহাতেই তাহার রুচি (৫৬) হয়।২০ [পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছেন, মহাপ্রলয়ে সমুদায় বিশ্ব নিঃশেষে লয় প্রাপ্ত হয় (২ বাক্য) ইত্যাদি। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর এই জগৎ প্রলীন হইলেও শক্তির অবশেষযুক্ত হইয়াই প্রলীন হয় (—জগতের পরিণামী উপাদান যে অবিদ্যা তাহাতে ইহার পুনরুৎপত্তির অনুকূল সংস্কাররূপ শক্তি, যাহাকে কার্য্যের সূক্ষ্মতম বীজাবস্থা বলা হয়, তাহা অবশিষ্ট থাকে) এবং [সেই] শক্তি হইতেই [পুনরায়] উৎপন্ন হয়।২১

ভাবদীপিকা

স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা লোকবুদ্ধির অনুসরণকারিণী শ্রুতির লোককল্যাণের জন্য প্রবৃত্তিই ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। অতএব ইহাই সিদ্ধ হয় যে, ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলভূতা সৃষ্টি সর্ব্বকালেই একইপ্রকার হয় বলিয়া, অপূর্ব্ব অন্য কোন প্রকার হয় না বলিয়া পূর্ব্বকল্পীয় অর্থের সদৃশ অর্থের সম্ভাববশতঃ অর্থের অভাবপ্রযুক্ত শব্দ ও অর্থের নিত্যসম্বন্ধ বিঘটিত না হওয়ায় শ্রুতির প্রামাণ্য অব্যাহতই থাকে।

(৫৬) এইস্থলে অভিপ্রায় এই—শুভাশুভ কর্ম্মানুষ্ঠান দুইপ্রকার ফল উৎপাদন করে, অপূর্ব্ব (—অদৃষ্ট) ও সংস্কার। অপূর্ব্বের দ্বারা পরবর্ত্তী কালে শুভাশুভ ফলপ্রাপ্তি হয়। আর সংস্কারের দ্বারা পুনঃ পুনঃ তজ্জাতীয় শুভাশুভকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়, শাস্ত্র ইহাই বলিলেন, "তৎ তস্য রোচতে"। এই সংস্কারের ফলেই যেন অবশ হইয়া পুরুষ তজ্জাতীয় কর্ম্মই পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করে। [এইহেতু রুচি না হইলেও জোর করিয়া শুভানুষ্ঠান করিতে হয়]। এই যে শুভাশুভ কর্ম্মানুষ্ঠানজনিত সংস্কার, ইহাকেই 'তত্তৎ ব্যক্তির স্বভাব' ও 'প্রকৃতি' ইত্যাদি বলা হয়। এইপ্রকারে কর্ম্মের ফলসাদৃশ্য বশতঃ সৃষ্টিসাদৃশ্য প্রতিপাদিত হওয়ায় পরবর্ত্তী সৃষ্টি পূর্ব্ববর্ত্তী সৃষ্টির অনুরূপই হইয়া থাকে, ইহা প্রদর্শিত হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্মিকত্বপ্রসঙ্গাৎ।২২ ন চ অনেকাকারাঃ শক্তয়ঃ শক্যাঃ কল্পয়িতুম্।২৩ ততশ্চ বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য অপি উদ্ভবতাং ভূরাদিলোকপ্রবাহাণাং দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যলক্ষণানাং চ প্রাণিনিকায়প্রবাহাণাং বর্ণাশ্রমধর্ম্মফলব্যবস্থানাং চ অনাদৌ সংসারে নিয়তত্বম্ ইন্দ্রিয়বিষয়সম্বন্ধ-

ভাষ্যানুবাদ

যেহেতু অন্যথা (—পুনরুৎপত্তির অনুকূল সংস্কাররূপ শক্তি অঙ্গীকার না করিলে) আকস্মিকত্ব প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে (—জগদ্বৈচিত্র্যের কোন কারণ থাকিবে না।২২ যদি বলা হয়—অবিদ্যাতে লীন সংস্কাররূপ শক্তি হইতে ভিন্ন, পরমেশ্বরাশ্রিতা অন্য নানাপ্রকার শক্তিকে জগদ্বৈচিত্র্যের হেতুরূপে কল্পনা করা উচিত। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর শক্তিসকলকে অনেকপ্রকার কল্পনা করিতে পারা যায় না, [কারণ তাহাতে শ্রুতিবিরোধ ও গৌরবদোষ হইবে (৫৭] ।২৩ আর সেইহেতু (—অবিদ্যারূপ উপাদানে ভাবী কার্য্যের উৎপত্তির অনুকূল সংস্কারাত্মক শক্তি থাকে বলিয়া) যাহাদের পুনঃ পুনঃ বিচ্ছেদ (—প্রলয়) ও উৎপত্তি হয়, সেই 'ভূঃ' প্রভৃতি লোকসকলের যে প্রবাহ, দেবতা তির্য্যক্ (—পশুপক্ষী) ও মনুষ্যাদি প্রাণিসমূহের যে প্রবাহ এবং বর্ণ আশ্রম ও ফলের যে ব্যবস্থাসকল, তাহারা অনাদি সংসারে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের নিয়ত (—নিয়মবদ্ধ) সম্বন্ধের ন্যায় (৫৮) নিয়ত হয় বলিয়া বুঝিতে

ভাবদীপিকা

(৫৭) এইস্থলে অভিপ্রায় এই—"মহান্ ন্যগ্রোধঃ তিষ্ঠতি" (ছাঃ ৬।১২।১) ইত্যাদি শ্রুতি বলেন, অবিদ্যারূপ স্বীয় কারণে লীন যে জগদ্রূপ কার্য্যের সূক্ষ্মতম বীজাবস্থা, তাহাই শক্তি। তদতিরিক্ত অন্য কোন শক্তি কল্পনা করিলে উক্ত শ্রুতির বিরোধ হইবে। আর সৎকার্য্যবাদে কার্য্য ও কারণ বস্তুতঃ অভিন্ন তত্ত্বই হওয়ায় কারণভূতা অবিদ্যাতে লীন যে কার্য্যের সূক্ষ্মতম বীজাবস্থা, যাহা কার্য্যরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তাহাকে তত্ত্বতঃ অবিদ্যাই বলিতে হয়। সুতরাং আত্মনিষ্ঠ এক অবিদ্যা স্বীকার দ্বারাই উপপত্তি হয় বলিয়া অনেক শক্তি স্বীকারে গৌরব দোষ হইয়া পড়িবে।

(৫৮) বেদান্তসিদ্ধান্তে সুষুপ্তিকালে জীবগণের ইন্দ্রিয়সকল বিলীন হইয়া যায় এবং জাগ্রদবস্থাতে পুনরায় তজ্জাতীয় অপূর্ব্ব ইন্দ্রিয়সকলের উৎপত্তি হয়। কিন্তু তাহা হইলেও পূর্ব্বকালীন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ যে প্রকার রূপাদি বিষয়সকল গ্রহণ করিত, এই নবোৎপন্ন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকলও তজ্জাতীয় রূপাদি বিষয়সকলকেই গ্রহণ করে, নূতন কিছুই করে না, অর্থাৎ নব উৎপন্ন চক্ষু রস গ্রহণ করে না (রত্নপ্রভা), ইহাই ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের নিয়ত সম্বন্ধ। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের এই নিয়তসম্বন্ধ প্রলয়ের পূর্ব্বে ও পরে যেমন একই প্রকার হইয়া থাকে। তদ্রূপ ভোগ্য ভূরাদি লোক, ভোগের হেতুভূত কর্ম্ম এবং ভোগের আশ্রয়ভূত দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্য প্রভৃতি শরীর পূর্ব্বকল্পে যে প্রকার ছিল, পরবর্ত্তিকল্পে সংস্কারের বশে সেই একইপ্রকার হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

নিয়তত্ত্ববৎ প্রত্যেতব্যম্।২৪ নহি ইন্দ্রিয়বিষয়সম্বন্ধাদেঃ ব্যবহারস্য প্রতিসর্গম্ অন্যথাত্বং ষষ্ঠেন্দ্রিয়বিষয়কল্পং শক্যম্ উৎপ্রেক্ষি-

ভাষ্যানুবাদ

হইবে ।২৪ [ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের দৃষ্টান্তটী স্পষ্ট করিতেছেন—] ইন্দ্রিয় ও বিষয়-সম্বন্ধাদিরূপ যে ব্যবহার, তাহা ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের বিষয়ের ন্যায়, প্রত্যেক সৃষ্টিতে বিভিন্ন-প্রকার কল্পনা করিতে পারা যায় না (—ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যে মন, তাহার যেমন নিজস্ব কোন অসাধারণ বিষয় কল্পনা করা যায় না, তদ্রূপ প্রত্যেক সৃষ্টিতে ইন্দ্রিয় ও তাহার বিষয়সম্বন্ধাদি ব্যবহারকে বিভিন্নভাবে কল্পনা করিতে পারা যায় না (৫৯) ।২৫ আর

ভাবদীপিকা

[মনের ইন্দ্রিয়ত্ব ও অসাধারণ বিষয়বিষয়ে নানা মত]

(৫৯) মনকে ইন্দ্রিয়রূপে অঙ্গীকার করিয়া এই ব্যাখ্যা করা হইল। মন ইন্দ্রিয় কি না, তাহার নিজস্ব কোন বিষয় আছে কি না, থাকিলে, তাহা কি ? এই বিষয়ে প্রধানতঃ আমরা তিন প্রকার মতবাদ প্রাপ্ত হইতেছি। যথা—১। কেহ বলেন—**মন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বটে,** তবে তাহার নিজস্ব কোন অসাধারণ বিষয় নাই ; অন্য ইন্দ্রিয়ের যাহা বিষয়, মনেরও তাহাই বিষয়। "মনো নাম অন্তঃকরণং সর্ব্বকরণবিষয়যোগি" (বৃঃ ১।৫।৩ ভাষ্য) ইত্যাদি ভাষ্যগ্রন্থে এই মত সমর্থিত হইতেছে। এই মতে সুখাদিকেও মনের নিজস্ব বিষয় বলা যায় না, কারণ তাহা সাক্ষিমাত্রবেদ্য (ন্যায়নির্ণয় ও রত্নপ্রভা)। এই মত অঙ্গীকার করিলে উপরোক্ত ২৫ সংখ্যক বাক্যের যে প্রকার ব্যাখ্যা হইবে, তাহা ন্যায়নির্ণয়াদি অবলম্বনে অনুবাদ মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। ২। **অপরে বলেন**—মন প্রমাজ্ঞানের উপাদান মাত্র, তাহা **ইন্দ্রিয় নহে** (রত্নপ্রভা ২।৪।১৭ সূঃ)। বেদান্তপরিভাষাকার এই মতের সমর্থক, "অনিন্দ্রিয়েণাপি মনসা" (প্রত্যক্ষপরিচ্ছেদ) ইত্যাদি তৎগ্রন্থপংক্তি হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়। এই মতবাদ অঙ্গীকার করিলে উক্ত ২৫ সংখ্যক ভাষ্যপংক্তির ব্যাখ্যা হইবে এইপ্রকার—"যেমন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলিয়া কিছুই নাই, সেইহেতু তাহার কোনপ্রকার বিষয়ও যেমন কল্পনা করা যায় না, তদ্রূপ প্রত্যেক সৃষ্টিতে ইন্দ্রিয় ও বিষয়সম্বন্ধাদির অপূর্ব্ব ব্যবহারও কল্পনা করা যায় না", (ন্যায়নির্ণয়)। ৩। **আবার অপরে বলেন**—মন ইন্দ্রিয়ই বটে এবং তাহার অসাধারণ বিষয়ও আছে। যথা—**পঞ্চদশীকার** বলেন—"অন্য ইন্দ্রিয়-কর্ত্তৃক গৃহীত বিষয়ের দোষ ও গুণ বিচার করাই মনের নিজস্ব বিষয়" (পঞ্চদশী (২।১৩)। "মনঃ সর্ব্বৈঃ ধ্যানৈঃ" (কৌঃ ৩।৩) ইত্যাদি শ্রুতিতে ধ্যান, অর্থাৎ চিন্তন মনের নিজস্ব বিষয়-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। **ভামতীকার** বলেন—"মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্মৃতি হইতে অবগত হওয়া যায়। ইন্দ্রিয় হইতে মনের যে ভিন্নতা কথন, তাহাকে গোবলীবর্দ্দন্যায়ে বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ বলীবর্দ্দ যেমন গোই, মনও তদ্রূপ ইন্দ্রিয়ই। তবে তাহাকে যে ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন বলা হয়, তাহার হেতু—অন্যান্য ইন্দ্রিয় মাত্র বর্ত্তমানকালীন বিষয় গ্রহণ করে, মন কিন্তু অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান, এই ত্রৈকালিক বিষয়ই গ্রহণ করে", (২।৪।১৭ সূঃ)। অতএব এই ত্রৈকালিক-বিষয়ই হইল মনের নিজস্ব বিষয়। ২।৪।৬ সূত্রভাষ্যে "সর্ব্বার্থবিষয়ং ত্রৈকাল্যবৃত্তি মনস্ত"

শাঙ্করভাষ্যম্

ভুম্।২৫ অতশ্চ সর্ব্বকল্পানাং তুল্যব্যবহারত্বাৎ কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানক্ষমত্বাৎ চ ঈশ্বরাণাং সমাননামরূপাঃ এব প্রতিসর্গং বিশেষাঃ প্রাদুর্ভবন্তি।২৬ সমাননামরূপত্বাৎ চ আবৃত্তৌ অপি মহাসর্গমহাপ্রলয়লক্ষণায়াং জগতঃ অভ্যুপগম্যমানায়াং ন কশ্চিৎ শব্দপ্রামাণ্যাদিবিরোধঃ।২৭ সমাননামরূপতাং চ শ্রুতিস্মৃতী দর্শয়তঃ "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীংচান্তরিক্ষমথো স্বঃ" ॥ (ঋক্ সং ১০।১৯০।৩) ইতি।২৮ যথা পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে সূর্য্যাচন্দ্রমঃ

ভাষ্যানুবাদ

সমস্ত কল্পের ব্যবহার এইপ্রকার সমান হয় বলিয়া এবং [হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি] ঈশ্বরগণ অন্য কল্পের ব্যবহার স্মরণ করিতে সমর্থ বলিয়া প্রত্যেক সৃষ্টিতে বিশেষসকল (—তত্তৎ কার্য্যবস্তুসকল) সমাননামরূপযুক্ত হইয়াই উৎপন্ন হয়।২৬ [সূত্রযোজনা করিতেছেন—] আর [প্রলয়ের অনন্তর সৃষ্টপদার্থসকল] সমান নাম ও সমানরূপযুক্ত হয় বলিয়া জগতের মহাসর্গ (—মহাপ্রলয়ান্তে নবকল্পারম্ভে নূতন সৃষ্টি) ও [কল্পান্তে] মহাপ্রলয়রূপ আবৃত্তি (—পুন: পুনঃ মহাপ্রলয় ও মহাসৃষ্টি) অঙ্গীকার করিলেও শব্দের (—বেদের) প্রামাণ্য প্রভৃতিতে কোনপ্রকার বিরোধ হয় না।২৭ [নবকল্পারম্ভে প্রাদুর্ভূত তত্তৎ পদার্থসকলের সমাননামরূপতাবিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর শ্রুতি ও স্মৃতি [প্রত্যেক কল্পেই জগতের] সমান নাম ও সমান রূপ প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—"সূর্য্য চন্দ্রমা দ্যুলোক পৃথিবী অন্তরিক্ষ ও স্বর্গকে বিধাতা (—পরমেশ্বর) পূর্ব্ববর্ত্তী কল্পের ন্যায় কল্পনা (—সৃষ্টি) করিয়াছিলেন", ইত্যাদি।২৮ [স্বয়ংই শ্রুতির ব্যাখ্যা করিতেছেন—] পূর্ব্বকল্পে

ভাবদীপিকা

ইত্যাদি ভাষ্যগ্রন্থে ভগবান্ ভাষ্যকার এই মতবাদ স্বীকার করিয়াছেন এবং ২।৪।১৭ সূত্রভাষ্যে "মনোঽপি ইন্দ্রিয়ত্বেন শ্রোত্রাদিবৎ সংগৃহ্যতে" ইত্যাদি বাক্যে স্মৃতির প্রামাণ্যবলে মনের ইন্দ্রিয়ত্বও স্বীকার করিয়াছেন। এই মতবাদ গ্রহণ করিলে, আমাদের মনে হয় প্রস্তাবিত ২৫ সংখ্যক ভাষ্যবাক্যটীর ব্যাখ্যা হইবে এইপ্রকার, যথা—'সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়ই যেমন ত্রৈকাল্যবৃত্তি মনোরূপ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়েরও বিষয়, ইহার অন্যথাত্ব যেমন হয় না, তদ্রূপ প্রত্যেক সৃষ্টিতে ইন্দ্রিয় ও বিষয় সম্বন্ধাদির অন্যথাত্ব (—বিভিন্নতা) কল্পনা করা যায় না'। একই সুপরিচিত বিষয়ে এইপ্রকার মতভেদ বেদান্তসিদ্ধান্তের অব্যবস্থিততার পরিচায়ক নহে; পরন্তু মায়িক মিথ্যা সৃষ্টিতে এতদ্দ্বারা অনাদরই সূচিত হয়। যে প্রক্রিয়া যাঁহার বুদ্ধিতে আরূঢ় হয়, তাহা গ্রহণ করিলে চরম সিদ্ধান্তের কোন ক্ষতি হয় না। আচার্য্য সুরেশ্বরও বলিয়াছেন—"যয়া যয়া ভবেৎ পুংসাং ব্যুৎপত্তিঃ প্রত্যগাত্মনি। সা সৈব প্রক্রিয়েহ স্যাৎ সাধ্বী সাচানবস্থিতা॥"—'যে প্রক্রিয়াবলম্বনে পুরুষের প্রত্যগাত্মবিষয়ে ব্যুৎপত্তি হয়, সেই প্রক্রিয়াই সাধু, সেই প্রক্রিয়া অনেকপ্রকার হইতে পারে'।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রভৃতি জগৎ কৢপ্তং, তথা অস্মিন্ অপি কল্পে পরমেশ্বরঃ অকল্পয়ৎ ইত্যর্থঃ।২৯ তথা "অগ্নির্বা অকাময়ত অন্নাদঃ দেবানাং স্যাম্ ইতি। সঃ এতম্ অগ্নয়ে কৃত্তিকাভ্যঃ পুরোডাশম্ অষ্টাকপালং নিরবপৎ" (তৈঃ ব্রাঃ ৩।১।৪।১) ইতি নক্ষত্রেষ্টিবিধৌ যঃ অগ্নিঃ নিরপবৎ, যস্মৈ বা অগ্নয়ে নিরবপৎ তয়োঃ সমাননামরূপতাং দর্শয়তি ইতি।৩০ এবং-জাতীয়কা শ্রুতিঃ ইহ উদাহর্ত্তব্যা।৩১ স্মৃতিরপি—"ঋষীণাং নাম-ধেয়ানি যাশ্চ বেদেষু দৃষ্টয়ঃ। শর্ব্বর্য্যন্তে প্রসূতানাং তান্যে-

ভাষ্যানুবাদ

সূর্য্য ও চন্দ্রমা প্রভৃতি জগৎ যেপ্রকারে কল্পিত (—সৃষ্ট) হইয়াছিল, এই বর্ত্তমান কল্পেও পরমেশ্বর সেইপ্রকারেই কল্পনা করিয়াছেন, ইহাই [শ্রুতিবাক্যটীর] অর্থ (৬০)।২৯ [এই বিষয়ে অন্য শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন—] এইরূপেই "অগ্নি কামনা করিয়াছিলেন, 'আমি দেবগণের অন্নভক্ষক হইব,' সেই অগ্নি (৬১) কৃত্তিকা-নক্ষত্রাভিমানিদেবতারূপ অগ্নির উদ্দেশ্যে অষ্টকপালসংস্কৃত পুরোডাশ নির্ব্বাপ (—তাদৃশ পুরোডাশদ্বারা যজ্ঞসম্পাদন) করিয়াছিলেন", ইত্যাদি এই নক্ষত্রেষ্টি নামক যজ্ঞের বিধায়ক বাক্যে যে অগ্নি নির্ব্বাপ করিয়াছিলেন এবং যে [দেবতারূপ] অগ্নির উদ্দেশ্যে নির্ব্বাপ করিয়াছিলেন, [শ্রুতি] তাঁহাদের সমান নাম ও সমান রূপ প্রদর্শন করিতেছেন, ইত্যাদি।৩০ এই জাতীয় শ্রুতিসকলকে এখানে উদাহরণ-রূপে গ্রহণ করিতে হইবে।৩১ 'ঋষিগণের [পূর্ব্বকল্পে] যে নামসকল ছিল এবং বেদে যে দৃষ্টি (—জ্ঞান) সকল ছিল, শর্ব্বরীর (—মহাপ্রলয়ের) অন্তে প্রসূত ইহাদিগকে (—বর্ত্তমানকল্পের ঋষিগণকে) অজ (—জন্মরহিত পরমেশ্বর) সেইসকল প্রদান করেন"। "যেমন বিভিন্ন ঋতুসকলে [নবপত্রপল্লবাদি] ঋতুর নানাপ্রকার

ভাবদীপিকা

(৬০) 'অকল্পয়ৎ' এই শব্দটীকে লক্ষ্য করিতে হইবে। পরমেশ্বরের কল্পনা অর্থাৎ সঙ্কল্পই জগৎসৃষ্টির হেতু।

(৬১) এই অগ্নিশব্দে যজমানকে গ্রহণ করিতে হইবে। দেবতাগণের উদ্দেশ্যে যে ঘৃত ও পুরোডাশাদি আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহা অগ্নির মুখে প্রদত্ত হয়। অগ্নিই হন সেই আহুতি-সকলের ভক্ষক। যজমান দেবগণকে প্রদত্ত এই আহুতিরূপ অন্নের ভক্ষক হইবার কামনাবশতঃ 'নক্ষত্রেষ্টি' নামক যজ্ঞসম্পাদন করেন এবং তাহার ফলস্বরূপ পরবর্ত্তিকালে উক্ত অগ্নিদেবতার পদ প্রাপ্ত হন। এইহেতু ভবিষ্যৎদৃষ্টিতে যজমানকে এখানে 'অগ্নি' বলা হইতেছে। বর্ত্তমান-কালে যাদৃশ অগ্নিদৃষ্টে কামনাযুক্ত হইয়া যজমান যজ্ঞ সম্পাদন করেন, পরবর্ত্তী কল্পে তাদৃশ অগ্নিরূপতাই প্রাপ্ত হন। সুতরাং পূর্ব্ব ও উত্তরসৃষ্টিতে সমাননামরূপতা সিদ্ধ হয়, ইহাই এই শ্রৌত দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য। "মিত্রো বা অকাময়ত", "চন্দ্রমা বা অকাময়ত" ইত্যাদি এইপ্রকার অন্য শ্রুতিও আছে। ভাষ্যে ৩১ বাক্যে 'এই জাতীয় শ্রুতি' বলিতে এই সকল গ্রহণীয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

বৈভ্যোঃ দদাত্যজঃ" ॥ (মহাভাঃ শাঃ ২৩১।৫৮); 'যথর্তুষ্বৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে। দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু" ॥ (ঐ ৭২।২১০।১৭)। "যথাভিমানিনোঽতীতাস্তুল্যাস্তে সাম্প্রতৈরিহ। দেবা দেবৈরতীতৈর্হি রূপৈর্নামভিরেবচ" ॥ ইতি এবংজাতীয়কা দ্রষ্টব্যা ।৩২ ॥ ১।৩।৩০॥

ভাষ্যানুবাদ

চিহ্নসকলকে পর্য্যায়ক্রমে পুনঃ পুনঃ সেই সেইরূপে আবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়, তদ্রূপ ভাবসকল (—পদার্থসকল) যুগের আদিতে সেই সেই রূপেই হইয়া থাকে (—পর্য্যায়ক্রমে পুনঃ পুনঃ একই প্রকারে আবর্ত্তিত হয়")। "অতীত (—পুরাকল্পীয়) দেবগণ যথাভিমানী হন (—চক্ষুরাদি তত্তৎ ইন্দ্রিয়সকলের মধ্যে যাহাতে অভিমান করেন), তাঁহারা এখানে (—বর্ত্তমানকল্পে, চক্ষুরাদিতে অভিমানকারী] সাম্প্রতিক (—ইদানীন্তনকালিক) দেবগণের সহিত হন সমান কারণ অতীতকালীন নাম ও রূপসকলের সংযোগে তাঁহারা হন তুল্য", ইত্যাদি এই জাতীয় স্মৃতিকেও এখানে [উদাহরণরূপে] অবগত হইতে হইবে ।৩২ [এইপ্রকারে পূর্ব্বকল্পীয় ও উত্তরকল্পীয় সৃষ্টির সাদৃশ্য প্রতিপাদিত হওয়ায় পুর্ব্বপক্ষীর বিষমসৃষ্টিবিষয়ক আক্ষেপ (৫৪ ভাবদীঃ) নিরাকৃত হইয়া বেদের প্রামাণ্য সুস্থিত হইল] ॥১।৩।৩০॥

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] **মধ্বাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ ॥১।৩।৩১॥**

পদচ্ছেদ—মধ্বাদিষু, অসম্ভবাৎ, অনধিকারং, জৈমিনিঃ।

সূত্রার্থ—[এবং তাবৎ দেবানাং বিগ্রহবত্ত্বে সর্গপ্রলয়াভ্যুপগমে চ কর্ম্মণি শব্দে চ বিরোধঃ নাস্তি ইতি উপপাদ্য, সম্প্রতি "তদুপর্য্যপি" (১।৩।২৬) ইতি অত্র উক্তম্ দেবানাম্ অধিকারম্ আক্ষিপতি—ব্রহ্মবিদ্যায়াং দেবাদীনাম্] **অনধিকারম্**। [ইতি] **জৈমিনিঃ**—আচার্য্যঃ জৈমিনিঃ [মন্যতে। কুতঃ ?] **মধ্বাদিষু অসম্ভবাৎ**—"অসৌ বৈ আদিত্যঃ দেবমধু" (ছাঃ ৩।১।১) "আদিত্যঃ ব্রহ্ম ইতি আদেশঃ (ছাঃ ৩।১৯।১) ইত্যাদিষু মধুব্রহ্মাধ্যাসেন আদিত্যদেবতোপাসনেষু তেষাম্ এব আদিত্যাদীনাম্ অধিকারাসম্ভবাৎ। [নহি একস্য এব উপাস্যোপাসকভাবঃ সম্ভবতি, তস্য ভেদনিষ্ঠত্বাৎ]।

অনুবাদ—] এইপ্রকারে দেবতাগণের শরীর অঙ্গীকার করিলে এবং [জগৎপ্রপঞ্চের নবকল্পারম্ভে] সৃষ্টি এবং [কল্পান্তে] প্রলয় অঙ্গীকার করিলে কর্ম্মে এবং শব্দে (—বেদের অন্যনিরপেক্ষ প্রামাণ্যে) বিরোধ হয় না, ইহা উপপাদন করিয়া, এক্ষণে "তদুপর্য্যপি" ইত্যাদি এই সূত্রে উক্ত যে দেবগণের [ব্রহ্মবিদ্যাতে] অধিকার, তাহাতে আক্ষেপ করিতেছেন—ব্রহ্মবিদ্যাতে দেবতা প্রভৃতির] **অনধিকারম্**—অধিকার নাই, [ইহা] **জৈমিনিঃ**—আচার্য্য জৈমিনি [মনে করেন। কোন হেতুবলে তাহা করেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **মধ্বাদিষু অসম্ভবাৎ**—যেহেতু "ঐ আদিত্যই দেবগণের মধু", "আদিত্যই ব্রহ্ম, ইহাই উপদেশ", ইত্যাদিস্থলে মধু এবং ব্রহ্মের আরোপদ্বারা আদিত্যদেবতার উপাসনাসকলে সেই আদিত্য

প্রভৃতিরই অধিকার সম্ভব হয় না। [যেহেতু একেরই উপাস্য-উপাসকভাব সম্ভব নহে, কারণ তাহা [উপাস্য ও উপাসকের] বিভিন্নতাতে আশ্রিত]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইহ দেবাদীনাম্ অপি ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ অস্তি অধিকারঃ ইতি যৎ প্রতিজ্ঞাতং তৎপর্যাবর্ত্ত্যতে ।১ দেবাদীনাম্ অনধিকারং জৈমিনিঃ আচার্য্যঃ মন্যতে ।২ কস্মাৎ ?৩ "মধ্বাদিষু অসম্ভবাৎ" ।৪ ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ অধিকারাভ্যুপগমে হি বিদ্যাত্বাবিশেষাৎ মধ্বাদি-বিদ্যাসু অপি অধিকারঃ অভ্যুপগম্যেত ।৫ নচ এবং সম্ভবতি ।৬ কথম্ ?৭ "অসৌ বৈ আদিত্যঃ দেবমধু" (ছাঃ ৩।১।১) ইতি অত্র মনুষ্যাঃ আদিত্যং মধ্বধ্যাসেন উপাসীরন্ ।৮ দেবাদিষু হি উপাসকেষু অভ্যুপগম্যমানেষু আদিত্যঃ কম্ অন্যম্ আদিত্যম্ উপাসীত ?৯ পুনশ্চ আদিত্যব্যপাশ্রয়াণি পঞ্চ রোহিতাদীনি অমৃতানি উপক্রম্য

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধবশতঃ তত্তৎ বিদ্যাতে দেব ও ঋষিগণের অধিকার না থাকায় অবিশেষভাবে বিদ্যা হওয়ায় ব্রহ্মবিদ্যাতেও তাঁহাদের অনধিকার।]

দেবতা প্রভৃতিরও ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে, এইপ্রকার যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে (১।৩।২৬ সূঃ, ১৫ বাক্য), এখানে তাহা পুনরায় আবর্ত্তিত হইতেছে (—সেই বিষয়ে পুনঃ বিচার করা হইতেছে)।১ [পূর্ব্বপক্ষী] আচার্য্য জৈমিনি মনে করেন—দেবতা প্রভৃতির [ব্রহ্মবিদ্যাতে] অধিকার নাই।২ কোন্ হেতুবলে ইহা মনে করেন ?৩ [তাহা বলিতেছেন—] "যেহেতু মধুবিদ্যা (৬২) প্রভৃতিতে [দেবগণের] অধিকার সম্ভব হয় না।৪ [কেন হয় না ? বলিতেছি—] যেহেতু ব্রহ্মবিদ্যাতে [দেবগণের] অধিকার অঙ্গীকার করিলে, তাহাও অবিশেষভাবে বিদ্যা হওয়ায় মধুবিদ্যা প্রভৃতি বিদ্যাসকলেও [তাঁহাদের] অধিকার অঙ্গীকার করিতে হইবে।৫ এইপ্রকার কিন্তু সম্ভব নহে।৬ কেন নহে ?৭ [তাহা বলিতেছেন—] "এই আদিত্যই দেবগণের মধু (—প্রীতিসম্পাদক"), ইত্যাদি এইস্থলে মনুষ্যগণ মধু অধ্যাসের (—মধুত্ব আরোপের) দ্বারা আদিত্যকে উপাসনা করিবে, [ইহা সম্ভব]।৮ কিন্তু দেবতাগণকে উপাসকরূপে স্বীকার করিলে আদিত্য অন্য কোন আদিত্যকে উপাসনা করিবেন ? [তাহাতে কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধ হইবে ; ৫ ভাবদীঃ শেষাংশ দ্রষ্টব্য।৯ আচ্ছা, তাহা হইলে বসু প্রভৃতি অন্য দেবতার তাহাতে অধিকার হউক ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আরও দেখ, আদিত্যে আশ্রিত

ভাবদীপিকা

(৬২) এখানে মধুবিদ্যা নামক সগুণব্রহ্মবিদ্যার (৩।৩।১৮ অনিয়মাধিকরণভাষ্য দ্রষ্টব্য) কথা বলা হইতেছে। এই বিদ্যার ফলে বসু, রুদ্র, আদিত্য, মরুৎ ও সাধ্যরূপ দেবত্ব লব্ধ হয়। ছাঃ ৩।১ টীকাতে পূজ্যপাদ আনন্দগিরি বলিয়াছেন, এই বিদ্যার ফলে ক্রমমুক্তি লব্ধ হয়। ছাঃ ৩।১-৩।১১ পর্য্যন্ত খণ্ডে এই বিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

বসবঃ রুদ্রাঃ আদিত্যাঃ মরুতঃ সাধ্যাশ্চ পঞ্চদেবগণাঃ ক্রমেণ তত্তদ্ অমৃতম্ উপজীবন্তি ইতি উপদিশ্য "সঃ যঃ এতদ্ এবম্ অমৃতং বেদ বসূনাম্ এব একঃ ভূত্বা অগ্নিনা এব মুখেন এতদেব অমৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি" (ছাঃ ৩।৬।৩) ইত্যাদিনা বস্বাদ্যুপজীব্যানি অমৃতানি বিজানতাং বস্বাদিমহিমপ্রাপ্তিং দর্শয়তি ।১০ বস্বাদয়স্তু কান্ অন্যান্ বস্বাদীন্ অমৃতোপজীবিনঃ বিজানীয়ুঃ, কং বা অন্যং বস্বাদিমহিমানং প্রেপ্সেয়ুঃ? ১১ তথা "অগ্নিঃ পাদঃ বায়ুঃ পাদঃ আদিত্যঃ পাদঃ দিশঃ পাদঃ" (ছাঃ ৩।১৮।২), "বায়ুঃ বাব সম্বর্গঃ" (ছাঃ ৪।৩।১), "আদিত্যঃ ব্রহ্ম ইতি আদেশঃ" (ছাঃ ৩।১৯।১) ইত্যাদিষু দেবতাত্মোপাসনেষু ন তেষাম্ এব দেবতাত্মনাম অধিকারঃ সম্ভবতি ।১২ তথা "ইমৌ এব গৌতমভরদ্বাজৌ, অয়ম্ এব

ভাষ্যানুবাদ

রোহিতাদি পাঁচটী (৬৩) অমৃতের উপক্রম করিয়া (—তাহাদের বর্ণনারম্ভ করিয়া) বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, মরুদ্গণ ও সাধ্যগণ, এই পঞ্চ দেবসমষ্টি যথাক্রমে তত্তৎ অমৃতকে উপভোগ করেন, এইপ্রকার উপদেশ করিয়া "যিনি এইপ্রকারে এই অমৃতকে জানেন, তিনি বসুগণের মধ্যে একজন হইয়া অগ্নিরূপ মুখের দ্বারাই (—অগ্নিকে অগ্রণী করিয়াই) এই অমৃতকে দর্শন করিয়া তৃপ্ত হন", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা [শ্রুতি] যাঁহারা বসু প্রভৃতির উপজীব্য অমৃতসকলকে জানেন, তাঁহাদের বসু প্রভৃতির মহিমা প্রাপ্তি (—বসু প্রভৃতি দেবতাত্ব প্রাপ্তি) প্রদর্শন করিতেছেন।১০ কিন্তু বসু প্রভৃতি আর অন্য কোন্ বসু প্রভৃতিকে অমৃতের উপভোগকারিরূপে জানিবেন, অথবা অন্য কোন্ বসু প্রভৃতির মহিমাকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিবেন? ১১ [সূত্রস্থ 'আদি' শব্দের দ্বারা সূচিত অন্যান্য বিদ্যাসকলের উল্লেখ করিয়া সেই সকলেও যে তত্তৎ দেবগণের অধিকার নাই, ইহা বলিতেছেন—] এইরূপে ["সেই অধিদৈবত আকাশরূপ ব্রহ্মের] অগ্নি একটী পদ, বায়ু একটী পদ, আদিত্য একটী পদ এবং দিক্‌সকল একটী পদ", "বায়ুই সম্বর্গ (—সম্যগ্‌রূপে গ্রাসকারী"), "আদিত্য ব্রহ্ম—ইহাই উপদেশ" ইত্যাদি এই দেবতাযুক্ত উপাসনা-সকলে সেই [অগ্নি প্রভৃতি] দেবতাগণেরই অধিকার সম্ভব হয় না। ১২

ভাবদীপিকা

(৬৩) রোহিতাদি পাঁচটী অমৃত বলিতে মধুবিদ্যাতে বর্ণিত আদিত্যস্থ লোহিতবর্ণ (ছাঃ ৩।১।৪), শুক্লবর্ণ (ঐ ৩।২।৩), কৃষ্ণবর্ণ (ঐ ৩।৩।৩), অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ (ঐ ৩।৪।৩) এবং আদিত্যের মধ্যভাগে অবস্থিত বিক্ষুব্ধ কিরণরাশি (ঐ ৩।৫।৪), এই পাঁচটী বস্তুকে বুঝিতে হইবে। ভাবিফলপ্রদ অদৃষ্টরূপ অমৃত এইসকলভাবে আদিত্যে অবস্থান করে, উপাসনাকালে এইরূপ চিন্তা করিতে হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

গৌতমঃ, অয়ং ভরদ্বাজঃ" (বৃঃ ২।২।৪) ইত্যাদিষু অপি ঋষিসম্বন্ধেষু উপাসনেষু ন তেষাম্ এব ঋষীণাম্ অধিকারঃ সম্ভবতি।১৩॥১।৩।৩১॥

ভাষ্যানুবাদ

[আচ্ছা ঋষিগণের বিদ্যাতে অধিকার নাই কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] এইরূপে "এই [কর্ণ] দুইটীই গৌতম ও ভরদ্বাজ, এইটী (—দক্ষিণ বা বাম কর্ণটী) গৌতম এবং এইটী ভরদ্বাজ", ইত্যাদি এই ঋষিসম্বন্ধী উপাসনাসকলে সেই [গৌতমাদি] ঋষিগণেরই অধিকার সম্ভব হয় না (৬৪) ।১৩॥১।৩।৩১॥

শাঙ্করভাষ্যম্—কুতশ্চ দেবাদীনাম্ অনধিকারঃ?

ভাষ্যানুবাদ—আর কোন্ হেতুবশতঃ [দেবতা প্রভৃতির ব্রহ্মবিদ্যাতে] অধিকার নাই? [ব্রাহ্মণের রাজসূয়যজ্ঞে অধিকার না থাকিলেও যেমন বৃহস্পতি-সব যজ্ঞে অধিকার নিরাকরণ করা যায় না, তদ্রূপ মধুবিদ্যাদি কোন কোন বিদ্যাতে দেবতা ও ঋষিগণের অধিকার না থাকিলেও সকলপ্রকার বিদ্যাতেই তাঁহাদের অধিকার নিরাকরণ করা যায় না। কোন্ হেতুবলে তাহা নিরাকরণ করিতেছ? ইহাই ভাব । তদুত্তরে আচার্য্য জৈমিনি বলিতেছেন—]

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] **জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥ ১।৩।৩২॥**

সূত্রার্থ—চ—কিঞ্চ, [লোকে] **জ্যোতিষি**—ভ্রমণবত্তয়া পরিদৃশ্যমানজড়জ্যোতির্ম্মণ্ডলে, **ভাবাৎ**—সূর্য্যচন্দ্রাদিদেবতাশব্দানাং প্রয়োগসদ্ভাবাৎ, [তদতিরিক্তানাং চ চেতনানাং বিগ্রহাদিমতাং দেবতানাং অভাবাৎ দেবানাং ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ অধিকারপ্রশ্নোঽপি ন উদেতি, ইতি আচার্য্যঃ জৈমিনিঃ মন্যতে] ।

অনুবাদ—চ—আর এক কথা, [লোকমধ্যে] **জ্যোতিষি**—ভ্রমণশীলরূপে পরিদৃশ্যমান্ জড় জ্যোতির্ম্মণ্ডলে, **ভাবাৎ**—সূর্য্য ও চন্দ্রাদি দেবতাবাচক শব্দসকলের

ভাবদীপিকা

(৬৪) এই উভয়স্থলে তত্তৎ দেবগণ ও ঋষিগণ ধ্যেয়কোটির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়েন বলিয়া তত্তৎ দেবতা ও তত্তৎ ঋষিগণ সেই সেই বিদ্যানুশীলনে অধিকারী হইতে পারেন না। **ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার** কিন্তু বলেন—"যে উপাসনাসকলে এইপ্রকার বিরোধ (—সেই সেই দেব ও ঋষিগণই হন ধ্যাতা এবং ধ্যেয় উভয়ই, এইপ্রকার কর্ম্মকর্তৃবিরোধ) নাই, সেই উপাসনাসকলে সেই সেই দেবতা প্রভৃতির অধিকার সিদ্ধ হয়। সকলপ্রকার উপাসনাতে তাহা সিদ্ধ হয় না।" ভগবান্ ভাষ্যকারও 'ন তেষাম্ এব দেবতাত্বনাম্' 'ন তেষাম্ এব ঋষীণাম্' ইত্যাদি বাক্যে 'এব'কার প্রয়োগ দ্বারা ইহাই সূচিত করিয়াছেন। [এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ মতভেদ প্রতিভাত হইতেছে, ১ ভাবদীঃ এবং ১।৩।৩৩ সূত্রার্থ দ্রঃ] আচার্য্য জৈমিনি কিন্তু মনে করেন, "যেহেতু মধুবিদ্যা প্রভৃতি তত্তৎ বিদ্যাসকলে দেবগণের ও ঋষিগণের অধিকার নাই, সেইহেতু অবিশেষভাবে বৈদিক বিদ্যা হওয়ায় ব্রহ্মবিদ্যাতেও তাঁহাদের অধিকার নাই" (ন্যায়রক্ষামণিঃ)। "ব্রহ্মবিদ্যা দেবাদীন্ ন অধিকরোতি, বিদ্যাত্বাৎ; মধ্বাদিবিদ্যাবৎ" (রত্নপ্রভা)।

প্রয়োগ আছে বলিয়া [এবং তদতিরিক্ত চেতন বিগ্রহাদিযুক্ত দেবতাগণের অস্তিত্ব না থাকায় দেবগণের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকারের প্রশ্নই উঠে না, আচার্য্য জৈমিনি ইহা মনে করেন]।

শাঙ্করভাষ্যম্‌

যদিদং জ্যোতির্ম্মণ্ডলং দ্যুস্থানম্ অহোরাত্রাভ্যাং বম্ ভ্রমৎ জগদবভাসয়তি, তস্মিন্ আদিত্যাদয়ঃ দেবতাবচনাঃ শব্দাঃ প্রযুজ্যন্তে, লোকপ্রসিদ্ধেঃ বাক্যশেষপ্রসিদ্ধেশ্চ ।১ নচ জ্যোতির্ম্মণ্ডলস্য হৃদয়াদিনা বিগ্রহেণ, চেতনতয়া অর্থিত্বাদিনা বা যোগঃ অবগন্তুং শক্যতে, মৃদাদিবৎ অচেতনত্বাবগমাৎ ।২ এতেন অগ্ন্যাদয়ঃ ব্যাখ্যাতাঃ ।৩ স্যাদেতৎ, মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণ-

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—চৈতন্য ও বিগ্রহাদিসদ্ভাবে কোন প্রমাণ না থাকায় দেবগণের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার নাই।]

পূর্ব্বপক্ষ—এই যে দ্যুলোকে অবস্থিত জ্যোতির্ম্মণ্ডল, যাহা দিবারাত্রি পুনঃ পুনঃ ভ্রমণকরতঃ জগৎকে প্রকাশিত করিতেছে, আদিত্যাদি দেবতাবাচকশব্দসকল তাহাতে প্রযুক্ত হয়, যেহেতু লোকমধ্যে এইপ্রকার প্রসিদ্ধি আছে এবং যেহেতু ['আদিত্যঃ পুরস্তাৎ উদেতা পশ্চাৎ অস্তমেতা' (ছাঃ ৩।৭।৪) ইত্যাদি মধুবিদ্যার] বাক্যশেষে ইহা প্রসিদ্ধ আছে।১ আর [উপাসনার জন্য উপযোগী] হৃদয়াদি বিগ্রহের (—অবয়বের) সহিত, অথবা চেতন হওয়ায় অর্থিত্বাদির সহিত জ্যোতির্ম্মণ্ডলের সম্বন্ধ অবগত হইতে পারা যায় না, কারণ মৃত্তিকা প্রভৃতির ন্যায় [তাহাদের] অচেতনতা অবগত হওয়া যায়।২ ইহার দ্বারা (—অগ্নি বায়ু ও ভূমি ইত্যাদি শব্দসকল অচেতন পদার্থেরই বাচক হওয়ায়) অগ্নি প্রভৃতিও ব্যাখ্যাত হইল (—তাহারাও চেতনাহীন জড় পদার্থ হওয়ায় ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকারের প্রশ্নই উঠে না)।৩ [পূর্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্তীর শঙ্কা—] আচ্ছা, তাহা হইতে পারে, কিন্তু ["বজ্রহস্তঃ পুরন্দরঃ" ইত্যাদি] মন্ত্র, ["সঃ অরোদীৎ" (তৈঃ সং ২।৫।১।১) ইত্যাদি] অর্থবাদ, ["ইষ্টান্ ভোগান্ হি বৈ দেবাঃ দাস্যন্তে" (গীতা ৩।১২) ইত্যাদি] ইতিহাস ও পুরাণ এবং [চিত্রে দণ্ডহস্ত যম ও পাশহস্ত বরুণ ইত্যাদি অঙ্কিত হন, এইসকল] লোকপ্রসিদ্ধি হইতে দেবতা প্রভৃতির বি·হ-যুক্ততা (৬৫) ইত্যাদি অবগত হওয়া যায় বলিয়া ইহা (—ব্রহ্মবিদ্যাতে দেবগণের

ভাবদীপিকা

(৬৫) বিগ্রহযুক্ততা বলিতে এইপ্রকার বুঝিতে হইবে—"বিগ্রহো হবিষাং ভোগ ঐশ্বর্য্যং চ প্রসন্নতা। ফলপ্রদানমিত্যেতৎ পঞ্চকং বিগ্রহাদিকম্" ॥—শরীর, আহুত হবনীয় দ্রব্যের ভক্ষণ, ঐশ্বর্য্য, প্রসন্নতা এবং যজমানকে অভীষ্ট ফলদান, এই পাঁচটীকে বিগ্রহাদিপদে গ্রহণ করিতে হইবে। পুরাণে দেবতাগণের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। বায়ুপুরাণ ৬৬-৬৭ ইত্যাদি অধ্যায় দ্রষ্টব্য। যাঁহাদের উৎপত্তি হয়, তাঁহাদের শরীর অবশ্যই আছে এবং উক্তপ্রকার হবিঃ ভক্ষণাদিও তাঁহাদের দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

লোকেভ্যঃ দেবাদীনাং বিগ্রহবত্ত্বাদ্যবগমাৎ অয়ম্ অদোষঃ ইতি।৪ ন ইতি উচ্যতে, নহি তাবৎ লোকঃ নাম কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রং প্রমাণম অস্তি।৫ প্রত্যক্ষাদিভ্যঃ এব হি অবিচারিতবিশেষেভ্যঃ প্রমাণেভ্যঃ প্রসিদ্ধঃ এব অর্থঃ লোকাৎ প্রসিদ্ধঃ* ইতি উচ্যতে।৬ ন চ অত্র প্রত্যক্ষাদীনাম্ অন্যতমং প্রমাণম্ অস্তি।৭ ইতিহাস-পুরাণম্ অপি পৌরুষেয়ত্বাৎ প্রমাণান্তরমূলম্ আকাঙ্ক্ষতি।৮ অর্থবাদাঃ অপি বিধিনা একবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থাঃ সন্তঃ ন পার্থগর্থ্যেন দেবাদীনাং বিগ্রহাদিসদ্ভাবে কারণভাবং প্রতিপদ্যন্তে।৯ মন্ত্রাঃ অপি শ্রুত্যাদিবিনিযুক্তাঃ প্রয়োগসমবায়িনঃ অভিধানার্থাঃ, ন কস্যচিৎ অর্থস্য প্রমাণম্ ইতি আচক্ষতে।১০ তস্মাৎ অভাবঃ দেবাদীনাম অধিকারস্য।১১॥১।৩।৩২॥

* 'প্রসিধ্যন্নর্থো লোকাৎ প্রসিধ্যতি'—ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

অধিকার) দোষাবহ নহে, ইত্যাদি।৪ [পূর্ব্বপক্ষীর সমাধান—] তদুত্তরে বলা হইতেছে, না, এইপ্রকার বলা যায় না, যেহেতু লোকপ্রসিদ্ধি নামক স্বতন্ত্র কোন প্রমাণ নাই।৫ যাহাদের বিশেষ বিচার করিয়া দেখা হয় নাই এমন যে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসকল, সেই সকল হইতে প্রসিদ্ধ (—সেই প্রমাণসকল দ্বারা বিজ্ঞাত) যে বিষয়, তাহাই 'লোকতঃ প্রসিদ্ধ', এইপ্রকারে কথিত হয়।৬ এখানে (—দেবগণের বিগ্রহবত্তাবিষয়ে) কিন্তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসকলের মধ্যে একটীও নাই (—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসকলের দ্বারা তাহা অবগত হওয়া যায় না, সেইহেতু প্রস্তাবিতস্থলে লোক-প্রসিদ্ধি নাই)।৭ আর ইতিহাস ও পুরাণও পুরুষপ্রণীত হওয়ায় অন্য প্রমাণরূপ মূলকে অপেক্ষা করে, [সুতরাং প্রমাণান্তরসাপেক্ষ হওয়ায় তাহারা স্বয়ং প্রমাণ হইতে পারে না।৮ যদি বলা হয়, বৈদিক অর্থবাদ ও মন্ত্রই তাহাদের মূল, সুতরাং কোন দোষ হয় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] 'অর্থবাদসকলও বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতাপন্ন হওয়ায় [বিধেয় বিষয়ের] স্তুতির জন্য হয় বলিয়া (জৈঃ সূঃ ১।২।৭) পৃথক্ অর্থ প্রতিপাদনদ্বারা দেবতা প্রভৃতির শরীরাদির অস্তিত্বের প্রতি কারণভাব প্রাপ্ত হয় না (—দেবতাদির শরীর আছে, ইহা প্রতিপাদন করে না)।৯ আর মন্ত্র-সকলও শ্রুতি [ও লিঙ্গ] প্রভৃতির দ্বারা বিনিযুক্ত হইয়া [যজ্ঞাদি কর্ম্মে] প্রয়োগের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যে [দ্রব্য ও দেবতাদি] বিষয়, তাহার কথনরূপ প্রয়োজন সম্পাদক হইয়া থাকে (—'মন্ত্রৈরেব অর্থঃ স্মর্ত্তব্যঃ'—'মন্ত্রোচ্চারণ করতঃই যজ্ঞে বিহিত পদার্থ-সকলকে স্মরণ করিবে' এই নিয়মবিধিবলে যজ্ঞে বিনিয়োগের উপযোগী পদার্থ-সকলকে স্মরণ করাইয়া প্রয়োজন সম্পাদক হইয়া থাকে, পূঃ মীঃ ১।২।৪ মন্ত্রাধিকরণ), তাহা কিন্তু কোন বিষয়ের প্রমাণ নহে, ইহা [পূর্ব্বমীমাংসকগণ] বলিয়া থাকেন।১০

ভাষ্যানুবাদ

সেইহেতু (—দেবগণের শরীরাদির অস্তিত্ববিষয়ে কোন প্রমাণ না থাকায়) দেবতা প্রভৃতির [ব্রহ্মবিদ্যাতে] অধিকার নাই।১১ [ইহা পূর্ব্বপক্ষ] ॥১।৩।৩২॥

[সিদ্ধান্তসূত্র—] ভাবং তু বাদরায়ণোঽস্তি হি ॥১।৩।৩৩॥

পদচ্ছেদ—ভাবম্, তু, বাদরায়ণঃ, অস্তি, হি।

সূত্রার্থ—তুশব্দঃ—জৈমিনিমতনিরাসার্থঃ। **বাদরায়ণঃ**—আচার্য্যঃ বাদরায়ণঃ [দেবাদীনাং বিগ্রহবত্ত্বেন শুদ্ধব্রহ্মবিদ্যায়াম্ অধিকারস্য] **ভাবম্**—অস্তিত্বং [মন্যতে। কুতঃ?] **হি**—যস্মাৎ, [যদ্যপি দেবতাদিমিশ্রোপাসনাসু দেবাদীনাম্ অনধিকারঃ, তথাপি নির্গুণব্রহ্মবিদ্যায়াং (ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিকা) তেষাম্ অর্থিত্বাদ্যধিকারকারণম্] **অস্তি**—বিদ্যতে। [ন চ অর্থবাদাদীনাং স্বার্থে প্রামাণ্যাভাবাৎ কথং তেভ্যঃ বিগ্রহবত্ত্বসিদ্ধিঃ ইতি বাচ্যম্]। **হি**—যতঃ [দেবাদিবিগ্রহপ্রতিপাদকানাং মন্ত্রাদীনাং মানান্তরাবিরোধেন প্রমাণত্বাৎ জ্যোতিরাদৌ অভিমানিনী দেবতা] **অস্তি**—বিদ্যতে।

অনুবাদ—তুশব্দ—জৈমিনিমতনিরাকরণের জন্য। **বাদরায়ণঃ**—আচার্য্য বাদরায়ণ [দেবতা প্রভৃতির শরীর থাকায় শুদ্ধব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকারের] **ভাবম্**—অস্তিত্ব আছে [ইহা মনে করেন। কোন হেতুবলে ইহা মনে করেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **হি**—যেহেতু [যদিও দেবতাদিমিশ্রিত উপাসনাসকলে দেবতা প্রভৃতির অধিকার নাই, তাহা হইলেও নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে তাঁহাদের অধিকারের হেতু যে অর্থিত্ব প্রভৃতি, তাহা] **অস্তি**—বর্ত্তমান আছে। [আর অর্থবাদাদিবাক্যসকলের স্বার্থে প্রামাণ্য না থাকায় সেই সকল হইতে কিপ্রকারে দেবতাগণের সশরীরতা সিদ্ধ হইবে, ইহা বলা উচিত নহে]। **হি**—যেহেতু [দেবতাদির শরীরসত্তা প্রতিপাদক যে মন্ত্র প্রভৃতি, অন্য প্রমাণের সহিত বিরোধ না থাকায় তাহারা প্রমাণ হয় বলিয়া জ্যোতির্মণ্ডলাদিতে অভিমানিনী দেবতা] **অস্তি**—বিদ্যমান আছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

তুশব্দঃ পূর্ব্বপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি।১ বাদরায়ণস্তু আচার্য্যঃ ভাবম্ অধিকারস্য দেবাদীনাম্ অপি মন্যতে।২ যদ্যপি মধ্বাদিবিদ্যাসু দেবতাদিব্যামিশ্রাসু অসম্ভবঃ অধিকারস্য, তথাপি অস্তি হি শুদ্ধায়াং ব্রহ্মবিদ্যায়াং সম্ভবঃ; অর্থিত্বসামর্থ্যাপ্রতিষেধাদ্যপেক্ষত্বাৎ অধি-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—পূর্ব্বপক্ষীর অনুমানে হেত্বাভাস প্রদর্শন। শ্রৌত ও স্মার্ত্ত লিঙ্গপ্রমাণবলে নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে দেবগণের অধিকার।]

[সূত্রস্থ] তু শব্দটী পূর্ব্বপক্ষকে নিরাকরণ করিতেছে।১ আচার্য্য বাদরায়ণ কিন্তু দেবতা প্রভৃতিরও [ব্রহ্মবিদ্যাতে] অধিকার আছে, ইহা মনে করেন।২ যদিও দেবতাদিমিশ্রিত (—দেবতাদিধ্যানযুক্ত) মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে [দেবতা প্রভৃতির] অধিকার সম্ভব নহে, তথাপি শুদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যাতে (—নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে) নিশ্চয় [অধিকার] সম্ভব; যেহেতু অধিকার অর্থিত্ব, সামর্থ্য এবং অপ্রতিষেধ প্রভৃতিকে (১৩।৭ অধিঃ ৯ ভাবদীঃ) অপেক্ষা করে।৩ [কিন্তু "ব্রহ্মবিদ্যা দেবাদীন্ ন অধি-

শাঙ্করভাষ্যম্

কারস্য।৩ নচ ক্বচিৎ অসম্ভবঃ ইতি এতাবতা যত্র সম্ভবঃ তত্রাপি অধিকারঃ অপোদ্যেত।৪ মনুষ্যাণাম্ অপি ন সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণাদীনাং সর্ব্বেষু রাজসূয়াদিষু অধিকারঃ সম্ভবতি।৫ তত্র যঃ ন্যায়ঃ, সঃ অত্রাপি ভবিষ্যতি।৬ ব্রহ্মবিদ্যাং চ প্রকৃত্য ভবতি লিঙ্গদর্শনং* শ্রৌতং দেবাদ্যধিকারস্য সূচকম্—"তদ্ যঃ যঃ দেবানাং প্রত্যবুধ্যত, সঃ এব তৎ অভবৎ, তথা ঋষীণাং তথা মনুষ্যাণাম্" (বৃঃ ১।৪। ১০) ইতি; "তে হ উচুঃ হন্ত তম্ আত্মানম্ অন্বিচ্ছামঃ যম্ আত্মানম্ অন্বিষ্য সর্ব্বাংশ্চ লোকান্ আপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ ইতি। ইন্দ্রঃ

* 'দর্শনম্' ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

করোতি, বিদ্যাত্বাৎ মধ্বাদিবিদ্যাবৎ", (৬৪ ভাবদীঃ) এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর কোনস্থলে [অধিকার] অসম্ভব, মাত্র এইহেতুবশতঃ যেখানে সম্ভব সেখানেও অধিকার নিরাকৃত হইবে, ইহা বলা যায় না।৪ [কেন বলা যায় না? তাহা বলিতেছেন—] মনুষ্যগণের মধ্যেও ব্রাহ্মণাদি সকলের রাজসূয় প্রভৃতি সকল যজ্ঞে অধিকার সম্ভব হয় না, [কিন্তু তাহা হইলেও বৃহস্পতিসব যজ্ঞে ব্রাহ্মণের অধিকার আছে]।৫ সেইস্থলে যে যুক্তি, তাহা এখানেও প্রযুক্ত হইবে (৬৬)।৬ [নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে দেবগণের ও ঋষিগণের অধিকার আছে, সেই বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর ব্রহ্মবিদ্যাকে অধিকার করিয়া [তাহাতে] দেবতাপ্রভৃতির অধিকারের সূচক শ্রৌতলিঙ্গপ্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়, যথা—"দেবতাগণের মধ্যে যে কেহ প্রতিবুদ্ধ হইয়াছেন (—আত্মাকে অবগত হইয়াছেন), তিনি তাহা (—ব্রহ্মস্বরূপ) হইয়াছেন। ঋষিগণের মধ্যে সেইপ্রকার হইয়াছে, মনুষ্যগণের মধ্যে সেইপ্রকার হইয়াছে", ইত্যাদি এবং "তাহারা (—সেই দেব ও অসুরগণ) বলিয়াছিলেন, ভাল কথা, আমরা সেই আত্মাকে অনুসন্ধান করিব, যে আত্মাকে অনুসন্ধান করিয়া সকল

ভাবদীপিকা

(৬৬) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—যাহাতে যাহার অধিকার আছে, সে হইবে তাহাতে অধিকারী। মধুবিদ্যা প্রভৃতি দেবতাধ্যানমিশ্রিত হওয়ায় দেবগণের তাহাতে অধিকার সিদ্ধ হয় না; মধুবিদ্যা প্রভৃতি বিদ্যা বলিয়াই যে দেবগণের তাহাতে অধিকার সিদ্ধ হয় না, তাহা নহে। তাহা স্বীকার করিলে বৃহস্পতিসবযজ্ঞও রাজসূয়যজ্ঞের ন্যায় যজ্ঞ হওয়ায় ব্রাহ্মণের তাহাতে অধিকার থাকিত না। বৃহস্পতিসবে কিন্তু ব্রাহ্মণের অধিকার আছে। অতএব ইহা সিদ্ধ হইতেছে যে, দেবতাধ্যানযুক্ত হওয়ারূপ বাধক থাকায় দেবগণের মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে অধিকার সিদ্ধ হয় না। নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে এইপ্রকার কোন বাধক না থাকায়, তাহাতে দেবতা প্রভৃতির (—ঋষিগণেরও) অধিকার সিদ্ধ হয়। সেইহেতু উক্ত অনুমান সাধ্যসিদ্ধি করিতে পারে না। 'দেবতাধ্যানযুক্তত্ব' হয় পূর্ব্বপক্ষীর উক্ত অনুমানে 'উপাধি'। সেইহেতু অনুমানটী ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি হেত্বাভাসদুষ্ট হইয়া পড়িল।

শাঙ্করভাষ্যম্

হ এব দেবানাম্ অভিপ্রবব্রাজ বিরোচনঃ অসুরাণাম্” (ছাঃ ৮।৭।২) ইত্যাদি চ।৭ স্মার্ত্তম্ অপি গন্ধর্ব্বযাজ্ঞবল্ক্যসংবাদাদি।৮ যদপি উক্তম্ “জ্যোতিষি ভাবাচ্চ” (১।৩।৩২) ইতি।৯ অত্র ব্রূমঃ—জ্যোতিরাদিবিষয়াঃ অপি আদিত্যাদয়ঃ দেবতাবচনাঃ শব্দাঃ চেতনাবন্তম্ ঐশ্বর্য্যাদ্যুপেতং তং তং দেবতাত্মানং সমর্পয়ন্তি, মন্ত্রার্থবাদাদিষু তথা ব্যবহারাৎ।১০ অস্তি হি ঐশ্বর্য্যযোগাৎ দেবতানাং জ্যোতিরাদ্যাত্মভিশ্চ অবস্থাতুং, যথেষ্টং চ তং তং বিগ্রহং গ্রহীতুং সামর্থ্যম্।১১ তথাহি শ্রূয়তে সুব্রহ্মণ্যার্থবাদে “মেধাতিথের্মেষেতি”।১২ “মেধাতিথিং হ কাণ্বায়নম্ ইন্দ্রঃ মেষঃ ভূত্বা

ভাষ্যানুবাদ

লোককে ও সকল কামনাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র ও অসুরগণের মধ্যে বিরোচন [প্রজাপতির অভিমুখে] গমন করিয়াছিলেন”, ইত্যাদি।৭ আর গন্ধর্ব্ব ও যাজ্ঞবল্ক্যের কথোপকথন (৬৭) ইত্যাদি স্মার্ত্তলিঙ্গপ্রমাণও আছে।৮

[সিঃ—মন্ত্র ও অর্থবাদের প্রামাণ্যবলে আদিত্যাদিশব্দে জড় জ্যোতির্ম্মণ্ডল এবং বিগ্রহবান্ চেতন দেবতা, উভয়ই গ্রহণীয়।]

আর যে বলা হইয়াছে—“জ্যোতিষি ভাবাচ্চ” (—জ্যোতির্ম্ময় জড়পিণ্ডে সূর্য্যাদি শব্দের প্রয়োগ হয়, তদতিরিক্ত চেতন দেবতা না থাকায় দেবগণের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকারের প্রশ্ন উঠে না), ইত্যাদি।৯ এই বিষয়ে আমরা বলিতেছি—আদিত্যাদি দেবতাবাচক শব্দসকল জ্যোতির্ম্মণ্ডল প্রভৃতিকে বিষয় করিলেও চেতনাযুক্ত এবং ঐশ্বর্য্যাদিযুক্ত সেই সেই দেবতাত্মাকেও সমর্পণ করে, যেহেতু মন্ত্র ও অর্থবাদ প্রভৃতিতে সেইপ্রকার (—চেতনাযুক্তরূপে) ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়।১০ [একই বস্তু জড় ও চেতন উভয়ই কিপ্রকারে হইবে ? তাহা বলিতেছেন—] ঐশ্বর্য্যের যোগবশতঃ (—নানাপ্রকার শরীর ধারণ করিবার সামর্থ্যরূপ বিভূতিযুক্ত হন বলিয়া) দেবগণের জ্যোতির্ম্মণ্ডলাদিরূপে অবস্থান করিবার এবং ইচ্ছানুযায়ী তত্তৎ শরীর গ্রহণ করিবার সামর্থ্য আছে।১১ [সেই বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন —] সুব্রহ্মণ্য অর্থবাদে (৬৮) সেইরূপই শ্রুত হইতেছে, যথা—[ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে—] “হে মেধাতিথির মেষ” ইত্যাদি।১২ [ইন্দ্রকে কেন

ভাবদীপিকা

(৬৭) মহাভারত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়ে (মহাভাঃ শাঃ ৩১৮।২৬ ইত্যাদি অধ্যায়ে) বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্ব ও যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির মধ্যে ব্রহ্মবিষয়ক আলোচনা পরিদৃষ্ট হয়। গন্ধর্ব্ব দেবতাবিশেষ।

(৬৮) সামগানকারী উদ্গাতৃগণের মধ্যে একজন ঋত্বিক্‌কে বলা হয়— সুব্রহ্মণ্য। সোমযজ্ঞে ইন্দ্রদেবতার স্তুতির জন্য সুব্রহ্মণ্যকর্ত্তৃক এই অর্থবাদাত্মক সাম গীত হয় বলিয়া ইহার নাম সুব্রহ্মণ্য অর্থবাদ। [৩।৩।৩ অন্যথাত্বাধিকরণে ‘ষোড়শ ঋত্বিকের ও সামের সপ্তভক্তির পরিচয়’ শীর্ষক ভাবদীপিকা দ্রষ্টব্য]।

শাঙ্করভাষ্যম্

জহার" (ষড়বিংশ ব্রাঃ ১।১) ইতি ।১৩ স্মর্য্যতে চ "আদিত্যঃ পুরুষঃ ভূত্বা কুন্তীম্ উপজগাম হ" ইতি ।১৪ মৃদাদিষু অপি চেতনাঃ অধিষ্ঠাতারঃ অভ্যুপগম্যন্তে, "মৃদ্ অব্রবীৎ, আপঃ অব্রুবন্" (শত ব্রাঃ ১।৬।৩।২।৪) ইত্যাদি দর্শনাৎ ।১৫ জ্যোতিরাদেস্তু ভূতধাতোঃ আদিত্যাদিষু অচেতনত্বম্ অভ্যুপগম্যতে, চেতনাস্তু অধিষ্ঠাতারঃ দেবতাত্মানঃ মন্ত্রার্থবাদাদিব্যবহারাৎ ইতি উক্তম্ ।১৬ যদপি উক্তং মন্ত্রার্থবাদয়োঃ অন্যার্থত্বাৎ ন দেবতাবিগ্রহাদিপ্রকাশন-সামর্থ্যম্ ইতি ।১৭ অত্র ব্রূমঃ—প্রত্যয়াপ্রত্যয়ৌ হি সদ্ভাবাসদ্ভাবয়োঃ কারণং, ন অন্যার্থত্বম্ অনন্যার্থত্বং বা ।১৮ তথাহি—অন্যার্থম্

ভাষ্যানুবাদ

মেধাতিথির মেষ বলা হয়, তাহা শ্রুতি হইতেই প্রদর্শন করিতেছেন—] কণ্বের পুত্র মেধাতিথিকে ইন্দ্র মেষরূপ ধারণ করিয়া হরণ করিয়াছিলেন", ইত্যাদি।১৩ [দেবতাগণ শরীর ধারণ করিতে সমর্থ, তাহা] স্মৃতিতেও বর্ণিত হইতেছে, যথা—"আদিত্য পুরুষরূপ ধারণ করিয়া কুন্তীর নিকট গমন করিয়াছিলেন", ইত্যাদি।১৪ [আর যে জ্যোতিষ্কগণকে মৃদাদির ন্যায় অচেতন বলা হইয়াছে (১৷৩৷৩২ সূঃ ২ বাক্য), সেই বিষয়ে বলিতেছেন—] মৃত্তিকা প্রভৃতিতেও চেতন অধিষ্ঠাতাসকল স্বীকৃত হন, যেহেতু [শ্রুতিতে] "মৃত্তিকা বলিয়াছিলেন, জল বলিয়াছিলেন" ইত্যাদি [বাক্যসকল] পরিদৃষ্ট হয় ।১৫ [আচ্ছা, আদিত্যাদিতে জড়াংশই বা কোনটী এবং চেতনাংশই বা কোনটী ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আদিত্য প্রভৃতিতে যে জ্যোতিরাদি ভূতধাতু (—জ্যোতির্ম্মণ্ডলাত্মক ভৌতিক বস্তুরূপ জড়াংশ), তাহার অচেতনতা (—জড়তা) অঙ্গীকার করা হয় ; কিন্তু [প্রসিদ্ধ সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডলের] অধিষ্ঠাতৃগণ হন চেতন দেবতাত্মা, যেহেতু মন্ত্র ও অর্থবাদ প্রভৃতিতে [সেইরূপ] ব্যবহার হয়, ইহা [১০ বাক্যে] বলা হইয়াছে ।১৬

[সিঃ একদেশী—তৎবিষয়ক জ্ঞানদ্বারাই বস্তুর সত্তা সিদ্ধ হয় বলিয়া অর্থবাদাদি হইতেও দেববিগ্রহাদি সিদ্ধি।]

আর যে বলা হইয়াছে—মন্ত্র ও অর্থবাদ অন্য অর্থ প্রতিপাদন করে বলিয়া (—অর্থবাদসকল বিধেয় বস্তুর স্তুতি বা নিন্দা করে বলিয়া এবং মন্ত্রসকল যজ্ঞে প্রয়োগকালে পদার্থের স্মরণমাত্র করায় বলিয়া) দেবতার বিগ্রহ প্রভৃতির প্রকাশন-সামর্থ্য [তাহাদের] নাই (১৷৩৷৩২ সূঃ ৯-১০ বাক্য) ইত্যাদি ।১৭ [এতদুত্তরে সিদ্ধান্তৈকদেশী বলিতেছেন—] এই বিষয়ে আমরা বলিতেছি, প্রতীতি ও অপ্রতীতিই [কোন বস্তুর] সদ্ভাব বা অসদ্ভাবের কারণ, কিন্তু অন্যার্থকতা (—তদতিরিক্ত বস্তুর বোধজননসামর্থ্য) বা অনন্যার্থকতা (—সেই বস্তুটীরই বোধজনন-

শাঙ্করভাষ্যম্

অপি প্রস্থিতঃ পথি পতিতং তৃণপর্ণাদি অস্তি ইতি এব প্রতিপদ্যতে।১৯ অত্রাহ- বিষমঃ উপন্যাসঃ, তত্র হি তৃণপর্ণাদিবিষয়ং প্রত্যক্ষং প্রবৃত্তম্ অস্তি, যেন তদস্তিত্বং প্রতিপদ্যতে।২০ অত্র পুনঃ বিধ্যুদ্দেশৈকবাক্যভাবেন স্তুত্যর্থে অর্থবাদে, ন পার্থগর্থ্যেন বৃত্তান্তবিষয়া প্রবৃত্তিঃ শক্যা অধ্যবসাতুম্।২১ নহি মহাবাক্যে অর্থপ্রত্যা-

ভাষ্যানুবাদ

সামর্থ্য) নহে (৬৯)।১৮ যেমন দেখ, অন্য প্রয়োজনে গমনকারী ব্যক্তি পথে পতিত তৃণ ও পত্র প্রভৃতি আছে, ইহা জানিতে পারে। [তদ্রূপ দেববিগ্রহাদিই প্রতীতি হইলে অন্য কিছু প্রতিপাদনপর বাক্য হইতেও তাহার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়]।১৯

[পূঃ—দৃষ্টান্তবৈষম্যবলে একদেশিমত নিরাকরণ। অর্থবাদবাক্যগত অবান্তরবাক্য হইতেও দেববিগ্রহাদি অসিদ্ধ।]

এইবিষয়ে [পূর্ব্বপক্ষী] বলেন—বিষম উপন্যাস হইল (—তৃণাদির দৃষ্টান্ত সমান হইল না), যেহেতু সেইস্থলে তৃণাদিবিষয়ক প্রত্যক্ষই প্রবৃত্ত হয় (—তৃণাদিকে প্রত্যক্ষই দেখা যায়), যে কারণবশতঃ তাহাদের অস্তিত্বের জ্ঞান হয়।৩০ এখানে কিন্তু [তাদৃশ প্রত্যক্ষের বিষয় কিছুই নাই, শ্রুতিবাক্যের অর্থ নিরূপণ করিতে হইবে। সুতরাং] অর্থবাদ বিধ্যুদ্দেশের (—বিধিবাক্যের) সহিত একবাক্যতা-প্রাপ্তরূপে স্তুতির জন্য হইলে, পৃথক্ অর্থ গ্রহণ দ্বারা [তাহার] বৃত্তান্তবিষয়ক (—ভূতবস্তুবিষয়ক) প্রবৃত্তি নিশ্চয় করিতে পারা যায় না (—স্তুতি বা নিন্দার জন্য যে অর্থবাদবাক্যের প্রবৃত্তি হইয়াছে, তাহা যে তদ্ভিন্ন দেবতাদির বিগ্রহাদিও প্রতিপাদন করিবে, ইহা বলা যায় না।২১ যদি বলা হয়—অবান্তরবাক্য হইতে দেববিগ্রহাদি সিদ্ধ হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] মহাবাক্য অর্থজ্ঞান সম্পাদক হইলে অবান্তরবাক্যের পৃথগ্ভাবে জ্ঞানোৎপাদনসামর্থ্য নিশ্চয়ই থাকে না।২২

ভাবদীপিকা

(৬৯) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—কোন শব্দ কোন একটী অর্থ হইতে ভিন্ন অপর কোন অর্থকেও সমর্পণ করে বলিয়া যে সেই প্রথম প্রকার অর্থের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না, তাহা নহে। যেমন 'সৈন্ধব' শব্দ ঘোটকভিন্ন লবণরূপ অর্থকেও সমর্পণ করে বলিয়া যে ঘোটকের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না, তাহা নহে। অথবা "পত্ন্যবেক্ষীতম্ আজ্যং ভবতি"—'হবনীয় ঘৃত পত্নীকর্তৃক দৃষ্ট হইবে,' এইস্থলে যেমন আজ্যাবেক্ষণ (—পত্নীকর্তৃক হবনীয় ঘৃতে দৃষ্টিপাত) ঘৃতের সংস্কারের জন্য হইলেও, ঘৃতরূপ বস্তু যে দৃষ্ট হয় না, তাহা নহে। এক উদ্দেশ্যে শব্দ প্রযুক্ত হইলেও অন্য উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ কোন শব্দের অর্থবোধন সামর্থ্যের উপর কোন বস্তুর সদ্ভাব, বা অসদ্ভাব ইত্যাদি নির্ভর করে না। পরন্তু বস্তুর জ্ঞানই সেই বস্তুর সদ্ভাব, বা অসদ্ভাব নিরূপণ করে। সুতরাং অর্থবাদ ও মন্ত্রসকল স্তুতি প্রভৃতি অন্য প্রয়োজনে প্রযুক্ত হইলেও, কোন বাধা না থাকিলে সেই সকল হইতেও দেবতার বিগ্রহ প্রভৃতি সিদ্ধ হয়। অন্য প্রয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেও জ্ঞানের বিষয় হইলে তাৎপর্য্যের অবিষয়ীভূত বস্তুরও অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—তথাহি—'যেমন দেখ' ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

য়কে অবান্তরবাক্যস্য পৃথক্ প্রত্যায়কত্বম্ অস্তি।২২ যথা "ন সুরাং পিবেৎ" ইতি নঞ্ বতি বাক্যে পদত্রয়সম্বন্ধাৎ সুরাপানপ্রতিষেধঃ এব একঃ অর্থঃ অবগম্যতে, ন পুনঃ 'সুরাং পিবেৎ' ইতি পদদ্বয়-সম্বন্ধাৎ সুরাপানবিধিরপি ইতি।২৩ অত্র উচ্যতে—বিষমঃ উপন্যাসঃ।২৪ যুক্তং যৎ সুরাপানপ্রতিষেধে পদান্বয়স্য একত্বাৎ অবান্তরবাক্যার্থস্য অগ্রহণম্।২৫ বিধ্যুদ্দেশার্থবাদয়োঃ তু অর্থবাদ-

ভাষ্যানুবাদ

যেমন 'ন সুরাং পিবেৎ' (—সুরাপান করিবে না), এই নকারযুক্ত বাক্যটীতে [ন, সুরাং, পিবেৎ, এই] তিনটী পদের সম্বন্ধ হইতে সুরাপানের নিষেধরূপ একটী অর্থই অবগত হওয়া যায়, কিন্তু 'সুরাম্' ও 'পিবেৎ' এই পদদ্বয়ের সম্বন্ধ হইতে সুরাপানবিষয়ক বিধিও অবগত হওয়া যায় না, ইত্যাদি।২৩

[সিঃ—পদৈকবাক্যতা ও বাক্যৈকবাক্যতার বৈষম্য প্রদর্শন দ্বারা ভূতার্থবাদ হইতে দেববিগ্রহাদি সিদ্ধি।]

[পরমসিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] এই বিষয়ে বলা হইতেছে, বিষম উপন্যাস হইল (—'ন সুরাং পিবেৎ' এই দৃষ্টান্ত সমান হইল না)।২৪ সুরাপানের প্রতিষেধে পদসকলের যে অন্বয়, তাহার একত্ব হয় বলিয়া অবান্তরবাক্যের যে অর্থ গ্রহণ হয় না, ইহা যুক্তিসঙ্গত (—এতাদৃশস্থলে পদৈকবাক্যতার (৭০) দ্বারা অর্থ-বোধ হয় বলিয়া 'সুরাং পিবেৎ', এইপ্রকার অবান্তর অর্থের বোধ হয় না)।২৫

ভাবদীপিকা [পদৈকবাক্যতার পরিচয়]

(৭০) 'পরস্পরাকাঙ্ক্ষয়া একার্থ প্রতিপাদকত্বেন একবুদ্ধ্যারূঢ়ত্বম্ **'একবাক্যতা'**—পরস্পরের প্রতি আকাঙ্ক্ষাবশতঃ একই অর্থের প্রতিপাদকরূপে যে একই বুদ্ধিতে আরূঢ় হওয়া, অর্থাৎ একার্থপ্রতিপাদকতা, ইহাকেই বলে—'একবাক্যতা'। ইহা দুই প্রকার, পদৈকবাক্যতা এবং বাক্যৈকবাক্যতা। তন্মধ্যে **পদৈকবাক্যতা** ইহার অর্থ—মিলিত পদসকলের একার্থবোধকতা ; অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে আকাঙ্ক্ষাবশতঃ পদসকলের অন্বয় দ্বারা একটী মাত্র অর্থের বোধ হইলে তাহাকে পদৈকবাক্যতা বলা হয়। যেমন 'ন সুরাং পিবেৎ' ইত্যাদিস্থলে নকার, 'সুরাম্' ও 'পিবেৎ' এই পদত্রয় পরস্পরের মধ্যে আকাঙ্ক্ষাবশতঃ অন্বিত হইয়া সুরাপানের প্রতিষেধরূপ একটী মাত্র অর্থের বোধ উৎপাদন করে। কিন্তু 'সুরাম্' ও 'পিবেৎ' এই পদদ্বয় সুরাপানরূপ পৃথক অর্থের বোধ উৎপাদন করে না, কারণ তাহাতে নকারটী ব্যর্থ হইয়া পড়িবে।

বেদান্তপরিভাষাদি গ্রন্থে কিন্তু অর্থবাদস্থলে অন্যপ্রকার পদৈকবাক্যতা বর্ণিত হইয়াছে। যথা—কোন অর্থবাদবাক্য লক্ষণাবৃত্তিবলে বিধেয় কর্মের প্রাশস্ত্য * বা নিন্দারূপ একটীমাত্র অর্থের বোধক-রূপে পদস্থানীয় হইয়া বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যভাব প্রাপ্ত হইলে (—একই অর্থের বোধক-রূপে বুদ্ধিতে আরোহণ করিলে) তাহাকে বলা হয়—**"পদৈকবাক্যতা"**। ইহার দৃষ্টান্ত এই—"যঃ প্রজাকামঃ পশুকামঃ স্যাৎ, সঃ এতং প্রাজাপত্যম্ অজং তুপরম্ আলভেত' (তৈঃ সং ২।১।১।৪-৫)—'যিনি পুত্র ও পশুকামনা করেন, তিনি প্রজাপতিদেবতার উদ্দেশ্যে তুপর দ্বারা যজ্ঞ

* ক্রিয়াজন্যদুঃখাপেক্ষয়া অধিকেষ্টসাধনত্বম্ প্রশস্তত্বম্। ক্রিয়াজন্যসুখাপেক্ষয়া অধিকানিষ্টজনকত্বম্ অপ্রশস্তত্ব : (ভাট্টরহস্য, বিধিবাদঃ)।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্থানি পদানি পৃথগ্ অন্বয়ং বৃত্তান্তবিষয়ং প্রতিপদ্য অনন্তরং কৈমর্থ্যবশেন কামং বিধেঃ স্তাবকত্বং প্রতিপদ্যন্তে।২৬ যথাহি—"বায়ব্যং শ্বেতম্ আলভেত ভূতিকামঃ" (তৈঃ সং ২।১।১।১) ইতি অত্র বিধ্যুদ্দেশবর্ত্তিনাং বায়ব্যাদিপদানাং বিধিনা সম্বন্ধঃ; নৈবং "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বায়ুম্ এব স্বেন ভাগধেয়েন উপ-

ভাষ্যানুবাদ

[৭৫৮পৃঃ]

কিন্তু বিধিবাক্য ও অর্থবাদ, এই দুইটীর মধ্যে অর্থবাদস্থিত পদসকল বৃত্তান্তবিষয়ক (—ভূতার্থবিষয়ক, অর্থাৎ সেই বাক্যের প্রতিপাদ্য যথার্থ বস্তুবিষয়ক) পৃথক্ অন্বয় প্রতিপাদন করিয়া অনন্তর কৈমর্থ্যবশে (—'ইহার প্রয়োজন কি', এইপ্রকার আকাঙ্ক্ষাবশে, বাক্যৈকবাক্যতাবলে (৭১)] সহজেই বিধির স্তাবকভাব প্রাপ্ত হয় (—সেই বিধিবোধিত কর্ম্মের প্রাশস্ত্য জ্ঞাপন করে)।২৬ যেমন দেখ "ঐশ্বর্য্য-কামী পুরুষ বায়ুদেবতাসম্বন্ধী শ্বেতবর্ণ পশু আলভন (—বধ) করিবে (—শ্বেতবর্ণ ছাগপশুদ্বারা বায়ুদেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ সম্পাদন করিবে"), এইস্থলে বিধির সহিত

ভাবদীপিকা [পদৈকবাক্যতার পরিচয়]

করিবেন। [শৃঙ্গবিহীন একজাতীয় ছাগকে বলে 'তূপর']। এই বাক্যটী বিধিবাক্য। আর "প্রজাপতিঃ আত্মনঃ বপাম্ উদখিদৎ"—'প্রজাপতি [যজ্ঞকালে পশুর অভাবে] স্বীয় বপা (—অন্ত্রাবরকঝিল্লী) ছিন্ন করতঃ আহুতি দিয়াছিলেন,' এইটী অর্থবাদবাক্য। স্বীয় অন্ত্রাবরক ঝিল্লী ছিন্ন করা রূপ অর্থটী বাধিত হয় বলিয়া, এই অর্থে উক্ত অর্থবাদ বাক্যটীর তাৎপর্য্য নাই; পরন্তু উক্ত বিধিবাক্যবিহিত যজ্ঞটীর প্রাশস্ত্য কীর্ত্তনই তাহার তাৎপর্য্য। যথা—'প্রজাপতি যখন স্বীয় বপা ছিন্ন করিয়া এই যজ্ঞটী সম্পাদন করিয়াছিলেন, তখন এই যজ্ঞটী নিশ্চয় আশু ফলপ্রদ, সুতরাং প্রশস্ত। লক্ষণাবৃত্তিবলে উক্ত সমগ্র অর্থবাদবাক্যটী 'প্রাশস্ত্যরূপ' একটী মাত্র অর্থ সমর্পণ-করতঃ একটী পদভাব প্রাপ্ত হয় এবং বিধিবাক্যের সহিত অন্বিত হইয়া একই অর্থের বোধ উৎপাদন করে, যথা 'যিনি পুত্র ও পশুকামনা করেন, তিনি তূপরছাগদ্বারা প্রজাপতিদেবতার উদ্দেশ্যে এই **প্রশস্ত** * যজ্ঞটী সম্পাদন করিবেন,' ইত্যাদি। যাহাহউক পদৈকবাক্যতাস্থলে অর্থবাদ-বাক্যের অবান্তরার্থ গৃহীত হয় না, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

[বাক্যৈকবাক্যতার পরিচয়]

(৭১) **বাক্যৈকবাক্যতা**—বিভিন্ন বাক্য বিভিন্নভাবে স্ব স্ব অর্থ প্রতিপাদন করতঃ পরস্পরের মধ্যে আকাঙ্ক্ষাবশতঃ পুনরায় মহাবাক্যরূপে একটী অভিন্ন অর্থের বোধকরূপে বুদ্ধিতে আরোহন করিলে তাহাকে বলে 'বাক্যৈকবাক্যতা'। ইহা (ক) অঙ্গাঙ্গিভাববোধক বাক্যসকলের

---

* আমাদের পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আনন্দ ঝা মহোদয় তৎকৃত বেদান্তপরিভাষার টীকাতে বলিয়াছেন—বেদান্ত-পরিভাষাসম্মত এইপ্রকার পদৈকবাক্যতাকে বস্তুতঃ "পদবাক্যৈকবাক্যতা" বলাই সমীচীন, কারণ ইহাতে বিধিবাক্যটী বাক্যই থাকে, কিন্তু অর্থবাদবাক্যটী লক্ষণাবৃত্তিবলে প্রাশস্ত্য বা নিন্দারূপ একটীমাত্র অর্থের বোধকরূপে একটী পদভাব প্রাপ্ত হইয়া বিধিবাক্যের সহিত অন্বিত হয়। যথার্থ 'পদৈকবাক্যতা' 'ন সুরাং পিবেৎ' ইত্যাদিস্থলেই হয়। ইহা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি আরও বলেন—বেদান্তপরিভাষাকার পূর্ব্বমীমাংসকগণের মতানুসরণ করিয়া সকলপ্রকার অর্থবাদস্থলেই 'পদৈকবাক্যতা অঙ্গীকার করিয়াছেন। বস্তুতঃ কিন্তু ভূতার্থবাদস্থলে 'বাক্যৈকবাক্যতাই' বেদান্তমতে স্বীকৃত। অতএব গুণবাদ ও অনুবাদস্থলেই দ্বিতীয়প্রকার পদৈকবাক্যতা (—পদবাক্যৈকবাক্যতা) স্বীকার করিতে হইবে।

ভাবদীপিকা [বাক্যৈকবাক্যতার পরিচয়]

মধ্যেও হয় এবং (খ) ভূতার্থবাদ (১।১।৪ অধি ; ১ বর্ণক, ৭ বাক্যের ভাবদীঃ) ও বিধিবাক্যের মধ্যেও হয়। তন্মধ্যে (ক) **অঙ্গাঙ্গিভাববোধক বাক্যসকলের বাক্যৈক-বাক্যতা** এইপ্রকার—"দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত", এইটী প্রধান বিধিবাক্য। "সমিধো যজতি", "ইড়ো যজতি", "তনূনপাতং যজতি"—"সমিধ্ নামক যজ্ঞ করিবে, ইড়ঃ নামক যজ্ঞ করিবে এবং তনূনপাৎ নামক যজ্ঞ করিবে", ইত্যাদি এই বাক্যগুলি দর্শপৌর্ণমাসযজ্ঞের প্রযাজরূপ অঙ্গযজ্ঞের বোধক বিধিবাক্য। প্রথমতঃ এই বাক্যগুলির স্ব স্ব অর্থের বোধ হয়। অনন্তর 'দর্শপৌর্ণমাসযজ্ঞ কোন কোন অঙ্গসহযোগে সম্পাদন করিতে হইবে' ? আর যাহাদের কোন প্রকার অদৃষ্ট ফল শ্রুত হইতেছে না, সেই সমিধাদি প্রযাজসকল কাহাকে সম্পাদন করিবে, অর্থাৎ কোন্ অঙ্গীর অঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত তাহারা ফলাধায়ক হইবে, এইপ্রকারে ইহাদের পরস্পরের প্রতি একটা আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়। এইপ্রকার আকাঙ্ক্ষাবশতঃ সেই প্রযাজবোধক বাক্যসকল এবং দর্শপূর্ণমাসবোধক বাক্য মিলিত হইয়া একটী মহাবাক্যভাব প্রাপ্ত হয় ও একটী অর্থেরই বোধ উৎপাদন করে, যথা—"সমিধাদি প্রযাজপঞ্চকের দ্বারা উপকৃত দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞের দ্বারা স্বর্গরূপ ফলোৎপাদন করিবে"। এইপ্রকারে বাক্যৈকবাক্যতাস্থলে অঙ্গবোধক বাক্যসকলের অবান্তরার্থের জ্ঞান সহ মহাবাক্যার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে।

(খ) **ভূতার্থবাদ ও বিধিবাক্যের একবাক্যতা**—"বায়ব্যং শ্বেতম্ আলভেত ভূতিকামঃ", এইটী বিধিবাক্য এবং "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা", এইটী অর্থবাদবাক্য। [ইহাদের অর্থ ভাষ্যমধ্যে দ্রষ্টব্য]। এই বিধিবাক্য বায়ুদেবতাসম্বন্ধী যজ্ঞের বিধান করিতেছে। কিন্তু বিধিবাক্যের অর্থবোধ হইলেও ফলপ্রাপ্তিবিষয়ে সন্দেহবশতঃ যজ্ঞসম্পাদনে পুরুষের প্রবৃত্তি হয় না। সেইহেতু বিধিবাক্য এমন কিছুকে আকাঙ্ক্ষা করে, যাহার ফলে যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তিবিষয়ে পুরুষ নিঃসন্দেহ হয় ও যজ্ঞসম্পাদনার্থে তাহার প্রবৃত্তি তীব্র হয়। অর্থবাদবাক্য শীঘ্র ফলপ্রদান-কারী বায়ুদেবতার বোধ উৎপাদনরূপ স্বীয় অর্থ প্রতিপাদনদ্বারা বিধেয় কর্ম্মের স্তুতিকরতঃ বিধিবাক্যের সেই আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করে। আবার অর্থবাদবাক্যও "এতাদৃশ শীঘ্র ফলদাত্রী দেবতা কিপ্রকারে প্রীত হইয়া শীঘ্র ফলদান করিবেন", এইপ্রকার আকাঙ্ক্ষা করে। বিধি-বাক্যটী তখন যজ্ঞরূপ বিধেয় বিষয়কে সমর্পন দ্বারা তাহার সেই আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করে। এইপ্রকারে পরস্পরের মধ্যে আকাঙ্ক্ষাবশতঃ 'নষ্টাশ্ব দগ্ধরথন্যায়ে' বিধিবাক্য ও অর্থবাদবাক্য মিলিত হইয়া একটী মহাবাক্যভাব প্রাপ্ত হয় এবং "শীঘ্রগামিস্বভাবসম্পন্ন হওয়ায় শীঘ্র ফলপ্রদ বায়ু যেহেতু শ্বেতবর্ণ ছাগ পশুর দেবতা, সেইহেতু ঐশ্বর্য্যকামী পুরুষ এই পশুর দ্বারা বায়ুদেবতার উদ্দেশ্যে এই প্রশস্ত যজ্ঞটী সম্পাদন করিবেন" (জৈঃ ন্যাঃ বিস্তর ১।২।১ অধি), এইপ্রকার মহা-বাক্যার্থের বোধ উৎপাদন করে। এইপ্রকারে বাক্যৈকবাক্যতাস্থলে অর্থবাদবাক্যের স্বীয় অবান্তরার্থের জ্ঞান সহ মহাবাক্যার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে। লক্ষ্য করিতে হইবে—পদৈকবাক্যতা-স্থলে অর্থবাদবাক্য হইতে এইপ্রকার বাক্যার্থজ্ঞান হয় না, পরন্তু লক্ষণাবৃত্তিবলে স্তুতি (—প্রাশস্ত্য), বা নিন্দারূপ একটী মাত্র অর্থ প্রতিপাদনকরতঃ সেই সমগ্র বাক্যটী একটী পদস্থানীয় হইয়া পড়ে। বাক্যৈকবাক্যতাস্থলে * কিন্তু অর্থবাদবাক্য বাক্যরূপেই থাকে এবং সেই বাক্যার্থকেই স্বীয় অর্থরূপে

* ভাট্টরহস্যকার পূজ্যপাদ খণ্ডদেব বলেন—যেখানে অর্থবাদবাক্যস্থ একটী পদে লক্ষণা অঙ্গীকার দ্বারা প্রাশস্ত্যাদির বোধ হয় এবং সেই বাক্যস্থ অন্যান্য পদসকল তাহাতে অন্বিত হইয়া বাক্যার্থের বোধ উৎপাদন করে, সেইস্থলে অর্থবাদ ও

[৭৫৬ পৃঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্

ধাবতি, সঃ এব এনং ভূতিং গময়তি” (ঐ) ইতি এষাম্ অর্থবাদ-গতানাং পদানাম্।২৭ নহি ভবতি ‘বায়ুর্বা আলভেত’ ইতি, ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বা আলভেত’ ইত্যাদি।২৮ বায়ুস্বভাবসঙ্কীর্ত্তনেন তু অবান্তরম্ অন্বয়ং প্রতিপদ্য ‘এবং বিশিষ্টদৈবত্যম্ ইদং কর্ম্ম’ ইতি বিধিং স্তুবন্তি।২৯ তদ্ যত্র সঃ অবান্তরবাক্যার্থঃ প্রমাণা-

ভাষ্যানুবাদ

বিধ্যুদ্দেশবর্ত্তী (—বিধিবাক্যমধ্যে পঠিত) ‘বায়ব্য’ ইত্যাদি পদসকলের সম্বন্ধ হয় (—বিধিবাক্যে পঠিত এই পদসকল মিলিত হইয়া বিধিবাক্যের অর্থ সমর্পণ করে); কিন্তু এইপ্রকারে “বায়ু শীঘ্রগামিনী দেবতা, [যজমান সেই বায়ুকে] স্বীয় ভাগের দ্বারা (—বায়ুদেবতার নিজের যজ্ঞভাগ যে শ্বেতবর্ণ ছাগরূপ হবিঃ, তাহার দ্বারা) উপধাবন (—তোষণ) করেন, সেই বায়ুই ইহাকে (—যজমানকে) ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্ত করান্”, ইত্যাদি এই অর্থবাদবাক্যগত পদসকলের ‘বিধির সহিত সাক্ষাদ্-ভাবে সম্বন্ধ হয় না।’ ।২৭ [সাক্ষাদ্ভাবে সম্বন্ধ যে হয় না, তাহা প্রদর্শন করিতে-ছেন—] ‘বায়ু আলভন করিবে’ এইপ্রকার, অথবা ‘শীঘ্রগামিনী দেবতা আলভন করিবে’, ইত্যাদি এইপ্রকার অন্বয় নিশ্চয় সম্ভব নহে (—অর্থবাদগত বায়ুপদ, অথবা ‘ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা’ এই পদদ্বয়, বিধিবাক্যে পঠিত ‘আলভেত’ পদের সহিত অন্বিত হয় না)।২৮ [আচ্ছা, তাহা হইলে বিধির সহিত অর্থবাদগত পদসকলের অন্বয় কি প্রকারে হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহারা] কিন্তু বায়ুর স্বভাব সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা অবান্তর অন্বয়ভাব প্রাপ্ত হইয়া (—বায়ুদেবতার শীঘ্র ফলদাতৃত্বরূপ মহিমা কীর্ত্তনাত্মক একটী স্বতন্ত্র অবান্তর অর্থের বোধ করাইয়া) ‘এই কর্ম্মটী এই-প্রকার বিশিষ্ট দেবতাযুক্ত’, এইপ্রকারে বিধির স্তুতি করে (—বিধেয় কর্ম্মের স্তুতি-

ভাবদীপিকা

সমর্পণ করে। যাহাহউক, এইপ্রকারে ২৬ সংখ্যক ভাষ্যবাক্যে ইহাই বলা হইল—অন্যান্য অর্থবাদের ন্যায় ভূতার্থবাদও কৈমর্থ্যবশে বিধেয় বিষয়ের স্তুতি বা নিন্দা প্রতিপাদন করিলেও সেই অর্থবাদবাক্য স্বীয় অবান্তর অর্থের বোধ উৎপাদনদ্বারা দেবতার বিগ্রহাদিও সিদ্ধ করে, কারণ অধ্যয়নবিধিসিদ্ধ বেদের একটী বর্ণও ব্যর্থ হইতে পারে না বলিয়া অর্থবাদ হইলেও সেই বাক্য-সকলের স্বীয় অবান্তর অর্থে প্রামাণ্য আছে। যদি বলা হয়—অর্থবাদগত পদসকলের সাক্ষাদ্-ভাবেই বিধিবাক্যের সহিত অন্বয় সম্ভব হইলে সেই পদসকলের পৃথগ্ভাবে অন্বয় স্বীকারকরতঃ তাহাদের অবান্তর অর্থ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—**যথা হি বায়ব্যম্**—“যেমন দেখ” ইত্যাদি (২৭ বাক্য)।

বিধিবাক্যের মধ্যে হয়—‘বাক্যৈকবাক্যতা’। আর যেখানে সমগ্র বাক্যে লক্ষণা অঙ্গীকারদ্বারা প্রাশস্ত্যাদির বোধ হয়, সেইস্থলে অর্থবাদ ও বিধিবাক্যের মধ্যে হয়—‘পদৈকবাক্যতা’। (ভাট্টরহস্য, বিধিবাদঃ)। প্রস্তাবিত অর্থবাদ-বাক্যস্থ ‘ক্ষেপিষ্ঠা’ (—শীঘ্রগমনশীল) পদে লক্ষণা অঙ্গীকারদ্বারা ‘শীঘ্রফলপ্রদানকারী’—এই অর্থ গৃহীত হইয়াছে (ভাট্টদীপিকা ১।২।১ অধিঃ)।

শাঙ্করভাষ্যম

ন্তরগোচরঃ ভবতি, তত্র তদনুবাদেন অর্থবাদঃ প্রবর্ত্ততে।৩০ যত্র প্রমাণান্তরবিরুদ্ধঃ তত্র গুণবাদেন।৩১ যত্র তু তদুভয়ং নাস্তি, তত্র কিং প্রমাণান্তরাভাবাৎ গুণবাদঃ স্যাৎ, আহোস্বিৎ প্রমাণান্তরাবিরোধাৎ বিদ্যমানবাদঃ ইতি প্রতীতিশরণৈঃ বিদ্যমানবাদঃ আশ্রয়ণীয়ঃ, ন গুণবাদঃ।৩২ এতেন মন্ত্রঃ ব্যাখ্যাতঃ।৩৩ অপিচ বিধিভিঃ

ভাষ্যানুবাদ

দ্বারা বিধির সহিত অর্থবাদ বাক্যের একবাক্যতা হয় (৭১ ভাবদীঃ)।২৯ [কিন্তু সকলপ্রকার অর্থবাদেরই স্বীয় অবান্তরার্থে প্রামাণ্য নাই, ইহা প্রদর্শনের জন্য অর্থবাদসকলকে বিভাগ করিতেছেন—] সেখানে (—অর্থবাদসকলের মধ্যে) যেখানে সেই অবান্তর বাক্যার্থ [প্রত্যক্ষাদি] প্রমাণের বিষয় হয়, সেইস্থলে তাহার (—প্রমাণান্তরের বিষয়ভূত সেই অর্থের) অনুবাদরূপে অর্থবাদ প্রবৃত্ত হয় (—তাদৃশ অর্থবাদকে বলা হয় 'অনুবাদ')।৩০ [আর] যেখানে [সেই অবান্তর বাক্যার্থের সহিত] অন্য প্রমাণের বিরোধ হয়, সেখানে গুণবাদরূপে অর্থবাদ প্রবৃত্ত হয় (—তাদৃশ অর্থবাদকে বলা হয় 'গুণবাদ')।৩১ কিন্তু যেখানে সেই দুইটী নাই (—অন্য প্রমাণের বিষয়ও নহে, বা তাহার বিরুদ্ধও নহে), সেখানে কি অন্য প্রমাণের অভাববশতঃ গুণবাদ হইবে, অথবা অন্য প্রমাণের সহিত অবিরোধবশতঃ বিদ্যমানবাদ (—ভূতার্থবাদ) হইবে, এইপ্রকারে (—এইপ্রকার বিচারকরতঃ) প্রতীতিশরণগণ (—অনুভবানুযায়ী বস্তুর স্বরূপ অঙ্গীকারকারী বিচারশীল ব্যক্তিগণ) কর্ত্তৃক ভূতার্থবাদই গ্রহণীয়, কিন্তু গুণবাদ নহে (৭২)।৩২ ইহার দ্বারা (—ভূতার্থবাদের স্বীয় অবান্তরার্থে প্রামাণ্য কথনের দ্বারা) মন্ত্রও ব্যাখ্যাত হইল (—মন্ত্রসকলেরও স্বার্থে প্রামাণ্য থাকায় তাহা হইতেও দেবতার বিগ্রহাদি সিদ্ধ হয়)।৩৩

ভাবদীপিকা

(৭২) এই ৩২ সংখ্যক ভাষ্যবাক্যটী এইপ্রকারে বুঝিতে হইবে—যেস্থলে অর্থবাদবাক্যের অর্থ অন্য প্রমাণের বিষয় নহে এবং অন্যপ্রমাণের বিরোধীও নহে, সেইস্থলে 'অনুবাদ' ও 'গুণবাদ', এই দুইটীর মধ্যে একটীরও প্রবৃত্তি হয় না। সেইস্থলে কি হইবে, তাহা বিচার করা হইতেছে—প্রমাণান্তর থাকিলে হয় 'অনুবাদ' [যথা—'অগ্নিঃ হিমস্য ভেষজম্']; প্রমাণান্তর না থাকিলে অনুবাদ হয় না, সেইহেতু 'গুণবাদের' সম্ভাবনা থাকে। সেইহেতু আশঙ্কা করা হইতেছে "তত্র কিং প্রমাণান্তরাভাবাৎ গুণবাদঃ স্যাৎ" ইত্যাদি। কিন্তু মাত্র প্রমাণান্তরের অভাব থাকিলেই গুণবাদ হয় না, প্রমাণান্তরের বিরোধও থাকা চাই। তাহা কিন্তু এখানে (—বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা, ইত্যাদিস্থলে) নাই। সেইহেতু গুণবাদও হইবে না। এখানে কিন্তু প্রমাণান্তরের অবিরোধ আছে, অর্থাৎ অন্য প্রমাণ উক্ত বাক্যের অবান্তরার্থের বিরোধ করিতেছে না। তবে কি এখানে বিদ্যমানবাদ হইবে, অর্থাৎ উক্ত অর্থবাদবাক্যের যে

শাঙ্করভাষ্যম্

এব ইন্দ্রাদিদৈবত্যানি হবীংষি চোদয়ন্তিঃ অপেক্ষিতং ইন্দ্রাদীনাং স্বরূপম্।৩৪ নহি স্বরূপরহিতাঃ ইন্দ্রাদয়ঃ চেতসি আরোপয়িতুং শক্যন্তে।৩৫ নচ চেতসি অনারূঢ়ায়ৈ তস্যৈ তস্যৈ দেবতায়ৈ হবিঃ প্রদাতুং শক্যতে।৩৬ শ্রাবয়তি চ—"যস্যৈ দেবতায়ৈ হবিঃ গৃহীতং

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—দেবতার বিগ্রহাদি প্রতিপাদনে যুক্ত্যন্তর। ব্যাসাদি প্রাচীন ঋষিগণের ব্যবহার, বেদবিধি ও যোগশাস্ত্রবলে দেবতার বিগ্রহাদি সিদ্ধি।]

[দেবতার বিগ্রহাদি সিদ্ধিতে প্রমাণান্তর প্রদর্শন করিতেছেন—] আর দেখ, ইন্দ্রাদিদেবতাসম্বন্ধি হবণীয় দ্রব্যসকলের বিধানকারী বিধিসকল কর্তৃকই ইন্দ্রাদি-দেবতার স্বরূপ হয় অপেক্ষিত।৩৪ কারণ যাঁহাদের কোন স্বরূপ (—বিগ্রহাদি নাই (৭৩), সেই ইন্দ্রপ্রভৃতিকে বুদ্ধিতে আরোপ (—ধ্যান) করিতে পারা যায় না।৩৫ [কিন্তু দেবতাবিগ্রহের ধ্যান করিবার আবশ্যকতা কি? হবণীয় দ্রব্যের আহুতিই তো বিধির সার্থকতা সম্পাদন করে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর বুদ্ধিতে অনারূঢ় সেই সেই দেবতার উদ্দেশ্যে হবণীয় দ্রব্য প্রদান করিতে পারা যায় না [কারণ তাহাতে কাহার উদ্দেশ্যে দ্রব্য আহুত হইতেছে, তাহা নির্ণীত হয় না।৩৬ কেবল যুক্তিবলেই যে দেবমূর্তি ধ্যানের আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইতেছে, তাহা নহে]; শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন, যথা—"যে দেবতার উদ্দেশ্যে [অধ্বর্যু কর্তৃক]

ভাবদীপিকা

অবান্তর অর্থ, তাহা কি যথার্থ হইবে? তাহাই বলিতেছেন—**প্রমাণান্তরাবিরোধাৎ বিদ্যমানবাদঃ"**, ইত্যাদি। এইপ্রকার সন্দেহ হইলে বিচারশীল ব্যক্তিগণ এতাদৃশ স্থলে বিদ্যমানবাদই (—ভূতার্থবাদই) অঙ্গীকার করেন, ইহাই বলিতেছেন—"**বিদ্যমানবাদঃ আশ্রয়ণীয়ঃ"** ইত্যাদি। [১।১।৪ অধিঃ, ১ বর্ণক, 'অর্থবাদের পরিচয়' শীর্ষক ভাবদীঃ দ্রঃ]।

এই প্রকার যে অর্থবাদ, যাহার প্রতিপাদ্য বিষয় অন্যপ্রমাণের বিষয় হয় না, অর্থাৎ অন্য প্রমাণ দ্বারা অজ্ঞাত এবং অন্য প্রমাণ যাহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিরোধও করে না, অর্থাৎ অন্য প্রমাণের দ্বারা বাধিত হয় না, তাহাকে বলে **ভূতার্থবাদ**। ইহার স্বার্থে প্রামাণ্য থাকে। তাহাতে সংশয় হয়—শ্রুতিবাক্যরূপে সমান হইলেও কোন অর্থবাদের স্বার্থে (—স্বীয় অবান্তরার্থে) প্রামাণ্য থাকে, কোন অর্থবাদের তাহা থাকে না কেন? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—'অনধিগত (—অজ্ঞাত) ও অবাধিত অর্থে যে বাক্য তাৎপর্য্যবান্ সেই অর্থে সেই বাক্য হয় প্রমাণ। **অনুবাদস্থলে** অর্থবাদবাক্যের অর্থ অনধিগত না হইয়া অধিগত (-জ্ঞাত) হয় বলিয়া সেই অর্থবাদবাক্যটী অজ্ঞাত অর্থে তাৎপর্য্যবান্ না হওয়ায় স্বীয় অর্থে তাহার প্রামাণ্য থাকে না। **গুণবাদস্থলে** অর্থবাদবাক্যের অর্থ অন্য প্রমাণদ্বারা বাধিত হয় বলিয়া সেই অর্থবাদবাক্যটী অবাধিত অর্থে তাৎপর্য্যবান্ না হওয়ায় স্বীয় অর্থে তাহার প্রামাণ্য থাকে না। কিন্তু **ভূতার্থবাদস্থলে** অর্থবাদবাক্যের অর্থ অন্য প্রমাণদ্বারা অজ্ঞাত ও অন্য প্রমাণদ্বারা অবাধিত হয় বলিয়া সেই অর্থে সেই অর্থবাদবাক্যটী হয় তাৎপর্য্যবান্। সেইহেতু

শাঙ্করভাষ্যম্

স্যাৎ, তাং ধ্যায়েৎ বষট্‌করিষ্যন্" (ঐতঃ বাঃ ১১।৮।১) ইতি।৩৭ নচ শব্দমাত্রম্ অর্থস্বরূপং সম্ভবতি, শব্দার্থয়োঃ ভেদাৎ।৩৮ তত্র যাদৃশং মন্ত্রার্থবাদয়োঃ ইন্দ্রাদীনাং স্বরূপম্ অবগতং, ন তৎ তাদৃশং শব্দপ্রমাণকেন প্রত্যাখ্যাতুং যুক্তম্।৩৯ ইতিহাসপুরাণম্ অপি ব্যাখ্যাতেন মার্গেণ সম্ভবৎ মন্ত্রার্থবাদমূলত্বাৎ প্রভবতি দেবতা-

ভাষ্যানুবাদ

হবিঃ গৃহীত হইবে, [হোতা] বষট্‌কার করিতে (—'বৌষট্' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে) উদ্যত হইয়া তাঁহাকে ধ্যান করিবেন (—দেবতার মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া যাজ্যামন্ত্রপাঠের অব্যবহিত পরেই 'বৌষট্' এই মন্ত্রপাঠ করিবেন") ইত্যাদি। [অতএব বুদ্ধিতে আরূঢ় করিবার জন্য দেবতার বিগ্রহ স্বীকার্য্য।৩৭ কিন্তু চতুর্থ্যাদি বিভক্তিযুক্ত শব্দই তো দেবতা, তদতিরিক্ত বিগ্রহবান্ দেবতার অস্তিত্ব তো সিদ্ধ হয় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর মাত্র শব্দই অর্থস্বরূপ হইবে (—শব্দই হইবে তৎপ্রতিপাদ্য দেবতা), ইহা সম্ভব নহে, কারণ শব্দ ও [তাহার প্রতিপাদ্য] অর্থের মধ্যে বিভিন্নতা আছে।৩৮ [কিন্তু আকৃতিই (—জাতিই) তো শব্দের শক্তিবৃত্তিলভ্য অর্থ (১৬ ভাবদীঃ), বিগ্রহ তুমি কোথায় প্রাপ্ত হইতেছ ? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—ব্যক্তিব্যতিরেকে আকৃতির সত্তা সম্ভব নহে], তাহাতে (—বস্তুস্থিতি এইপ্রকার হওয়ায়) মন্ত্র ও অর্থবাদে ইন্দ্র প্রভৃতির যাদৃশ স্বরূপ অবগত হওয়া যায়, তাহা তাদৃশই হইবে, ইহা শব্দপ্রমাণবাদিকর্ত্তৃক (—বেদের প্রামাণ্য অঙ্গীকারকারিগণকর্ত্তৃক) প্রত্যাখ্যাত হওয়া সঙ্গত নহে।৩৯ ইতিহাস এবং পুরাণও, মন্ত্র ও অর্থবাদ তাহাদের মূল হওয়ায় ব্যাখ্যাত মার্গাবলম্বনে

ভাবদীপিকা

সেই অর্থে তাহার প্রামাণ্য থাকে *। [মহিম্নস্তোত্রটীকা, মধুসূদন, ৭ শ্লোঃ]। যেমন প্রস্তাবিতস্থলে 'বায়ুদেবতা যজমানকে ঐশ্বর্য্যদান করেন' এই বিষয়টী অন্য প্রমাণদ্বারা অধিগত হওয়া যায় না এবং অন্য প্রমাণ ইহাকে বাধিতও করে না ; সেইহেতু অনধিগত ও অবাধিত অর্থ সমর্পণ করে বলিয়া "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা' ইত্যাদি বাক্যটীর স্বীয় অর্থে প্রামাণ্য থাকে। এইরূপে ভূত অর্থাৎ যথার্থ অর্থ প্রতিপাদন করে বলিয়া এইপ্রকার অর্থবাদকে বলা হয় 'ভূতার্থবাদ'। এই ভূতার্থবাদসকলের দ্বারা দেবতার বিগ্রহাদি (৬৫ ভাবদীঃ) সিদ্ধ হয়।

(৭৩) পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে ৯।১।৪ "ধর্ম্মাণাম্ অদেবতাপ্রযুক্তত্বাধিকরণে" দেবতার বিগ্রহাদি নিরাকৃত হইয়াছে। এই উত্তরমীমাংসাদর্শনে পূর্ব্বমীমাংসার সেই মতবাদ নিরাকৃত হইতেছে।

---

* এই হেতুবশতঃ মীমাংসকমতানুসারী কোন কোন বেদান্তী "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যকে ভূতার্থবাদরূপে গ্রহণ করেন। অপর বেদান্তিগণ কিন্তু 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যকে অর্থবাদরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন। তাঁহারা বলেন — "বেদান্তবাক্যজন্য জ্ঞান হইতে সাক্ষাৎ (—অদৃষ্টকে দ্বার না করিয়া) পরমানন্দপ্রাপ্তি ও নিঃশেষে দুঃখনিবৃত্তিরূপ পুরুষার্থ লব্ধ হয় বলিয়া তাহারা [বিহিত ক্রিয়ার স্তুতিপ্রতিপাদনদ্বারা অর্থবাদরূপে] অন্যের অঙ্গ হইবে, ইহা সম্ভব নহে। সেইহেতু প্রয়োজনবৎ (—সফল) অবাধিত ও অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞাপক হওয়ায় তাহারা স্বতঃপ্রমাণ" (সিঃ বিন্দুঃ, ৪র্থ শ্লোক)। এই শেষোক্ত পক্ষই সমীচীন।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিগ্রহাদি সাধয়িতুম্ ।৪০ প্রত্যক্ষাদিমূলম্ অপি সম্ভবতি ।৪১ ভবতি হি অস্মাকম্ অপ্রত্যক্ষম্ অপি চিরন্তনানাং প্রত্যক্ষম্ ।৪২ তথাচ ব্যাসাদয়ঃ দেবাদিভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবহরন্তি ইতি স্মর্য্যতে ।৪৩ যস্তু ব্রূয়াৎ ইদানীন্তনানাম্ ইব পূর্ব্বেষাম্ অপি নাস্তি দেবাদিভিঃ ব্যবহর্ত্তুং সামর্থ্যম্ ইতি, সঃ জগদ্বৈচিত্র্যং প্রতিষেধেৎ ।৪৪ ইদানীম্ ইব চ ন অন্যদাপি সার্ব্বভৌমঃ ক্ষত্রিয়ঃ অস্তি ইতি ব্রূয়াৎ ।৪৫ ততশ্চ রাজসূয়াদিচোদনা উপরুন্ধ্যাৎ ।৪৬ ইদানীম্ ইব চ কালান্তরেঽপি অব্যবস্থিতপ্রায়ান্ বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্ প্রতিজানীত ।৪৭ ততশ্চ ব্যবস্থাবিধায়ি শাস্ত্রম্ অনর্থকং স্যাৎ ।৪৮ তস্মাৎ ধর্ম্মোৎকর্ষবশাৎ চিরন্তনাঃ দেবাদিভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবজহ্রুঃ ইতি শ্লিষ্যতে ।৪৯ অপিচ স্মরন্তি—"স্বাধ্যায়াৎ ইষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ" (যোঃ সূঃ ২।৪৪)

ভাষ্যানুবাদ

(—মন্ত্র ও ভূতার্থবাদস্থলে প্রদর্শিত এবং উপরে বর্ণিত যুক্তিসকলের দ্বারা ব্যাখ্যাতপ্রকারে) সম্ভব হয় বলিয়া দেবতার শরীর প্রভৃতি সাধন করিতে সমর্থ ।৪০ [আর কেবল যে মন্ত্র প্রভৃতি হইতেই দেবতার বিগ্রহ সিদ্ধ হয়, তাহা নহে, তাহা] প্রত্যক্ষাদিমূলক হওয়াও সম্ভব ।৪১ যেহেতু [দেববিগ্রহ] আমাদের প্রত্যক্ষ না হইলেও প্রাচীনগণের প্রত্যক্ষ হইত ।৪২ যেমন দেখ, ব্যাস প্রভৃতি দেবতা প্রভৃতির সহিত প্রত্যক্ষ (—সাক্ষাদ্ভাবে) ব্যবহার করিতেছেন, ইহা স্মৃতিতে বর্ণিত হইতেছে ।৪৩ কিন্তু যিনি বলিবেন, 'আধুনিকগণের ন্যায় প্রাচীনগণেরও দেবতাদির সহিত ব্যবহার করিবার সামর্থ্য নাই (—ছিল না'), তিনি জগতের বৈচিত্র্যের প্রতিষেধ করিবেন ।৪৪ বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় অন্য সময়েও সার্ব্বভৌম ক্ষত্রিয় (—সম্রাট্) ছিলেন না, ইহা তাঁহাকে বলিতে হইবে ।৪৫ আর তাহা হইলে (—সার্ব্বভৌম রাজা না থাকিলে) রাজসূয়াদিযজ্ঞবোধক বিধি বাধিত হইয়া পড়িবে, [যেহেতু সার্ব্বভৌম নৃপতিই তাহাতে অধিকারী] ।৪৬ আবার বর্ত্তমানকালের ন্যায় অন্যসময়েও (—প্রাচীনকালেও) বর্ণ আশ্রম ও ধর্ম্মকে প্রায় অব্যবস্থিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ।৪৭ আর তাহা হইলে [বর্ণ ও আশ্রমানুযায়ী ধর্ম্ম] ব্যবস্থাবিধানকারি শাস্ত্র অনর্থক হইয়া পড়িবেন ।৪৮ সেইহেতু (—নিরঙ্কুশ কল্পনাপ্রভাবে এইসকল অব্যবস্থার প্রসক্তি যাহাতে না হইয়া পড়ে, সেইহেতু) ধর্ম্মের উৎকর্ষবশতঃ প্রাচীনগণ দেবতাদির সহিত প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করিতেন, ইহা [স্বীকার করা] সঙ্গত ।৪৯ আবার দেখ, [পাতঞ্জলমতাবলম্বিগণ] স্মরণ করেন, "স্বাধ্যায় (—মন্ত্রজপ) হইতে ইষ্টদেবতার সহিত সম্বন্ধ হয়

শাঙ্করভাষ্যম্

ইত্যাদি।৫০ যোগঃ অপি অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিফলঃ স্মর্য্যমাণঃ ন শক্যতে সাহসমাত্রেণ প্রত্যাখ্যাতুম্।৫১ শ্রুতিশ্চ যোগমাহাত্ম্যং প্রখ্যাপয়তি—"পৃথ্ব্যপ্তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে। ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্" ॥ (শ্বেঃ ২।১২) ইতি।৫২ ঋষীণাম্ অপি মন্ত্রব্রাহ্মণদর্শিনাং সামর্থ্যং ন অস্মদীয়েন সামর্থ্যেন উপমাতুং যুক্তম্।৫৩ তস্মাৎ সমূলম ইতিহাসপুরাণম্।৫৪ লোকপ্রসিদ্ধিঃ অপি ন সতি সম্ভবে নিরালম্বনাধ্যবসাতুং যুক্তা।৫৫ তস্মাৎ উপপন্নঃ মন্ত্রাদিভ্যঃ দেবাদীনাং বিগ্রহবত্ত্বাদ্যবগমঃ।৫৬ ততশ্চ অর্থিত্বাদিসম্ভবাৎ উপপন্নঃ

ভাষ্যানুবাদ

(—তাঁহার সান্নিধ্যলাভ ও আলাপাদি হয়"), ইত্যাদি।৫০ অণিমাদি ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তি যাহার ফল, এতাদৃশ স্মর্য্যমাণ (—পাতঞ্জলস্মৃতিতে বর্ণিত) যে যোগ, তাহাকে হঠকারিতাদ্বারা প্রত্যাখ্যান করিতে পারা যায় না।৫১ আর শ্রুতিও যোগের মাহাত্ম্য খ্যাপন করিতেছেন, যথা—"পৃথিবী জল তেজ বায়ু ও আকাশ, পাঁচটী ভূত সমুত্থিত হইলে (—ধারণাদ্বারা বশীকৃত হইলে (৭৪) এবং যোগগুণ (—যোগাভ্যাসের ফলভূত অণিমাদি ঐশ্বর্য্য) প্রবৃত্ত (—প্রকাশিত) হইলে যিনি যোগাগ্নিময় (—যোগাভ্যাসদ্বারা অভিব্যক্ত তেজোময়) শরীর প্রাপ্ত হন, তাঁহার রোগ জরা ও মৃত্যু থাকে না। [সুতরাং যোগশাস্ত্রোক্ত দেবতাবিগ্রহ প্রতিপাদক প্রমাণকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।৫২ আর দেবতার প্রত্যক্ষ-দর্শনে আমাদের সামর্থ্য নাই বলিয়া যে কাহারও তাহা নাই, ইহা বলা যায় না। কারণ] মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের দ্রষ্টা ঋষিগণের সামর্থ্যকেও অস্মদাদির সামর্থ্যের সহিত তুলনা করা যুক্তিসঙ্গত নহে।৫৩ সেইহেতু (—ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণের অতীন্দ্রিয় বিষয় দর্শনের সামর্থ্য সিদ্ধ হওয়ায়) ইতিহাস ও পুরাণ হয় সমূল (—যথার্থ মূল অবলম্বনে রচিত)।৫৪ [চিত্রাঙ্কিত দণ্ডহস্ত যম (১।৩।৩২ সূঃ ৪ বাক্য) প্রভৃতি] লোকপ্রসিদ্ধিকেও সম্ভব হইলে নিরালম্বনরূপে নিশ্চয় করা যুক্তিসঙ্গত নহে।৫৫ সেইহেতু (—প্রমাণ অদুষ্ট হইলে প্রমেয়সিদ্ধি অবশ্যই হয় বলিয়া) মন্ত্রাদি হইতে দেবতা প্রভৃতির সশরীরতা ইত্যাদি অবগত হওয়ায় যায়।৫৬ আর সেইহেতু (—দেবগণের সশরীরতা সিদ্ধ হয় বলিয়া) অর্থিত্ব প্রভৃতি সম্ভব হওয়ায় দেবতা

ভাবদীপিকা

(৭৪) এইস্থলে রহস্য এই—পদতল হইতে জানু পর্য্যন্ত দেহাংশকে পৃথিবীরূপে, জানু হইতে নাভি পর্য্যন্ত দেহাংশকে জলরূপে, নাভি হইতে গ্রীবা পর্য্যন্ত অবয়বকে তেজোরূপে, গ্রীবা হইতে কেশোদ্গমস্থান পর্য্যন্ত অবয়বকে বায়ুরূপে এবং কেশোদ্গমস্থান হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত দেহাংশকে আকাশরূপে ধ্যানকরতঃ সিদ্ধিলাভ করিলে পৃথিব্যাদি ভূতপঞ্চক বশীভূত হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

দেবাদীনাম্ অপি ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ অধিকারঃ ।৫৭ ক্রমমুক্তিদর্শনানি অপি এবম্ এব উপপদ্যন্তে ।৫৮॥ ১।৩।৩৩॥ ইতি অষ্টমং দেবতাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

প্রভৃতিরও ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে, ইহা সঙ্গত ।৫৭ এইপ্রকার হইলেই (—দেবগণের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার সিদ্ধ হইলেই) ক্রমমুক্তিপ্রদ দর্শন-সকল (—উপাসনাসকল) হয় সঙ্গত (—তাহাতে মনুষ্যের প্রবৃত্তি সিদ্ধ হয় (১ ভাবদীঃ) ।৫৮ ॥ ১।৩।৩৩ ॥ দেবতাধিকরণ সমাপ্ত।

৯। অপশূদ্রাধিকরণম্। [৩৪-৩৮ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—স্বরাদিসহ বৈধ বেদপাঠে শূদ্রের অনধিকার, কিন্তু পুরাণাদি-পাঠপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে "তদ্ যো যো দেবানাম্" (বৃঃ ১।৪।১০) ইত্যাদি শ্রুতিবচনবলে যেমন ব্রহ্মবিদ্যাতে কেবল মনুষ্যেরই অধিকার নিরাকৃত হইয়া অত্রৈবণিক দেবগণেরও অধিকার স্থাপিত হইয়াছে ; তদ্রূপ প্রস্তাবিত অধিকরণে "হারেত্বা শূদ্র" (ছাঃ ৪।২।৩) ইত্যাদি শ্রুতিতে সম্বর্গবিদ্যাতে অধিকারী জানশ্রুতির প্রতি শূদ্রশব্দ প্রযুক্ত হওয়ায় শ্রৌত ব্রহ্মবিদ্যাতে কেবল দ্বিজাতিরই অধিকার স্বীকার না করিয়া অত্রৈবর্ণিক শূদ্রেরও অধিকার স্বীকার করিতে হইবে। এইপ্রকারে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত প্রসঙ্গাগত এই অধিকরণের **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্য অধ্যায় ও মুখ্য পাদসঙ্গতি—১।৩।৮ অধিঃ তৎস্থলে দ্রষ্টব্য। উপরন্তু পূর্ব্বাধিকরণে দেবাদির অধিকার কথনের দ্বারা যেমন মন্ত্রপ্রভৃতির দেববিগ্রহাদিরূপ ভূত (—যথার্থ) অর্থে সমন্বয় (—তাৎপর্য্যনিশ্চয়) প্রদর্শনকরতঃ বেদান্তবাক্যের ব্রহ্মরূপ ভূত অর্থে সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে ; প্রস্তাবিত অধিকরণেও তদ্রূপ শূদ্রশব্দের ক্ষত্রিয়ে সমন্বয় প্রদর্শন দ্বারা শ্রৌত ব্রহ্মবিদ্যার ত্রৈবর্ণিকে সমন্বয় প্রদর্শিত হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণের সমন্বয়াধ্যায় সঙ্গতি (—এই অধ্যায়ে অন্তর্ভাব) সিদ্ধ হইয়াছে।

ন্যায়মালা

শূদ্রোঽধিক্রিয়তে বেদবিদ্যায়ামথবা নহি।
অত্রৈবর্ণিকদেবাদ্যা ইব শূদ্রোঽধিকারবান্॥
দেবাঃ স্বয়ংভাতবেদাঃ শূদ্রোঽধ্যয়নবর্জ্জনাৎ।
নাধিকারী শ্রুতৌ স্মার্ত্তে ত্বধিকারো ন বার্য্যতে॥

অন্বয়—বেদবিদ্যায়াঃ শূদ্রঃ অধিক্রিয়তে অথবা নহি? অত্রৈবর্ণিকদেবাদ্যাঃ ইব শূদ্রঃ অধিকারবান্। দেবাঃ স্বয়ং-ভাতবেদাঃ, অধ্যয়নবর্জ্জনাৎ শূদ্রঃ শ্রুতৌ ন অধিকারী। স্মার্ত্তে তু অধিকারঃ ন বার্য্যতে।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[শ্রৌতব্রহ্মবিদ্যা অত্র বিষয়ঃ। ছান্দোগ্যে সম্বর্গবিদ্যায়াং "হারেত্বা শূদ্র" (ছাঃ ৪।২।৩) ইত্যাদি বাক্যে শূদ্রস্য বেদবিহিতায়াং ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ অধিকারঃ প্রতীয়তে। "শূদ্র যজ্ঞে অনবকৢপ্তঃ", (তৈঃ সং ৭।১।১।৬) ইত্যাদি বাক্যে চ তস্য কর্ম্মানধিকারঃ প্রতীয়তে। তেনৈব

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৮৬	৫, ৯	অভুৎ, ব্যাতরেকমুখে	অভূৎ, ব্যতিরেকমুখে
৪৮৮	১৫, ৩৩	অদৃশ্যাদি-, শুষুক্ষ্মং	অদৃশ্যত্বাদি-, সুসূক্ষ্মং
৪৯০/৪৯১	৬/৩	দ্রষ্ট-/অশ্নতে	দ্রষ্টৃ-/অশ্নুতে
৪৯৫/৪৯৬	৭/২৯	বক্ষ্যমঃ/লিঙ্গপ্রতভিজ্ঞা	বক্ষ্যামঃ/লিঙ্গপ্রত্যভিজ্ঞা
৪৯৮	২১	বলিতেছে	বলিতেছেন
,,	৩৪	একবিজ্ঞান সর্ব্ববিজ্ঞানে	একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান
৪৯৯/৫০০	৭/২৩	শ্রোত্তিয়ং/-ব্যপদেশাভ্যঃ	শ্রোত্রিয়ং/-ব্যপদেশাভ্যাং
৫০২/৫০৩	২৬/১২	মৃঃ / ২।২।২৩	মুঃ / ১।২।২৩
৫০৬	১২, ১৩	মূধা, হটাৎ	মূর্ধা, হঠাৎ
৫০৮	১৪	ঈশরান্বেষু	ঈশ্বরান্বেষু
৫০৯	৭, ২৮	বেশ্বানর-, ৩।২।২৪	বৈশ্বানর-, ১।২।২৪
৫১০	৭	যেহেতু	সাধারণশব্দবিশেষাৎ—যেহেতু
৫১৫	৪	আত্মষু, ৫।১৮।১	আত্মসু, ছাঃ ৫।১৮।১
,,	৬, ১০	৫।২৪।৩, কর্য্যের	ছাঃ ৫।২৪।৩, কার্য্যের
৫১৬/৫১৮	১৪/১৯	ত্রৈলাক্য-/ পুরুষমাপি	ত্রৈলোক্য- / পুরুষমপি
৫২১/৫২৭	৭/২২	আশ্রয়নীয়ঃ/সম্বদ্ধ	আশ্রয়ণীয়ঃ/সম্বন্ধ
৫২৮/৫৩৩	২৪/১৭	নির্নীত/আচার্য্য	নির্ণীত/আচার্য্য
৫৪৩/৫৪৫	১৫/৩৪	দ্যুভাত্মা- / হইবে	দ্যুভ্বাত্মা- / হইবে
৫৪৬/৫৪৭	১২, ৩৪/১২	দ্যুভূবৌ, ভূ/দ্যুভূবৌ	দ্যুভুবৌ, ভূঃ/দ্যুভুবৌ
৫৪৮	২২, ২৫	ষস্মিন্, সামাণাধি-	যস্মিন্, সামানাধি-
৫৪৯/৫৫২	১১/১১	মৃতোঃ/এক্ষনে	মৃত্যোঃ/এক্ষণে
৫৫৪	৫, ৬, ১০	-গ্রন্থিচ্ছি-, কম্মাণি, ?	গ্রন্থিশ্ছি-, কর্ম্মাণি, ॥
৫৫৫	৫	বিম্নাপনং, বৃঃ ৫।৪।২১	বিম্লাপনং, বৃঃ ৪।৪।২১
৫৫৭/৫৫৮	২৪/২	উপধিদ্বারা/প্রাণভৎ	উপাধিদ্বারা / প্রাণভৃৎ
৫৬২/৫৬৬	২৩/৬	অত্মানৌ/প্রণতত্ত্বের	আত্মানৌ/প্রাণতত্ত্বের
৫৬৮	৩, ৩৩	এইপ্রকরে, অপরপক্ষে	এইপ্রকারে, অপরপক্ষ
৫৭১/৫৭২	১৬/২২	শোকেক / প্রদর্শণের	শোককে / প্রদর্শনের
৫৭৩/৫৭৬	৩৩/১১	প্রাণত্মবি-/প্রতিচনম্	প্রাণাত্মবি-/প্রতিবচনম্
৫৮২	২৮, ৩৫	আপাতঃ, ভমা	আপাততঃ, ভূমা
৫৮৪/৫৮৭	২৮/১০	-প্রকরনের/অনন্দস্য	প্রকরণের/আনন্দস্য
৫৮৯	৩, ১৪, ২০	নিগুণ, অক্ষরাবিধা, ঐ	নির্গুণ, অক্ষরাভিধা, ঐ
৫৯০	২০, ২৬	অস্থুলম্, স্থুল	অস্থূলম্, স্থূল
৫৯৩/৫৯৪	৩০/১৪	উপেরের/শ্রবনণাৎ	উপেয়ের/শ্রবণাৎ
৫৯৬	৮, ১৩	-রাস্তধতিঃ, মন্ত	-রাস্তধৃতিঃ, মন্তৃ
৫৯৭	৩, ৪	দ্রষ্ট, মন্ত	দ্রষ্টৃ, মন্তৃ
৬০১/৬০২	১৯/৩২	প্রণবাবম্বনে/আত্মা-	প্রণবাবলম্বনে/আত্ম-

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬১৮/৬২২	১৩/১৩	আকাশোমাতত্ত্ব/†	আকাশোপমিতত্ত্ব / *
৬২৪	৩০, ৩৬	বিহত, ১১।১।২	বিহিত, ১।১।২
৬২৯	৮, ১৯	লোকাণাম্, বশ্যই	লোকানাম্, অবশ্যই
৬৩৯	১, ১১	দহরাধিকণম্, তূরীয়	দহরাধিকরণম্, তুরীয়
৬৪৩	৫, ৮	-মোপাদিভিঃ, -হ্যপাদিভিঃ	-নোপাধিভিঃ, -হ্যপাধিভিঃ
৬৪৪	১৯, ২৩, ২৫	নির্নীত, সশরীত্ব, শরীররই	নির্ণীত, সশরীরত্ব, শরীরই
৬৪৫	৪, ১৩	দশ্যতে, অংশাশি-	দৃশ্যতে, অংশাংশি-
৬৪৬	৩, ৭	মষাবা-, দষ্টম্	মৃষাবা-, দৃষ্টম্
৬৪৭/৬৪৯	১৪/৬, ১৬	অমতা-/অনেকার্থ-,গুণাবিশিষ্ট	অমৃতা-/অনেকানর্থ,গুণবিশিষ্ট
৬৪৯/৬৫১	১৯, ২৪/২২	নির্নীত, প্রাভবে/করিভছেন	নির্ণীত; প্রভাবে/করিতেছেন
৬৫৪/৬৫৫	৬/৭	অনুভূয়ঃ/ঔপাধিকল্পিহস্য	অনুভূয়/ঔপাধিকাল্পত্বস্য
৬৬০/৬৬৬	৩৪/২৭	নিচ্ / বিষযসপ্তমী	ণিচ্ / বিষয়সপ্তমী
৬৭০	৫, ১২	প্রদিপাদ্য, র্ব্বপক্ষ	প্রতিপাদ্য পূর্ব্বপক্ষ
৬৭১	১, ২০	পুরুষ , নিয়মণ	পুরুষ পরমাত্মা, নিয়মন
৬৮১/৬৮৩	৩৩/৩, ২১	শাশ্বতী/অধ্যায়ন। বিরোধেত্বেন-	শশ্বতী/অধ্যয়ন, বিরোধেত্বন-
৬৮৪/৬৮৯	২৫/৭	আবেদবিদ্/ঋষীনাম্	অবেদবিদ্ / ঋষীণাম্
৬৯৭/৬৯৮	৫/৩৬	সম্বন্ধে/পাঠককের	সম্বন্ধে / পাঠককে
৭০১/৭০২	৩/১৭	ম্বিগণ / ঘটপব্দ	লম্বিগণ / ঘটশব্দ
৭০২/৭০৬	৩০/১৮	না পক্ষ / অধ্যায়ন-	না কোন পক্ষ/অধ্যয়ন-
৭১৪/৭১৫	২৪/১৪	তৃতীয়ক্ষণাশ্য / -কারিনী	তৃতীয়ক্ষণনাশ্য / -কারিণী
৭১৫/৭১৬	১৫, ৩৪/৩	বিষয়িনী, (৪২) / পাণিণি	বিষয়িণী, ৪২) / পাণিনি
৭২৩/৭২৬	২৩/৪	-ভরণকার, / এক	-ভরণকার ও / একঃ
৭২৭/৭২৯	৩/২৩	যথ্য- / কত্রস্মরণা-	যথা / কর্ত্রস্মরণা-
৭৩০/৭৫২	৩৫/৩৪	নির্নীত / সপ্তভক্তির	নির্ণীত / সপ্তভক্তির
৭৫৪/৭৫৬	১০/২০	দেববিগ্রহাদিই / ঝল্লী	দেববিগ্রহাদির / ঝিল্লী
৭৬০/৭৬২	১১,১৪,১৬/১২	হবণীয়/ব্যবজহঃ	হবনীয় / ব্যবজহ্রুঃ

দ্রষ্টব্য—অক্ষরভঙ্গজনিত ও অন্যপ্রকার আরও কিছু অশুদ্ধি আছে, পাঠকগণ স্বয়ংই তাহা অবগত হইতে পারিবেন।

৪র্থ খণ্ড যন্ত্রস্থ

Vedanta-Darshana

Vedanta is the Sublimest expression of the intellect, the heart and the spirit of India. It is not a mere scholastic system of metaphysics.... The Book under review, dealing with the wellknown 'Vedanta Sutras' and their commentaries, is happily intended for both classes of readers, scholarly and ordinary.......A lucid and elaborate annotation by Swami Vishwarupananda of the Ramakrishna Mission, named **Bhava-dipika**, throwing much light on every topic, every argument, every notable idea and every important word of the Sutras, of Shankara Bhasya and the other commentaries...is really a valuable contribution in Bengali to Vedanta literature. It reveals the annotator's sound scholarship, penetrating insight, most patient and persevering research and rare capacity to simplify the most abstruse subjects in the plainest language possible. He has thus rendered valuable service to the culture of vedanta in the country. Scholars will be delighted to find that the learned annotator has not left untouched a single point of fundamental importance, while those whose knowledge of Sanskrit is not sufficiently adequate for the study of the original commentaries will be gratified to find that they are not thereby deprived of the right to be conversant with the great truths of Vedanta Philosophy.......**We fervently hope that this valuable work will be widly appreciated....**

(Principal) *A. K. Banerjea,*
(The Prabuddha Bharat, March, 1952)